বিদ্যাপতি

(স্বর্গত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের

ব্যয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ও

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৪৮

প্রকাশক—
শ্রীশরৎকুমার মিত্র, বি-এল্
৮৫ নং গ্রে স্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—
শ্রীগৌরচন্দ্র সেন, বি. কম্.
শ্রীভারতী প্রেস
১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট্,
কলিকাতা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

বিদ্যাপতির পদাবলীর ২য় সংস্করণ প্রস্তুত করিবার ভার অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের পদগুলি ও মিথিলাগীত সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আরও কতকগুলি পদ আহরণ করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুসারে সাজাইয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে যেমন পদের নীচে তাহার ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেরূপ না করিয়া ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। দ্বিতীয়খণ্ডে একটি বিস্তৃত ভূমিকাও সংযোজিত হইবে, এইরূপ কল্পনা ছিল। এই সংকল্প অনুসারে বিদ্যাপতির সমগ্র পদগুলি তিনি ১৩৪১ সালে প্রথম খণ্ড রূপে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের কার্যও তিনি কিছু আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১ম হইতে ৩১০ সংখ্যক পদ পর্যন্ত তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হয়। ইহার পর তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে ১৩৪৬ সালের চৈত্র মাসে ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় কর্তৃক এই পুস্তক সম্পূর্ণ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হয় আমি ইহার ব্যাখ্যাংশ সম্পূর্ণ করিয়া একটি শব্দার্থ-সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি মাত্র। অমূল্য বাবু পর বৎসর ১০ই বৈশাখ পরলোক গমন করেন। তিনি যে তাঁহার আরব্ধ কার্যের পরিসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা সকলেরই পক্ষে একান্ত দুঃখজনক। তাঁহার বন্ধুত্বগর্বিত আমি এই দুঃখ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও গত পৌষমাসে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (সংক্ষিপ্ত আকারে) এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। অনেক স্থলে নগেন্দ্র বাবুর সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও ইহা স্বীকার করি যে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তিনি যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তিনিও যে তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাও কম পরিতাপের বিষয় নহে।

পাঠকগণ হয়ত প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন, বর্তমান সংস্করণে পদগুলি নূতনভাবে সাজানো হইয়াছে। অনেক নূতন পদও সংযোজিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে মোট পদসংখ্যা ছিল ৯৩৫, বর্তমান সংস্করণে পদের সংখ্যা ১০৭০। গ্রীয়ার্সন সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া মিথিলায় মাত্র ৮২টি পদ পাইয়াছিলেন। তাহার পর অবশ্য অনেক নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও অনুসন্ধান করিলে বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদ আরও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে কয়েকটি পদ পাইয়াছি।* প্রার্থনার পদ হিসাবে ইহাদের মূল্য আছে। এজন্য নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটি মুদ্রিত হইল :—

(১)

ইন্দ্র আদি করি, সুর নর দানব, ত্রিপুর জিনিল দশমাথে।
বিশ বাহুপর, বিজই ধনুর্দ্ধর, নৃপতি নিশাচর নাথে॥
মণিময় কুণ্ডল, রতন আভরণ, শোভা করয়ে দশমুণ্ডে।
দিগ বিজয় করি, বিক্রম বল ধরি, ছত্র ধরল নব খণ্ডে॥

---

* কীর্তনগায়ক শ্রীযুক্ত হরিদাস করের নিকট এই পদগুলির সন্ধান পাইয়া আমি তাঁহার দ্বারা এগুলি আনাইয়া লই। করমহাশয় এজন্য আমার ধন্যবাদার্হ।

(২)

সোই লঙ্কাপতি, দৈবে হরল মতি, বিপদ সময় যব ভেলা।
রতন মুকুটোপর, বনচর বানর, চরণ আঘাত কত দেলা॥
হরি হরি দৈবক গতি নাহি জান।
কবহু রাজ পদ, আপদ সম্পদ, কবহু গুরুয়া অপমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন ইহ জগজন, বড় বলবন্ত গোসাঞি।
সুখ দুখ সম্পদ, দৈব নিয়োজিত, আপন হাতে কিছু নাই॥

(২)

হরি হরি অব কি করব প্রতিকার।
আপদে ওখদ, কোন খাওয়ায়ব, কোন করব উপকার॥
বাড়ল দারুণ খেদ।
সুখ লাগি প্রেম, যতনে বাড়ায়লু, বিহি তাহে করল বিচ্ছেদ॥
পর উপকার, সার করি মানলু, না বুঝিয়া নিজ বিপরীত।
তসরিয়া কীট, সম হাম হোয়লু, জানলু বিহিক বঞ্চিত॥
বিদ্যাপতি মতি, ভ্রমময় হোয়ল, কি করব জগজন লাজ।
অন্তকালগতি মনে মনে সমুঝই, ত্রাহি ত্রাহি নটরাজ॥

(৩)

মাধব আপদে লেহ তরাই।
আপন করম প্রতি-ফল যব ভুঞ্জব, তব তোহে কোন বড়াই॥
অমিট যে না মিটত, তুয়া নামে মিটত, সুত মুখে শুনল যাই।
ব্যাধ অজামিল, তাহার সাক্ষি অব, অতয়ে তোহে সমুঝাই॥
বিপদ ত্রস্ত জন, গাই তুয়া গুণ, মান বিষম পদ সমহি।
তাহে তরাইতে, যদি নাহি পারবি, চিন্তামণি নাম তব ছোড়হি॥
বিদ্যাপতি কহে, শুন যদু নন্দন, ইহ বড় দারুণ শেল।
হিত কহিতে অব, অহিত হোয়ল, নিজ দোষে সে ভৈ গেল॥

(৪)

হরি হরি জনমে জনমে করি আশ।
কুমতি কঠিন জন, বিপদে পড়ল যব, তবহি কহল তুয়া দাস॥
সম্পদ সময়ে, অশী ঘশী (?) না রাখত, তাহে দেয়ল বাড়।
আচানক আই, সমরে যব ভেটল, দুষমনে দেওল বার॥
সম্পদ বেড়ি, তুহারি অনুশীলন, কবহু না করলহি (কাম ?)।
শূল কি মাঝ, যবহু পড়ল হাম, তবহুঁ জপল তুয়া নাম॥
কাতর হোই, শিব শিব কহই, জীবন ছটফটি জান।
অসহু রসনা, বোলত ঘন ঘন, কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৫)

মাধব বেরি একু কর অবধান।

বোলত বয়ান, ঝুরত নয়ান ঘন, অন্তর ধরত ধেয়ান ॥

চাতক জল বিনে, প্রাণ নিজ জায়ত, তবু নাহি পিয়ত নীরে।

যৈছন তার ব্রত, সোই জল জব পায়ব, স্নপন করয়ে শরীরে ॥

জল বিনে মীন, ছোড়ত নিজ তনু, দারুণ তপনক তাপে।

দারুণ লোভ, ক্ষোভ ভরি ধীবর, জাল আনি দেওল ঝাঁপে ॥

ঐছন সময়ে, নৃপতি বর বল্লভ, আওল নিজহি মন্দিরে।

বিদ্যাপতি মতি, দেখিয়ে চমকিত, ধাই আওল সেই ধারে ॥

(৬)

দীন দয়াময়, জগ মন মোহন, জগ জীবন যদুনন্দনে।

দামোদর কেশব মুবারি করুণা কর হরি দীন জনে ॥

মুঞি বোলত রাধা রাধা নিশি দিশি তোহারি গুণে।

মথুরা নাথ নিবেদই অন্তরে বেরি একু কর অবলোকনে ॥

রসনারে কহ কহ হরি হরি ধরিয়া ধেয়ানে

কাতর দীন দয়াময় ফুকরহ জীবন রহ জব বয়ানে ॥

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নরসিংহ বলি উদ্ধারণ বামনে।

রাম জগৎপতি তারণ কল্কিরূপ কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥

পুঁথিখানিতে বিদ্যাপতির চোদ্দটি পদ আছে। পুঁথির বয়স অনুমান ১৫০ বৎসর।

নগেন্দ্রবাবুর সম্পাদনে বিদ্যাপতি ১৩১৬ সালে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। তাহার পর সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে 'বসুমতী' হইতে একখানি বিদ্যাপতির পদাবলী বাহির হইয়াছিল। পরে নগেন্দ্র বাবু নিজেই উহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

১৩৩৬ সালে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ কামেশ্বর সিংহ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যানসেলারকে এক পত্র লেখেন যে ডাঃ জয়সোয়ালের উক্তি হইতে জানা যায় নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে বিদ্যাপতির পদাবলীর একখানি অতি পুরাতন পুঁথি আছে। তিনি ঐ পুঁথিখানি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। মহারাজ বাহাদুর মৈথিলী ভাষার আলোচনার জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকপদও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ পুঁথির একখানি আলোকচিত্র সংগ্রহ করেন। পাটনা কলেজের জন্যও উহার আর একখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে শুনিয়াছি। সেখানে ঐ পুঁথি লইয়া গবেষণা চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমি উহার আলোকচিত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; নেপালের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষপ্রবর আশাও দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত উহা পাওয়া যায় নাই।

এই পুঁথিখানাই নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় লইয়া আইসেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুঁথি আছে, তাহা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। পাটনা বি. এন কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার আমাকে জানাইয়াছেন যে ঐ পুঁথিতে যে পদ আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই

নগেন্দ্রবাবুর পুস্তকে আছে। ৫।৬টি পদে কিছু পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এই পুঁথিতে ২৮২টি পদ আছে। (নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন 'এই পুঁথিতে প্রায় ৩০০ পদ আছে'।)

যেদিন হইতে স্থির হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, সেইদিন হইতে বিহার অঞ্চলে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কৌতুহল জাগিয়াছে এবং তাঁহার পদাবলীর কয়েকখানি সংস্করণ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিতও হইয়াছে। তাহার সকলগুলিই অল্লাধিক নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। মিথিলাগীতসংগ্রহ ও বেণীপুরীর সংস্করণে কতকগুলি নূতন পদ পাওয়া যায়। সেগুলিও বর্তমান সংস্করণে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিদ্যাপতির ভাষা সম্বন্ধে এখনও সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। বিদ্যাপতির মাতৃভাষা যে মৈথিলী ছিল সে সম্বন্ধে অবশ্য কোনও সন্দেহ নাই। তিনি যে বহুভাষাবিৎ ছিলেন, সে সম্বন্ধেও মতভেদ নাই। মৈথিলী এবং বাংলা ভাষার মধ্যে যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে, তাহা না মানিয়া উপায় নাই। প্রশ্ন এই যে, বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষা পরিত্যাগ করিয়া এমন একটি বাংলামৈথিল মিশ্র ভাষায় কাব্য রচনা করিতে গেলেন কেন? কেহ কেহ বলিবেন যে, এই সকল পদের সহিত মৈথিল ভাষার পার্থক্য আছে, কে বলিল? ইঁহাদের মতে বাংলার সহিত মৈথিল ভাষার আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নাই। মৈথিলী ও মিশ্র ভাষার পদগুলি তুলনা করিলে এই মত সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ

উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন প্রদান॥
নব বৃন্দাবন-রাজ বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥ ২০৩ পৃষ্ঠা—বঙ্গদেশের পদ

এই ভাষাকে কি মৈথিলী বলা যাইবে? 'নিজ নবদলে'—এই যে সপ্তমী বিভক্তি ইহা কি মৈথিলীর লক্ষণাক্রান্ত? ইহা দেখিয়া কেহ কেহ এই উৎকৃষ্ট পদটিকে 'প্রক্ষিপ্ত' আখ্যা দিয়া সকল দ্বন্দ্বের অবসান করিতে চাহেন। মৈথিল পদের সহিত তুলনা করুন:

দখিন পবন ঘন আঙ্গ উগারএ
কিসলয় কুসুম পরাগে।
সুললিত হার মঞ্জরি ঘন কজ্জল
অখিতৌ অঞ্জন লাগে॥—২০১ পৃষ্ঠা—রাগতরঙ্গিণী

অথবা—

আনদিন গহি গৃম লাবিয় গেহা।
বহুবিধ বচন বুঝাবএ নেহা॥
মন দএ রুসি রহল পহু সোই।
পুরুষক হৃদয় এহন নহি হোই॥ ১৫৯ পৃঃ (মিথিলার পদ)

মৈথিলী এবং বাংলার সাজাত্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। পণ্ডিতেরাও এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া তাহার হেতু ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, মৈথিলভাষা বাঙ্গালা দেশের লিপিকার এবং কীর্তনগায়কের হস্তে পড়িয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী সাজ পরাইয়াছে। আবার কেহ বলিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে যে সকল বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় গিয়াছিল তাহারা মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির গীত বঙ্গদেশে আমদানী করিয়াছিল;

মৈথিল ভাষায় তাঁহাদের অজ্ঞতা হেতু গীতগুলি বিকৃতভাবে প্রচলিত হওয়ায় বিদ্যাপতির এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইহার দেখাদেখি মৈথিলী বাংলা হিন্দী মিশাইয়া বাঙ্গালীরা যে ভ্রমাত্মক ভাষার সৃষ্টি করিল, তাহাই 'ব্রজবুলি' নামে সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচিত। 'ব্রজবুলি' কোন সময়ে প্রথম প্রচলিত হইল এবং এই শব্দটি কবে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে ব্রজবুলি ভাষার প্রাচীনতম নমুনা হিসাবে যে সকল পদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে তাহা বিদ্যাপতির ভাষা হইতে বড় বেশী দূরে নহে একথা বলা যাইতে পারে। যথা:—

শ্রীযুত হুসন জগতভুষণ সোই এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজখান॥

এই পদটি সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব রথের অগ্রে যে গান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন তাহাও ব্রজবুলি বলিয়া গণ্য করিলে অন্যায় হয় না:

সেই ত পরাণনাথে পাইলুঁ।
যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ॥

এই পদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতেও পাবে, কিন্তু রায় রামানন্দের পদটিকে অপ্রামাণিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতে এবং কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পদটি সমগ্রভাবে পাওয়া যায়:

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকো মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্রনরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান॥*

এই পদের সহিত মিথিলায় প্রচলিত একটি পদের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে, ব্রজবুলি পদের ভাষা হইতে বিদ্যাপতির ভাষা পৃথক্ করা সহজ নহে:

সে কাহু সে হম সে পচবান।
পাছিল ছাড়ি রঙ্গ আবে আন॥
পাছিলাহু পেমক কি কহব সাধ।
আগিলাহু পেম দেখিঅ অব আধ॥

---

* শেষের কলিটি সকল পুঁথিতে নাই।

বোলি বিসরলহ দঅ বিসবাস।
সে অনুরাগল হৃদয় উদাস॥
কবি বিদ্যাপতি ইহো রস ভান।
বিরল রসিক জন ঈ রস জান॥—১৬০ পৃঃ

ইহা বিচিত্র নহে যে এই পদটিরই আভাস রায় রামানন্দের ঐ প্রসিদ্ধ পদটিতে পাওয়া যায়। যদি তাহা হয় তবে ইহা বলিতেই হইবে যে বিদ্যাপতির গীতি কবিতা দাক্ষিণাত্য দেশের হৃদয়েও প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। অনেকের ধারণা যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতেন বলিয়াই ইহার প্রচার। স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন "Owing to the influence of Chaitanya, Vidyapati's poems obtained an immense popularity in Bengal......" একথা অস্বীকার না করিলেও, যখন সুদূর গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের মুখে বিদ্যাপতির গীতের অনুরূপ ভাব ও ভাষা শুনিতে পাই, যখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে—

'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥'—১৫৫ পৃঃ

এই গানে চৈতন্যদেবকে অভ্যর্থনা করিতে দেখি, তখন মনে হয় বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভা চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেই ত্রিহুত ছাড়াইয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে ৫০ বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। কারণ বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন; তাঁহার তিরোধান যদি ১৪৪০ বা তৎসন্নিহিত কোনও সময় ধরা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ কল্পনা করিতে হয়।*

বাংলা, হিন্দী, মৈথিলী মিশাইয়া গীত রচনা করিবার পদ্ধতি স্বয়ং বিদ্যাপতি না দেখাইলে ইহা বৈষ্ণব কাব্যের মণিকুট্টিমে প্রবেশ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। মিথিলা-প্রবাসী ছাত্র বা অশিক্ষিত লিপিকার বা ততোধিক অজ্ঞ কীর্তনগায়ক ভুল করিয়া একটি মিশ্র ভাষা আমদানী করিল এবং অকস্মাৎ তাহার মিষ্টত্বে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিগণ সেই ভাষায় কবিতা রচনা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, এরূপ কষ্ট কল্পনা বিচারসহ নহে। তাহা অপেক্ষা বিদ্যাপতি যে এই সুমিষ্ট ভাষার প্রবর্তন করিলেন, ইহাই অধিকতর স্বাভাবিক অনুমান। বিদ্যাপতির মিথিলার পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়:—

বিনু দোষে পিয় পরিহরি গেল।
যৌবন জনম বিফল ভেল॥
জগত জনমি সখি হম সনি।
নহি ধনি দোসরি করমহীনি॥—(২২১পৃ) মিথিলার পদ

অথবা

গগন গরজি ঘন ঘোর।
হে সখি, কখন আওত পহু মোর॥
উগলহি পাচো বান।
হে সখি, অব ন বচত মোর প্রাণ॥—(২৩৪ পৃ) মিথিলার পদ

* বিদ্যাপতির তিরোধান নগেন্দ্র বাবুর মতে অনুমান ৩২৯ ল সংএ ঘটিয়াছিল। ল সং সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র বলেন যে ১১[illegible] হইতে ১১২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১১৯ খ্রীঃ অঃ যদি লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভ ধরা যায়, তাহা হইলে ৩২৯ + ১১১৯ = ১৪৪৮ খ্রী· দাঁড়ায়।

এই সকল পদের সহিত গোবিন্দ দাস, ঘনশ্যামদাস বা বলরামদাসের ব্রজবুলি পদের বিশেষ কোনই প্রভেদ নাই।

তবে লিপিকার বা কীর্তনগায়কের হস্তে যে পাঠ-বিকৃতি ঘটে নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই সকল বিকৃতি সত্বেও বিদ্যাপতির যে সকল পদ আমরা পাইতেছি, তাহা জাল মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। কারণ বঙ্গদেশেই বিদ্যাপতির অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ পদ পাওয়া যায় এবং যে প্রয়োজনে এই পদগুলি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত কোনও প্রয়োজনের সহিত জড়িত নহে। যতই পাঠবিকৃতি ঘটুক না, কোনও বৈষ্ণব কবির পরিচয় একেবারে লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা বৈষ্ণবদের মধ্যে দেখা যায় না। এ বিষয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকতানিষ্ঠ মনোবৃত্তির সুখ্যাতি করিতেই হয়। সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব কবিদিগের আর যে কলঙ্কই থাকুক না কেন, তাঁহাদিগের অনন্যসাধারণ ইতিহাস-প্রিয়তার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।" (পদকল্পতরু ৩য় খণ্ড ৩২৯ পৃষ্ঠা), এই ইতিহাস-প্রিয়তার জন্যই চারি পাঁচশত বৎসর পরেও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিগণের পরিচয় লাভ করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা হইতেছে না। গ্রীয়ার্সন মিথিলায় লোকমুখে শুনিয়া যে পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও পাঠ বিকৃতির অভাব নাই। সুতরাং কেবল বঙ্গদেশীয় লিপিকার ও কীর্তনগায়কের দোষ দিলে চলিবে কেন? বরং ইহাদের বাহাদুরি এই যে, এই সকল রসিক, ভক্ত, গায়কগণের কৃপায় আমরা বিদ্যাপতির হীরক-খনির সন্ধান পাইয়াছি। যে-নগেন্দ্র বাবু অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সেই খনির মধ্য হইতে রত্ন উত্তোলন করিয়াছেন, তিনিও পাঠবিকৃতির জন্য কম দায়ী নহেন। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত পদাবলীর কাল্পনিক মৈথিল রূপ দিতে গিয়া তিনি যে সকল ভুল করিয়াছেন, তাহার সংখ্যাও অল্প নহে।

বিদ্যাপতির সময়ে সম্ভবতঃ বাংলা ভাষার সহিত মৈথিলীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল এবং বাংলা ও মিথিলা যাহাতে সমানভাবে তাঁহার কাব্যরস পান করিতে পারে এইরূপ ভাষায় কাব্যরচনা করা হয়ত বিদ্যাপতির উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার সহিত মিথিলার সম্পর্ক যে তখনকার দিনে ঘনিষ্ঠতর ছিল, ইহা মনে করিবার প্রচুর উপাদান বর্তমান যুগের মৈথিল ভাষায়ও বর্তমান। পূরবী মৈথিল কথ্য ভাষায় (Dialect) অনেক বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।*

বঙ্গদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুকূলতা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছিল। জয়দেবের সময় বা তাহারও কিছু পূর্ব হইতে বৈষ্ণবভাবের বন্যা উত্তর ভারতের অনেকস্থলে বহিতেছিল। তাহারই ফলে চণ্ডীদাস. গুণরাজ খাঁ, গোপীনাথ বসু, এমন কি কৃত্তিবাসের অবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ একই সময়ে উত্তর পশ্চিমে সুরদাসের মধ্যেও তাহার প্রভাব দেখিতে পাই। শ্রীগুরুনানকও পাঞ্জাবে এই ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন :

গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।
যিউ কিরপণ কে নিরারথ দাম ॥
ধংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ ॥

—শিখ গ্রন্থ সাহেব (সুখমণী)

গোবিন্দ ভজন বিনা সকল কর্ম বৃথা ; যেমন কৃপণের অর্থ নিরর্থক। যাহার হৃদয়ে হরি নাম বাস করে সেই ব্যক্তিই ধন্য ধন্য ; নানক বলিতেছেন তাহাকে বলিহারি যাই।

---

* Grierson's Introduction to Maithili dialect of North Bihar Part I, Page xii, xvi.

সুতরাং ইহা একেবারেই অমূলক চিন্তা নহে যে বিদ্যাপতি ভাব-স্রোতের গতি ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের আকাশ যে নবারুণের প্রভায় রঙ্গীন হইয়া উঠিতেছিল, তাহার ছোপ মিথিলারও কিছু কিছু ধরিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে মধুরভাবের উপাসনা প্রবর্তিত হইল; তাহার ফলে বিদ্যাপতি বঙ্গদেশের মানস সরোবরে যেরূপভাবে বিকশিত হইয়া উঠিলেন সেরূপ মিথিলায় নহে। বিদ্যাপতির পদ যে বঙ্গদেশেই বেশী পাওয়া যায়, তাহারও কারণ ইহাই। মিথিলার কোকিল বৈষ্ণবভাবের বসন্তানিলে বঙ্গদেশের গগনে পঞ্চম স্বরে গাহিয়া উঠিলেন। নগেন বাবু 'প্রবাসীতে' এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীরাই বিদ্যাপতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালী বাঁচায় নাই, বিদ্যাপতির আয়াস-লভ্য কাব্য-সম্পদ বাঙ্গালী সহজে তাহার মণি-মঞ্জুষায় স্থান দেয় নাই। তাহার তৎকালীন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনই বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছে। তাই বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবির আদর্শ, বৈষ্ণব মহাজন, বৈষ্ণব কাব্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিতে বৈষ্ণব কবি, বৈষ্ণব গায়ক, বৈষ্ণব সাধক ঐকান্তিক আগ্রহে লাগিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কষ্টসাধ্য ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসরণে পদ রচনা করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার অনুকরণ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যেখানে তাঁহার পদের কোনও অংশ কালবশে লুপ্ত হইয়াছিল, সেখানে পদযোজনা করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর—এইরূপ কতকগুলি পদের পাদপূরণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যিক তস্করবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। ইহাও বৈষ্ণবদের ইতিহাস-প্রিয়তার অল্প প্রমাণ নহে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদে বাংলাদেশ মজিয়া ছিল। এই যুগ্ম নাম বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বহু শ্রেষ্ঠ কবির সমাগমে বঙ্গসাহিত্য ধন্য হইলেও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সম্মান আর কেহই পান নাই। ইহার কারণ উভয়ের অতুলনীয় ভাবধারা। সেই জন্যই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির প্রতি তাঁহার কবি-হৃদয়ের অর্ঘ্য উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, পাঠবিকৃতি অপেক্ষাও গোল বাধাইয়াছে অনুকরণ-স্পৃহা। মানব প্রকৃতির জটিল রহস্যের ফলে দেখা যায় যে, সকল শ্রেষ্ঠ কবিরই অনুকারক জুটিয়া যায়। ব্যাস, বাল্মীকি, হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেষ্ঠ কবিরই নাম দিয়া কেহ না কেহ কাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য নকল হইতে ভাল জিনিষেরই নকল হয়। হীরা, মুক্তা, সোনারই জাল হয়; সীসা, পিতলের জাল হয় না। বিদ্যাপতির নামে কত কবি স্বরচিত পদ চালাইয়া দিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? বিদ্যাপতির যে অনেক খাঁটি বাংলা পদ পাওয়া যায়, তাহার জন্য এই অনুকরণ-প্রবৃত্তিই দায়ী বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন বর্ণিত পদ-গুলি যে কোনও পরবর্তী কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বা কবিরঞ্জনের ভণিতা সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। (দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—প্রবাসী ১৩৪৬)

ইতিমধ্য ছোট বিদ্যাপতি বলিয়া শ্রীখণ্ডবাসী এক বিদ্যাপতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে (ভারতবর্ষ —১৩৩৬ সাল)। এই ব্যক্তি কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতির ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতিরও কবিরঞ্জন উপাধি ছিল জানা যায়। কাজেই সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িল। বিদ্যাপতি-ভণিতার যে বাংলাপদগুলি প্রচলিত আছে, তাহা এই বিদ্যাপতির হইতেও পারে। কিন্তু 'ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি' তিনি বিদ্যাপতির অন্তরালে নিজের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিয়া দিলেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে 'শ্রীরঘুনন্দনের ভক্ত' এই 'ছোট বিদ্যাপতি' বিদ্যাপতি [illegible] কোনও গৌরসম্বন্ধীয় পদাবলী লিখেন নাই। বিদ্যাপতি, ছোট বিদ্যাপতি, রঞ্জন বা কবিরঞ্জন ভণিতায় গৌর[illegible]

পদ পাওয়া গেলে এ বিষয়ের কিছু সুমীমাংসা হইতে পারে। আপাততঃ ইহাই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির যশোলুব্ধ বাঙ্গালী কবি নিজের পদে বিদ্যাপতির নাম চালাইয়া দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সম্পর্কেও এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন লেখক চণ্ডীদাস নাম দিয়া পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাস সমস্যাটিকে অসম্ভব রকম জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য হইতে যে বিদ্যাপতির পদ বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিল, তাহার মূলে রহিয়াছে সেই প্রেমাবতারের প্রেরণা। সংকীর্তন যখন বঙ্গদেশে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হইল, তখনই এই সকল গীতের প্রতি লোকের সাগ্রহ দৃষ্টি পড়িল। ভাবে ভাষায় ছন্দে ধ্বনিতে অলঙ্কারে অতুলনীয় এই পদগুলি বঙ্গের গায়কদিগের মুখে মুখে অপূর্ব তানলয়ে গীত হইতে লাগিল। মিথিলার কাব্যলক্ষ্মী গীতশ্রী-সমন্বিত হইয়া বঙ্গদেশে স্থিতিলাভ করিলেন এবং বিদ্যাপতি রসিক ভক্ত বৈষ্ণব মহাজন বলিয়া বন্দিত হইলেন।

কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর মত এই যে, বিদ্যাপতি 'বৈষ্ণব ছিলেন না'। 'তিনি পরম ভক্ত শৈব ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া শিব স্বয়ং তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করেন।' নগেন্দ্র বাবু বলেন 'মিথিলার সর্বত্র তাঁহার রচিত শিব ও গৌরীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, লোকমুখে রাধাকৃষ্ণের গীত অল্প।' অথচ অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "দরভাঙ্গা মজঃফরপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্যাপতির প্রায় কিছুই জানেন না।" গ্রীয়ার্সন সাহেব ত্রিহুত জেলায় বিদ্যাপতির ৮২টি মাত্র পদ অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেন, কিন্তু সেই ৮২টি পদের মধ্যে ৬টি ব্যতীত অন্য সমস্ত পদগুলিই রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে। ইহা হইতেও কি প্রমাণিত হয় না যে মিথিলায়ও বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় বৈষ্ণব কবি হিসাবেই ?

হইতে পারে যে কবি পঞ্চোপাসক ছিলেন; ইহাও জানা যায় যে, বিদ্যাপতি বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতেন না। তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ পদেই রহিয়াছে:—

ভণই বিদ্যাপতি বিপরিত বাণী।
ও নারায়ণ ও শূলপাণি॥

যিনি নারায়ণ তিনিই মহেশ্বর। সত্যই বিপরীত বাণী—এই অর্থে যে, এ এক অচিন্ত্য রহস্য। ইহার সমাধান তত্ত্বতঃ হয় কি না, সে বিচারের কথা বলিতেছি না। বিদ্যাপতির জীবনে এই এক প্রধান রহস্য বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন কি বৈষ্ণব ছিলেন! কাব্যের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে না হইয়া পারে না। জয়দেব যে 'বিলাস-কলা' লইয়া কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ বিদ্যাপতির কবিতায়। এ কাব্য নূতন, ভাষার এ সঙ্গীত নূতন, এ পদ্ধতি নূতন। বিদ্যাপতির প্রতিভা এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া অভিনব সৃষ্টির উদ্বোধন করিল—যাহা চিরদিনের মত বৈষ্ণব কবিতার রূপ দান করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিল। এইজন্য বিদ্যাপতিকে বঙ্গভাষার আদি কবি বলা হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার যতই মৌলিকতা থাক, আমরা ভুলিয়া যাই যে কাব্যের সৃষ্টি ও প্রচার জনসাধারণের রুচিকে অপেক্ষা করে। কবি অবশ্য অল্পাধিক পরিমাণে রুচিও সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু বিদ্যাপতির ন্যায় প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন কবি কখনই এরূপ গান লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন না, যদি তিনি না জানিতেন যে মিথিলায় হউক বা অন্যত্র হউক জনসাধারণের রুচি এই কাব্যের সৌন্দর্য, এই সঙ্গীতের মাধুর্য তাহাদের শাশ্বত জীবনধারার অঙ্গীভূত করিয়া লইবে! বিদ্যাপতি রাজানুগ্রহ এবং জনগণের রুচি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না। সে সময়ে নিশ্চয়ই বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তের অভাব ছিল না। রাজা শিবসিংহ তাঁহাকে 'নবজয়দেব'

উপাধিতে ভূষিত করায় রাজদরবারের বৈষ্ণবপ্রীতিই সূচিত হইতেছে এবং রাধাকৃষ্ণের পদের সহিত একাধিক রাজদম্পতির নাম সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এই অনুমানই সমর্থিত হইতেছে।

রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে কবি যে রস-প্রবাহ বহাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার কাব্যপ্রতিষ্ঠার মুখ্য অবলম্বন। কাব্য হিসাবে দেখিতে গেলে হরগৌরী-পদাবলীতে একটিমাত্র সুর—বুড়া শিব, জীর্ণ শীর্ণ বৃষভে আরূঢ় হইয়া নবনীতকোমল গৌরীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন, আর গৌরীর মাতা মেনকা তজ্জন্য আক্ষেপ করিতেছেন; অন্য রমণীরা শিবের দেহলগ্ন সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন ইত্যাদি। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।

কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বিদ্যাপতি আসলে ছিলেন শৈব, যেহেতু তিনি বাণ-মহেশ্বরের পূজা করিতেন, এবং তাঁহার চিতাভস্মের উপর শিবমন্দির নির্মিত হইয়াছে; তিনি প্রেমের গীতি গাহিবার জন্যই কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ঢুকাইয়াছেন।* কেহ আবার এমন কথাও বলিয়াছেন যে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রধানতঃ প্রেমেরই কবিতা, রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক অতি অল্প।† ইহাতে মনে হয় যেন বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব কবি বলিয়া বঙ্গদেশে একটি ধারণা চলিয়া আসিতেছে, সে ধারণা ভ্রান্ত!

এই প্রসঙ্গে তাঁহার দুই একটি কবিতার উল্লেখ করিলেই উপরি উক্ত মতের অসারতা প্রতিপন্ন হইবে:

কর ধরু করু মোহে পারে।
দেব সেঁ অপরুব হারে কহৈয়া॥
সখি সভ তেজি চলি গেলী।
ন জানু কোন পথ ভেলী কহৈয়া॥
হম ন জায়ব তুঅ পাসে।
জাএব ঔঘট ঘাটে কহৈয়া॥
বিদ্যাপতি এহো ভানে।
গূজরি ভজু ভগবানে, কহৈয়া॥—৪৪ পৃঃ মিথিলার পদ

[কানাই, আমাকে হাত ধরিয়া পার করিয়া দাও। আমার অপূর্ব হার তোমাকে দিব। সকল সখী আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কোন পথে গিয়াছে জানি না। (কানাই যখন নিকটে আসিলেন, তখন আবার বলিতেছেন) আমি তোমার কাছে যাইব না, (বরং) আঘাটায় যাইব সে-ও ভাল। বিদ্যাপতি (উপদেশচ্ছলে) ইহাই বলিতেছেন, ভগবান কানাইকে আনন্দে ভজনা কর।]

অন্য একটি পদের ভনিতায় আছে:—

---

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কীর্তিলতার-ভূমিকা।

রামচন্দ্রশুক্ল—হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস:

विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना शृङ्गार-काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्णभक्तों की परम्परा में न समझना चाहिये।

† চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি (দেবসাহিত্য কুটীর কবি পরিচয় ১২ পৃষ্ঠা)

সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
বিদ্যাপতি ভন সার।
কংসদলনগুপাল সুন্দর
মিলল নন্দকুমার ॥ —৪ পৃঃ (রাগতরঙ্গিণী)

অপর একটি পদও স্মরণ করা যাইতে পারে :—

বিধিবসে অধিক কর জনু মান
সোরহ সহস গোপী-পতি কান ॥—৩৫ পৃঃ নেপালের পুঁথি

[বিধিবশে (দৈবাৎ) অধিক মান করিও না, (কারণ) কানাই ষোল সহস্র গোপীর বল্লভ।]

অথবা

ন বুঝসি অবুঝ গোআরী
ভজি রহ দেব মুরারী
নহি গারীলো।—৪৫ পৃষ্ঠা (রাগতরঙ্গিণী)

[অবুঝ গোয়ালিনি, তুমি বুঝিতেছ না। দেব মুরারিকে ভজনা করিতে থাক। ইহা গালি অর্থাৎ নিন্দার কথা নহে।]

উদ্ধবকে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন (গ্রীয়ার্সনের সংগৃহীত পদ),—

চানন ভেল বিষম সর রে ভূষণ ভেল ভারী।
সপনহুঁ নহি হরি আয়লরে গোকুল গিরিধারী ॥

গোকুলের গিরিধারী নন্দের নন্দন হরিকে লইয়াই যে বিদ্যাপতির প্রেমের কবিতা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে যে লীলার ভাবোচ্ছল বর্ণনা 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে', তাহাই অবলম্বন করিয়া জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলীর অপূর্ব সৃষ্টি এবং ভাষার তাহারই প্রথম আবির্ভাব বিদ্যাপতির পদে। জয়দেব অবারিত আদিরসের স্রোতের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াও মাঝে মাঝে শ্রোতৃবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে সেই কৃষ্ণই হরি, তাঁহাকে প্রণাম কর—

প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্।

[জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির সারভূত হরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্বক বার বার প্রণাম কর।]

দশাবতারের স্তোত্র গান করিয়া যে জয়দেব কৃষ্ণের ভগবত্তা বিষয়ে বলিয়াছেন—দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ, তিনিই আবার আশীর্বাদ-শ্লোকে বলিতেছেন—

রাধায়াঃ স্তন-কোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ।

এ রহস্য আমরা বর্তমান যুগে বুঝিতে পারি না। বিদ্যাপতিও যে শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়া তাঁহার ইষ্টদেবেরই লীলা গান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রার্থনার পদগুলি দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা ॥

"সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে সাগরলহরীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া লয় প্রাপ্ত হয়—সেই মাধবই বিদ্যাপতির আরাধ্য।

বিদ্যাপতি আবার এই কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ নারায়ণ করিয়াও আদিরসের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এক সখী অন্য সখীর নিকট রাধামাধবের মিলন বর্ণনা করিতেছেন :—

একে গহ চিকুর দোসরে গহ গীম।
তেসরে চিবুক চউঠে কুচ সীম॥— ৫৫ পৃঃ তালপত্রের পুঁথি

[শ্রীরাধার নয়নে অশ্রু বহিতেছে, কেশরীর কোলে যেন হরিণী কাঁপিতেছে। (তখন হরি) এক হস্তে তাঁহার চিকুর ধরিলেন, দ্বিতীয় হস্তে গ্রীবা ধরিলেন, তৃতীয় হস্তে চিবুক এবং চতুর্থ হস্ত কুচসীমায় অর্পণ করিলেন। নীবিবন্ধ খুলিবার আর সুযোগ হইল না, সেজন্য পঞ্চম হস্ত থাকিলে ভাল হইত, এইরূপ সাধ হইল। (জয়দেবের 'সকুচগ্রহচুম্বন দানং' ইত্যাদি মনে পড়িবে।)]

পুনশ্চ

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নাগরি।
চতুর চতুরভূজ মিলত মুরারি॥ —৩৬৬ পৃঃ

বিদ্যাপতি যে রাধাকৃষ্ণ-লীলায় বিভোর হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পদাবলী হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি, একটি পদে তিনি হরগৌরীর কথা বলিতে বলিতে রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া উঠিয়াছেন :

কোন বন বসথি মহেস।
কেও নহি কহথি উদেশ॥
তপোবন বসথি মহেশ।
ভৈরব করথি কলেস॥
* * *
ভনহি বিদ্যাপতি গাব।
রাধাকৃষ্ণ বনাব॥ (২৮৮ পৃঃ) গ্রীয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত পদ

[(গৌরীর উক্তি) মহেশ কোন বনে বাস করেন? কেহই আমাকে উদ্দেশ বলে না (পরে তাঁহার মনে হইতেছে যে) মহেশ তপোবনে বাস করেন এবং ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতেছেন। (কারণ পরব্রহ্ম তপোময়—তপস্যা করাই তাঁহার স্বভাব।)……বিদ্যাপতি বলিতেছেন, রাধাকৃষ্ণের গুণগান কর।]

বিদ্যাপতির অন্তরে যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা একান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। হইতে পারে তিনি মহেশ্বর ও কৃষ্ণ এবং গৌরী ও রাধিকার মধ্যে কোনও ভেদ করিতেন না; সেইজন্য হরগৌরীর কথা বলিতে বলিতে আবেশে রাধাকৃষ্ণের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। শক্তি বা ভবানী সম্বন্ধে তাঁহার যে পদগুলি আছে, তাহাতে তিনি শক্তি-উপাসনায় প্রতিও যে অনুরাগী ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম আত্মানুভূতি ও ভক্তির প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবির আসন না দিয়া পারা যায় না। আমার মনে হয় বিদ্যাপতির কুল-দেবতা ছিলেন শিব কিন্তু তিনি নিজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। বিদ্যাপতি যে শুধু শৃঙ্গার রসের কবিতা লিখিবার জন্যই রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াছেন, (অমূল্য বাবুর 'নিবেদন' ॥০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ইহা ঠিক নহে।

বিদ্যাপতি ভাগবতের ভাবসিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছিলেন। ভাগবতের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার প্রমাণ তিনি স্বহস্তেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার নিজ হস্তে লেখা ভাগবত এখনও রক্ষিত আছে।

কিন্তু তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্য যে তিনি ভাগবতের রসধারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার ভাবোল্লাসের পদ এবং প্রার্থনার পদ এরূপ অপার্থিব মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিত না। 'ভাবোল্লাস' সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

হমর মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হম নারি।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥ —২৬৯ পৃঃ

তীব্র বিরহেরমধ্যে এই যে আনন্দের কল্পনা ইহার তুলনা কোথায়ও নাই। যে বিরহে

অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দরি ভেলি মধাঈ।

—সেই বিরহের অফুরন্ত অশ্রু বাদলধারার মধ্যে কল্পনা, জাগ্রৎ স্বপ্ন কেমন করিয়া রামধনু আঁকিতে পারে, তাহা একমাত্র বিদ্যাপতিই কাব্যে দেখাইয়াছেন। কি কল্পনাতীত রস-সায়রে এইরূপ ভাব-সম্মিলনের স্বর্ণকমল ফুটিতে পারে, তাহা ধারণাও করা যায় না। এই ভাব-সম্মিলন ও প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত। আন্তরিকতার প্রাবল্যে কেবল নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনার পদের কথা ইহার পরে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহাও সুদূরে বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বর্ণনাও অতুলনীয়; উহার অনুকরণও করিয়াছেন গোবিন্দদাস। কিন্তু বিদ্যাপতির পরম ভক্ত গোবিন্দ দাসও 'উলসিত মঝু হিয়া'—এই একটি মাত্র পদ ব্যতীত 'ভাবোল্লাসে'র অনুকরণ করিতে সাহসী হন নাই। ভাবোল্লাসের অনুকরণ কেবল জ্ঞানদাসের দুই একটি পদে এবং গোপাল দাসের একটি পদে কতক সার্থক হইয়াছে। যথা :—চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার। বিদ্যাপতির

সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে॥
ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখু সন্ধানে।
চৌদিস পরএ কুসুম সর বানে॥
বঙ্ক বিলোচন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা॥ (২৬৬ পৃঃ) রাগতরঙ্গিণী

—এ ধরণের পদ অন্য কোনও কবির রচনায় দেখা যায় না।

নিভৃত গিরিকন্দরে বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, একদিন সেই পাষাণবেষ্টনী ভেদ করিয়া বারিরাশি নিম্ন অভিমুখে ছুটিয়া চলে অমৃত প্রপাত রূপে। সেইরূপ ভাগবতের অপূর্ব কাব্যরস লৌকিক ভাষায় নামিয়া আসিল প্রথম বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। প্রেরণা যেমন প্রবল, প্রতিভাও তেমনই প্রদীপ্ত। এইরূপ শুভযোগেই বৈষ্ণব পদাবলীর জয়যাত্রা সুরু হইয়াছিল। বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব ভাবধারার অনুবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতর প্রমাণ এই যে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার রূপানুরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া কলহান্তরিতা, বসন্তলীলা, রাস এবং বিরহ প্রভৃতি মুখ্য রসগুলির কোনওটি বিদ্যাপতি উপেক্ষা করেন নাই। বিদ্যাপতির রচিত একটি রাসের পদ রাধামোহন ঠাকুর পূরণ করিয়া দিয়াছেন (২০৬ পৃঃ); বিদ্যাপতি এই পদে এবং ৬১৫-১৭ পদে জয়দেবের অনুকরণে বসন্ত রাসের বর্ণনা করিয়াছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বিরহের দশদশার প্রসঙ্গও প্রথমেই বিদ্যাপতির পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

নউমি দসা দেখি গেলাহে নড়াএ।
দসমি দসা উপগতি ভেলি আএ॥ (২৯২ পৃষ্ঠা) তালপত্রের পুঁথি

কি মোঞে পাঁতি লিখী পাঠাওব
তোহে কি কহব সম্বাদে।
দসমি দসা পর জব হম হোয়ব
টুটব সবহু বিবাদে॥—(২২৪ পৃষ্ঠা) কীর্ত্তনানন্দ।

বিদ্যাপতির বিরহের পদ এত সুন্দর যে পরবর্তী কবিগণ তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। এই জন্যই বিরহের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতেন। শুধু যে বিরহবর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদিগের গুরুস্থানীয় তাহা নহে, মানের পদে কৃষ্ণকে যে বহুবল্লভ নায়কভাবে চিত্রিত করা হয় তাহারও আদর্শ বিদ্যাপতিতে প্রচুর রহিয়াছে। এমন কি মাথুর বিরহবর্ণনায় তিনি কুব্জাকেও ভুলেন নাই :

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি, হমহুঁ জাএব তনি পাশ॥
রখলহি কুবজা সোঁ নেহ।
হে সখি, তেজলহি হমরো সিনেহ॥ (২৩০ পৃঃ)—মিথিলার পদ

বিদ্যাপতি বর্ষা-কালোচিত বিরহবর্ণনায় যে কবিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা কালিদাসেও বিরল। এখানেও তাঁহার অসাধারণ মৌলিকতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাঁহার বারমাস্যার পদও বোধ হয় ঐ জাতীয় পদের সূচনা। পরে বহু বাঙ্গালী কবি বারমাস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। 'মাস অখাঢ় উন্নত নব মেঘ (২৪০ পৃঃ—মিথিলার পদ) —এই পদটিতে তিনি এক সঙ্গে দ্বাদশ মাসের বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। এই পদের আদর্শেই সম্ভবতঃ গোবিন্দ দাসের 'আঘণ মাস রাসরস সায়র' ইত্যাদি অনবদ্য পদ রচিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাপতির চতুর্মাসের বিরহের পদ লইয়া গোবিন্দ কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তী দ্বাদশ মাস পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিয়া এস্থলে পদ চারিটি উদ্ধৃত হইল :—

চৈত্র।—গাবই সব মধুমাস।
তনু দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সাদৃশ চাঁদ চন্দন
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু মত্ত মধুকর
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু বঞ্জুল পুষ্প রঞ্জিত
চুত কানন শোহই।
রস লোল কোকিল কোকিলাকুল
কাকলি মন মোহই॥

বৈশাখ।—মোহই মাধবি মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস সুললিত
কমলিনি রসজিম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরী কুল
পদুমিনীমুখ চুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত বল্লি তরু অরু
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনি বিরহে তাপিনি
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥

জ্যৈষ্ঠ।—বঞ্চিত রহ নিশি বাস।
ভৈগেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ রহু যাক পঞ পহু
সোই সুলখনি কামিনি।
(যো) কান্ত সুখ সম্ভোগ বঞ্চয়ে
চাঁদ উজর যামিনি॥
দহই দাদুরি দিনহি বঞ্চয়ে
কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেশলি পুরব প্রেয়সি
পেখি তাপিত অন্তরে॥

আষাঢ়।—অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহিণি বেদন বাঢ়॥
বাঢ় ফুল্লিত বল্লি তরুবর
চারু চৌদিশে সঞ্চরে।
ও তাপে তাপিত ধরণি মঞ্জরি
নিরখি নব নব জলধরে॥
পপিত পাখিয় পিয়াসে পীড়িত
সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
(পিয়)-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে
পিয়া সে পেখি না পাইয়া॥

সুকবি এবং অনুসন্ধানী বৈষ্ণব দাস এই বারমাস্যাটির শেষে বলিয়াছেন: 'অথ চাতুর্মাস্যং বিদ্যাপতি ঠক্কুরস্য ততো মাসদ্বয়ং গোবিন্দদাস কবিরাজ ঠকুরস্য ততোঽবশিষ্টং মাসষট্‌কং গোবিন্দ চক্রবর্তি ঠকুরস্য বর্ণনং।' বৈষ্ণব দাসের এই উক্তি বিদ্যাপতির নিজের কৃত বারমাস্যার সমগ্র পদ থাকায় সমর্থিত হইতেছে। সংস্কৃত কাব্যরীতির অনুসরণে বিদ্যাপতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বারমাস্যা

বা দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণনে বঙ্গকবিতায় বিদ্যাপতি ঠাকুরই প্রথম দিশা দেখাইয়াছেন। উপরিধৃত পদচতুষ্টয়ের মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রথম কলির কথাটি লইয়া পরবর্তী কলি এবং পূর্ব পদের শেষ কথাটি লইয়া পরবর্তী পদ আরম্ভ হইয়াছে। এই রচনাশৈলীও অন্য বৈষ্ণব কবি বারমাস্যার পদে অনুসরণ করিয়াছেন।

জয়দেবের সময় হইতে (বা তাহার পূর্বেও) এদেশে গীতি-কবিতা বা গানের চর্চা ছিল। এই গানের ছন্দ হইতেই কবিতার ছন্দ স্ফুরিত হইয়াছিল। ছন্দ নহিলে গীত হয় না। বাংলা কবিতার প্রথম যুগে সমস্ত কবিতাই ছিল গীত এবং সমস্ত গীত ছিল কবিতা। কথা ও সুরের এরূপ নিবিড় ঘনিষ্ঠতা লইয়া বাংলা কবিতার জন্ম যে, বহুদিন পর্যন্ত বাংলা কবিতা গীত-প্রধান রহিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী কিরূপ সুরে বা কিরূপ তালে গীত হইত, তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। তবে বাংলা ছন্দের জন্ম যে সঙ্গীত হইতে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। জয়দেবের কাব্যে যে গীতগুলি আছে, তাহাদেরই মধ্যে কেবল মিলের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লোকগুলির ছন্দ সংস্কৃতেরই অনুযায়ী। মিল অপেক্ষা তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের প্রাধান্যই অধিক। সঙ্গীতে শুধু হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের লঘু গুরু গতি-ভঙ্গীর উপর নির্ভর করিলে চলে না। সেজন্য উহাতে মিলের প্রয়োজন হয়। বিক্রমোর্বশীতে যে কয়েকটি গান আছে, তাহা প্রাকৃত ভাষায় রচিত এবং তাহাদের অন্ত্য মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাংলা কবিতা ঐ প্রাকৃত সঙ্গীতের ছন্দকেই অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল।

সঙ্গীতমাত্রই সর্বকালে নির্ভর করে মাত্রার উপর। মাত্রা ও যতি হইতে তালের উৎপত্তি। তালেই সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা ; যাহাতে তাল নাই, তাহা সঙ্গীত নামের অধিকারী হইতে পারে না। তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি ইতি তালঃ। আবার মাত্রা ব্যতীত তালের অস্তিত্ব নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীকে মাত্রা বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন ছন্দের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে ভাটিয়ালবরাড়ী, (২৫ হইতে ২৭ মাত্রা), পর্বতীয় বরাড়ী বা জয়করী (১৫ মাত্রা), পাদাকুলক (১৬ মাত্রা), ভোগিন্যাসাবরী, অহিরিণী ভীমপলাশী ছন্দ প্রভৃতি বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে ইহার বিস্তৃত পরিচয় আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।

পরিশেষে, আমার ছাত্র ও বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিদ্যানন্দ ঠাকুর এম্-এ, বি-এল্ সাহিত্যবিনোদ মহাশয়ের সহায়তা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করি। ঠাকুর মহাশয় মৈথিল ভাষায় সুপণ্ডিত, বহুদিন যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পরীক্ষায় মৈথিল ভাষার পরীক্ষক এবং বিদ্যাপতির কাব্যের একজন সন্ধানী রসিক ভক্ত। এইপ্রসঙ্গে মৈথিল ভাষার অধ্যাপক বাবুয়াজি মিশ্র ও অধ্যাপক রামলোচন ঝা এম্-এ মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। আমার ছাত্র ও গবেষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ ও শ্রীমান্ কৃষ্ণপদ মিত্র এম্-এ শব্দসূচী সংকলনে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীভারতী প্রেসের অধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল এম.এ., বি এল্. যে তৎপরতা ও দক্ষতার সহিত মুদ্রণকার্য শেষ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। পরলোকগত বৈষ্ণবসাহিত্যপ্রেমী সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যত্নে বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পদ্ আহরিত হইয়াছিল, মৈথিল কাব্য-গহনের সুনিপুণ পথপ্রদর্শক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যাহার স্বর্ণপেটিকা বঙ্গদেশে সকলের পক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সহিত আমাকে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অধিকার প্রদান করিয়া শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র এম্-এ, বি-এল্ আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন।

কার্ত্তিক, ১৩৪৮ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতির পদ সংখ্যা সম্বন্ধে দরভাঙ্গার মহারাজ রমেশ্বর সিংহ ও শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয়ের কিছু আলোচনা হয়। তাহা হইতেই এই গ্রন্থের সূচনা।

মিথিলা হইতে কতকগুলি পদ মহারাজা সংগ্রহ করিয়া সারদা বাবুকে পাঠাইয়া দেন। অল্প সংখ্যক পদ দেখিয়া আমি সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি। এখন গ্রন্থের যে কলেবর হইয়াছে সে সময় তাহা জানিতে পারিলে আমি সাহস করিয়া এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় সারদা বাবু নিজে দিয়াছেন ও অন্য বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী দেবনাগর অক্ষরেও মুদ্রিত হইতেছে। সে ব্যয় মহারাজ রমেশ্বর সিংহ দিয়াছেন।

প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মহাশয়ের নিকট ছিল। এক্ষণে ঐ পুঁথি আমার কাছে আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের পুঁথি হইতে আমাকে পদাবলী উদ্ধার করিতে দেন। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় কীর্তনানন্দ মূল গ্রন্থ আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দরভাঙ্গার মহারাজ অনেক বিষয়ে আমার আনুকূল্য করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া পদাবলীর সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কিন্তু যিনি সকলের অপেক্ষা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন, যাঁহার সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব হইত, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৺কবীশ্বর চণ্ডা ঝা (চন্দ্র কবি) বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে অদ্বিতীয় তত্ত্ববিৎ এবং অর্থপারদর্শী ও মিথিলা ভাষায় স্বয়ং সুকবি ছিলেন। যখন আমি পদাবলীর সম্পাদন আরম্ভ করি তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর, তথাপি তিনি অসীম উৎসাহের সহিত এই কার্যে যোগদান করেন। পদাবলী সংগ্রহ করা, কঠিন শব্দাদির অর্থ প্রভৃতি সকলই তিনি করেন। বিদ্যাপতির ভাষায় তিনি আমার শিক্ষাগুরু। তিনি বলিতেন যে পদাবলী মুদ্রিত না হইলে তিনি দেহত্যাগ করিবেন না। কয়েক মাস হইল তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহাকে যে মুদ্রিত গ্রন্থ দেখাইতে পারিলাম না আমার এ ক্ষোভ কখন যাইবে না।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত

* * * *

দরভঙ্গা জেলার অন্তর্গত জরাইল পরগণায় বিসপী গ্রাম। সেই গ্রামে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের নিবাস। ঐ গ্রামের নাম পূর্বে গড়বিসপী ছিল। মিথিলায় প্রচলিত পঞ্জীগ্রন্থে গঢ়বিসপী নিবাসী কর্মাদিত্য ত্রিপাঠীর নাম পাওয়া যায়। এই কর্মাদিত্য বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষ; তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কর্মাদিত্যের নাম খোদিত কীর্তিশিলা আছে। কর্মাদিত্য রাজমন্ত্রী ছিলেন। ইঁহাদের বংশ সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত ও রাজকার্যে অত্যন্ত সম্মানিত। অনেকে বেদজ্ঞ পাণ্ডাগারিক, রাজকর্মে কেহ সন্ধিবিগ্রহিক, কেহ মহামহত্তক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সপ্তরত্নাকর সঙ্কলনকর্তা প্রসিদ্ধ মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বিসইবার বিসপী ব্রাহ্মণ, পদবী ঠাকুর।

বিদ্যাপতির কয়েক পুরুষ পূর্বে ওইনীবার ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর মিথিলার রাজ্য প্রাপ্ত হন। কামেশ্বরের বংশধরগণ ঠাকুর উপাধি ত্যাগ করিয়া সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন। ওইনীবার বংশের পরেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরভাঙ্গার বর্তমান রাজবংশ মহেশ ঠাকুর হইতে আরম্ভ, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ সিংহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা শিবসিংহের জ্যেষ্ঠতাত রাজা গণেশ্বরের রাজ্যকালে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পিতা গণপতি ঠাকুর সভাপণ্ডিত ছিলেন। গণপতি ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রাজা গণেশ্বরের গুণকীর্তন আছে।

বিদ্যাপতির কোন সময় জন্ম হয় তাহা স্থির জানা যায় না কিন্তু অনুমান করিয়া কতক স্থির করিতে পারা যায়। বিদ্যাপতি শিবসিংহের অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন, মিথিলায় প্রবাদ আছে তিনি দুই বৎসরের বড় ছিলেন। শিবসিংহ যুবরাজ থাকিতেই কিছু দিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন সম্বৎ ২৯১, অর্থাৎ ১৩২২ শকাব্দার একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি বিদ্যাপতির আদেশে গজরথপুর নামক মিথিলার রাজধানীতে লিখিত। তাহাতে শিবসিংহ মহারাজ উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। বিদ্যাপতি সদুপাধ্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তখন শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। * ২৯৩ ল সং ১৩২৪ শকাব্দায় তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ আছে শিবসিংহের বয়ঃক্রম তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। সাড়ে তিন বৎসর রাজ্য করিয়া তিনি যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি যুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হইয়া যান, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয় এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বিবেচনা হয়। শিবসিংহের জন্ম যদি ল সং ২৪৩ মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বিদ্যাপতির জন্ম ২৪১ ল সং অনুমান করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন ও বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্বে মিথিলা ভাষায় কেহ কাব্য রচনা করেন নাই। কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা। উভয় গ্রন্থেই কিছু সংস্কৃত রচনা, কিছু প্রাকৃতের ন্যায় ভাষা। কবি ঐ ভাষার নাম অবহট্ট ভাষা দিয়াছেন। পদাবলীর কোমল মার্জিত ভাষা উক্ত

---

* এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে এই পুথি আছে।

গ্রন্থ দ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি অধ্যাপনা কর্ম্ম করিতেন। শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলে চার মাস পরে বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হন। বিসপী গ্রামের দানপত্র ও কয়েকটি পদের ভণিতা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। সে কালে মিথিলায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন ও বিদ্যানুশীলনের প্রধান স্থান বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে অনেক বিদ্যার্থী মিথিলায় গমন করিতেন। বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত না হইলে রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন না।

শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু সংখ্যক পদ, অনেকগুলি শিবগীত ও পরুষ পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। পুরুষ পরীক্ষায় গদ্য ও পদ্য দুই আছে। শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি রাজ বনৌলি নামক স্থানে চলিয়া যান। সে স্থানে রাজা পুরাদিত্যের আদেশে লিখনাবলী নামক পত্রলিখন প্রণালী সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লিখনাবলীর কাল ২৯৯ ল সং। তাহার দশ বৎসর পরে, ৩০৯ ল সং উক্ত স্থানেই ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করেন। কবির স্বহস্ত লিখিত এই বৃহৎ ভাগবত গ্রন্থ অদ্যাবধি তরৌণী নামক গ্রামে বিদ্যমান আছে।

তাহার পর বিদ্যাপতি মিথিলা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন ও যথাক্রমে সংস্কৃত ভাষায় শৈবসর্ব্বস্বসার, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, দানবাক্যাবলী ও বিভাগসার নামক ব্যবহারশাস্ত্র, এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে ও পুরুষপরীক্ষায় তাঁহার মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি ঠাকুর ৩২ বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিজের একটী পদ হইতেই ইহা জানিতে পারা যায়। অনুমান ৩২৯ ল সং কার্ত্তিক মাস শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে বাজিতপুরে গঙ্গাতীরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ৯০ বর্ষ বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিসপী গ্রামের দানপত্রে তাঁহাকে মহারাজ পণ্ডিত ও অভিনব জয়দেব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উভয় উপাধিযুক্ত ভণিতা কোন কোন পদে পাওয়া গিয়াছে। সেই পদগুলি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাচীন তালপত্রের পুঁথিতে আছে। সেই পুঁথি ও কবির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ একত্রে রক্ষিত ছিল। ভণিতায় রাজপণ্ডিত দুইটি পদে পাওয়া গিয়াছে, একটি মিথিলা ভাষায় আর একটী সংস্কৃত ভাষায়। সমগ্র পদ উদ্ধৃত না করিয়া এ স্থানে কেবল ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

বইরিহু এক অপরাধ খেমিঅ
রাজপণ্ডিত ভান।
রমনি রাধা রসিক যদুপতি
সিংহ ভূপতি জান।

রাজপণ্ডিত কহিতেছে, বৈরীও এক অপরাধ ক্ষমা করে, সিংহ ভূপতি (শিবসিংহ) জানেন রাধা রমণী, যদুপতি রসিক।

রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতি, সিংহভূপতি শিবসিংহ। ইহা হইতে আরও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সিংহ ভূপতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত।

সংস্কৃত গীতটী দুর্গার স্তুতি। ভণিতা এইরূপ—

সকল পাতক পাপ বিচ্যুতি রাজপণ্ডিত কৃত স্তুতি
তোষিতো শিবসিংহ ভূপতি কামনা ফলদে।

এই গীতের পাঠান্তরে উক্ত তালপত্রের পুঁথিতে রাজপণ্ডিত শব্দের পরিবর্তে কবি বিদ্যাপতি আছে।

অভিনব অথবা নব জয়দেব ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদও তালপত্রের পুঁথিতে আছে। একটী পদের ভণিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

সুকবি নব জয়দেব ভনিও রে।
দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন
সত্তু নরবই কুল নিকন্দন
সিংহ সম সিবসিংহ রায়া
সকল গুণক নিধান গণিও রে॥

এই পদও উক্ত তালপত্রের পুঁথিতে আছে। ইহাতে শিবসিংহ দেবসিংহের পুত্র এ কথার উল্লেখ রহিয়াছে অতএব বিসপী গ্রামের দানপত্র ও এই পদগুলি পরস্পরের প্রমাণ স্বরূপ।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিতেছি যে তিনি রাজপণ্ডিত ছিলেন ও অভিনব জয়দেব তাঁহার উপাধি ছিল।

শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ কাল সম্বন্ধে অনেক প্রকার অনুমান ও পঞ্জীর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাপতির একটি পদ হইতে উহা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ পদও তালপত্রের পুঁথিতে আছে। উহাতে দেবসিংহের মৃত্যু ও শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ উভয় ঘটনার উল্লেখ আছে। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ল সং ২৯৩, সক ১৩২৪ চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী, বৃহস্পতিবার দেবসিংহের মৃত্যু হয়, ও সেই সময় শিবসিংহের রাজ্যাভিষেক হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে যে তালপত্রের পুঁথি আছে তাহাতে জানিতে পারা যায় যে দেবসিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বেও লোকে শিবসিংহকে মহারাজা বলিত। ঐ পুস্তক বিদ্যাপতির আদেশে দুইজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক গজরথপুর নগর নামক মিথিলার রাজধানীতে লিখিত। উহার কাল ২৯১ ল সং, কার্ত্তিক মাস। উক্ত পুস্তকে কবিকে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠকুর শ্রীবিদ্যাপতি লেখা হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে বিদ্যাপতি প্রতিপত্তিশালী পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির রচিত কীর্ত্তিলতা নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। নেপালের রাজপুস্তকাগারে একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক দেখিতে পাইয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উহা নকল করাইয়া আনিয়াছেন মিথিলাতে ঐ গ্রন্থের অসম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায়। কীর্ত্তিলতা কবির তরুণ বয়সের রচনা। ভাষা কিছু সংস্কৃত, কিছু প্রাকৃতের মত। এই দ্বিতীয় ভাষাকে কবি স্বয়ং অবহঠ্‌ঠ ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কীর্ত্তিলতায় আছে—

দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্‌ঠা।
তে তৈসন জম্পও অবহঠ্‌ঠা॥

দেশী বচন (কথা) সকলের মিষ্ট (লাগে) সেই জন্য সেইরূপ অবহঠ্‌ঠা (ভাষা) জল্পনা করি।

এই কীর্ত্তিলতা গ্রন্থে কবির তরুণবয়সসুলভ আত্মপ্রশংসা আছে। পরবর্ত্তী কোন রচনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—

বাল চন্দ বিজ্জবই ভাসা।
দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা॥
ও পরমেসর হরসির সোহই।
ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহই॥

বালচন্দ্র (এবং) বিদ্যাপতির ভাষা, (এই) দুইয়ে দুর্জ্জনের হাসি (নিন্দা) লাগে না। উহা (বালচন্দ্র) পরমেশ্বর হর শিরে শোভা পায়, ইহা (বিদ্যাপতির ভাষা) নিশ্চয় নাগরজনের মন মোহিত করে।

কীর্তিলতায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। রাজা শিবসিংহের জ্যেষ্ঠতাত, রাজা গণেশ্বর অসলান নামক একজন মুসলমান কর্তৃক নিহত হন। উক্ত ঘটনার সময় ল সং ২৫২ নির্দেশ করা আছে। সে সময় বোধ হয় বিদ্যাপতি বালক।

মিথিলায় প্রাপ্ত তালপত্রের পুঁথিতে কয়েকটি পদে বিদ্যাপতির আত্মকথা আছে, এরূপ অনুমান হয়। একটি বৃদ্ধ বয়সের কথা। জীবনকে সম্বোধন করিয়া কবি কহিতেছেন—

বএস কতএ তেজি গেলা।
তোঁহ সেবইতে জনম বহল
তইঅও ন অপন ভেলা॥

হে বয়স (জীবন), কোথায় ত্যাগ করিয়া গেলে ? তোমার সেবা করিতে জন্ম বহিয়া গেল তথাপি আপনার হইলে না।

একটী পদে কন্যার প্রতি উপদেশ আছে। শ্বশুরালয়ে গিয়া কন্যা কিরূপে থাকিবে সেই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই পদ কবির নিজের কন্যার সম্বন্ধে রচিত অনুমান হয়।

আর একটী পদে নববিবাহিতা কেমন করিয়া শ্বশুর ঘর করিবে মাতা সেই আক্ষেপ করিতেছেন। কন্যার সম্বোধনে 'দুলহি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দের আধুনিক অর্থ কনে। দুলহা—বর ; দুলহি—কনে। উক্ত পদে কন্যা অর্থে দুলহি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মিথিলায় এরূপও প্রবাদ আছে যে বিদ্যাপতির কন্যার নাম দুর্লভা ছিল, ও দুল্লহি বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইত। পদের ভণিতা এই—

ভনে বিদ্যাপতি সুন মন্দাক্রিনি
জগত এহে বিধান।
অমুক দেবা চিরেঁ জগ জীবও
অমুক দেবি রমান॥

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী ছিল, ও কবি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া সান্ত্বনা বাক্য কহিতেছেন—হে মন্দাকিনি, ইহাই জগতের বিধান, অমুক দেব, অমুক দেবীর পতি (রমান, রমণ) জগতের চিরজীবী হউন। পক্ষান্তরে, মন্দাক্রিনি অর্থে মেনকাও হইতে পারে, কিন্তু এই পদে হর অথবা গৌরীর নামোল্লেখ নাই, শিববিবাহের অপর সকল পদে আছে।

মিথিলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে একটি পদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বিবেচনা হয় যে বিদ্যাপতির কন্যার নাম দুর্লভা বা দুল্লহি ছিল। কবি অন্তিম কালে কহিতেছেন—

দুল্লহি তোহর কতয় ছথি মায়।
কহু ন ও আবথু এখন নহায়॥

দুল্লহি, তোমার মা কোথায় ? এখনও স্নান করিয়া সে আসে নাই কেন ?

এই পদের শেষে আছে—

বিদ্যাপতিক আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল ত্রয়োদশি জান॥

ইহা বিদ্যাপতির স্বরচিত হউক অথবা না হউক ইহা যে যথার্থ ঘটনার উল্লেখ সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে বিদ্যাপতি দেহ ত্যাগ করেন।

এইরূপ আরও একটি পদে বিদ্যাপতির পুত্র হরপতির নাম আছে। গৃহ হইতে বিদায় লইয়া, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বৃদ্ধ কবি গঙ্গাতীরে দেহ ত্যাগ করিবার মানসে যাত্রা করিতেছেন। পুত্র হরপতিকে উপদেশ দিয়া যাইতেছেন, প্রজারঞ্জন করিবে, অতিথি সৎকার করিবে, অপর নারীদিগকে জননী সমান দেখিবে। বান্ধবদিগকে শোক করিতে নিষেধ করিতেছেন, "কর্ম্ম কাল গতি পরমানে।" অম্বা বিশ্বেশ্বরীর নিকট কবি গঙ্গাতীরে যাইবার অনুমতি চাহিতেছেন, কহিতেছেন, আজন্ম শিবের সেবা করিয়া আসিয়াছি। বিদ্যাপতি যে শৈব ছিলেন তাহাতে সংশয়ের আর কোন অবসর থাকে না।

বিদ্যাপতির শেষাবস্থায় এইরূপ আর একটী পদ পাওয়া গিয়াছে—

সপন দেখিল হম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহু হম আয়ুবিহীন॥

বত্রিশ বর্ষ পরে শ্যামল রূপ শিবসিংহ ভূপকে আমি স্বপ্নে দেখিলাম। গুরুজন ও প্রাচীন ব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, এখন আমি আয়ুবিহীন হইলাম।

পদের শেষে বিদ্যাপতির সদ্গতির প্রস্তাব আছে। এরূপ বিশ্বাস এ দেশে সর্ব্বত্র আছে যে অনেক দিন পরে যদি কোন প্রিয় অথবা পরিচিত পরলোকগত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখা যায় তাহা হইলে নিজের মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতে হইবে। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন ও তাহার পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার কথা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

বিদ্যাপতির বংশপরিচয়

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ডাক্তার গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি বিদ্যাপতির বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ বিদ্যাপতির পিতা, পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের নাম, এবং কবির পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বর্ত্তমান বংশধরদিগের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে বিদ্যাপতির বংশের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, অথচ সে সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে। বিদ্যাপতির বংশ পণ্ডিতের বংশ; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অসাধারণ পণ্ডিত, কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং কেহ কেহ প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতির অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ম্মাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইরূপ পাওয়া যায়—গড়বিসপী নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কীর্ত্তিশিলায় কর্ম্মাদিত্য মন্ত্রীর নাম উৎকীর্ণ আছে। কাল—অব্দে নেত্রশশাঙ্কপক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষণক্ষ্মাপতেঃ, অর্থাৎ ২১৩ ল সং। কর্ম্মাদিত্যের পুত্র সান্ধিবিগ্রহিক, অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী, দেবাদিত্য। বিদ্যাপতির পিতামহের সম্বন্ধে ভ্রাতা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চশায়ক গ্রন্থকর্তা ও ধূর্ত্তসমাগম প্রহসনকর্ত্তা, এবং মিথিলাভাষার বর্ণনরত্নাকর নামক প্রথম গদ্যগ্রন্থ রচয়িতা। প্রপিতামহের ভ্রাতা দশকর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা মহামহত্তক বীরেশ্বর ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্তরত্নাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার সম্বন্ধে মিথিলায় শ্লোক আছে—

শ্রীকৃত্যদান ব্যবহার শুদ্ধি
পূজাবিবাদেষু তথা গৃহস্থে।
রত্নাকরারত্নভুবো নিবন্ধাঃ
কৃতাস্তুলাপুরুষদান সপ্ত॥

চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন এরূপ প্রবাদ আছে। রত্নাকর সপ্ত—কৃত্য, দান, ব্যবহার, শুদ্ধি, পূজা, বিবাদ, গৃহস্থ। তন্মধ্যে বিবাদরত্নাকর আমাদের দেশেও প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে।

বীরেশ্বরের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা। দুই জনের গ্রন্থ মিথিলায় একত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিতার অগ্রজ রাজশ্রী গণেশ্বরের নাম আছে। গণপতিঠাকুর গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাপতি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন?

এদেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবি বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন না। এদেশে যেমন বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব কবি বলিয়া জানি, তাঁহার স্বদেশে সেইরূপ শৈব কবি বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি। মিথিলায় সর্বত্র তাঁহার রচিত শিব ও গৌরীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, লোকমুখে রাধাকৃষ্ণের গীত অল্প। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদিগের নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা শৈব ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পূর্বপুরুষদিগের নাম চণ্ডেশ্বর, বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর ইত্যাদি। বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরও অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। বাজিতপুরে যে স্থানে তাঁহার দেহান্ত হয় সেখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত পদাবলী হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শিবের উপাসনা করিতেন। একটী পদে আছে—

আন চান গন হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভক্ত বছল প্রভু বান মহেসর
ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥
বিদ্যাপতি ভন পুবহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোয় তুঅ পরসাদে॥

চন্দ্র ও অন্য দেবতাগণ, কমলাসন হরি সকলকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। বাণ মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল, এই জানিয়া তোমার সেবা করিয়াছি। বিদ্যাপতি কহে, আমার মন পূর্ণ কর, যমের ত্রাস আমাকে ত্যাগ করুক। আমার দুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ, তোমার প্রসাদে সকল হয়।

বিদ্যাপতির নিবাস বিসপী গ্রামের উত্তরে ভেড়বা গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। প্রবাদ আছে বিদ্যাপতি সেই মহাদেবের উপাসনা করিতেন। এরূপ সাক্ষাৎ উপাসনার ভাবে অনেক শিবগীত আছে।

বিষ্ণুর বিষয়ে যে এমন পদ নাই এমন কথা বলা যায় না। আমাদের দেশের বৈষ্ণব সংগ্রহকারগণ সে সকল পদ ছাড়েন নাই।—

মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহর বিসোয়াশা ॥

ইহাও প্রার্থনার উক্তি। বৈষ্ণব ও শাক্তে যে প্রবল সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশে দেখা যায় বোধ হয় মিথিলায় কখন সে আকার ধারণ করে নাই, কারণ বৈষ্ণবধর্ম কোন কালেই সেখানে প্রবল হয় নাই। ভক্ত এবং কবির চক্ষে হরি হরে পার্থক্য বা বিরোধ ছিল না। বিদ্যাপতির একটি পদ আছে—

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খন পিত বসন খনহি বঘছলা ॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খন শঙ্কর খন দেব মুরারি ॥
খন গোকুল ভএ চরাবথি গায়।
খন ভিখি মাগিয় ডমরু বজায় ॥
খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁধ বোকান ॥
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস ॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত বানী।
ও নারায়ণ ও শূলপানী ॥

যে নারায়ণ সেই শূলপাণি। হরগৌরী সম্বন্ধেও মধুর রসের পদ আছে।

বিদ্যাপতির হস্তাক্ষর।

বিদ্যাপতির বিরচিত পদাবলী ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি ভাগবত গ্রন্থ আছে। আদ্যন্ত সটীক শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ বৃহৎ তালপত্রের পুঁথিতে লেখা, দরভঙ্গা হইতে বার ক্রোশ দূরে তরৌণী (তরুবনী) নামক গ্রামে জয়নারায়ণ ঝার পত্নীর গৃহে রক্ষিত আছে। ইনি বর্ষীয়সী বিধবা, পুঁথিখানি যত্নে রক্ষা করিয়াছেন, ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। আমি তাঁহার গৃহে গিয়া পুস্তকখানি দেখিয়া আসিয়াছি। আমার সঙ্গে ৺কবীশ্বর শ্রীচণ্ডা ঝা এবং মহারাজ দরভঙ্গার সংস্কৃত পুস্তকাগারের রক্ষক বৈয়াকরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর ঝা গমন করেন। এই পুস্তক যে বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলীর ইহা স্থির বিশ্বাস এবং লোকপরম্পরায় এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক পত্রের আয়তন ২ফুট ১-১/২ ইঞ্চি লম্বা, ২-১/৮ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের সংখ্যা ৫৭৬, পত্রের উভয় পৃষ্ঠে লেখা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছয়টী পংক্তি। লিপি স্পষ্ট, অক্ষরের আকৃতি বড়, প্রত্যেক অক্ষর স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট, বিরাম ও বিভাগ চিহ্ন সর্বত্র বিদ্যমান। কোথাও একটীও বর্ণাশুদ্ধি অথবা লিপিপ্রমাদ নাই। কবির যেমন লিপিকৌশল তাঁহার চিত্তও সেইরূপ সমাহিত। কালী প্রায় সর্বত্র স্পষ্ট, কেবল মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষ পত্র কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষণে ও বন্ধনে অত্যন্ত

জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং লেখাও অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থশেষের কথা কয়টী এই—"শুভমস্তু সর্ব্বার্থগতা সংখ্যা ল সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রজাবনৌলি গ্রামে শ্রীবিদ্যাপতের্লিপিরিয়মিতি।" শেষ দুইটী অক্ষর (মিতি) পত্রাংশের সহিত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। রজাবনৌলি গ্রাম রাজ বনৌলি (বনপল্লী) গ্রাম, দরভঙ্গা হইতে প্রায় পনর ক্রোশ উত্তরে। শিবসিংহের রাজ্যারোহণ ২৯৩ ল সং। বিসপী গ্রামের দানপত্রও সেই বৎসরে। ভাগবত গ্রন্থ তাহার ষোল বৎসর পরে লিখিত। হস্তলিপি দেখিয়া বয়ঃক্রম অনুমান করা যায় না, কেবল বাল্যকালের অপক্ক লেখা ও বৃদ্ধাবস্থার শিথিল কম্পিত লেখা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত গ্রন্থ মধ্য অথবা প্রবীণ বয়সের লেখা অনুমান হয়। শিবসিংহের রাজ্যারোহণকালে বিদ্যাপতি প্রবীণ পুরুষ, তখনই তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও কাব্যশক্তির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বিদ্যাপতির উপাধি।

বিদ্যাপতির কি কি উপাধি ছিল? মিথিলার পদাবলীতে এই কয়টি উপাধি পাওয়া যায়—কবিকণ্ঠহার, কবিশেখর, দশাবধান, অভিনব জয়দেব ও পঞ্চানন। প্রথম দুইটী উপাধি বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীতেও পাওয়া যায়, কিন্তু কবিশেখর যে বিদ্যাপতির উপাধি এদেশে সে বিশ্বাস ছিল না। তাহার কারণ শেখর অথবা রায়শেখর নামক কবি বঙ্গদেশে ছিলেন, কবিশেখর বলিলে লোকে তাঁহাকেই বুঝে, বিদ্যাপতিকে বুঝে না। গীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থে বিদ্যাপতির যে সকল পদের ভণিতায় কবিশেখর আছে আধুনিক সঙ্কলনসমূহে তাহার স্থানে বিদ্যাপতি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পদে কবিশেখরের ভণিতা নাই। অথচ কবিশেখর যে বিদ্যাপতির উপাধি এবং তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক পদে নামের স্থানে কেবল কবিশেখর আছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

বিদ্যাপতির নামের সহিতও কবিশেখর উপাধির যোগ দেখিতে পাওয়া যায়:—

ভনই বিদ্যাপতি কবিবরশেখর
পুহুমী তেসর কহাঁ
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
মালতি সেনিক জহাঁ॥

কবিকণ্ঠহার উপাধি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তথাপি এদেশের সঙ্কলন গ্রন্থে যে পদে বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার এইরূপ ভণিতা আছে তাহাই বিদ্যাপতির বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে শুধু কবিকণ্ঠহার আছে তাহা গৃহীত হয় নাই। দশাবধান একটি মাত্র পদে পাইয়াছি। অভিনব অথবা নব জয়দেব কয়েকটি পদে আছে। কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যাই অধিক।

এই সকল পদবী ও উপাধি রাজপ্রদত্ত বা পণ্ডিতমণ্ডলী অথবা লোকপ্রদত্ত তাহা জানা নাই। অনুমান হয় অভিনব জয়দেব রাজপ্রদত্ত, কেন না দানপত্রে ঐ উপাধি আছে। প্রবাদ আছে দশাবধান উপাধি দিল্লীর বাদশাহ বিদ্যাপতিকে দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রবাদ মাত্র, প্রামাণ্য কথা নয়। কবিকণ্ঠহার ও কবিশেখর সম্বন্ধে অনুমান স্বরূপও কোন কথা বলিতে পারা যায় না। মিথিলাতেও কবিশেখর উপাধি সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত সম্প্রতি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই কয়েকটি উপাধি ব্যতীত বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা মোট সাতটী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ

আছে এবং তৎসম্বন্ধে যে কয়টী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যাপতিকে কবিরঞ্জন বলা হইয়াছে। "চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল," "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" ইত্যাদি পদে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির একটী প্রসিদ্ধ পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী নামক সংগ্রহ গ্রন্থে কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়। কলহান্তরিতা অধীরা রাধা কহিতেছেন :—

চরণ নখরমণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ॥

রসমঞ্জরীতে ভণিতা এইরূপ :—

কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি।
প্রেম অমিঞা রসে লুবধ মুরারি॥

কবিরঞ্জনের পদগুলি বিদ্যাপতির বলিয়াই বিবেচনা হয়।

বিদ্যাপতি চম্পতি, কবি চম্পতি প্রভৃতিও বিদ্যাপতির পদবী। উপাধি কি না নির্ণয় করিতে পারা যায় না। "বিদ্যাপতি চম্পই" এইরূপ ভণিতাযুক্ত পদ মিথিলাতেও পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি কৃত গ্রন্থাদির মঙ্গলাচরণ

বিদ্যাপতি কৃত যে কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় সে গুলির মঙ্গলাচরণে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ আছে। পুরুষপরীক্ষার নান্দীতে আদ্যাশক্তির, লিখনাবলীতে গণেশের, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে দুর্গার, দানবাক্যাবলীতে বিষ্ণুর এবং শৈবসর্বস্বসারে শিবের বন্দনা আছে।

বিসপী গ্রামের দানপত্র

রাজা শিবসিংহ রাজপণ্ডিত কবি বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম দান করেন। সেই দানপত্রের যে তাম্রলিপি বিদ্যমান আছে সেখানি কৃত্রিম প্রমাণিত হইয়াছে। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন উহাকে জাল বলিয়াছেন। এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাম্রলিপি জাল বলিলে এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে আদৌ গ্রাম দান করেন নাই, জাল দানপত্রের বলে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও তাঁহার বংশধরগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন। অথবা বিদ্যাপতি স্বয়ং এমন কর্ম করেন নাই, তাঁহার বংশধরেরা এইরূপ করিয়া আসিতেছিলেন। দলিল জাল করিয়া যে একখানা গ্রাম চুরী করা যায় এ কথা কিছু নূতন রকমের।

* * *

প্রকৃত কথা এই যে, মূল দানপত্র খানি নাই। তাম্রলিপি খানি বিদ্যাপতির কোন বংশধর প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন, লিপিকরের অতিরিক্ত বুদ্ধিতে প্রমাদ ঘটে। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ দান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন নাই। তবে ষাট বৎসরের অধিক হইল গ্রাম আর ব্রহ্মোত্তর নাই। সে ঘটনা কবীশ্বর চন্দ্র ঝা কর্তৃক সম্পাদিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে বিবৃত আছে। সন ১২৫৭ সালে দরভঙ্গা জেলার জমির বন্দোবস্ত হয়। সেই সময় কোন ব্যক্তি বন্দোবস্তবিভাগে সংবাদ দেয় যে বিদ্যাপতি ঠাকুর সিদ্ধ-পুরুষ, গ্রাম ও ধনের তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভৈয়া ঠাকুর বিদ্যাপতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া গ্রাম ভোগ করিতেছে। তখন বিদ্যাপতির বংশধর ভৈয়া ঠাকুর বর্তমান। তদারকের সময় ভৈয়া ঠাকুর তাম্রপত্র ও বংশাবলী পেশ করেন ও দখল প্রমাণ করেন। পঞ্জীকারগণ ও অপর অনেক লোক

তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাহারা কহে, বিসপী গ্রাম বিদ্যাপতি ঠাকুরের লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর, তাঁহার বংশধরেরা ভূমি কর না দিয়া বরাবর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আদালতে পণ্ডিত বিদ্যাকর মিশ্র স্বয়ং এই কথা বলিলেন। সাহেব সনদের তর্জমা শুনিতে চাহিলেন। দানপত্রে এই শ্লোকটী আছে:—

গ্রামে গৃহ্নন্ত্যমুষ্মিন্ কিমপি নৃপতয়ো হিন্দবোঽন্যেতুরুষ্কা
গো কোল স্বাত্মমাংসৈ সসহিতমনুদিনং ভুঞ্জতে তে স্বধর্মম্।

যে সকল হিন্দু বা মুসলমান নৃপতি উক্ত গ্রাম হইতে কিছু আদায় করিবেন তাঁহারা (যথাক্রমে) গো এবং শূকরের মাংসের সহিত স্বধর্ম ভোজন করিবেন।

শুনিয়া ইংরাজ কহিলেন, গো এবং শূকর উভয় মাংসই আমাদের ভক্ষ্য, অতএব এই শপথ লঙ্ঘন করিলে আমাদের কোন দোষ হইবে না। গ্রাম রাজা শিবসিংহের প্রদত্ত, বাদসাহের নয়, সুতরাং খাজনা নির্দ্ধারিত হইবে।

বিসপী গ্রাম এখন আর বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নাই, হস্তান্তরিত হইয়াছে।

*　　*

রচনার কালনির্ণয়

সাত আট শত বৎসর ব্যাপিয়া বিদ্যাপতির বংশাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু কোন্ বৎসরে তাঁহার জন্ম ও কোন্ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা স্থির করা যায় না। মিথিলায় পঞ্জীর প্রথা ইহার একমাত্র কারণ। কুলপঞ্জীতে প্রত্যেক বংশের পরম্পরা ক্রমে নাম পাওয়া যায়, জন্ম বা মৃত্যুর কাল নির্দিষ্ট হয় না। যাহা এই পঞ্জীতে আছে তাহা অল্পায়াসে জানা যায়, যাহা নাই তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং কত বয়সে বিদ্যাপতি রচনা আরম্ভ করেন, কোন্ গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত, অথবা গ্রন্থাবলীর পারম্পর্য্য নিরূপণ করিবার উপায়, কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। পদাবলীর মধ্যে কোনগুলি তরুণ অবস্থায়, কোনগুলি বা প্রবীণ অবস্থায় রচিত তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ। একটী স্থূল মত এই যে তিনি প্রথম বয়সে মিথিলা ভাষায় পদাবলী রচনা করেন ও পরিণত বয়সে সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করেন। এ কথা কতক প্রামাণ্য, সম্পূর্ণ নয়। যে সকল পদে শিবসিংহের নাম আছে সেগুলি তাঁহার রাজ্যকালে রচিত। সেই সময়েই বিদ্যাপতি পুরুষ-পরীক্ষা নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শিবসিংহের রাজ্যকাল দীর্ঘ না হইলেও যে বিদ্যাপতির প্রতিভা সেই সময়ে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাঁহার রচনাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের নামযুক্তও কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ আছে, সেগুলি পূর্ব্বের রচনা। শিবগীতেও শিবসিংহের নাম পাওয়া যায়:—

সুকবি বিদ্যাপতি গাউ।
জিব শিবসিংহ রাউ॥

অনেকগুলি পদে বিদ্যাপতির নাম নাই, উপাধি মাত্র আছে। তাহার মধ্যে কবিশেখর পদবীযুক্ত পদেরই সংখ্যা অধিক। ভাষায় ও রচনার প্রণালীতে অনুমান হয় যে, শিবসিংহের নামযুক্ত পদাবলী ও কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদাবলীতে কালের বড় দীর্ঘ ব্যবধান নাই। ভূপতি সিংহ শিবসিংহ। অধিক বয়সে

যে বিদ্যাপতি মিথিলা ভাষায় পদ রচনা করিতেন না এমন কথা বলা যায় না। গঙ্গাগীতগুলি সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সের রচনা।

পদাবলীর ভাষাতেও অনেক পার্থক্য ও তারতম্য লক্ষিত হয়। যেগুলি বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে সেগুলি এদেশের বৈষ্ণবেরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া একরকম করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মিথিলায় এমন পদ পাওয়া যায় যাহাতে ভাষার আকার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিবসিংহের সিংহাসনে অধিরোহণ সম্বন্ধীয় একটী পদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ভণিতা এই :—

বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ
মানব মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন শিবসিংহ বইট্টো
উছবৈ বৈরস বিসরি গও॥

বিদ্যাপতি কবিবরের পরিবর্তে বিজ্জাবই কইবর প্রয়োগ প্রচলিত পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দের বিকৃতিতে কতক প্রাকৃতের মত মনে হয় অথচ কোন প্রাকৃত তাহাও নির্ণয় করা যায় না। বিদ্যাপতির কালে যে ভাষা প্রাচীন ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া এবং কতক প্রাকৃতের অনুকরণে বিদ্যাপতি এইরূপ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। আর একটী এইরূপ পদ পাইয়াছি। কেবল ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি—

রাম রূপে সধম্ম রক্খিয
দান দপ্পে দধাচি ক্খিয়
সুকবি নব জয়দেব
ভনিও রে।
দেব সিংহ নরেন্দ্র নন্দন
শক্র নরবই কুল নিকন্দন
সিংহসম শিবসিংহ রাজা
সকল গুণক নিধান ও রে॥

নব জয়দেব বিদ্যাপতির উপাধি। বিসপী গ্রামের দানপত্রে আছে—অভিনব জয়দেব মহারাজপণ্ডিত ঠকুর শ্রীবিদ্যাপতি। অপর পদের ভণিতায়ও এই উপাধি পাওয়া যায়।

কতকগুলি শিবগীতের ও অপর পদের ভাষা নিতান্ত সরল ও গ্রাম্য, তাহা কতটা কবির নিজের ও কতটা পরে পরিবর্তনের ফল তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। * * *

তাঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের পৌর্বাপর্য কতক নিঃসংশয়রূপে নিরূপিত হয়। কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকাই প্রথম গ্রন্থদ্বয়, কিন্তু ঐ দুইটি গ্রন্থ শুদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহাতে সমস্ত গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না। কীর্তিলতার ভাষাও বড় বিচিত্র। সংস্কৃত নয়, ঠিক প্রাকৃত নয়, অথচ পদাবলীর ভাষার ন্যায়ও নয়। পুরুষ-পরীক্ষাই তাঁহার প্রথম পরিচিত ও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ। লিখনাবলী দ্রোণবাররাজ পুরাদিত্যের নিদেশে লিখিত। সম্ভবতঃ ঐ পুস্তকের রচনাকাল ২৯৯ ল সং, অথবা ১৩৩০ শকাব্দা। ঐ সনের উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে বারবার দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবসর্বস্বসার আরও পরে রচনা, তখন পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাস দেবী রাজ্যশাসন করিতেছেন। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী আরও পরে রচিত, কারণ তখন ভৈরব সিংহ

রাজা। দানবাক্যাবলী নামক আর একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, সেখানি বীরসিংহের পত্নী রাণী ধীরমতীর আদেশে লিখিত। কিন্তু মিথিলা ভাষায় রচিত পদাবলী হইতেই তাঁহার প্রকৃত যশ, শুধু সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি তেমন যশস্বী হইতে পারিতেন না।

উচিতী ও যোগ।

বিদ্যাপতি বিরচিত যে সকল গীত পুঁথিতে ও লোকমুখে পাওয়া যায় তদ্ব্যতীত লোকাচারের কতকগুলি পদ আছে। মঙ্গলকর্মের সময় পুরস্ত্রীগণ সেই সকল পদ গান করে। উচিতী ও যোগ এই শ্রেণীর গীত। জামাতা গৃহে আসিলে, তাহার ভোজন সমাপন হইলে গৃহের মহিলাগণ যে সকল গীত গান করে সেইগুলি উচিতী। উচিতীর অর্থ উচ্চতা, জামাতার সম্মানের জন্য তাহার গৌরব বাড়াইয়া, গীত দ্বারা তাহার সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই শ্রেণীর একটী পদ ইতিপূর্বে মিথিলা হইতে আসিযাছে ও পূর্ব সংগ্রহাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তোঁহে জলধর সহজহি জলরাজ।
হমে চাতক জল বিন্দুক কাজ॥ ইত্যাদি।

এই পদে জামাতাকে জলধরের সহিত ও গায়িকাকে চাতকের সহিত তুলনা করিয়া জামাতার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ইহার ভাব চাতকাষ্টক হইতে গৃহীত।

চাতকস্ত্রিচতুরান্ পয়ঃ কণান্
যাচতে জলধরং পিপাসিতঃ।

পিপাসিত চাতক জলধরের নিকট তিন চারি বিন্দু জল যাচ্ঞা করিতেছে।

যোগ অর্থে বশীকরণ মন্ত্র। জামাতাকে কৌতুক করিবার জন্য তামাসার সম্পর্কীয়া রমণীগণ গাহিয়া থাকে। এই জাতীয় পদ একটীও প্রকাশিত হয় নাই। এই উভয়বিধ গীতই সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। আবশ্যক মতে রমণীগণ এই সকল গীত গান করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা কোন পুরুষকে শিখাইয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন। আমার বিশেষ অনুরোধে মিথিলার কোন পণ্ডিত বালকদিগের সহায়তায় কতকগুলি গীত লিখিয়া আমাকে দিয়াছেন। যোগের একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

জগত জোগ হম জানিয়। মাই হে
মোহি মগন কয় আনিয়॥
কর ধয় শশি কৈ লাবিয়।
তৈঁ জগ যোগিনি কহাবিয়॥
গাঁগ মে রথ সঞ্চারিয়।
পানি সোঁ আগি পজারিয়॥
ভনই বিদ্যাপতি গাওল।
শুভ শুভ সকল মনায়োল॥

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে যে কয়টী পদ আছে তাহার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং ঘটনা কাল্পনিক বিবেচনা হয়। বিদ্যাপতি যে কখন বঙ্গদেশে

বা বীরভূমে আসিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। তিনি রাজপণ্ডিত, সর্বদা পণ্ডিতদিগের সঙ্গে থাকিতেন। বৈষ্ণব ছিলেন না, শৈব ছিলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন কবিকল্পনা অনুমান হয়।

* * *

কবিশেখর বিদ্যাপতি

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদের ভণিতা গীতচিন্তামণিতে আছে—কবিশেখর ভণ কত কত ঐসন কহব মদন পরতাপ। ভণিতার গোলমাল এমন অনেক আছে, তাহাতে কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। তথাপি কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলি পদকল্পতরুতে ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। শেখর, কবিশেখর বা রায়শেখর নাম অথবা পদবীযুক্ত একজন কিংবা ততোধিক কবি যে আমাদের দেশে ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। একটি পদ অনেকের স্মরণ হইবে :—

মো যদি সিনাণ্ডি আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয়॥

* * * *

ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে
সে মুখে সে দিন থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে॥

এই পদের রচয়িতা যে বঙ্গবাসী এবং তাঁহার রচনার উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই।
পক্ষান্তরে :—

সখি হে তোহে হমর বহু সেবা।
ঐসন বানি কবহুঁ জনি বোলবি জাতি কুল কিয়ে লেবা॥
গোকুল নগরে কানু রতিলম্পট যৌবন সহজ হমারা।
তুহু সখি রভসে মোহে জনু বোলবি লোক করব পতিয়ারা॥
কেশর কুসুম হেরি হম কৌতুকে ভুজ যুগ মেটল তাই।
দাড়িম ভরমে পয়োধর উপর পড়লহু কীর লোভাই॥
উভয় চকিত ভুজে ইতি উতি পেখল তৈঁ বেশ ভৈ গেল আন।
ইথে পরিবাদ কহসি মোহে বৈরিনি ইহ কবিশেখর ভান॥

এই পদ ভাবশ্রেণীভুক্ত এবং স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির।

কাজররুচিহর রয়ণি বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ইত্যাদি ১৮৯ পদ ৩০০ পৃষ্ঠা

এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না। 'কবিশেখর' যে বিদ্যাপতির উপাধি তাহার অপর প্রমাণও আছে। দরভঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ নরপতি ঠাকুরের কালে লোচন নামে এক কবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত রাগতরঙ্গিণী নামে একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ আছে। তাহাতে বিদ্যাপতির অনেক গীত আছে, লোচনের স্বরচিতও অনেক গান আছে। গ্রন্থসূচনায় লোচন লিখিয়াছেন, সুমতি নামক একজন কলাবান কায়স্থ কথক ছিলেন, তাঁহার পুত্র জয়তকে শিবসিংহ বিদ্যাপতির নিকট রাখিয়া দেন। বিদ্যাপতি গান বাঁধিতেন, জয়ত সুরে বসাইতেন:—

সুমতিসুতোদয়জন্মা
জয়তঃ শিবসিংহদেবেন।
পণ্ডিতবর—কবিশেখর
—বিদ্যাপতয়ে তু সন্ন্যস্তঃ॥

কবিশেখর বিদ্যাপতির উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, শুধু কবিশেখর বলিলে বিদ্যাপতিকে বুঝাইবে, লোচন কবি স্বয়ং তাঁহাকে এই উপাধি দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু আরও একটি এমন প্রমাণ আছে যাহাতে আর সংশয়ের অবসর থাকে না। এ দেশের সঙ্কলনে নিম্নোদ্ধৃত পদটী পাওয়া যায়:—

নমুঞাবদনী ধনি বচন কহসি হসি
অমিয়া বরিখে জনি শরদ পুর্ণিম শশী॥

ইত্যাদি। ভণিতা:—

ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

রাগতরঙ্গিণীতে এই পদটী পাওয়া যায়। পাঠ এইরূপ:—

আনন লোলএ বচন বোলএ হঁসি।
অমিঁঅ বরিস জনি সরদ পুনিমা সসি॥
অপরুব রূপ রমনিআঁ।
জাইত দেখলি গজরাজ গমনিআঁ॥
কাজরে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভমর মিলল জনি অরুন কমল পর॥
ভান ভেল মোহি মাঝক খীনি ধনি।
কুচ সিরিফল ভরে ভাঁগি জাইতি জনি॥
কবিসেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমল মুখি॥

পদের নীচে টীকা রহিয়াছে, "ইতি বিদ্যাপতেঃ।" পুঁথির কাল দুই শত বৎসর পূর্ব্বে। অতএব

কবিশেখর যে বিদ্যাপতি এ কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ শতাধিক পদ পদকল্পতরুতে আছে। সংগ্রহ-পুস্তক সমূহে বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা দুই শতের অল্প। এখন দেখিতেছি এক পদকল্পতরুতেই ৩৫০ এর উপর পদ পাওয়া যায়। গীতচিন্তামণিতেও বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ আছে; কিন্তু তাঁহার বলিয়া আমরা জানি না।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী এবং যতগুলি পদ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রমাণিত হয় সেগুলি যে মিথিলার প্রাপ্য ও বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার একটি প্রধান অংশ আছে এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। একটা মুস্কিলের কথা এই যে মিথিলার পক্ষ হইতে কেহ কোন দাবী করে না। বিদ্যাপতি যে মিথিলাবাসী এ কথাও মিথিলার কোন লেখক আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন নাই। বাঙ্গালীর অনুসন্ধানেই এ সংবাদ প্রথমে জানা যায়। চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া মিথিলায় অনুসন্ধান করিলে বিদ্যাপতির বিস্তর পদ পাওয়া যায় এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারা যায়, কিন্তু আমরা যদি বিদ্যাপতিকে বঙ্গবাসীই বলিয়া আসিতাম তাহা হইলেও বোধ হয় মিথিলা হইতে কোন প্রতিবাদ আসিত না। কেবল 'পুরুষপরীক্ষার' ভূমিকায় চন্দ্র কবি লিখিয়াছেন কবি বিদ্যাপতির গীতাবলী দেশান্তরে মুদ্রিত হওয়াতে অত্যন্ত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের নাম পর্যন্ত করেন নাই! এই উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, কারণ মিথিলার কাছে বঙ্গদেশ নিতান্ত শিশু। মিথিলার কবিকেই আমরা বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া গৌরব করি। চন্দ্র কবির সহিত বিদ্যাপতির ভাষা সম্বন্ধে আমার পত্রাদি বিনিময় হয়। তিনি বলেন, বিদ্যাপতির ভাষার আকার নানা, কোথাও প্রাকৃতের মত, অথচ কোন্ প্রাকৃত তাহাও নির্ণয় করা যায় না। মিথিলার উত্তরে নেপালের তরাইয়ে সে কালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাকে 'মোরঙ্গ' ভাষা বলিত। দেশেরও নাম 'মোরঙ্গ'। বিদ্যাপতির গীতে সে দেশের ভাষা মিশ্রিত আছে এবং কোন কোন পদে 'পাহাড়ী মোরঙ্গ' বলিয়া গানের সুর দেওয়া আছে। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতি গৌড় ভাষাও কিছু ব্যবহার করিতেন।

পাঠ নির্ণয়

বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কবি মিথিলাবাসী এবং মিথিলা ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। সে ভাষা কতক বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ বলিয়া আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি কিন্তু মিথিলা ভাষা জানা না থাকিলে সকল পদ উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় না। উক্ত ভাষার অনভিজ্ঞতাই এ দেশে পাঠবিকৃতি ঘটিবার একটি প্রধান কারণ। পদাবলীর লিপি প্রণালী সংস্কৃত অনুযায়ী নয়। বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং ঐ ভাষায় তাঁহার রচিত বিস্তর গ্রন্থ আছে। কিন্তু পদ রচনায় তিনি সংস্কৃত লিপি অথবা ব্যাকরণের নিয়মাবলী রক্ষা করেন নাই। স্থানে স্থানে প্রাকৃতের লিপিপ্রণালীর অনুবর্তী হইয়াছেন, অনেক স্থানে লিপিপ্রণালী তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত। মিথিলায় সেই প্রাচীন প্রণালী প্রচলিত আছে, পুরাতন পুথির লিপি কেহ পরিবর্তন করে না। বঙ্গদেশেও প্রথমে সেই লিখনপ্রণালী প্রবর্তিত ছিল। ক্রমে যেমন যেমন স্বতন্ত্র সংস্করণ হইয়াছে এ দেশের সম্পাদক ও সঙ্কলনকারগণ পুরাতন লিপি অশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিয়াছেন—তাহাতে ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে। এ দেশে আবৃত্তি কালে হ্রস্বদীর্ঘের প্রভেদ রক্ষিত

হয় না। মিথিলায় আবৃত্তির সময় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, এবং প্রধানত সেই কারণে পদাবলীর লিপিপ্রণালী ছন্দের অনুযায়ী। একই পদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই শব্দের বানান দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ কেবল ছন্দের অনুরোধ। যেমন 'জূঝল মনমথ পুন জে জুঝাএব সেহে কলবতি নারী'। 'যুদ্ধ' শব্দ হইতে 'জূঝল' ও 'জুঝাএব'; এই শব্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উকার দুইই পাওয়া যাইতেছে। তাহার কারণ আবৃত্তি করিবার সময় প্রথমটী দীর্ঘ ও দ্বিতীয়টী হ্রস্ব উচ্চারণ করিতে হইবে। সেইরূপ 'কলাবতি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কলাবতী' লিখিলে ছন্দের দোষ হইবে। এইরূপ পরিবর্ত্তনে এ দেশের প্রায় সকল পদই দোষাশ্রিত হইয়াছে।

কতকগুলি শব্দ, যেমন কো, যো, সো, মিথিলা ভাষায় আদৌ নাই, এদেশে ব্রজবুলির অনুকরণ করিতে গিয়া বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রজবুলি এবং মিথিলার ভাষায় সাদৃশ্য থাকিলেও দুই ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কে, যে, সে, যেমন বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, মিথিলা ভাষায়ও সেইরূপ হয়, এবং বিদ্যাপতির রচনাতেও সেইরূপ আছে। সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা—হইবে কে বিহি। যো শব্দের

যো বিনু তিল এক রহই ন পারিয়
সো ভেল পর অনুরাগী।

যো শব্দের পরিবর্তে যে এবং সোর স্থানে সে হইবে। কোই, যোই, সোই শব্দের প্রয়োগ আছে। না, নাহি শব্দ কুত্রাপি প্রয়োগ হইবে না, অথচ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও ছন্দ ভঙ্গ হয়। ন, নহি, নই, এই তিন আকারে বিদ্যাপতির পদে দেখিতে পাওয়া যায়। লিপির পরিবর্ত্তনে সময় সময় অর্থের গোল হয়। পঙার শব্দের অর্থ দুই, বানান এক রকম। অধর নীরস জনি সুরঙ্গ পঙার শব্দের অর্থ প্রবাল, আবার রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার, এখানে পঙার অর্থে প্রণালী, জল যাইবার পথ। মিথিলার লিপিতে এরূপ গোল নাই। প্রবাল শব্দ হইতে পবার এবং প্রণালী শব্দ হইতে পনার হইয়াছে। দুধক পরসে পবার ধবল ভেল, এই চরণে পবার অর্থে প্রবাল; বসন লোটাএল সুরঙ্গ পনারে, এই চরণে পনার অর্থে প্রণালী। মূল ও অপভ্রংশ শব্দের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়, এবং অর্থেরও কোন সংশয় হয় না। এইরূপ গোঁয়ায়ল অথবা গোঙায়ল মিথিলার লিপিতে গমাওল, সোঙরি সুমরি লিখিত হয়। পঁহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু মিথিলার লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় না, পহু লিখিত হয়। মূল শব্দ যখন প্রভু তাহার অপভ্রংশ পহু হইবে, চন্দ্রবিন্দু বঙ্গদেশের যোজনা। মৈথিল শব্দ ঐসন বাঙ্গলায় ঐছন হইয়া গিয়াছে, ভৌঁহ (ভ্রূ) ভাঙ হইয়াছে। লিপিকরের প্রমাদে দুই একটী নূতন শব্দও সৃষ্ট হইয়াছে। স্নেহ হইতে সিনেহ, নেহ, মিলনার্থে সিনেহা, নেহা। প্রাচীন লিপিতে ন এবং ল দেখিতে প্রায় এক রকম। মিথিলার লিপি প্রাণালীতেও সেইরূপ। মিথিলাতে এখন পর্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলীতে সর্বত্র নেহ শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়, লেহ কোথাও পাওয়া যায় না। এ দেশেও প্রাচীন পুঁথিতে নেহ শব্দ আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে লেহ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে একটি নূতন শব্দ সৃষ্ট হইল। বিদ্যাপতির রচনায় যেখানে লেহ শব্দ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে মূলে নেহ শব্দ ছিল। মিথিলার পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বড় সতর্ক, সাধ্যমত প্রাচীন শব্দ পরিবর্তিত হইতে দেন না।

* * * *

বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা, সখি কি পুছসি অনুভব মোয় ইত্যাদি পদকল্পতরুতে দেখিলে উক্ত কবির রচনা বলিয়াই মনে হয় না। পদকল্পতরুতে ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই। কবি বল্লভ আছে। এই কারণে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংগৃহীত মহাজন পদাবলী নামক প্রথম সঙ্কলনে এই পদটী নাই। পদকল্পতরুর পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুভব বাখানিতে
অনুক্ষণ নৌতুন হোয়॥
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে।
হৃদয় যুড়ন নাহি গেলা॥
বচন অমিয়া রস অনুক্ষণ শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না দেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি॥

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই পদ প্রথমে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। সেই সময় হইতে বিদ্যাপতির পদাবলী মধ্যে ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পাঠ মিথিলার, কিন্তু ইহাতেও কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। মিথিলার প্রকৃত পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনি রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল॥
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক॥

পদনির্বাচন

বিদ্যাপতির স্বদেশে, অর্থাৎ মিথিলায় এ পর্যন্ত তাঁহার পদাবলী মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন ৮২টি পদ সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও লিখনাবলী দরভঙ্গায় মুদ্রিত হইয়াছে; দানবাক্যাবলী কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। মিথিলা ভাষায় রচিত কবির পদাবলী পুস্তকাকারে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাপতির পদ নির্বাচন করিবার সময় এ দেশের সঙ্কলনকারগণ প্রধানতঃ পদকল্পতরুর সংগ্রহ অবলম্বন করেন। যে সকল পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে সেইগুলি তাঁহারা বাছিয়া লইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কোন কোন আধুনিক সঙ্কলনে কয়েকটি নূতন পদ আছে, কিন্তু সেগুলির সংখ্যা অল্প। পদকল্পতরু প্রকাশিত না হইলে বিদ্যাপতির পদাবলী স্বতন্ত্র প্রকাশিত হওয়া দুরূহ হইত। কীর্তনানন্দ নামক গ্রন্থ খাগড়া বহরমপুরে রক্ষিত ছিল। উহাতে বিদ্যাপতির অনেকগুলি নূতন পদ আছে, কিন্তু সেগুলিও সংগৃহীত হয় নাই। গ্রিয়ার্সনের প্রকাশিত কোন পদ এ দেশের কোন সঙ্কলনে সঙ্কলিত হয় নাই।

নির্বাচনের এই প্রণালী হইতে বুঝিতে হইবে যে ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম থাকিলে ঐ পদ উক্ত কবির, নাম না থাকিলে অথবা ভণিতা না থাকিলে উহা বিদ্যাপতির নহে। এই প্রণালী কতক প্রামাণ্য হইলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কয়েকটি এমন পদ আছে যেগুলি তাঁহার রচিত হইতে পারে না, কারণ ভাষা একেবারে বাংলা, মিথিলা ভাষা নয়। বলা বাহুল্য, বিদ্যাপতি বাংলা ভাষায় রচনা করিতেন না। এই শ্রেণীর পদ এই সঙ্কলন হইতে বর্জিত হইয়াছে।

ভণিতাশূন্য অথবা অপর ভণিতাযুক্ত পদও যে বিদ্যাপতির রচিত হইতে পারে সে সম্ভাবনার আদৌ বিচার হয় নাই; অথচ এরূপ সংশয় হইবার কারণ অনেক দিন হইতে উপস্থিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পদকল্পতরুতে দুই স্থানে, পদামৃতসমুদ্রে ও গীতচিন্তামণিতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি আছে—

সুরত সমাপি সুতল বর নাগর
পানি পয়োধর আপী।
কনক শম্ভু জনি পূজি পূজারে
ধএল সরোরুহে ঝাঁপি ॥
সখি হে মাধব কেলি বিলাসে।
মালতি রমি অলি নাহিঁ অগোরসি
পুনু রতিরঙ্গক আসে ॥
বদন মেরা এধএলহি মুখমণ্ডল
কমল মিলল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অরসাএল
পীবি অমিঞ মকরন্দা ॥

পাঠের সামান্য প্রভেদ আছে, কিন্তু পদ এই। ভণিতা নাই বলিয়া এ দেশের কোন সঙ্কলনে বিদ্যাপতির রচিত পদ বলিয়া প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেও পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল। ইতিমধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও কয়েকখানি সঙ্কলন প্রকাশিত

হইয়াছে, কিন্তু কোনটিতে এই পদ সন্নিবেশিত হয় নাই। শুধু গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে কেন, কীর্তনানন্দেও এই পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে। কীর্তনানন্দ পুথিখানি ৮৪ বৎসর পূর্বে লিখিত, কিন্তু উহা সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পদকল্পতরুর প্রথম শাখার দশম পল্লবে এই পদটি আছে—

অভিসারিণি কপট করহ কথি লাগি।
কোন পুরুখ হেন হরল তোঁহারি মন
রজনী গোঙাঅলি জাগি।
জনু পন্নাগী গজগে জল ঢালয়
পরশল সুরকিল মনে।
ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু
বেকত লুকাঅত কোণে॥
দুধক পরশে পঙার ধবল ভেল
অরুণ কিরণ কোন কেল।
গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
পঙ্কজে মৃগমদ ভেল॥

যখন ভণিতা নাই তখন এ পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। শুধু তাহা নহে, যে আকারে ইহা পদকল্পতরুতে রহিয়াছে তাহাতে ইহার কিছুই অর্থ হয় না। এই পদের সহিত রাগতরঙ্গিণীর নিম্নোদ্ধৃত পদ তুলনা করুন—

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
মৃগপদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমেরু সসিখণ্ড উদিত ভেল
জলধর জালে ঝপলা।
অভিসারিনি হে কপট করহ কাঁ লাগী।
কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন
রয়নি গমউলহ জাগী॥
কারনে কোন অধর ভেল ধূসর
পুনু কোনে আরতি দেলা।
দুধক পরস পবার ধবল ভেল
অরুন মজিঠ ভএ গেলা॥
নবি পঞোনারি গজে গজি নড়াইলি
পরসলি সুর কিরনে।
অইসন দেখিঅ তনু কপট করহ জনু
বেকত লুকাওব কোনে॥

দশ অবধান ভন পুরুষ পেম গুনি
প্রথম সমাগম ভেলা।
আলম সাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা॥

এই দুইটী যে এক পদ তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রভেদ এই যে মিথিলার পদে ছন্দচ্যুতি বা অর্থ-বিকৃতি ঘটে নাই। মিথিলায় হস্তলিখিত পুঁথিতে এই পদ এই আকারে রহিয়াছে, বিকৃত হইয়াছে বঙ্গদেশে। দশাবধান বিদ্যাপতি। মূল ভণিতা থাকিলে এই পদ রাধা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। ভণিতা না থাকিলে অভিসারিণী মাত্রেই প্রযুজ্য।

এইরূপ আরও কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। কেবল ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া পদ নির্বাচন করিলে সঙ্কলন সম্পূর্ণ অথবা ভ্রমশূন্য হয় না। পদকল্পতরুতেই বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে, কতকগুলিতে ভণিতা নাই, অপরগুলিতে "কবিশেখর" ভণিতা আছে। কাব্যের প্রমাণ রচনায়, ভণিতায় নয়। বিদ্যাপতির রচনায় এমন একটি বিশেষত্ব আছে যাহাতে অপর কবিদিগের রচনা ও তাঁহার রচনায় ভ্রম হইবার বড় সম্ভাবনা নাই। মিথিলায় বিদ্যাপতির অনুকরণে অপর অনেক কবি পদ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া ভ্রম হয় না। বঙ্গদেশেও অনেক বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কেহই বিশুদ্ধ মিথিলাভাষা রচনা করিতে পারেন নাই।

মিথিলায় তালপত্রের যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা বিদ্যাপতির বংশে রক্ষিত ছিল। সেই পুঁথিখানির ও নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিখানির সমস্ত পদ বিদ্যাপতির রচিত, ভণিতায় তাঁহার অথবা অপরের নাম থাকুক, কিংবা কাহারও নাম না থাকুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ দুইখানি পুস্তকেও সমগ্র পদাবলী নাই। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী, অসামান্য প্রতিভাশালী ও অক্লিষ্টকর্মা ছিলেন। সর্বশুদ্ধ তিনি কত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিছু ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে। তিনি যে সহস্রাধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ সংশয় নাই।

পদ নির্বাচনে প্রধানতঃ ভাষা ও রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। যেখানে যে পদ বিদ্যাপতির বলিয়া জানিয়াছি সংগ্রহ করিয়াছি, যে পদ সংশয়যুক্ত অথবা তাঁহার রচিত নয় ভণিতা থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে কয়েকটি পদ আছে সেগুলি বিদ্যাপতির রচিত নয়। সঙ্কলনকার গায়কের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক গায়কের মুখে ভণিতার বিপর্যয় ঘটাতে কতকগুলি অপর পদ গ্রিয়ার্সন সংগ্রহ করেন। সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। পদকল্পতরু, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি হইতে যে সকল পদ সংগ্রহ করি সেগুলি মিথিলার কয়েকজন প্রধান পণ্ডিতকে দেখাই। বিদ্যাপতির ভাষা ও কবিতার সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা। যে সকল পদ সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান হইয়াছেন সেই সকল পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। নির্বাচনকালে ভাষাগত ও রচনাগত বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন পদ নির্বাচিত হয় নাই। মিথিলার পদগুলিও এইরূপে একটী একটী করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। কেবল তালপত্রের ও নেপালের পুঁথির পদ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছি।

তালপত্রের পুঁথি

বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে এই পুঁথিখানি বিশিষ্ট প্রমাণ। কবির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ ও এই

পুথি বরাবর একত্র রক্ষিত ছিল। ইহা বিদ্যাপতির স্বলিখিত নহে, কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুথি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৩০০ বৎসর পূর্বের লিখিত অনুমান করিলে অসঙ্গত বিবেচন হয় না। অপভ্রংশ মিথিলা ভাষায় রচিত বলিয়া গীতাবলীর তাদৃশ সমাদর ছিল না তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই কালের অথবা ইহার অনেক পরের অনেক মৈথিল তালপত্রের পুথি দেখা গিয়াছে, উত্তম পরিষ্কার পত্র, পত্র, অত্যন্ত যত্নপূর্বক রক্ষিত। পুথি লিখিবার তালপত্র দুই রকমের, এক পক্কে অনেক দিন পুতিয়া রাখিয়া প্রস্তুত করা, আর এক সাধারণ পত্র। প্রথম শ্রেণীর পত্রগুলি উত্তম, মসৃণ, কালি ভাল ফোটে, পত্র শীঘ্র নষ্ট হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্র অল্পদিনে নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়, বহুদিনের হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, দেখিতেও অপরিষ্কার। পদাবলীর তালপত্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। অনেক পত্রাংশ ছিড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক পদ অসম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অযত্নে রক্ষিত হইবার প্রমাণ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নাই। প্রথম দুই খানি পত্র নাই, তাহার পর ৯ম পত্র নাই, তাহার পর ৮১ হইতে ৯৯ পত্র একেবারেই নাই, আবার ১০৩ সংখ্যা পত্র নাই। ১৩২ পত্রের পর আর নাই। পুথি অসম্পূর্ণ, কারণ একটী শিবগীতের মধ্যস্থলে পত্র শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণ পুথিখানি বিদ্যমান থাকিলে কাহার লেখা, কবেকার লেখা, জানিবার অনেকটা সম্ভাবনা থাকিত। কত গীত লুপ্ত হইয়াছে তাহাই বা কে বলিবে ? ইহাতে প্রায় ৩৫০ পদ আছে। পদ সাজাইবার কোন প্রণালী নাই। রাধাকৃষ্ণের গীত, শিব গীত প্রভৃতি একত্র রহিয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*

কতকগুলি শব্দবিপর্যয়ও তালপত্রের পুথি হইতে সংশোধিত হইয়াছে। যেমন জনি ও জনু। দুইটিকে এক শব্দ করিয়া প্রচলিত পদাবলীতে ব্যবহার করা হয়, অর্থ কখন যেন, কখন না কিংবা যেন না। তালপত্রের পুথিতে সেরূপ প্রয়োগ নাই। দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ—জনি অর্থে যেন, জনু অর্থে না। এইরূপ বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীতে কে, যে, সে প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে কো, যো, সো দেখিতে পাওয়া যায় ব্রজবুলি অথবা হিন্দীতে এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, মিথিলা ভাষায় নয়। এই পুথিতে সর্বত্র কে, সে ইত্যাদি আছে, এবং মিথিলায় ঐ আকারেই ব্যবহার হয়। শব্দের বানান লইয়া বড় গোল বাধিয়াছিল। ইকার উকার, শ, জ, ন প্রভৃতি বটতলার পুস্তকে ও এদেশের হাতে লেখা পুথিতে একেবারে শাসনশূন্য বিবেচনা হয়। সেই কারণে বিদ্যাপতির যে সকল স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটিতে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে। আমাদের চক্ষে ইহা উত্তম পুথিতে শিবসিংহ শব্দের পরিবর্তে সিবসিংঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও উচ্চারণের অনুরূপ বানান।

ইকার ও উকারের নিয়ম বড় সূক্ষ্ম ও কঠিন। বঙ্গদেশে তাহা জানা না থাকায় এ দেশে প্রচলিত পদাবলী অত্যন্ত বিকৃত ও দোষাশ্রিত হইয়া গিয়াছে। বাংলা কবিতার ছন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলীর ছন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে ছন্দ অক্ষর গণনা করিয়া হয়, বিদ্যাপতির পদে ও আধুনিক মৈথিল কবিতায় মাত্রাবৃত্তি। বিদ্যাপতির ছন্দ দেখিতে পয়ার ত্রিপদীর মত, কিন্তু পয়ারও নয়, ত্রিপদীও নয়। বিদ্যাপতি গানের নিমিত্ত পদ রচনা করিতেন, কিন্তু সে জন্য যে আবৃত্তির সময় ছন্দ রক্ষা করা যায় না এরূপ বিবেচনা করা ভ্রম। বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে। ছন্দের প্রতি দৃষ্টি না রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তবে পদাবলীর ছন্দ অনেক স্থানে সংস্কৃত ছন্দ নয়, পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের অনুযায়ী। মিথিলায় এই সকল ছন্দের স্বতন্ত্র নামকরণ হইয়াছে। মাত্রা ও ছন্দের অনুরোধে ইকার উকার হ্রস্ব দীর্ঘ হয়, সংস্কৃতের মত বাঁধাবাধি নাই। আমরা বঙ্গদেশে তাহার কিছুই জানি না, সুতরাং ইকার উকার সংশোধন করিতে গিয়া প্রায় সমুদায় পদের ছন্দোভঙ্গ করিয়াছি। মাত্রা ও ছন্দ রক্ষার জন্য একই শব্দের ইকার

উকার কোথাও হ্রস্ব কোথাও দীর্ঘ হইবে, এমন কি সময় সময় আকার পর্যন্ত হ্রস্ব হইয়া অকারের মত উচ্চারিত হয়, যেমন আবে (এখন) কোথাও কোথাও অবে উচ্চারিত হয়। কি কী, কামিনি কামিনী, ধির ধীর এইরূপ অনেক স্থানে পাওয়া যাইবে। ইহা বানান ভুল নয়, ছন্দ রক্ষা করিবার উপায়, সংশোধন করিতে গেলেই ছন্দ ভঙ্গ হয়। কি একমাত্রা, কী দুই মাত্রা। তালপত্রের পুঁথি হইতে এইরূপ অনেক কথা জানিতে পারা যায়। যে আকারে পদগুলি পুঁথিতে রহিয়াছে উহাই শুদ্ধ ও সংস্কৃত; সংশোধন করিতে যাইলে অশুদ্ধ ও অসংস্কৃত হইয়া যাইবে।

প্রবাদ আছে যে এই তালপত্রের পুঁথি বিদ্যাপতির প্রপৌত্রের লিখিত। এই পুঁথিখানি যে তাঁহার বংশে ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থের ন্যায় ও প্রাচীন অপর মৈথিল গ্রন্থের ন্যায় এই পুঁথিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এক কালে মিথিলা ও গৌড়ের লিপি অভিন্ন ছিল, এখন উভয় দেশে কিছু প্রভেদ হইয়াছে।

রাজকর্ম উপলক্ষে দরভঙ্গায় থাকিতে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত এই পুঁথিখানি প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট উহা পাইয়াছি। এই পুঁথি ও বিদ্যাপতির হস্তলিখিত ভাগবত পুঁথি তরৌণী গ্রামে ৺ লোকনাথ ঝার গৃহে রক্ষিত ছিল।

নেপালের পুঁথি।

এখানিও তালপত্রে লিখিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে গিয়া রাজদরবারের পুস্তকালয়ে দেখিতে পাইয়া দরবারের অনুমতি লইয়া কলিকাতায় লইয়া আইসেন। এখানিও প্রাচীন গ্রন্থ এবং মিথিলার লেখা। কোন কোন শব্দের যেরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহাতে অনুমান হয় যে পুঁথিখানি মিথিলার উত্তরে মোরঙ্গপ্রদেশে (তরাইয়ে) লেখা। পুঁথিখানি সম্পূর্ণ, লিপি উত্তম, তালপত্রগুলি উত্তম অবস্থায় রক্ষিত আছে। গ্রন্থশেষে একখানি সূচীপত্র আছে। এরূপ সূচীপত্র প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পদ সাজাইবার কোন নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। লেখক যেমন পাইয়াছেন লিখিয়া রাখিয়াছেন।

এই পুঁথিতে প্রায় ৩০০ পদ আছে। কতকগুলি পদ বঙ্গদেশে ও মিথিলায় পাওয়া যায়, অনেকগুলি মিথিলায় প্রাপ্ত তালপত্রের পুঁথিতে পাওয়া যায়, আবার অনেকগুলি নূতন। কিন্তু এই পুঁথিখানি কোন উত্তম পুঁথি দেখিয়া লিখিত নয়। অনেকগুলি পদ অসম্পূর্ণ, লিপিরও অনেক প্রমাদ আছে। ভণিতা অতি অল্পসংখ্যক পদে আছে। প্রায় "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" লিখিয়া সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ পদ সমাপ্ত হইয়াছে যে সকল পদে এই পুঁথিতে অসম্পূর্ণ আকারে আছে, মিথিলার পুঁথিতে তাহার কয়েকটি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অসম্পূর্ণ হইলেও নেপালের এই পুঁথিতে অনেক সুন্দর পদ আছে। কতকগুলি পদ এই সঙ্কলনে প্রকাশিত হইল। সম্পূর্ণ পুঁথিখানি মুদ্রিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কীর্তনানন্দ।

এরূপ একখানি গ্রন্থ যে এত দিন মুদ্রিত হয় নাই, হস্তলিখিত পুঁথির আকারেই ছিল ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। পদকল্পতরু বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান সংগ্রহ গ্রন্থ। গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা, এইরূপ আরও কয়েকখানি পুস্তকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ধর্ম ও সাহিত্য উভয় উদ্যমে বৈষ্ণব গ্রন্থ যত পাওয়া গিয়াছে সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। কীর্তনানন্দ পদকল্পতরুর শ্রেণীর গ্রন্থ, আকারে উক্ত গ্রন্থ অপেক্ষা ছোট

কিন্তু আর সকল গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক বড। আচার্য প্রভু, অর্থাৎ শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরগণ বহরমপুরে বাস করেন। পদামৃত সমুদ্রের সংগ্রহকর্তা রাধামোহন ঠাকুর এই বংশসম্ভূত। কীর্তনানন্দ পুঁথিখানি তাঁহাদের বংশে ছিল। ৺রাধিকানাথ ঠাকুর বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে ঐ পুস্তকখানি উপহার প্রদান করেন। আমার অনুরোধে বৈকুণ্ঠবাবু মূল গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়া দেন।

পুঁথিখানি সন ১২৩২ সাল, ৮ই চৈত্র লেখা সমাপ্ত হয়। অতএব পুঁথিখানি প্রায় ৮৪ বৎসরের লেখা। ইহাতে বিদ্যাপতির এমন কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে যাহা পদকল্পতরুতে নাই। কতকগুলি পদ আবার এমন পাইয়াছি যাহা মিথিলায় প্রাপ্ত প্রাচীন তালপত্রের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি নূতন পদও আছে। কীর্তনানন্দ বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ।

লালগোলার সাহিত্যোৎসাহী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ব্যয়ে কীর্তনানন্দ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, অতএব এই পুস্তক এখন সর্বসাধারণের আয়ত্ত হইয়াছে।

রাগতরঙ্গিণী।

এই গ্রন্থ এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, হস্তলিখিত পুঁথির আকারে মিথিলায় পাওয়া যায়।* প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে মহেশ ঠাকুরের রাজ্যকালে লোচন নামক কবির দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হয়। মিথিলা ভাষার গীত সংগ্রহ করা ও রাগরাগিণী নির্দেশ করা উদ্দেশ্য। মুখবন্ধে লোচন লিখিয়াছেন যে মিথিলা অপভ্রংশ ভাষায় বিদ্যাপতি কবি প্রথমে গীত রচনা করেন। সুমতি নামক কায়স্থ উত্তম কথক ও গায়ক ছিল। তাহার পুত্র জয়ত: বিদ্যাপতি ঠাকুরের নিকট তাঁহার রচিত গীত গান করিতে শিখে। "সুমতিসুতোদয়জন্মা জয়তঃ শিবসিংহদেবেন পণ্ডিতবর কবিশেখর বিদ্যাপতয়েতু সন্ন্যস্ত।"

রাগতরঙ্গিণীতে ছন্দ লক্ষণ, মাত্রাসংখ্যা ও রাগিণীর নাম প্রদর্শিত আছে, এবং প্রত্যেকের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উদাহরণ অধিক সংখ্যক বিদ্যাপতি রচিত; তাহার পর আর একটী গীত হয় অপর কোন কবির কিম্বা লোচনের আত্মরচিত। বিদ্যাপতির যে কবিশেখর উপাধি ছিল তাহা নিঃসংশয়রূপে রাগতরঙ্গিণী হইতে প্রমাণিত হয়। অনেক পদের নীচে "ইতি বিদ্যাপতেঃ" লেখা আছে, তাহার পর "মমতু", অর্থাৎ বিদ্যাপতির অনুকরণে লোচনের লেখা একটি গীত। রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতির অনেকগুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে।

রাগতরঙ্গিণীর একটি পদ চন্দ্রকলা নাম্নী রমণীর রচিত। ইনি বিদ্যাপতির পুত্রবধূ। লোচন টীকা করিয়া রাখিয়াছেন—ইতি শ্রীবিদ্যাপতিপুত্রবধ্বাঃ। পদটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কোমলং কচ গণ্ডমণ্ডিত কোমলং।
অধর বিম্ব সমান সুন্দর শরদ চন্দ্র নিভাননম্॥
জয় কম্বুকণ্ঠ বিশাল লোচন সারমুজ্জল সৌরভং।
বাহু বল্লি মৃণাল পঙ্কজ হার শোভিত তে শুভম্॥
শোভয় সুন্দরি মম হৃদয়ং গদ গদ হাস সুদতি নিপুণম্।
উর পীন কঠিন বিশাল কোমল যাতি যুগ্ম নিরন্তরম্।
শ্রীফলা কমলা বিচিত্র বিধাতু নির্মল কুচবরম্॥

* পরে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

শ্যামা সুবেশা ত্রিবলিরেখা জঘন ভাব বিলম্বিতে।
মত্ত গজকর জঘন যুগবর গমন গতি বরটা জিতে ॥
সুললিত মন্দ গমন কর ই।
জনি সঙ্গ পতি বরটা ভমই ॥
অতি রূপ যৌবন প্রথম সম্ভূত কিং বৃথা কথযা প্রিয়ে।
তেজহ রূপ বিমোহ পরিহর শোক চিন্তিত চিন্তয়ে॥
উপযাত মদন ব্যাধি দুঃসহ দহএ পাবক সে বনং।
পবন দিসে দিসে দহএ পাবক সুগন্ধাবিজ সম্বরম ॥
শ্যামা সবন্দিতে।
অতি সমষ গিত সুশোভিতে
আত্মদান সমান সুন্দরি ধার বর্ষতি সিঞ্চযে।
সিঞ্চহ সুন্দরি মম হৃদয়ং অধর সুধা মধু পান প্রিয়ং ॥
চন্দ্র কবি জয়দেব মুদ্রিত মান তেজ তোঁহে রাধিকে।
বচন মম ধর কৃষ্ণমনুসর কিন্নু কাম কলা শুভে ॥
চন্দ্রকলা হে বচন করণী।
মানিনি মাধব মনুসরণী ॥

আলোচনা।

১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রকৃত ইতিহাস নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিলেন। বিস্ফীগ্রামের দানপত্র সম্বন্ধেও নূতন তথ্য নিরূপিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধে উক্ত দানপত্রের একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। প্রায় দশবৎসর পরে গ্রিয়ার্সন্ দানপত্রের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাইয়া *Indian Antiquary* পত্রে প্রকাশ করেন। সে সময় পর্যন্ত তিনি মূল দানপত্র দেখিতে পান নাই। কিছুদিন পরে দানপত্রের তাম্রলিপি পাইয়া তাহার প্রতিকৃতি এসিয়াটিক্ সোসাইটির কর্ম্মবিবরণীতে (Proceedings) প্রকাশ করেন। আরও কিছুদিন পরে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, তাম্রলিপি কৃত্রিম, আসল নহে। বোধ হয় মূল দানপত্রখানি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতির কোন বংশধর একখানি নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন, এবং সেই সময় তাহাতে তারিখের গোল থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বে বিদ্যাপতির গীতাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, পদকল্পতরুর কবিতাকুসুমও বর্ণাশুদ্ধিকণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে নিহিত ছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার দুইবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৮০ সালে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া মহাজনপদাবলী হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী স্বতন্ত্র গ্রন্থকারে সঙ্কলন করিয়া প্রথমে প্রকাশ করেন। * * * রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহ' সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টীকা প্রভৃতির ভার সারদা বাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয় বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিদ্যাপতির পদাবলী সারদা বাবু স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। * * * চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতির গীতাবলীর বহুল প্রচার ছিল না, সেইজন্য বৈষ্ণবদাস বলিয়া গিয়াছেন, 'আছিল গোপতে, যতন করি পঁহু মোর (চৈতন্যদেব) জগতে করল পরকাশ।' সেকালে বিদ্যাপতির ভাষা বৈষ্ণব ভাবুক ও কবিদিগের নিকট তেমন দুরূহ ছিল না। * * * বিদ্যাপতির পদাবলী একে গীত, তাহার উপর লিপিকরের গুণপনা, পরিবর্ত্তন যে অনেক ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পাঠপরিবর্ত্তনে পদগুলি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে, অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাইয়াও সদর্থ করা যায় না। স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও অনেকগুলি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থবোধের কিছু আনুকূল্য হইয়াছে, কিন্তু এখনও বহুতর ভ্রম রহিয়াছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

রাজকৃষ্ণবাবুর প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, মৈথিলভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে এবং তাহাদের ভণিতা এদেশে প্রচলিত ভণিতার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি গীতের পাঠান্তর ও একটি নূতন গীত উদ্ধৃত করেন। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারদিগের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ সংবাদ। নূতন পদ এরূপ আর কত আছে এবং এদেশে প্রচলিত কতগুলি পদের পাঠান্তর মিথিলায় পাওয়া যায়, এই দুইটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর সাতটি মাত্র মৈথিল পদ প্রকাশিত হইয়াছে। * * *

যে সময় সারদাবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলনে ও গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গ্রিয়ার্স‍ন মিথিলায় তৎপ্রদেশ প্রচলিত বিদ্যাপতির গীতাবলী প্রভৃত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সঞ্চয় করিয়া মৈথিল পণ্ডিতদিগের সহায়তায় অর্থ করিতেছিলেন। সারদাবাবুর স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রকাশ হইবার নূন্যাধিক ছয়বৎসর পরে, খৃষ্টাব্দ ১৮৮১-৮২ সালে গ্রিয়ার্স‍ন, এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে মৈথিলভাষার ব্যাকরণ, রচনাসংগ্রহ ও শব্দার্থ প্রকাশ করেন (An Introduction to the Maithili Language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy, and Vocabulary)। এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি-বিরচিত ৮২টি পদ সানুবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, অবশিষ্ট ৬টি অপরাপর প্রসঙ্গে। এই পদ-গুলির অধিক সংখ্যাই বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। * * * বিদ্যাপতির মৈথিলপদাবলীর প্রথম সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া গ্রিয়ার্স‍ন্ চিরকাল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাপতির পদ বলিয়া যাহা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি যে তাঁহার রচিত নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং পাঠের যে অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু অপরগুলি কিছু রূপান্তরিত হইলেও যে বিদ্যাপতির রচনা, সে বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে না।

বিদ্যাপতির যেরূপ অনুকরণ হইয়াছিল, বোধ হয় কোন দেশে কোন কবির তদ্রূপ হয় নাই। চণ্ডী-দাসের অপেক্ষা বিদ্যাপতির অনুকরণ অনেক অধিক। তাঁহারই ভাষা ভাঙিয়া-চুরিয়া, গড়িয়া-গঠিয়া, রূপরস, ছন্দোবন্ধ, ঠামভঙ্গী, শব্দ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা তাঁহারই পদাবলী হইতে লইয়া লোকমনোমোহন বৈষ্ণবকাব্যসমূহ সৃজিত হইল। মিথিলাবাসী বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর কবি নয়, এমন কথা কে বলিবে? যে বলে, সে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরজ্জু গলায় দিয়া বৈষ্ণবকাব্যের অমৃতসায়রে ডুবিয়া মরুক!

গ্রিয়ার্স‍ন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টি পদ ও সেগুলির ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন সঙ্কলনে সেগুলি সংবলিত হয় নাই। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যাপতির স্বরচিত, একথা গ্রিয়ার্স‍ন্ স্বীকার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্কলিত কবিতা ৭৬টি। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবি ছিলেন। দীর্ঘ জীবনে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোটে ৭৬টি পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রিয়ার্স‍ন্ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ করেন নাই, গায়কদিগের মুখে বিদ্যাপতির গান সংগ্রহ করেন। তাঁহার সঙ্কলনে ভাবসম্মিলনের একটিও পদ নাই; বিদ্যাপতির গম্ভীর স্তোত্র—"কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি-অবসানা। তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহরি-সমানা॥"—অথবা আর কোন স্তোত্র নাই, মাধবের পূর্ব্বরাগের একটিও পদ নাই। উৎকৃষ্ট পদ অনেকগুলি আছে, কিন্তু সমুদায় একত্র করিয়া কাব্যসৌষ্ঠবে বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর সহিত তুলনা হয় না।

গ্রিয়ার্স‍নের সংগ্রহ অতি সামান্য, মিথিলায় বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে। মৈথিল পদাবলী ও এদেশের পদাবলীতে ভাষাগত পার্থক্য অনেক, কিন্তু ভাবগত সাদৃশ্য আরও অধিক। বঙ্গদেশের অপেক্ষা মিথিলায় পাঠ ও রচনার পরিবর্ত্তন অল্প। বিদ্যাপতির পর তাঁহার সমকক্ষ কবি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। চৈতন্যদেবের ভক্তিস্রোত উজান বহিয়া মিথিলা ভাসাইতে পারে নাই, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সে প্রদেশে কখনও প্রবল হয় নাই। সে দেশে মৈথিলী জানকী ও তাঁহার পতি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি এখনও অচলা। গ্রিয়ার্স‍নের সঙ্কলনে একটি পদে 'হরি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রঘুপতি', এবং কয়েকটি পদের ভণিতায় জয় রাম' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 'দশরথসুত অরু জনকনন্দিনী' মিথিলায় উপাস্য দেব-দেবী, বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণব-

ধর্মে অনুপ্রাণিত। দরভঙ্গা মজঃফরপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্যাপতির প্রায় কিছুই জানেন না। * * বিদ্যাপতির রচনা উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য, সুরেও সঙ্গীত, শব্দেও সঙ্গীত, শব্দপরিবর্তনের প্রয়াস হইলেই রসভঙ্গ হইবে। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর তুলনায় মৈথিল পদগুলিতে ভাষার ও ভঙ্গীর সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে। শব্দলালিত্যে ও ছন্দের তরল গতিতে ঝরঝর নির্ঝরপাততুল্য শ্রবণাভিরাম। পূর্বে অপ্রকাশিত পদগুলির মধ্যে এমন অনেক পদ আছে, যাহা পাঠ করিতে বিস্ময় ও পুলকে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। * * *

পূর্বরাগ, মিলন, মান প্রভৃতি যে সকল পদের বিভাগ আছে, মিথিলায় তাহার অতিরিক্ত 'লাথ'-শীর্ষক একটি বিভাগ দেখা যায়। লাথের অর্থ ছলনা, অপরাধগোপনমানসে কৌশলবাক্যপ্রয়োগ। অভিসার হইতে সদ্য প্রত্যাগত রাধা ননদের নিকট অপরাধ গোপন করিতেছেন। কবিতার কৌশল এই যে, ছল প্রত্যক্ষ, অথচ গূঢ় রূপকের ভাষায় অভিসারিকা সত্য বর্ণন করিতেছেন।

ননদি সরূপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার বেভিচার বুঝওবহ সাসু করওহ রোসে॥ ইত্যাদি—৩২৫ পদ, ১০৬ পৃঃ * *

* * * * *

দুইটি পদের ভণিতার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

প্রথমটি এই—

দশ অবধান ভন পুরুষ পেম গুনি প্রথম সমাগম ভেলা।
আলমশাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু কমলিনী ভমর ভুললা॥

দশ অবধান কে? এই উপাধি অথবা নাম পূর্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পদটি ভণিতাযুক্ত অর্থে রাধাকৃষ্ণবিষয়ে নহে, কিন্তু রচনার একই প্রণালী। অভিসার হইতে প্রত্যাগত কোন রমণীকে কবি পথে কহিতেছেন—

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর মৃগমদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমেরু শশিখণ্ড উদিত ভেল জলধর জালে ঝপলা॥
অভিসারিনি হে কপট করহ কাঁ লাগি।
কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন রয়নি গমউলহ জাগি॥

ভণিতার অর্থ—দশাবধান কহিতেছে, গুণবান্ পুরুষের সহিত প্রথম প্রেমসমাগম হইল। কমলিনী যেমন ভ্রমরে ভুলিয়া থাকে, হে ভাবিনি, আলমশাহ প্রভুকে ভজনা করিয়া তাঁহাতে সেইরূপ অনুরক্ত হও। প্রবাদ আছে, শিবসিংহকে যখন দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া যায়, সেই সময় বাদশাহ বিদ্যাপতির রচিত গীত শুনিয়া, প্রীত হইয়া, শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া দেন। অনেকে অনুমান করেন—"কামিনী করু অসনানে, হেরইতে হির্দয় হনল পচবানে"—এই পদটি বিদ্যাপতি বাদশাহের সাক্ষাতে রচনা করেন। মিথিলায় এইরূপ বিশ্বাস আছে। হয় ত এই পদটিও সেই সময়ের রচনা। যে উপাধি দিল্লীদরবার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভণিতায় তাহাই প্রয়োগ করিয়া অপরা রমণীর বর্ণনা করিয়া বাদশাহের চিত্তবিনোদন করা কবির পক্ষে অধিকতর সম্ভব মনে হয়। দশাবধান উপাধিযুক্ত আর কোন পদ দেখিতে পাই নাই।

দ্বিতীয় পদটির বিষয় ও অর্থ অবিকল প্রথম পদের অনুরূপ, কেবল ভণিতা ভিন্ন।—

বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি চিরেজীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, প্রকাশ্য চুরী কতক্ষণ গোপন করিবে? যুগপতি স্থলতান গ্যাসদেব (এই চুরীর বার্তা) বিদিত আছেন, (তিনি) চিরজীবী হইয়া জীবিত হউন। বোধ হয়, এই গ্যাসদেব গ্যাসউদ্দীন, বঙ্গদেশের পাঠানবংশীয় রাজা। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্যাসউদ্দীনের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের দানপত্রের কাল প্রচলিত বিশ্বাসমতে খৃষ্টাব্দ ১৪০০। খৃষ্ট-চতুর্দশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৩ সালের পূর্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই। মহলম (মালুম) ও সুলতান, এই দুই শব্দের সন্নিবেশনে অনুমান হয় যে, পদটি গ্যাসউদ্দীনের মনস্তুষ্টির জন্য রচিত ও সম্ভবত তাহার সাক্ষাতে গীত।

আর এক শ্রেণীর কবিতা মিথিলায় পাওয়া যায় এবং এদেশেও ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে। সেগুলি প্রহেলিকা অথবা হেঁয়ালি কবিতা। যখন মৈথিল ও এদেশে প্রচলিত এরূপ পদে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে এগুলি বিদ্যাপতির রচিত নয়, এমন কথা বলা যায় না। এগুলি যে রাজসভায় অথবা রাজাদেশে রচিত ক্ষণে-তুষ্ট ক্ষণে-রুষ্ট অব্যবস্থিত রাজচিত্ত প্রসাদনের নিমিত্ত বিরচিত, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়। এই কঠিন সমস্যাগুলি কোন পণ্ডিত পূরণ করিয়া দিতেন, অথবা পণ্ডিতেরা অক্ষম হইলে কবি নিজে অর্থ করিয়া দিতেন ও সাধুধ্বনিতে রাজসভা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, এরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। পুথিতে এই শ্রেণীর একটি পদের ভণিতা এইরূপ—

ভন বিদ্যাপতি শুনু উমাপতি সকলগুণনিধান।
যেই পদক অর্থ লগাবথি সে জন বড় সেয়ান॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান উমাপতি শুন, যে এই পদের অর্থ লাগাইবে (করিবে), সে জন বড় চতুর। বিদ্যাপতির সমকালীন উমাপতি নামক একজন মন্ত্রী ছিলেন। কবি ভণিতায় তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণপদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি শিববিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা এখন সকলেই জানেন ও মিথিলায় সেগুলি বিশেষ প্রচলিত।

নিবেদন

বিদ্যাপতি মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি। আমরা বাঙ্গালী, তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি। অমর কবি বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় অনেক সুমধুর পদ রচনা করিয়াছেন। তিনি অবহট্টে **কীর্ত্তিলতা** ও **কীর্ত্তিপতাকা** নামে দুইখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন। এছাড়া **দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, পুরুষ-পরীক্ষা, শৈবসর্ব্বস্বহার** প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্য বিদ্যাপতির নিকট নানাদিক্ দিয়া ঋণী। মৈথিল সাহিত্য পড়িয়া বেশ বোঝা যায়, বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় মিথিলার অলিতে গলিতে বিদ্যাপতির পদাবলী গীত হইত। সেখানকার সুস্বরলহরী মিথিলাকে রসে প্লাবিত করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্গভূমির আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিল। চৈতন্য-চরিতামৃত ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য জানাইয়া দিয়াছে, শ্রীচৈতন্যের কর্ণে তাহা সুধা বর্ষণ করিল। তিনি নিজে বিদ্যাপতির পদ-লালিত্যে বিভোর হইয়া বিদ্যাপতির পদ শুনিতেন ও গায়িতেন। তারপর শিষ্য-পরম্পরায় বিদ্যাপতির পদ গান করিবার রীতি বাঙ্গালাদেশে বাড়িয়াই চলিল।

বিদ্যাপতির পদের অনুবর্ত্তী হইয়া যোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্তও বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালা, মৈথিল, ব্রজভাষা ও পশ্চিমী হিন্দীর সংমিশ্রণে পদ রচনা করিয়াছেন। এই কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রধান। বাঙ্গালী ব্রজভাবে বিভোর হইয়া এই কবিতার ভাষাকে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা বা ব্রজের ভাষা বলিয়া ধরিয়া লইয়া ব্রজবুলি নাম দিয়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব কাব্য রচনা করিয়াছে। বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় বিদ্যাপতি প্রবেশ করিল। বিদ্যাপতির গান গায়িতে গায়িতে ক্রমশঃ বাঙ্গালীর নিকট বহু পদ বাঙ্গলার রূপ ধারণ করিল। বিদ্যাপতি যে মৈথিল লোকে তাহা একরূপ ভুলিয়াই গেল। বিদ্যাপতি অনেকের নিকট বাঙ্গালী হইয়া দাঁড়াইলেন।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদাবলী শুনিয়া ভাবাবেশে উন্মত্ত হইতেন। বৈষ্ণব কবিগণ বার বার ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সংস্কৃত কবি কৃষ্ণযজ্বা বিদ্যাপতির কাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্ণযজ্বার গ্রন্থের নাম 'রঘুনাথ-ভূপালীয়ম্'। 'রঘুনাথ-ভূপালীয়ম্' একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা কৃষ্ণযজ্বা রাজা রঘুনাথের সভা-কবি ছিলেন। কৃষ্ণযজ্বা প্রতাপ-

রুদ্রীয়-রচয়িতা বিদ্যানাথের নাম গ্রন্থভূমিকায় করিয়াছেন। সুতরাং ইনি বিদ্যানাথের পরবর্ত্তী। বিদ্যানাথের সময় চতুর্দ্দশ শতক। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতির প্রশংসা এইরূপ—

"বিদ্যাপতিপ্রভৃতিভিঃ কবিপারিষদ্যৈঃ
ষড়্‌দর্শনীমধিগতৈর্নিহিতং পদার্থম্।
আলোকিতুং নয়নরঞ্জনমঞ্জনং মে
ভাত্যচ্যুতেন্দ্ররঘুনাথগুরোঃ প্রসাদঃ॥"

বিদ্যাপতির অধিকাংশ রচনাই শৃঙ্গার-রসে ভরপুর। আর শৃঙ্গার-রসের কবিদের প্রধান উপাস্যদেব—রাধাকৃষ্ণ। সংস্কৃত ও ভারতের অন্য সকল ভাষার শৃঙ্গার-সাহিত্য রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কলা, কেলি-ক্রীড়াতে পরিপূর্ণ। বিদ্যাপতিও আপনার পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। এ রসের এ রকম মধুর কোমল পদ সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভারতীয় ভাষায় নাই।

পিতার সহিত বিদ্যাপতি রাজা গণেশ্বরের সভায় যাতায়াত করিতেন। কবির পিতামহ জয়দত্ত বিশেষ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্য-গুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন। এই বীরেশ্বরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বীরেশ্বর-পদ্ধতি অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের 'দশকর্ম্ম' করিয়া থাকেন। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাদিত্য হইতে সকলেই রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন ও বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তিনি রাজা শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। [বিস্‌পীগ্রামের দানপত্র, ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত পুথি প্রভৃতি হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।] মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক পুস্তক রচনা করেন। রাজ্ঞী বিশ্বাস-দেবীর আজ্ঞাক্রমে তিনি 'শৈব-সর্ব্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' মহারাজ হরিনারায়ণের রাজত্বকালে যুবরাজ রামভদ্রের (রূপনারায়ণ) উৎসাহে বিরচিত হয়। এতদ্ভিন্ন কবির স্বহস্ত-লিখিত আদ্যন্ত সটীক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বৃহৎ তালপত্রের পুথি অদ্যাপি দ্বারভাঙ্গা জেলার তরৌণী নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রক্ষিত আছে।

বিদ্যাপতির সময় সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। মিথিলার রাজপঞ্জী ও বিস্‌পী গ্রামের তাম্রলিপির তারিখ সমন্বয় করিতে গিয়া অনেকে কল্পনার সাহায্যে শিবসিংহকে তাঁহার পিতা দেবসিংহের রাজত্বকালেই (জীবিতকালে) সিংহাসনে বসাইয়াছেন। অনেকে আবার এই যুক্তির উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত ন'ন। ভূমিদানপত্রের কাল ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ (২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ)। মিথিলার রাজপঞ্জী-অনুসারে শিবসিংহের সিংহাসন-প্রাপ্তির কাল ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। ভূমিদানপত্রে তিনি দিগ্বিজয়ী মহারাজা-

ধিরাজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আবার তিনি মহারাজ ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে (১৫০৬-১৫২৭খ্রীঃ) "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" লিখিয়াছিলেন। এইরূপ স্বীকার করিলে দানপত্রের কালে "অভিনব জয়দেব" "মহাপণ্ডিত" বিদ্যাপতির ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বয়সই বা কত ছিল আর রাজা শিবসিংহ সিংহাসন-প্রাপ্তির ৪৬ বৎসর পুর্ব্বে "দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ"-রূপে কিরূপে দান করেন এই সমস্যার মীমাংসা হয় না। ভূমিদানপত্রের বর্ত্তমান তাম্রলিপি যে জাল তাহা গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই সনন্দে শুধু লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ আছে এমন নহে, সন, সংবৎ, শক প্রভৃতি আরও তিনটী অব্দের উল্লেখ আছে (ভারতী, ১২৮৯, আশ্বিন)। এই ভূমিদানপত্রে যে সন প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অকবর এদেশে প্রচলিত করেন; সুতরাং ইহার সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু বিবিধ কারণে কেহ কেহ মনে করেন, বিদ্যাপতির বংশধরগণ মূল তাম্রলিপি হারাইয়া অকবরের সময়ে ভূমি জরিপকালে রাজকর্ম্মচারীদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নকল তাম্রলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই তাম্রলিপির বলে তাঁহারা ইংরেজ-রাজত্বের কিছুকাল পর্য্যন্তও বিস্পীগ্রাম ভোগদখল করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজপঞ্জীর তারিখ সম্বন্ধেও আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিদ্যাপতির নিজকৃত একটী মৈথিলী পদে দেখা যায়, শিবসিংহ ১৪০০ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন—

অনল রন্ধ্র কর লক্খণ নরবই সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ্পই জাউ লসী॥
দেবসিংহ জং পুহমী ছড্ডই অদ্ধাসন সুরোঅ সরূ।
দুহ পুরত্তান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগভরূ॥
দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গঙ্গা মিলিত কলেবর দেবসিংহ সুর পুর চলিও॥
একদিস জবন সকল দল চলিও একদিস সৌ জমরাঅ চরূ।
দুহুএ দলটি মনোরথ পূর ও গরূএ দাপ সিবসিংহ করূ॥

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে (২০১লং সং) বিদ্যাপতি ঠাকুরের আদেশে যে সংস্কৃত পুথি নকল করা হয় তদনুসারে শিবসিংহ 'মহারাজাধিরাজ' ও বিদ্যাপতি 'সদুপাধ্যায় ঠাকুর'। কবির স্বহস্ত-লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। কবিরচিত "কীর্ত্তিলতা" নামক গ্রন্থে দেখা যায়, রাজা গণেশ্বরের সভায় তিনি পিতার সহিত শৈশবে যাতায়াত করিতেন; রাজা গণেশ্বর ২৫২ লক্ষ্মণাব্দে মারা যান; কাজেই সেই সময়ে কবির শৈশব ধরিলে তাঁহাকে অন্ততঃ ১০।১২ বৎসরের বালক কল্পনা করিতে পারা যায়। সুতরাং কবি ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অধিকাংশের মতে রাজপঞ্জীর সময় সমর্থন করা যায় না।

ঈশান নাগর-কৃত অদ্বৈতপ্রকাশে উল্লেখ আছে যে, অদ্বৈত মহাপ্রভুর সঙ্গে বয়োবৃদ্ধ বিদ্যাপতি ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অদ্বৈত ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে নসির সাহার উল্লেখ আছে, নসির সাহ ১৪২৬ হইতে ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাজেই কবি বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। কিন্তু অদ্বৈত-প্রকাশের উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

বিদ্যাপতির একটী পদে দেখা যায়, শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন—

"স্বপন দেখল হম সিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরিস পর সামর রূপ॥"

ইহার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ৩২৯লং সনের (১৪৩৬খ্রীঃ) নিকটবর্ত্তী সময় বিদ্যাপতির তিরোধান-কাল নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য লেখক বলেন, কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন।

সাধারণতঃ বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব বলিয়া জানি। কিন্তু মিথিলায় তিনি শৈব কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা বিদ্যাপতির বৈষ্ণব-কবিতার সঙ্গে পরিচিত; কিন্তু মিথিলায় তাঁহার রচিত হরগৌরী-পদাবলী সর্ব্বত্র আদৃত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের নামাবলীতেও শিবভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পূর্ব্বপুরুষদের নাম—চণ্ডেশ্বর, বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর প্রভৃতি। বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের কথাও শুনা যায়। তাঁহাদের কুল-দেবতা বিশ্বেশ্বরী ছিলেন। যেস্থানে তাঁহার দেহান্ত হয়, সেইস্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁহার রচিত একটী শিববন্দনার গানে আছে :—

"হরি উৎকৃষ্ট চাঁপাফুলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন, শিব তুমি সামান্য ধুতূরা ফুলেই প্রীত হও।"

আর একটী গানে আছে :—

"আন চান গণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভক্ত বছল প্রভু বমে মহেসর
ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥

বিদ্যাপতি ভন পুরহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোয় তুঅ পরসাদে॥"

বিদ্যাপতির প্রতি অনেকে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মন্দিরে ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন, তাই তাঁহাকে কেহ কেহ 'নর্ত্তক' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি শৈব হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবত স্বহস্তে লিখিয়াছেন বলিয়া মিথিলার ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন বলিয়া মনে হয়; কেশব মিশ্র (৪৭৩ লং সং) রাজা শিবসিংহের বংশের দৌহিত্র-সন্তান। তিনি 'দ্বৈতপরিশিষ্ট' নামক গ্রন্থে পুরাণের মধ্যে 'দেবী-ভাগবত' প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বিদ্যাপতি স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়া রাখেন বলিয়া কেশব মিশ্র তাঁহাকে "অতিলুব্ধ নগর যাজক" বলিয়া ঠাট্টা করেন। এই ইঙ্গিত বিস্পী গ্রাম দান-গ্রহণ সম্বন্ধে করা হয়।

পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; পক্ষধর মিশ্রের স্বহস্ত-লিখিত বিষ্ণু-পুরাণের কাল ৩৫৪ লং সং। বৈষ্ণব-কবিদের কতক-গুলি পদে দেখা যায়, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যেরূপ বিতর্ক চলিয়াছে, তাহাতে এই সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলেও বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে।

বিদ্যাপতির যে কয়খানি গ্রন্থ আছে সে গুলির মঙ্গলাচরণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ আছে। 'পুরুষপরীক্ষা'য় আদ্যাশক্তির, লিখনাবলীতে গণেশের, 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'তে দুর্গার, 'দান-বাক্যাবলী'তে বিষ্ণুর, 'শিবসর্ব্বস্বসারে' শিবের বন্দনা আছে।

বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদের ভণিতায় শিবসিংহ ও তাঁহার পত্নী লখিমা-(লছিমা) দেবীর উল্লেখ আছে। বহুসংখ্যক পদে লছিমাদেবীর স্তুতিগান আছে। লছিমাদেবীও বিদ্যাপতিকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। আবার সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মতে বিদ্যাপতি সহজিয়া ছিলেন; কিন্তু সহজিয়ারা "শ্রীচৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বৈষ্ণব মহাজনের স্কন্ধেই একটি প্রকৃতির আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।" অনেকের বিশ্বাস বিদ্যাপতি লছিমাদেবীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; আবার রাজা শিবসিংহ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শূলে দেন; এইরূপ জন-প্রবাদও রহিয়াছে। জন-প্রবাদগুলির অধিকাংশই অলীক। লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তিনি রাজপত্নী, মাতৃতুল্য, সুতরাং বিদ্যাপতি ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপই লছিমাদেবীর নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই

সঙ্গত মনে হয়। বিদ্যাপতি শুধু যে লছিমাদেবীর নাম করিয়াছেন এমন নহে, তিনি শিবসিংহের মাতা হাসিনীদেবীর নামও রাজা দেবসিংহের সহিত করিয়াছেন। একটী পদে আছে—

বিদ্যাপতি কবিবর এহো পাওল
জাচক জনকে গীত।
হাসিনি দেই পতি গরুড় নারায়ণ
দেবসিংহ নরপতি॥"

অন্য কয়েকটা পদে দেখিতে পাই, তিনি মন্ত্রী মহেশ্বরের পত্নী 'রেণুকা'র নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে আমরা শিবসিংহের জ্ঞাতি অর্জ্জুনপত্নী 'গুণা', রাঘবসিংহের পত্নী 'সোনমতী'র নামও পাই।

বৈষ্ণব মহাজন বৈষ্ণবদাস অক্লান্ত পরিশ্রমে "পদকল্পতরু" সঙ্কলন করেন। তাহাতে একটী পদে আছে—

"কহ বিদ্যাপতি ইহরস-কারণ লছিমা-পদ করি ধ্যান"
(২৩৯০ সং পদ)

নরহরির পদে আছে—

লখিমা গুণহি উপজে বহু রঙ্গ।
বিলয়ে রূপ নারায়ণ সঙ্গ॥

আবার—

লছিমা রূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু যার।
যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শতধার॥

এই পদগুলির সত্যতা স্বীকার করিলে বিদ্যাপতিকে সহজিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

আমাদের মনে হয় পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ রাধাভাবে এত বিভোর ছিলেন যে, বিদ্যাপতির অথবা চণ্ডীদাসের পদে স্ত্রীলোকের প্রশংসা বা নাম দেখিয়াই তাহাতে রাধাভাবের আরোপ করা আশ্চর্য্য নহে।

মিথিলার পদাবলীতে বিদ্যাপতির কবি-কণ্ঠহার, কবি-শেখর, দশাবধান ও অভিনব জয়দেব প্রভৃতি অনেকগুলি উপাধি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাপতির কবি-রঞ্জন 'নব কবিশেখর' প্রভৃতি উপাধিও পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার 'বিদ্যাপতির পদা-

বলী'তে 'কবিশেখর' ও 'শেখর' ভণিতাযুক্ত পদগুলি অনবধানবশতঃ বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন অনেক স্থলে নগেন্দ্রবাবু পদ-কল্পতরুর পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া 'শেখর' স্থলে 'কবিশেখর' করিয়া বিদ্যাপতির পদ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। 'শেখর' বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠকর্ত্তা 'রায়শেখর'। ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার 'শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু'র ভূমিকায় এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু উড়িষ্যার কবি চম্পতির পদগুলিকেও বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে 'চম্পতি' বিদ্যাপতির উপাধি। কিন্তু তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। আমরা উড়িষ্যার কবি চম্পতি রায়ের পূর্ণপরিচয় পাইয়াছি। কবি চম্পতির উপাধিও বিদ্যাপতি ছিল। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন রাধামোহন ঠাকুর-সঙ্কলিত 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক প্রসিদ্ধ পদসংগ্রহে তথাকথিত বিদ্যাপতির একটী পদ চম্পতির নামে উদ্ধৃত এবং টিপ্পনীতে চম্পতির পরিচয় দেওয়া আছে; উহাতে উড়িয়া শব্দের বাঙ্গালা অর্থও দেওয়া আছে। বিশেষতঃ মৈথিল তালপত্রের পুথি বা নেপালের পুথিতে বিদ্যাপতিব চম্পতি উপাধি-বিশিষ্ট কোন পদ অথবা নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত কোন পদ নাই। ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পদ-কল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থেও বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কতকগুলি খাঁটি বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলির পদ রহিয়াছে, তাহা কোনমতেই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির হইতে পারে না এইরূপ যুক্তিও কেহ কেহ দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন যে, নগেন্দ্রবাবু অনেকগুলি বাঙ্‌লা পদেরও মৈথিল সংস্করণ করিয়া বিদ্যাপতি-ভক্তির পরা কাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন :—

"এ ধনি ঐছন কহবি মোয়।
আজু যে কৈছন দেখিয়ে তোয় ॥

*　　*　　*　　*

কহয়ে শেখর কি কর লাজে।
কহ না কাহিনি সখীর মাঝে ॥"

তাঁহারা বলেন, ঔপন্যাসিক কল্পনায় নগেন্দ্রবাবু পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন—

"কহ] কবিশেখর [কি কর লাজে।
কহন কহিনী সখিনি-সমাজে ॥"

এই সকল পদ এরূপভাবে আলোচনা করিয়া বিদ্যাপতির প্রকৃত পদাবলী নির্ণয়ও অসম্ভব। আবার একাধিক বিদ্যাপতি থাকাও অসম্ভব নয়। যাহাই হউক না কেন, মৈথিল তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথির উপর নির্ভর করা যায়।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেকে অলোচনা করিয়াছেন, আজও আলোচনা করিতেছেন। বিদ্যাপতির উপর অন্ততঃ আশিটী প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। জন্ বীম্‌স্ ১৮৭৩ ও ১৮৭৫ সালে বিদ্যাপতি লইয়া এক আলোচনা করেন। সেই সময়েই সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলীর মুখবন্ধে আলোচনা করেন। তারপর ১৮৮০-১৮৮২ সালে গ্রীয়ার্সন 'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ ও মৈথিল ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর ১৮৮২ সালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নূতন অলোচনার সূচনা করেন। অতঃপর রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Literature of Bengal ও রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'সাহিত্য-বিষয়ক' পুস্তকে বিদ্যাপতির কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। Bengal Magazineএর দ্বিতীয় খণ্ডেও বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ কিছু কিছু উত্থাপিত হয়। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'তে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাহির হয়। রসিকলাল ঘোষ মহাশয় 'অনুসন্ধানে' [১২৯৯, ১৫ই ফাল্গুন (৬ষ্ঠ, ১৪শ সংখ্যা)] কিছু আলোচনা করেন। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সরকার—ইঁহারাও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই। রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক' বক্তৃতায় বিদ্যাপতি কিঞ্চিৎ স্থান লাভ করিয়াছিল। 'সাহিত্য' [১৩০২ বঙ্গাব্দে, অগ্রহায়ণ] এবং তার পূর্ব্বে ১৩০১ সালে, পৌষ মাসে 'জন্মভূমি'তে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা বাহির হয়। ১৩০৭ সালে 'সাহিত্য-সংহিতা'য় বিদ্যাপতি আলোচিত হয়। ১৩০৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে' যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ লেখেন। ১৩১১ সালে ঐ পত্রে বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদাবলী ও বিদ্যাপতির প্রকাশিত পদাবলী বাহির হয়। ঐ বৎসরে 'সাহিত্য-সংহিতা'য় বিদ্যাপতির টীকা বাহির হয়। ১৩১৬ সালে আলোচনা ভাদ্র সংখ্যায় 'বিদ্যাপতি'-শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটী তথ্য বাহির হয়। ১৩১৭ সালে 'মানসী'তে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, 'সাহিত্য-সংহিতা'য় 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' বাহির হয়। ১৩২০ সালে 'সাহিত্যে' 'মৈথিল কবি বিদ্যাপতি' বাহির হয়। ইহার পর অনেকগুলি প্রবন্ধ বিদ্যাপতি সম্বন্ধে লিখিত হয়। তন্মধ্যে 'ভারতী'তে ১৩২৫ সালে বৈশাখে প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি', ১৩২৪ সালে শ্রাবণের প্রতিভায়, ঐ বৎসর ফাল্গুনে 'সবুজ'-পত্রে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কিছু লেখেন। তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতাও প্রকাশিত হয়। ইহার পর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়

ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন-প্রমুখ কয়েকজন সুধী সাহিত্যিক বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সকল দিক্ দিয়া আলোচনা করিব। প্রথম খণ্ডে বিদ্যাপতির পদগুলি মাত্র প্রকাশিত হইল।

স্বর্গত মনীষা সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে ও অন্যবিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্নে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী ১৩১৬ সালে সম্পাদন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, আর পাওয়া যায় না। ঐ গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে তাহা সম্পাদন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সময় মিথিলা হইতে কয়েকখানি পুথি সংগ্রহ করি। একজন মৈথিল পণ্ডিত ও অধুনা পরলোকগত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনের অন্তরায় অনেক। একজন বাঙ্গালী বিদ্যাপতি জুটিয়াছেন। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত অনেক পদ আবার তাঁহারই রচিত। তারপর রায়শেখর, শেখর, কবিশেখর নাম দিয়া অনেক পদ রচিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির উপ-নাম কবিশেখর মনে করিয়া কেহ কেহ সেইগুলিকে বিদ্যাপতির স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। ভূপতি সিংহ, চম্পতি, হরিবল্লভ, রতিপতি প্রভৃতির রচিত পদও আবার বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়া থাকিবে। আজকাল কেহ কেহ সেইগুলি বাহির করিতেছেন। একবার মনে হইয়াছিল এই সমস্ত গোলমেলে পদগুলি বাদ দিয়া দিই। আবার ভাবিলাম বিদ্যাপতির রচিত পদও তো অপরের নামে চালানও বিচিত্র নয়। কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদ মনে করিয়াছিলাম সমস্তই রায় শেখরের পদ। কিন্তু তিনটী পদ যে খাঁটি বিদ্যাপতির পদ তাহাতে সন্দেহ নাই। সে তিনটী পদ মিথিলার পুথিতে আছে। বিদ্যাপতির ভণিতাও কয়েকটী পুস্তকে আছে। সেগুলি যে বিদ্যাপতির তাহার যথেষ্ট আভ্যন্তর প্রমাণও আছে। অন্যান্যপদ সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে পারে যে, অপরের পদ যেমন বিদ্যাপতির নামে চলিতে পারে, বিদ্যাপতির পদও তেমনি অপরের নামে চলিতে পারে। ভাবগত, বিষয়গত তেমন অকাট্য প্রমাণ না পাইয়া বিদ্যাপতির নয় বলা কঠিন। এখনও তেমন উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই যাহার বলে বিদ্যাপতির পদ বাছাই করা যাইতে পারে। কাজেই যতদূর সম্ভব পদ আমি বাদ দিই নাই। যেগুলি নিশ্চিত বিদ্যাপতির নয় সেইগুলিই বাদ দিয়াছি। অনেকগুলি পদকে কেহ কেহ বিদ্যাপতির নয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমি সেই সেই পদগুলির একটী তালিকা নিম্নে করিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে সেগুলিকে বাদ দিয়া পড়িতে পারেন।

পৃষ্ঠা		পদ	পৃষ্ঠা		পদ	পৃষ্ঠা		পদ
১৯৯	…	৬০০	২৮৬	…	৮৫৪	৩০৩	…	৮৯৮,৮৯৯,
২০০	…	৬০৪	২৮৯	…	৮৮৩,৮৮৪,৮৮৫			৯০০
২২৬	…	৬৮৩	২৯৯	…	৮৮৬,৮৮৭,৮৮৮	৩০৪	…	৯০১,৯০৩
২৩৫	…	৭১০	৩০০	…	৮৮৯,৮৯০	৩০৫	…	৯০৪,৯৯৫
২৬৫	…	৮৯৪			৮৯১,৮৯২	৩০৫	…	৯০৬,৯০৭
২৭৫	…	৮২৬	৩০১	..	৮৯৩,৮৯৪			৯০৮
২৮২	…	৮৪২			৮৯৫	৩০৭	…	৯০৯,৯১০
২৮৫	…	৮৫৩	৩০২	…	৮৯৬,৮৯৭	৩৫৮	…	১৯৬৫

উল্লিখিত রায়শেখরের কতকগুলি পদকে কেহ কেহ সন্দেহযুক্ত মনে করেন। কিন্তু সন্দেহযুক্ত বলিলেই সেগুলি বাদ দেওয়া চলে না। কিজন্য সন্দেহযুক্ত তাহা জানা দরকার। খেয়াল বা মতে না মিলিলেই পদ বিদ্যাপতির নয় একথাও বলা চলে না। যাহা হউক এইরূপ সন্দেহযুক্ত পদগুলিরও একটী তালিকা নিম্নে করিয়া দিলাম :

পৃষ্ঠা		পদ	পৃষ্ঠা		পদ	পৃষ্ঠা		পদ
১৮	…	৫১,৫২	৭০	…	২.২	১৮৪	…	৫৫৪,৫৫৫
৩০	…	৮৪	৭১	…	২১৩,২১৪	১৮৫	…	৫৫৭
৩৬	…	১০৪	৭৭	…	২৩৩	১৮৬	..	৫৫৯
৩৯	…	১১৪	৭৯	…	২৩৮,২৪১	১৮৭	..	৫৬৫
৪২	…	১২১	৮২	…	২৪৫	১৮৮	…	৫৬৭
৪৭	…	১৩৪ ১৩৬	৮৩	…	২৫০	১৯২	…	৫৮১,৫৮৩
৪৮	…	১৩৭,১৩৮	৮৪	…	২৫৪			৫৮৪
		১৩৯	৮৯	…	২৬৭,২৬৯	১৯৭	…	৫০৫,৫৯৬
৫৪	…	১৫৮	৯৯	…	২৯৯	২০৮	…	৬২৫
৫৫	…	১৫৯ ১৬১	১০৮	…	৩২৮,৩২৯	২০৯	…	৬৩
৫৬	…	১৬৩,১৬৫	১৩০	…	৩৯৫,৩৯৬	২১৮	…	৬৫৮
		১৬৬	১৩২	…	৪০০	২১৯	…	৬৬০
৫৮	…	১৭০,১৭৮,	১৪৫	…	৪৪১	২২০	…	৬৬৫
		১৭২,১৭৩,১৭৪	১০৫	…	৪৫৮	২২১	…	৬৬৬
৬০	…	১৭৭,১৭৮	১৫৪	…	৪৬৮	২২২	…	৬৬৯,৬৭০,
৬১	…	১৮১	১৫৫	…	৪৭১			৬৭১
৬২	…	১৮৩	১৭৯	…	৫৪৪,৫৪৫,	২২৫	…	৬৮০
৬৬	…	১৯৯			৫৪৬	২৪২	…	৭২৭,৭২৯
৬৮	…	২০৩	১৮২	…	৫৫১	২৪৩	…	৭৩০

পৃষ্ঠা		পদ	পৃষ্ঠা		পদ	পৃষ্ঠা		পদ
২৪৪	...	৭৩৪,৭৩৫	২৫৭	...	৭৭৩,৭৭৪	২৭৪	...	৮২১,৮২২,
২৪৫	...	৭৩৬,৭৩৯	২৫৮	...	৭৭৫,৭৭৬			৮২৩
২৪৬	..	৭৪০	২৫০	...	৭৭৮	২৭৫	...	৮২৫
২৪৭	..	৭৪৪.৭৪৫	২৬১	...	৭৮৩	১৮৪	...	৮৪৭,৮৪৮
২৪৮	...	৭৪৭,৭৪৮	২৬২	...	৭৮৭			৮৪৯
২৫১	...	৭৫৪,৭৫৫	২৬৯	...	৮০৭	২৮৫	...	৮৫১,৮৫২,
২৫২	...	৭৫৭	২৭০	...	৮০৮			৮৫৩;৮৫৬

এ ছাড়া আরও এমন কতকগুলি পদ আছে যেগুলিকে অনেক কারণে বিদ্যাপতির বলিবার আপত্তি হইতে পারে। সম্ভোগ, নৌকাখণ্ড প্রভৃতির পদ সেই শ্রেণীর। সেগুলি বিদ্যাপতির না হওয়াই সম্ভব। দুইটী গোবিন্দদাসের ভণিতার পদও আছে। নিম্নে ইহাদের একটী তালিকা দিলাম :

সম্ভোগের পদ

পৃষ্ঠা		পদ
৪৫	...	১৩০
১৮৪	..	৫৫৫
১৮৬	...	৫৫৯
১৯১	...	৫৭৬,৫৭৭
		৫৭৮,৫৭৯
১৯৬	...	৫৯১,৫৯২
১৯৭	...	৫৯৪,৫৯৫,
		৫৯৬
২৯৫	...	৫৯৮,৫৯৯
১৯৯	...	৬১১,৬০২,৬০৩
২০০	..	৬০৪,৬০৫
২৩৯	..	৭২২

নৌকাখণ্ডের পদ

পৃষ্ঠা		পদ
৪৪	...	১২৮
৪৫	...	১২৯

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

১৮৫	...	৫৫৮

সখী-শিক্ষা

১৮৪	...	৫৫৩

প্রেম-বৈচিত্ত্য

পৃষ্ঠা		পদ
১৮৫	...	৫৫৬

পূর্ব্বরাগ

পৃষ্ঠা		পদ
১৮৩	...	৫৫২
১৮৪	...	৫৫৪

গোবিন্দদাসের পদ

পৃষ্ঠা		পদ
৩৩	...	৯৬
২৫০	...	৭৫১

আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে এই সমস্ত পদ সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করিব। ইতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

পদ-সূচী

অ

আ

উ

পদ-সংখ্যা	বিষয়		পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা	বিষয়		পৃষ্ঠা

ঋ

এ

ও

ক

ছ

জ

ঝ

ত

ফ

ব

ভ

ম

হ

সূচীপত্র

বিষয়	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা

বিদ্যাপতি

দেবী-বন্দনা

১ *

জয় জয় ভৈরবি অস্থুর-ভয়াউনি
পস্থুপতি-ভামিনি মায়া।
সহজ স্থুমতি বর দিঅও গোসাউনি
অন্থুগতি গতি তুঅ পায়া॥ ২
বাসর-রৈনি সবাসন সোভিত
চরন, চন্দ্রমনি চূড়া।
কতওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল,
কতও উগিল কৈল কূড়া॥ ৪
সামর বরন, নয়ন অন্থুরঞ্জিত,
জলদ-জোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠ-পুট পাঁডরি
লিধুর-ফেন উঠ ফোকা॥ ৬
ঘন ঘন ঘনএ ঘুঘুর কত বাজএ,
হন হন কর তুঅ কাতা।
বিগ্তাপতি কবি তুঅ পদ-সেবক
পুত্র বিসরু জনি মাতা॥ ৮

---

* বেণীপুরী ৩।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

২ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

আজ কহ্নাই এঁ বাটে আওব
বুঝএ ন পারল বেলা।
বিধিক ঘটন ভেল অকামিক
লোচন লোচন মেলা ॥ ২
নব কলেবর নিজ পরাভব
থস্ত ভেল বিনু কাজে।
দরসন রস রভস লীলা
লোভে গরাসলি লাজে ॥ ৪
সুন্দরি রে মন্দির বাহর ভেলী।
বিজুঅ রেহ জলধর নাঞী
পুনু কৈসে লুকি গেলী ॥ ৬

---

৩ †

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি
দুহু মনে দুখ লাগু।
দুহুক আসা দীপ মিঝাএল
মদন আঁকুর ভাঁগু ॥ ২
বিরহ দহন দুহু সঁতাবএ
দুহু সমীহএ মেলী।
একক হৃদয় অওক ন পাওল
তেঁ নহি ফাউলি কেলী ॥ ৪
বাম নয়না জঞো ভেল দূতে
ও দাহিন রহু লজাই।
চেতন চেতন গুপুতি পিরিতি
পর কহহু ন জাই ॥ ৬
জই নব চন্দ পুরন্দর অন্তর
চন্দ ন তাসু সমানে।
দসমি দসা পথ অঁগিরঞো
ন করঞো তেসর কানে ॥ ৮
মোহন সর মনোভবে সাজল
তনু পসাহল আগী।
বিনু অবসর কী সখি বোলতি
পুনু দরসন লাগী ॥ ১০
সীতলি উকুতি জেহো জুগুতি
সমদল ছল আনে।
অব সআঁনা জানি কহ্নাই
মানি হল ধনি ধানে ॥ ১২
দপ্পন মুখ প্রতিবিম্ব নাঞী
বেকত ভেল বিকারে।
পুনুক আসা কাম পুরাবও
ভনে কবি কণ্ঠহারে ॥ ১৪
হরি সরীসে জগত জানিঅ
রূপনরায়ন রম্ভা।
রাএ সিবসিংঘ সুচিরে জীবও
লখিমা দেবি সুকন্তা ॥ ১৬

---

* ন.গু. ৭৮ (তালপত্রের পুথি)।
† ন.গু. ৭৫ (তালপত্রের পুথি)।

৪ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

আইলি নিকট বাটে ছুইলি মদন সাটে
দৃঢ় বান্ধে দরসিল কেস।
রমন ভবন বেরি পলটি পাছু হেরি
আলি দিঠি দএ গেলি সন্দেস ॥ ২

আওর কি করতি সখি পরিনত সসিমুখি
কাহ্নু জদি ন বুঝ বিসেষ ॥ ৪
আচর ধরইত করে লউলি লাজ ভরে
নমইত মুঁহক উপাম।
ন জানঞো কমন জঞো কমল নাল সঞো
কমল মমোলল কাম ॥ ৬
ভন কবি বিদ্যাপতি অভিনব রতিপতি
সকল কলারস জান।
রাজবলভ জিবও মতি সিরি মহেসর
রেনুক দেবি রমান ॥ ৮

---

৫ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

এ সখি পেখলি এক অপুরূপ।
সুনইত মানবি সপন-সরূপ ॥ ২
কমল জুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুন তমাল ॥ ৪
তাপর বেঢ়লি বিজুরি-লতা।
কালিন্দি তীর ধীর চলি জাতা ॥ ৬
সাখা-সিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহি নব পল্লব অরুনক ভাঁতি ॥ ৮
বিমল বিম্বফল জুগল বিকাস।
তাপর কীর থীর করু বাস ॥ ১০
তাপর চঞ্চল খঞ্জন-জোর।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর ॥ ১২
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান।
হেরইত পুনি হমে হরল গিআন ॥ ১৪
কবি বিদ্যাপতি এহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহু ভল জান ॥ ১৬

---

৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ ॥ ২
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনি রেহ ॥ ৪
সামর ঝামর কুটিলহি কেস।
কাজরে সাজল মদন সুবেস ॥ ৬
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর।
সুন করলি বিহি মদন ভঁডার ॥ ১০

---

* ন.গু ৭৮ (তালপত্রের পুথি)।
† ন.গু ৫৬ ; বেণী. ৩৬ ; কাব্য. ৩ ; সা. প. ২০।
‡ ন.গু. ৫৭ ; কাব্য. ১ ; সা. প. ১৮।

৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কী লাগি কৌতুক দেখলোঁ। সখি
নিমিষ লোচন আধ।
মোর মন-মৃগ মরম বেধল
বিষম বান বেআধ ॥ ২
গোরস বিরস বাসী বিসেখল
ছিকহু ছাড়ল গেহ।
মুরলি ধুনি সুনি মো মন মোহল
বিকহু ভেল সন্দেহ ॥ ৪
তীর তরঙ্গিনি কদম্ব-কানন
নিকট জমুনা ঘাট।
উলটি হেরইত উলটি পরলওঁ
চরন চীরল কাঁট ॥ ৬
সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
বিদ্যাপতি ভন সার।
কংসদলন গুপাল সুন্দর
মিলল নন্দ-কুমার ॥ ৮

---

৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি আজ মধুরিপু ভেটল মো হটিআঁ।
লোচন-জুগল জুড়াএল বটিআঁ॥ ২
দরসন লোভে পসার দেল হমে
সখি মুখে সুনি বড়রসী।
তখনে উপজু রস ভেলিহু মোঞে পরবস
বিসরলি দুধহু কলসী ॥ ৪
মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাওন
জে দিঅ তহ্নিক উপাম রে।
সরদ সুধানিধি জনু মুখ নেঞোছন
পঙ্কজ কী লেব নাম রে ॥ ৬
অধরাঞে লোচনে জখনে নিহারলহ্নি
বাঙ্ক কইএ ভউহ ভঙ্গা রে।
তখনুক অবসর জাগল পচসর
থানে থানে গেল অঙ্গা রে ॥ ৮
দান কলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপতি হিন্দু সুরতান রে।
মেধা দেবিপতি রূপনরাঅন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে ॥ ১০

---

৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

হমে হসি হেরলা থোরা রে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে ॥ ২
হেরি তহি হরি ভেল আনে রে।
জনি মনমথে মন বেধল বানে রে ॥ ৪
লখল ললিত তনু গাতে রে।
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে ॥ ৬
তনু পসরল বিন্দু রে।
নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে ॥ ৮
কাঁপল পরম রসালে রে।
জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি ভানে রে।
করত কমলমুখি হরি সাবধানে রে ॥ ১২

---

* ন.গু. ৫৭ ; বেণী, ৩৭।
পাঠান্তর :—১। সাএ সাএ কী লাগি কৌতুক দেখল—ন. গু.

† ন.গু. ৬০ (তালপত্রের পুথি, রাগতরঙ্গিণী)।

‡ ন.গু. ৬১।

১০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

জমুনক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।
উবটি ন ভেলিহু সঙ্গ পরিপাটী॥ ২
তরুতর ভেটল তরুন কহ্নাই।
নয়ন-তরঙ্গে জনি গেলিহু সনাই॥ ৪
কে পতিয়াএত নগর ভরলা।
দেখইত সুনইত মোর হৃদয় হরলা॥ ৬
পলটি ন হেরল গুরুজন-লাজে।
বচন মোঞে চুকলিহু সখিহ্নি সমাজে॥ ৮
এত দিন অছলিহু অপনে গেআনে।
আবে মোরা মরম লাগল পচবানে॥ ১০
নিঠুর সখী বিসবাস ন দেই।
পরক বেদন পর বাটি ন লেই॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে॥ ১৪

---

১১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া মুখ রুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥ ২
ততহু সয়ঁ হঠ হটি মো আনল
ধএল চরনন রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি॥ ৪
মাধব বোলল মধুর বানী
সে সুনি মুঁহু মোয়ঁ কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পঁচবান॥ ৬
তনু পসেব পসাহনি ভাসলি
পুলক তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলআ ভাঁগু॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন জায়।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
সাম সুন্দর কায়॥ ১০

---

১২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

বিকে গেলিহুঁ মাথুর মধুরিপু
ভেটল সাথে।
তহি খনে পঞ্চসর লাগল বিধিবসে
কে করু বাধে॥ ২
হার ভার ভেল তহি খনে
চীর চাঁদন ভেল আগী।
দখিনেঞো পবন দুসহ ভেল
মোহি পাপিনি বধ লাগী॥৪

---

* ন.গু. ৬৩ (তালপত্রের পুথি)।
† ন.গু. ৬৪ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী. ৬৮।
‡ ন.গু. ৬৬ (তালপত্রের পুথি)।
পাঠান্তর :—১। ন.গু.—মাধুর।

কতনে জতনে ঘর অএলাহু
কেকর দধি দুধ কাজে।
মনহু ন মধুরিপু বিসরিঅ
তেজল গুরুজন-লাজে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুবদনি দুই দিঠে
হোএত সমাজে।
মনক মনোরথ পূরত মধুরিপু
আওব আজে ॥ ৮

---

১৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কানু হেরব ছল মন বড় সাধ।
কানু হেরইত ভেল অত পরমাদ ॥ ২
তবধরি অবুধি মুগুধি হম নারি।
কি কহি কি সুনি কিছু বুঝএ ন পারি ॥ ৪
সাওন-ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস ধস করএ পরান ॥ ৬
কী লাগি সজনী দরসন ভেল।
রভসে অপন জিউ পর হথ দেল ॥ ৮
না জানু কিএ করু মোহন-চোর।
হেরইত প্রান হরি লঈ গেল মোর ॥ ১০
অত সব আদর গেও দরসাই।
জত বিসরিএ তত বিসর ন জাই ॥ ১২
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারি ॥ ১৪

---

১৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মনমথ, তোহে কী কহব অনেক।
দিঠি অপরাধ হৃদয়ে পরিপীড়সি
এ তুঅ কৌন বিবেক ॥ ২
দাহিন নয়ন পিসুনগন বারল
পরিজন বামহি আধ।
আধ নয়ন-কোনে জব হরি পেখল
তেঁ ভেল অত পরমাদ ॥ ৪
পুর-বাহির পথ করত গতাগত
কে নহি হেরত কান।
তোহর কুসুম-সর কতহু ন সঞ্চর
হমর হৃদয় পঁচবান ॥ ৬

---

১৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

একদিন হেরি হেরি হঁসি হঁসি জায়।
অরু দিন নাম ধরি মুরলি বজায় ॥ ২
আজু অতি নিয়রে করল পরিহাস।
না জানিএ গোকুলে ককর বিলাস ॥ ৪
সাজনি ও নাগর-সামরাজ।
মূল বিনু পরধন মাঁগব আজ ॥ ৬
পরিচয় নহিঁ দেখি আনক কাজ।
ন করএ সম্ভ্রম ন করএ লাজ ॥ ৮
অপন নিহারি নিহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর ॥ ১০

---

* ন.গু. ৬৭ ; বেণীপুরী. ৪০ ; কাব্য. ২ ; সা.প. ১৯।
† ন.গু. ৭০ ; বেণীপুরী. ৪৩ ; কাব্য. ৫।
‡ ন.গু. ৭৪ ; বেণীপুরী. ৪৪ ; প-ক. ২৬৮।

খন খন বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখি এঁ পরিনাম॥ ১২
বিত্থাপতি কহ আরতি ওর।
বুঝিও ন বুঝএ ইহ রস-ভোর॥ ১৪

---

১৬ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

জুবতি চরিত বড় বিপরীত
বুঝএ কে দহু পার।
বুঝএ চেতন গুন নিকেতন
ভুলল রহ গমার॥ ২
সাজনি নাগরি নাগর রঙ্গ।
সঙ্গহি রহিঅ তেসর ন বুঝ
লোচন লোল তরঙ্গ॥ ৪
বলিত বদন বাঙ্ক বিলোকন
কপটে গমন মন্দা।
দুহু মন মিলল ঠাম অঙ্কুরল
পেম তরুঅর কন্দা॥ ৬

---

১৭ †

(দূতীর উক্তি)

কর কিসলয় সয়ন রচিত
গগন মণ্ডল পেখী।
জন সরোরুহ অরুন সুতল
বিনু বিরোধে উপেখী॥ ২

নব ঘন জঞো নির বরীসএ
নয়ন উজ্জল তোরা।
জনি সুধাকর করেঁ কবলিত
অমিয় বম চকোরা॥ ৪
কহ কমলবদনী।
কমনে পুরুসে হর অরাধিঅ
জসু কারনে তোঞে খিনী॥ ৬
উত্তুঙ্গ পীন পয়োধর উপর
লখিঅ অধর ছায়া।
কনক গিরি পবার উপজল
বাপু মনোভব মায়া॥ ৮
তৌঁ পুনু সে নারি বিরহে ঝামরি
পলটি পরলি বেনী।
সাঁস সমীরন পিবএ ধাউলি
জনি সে কারি নগিনী॥ ১০
ভন বিত্থাপতি সুনহ জউবতি
সরূপ মোর বচনা।
অপন মনা থির পএ চাহিঅ
পরে বিবচন কোনা॥ ১২

---

১৮ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কাহে লাগি সজনি দরসন ভেল।
বর কি আপন জিউ পর-হাথ দেল॥ ২
এত রস-আদর গেও দরসাই।
যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন জাই॥ ৪

---

* ন. গু. ৭৭।
† ন. গু. ৭৮।
‡ অপ্র. প. ১ (পদরত্নাকর)।

ন জানিয়ে কিয়ে করু মোহন চোর।
হেরইত চিত হরি লে গেও মোর ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর-নারি।
পেঁখলুঁ তুআ লাগি আকুল মুরারি ॥ ৮

---

১৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁসি-নিসাস-গরল তনু ভোর ॥ ২
হঠ সয়ঁ পইসএ স্রবনক মাঝ।
তাহি খন বিগলিত তনু মন লাজ ॥ ৪
বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ।
নয়নে ন হেরি হেরএ জনু কেহ ॥ ৬
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
জতনহি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥ ৮
লহু লহু চরণ চলিএ গৃহ মাঝ।
দইব সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥ ১০
তনু মন বিবস খসএ নিবি-বন্ধ।
কী কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥ ১২

---

২০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।
হর নহি বলা মোহি জুবতি জনা ॥ ২
বিভূতি-ভূষন নহি চান্দনক রেনূ।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনূ ॥ ৪
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেনী।
সুরসরি নহি মোরা কুসুমক সেনী ॥ ৬
চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু ছোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা ॥ ৮
নহি মোরা কালকূট মৃগমদ চারু।
ফনিপতি নহি মোরা মুকুতা-হারু ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন দেব কামা।
এক পএ দুখন নাম মোর বামা ॥ ১২

---

২১ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

সপনেহু ন পুরল মনক সাধে।
নয়নে দেখল হরি এত অপরাধে ॥ ২
মন্দ মনোভব মন জর আগী।
দুলভ পেম ভেল পরাভব লাগী ॥ ৪
চাঁদবদনী ধনি চকোরনয়নী।
দিবসে দিবসে ভেলি চউগুন মলিনী ॥ ৬
কি করতি চাঁদনে কী অরবিন্দে।
বিরহ বিসর জঞো সুতিঅ নিন্দে ॥ ৮
অবুধ সখীজন ন বুঝএ আধী।
আন ঔষধ কর আন বেয়াধী ॥ ১০
মনসিজ মনকে মন্দি বেবথা।
ছাড়ি কলেবর মানস বেথা ॥ ১২
চিন্তাএ বিকল হৃদয় নহি থীরে।
বদন নিহারি নয়ন বহ নীরে ॥ ১৪

---

* ন. গু. ৬৮; বেণীপুরী. ৪১; কাব্য. ৪; সা. প. ২১।
পাঠান্তর—১০। আজু দহব বিহি রাখল লাজ—বেণী।

† ন. গু. ৬৯ (তালপত্রের পুথি); বেণী-পুরী. ৪২।

‡ ন. গু. ৭১।

২২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সামর সুন্দর এঁ বাট আএত
তেঁ মোরি লাগলি আঁখি।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সব সখীজন সাখি ॥ ২
কহহিঁ মো সখি কহহিঁ মো
কত তক অধিবাস।
দুবহু দুগুন এড়ি মৈঁ আবওঁ
পুনু দরসন আস ॥ ৪
কি মোরা জীবন কি মোরা জৌবন
কি মোরা চতুরপনে।
মদন-বান মুরুছলি অছআ
সহওঁ জীব অপনে ॥ ৬
আধ পদে ধরইত মোএ দেখল
নাগর-জনসমাজ।
কঠিন হিরদয় ভেদি ন ভেলে
জাও রসাতল লাজ ॥ ৮
সুরপতি-পাএ লোচন মাগওঁ
গরুড় মাগওঁ পাঁখি।
নন্দক নন্দন মৈঁ দেখি আবওঁ
মন মনোরথ রাখি ॥ ১০

---

২৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সে অবইত হম রমনি-সমাজ।
দিঠি ভরি ন পেখল দারুন লাজ ॥ ২
সুনি চিত উমত দেখি আঁখি ভোর।
চাঁদ উদয় বন্দি রহল চকোর ॥ ৪
মিলল পুরুসবর ন পুরল কাম।
কিএ বিধি দাহিন কিএ বিধি বাম ॥ ৬

---

২৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

আধ নয়ন কএ তহুকর আধ।
কতএ সহব মনসিজ অপরাধ ॥ ২
কা লাগি সুন্দরি দরসন ভেল।
জেও ছল জীবন সেও দূর গেল ॥ ৪
হরি হরি কওোন কএল হমে পাপ।
জে সবে সুখদ তাহি তহু তাপ ॥ ৬
সব দিস কামিনি দরসএ জাএ।
তইঅও বেআধি বিরহ অধিকাএ ॥ ৮
কওোনক কহব মেদিনি সে থোল।
সিব সিব এহি জনম ভেল ওল ॥ ১০

---

২৫ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

এহি বাটে মাধব গেল রে।
মোহি কিছু পুছিও ন ভেল রে ॥ ২
মাথুর জাইত জমুনা তীর রে।
আন্তর ভেটল অহীর রে ॥ ৪
নয়নহু নয়ন জুঝাএ রে।
হৃদয়ে ন ভেল বুঝাএ রে ॥ ৬

---

* ন. গু. ৬২ (নেপালের পুথি); বেণীপুরী. ৩৯।
† ন. গু. ৬৫ (গীতচিন্তামণি)।
‡ ন. গু. ৭১ (নেপালের পুথি)।
§ ন. গু. ৭২ (তালপত্রের পুথি)।

মোহি ছল হোএত রতি-রঙ্গ রে।
মধুর মধুরপতি সঙ্গে রে॥ ৮
চিকুর ন ভেল সঁভারি রে।
বুঝলিহু কাহ্নে গোআরি রে॥ ১০

---

২৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথমহি হৃদয় বুঝওলহ মোহি।
বড়ে পুনে বড়ে তপে পৌলিসি তোহি॥ ২
কাম-কলা-রস দৈব অধীন।
মঞে বিকাএব তঞে ব:নহু কীন॥ ৪
দুতি দয়াবতি কহহি বিসেখি।
পুনু বেরা এক কইসে হোএত দেখি॥ ৬
দুরে দুরে দেখলি জাইত আজ।
মন ছল মদনে সাহি দেব কাজ॥ ৮
তাহি লএ গেল বিধাতা বাম।
পলটলি দীঠি সুন ভেল ঠাম॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

২৭ †

(দূতীর উক্তি)

ফূজলি কবরি অবনত আনন
কুচ পরসএ পর,ারি।
কামে কমল লএ কনক সম্ভু জনি
পূজল চামর ঢারি॥ ২
... ...
পলটি হেরি হল পেয়সি বয়না
মদন সপথ তোহি রে॥ ৪

(কবির উক্তি)

সামর লোম-লতা কালিন্দী
হারা সুরসরি-ধারা।
মজ্জন কএ মাধবে বর মাগল
পুনু দরসন এক বেরা॥ ৬

---

২৮ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

চিকুর-নিকর তম-সম
পুনু আনন পুনিম-সসী।
নয়ন পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী॥ ২
আজ মোয়ঁ দেখলি বারা।
লুবুধ মানস চালক মঅন
কর কী পরকারা॥ ৪
সহজ সুন্দর গোর কলেবর
পীন পয়োধর সিরী।
কনক-লতা অতি বিপরিত
ফরল জুগল গিরী॥ ৬
ভন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন
কে ন অদভুদ জান।
রায় সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান॥ ৮

---

* ন. গু. ১৩ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ২৮ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ২৯ (তালপত্রের পুথি); বেণী-পুরী. ১৭।

২৯ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

অমিঅক লহরী বম অরবিন্দ।
বিদ্রুম পল্লব ফুরল কুন্দ ॥ ২
নিরবি নিরবি মৈঁ পুনু পুনু হেরু।
দমন-লতা পর দেখল সুমেরু। ৪
সাঁচ কহওঁ মৈঁ সাখি অনঙ্গ।
চান্দক মণ্ডল জমুনা তরঙ্গ ॥ ৬
কোমল কনককেআ মুতি পাত।
মসি লএ মদনে লিখল নিজ বাত ॥ ৮
পঢ়হি ন পারিঅ আখর-পাঁতি।
হেরইত পুলকিত হো তনু কাঁতি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি কহওঁ বুঝাএ।
অরথ অসম্ভব কে পতিআএ ॥ ১২

---

৩০ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘ-মাল সয়ঁ তড়িত-লতা জনি
হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥ ২
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥ ৪
এক তনু গোরা কনক-কটোরা
অতনুক কাঁচলা উপাম।
হার হরল মন জনি বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম ॥ ৬
দসন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পুরল আসা ॥ ৮

---

৩১ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সসন-পরস খসু অম্বর রে
দেখল ধনি দেহ।
নব জলধর-তর সঞ্চর রে
জনি বীজুরী-রেহ ॥ ২
আজ দেখল ধনি জাইত রে
মোহি উপজল রঙ্গ।
কনক-লতা জনি সঞ্চর রে
মহি নিরঅবলম্ব ॥ ৪
তা পুন অপুরুব দেখল রে
কুচ-জুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিছু কারন রে
সোঝা মুখ-চন্দ ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
রস বুঝ রসমন্ত।
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে
হাসিনি দেই কন্ত ॥ ৮

---

* ন. গু. ৩০ (তালপত্রের পুথি)।
† ন.গু. ৩১ ; প-ত. ১৯৫ ; কা. ৯; বেণীপুরী. ২৮ ; সা. প. ১১।
‡ ন. গু. ৩২ ; বেণীপুরী. ২৯।

৩২ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জাইত মিললি কলাবতি রামা।
সে নহি দেখল জে দিয় উপামা ॥ ২
ধইরজে বুঝল চাতুরি নারি।
অনুভব কএ গেল কুটিল নিহারি ॥ ৪
সৌরভে জানল পদ্মিনি জাতি।
অন্তরে লাগি রহল দিন রাতি ॥ ৬

---

৩৩ †

(কবির উক্তি)

নমুণ্ডা-বদনি ধনি বচন বোলএ হসি।
অমিয়া বরিখে জনি সরদ পুনিম-সসি ॥ ২
অপুরুব রূপ রমণি-মণি।
জাইত পেখল গজরাজগমনি ধনি ॥ ৪
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ-সিরিফল ভরে ভাঙ্গি জাইত জনি ॥ ৬
কাজর-রঞ্জিত বনি ধরল নয়নবর।
ভমর মিলল জনি বিমল কমল-পর ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সে বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর-গর অন্তর ॥ ১০

---

৩৪ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সজনী, অপুরুব পেখল রামা।
কনক-লতা অবলম্বন উঅল
হরিন-হীন হিমধামা ॥ ২
নয়ন নলিনি দও অঞ্জনে রঞ্জই
ভৌঁহ বিভঙ্গ-বিলাসা।
চকিত চকোর-জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাসা ॥ ৪
গিরিবর-গরুঅ পয়োধর-পরসিত
গিম গজ-মোতিক হারা।
কাম কম্বু ভরি কনক-সম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনি-ধারা ॥ ৬
পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই
সোই পাবএ বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক
গোপীজন অনুরাগী ॥ ৮

---

৩৫ §

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হৃদয় হনএ পঁচবানে ॥ ২
চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখ-সসি ডর রোঅএ অঁধারা ॥ ৪
কুচ-জুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলিঅ আনি কোন দেবা ॥ ৬
তেঁ সঙ্কাএ ভুজ-পাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে ॥ ৮
তিতল বসন তনু লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুনমতি ধনি পুনমত জন পাবে ॥ ১২

---

* ন. গু ৩৩ (কীর্ত্তনানন্দ)।

† ন. গু. ৩৪ (রাগতরঙ্গিণী); প-ত. ১৯৭; কা. ৮; সা. প. ১০।

পাঠান্তর :—১। আনন লোলএ বচন বোলএ হসি —ন. গু।

‡ ন. গু. ৩৬; প-ত. ৫৯; কা. ২; বেণীপুরী. ১৮।

§ ন. গু. ৩৭ (তালপত্রের পুথি); প-ত. ২০৭; কা. ১১; বেণীপুরী. ২৩; সা. প. ১৩।

৩৬ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনি পেখল সনানক বেলা ॥ ২
চিকুর গরএ জলধারা।
মেহ বরিস জনু মোতিম হারা ॥ ৪
বদন পোঁছল পরচূরে।
মাজি ধএল জনি কনক-মুকুরে ॥ ৬
তেঁই উদসল কুচ-জোরা।
পলটি বৈসাওল কনক-কটোরা ॥ ৮
নীবি-বন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ সেস ॥ ১০

---

৩৭ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জাইত পেখল নহাএলি গোরী।
কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরী ॥ ২
কেস নিঙ্গারইত বহ জল-ধারা।
চমর গরএ জনি মোতিম হারা ॥ ৪
অলকহি তীতল তঁহি অতি সোভা।
অলিকুল কমল বেঢ়ল মধুলোভা ॥ ৬
নীর নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুর মণ্ডিত জনি পঙ্কজ-পাতা ॥ ৮
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক-বেল জনি পড়ি গেল হীমা ॥ ১০
ও নুকি করতহি চাহি কিএ দেহা।
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব নেহা ॥ ১২
ঐসন রস নহি পাওব আরা।
ইথে লাগি রোই গরএ জলধারা ॥ ১৪
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মুরারি।
লাগল বসন ভাব রূপ নিহারি ॥ ১৬

---

৩৮ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

নহাই উঠল তীর রাই কমল-মুখি
সমুখ হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গ লাজ ধনি নত-মুখি
কৈসন হেরব বয়ান ॥ ২
সখি হে, অপুরুব চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥৩
তঁহি পুন মোতি-হার তোরি ফেঁকল
কহইত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
স্যাম-দরস ধনি লেল ॥৬
নয়ন-চকোর কাহ্নু-মুখ সসিবর
কএল অমিয়-রস-পান।
দুহু দুহু দরসন রসহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥৮

---

* ন. গু. ৬৮ ; প-ত. ২০৯ ; কা. ১২ ; বেণীপুরী. ২৪ ; দী. ১০০৯ পৃঃ ; সা. প. ১৪।
† ন. গু. ৩৯ ; প-ত. ২০৮ ; কা. ১০ ; বেণীপুরী. ২৫ ; দী. ১০০৯ পৃঃ ; সা. প. ১২।
‡ ন. গু. ৪০ ; প-ত. ৭২১ ; কা. ১৩ ; বেণীপুরী. ২৬ ; সা. প. ১৭।

৩৯ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

নাহি উঠল তিরে সে ধনি রাহি।
মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাহি ॥ ২
এ সখি পেখল অপুরুব গোরি।
বল করি চীত চোরায়ল মোরি ॥ ৪
একলি চললি ধনি হোই অগুআন।
উমগি কহই সখি করহ পয়ান ॥ ৬
কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।
আস নিরাস দগধ তনু মোয় ॥ ৮
কৈসে মিলব হমে সে ধনি অবলা।
চীত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলব বর নারি ॥ ১২

---

৪০ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কিএ মঝু দিঠি পড়লি সসিবয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুহু নয়না ॥ ২
দারুন বঙ্ক-বিলোকন থোর।
কাল হোয় কিএ উপজল মোর ॥ ৪
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥ ৬
স্রবন রহল অছ সুনইত রাব।
চলইত চাহি চরন নহি জাব ॥ ৮
আসা-পাস ন তেজই সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ ॥ ১০

---

৪১ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

মুখ-দরসনে সুখ পওলা
রস বিলসি ন ভেলা।
সরদ চান্দ সোহাঞোনা
উগিতহি অথ গেলা ॥ ২
হরি হরি বিহি বিঘটাওলি
গজগামিনি বালা ॥ ৩
গুন অনুভবে মন মোহলা
অবসাদল দেহা।
দুলভ লোভে ফল পওলা
আবে প্রান সন্দেহা ॥ ৫
মেনকা দেইপতি ভুপতি
রস-পরিনতি জানে।
নরনারায়ন নাগরা কবি
ধীরে সরস ভানে ॥ ৭

---

৪২ §

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জব—গোধুলি সময় বেলি
ধনি—মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি-রেহা
দন্দ পসারি গেলি ॥ ২
ধনি—অলপ বয়সি বালা
জনু—গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরসনে আস ন পূরল
বাঢ়ল মদন-জালা ॥ ৩

---

* ম. গু ৪১ ; প. ত. ২১১ ; সা. প. ১৫।
† ন. গু. ৪২ ; প-ত. ১৯৭ ; কা. ৫ ; সা. প. ৮।
পাঠান্তর :—১০। অমায়ত কয়ল হমর সব অঙ্গ —ন. গু.

‡ ন. গু. ৪৩ (নেপালের পুথি)।
§ ন. গু. ৪৪ ; প-ত. ২০১ ; কা. ৭ ; সা. প. ১৬।

গোরি কলেবর নূনা
জনু—আঁচরে উজোর সোনা।
কেসরি জিনিয়া মাঝহি খীন
দুলহ লোচন-কোনা ॥ ৬
ইসত হাসনি সনে
মুঝে—হানল নয়ন-বানে।
চিরঁজীব রহু রূপনরায়ন
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮

---

৪৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

অপুরুব পেখল আই।
কনক-গিরি আউধ মুখে
চাঁদহু গরাসে জাই ॥ ২
আওর পেখল কুচ-জুগ মাঝে
লোলিত মোতিম হারে।
কনক-মহেস কামহু পূজল
জনি সুর-নদি-ধারে ॥ ৪
হেরি হসি উর অম্বরে ঝাঁপল
বঙ্কিম নয়ানে সেহ।
সে বিনু মোর চিত বেয়াকুল
ধৈরজ নহি ধর দেহ ॥ ৬

---

৪৪ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আধ বদন হেরি লোচন আধ।
দেখব কিএ অরু পুন ভেল সাধ ॥ ২
পুন নহি দিঠি ভরি পেখল ভেলা।
মেঘ বিজুরি জইসে উগি মুকি গেলা ॥ ৪
জাইত পেখল নাগরি নারি।
হৃদয়ে বুঝাএল পলটি নিহারি ॥ ৬
মন্থর গমনে বুঝল অনুরাগি।
তিল এক দেখল অবহু মন জাগি ॥ ৮
রূপ ভুলল আঁখি গেলই গেল।
তবধরি জগ ভরি ফুলসর ভেল ॥ ১০

---

৪৫ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

লোচন চপল বদন সানন্দ।
নীল নলিনি দলে পূজল চন্দ ॥ ২
পীন পয়োধর রুচি উজরী।
সিরিফলে ফললি কনক-মঁজরী ॥ ৪
গুনমতি রমনী গজরাজ-গতী।
দেখলি মোয়ঁ জাইত বর জুবতী ॥ ৬
গরুঅ নিতম্ব উপর কুচ-ভার।
ভাঁগিবাকে চাহএ থেঘিবাকে পার ॥ ৮
তনু রোমাবলি দেখিএ ন ভেলি।
নিজ ধনু মনমথে থেঘ ন দেলি ॥ ১০
সম্ভ্রম সকল সখী জন বারি।
পেম বুঝওলক পলটি নিহারি ॥ ১২
আওর চতুর পন কহহি ন জাএ।
নয়ন নয়ন মিলি রহলি লুকাএ ॥ ১৪
তখন সয়ঁ চাঁদ চঁদন ন সোহাব।
অবোধ নয়ন পুনু তঠমাহি ধাব ॥ ১৬

---

* ন. গু. ৪৫ ; (কীর্ত্তনানন্দ)।
† ন. গু. ৪৬ ; (কীর্ত্তনানন্দ, গীতচিন্তামণি)।
‡ ন. গু. ৪৭ (তালপত্রের পুথি)।

৪৬ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সখা হে তোহে কহুঁ আজুক ভাখি।
সিনানক বেরি জইসে হম পেখল
কি কহব নহ মুখ লাখি॥ ২
জমুনা-কিনারে সোই রামা।
সিনায়ত গোরি হম রহু বহু দূর
কটাখে নেহারত হামা॥ ৪
হেরইত মঝু জিউ তুল ধুঁড়নে গেও
মুরতি রহল তহি থারি।
তিরি-জগ ভরমি উপমা নহি পাইঅ
পুন জিউ মুরতি সঞ্চারি॥ ৬
তৈখনে দেখল সমাধল সিনান
চলব করত অনুমানি।
অপরস-বিরহ সহই নহি পারই
আশু তরঙ্গিত পানি॥ ৮
তনু সঞে মিলি গেও সজল নিলাম্বর
বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি।
রোয়ত সাটী মোহে ধনি তেজব
পহিরব আনহি সাড়ি॥ ১০
তকর দুখ দেখি মঝু আঁখি দোন
রোই চলি গেও তসু সঙ্গে।
আপক দুখ মিটব জব পেখব
কহ কবিরঞ্জন রঙ্গে॥ ১২

৪৭ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

চাচর চিকুর কুসুম ভরি লেল।
জনু অন্ধিয়ারে উড়ু উগি গেল॥ ২

তাহে অধিক মুখ-মণ্ডল গোরা।
পুনমিক চন্দ কিএ কএল উজোরা॥ ৪

তড়িত-লতা সম তসু তনু দেখলি।
জনু দস দীসে দৈবে নীহলি॥ ৬

মঝু মনে মনমথ রাখলি গোরি।
বিছুরএ চাহ নহি হোএ বিছোরি॥ ৮

দেখল কামিনি কহন ন জায়।
পুন দরসন লাগি রচহু উপায়॥ ১০

বয়ন উজোর তহি নয়ন সনন্দা।
নীল নলিনি দল পূজল চন্দা॥ ১২

পীন পয়োধর রুচি উজোরি।
শ্রীফল-ফলিনী কনক-মুঁজোরি॥ ১৪

ভনই বিদ্যাপতি কানুক সহায়।
জে গুনবন্ত সে পুন পায়॥ ১৬

---

* অপ্র. প. ৩—প্রাঃ. পুথি।

† অপ্র. প. ২—পদরসসার ও পদরত্নাকর।

৪৮ *

(দূতীর উক্তি)

সৈসব জৌবন দুহু মিলি' গেল।
স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল ॥ ২
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস ॥ ৪
মুকুর লঈ অব করঈ সিঙ্গার।
সখি পুছই কইসে সুরত-বিহার ॥ ৬
নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি ॥ ৮
পহিল বদরি-সম পুন নবরঙ্গ।
দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ॥ ১০
মাধব পেখল অপুরুব বালা।
সৈসব জৌবন দুহু এক ভেলা ॥ ১২
বিত্থাপতি কহ তুহু অগেআনি।
দুহু এক জোগ ইহ কে কহ সয়ানি ॥ ১৪

৪৯ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহু দলবলে দন্দ পড়ি গেল ॥ ২
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি ॥ ৪
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল ॥ ৬
চঞ্চল চরন, চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান ॥ ৮
বিত্থাপতি কহ সুন বর কান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥ ১০

৫০ ‡

(দূতীর উক্তি)

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল ॥ ২

---

* ন. গু. ৩ ; প-ত. ৮২ ; কা. ১ ; বেণীপুরী ৪ ; সা. প. ১ ।

† ন. গু.. ৪ ; প-ত. ১০৪ ; কা. ৪ ; বেণীপুরী ৫ ; সা. প. ২ ।

‡ ন. গু. ৫ ; প-ত. ১০৬ ; বেণীপুরী ৬ ; কা. ৮ ।

৩। পাঠান্তর—'মদন-কিতাব'-প-ত ।

সমস্ত পদের পাঠান্তর—

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল ॥
কর দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ।
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহ নত কর মাথ ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ॥
হাম্ অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান ॥
বিত্থাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥

মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জন দেল ভীন অধিকার॥ ৪
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওক অবলম্ব॥ ৬
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তন্হিক লেল॥ ৮
চরন চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতল জাব॥ ১০
নব কবিশেখর কি কহইত পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥ ১২

---

৫১ *
(দূতীর উক্তি)

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরন-চপল-গতি লোচন লেল॥ ২
অব সব খন রহু আঁচর হাত।
লাজে সখিগন ন পুছএ বাত॥ ৪
কি কহব মাধব বয়সক সন্ধি।
হেরইত মনসিজ মন রহু বন্ধি॥ ৬
তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোএল ঘট উচল কএ ঠাম॥ ৮
সুনইত রস-কথা থাপয় চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত॥ ১০
সৈসব জৌবন উপজল বাদ।
কেও ন মানএ জয়-অবসাদ॥ ১২
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
সৈসব সে তনু ছোড় নহি পারি॥ ১৪

---

৫২ †
(দূতীর উক্তি)

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥ ২
আবে মদন বঢ়াওল দীঠ।
সৈসব সকলি চমকি দেল পীঠ॥ ৪
সৈসব ছোড়ল সসিমুখি দেহ।
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ॥ ৬
অব ভেল জৌবন বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ॥ ৮
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।
দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ॥ ১০
তকর আগে তোহর পরসঙ্গ।
বুঝি করব জে নহ কাজ ভঙ্গ॥ ১২
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন ফোয়।
রাধারতন জইসে তুঅ হোয়॥ ১৪

---

৫৩ ‡
(দূতীর উক্তি)

পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য় পিড়এ অনঙ্গ॥ ২
সে পুন ভএ গেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর॥ ৪
মাধব পেখল রমনি সন্ধান।
ঘাটহি ভেটল করত সিনান॥ ৬
তনুসুক বসন হিরদয় লাগি।
জে পুরুখ দেখব তেকর ভাগি॥ ৮

---

* ন. গু ৬; বেণীপুরী ৭; কা. ৭; দী. ১০০৫ পৃঃ।

† ন. গু. ৭; কা. ২; দী. ১০০৬ পৃঃ।

‡ ন. গু ৮; বেণীপুরী ৮; কাব্য. ২।

উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।
চামর ঝাঁপল কনক-মহেস ॥ ১০
ভনই বিত্থাপতি সুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসএ সে বরনারি ॥ ১২

---

৫৪ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধুলি তনু ভরঈ ॥ ২
খনে খনে দসন-ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥ ৪
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥ ৬
হিরদয়-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর ॥ ৮
বালা সৈসব তারুন ভেট।
লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেঠ ॥ ১০
বিত্থাপতি কহ সুন বর কান।
তরুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান ॥ ১২

---

৫৫ †

(দূতীর উক্তি)

খন ভরি নহি রহ গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ ন ঝপাবয় লাজে ॥ ২
বালা জন সঙ্গে জব রহই।
তরুনি পাই পরিহাস তঁহি করই ॥ ৪
মাধব তুঅ লাগি ভেটল রমনী।
কে কহু বালা কে কহু তরুনী ॥ ৬
কেলিক রভস জব সুনে আনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে ॥ ৮
ইথে জদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখী হসি দএ গারী ॥ ১০
সুকবি বিত্থাপতি ভানে।
বালা-চরিত রসিক জন জানে ॥ ১২

---

৫৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

ভৌঁহ ভাঙ্গি লোচন ভেল আড়।
তৈঅও ন সৈসব সীমা ছাড় ॥ ২
আবে হসি হৃদয় চীর লএ থোএ।
কুচ কঞ্চন অঙ্কুরএ গোএ ॥ ৪
হেরি হল মাধব কএ অবধান।
জৌবন-পরসে সুমুখি আবে আন ॥ ৬
সখি পুছইত আবে দরসএ লাজ।
সাঁচি সুধাএ অধ বোলিঅ বাজ ॥ ৮
এত দিন সৈসবে লাওল সাঠ।
আবে সবে মদনে পঢ়াউলি পাঠ ॥ ১০

---

* ন. গু. ৯ ; প-ত. ৮৩ ; কা. ৩ ; বেণীপুরী ৯ ; সা. প. ৫।

† ন. গু. ১০ ; প-ত. ১০৫ ; কা ৬ ; সা. প. ৪ ; দী. ১০০৭ পৃঃ।

‡ ন. গু. ১১ (নেপালের পুথি)।

৫৭ *

(দূতীর উক্তি)

পীন পয়োধর দুবরি গাতা।
মেরু উপজল কনক-লতা ॥ ২
এ কাহ্নু এ কাহ্নু তোরি দোহাঈ।
অতি অপুরুব পেখলি রাঈ ॥ ৪
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে।
ফুললি মধুরী কমল সঙ্গে ॥ ৬
লোচন-জুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়এ ন পারে ॥ ৮
ভঁউহক কথা পুছহ জনূ।
মদন জোড়ল কাজর-ধনূ ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি দুতি বচনে।
এত সুনি কাহ্নু কএল গমনে ॥ ১২

---

৫৮ †

(দূতীর উক্তি)

জেহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচর বিনু বিকার।
সে আবে জাহু তাহু দেখি ঝাপএ
চিহ্নিমি ন বেহার ॥ ২
কন্‌হা তুরিত সুনসি আএ।
রূপ দেখত নয়ন ভুলল
সরূপ তোরি দোহএ ॥ ৪
সৈসব বাপু বহীরি ফেদাএল
জৌবনে গহল পাস।
জেও কিছু ধনি বিরুহ বোলএ
সে সেও সুধাসম ভাস ॥ ৬
জৌবন সৈসব খেদএ লাগল
ছাড়ি দেহে মোর ঠাম।
এত দিন রস তোহে বিরসল
অবহু নহি বিরাম ॥ ৮

---

৫৯ ‡

(দূতীর উক্তি)

কি আরে! নব জৌবন অভিরামা।
জত দেখল তত কহএ ন পারিঅ
ছও অনুপম এক ঠামা ॥ ২
হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিনি হেম
পিক বুঝল অনুমানী।
নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনু-রুচি
অও অতি সুললিত বানী ॥ ৪
কুচ-জুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহিন সব তারা ॥ ৬
লোল কপোল ললিত মনি-কুণ্ডল
অধর বিম্ব অধ জাঈ।
ভৌঁহ ভ্রমর, নাসাপুট সুন্দর
সে দেখি কীর লজাঈ ॥ ৮

---

* ন.গু. ১২ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১০; কা. ৫; সা.প. ৩।
১-২। পাঠান্তর—খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥ কা.ও সা. প.।
৯-১০। পাঠান্তর—ভাঙব ভঙ্গিম থোরি জহু। কাজলে সাজল মদন ধনু ॥ কা. ও সা. প।
† ন. গু. ১৩ (নেপালের পুথি)।
‡ ন.গু. ১৪ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী. ১১।

ভনই বিদ্যাপতি সে বর নাগরি
আন ন পাবএ কোঈ।
কংসদলন নারায়ন সুন্দর
তসু রঙ্গিনী পএ হোঈ॥ ১০

---

৬০ *

(দূতীর উক্তি)

লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ।
ছুঅও নয়ন লহ এক হোক লাখ॥ ২
নয়ন বয়ন ছুই উপমা দেল।
এক কমল ছুই খঞ্জন খেল॥ ৪
কহ্নাই নয়না হলিঅ নিবারি।
জে অনুপম উপভোগ ন আবএ
কী ফল তাহি নিহারি॥ ৬
চাঁদ গগন বস অও তারাগন
সুর উগল পরচারি।
নিচয় সুমেরু অধিক কনকাচল
আনব কওনে উপারি॥ ৮
জে চুরু কর সায়র সোখল
জিনল সুরাসুর মারি।
জল থল নাব সমহি সম চালএ
সে পাবএ এহি নারি॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি জুন হরড়াবহ
নাহ ন হিয়রা লাগ।
দূতী বচন থির কএ মানব
রাএ সিবসিংঘ বড় ভাগ॥ ১২

---

৬১ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কনকলতা অরবিন্দা।
দমনা মাঁঝ উগল জনি চন্দা॥ ২
কেহু বোলে সৈবল ছপলা।
কেহু বোলে নহি নহি মেঘে ঝপলা॥ ৪
কেহু বোলে ভমএ ভমরা।
কেহু বোলে নহি নহি চরএ চকোরা॥ ৬
সংসয় পরল সবে দেখী।
কেহু বোলএ তাহি জুগুতি বিসেখী॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
বড় পুন গুনমতি পুনমত পাবে॥ ১০

---

৬২ ‡

(দূতীর উক্তি)

মাধব, কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে॥ ২
পল্লবরাজ চরণ-জুগ সোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক-কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে॥ ৪
মেরু উপর ছুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মনিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ॥ ৬

---

* ন. গু. ১৫ (তালপত্রের পুথি)
† ন. গু. ১৬ (তালপত্রের পুথি) ; বেণীপুরী ১৭।
‡ ন. গু. ১৭ ; বেণীপুরী ১২ ; গ্রিয়ার্সন ১৪।

অধর বিম্ব সন দসন দাড়িম-বিজু
রবি সসি উগথিক পাসে।
রাহু দূর বস নিয়রো ন আবথি
তেঁ নহি করথি গরাসে ॥ ৮
সারঙ্গ নয়ন বয়ন পুনি সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দস সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
ইহ রস কেও পঞ জানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ১২

---

৬৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জুগল সৈল-সিম হিমকর দেখল
এক কমল দুই জোতি রে।
ফুললি মধুর ফুল সিন্দুর লোটাএল
পাঁতি বইসলি গজ-মোতি রে ॥ ২
আজ দেখল জত কে পতিআএত
অপুরুব বিহি নিরমান রে ॥ ৩
বিপরিত কনক-কদলি-তর সোভিত
থল-পঙ্কজ কে রূপ রে ॥
তথহু মনোহর বাজন বাজএ
জনি জাগে মনসিজ ভূপ রে ॥ ৫
ভনই বিদ্যাপতি পুরব পুন তহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ সিবসিংঘ
লখিমা দেই কর কন্ত রে ॥ ৭

---

৬৪ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

অধর সুসোভিত বদন সুছন্দ।
মধুরী ফুলে পূজু অরবিন্দ ॥ ২
তহু তুহু সুললিত নয়ন সামরা।
বিমল কমল দল বইসল ভমরা ॥ ৪
বিসেখি ন দেখলি এ নিরমলি রমনী।
সুরপুর সয়ঁ চলি আইলি গজগমনী ॥ ৬
গিম সয়ঁ লাবল মুকুতা হারে।
কুচ-জুগ চকেব চরই গঙ্গাধারে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
রস বুঝ সিবসিংঘ নৃপ মহোদার ॥ ১০

---

৬৫ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

মোয়ঁ তো আজ দেখলি কুরঙ্গ-নয়নিঞা।
সরদক চান্দ বদনিঞা ॥ ২
কনক-লতা জনি কুন্দি বৈসাওল
কুচ-জুগ রতন কটোরবা লো।
দসন জ্যোতি জনি মোতি বৈসাওল
অধর তসু পবারবা লো ॥ ৪

---

* ন.গু. ১৯ (তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী); বেণীপুরী ১৩।

† ন. গু. ২০ (তালপত্রের পুঁথি)।

‡ ন. গু. ১৮ (নেপালের পুঁথি)।

৬৬ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

চাঁদ-সার লএ মুখ-ঘটনা করু
লোচন চকিত চকোরে।
অমিয় ধোয় আঁচর ধনি পোছলি
দহ দিসি ভেল উজোরে ॥ ২
কামিনি কোনে গঢ়লী।
রূপ সরূপ মোহি কহইত অসম্ভব
লোচন লাগি রহলী ॥ ৪
গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ
মাঝ-খানি খীনি নিমাঈ।
ভাগি জাইত মনসিজ ধরি রাখলি
ত্রিবলি-লতা অরুঝাঈ ॥ ৬
ভনঈ বিদ্যাপতি অদ্‌ভুত কৌতুক
ঈ সব বচন সরূপে।
রূপনরায়ন ঈ রস জানথি
সিবসিংঘ মিথিলা ভূপে ॥ ৮

৬৭ †

(দূতীর উক্তি)

সুনহ নাগর কান।
রাজকুমরি রাধিকা নাম ॥ ২
জটিলা বধূ নবীন বালি।
অপন সোভাবে কর খেয়ালি ॥ ৪
রস ন পরসে তকর অঙ্গ।
কৈসনে হোয়ব তোহর সঙ্গ ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি ন সুনে নীত।
তা বিনু কানু কি ধরব চীত ॥ ৮

৬৮ ‡

(দূতীর উক্তি)

সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা।
অপুরুব রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবন-বিজয়ী মালা ॥ ২
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজর-রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝ কাল-ভুজঙ্গিনী
সিরিজুত খঞ্জন খেলা ॥ ৪
নাভি-বিবর সয়ঁ লোম-লতাবলি
ভুজগি নিসাস-পিয়াসা।
নাসা-খগপতি-চঞ্চু ভরম-ভয়
কুচ-গিরি-সন্ধি নিবাসা ॥ ৬
তিন বান মদন তেজল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বানে।
বিধি বড় দারুন বধএ রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
ইহ রস কেও পএ জানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

---

* ন. গু. ২১ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১৪।
† ন. গু. ২২।
‡ ন. গু. ২৩; প-ত. ১০৫৯; বেণীপুরী ১৫

৬৯ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

ধান মুখ মণ্ডল চান্দ বিরাজিত
লোচন খঞ্জন ভাতি।
মদন চাপ জিনি ভৌঁহ লগ জুগ
দসনহি মোতিম পাঁতি॥ ২
সখি হের রমন মোহিনি রাই।
কত কত বিদগধ হেরিতহি মুরছিত
মদন পরাভব পাই॥ ৪
কনক বিরোচি মনিহার বিলম্বিত
অধরহি বিম্বু অকারা।
নব উরজ পর মোতি বিরোচিত
সুমেরু সুরসরি-ধারা॥ ৬

৭০ †

(সখীর প্রতি সখীর উক্ত)

জাইত দেখলি পথ নাগরি সজনি গে
আগরি সুবুধি সেয়ানি।
কনক-লতা সনি সুন্দরি সজনি গে
বিহি নিরমাওল আনি॥ ২
হস্তি-গমন জকাঁ চলইত সজনি গে
দেখইত রাজ-কুমারি।
জনিকর এহনি সোহাগিনি সজনি গে
পাওল পদারথ চারি॥ ৪
নীল বসন তন ঘেরল সজনি গে
সির লেল চিকুর সঁভারি।
তাপর ভমরা পিবত রস সজনি গে
বইসল পাঁখি পসারি॥ ৬
কেহরি সম কটি-গুন অছি সজনি গে
লোচন অম্বুজ ধারি।
বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনি গে
গুন পাওল অবধারি॥ ৮

৭১ ‡

(দূতীর উক্তি)

ভল ভেল দম্পতি সৈসব গেল।
চরন-চপলতা লোচন লেল॥ ২
দুহুক নয়ন কর দূতক কাজ।
ভূসন ভএ পরিনত ভেল লাজ॥ ৪
আবে অনুখন দেঅ আঁচর হাথ।
বাজ সখী সয়ঁ নত কএ মাথ॥ ৬
হমে অবধারল সুন সুন কাহ্নু।
নাগর করথু অপন অবধান॥ ৮
ভঁউহ ধনুসি গুন কাজর-রেখ।
মারতি রহত পোখ অবসেখ॥ ১০
রসময় বিদ্যাপতি কবি গাব।
রাজা সিবসিংঘ বুঝ রস-ভাব॥ ১২

৭২ §

(দূতীর উক্তি)

দেখল কমলমুখি বরনি ন জাই।
মন মোর হরলক মদন জগাই॥ ২
তনু সুকুমার পয়োধর গোরা।
কনক-লতা জনি সিরিফল জোরা॥ ৪

* ন. গু. ২৪ (কীর্ত্তনানন্দ)।
† ন. গু. ২৫ ; বেণীপুরী ১৬ ; গ্রিয়ার্সন ১৫।
‡ ন. গু. ২৭।
§ ন. গু. ৪৮ (রাগতরঙ্গিণী ও কীর্ত্তনানন্দ)

কুঞ্জর-গমনি অমিয় রস বোলে।
স্রবনে সোহঙ্গম কুণ্ডল দোলে॥ ৬
ভৌঁহ কমান ধএল তসু আগূ।
তীখ কটাখ মদন সর লাগূ॥ ৮
সব তহ সুনিঅ ঐসন বেবহারা।
মারিঅ নাগর উবর গমারা॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গাব।
বড় পুনে রসবতি রসিক রিঝাব॥ ১২

৭৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি॥ ২
কুটিল কটাখ-ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল॥ ৪
ককর রমণি ও কে উহ জান।
আকুল করি গেলি হমারি পরান॥ ৬
লীলা-কমল ভমরা কিএ বারি।
চমকি চললি ধনি চকিত নেহারি॥ ৮
তে ভেল বেকত পয়োধর-সোভা।
কনক-কমল হেরি কাহে ন লোভা॥ ১০
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ-কুম্ভ কহি গেল অপনক আস॥ ১২
সে সবে অমিল নীধি দএ গেলি সন্দেস।
কিছু নহি রখলহি রস পরিসেস॥ ১৪
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন-সর কাহি ন লাগ॥ ১৬

৭৪ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

অম্বর বিঘটু অকামিক কামিনি
করে কুচ ঝাঁপু সুছন্দা।
কনক-সম্ভু সম অনুপম সুন্দর
দুই পঙ্কজ দস চন্দা॥ ২
... ...
কত রূপ কহব বুঝাই।
মন মোর চঞ্চল লোচন বিকলে
ও ও অনইত জাই॥ ৪
আড় বদন কএ মধুর হাস দএ
সুন্দরি রহু সির লাই।
অওঁধা কমল কান্তি নহি পূরএ
হেরইত জুগ বহি জাই॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
পুহবী নব পচবানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে॥ ৮

---

* ন. গু. ৪৯ (তালপত্রের পুথি); কা. ১৪; সা. প. ৯; প-ত. ১৯৩।

পাঠান্তর :—
১৫-১৬। ভনই বিদ্যাপতি দুহু মন জাগু।
বিসম কুসুমশর কাহু জনু লাগু॥—ন. গু.

† ন. গু. ৫০ (তালপত্রের পুথি ও কীর্ত্তনানন্দ)।

৭৫ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বর নারি ॥ ২
জোরি ভুজজুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বদন সুছন্দ।
দাম-চম্পক কাম পূজল
জইসে সারদ চন্দ ॥ ৪
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভব সরদ-ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু ॥ ৬
পুনহি দরসন জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর।
চরন জাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জদুপতি
চিত থির নহি হোয়।
সে জে রমনি পরম গুনমনি
পুনু কিএ মিলব তোয় ॥ ১০

---

৭৬ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সহজহি আনন সুন্দর রে
ভৌঁহ সুরেখলি আঁখি।
পঙ্কজ-মধু পিবি মধুকর রে
উড়এ পসারল পাঁখি ॥ ২
ততহি ধাওল দুহু লোচন রে
জতহু গেলি বর নারি।
আসা-লুবুধল ন তেজএ রে
কৃপনক পাছু ভিখারি ॥ ৪
ইঙ্গিত নয়ন তরঙ্গিত রে
বাম ভঁওহ ভেল ভঙ্গ।
তখন ন জানল তেসর রে
গুপুত মনোভব রঙ্গ ॥ ৬
চন্দন চরচু পয়োধর রে
গৃম গজ মুকুতাহার।
ভসম ভরল জনি সঙ্কর রে
সির সুরসরি জলধার ॥ ৮
বাম চরন অগুসারল রে
দাহিন তেজইত লাজ।
তখন মদন সর পূরল রে
গতি গঞ্জএ গজরাজ ॥ ১০
আজ জাইত পথ দেখলি রে
রূপ রহল মন লাগি।
তেহি খন সয়ঁ গুন গৌরব রে
ধৈরজ গেল ভাগি ॥ ১২
রূপ লাগি মন ধাওল রে
কুচ-কঞ্চন-গিরি সাঁধি।
তেঁ অপরাধে মনোভব রে
ততহি ধএল জনি বাঁধি ॥ ১৪
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
রস বুঝ রসমন্ত।
রূপনরায়ন নাগর রে
লখিমা দেই সুকন্ত ॥ ১৬

---

* ন. গু. ৫১; বেণীপুরী ৩২; কা. ১; সা. প. ৬; প-ত. ৫৭।

† ন. গু. ৫২ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৩৩।

৭৭ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

পথ-গতি পেখল মো রাধা।
তখনুক ভাব পরান পরিপীড়লি
রহল কুমুদনিধি সাধা॥ ২
নমুআ নয়ন নলিনি জনি অনুপম
বঙ্ক নিহারই থোরা।
জনি সৃঙ্খল মেঁ খগবর বাঁধল
দীঠি নুকাএল মোরা॥ ৪
আধ বদন-সসি বিহসি দেখাওলি
আধ পীহলি নিঅ বাহু।
কিছু এক ভাগ বলাহক ঝাঁপল
কিছুক গরাসল রাহু॥ ৬
কর-জুগ পিহিত পয়োধর-অঞ্চল
চঞ্চল দেখি চিত ভেলা।
হেম-কমলন জনি অরুনিত চঞ্চল
মিহির-তর নিন্দ গেলা॥ ৮
ভনই বিত্থাপতি সুনহ মথুরপতি
ইহ রস কে পএ বাধা।
হাস দরস রস সবহু বুঝাএল
নাল কমল দুই আধা॥ ১০

---

৭৮ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

দএ গেলি সুন্দরি দএ গেলী রে
দএ গেলি দুই দিঠে মেরা।
পুনু মন কর ততহি জাইঅ
দেখিঅ দোসরি বেরা॥ ২
সার চুনি চুনি হার জে গাঁথল
কেবল তারা জোতী।
অধর রূপ অনুপম সুন্দর
চান্দে পরীহলি মোতী॥ ৪
ভমর মধু পিবি পিবি মাতল
সিসিরে ভীজল পাঁখী।
অলপ কাজরে নয়ন আঁজল
ননুমি দেখিঅ আঁখি॥ ৬
কত জতনে দূতী পঠাওল
আনয় গুয়া পান।
সগর রজনী বইসি গমাওল
হৃদয় তসু পখান॥ ৮
ভন বিত্থাপতি সুনহ নাগর
ও নহি ও রস জান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান॥ ১০

---

৭৯ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥ ২
জহঁা জহঁা ঝলকত অঙ্গ।
তহিঁ তহিঁ বিজুরি-তরঙ্গ॥ ৪
কি হেরল অপরুব গোরি।
পইঠল হিয় মাঁহ মোরি॥ ৬
জহঁা জহঁা নয়ন-বিকাস।
তহিঁ তহিঁ কমল-পরকাস॥ ৮

---

* ন. গু. ৫৩ (কীর্ত্তনানন্দ); বেণীপুরী ৩৪।
† ন. গু. ৫৪ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ৫৫; বেণীপুরী ৩৫; কা. ১৭; দী. ১০০৭ পৃঃ।

জহাঁ লহু হাস-সঞ্চার।
তহিঁ তহিঁ অমিয়-বিকার॥ ১০
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ।
ততহিঁ মদন-সর লাখ॥ ১২
হেরইত সে ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর॥ ১৪
পুনু কিএ দরসন পাব।
অব মোহে ইত দুখ জাব॥ ১৬
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুঅ গুনে দেহব আনি॥ ১৮

---

৮০ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সখা হে তোহে কহুঁ আজুক ভাখি।
সিনানক বেরি জইসে হম পেখল
কি কহব নহ মুখ লাখি ২
জমুনা-কিনারে সোই রামা।
সিনায়ত গোরি হম রহু বহু দূর
কটাখে নেহারত হামা॥ ৪
হেরইত মঝু জিউ তূল ধুঁড়ন গেল
মুরতি রহল তহি থাড়ি।
তিরি-জগ ভরমি উপমা নহি পাইঅ
পুন জিউ মুরতে সঞ্চারি॥ ৬
তৈখনে দেখল সমাধল সিনান
চলব করত অনুমানি।
অপরস-বিরহ সহএ নহি পারই
আগু তরঙ্গিত পানি॥ ৮
তনু সযেঁ মিলি গেল সজল নিলাম্বর
বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি।
রোয়ত সাটী মোহে ধনি তেজব
পহিরব আনহি সাড়ি॥ ১০
তকর দুখ দেখি মঝু আঁখি দোন
রোই চলি গেল তসু সঙ্গে।
অপনক দুখ মিটব জব পেখব
কহ কবিরঞ্জন রঙ্গে॥ ১২

---

* অপ্র. প. ৩—প্রাঃ পুথি।

শ্রীরাধার দূতী

৮১ *

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি)

দখিন মলয়ানিল বহই অনুকুল
কুসুমিত কানন সাজ।
তৈখন মধু-ঋতু সকল সুভ হেতু
সমুখে আএল দিজরাজ ॥ ২
মাধব সুসুভ করহ পয়ান।
মেলি মধুকর সমুখে সঙ্খ পূর
কোকিল মঙ্গল গান ॥ ধ্রু ॥ ৪
তুআ মানস জনু বিপিন-দেস তহি
পূরব তুআ সব কামে।
হমারি মিনতি লেহ তুআ পদে রাখবি
এক করিএ পরণামে ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ নায়েক সুনি সুনি
চিতক পুতলি জনু ভেল।
নয়ন-লোরে ধনি ডুবইত অছলহ
হরি পরি তিরি-বধ দেল ॥ ৮

৮২ †

(দূতীর উক্তি)

জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ।
তবে জৌবন জব সুপুরুখ-সঙ্গ ॥ ২
সুপুরুখ-প্রেম কবহু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চন্দকলা সম বাঢ় ॥ ৪
তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।
বড় পুনে রসবতী মিলে রসবন্ত ॥ ৬
তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুন রঙ্গ ॥ ৮
সুপুরুখ ঐসন নহি জগ মাঝ।
অতে তাহে অনুরত বরজ-সমাজ ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ ইথে নহি লাজ।
রূপগুনবতিক ইহ বড় কাজ ॥ ১২

---

৮৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

কি কহব মাধব পুনফল তোর।
তোহর মুরলি-রবে রাহি বিভোর ॥ ২
তাহি পুন সুনল নাম তোহার।
সে সব ভাব হম কহহি ন পার ॥ ৪
অঙ্গ অবস ভেল কাঁপি অগেআন।
মুরছিত ভেল ধনি কিছু নহি জান ॥ ৬
বুঝএ ন পারিঅ কৈসন রীত।
কীএ ভেল কিছু নহ পরতীত ॥ ৮
আবএ সে অব কাল পয় আজ।
বিদ্যাপতি কহ অবইত কাজ ॥ ১০

---

* অপ্র. প. ৬—পদরসসার।

† ন. গু, ১০৬; কাব্য. ২; প-ত. ৬৩। ১১০; সা. প. ২৫।

‡ ন. গু. ১০৭

৮৪ *

(দূতীর উক্তি)

এ হরি এ হরি কর অবধান।
দরস দান দয় রাখ পরান ॥ ২
খন খন বর তনু ঝামর ভেল।
সরস বিলাস হাস সব দুর গেল ॥ ৪
চরকি চরকি বহ লোচন-লোর।
অধর সুখায়ল নহি নিকসই বোল ॥ ৬
দুর গেল বসন দুর গেল লাজ।
তোহর সিনেহ ভেল এতেক অকাজ ॥ ৮
উঠই ধরনি ধরি তেজই নিসাস।
জিবন অছয় পুন তুঅ প্রতিআস ॥ ১০

৮৫ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব! কি কহব সে বিপরীত।
তনু ভেল জরজর ভামিনী অন্তর
চিত বাঢ়ল তসু প্রীত ॥ ২
নিরস কমল-মুখ কর অবলম্বই
সখি মাঝ বইসলি গোঈ।
নয়নক নীর থির নহি বাঁধই
পঙ্ক কএল মহি রোঈ ॥ ৪
মরমক বোল, বয়নহি নহি বোলএ
তনু ভেল কুহু-সসি খীনা।
অবনি উপর ধনি উঠএ ন পারই
ধএলি ভুজা ধরি দীনা ॥ ৬
তপন কনক তনু কাজর ভেল জনু
অতি ভেল বিরহ-হুতাসে।
কবি বিদ্যাপতি মন অভিলাসত
কাহ্নু চলহ তসু পাসে ॥ ৮

৮৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

লোটই ধরনি, ধরনি ধরি সোই।
খনে খন সাঁস খনে খন রোই ॥ ২
খনে খন মুরছই কণ্ঠ পরান।
ইথি পর কী গতি দৈব সে জান ॥ ৪
হে হরি পেখলোঁ সে বর-নারি।
ন জীবই বিনু কর-পরস তোহারি ॥ ৬
কেও কেও জপএ বেদদিঠি জানি।
কেও নবগ্রহ পুছ জোতিঅ আনি ॥ ৮
কেও কেও কর ধরি ধাতু বিচারি।
বিরহ-বিখিন কোই লখএ ন পারি ॥ ১০

৮৭ §

(দূতীর উক্তি)

নয়নক নীর চরনতল গেল।
থলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল ॥ ২
অধর অরুন নিমিসি নহি হোএ।
কিসলয় সিসিরে ছাড়ি হলু ধোএ ॥
সসিমুখি নোরে ওল নহি হোএ।
তুঅ অনুরাগে সিথিল সব কোএ ॥ ৬

* ন. গু. ১০৯।
† ন. গু. ১১০ কীর্ত্তনানন্দ; বেণীপুরী ৫৩।
পাঠান্তর:—২।...চিত রহল তনু ভীতে।—ন.গু.
‡ ন. গু. ১১১ (কীর্ত্তনানন্দ); বেণীপুরী ৫৬; প-ত. ১৮০।

পাঠান্তর:—অতিরিক্ত দুই পঙ্‌ক্তি—
শেষ দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥ প-ত।
§ ন. গু. ১১২ (নেপালের পুথি)।

৮৮ *

(দূতীর উক্তি)

অবিরল নয়ন গরএ জল-ধার ।
নব-জল-বিন্দু সহএ কে পার ॥ ২
কি কহব সজনী তকর কহিনী ।
কহএ ন পারিঅ দেখলি জহিনী ॥ ৪
কুচ-জুগ উপর আনন হেরু ।
চাঁদ রাহু ডর চঢ়ল সুমেরু ॥ ৬
অনিল অনল বম মলয়জ বীখ ।
জেহু ছল সীতল সেহু ভেল তীখ ॥ ৮
চাঁদ সতাবএ সবিতাহু জীনি ।
নহি জীবন একমত ভেল তীনি ॥ ১০
কিছু উপচার মান নহি আন ।
তাহি বেআধি ভেষজ পঁচবান ॥ ১২
তুঅ দরসন বিনু তিলও ন জীব ।
জইও কলামতি পীউখ পীব ॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণের দূতী

৮৯ †

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

রাহিক নবিন প্রেম সুনি দুতি মুখে
মনহি উলসিত কান ।
মনোরথ কতহি হৃদয় পরিপূরল
আনন্দ হরল গেআন ॥ ২
সজনি বিহি কি পুরায়ব সাধা ।
কত কত জনমক পুন ফলে মিলব
সেহে গুনমতি রাধা ॥ ৪
এত কহি মাধব তোরিত গমন করু
পথ বিপথ নহি মান ।
সুন্দরি মন কর দূতি বদন হেরি
মনমথে জয় জয় প্রান ॥ ৬
ঐসন কুঞ্জে মিলল নব নাগর
সখিগন সয়েঁ জঁহা রাই ।
দুহু দুহু বদন হেরি দুহু আকুল
বিদ্যাপতি কবি গাই ॥ ৮

---

৯০ ‡

(দূতীর উক্তি)

এ সখি এ সখি ন বোলহ আন ।
তুঅ গুনে লুবুধল নিতে আব কান ॥ ২
নিতে নিতে নিঅর আব বিনু কাজ ।
বেকতেও হৃদয় নুকাবএ লাজ ॥ ৪
অনতহু জাইত এতহি নিহার ।
লুবুধল নয়ন হটএ কে পার ॥ ৬

---

* ন. গু. ১১৩ (তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথি) ; বেণীপুরী ৫৫ ।

† ন. গু. ১১৪ (কীর্ত্তনানন্দ) ।

‡ ন. গু. ৮০ (তালপত্রের পুথি) ; কাব্য ১১ ; গ্রিয়ার্সন ৪ ।

সে অতি নাগর তোঞে তসু তুল।
এক নলে গাঁথ দুই জনি ফুল ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
এক সর মনমথ দুই জিব মার ॥ ১০

৯১ *

(দূতীর উক্তি)

ধনি ধনি রমনি জনম ধনি তোর।
সব জন কাহ্নু কাহ্নু করি ঝূরএ
সে তুঅ ভাব-বিভোর ॥ ২
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন করিএ
মঝু মন লাগল ধন্দা ॥ ৪
কেস পসারি জবহুঁ তুহুঁ আছলি
উর পর অম্বর আধা।
সে সব সুমিরি কাহ্নু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥ ৬
হঁসইত কব তুহুঁ দসন দেখাএলি
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয় পসারলি
পুন হেরি সখি কৈলি কোর ॥ ৮
এতহুঁ নিদেস কহল তোহে সুন্দরি
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সুন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১০

* ন. গু. ৮১; বেণীপুরী ৪৫; কাব্য ১; প-ত. ৬১; সা. প. ২২।

পাঠান্তর :—১। ধনি ধরণীর মণি জনম ধনি তোর—সা-প।

৪। কবি অবলম্বনকারী—কাব্য; স-প।
৬। সে সব হেরি কাহ্নু—কাব্য; সা-প।

৯২ †

(দূতীর উক্তি)

জহি খনে নিঅর গমন হোঅ মোর।
তহি খনে কাহ্নু কুসল পুছ তোর ॥ ২
মন দএ বুঝল তোহর অনুরাগ।
পুনফলে গুনমতি পিআ মন জাগ ॥ ৪
পুনু পুছ পুনু পুছ মোর মুখ হেরি।
কহিলিও কহিনী কহবি কত বেরি ॥ ৬
আন বেরি অবসর চাল আন।
অপনে রভস কর কহিনী কান ॥ ৮
লুবুধল ভমরা কি দেব উপাম।
বাধল হরিন ন ছাড়এ ঠাম ॥ ১০

৯৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন এ সখি কহএ ন হোএ।
রাহি রাহি কএ তনু মন খোএ ॥ ২
কহইত নাম পেমে ভএ ভোর।
পুলক কম্প তনু ঘরমহি নোর ॥ ৪
গদ গদ ভাখি কহএ বর-কান।
রাহি দরস বিনু নিকস পরান ॥ ৬
জব নহি হেরব তকর সে মুখ।
তব জিউ-ভার ধরব কোন সুখ ॥ ৮
তুহু বিনু আন নহি ইথে কোই।
বিসরএ চাহ বিসর নহি হোই ॥ ১০

† ন. গু. ৮২ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৮৩; বেণীপুরী ৪১।

ভনই বিদ্যাপতি নহি বিবাদ।
পূরব তোহর সব মনসাধ ॥ ১২

৯৪ *

(দূতীর উক্তি)

কণ্টক মাঝ কুসুম পরগাস।
ভমর বিকল নহি পাবএ বাস ॥ ২
ভমরা ভেল ঘুরএ সব ঠাম।
তোহ বিনু মালতি নহি বিসরাম ॥ ৪
রসমতি মালতি পুনু পুনু দেখি।
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি ॥ ৬
ও মধুজীবী তোঁহী মধুরাসি।
সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজাসি ॥ ৮
অপনেহু মনে গুনি বুঝ অবগাহি।
তসু দূসন বধ লাগত কাহি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি তোঁ পয় জীব।
অধর সুধারস জোঁ পয় পীব ॥ ১২

৯৫ †

(দূতীর উক্তি)

অপনা কাজ কওন নহি বন্ধ।
কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ ॥ ২
অপন অপন হিত সব কেও চাহ।
সে সুপুরুস জে কর নিরবাহ ॥ ৪
সাজনি তাক জিবন থিক সার।
জে মন দএ কর পর উপকার ॥
আরতি অরতল আবএ পাস।
অছইত বথু নহি করিঅ উদাস ॥ ৮
সে পুনু অনতহু গেলে পাব।
অপনা মন পএ রহ পচতাব ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি দৈন ন ভাখ।
বড় অনুরোধ বড়ে পএ রাখ ॥ ১২

৯৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

মুদিত নয়ন হিয় ভুজ-জুগ চাপি।
সুতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি ॥ ২
পরসঙ্গ চললহি নামহি তোরি।
তবহি মিলিঅ আঁখি চাহ মুখ মোরি ॥৪
সুন ধনি ইথে নহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল সামর-চন্দ ॥ ৬
জোই নয়ন-ভঙ্গি ন সহ অনঙ্গ।
সোই নয়ন অব নোর-তরঙ্গ ॥ ৮
জোই অধর সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীরঘ নিসাস ॥ ১০
বিদ্যাপতি ভন মিথ নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহু তহি সাখি ॥ ১২

* ন. গু. ৮৪ (তালপত্রের পুথি); কাব্য ১৫; গ্রিয়ার্সন ২।
পাঠান্তর :—
ভমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম—কাব্য।
৮। সঙ্কিত ধর মধু অবহু লজাসে—কাব্য।

† ন. গু. ৮৫ (তালপত্রের পুথি); গ্রিয়ার্সন ৩

‡ ন. গু. ৮৬ (পদামৃতসমুদ্র); বেণীপুরী ৪৭; দী. ১০১০ পৃঃ।

৯৭ *

(দূতীর উক্তি)

কত অছ জুবতি কলামতি আনে।
তোহি মানএ জনি দোসরি পরানে ॥ ২
তুঅ দরসন বিনু তিলাও ন জীবই।
দারুন মদন বেদন কত সহই ॥ ৪
সুন সুন গুনমতি পুনমতি রমনী।
ন কর বিলম্ব ছোটি মধু রজনী ॥ ৬
সামর অম্বর তনুক রঙ্গা।
তিমির মিলও সসী তুলিত তরঙ্গা ॥ ৮
সপুন সুধাকর আনন তোরা।
পিউত অমিয় হসি চাঁদ চকোরা ॥ ১০

৯৮ †

(দূতীর উক্তি)

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনু উনমত কান ॥ ২
কারন বিনু খেনে হাস।
কি কহএ গদ গদ ভাস ॥ ৪
আকুল অতি উতরোল।
"হা ধিক" "হা ধিক" বোল ॥ ৬
কাঁপএ দুরবল দেহ।
ধরএ ন পারই কেহ ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপনরায়ন সাখি ॥ ১০

৯৯ ‡

(দূতীর উক্তি)

আজু হম পেখল কালিন্দী-কূলে।
তুঅ বিনু মাধব বিলুঠএ ধূলে ॥ ২
কত সত রমনি মনহি নহি আনে।
কিএ বিসদাহ-সময় জল-দানে ॥ ৪
মদন-ভুজঙ্গম দংসল কান।
বিনহি অমিয়-রস কি করব আন ॥ ৬
কুলবতি ধরম কাঁচ সমতূল।
মদন দলাল ভেল অনুকূল ॥ ৮
আনল বেচি নীলমনি হার।
সে তুহু পহিরবি করি অভিসার ॥ ১০
নীল নিচোল ঝাঁপবি নিজ দেহ।
জনি ঘন ভীতর দামিনি-রেহ ॥ ১২
চৌদিক চতুর সখী চলু সঙ্গ।
আজু নিকুঞ্জে করহ রস-রঙ্গ ॥ ১৪
বল্লভ উজ্জল নিকস সমান।
নিজ তনু পরিখ হেম দসবান ॥ ১৬

১০০ §

(দূতীর উক্তি)

আজ পেখল নন্দকিসোর।
কেলি-বিলাস সবহু অব তেজল
অহ-নিসি রহত বিভোর ॥ ২

* ন. গু ৮৭ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ৮৮ ; কাব্য. ৪ ; প. ত. ৯৬ ; সা. প. ২৩।

‡ ন. গু. ৮৯ (গীতচিন্তামণি) ; বেণীপুরী ৪৮। পাঠান্তর :—শেষ দুই পঙ্ক্তি বেণীপুরীতে নাই।

§ ন. গু. ৯০ (গীতচিন্তামণি) ; বেণীপুরী ৪৯।

জবধরি চকিত বিলোকি বিপিন তট
পলটি আওলি মুখ মোরি।
তবধরি মদনমোহন তরু কাননে
লুটই ধীরজ পুন ছোরি॥ ৪
পুন ফিরি সোই নয়নে জদি হেরবি
পাওব চেতন নাহ।
ভুজঙ্গিনি দংসি পুনহি জদি দংসএ
তবহি সময় বিস জাহ॥ ৬
অব সুভখন ধনি মনিময় ভুখন
ভুসিত তনু অনুপাম।
অভিসরু বল্লভ হৃদয় বিরাজুহ
জনি মনি কাঞ্চন দাম॥ ৮

---

১০১ *

(দূতীর উক্তি)

প্রথম সিরিফল গরবে গমওলহ
জোঁ গুন-গাহক আবে।
গেল জোবন পুনু পলটি ন আবএ
কেবল রহ পছতাবে॥ ২
সুন্দরি, বচনে করহ সমধানে।
তোহ সনি নারি দিবস দস অছলিহু
ঐসন উপজু মোহি ভানে॥ ৪
জোবন রূপ তাবে ধরি ছাজত
জাবে মদন অধিকারী।
দিন দস গেলে সখি সেহও পরাএত
সকল জগত পরচারী॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ জুবতি লাখ লহ
পড়ল পয়োধর-তূলে।
দিন দিন অগে সখি ঐসনি হোয়বহ
ঘোসিনী ঘোরক মূলে॥ ৮

১০২ †

(দূতীর উক্তি)

সে অতি নাগর তোহীঁ সব সার।
পসরও মল্লী পেম পসার॥ ২
জোবন নগরি বেসাহব রূপ।
ততে মুল হোইহ জতে সরূপ॥ ৪
সাজনি রে হরি রস বনিজার।
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার॥ ৬
বিধি-বসে অধিক কর জনু মান।
সোরহ সহস গোপীপতি কাহ্ন॥ ৮
তোহ হুনি উচিত রহত নহি ভেদ।
মনমথ মধথে করব পরিছেদ॥ ১০

---

১০৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

সে অতি নাগর গোকুল কাহ্ন।
নগরহু নাগরি তোহি সবে জান॥ ২
কত বেরি সাজনি কী কহব বুঝাএ।
কএলে ধন্ধে ধরম দুর জাএ॥ ৪
সুন্দরি রূপগুনহু সয়ঁ সার।
আদি অন্ত নহি মহঘ পসার॥ ৬

---

* ন.গু. ৯১ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৫০।
† ন. গু. ৯২ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৯৩ (নেপালের পুথি)।

সরূপ নিরূপি বুঝউলিসি তোহি।
জনু পরতারি পঠাবসি মোহি ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ বুঝ রসমন্ত।
সিরি সিবসিংঘ লখিমা দেই কন্ত ॥ ১০

---

১০৪ *

(দূতীর উক্তি)

মাসে পখে উগএ কলানিধি
লইএ সকল নিঅ সাজ।
তসু মুখ সম নহি দেখিঅ
তেঁ খিন মনে গুনি লাজ ॥
কওন পুরুস ধনি
জাহি করবহ অনুরাগ।
কে অছ এহি মহীতল
জে অরজল হেন ভাগ ॥ ৪
সামর চামর নিন্দয়
কোমল কেস কলাপ।
ভৌঁহ মনোহর কি কহব
কামে তেজল সর চাপ ॥ ৬
পবন চলিত নব পল্লব
কুচ-কোরক ডরে কাঁপ ॥ ৭
ধকে ধাওল নহি পাওল
আসা লুবুধল লোভ।
এহনি রমনি নৃপ সিংঘ কহ
হরিহি নিকট পৈঁ সোভ ॥ ৯

১০৫ †

(দূতীর উক্তি)

এ ধনি কমলিনি সুন হিত বানি।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥ ২
সুজনক প্রেম হেম সমতূল।
দহইত কনক দ্বিগুন হোয় মূল ॥
টুটইত নহি টুট প্রেম অদভুত।
জৈসন বাঢ়এ মৃণালক সূত ॥ ৬
সবহু মতঙ্গজ মোতি নহি মানি।
সকল কণ্ঠ নহি কোইল-বানি ॥
সকল সময় নহি নহি রীতু বসন্ত।
সকল পুরুখ-নারি নহি গুনবন্ত ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥

---

১০৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

কত ন জাতকি কত ন কেতকি
কুসুম বন বিকাস।
তইঅও ভমর তোহি সুমর
ন লেঅ কতহু বাস ॥ ২
... ...
মালতি বধও জাএত লাগি।
ভময় বাপুর বিরহে আকুল
তুঅ দরসন লাগি ॥ ৪

* ন. গু. ৯৪ (রাগতরঙ্গিণী)।

† ন. গু. ৯৫ ; বেণীপুরী ৫১ ; কা. ৬ ; প-ত. ১০৯ ; সা. প. ১৯।

‡ ন. গু. ৯৬ (নেপালের পুথি)।

জখনে জতএ বন উপবন
ততহি তোহি নিহার।
লিহি মহীতল তোহি পরেখএ
তোহর জীবন সার॥ ৬
সময় গেলে নেহ বঢ়ওবহ
কুসুম হোএত সাল।
ভমর জনু অচেতত বুঝহ
ছুইত কর নিমাল॥ ৮

---

১০৭ *

(দূতীর উক্তি)

ভাবিনি সুন কিছু করি অবধান।
রাধা নাম কহই জব পন্থিক
সুনইত আকুল কান॥ ধ্রু॥ ২
কি রসে রিঝায়লি সে বর নায়র
অনুখন তোহারি ধেয়ান।
রমনি-সিরোমনি জানল তুহুঁ ধনি
কথি লাগি সাধসি মান॥ ৪
কত কত নাগরি গৌরি আরাধই
জে পদ করইত লাভ।
সে জন আকুল তুঅ লাগি সুন্দরি॥ ৪
কী ফল কঠিন সভাব॥ ৬
অপন পিতাম্বর হেরি চমকিত-মন
তোহারি ভরসে দএ কোর।
বিদ্যাপতি কহ সুন দেই মাধবি
রাখবি রাই ইহ বোল॥ ৮

---

১০৮ †

(দূতীর উক্তি)

সুন্দরি মাধব তুহে অনুরাগী।
তুহুঁ ধনি ঐসন ভেলি কথি লাগী॥ ২
জা ধরি তো সয়ঁ ভেল সম্ভাসি।
তা ধরি সব সুখ ভেল উদাসি॥ ৪
তুহারি কহিনি বিনু ন সুনএ আন।
তুঅ গুনে বান্ধল প্রেম পরান॥ ৬
খনে খনে রাই বলি ছোড়এ নিসাস।
মুন্দল নয়ন ন করু পরকাস॥ ৮
চহুদিসি উছলি উছলি পড়ু লোর।
অন্তর-বেদন কে কহু ওর॥ ১০
লাথ কলাবতি অছ উহ ঠাম।
সপনহু কাহুক ন করএ নাম॥ ১২
এক তুঅ তুঅ করি তেজএ পরান।
বড়হিক প্রেম বড়হি এক জান॥ ১৪
বিদ্যাপতি কহ প্রেম অগেআন।
তনু সয়ঁ পরবস করত পরান॥ ১৬

---

১০৯ ‡

(দূতীর উক্তি)

লাখ তরুঅর কোটিহি লতা
জুবতি কত ন লেখ।
সব ফুলমধু মধুর নাহী
ফুলহু ফুল বিসেখ॥ ২

---

* অপ্র. প. ৪—পদরসসার।
† অপ্র. প. ৫—পদরসসার ও পদরত্নাকর।
‡ ন.গু. ৯৭ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৫৬।

জে ফূল ভমর নিন্দহু সুমর
বাস ন বিসরএ পার।
জাহি মধুকর উড়ি উড়ি পড়
সেহে সঁসারক সার ॥ ৪
সুন্দরি, অবহু বচন সুন।
সবে পরিহরি তোহি ইছ হরি
আপু সরাইহ পুন ॥ ৬
তোহরে চিন্তা তোহরে কথা
সেজহু তোহরে চাব।
সপনহু হরি পুনু পুনু কএ
লএ উঠএ তোর নাব ॥ ৮
আলিঙ্গন দএ, পাছু নিহারএ
তোহি বিনু সুন কোর।
অকথ কথা আপুঅ বেথা
নয়নে তেজএ নোর ॥ ১০
রাহি রাহী জাহি মুঁহ সুনি
ততহি অপ্‌পএ কান।
সিরি সিবসিংঘ ই রস জানএ
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১২

---

১১০ *

(দূতীর উক্তি)

সরূপ কথা কামিনি সুনু।
পরহি আগে কহহি জনু ॥ ২
তোঁহ অতি নিঠুরি ও অনুরাগী।
সগরি নীসি গমাবএ জাগী ॥ ৪
এ রে রাধে জানি ন জান।
তোরি বিরহে বিমুখ কাহ্নু ॥ ৬
তোরী এ চিন্তা তোরিএ নাম।
তোরি কহিনী কহএ সব ঠাম ॥ ৮
অরু কী কহব সিনেহ তোর।
সুমরি সুমরি নয়ন নোর ॥ ১০
নিতে সে আবএ নিতে সে জাএ।
হেরইত হসইত সে ন লজাএ ॥ ১২
ন পিন্ধ কুসুম ন বান্ধ কেস।
সবহি সুনাব তোর উপদেস ॥ ১৪

---

১১১ †

(দূতীর উক্তি)

হেরিতহি দীঠি চিহ্নসি হরি গোরী।
চাঁদ কিরন জইসে লুবুধি চকোরী ॥ ২
হরি বড় চেতন তোরি বড়ি কলা।
তেসর ন জানএ দুই মন মেলা ॥ ৪
মোঞে তঞো ভাব লাগি ভল তুজনা।
মনসিজ-সর-সন্ধান তরুনা ॥ ৬
জীবন মাহ জোবন দিন চারী।
তথিহি সকল রস অনুভব নারী ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাএ অরজুন কমলা দেই কন্ত ॥ ১০

---

১১২ ‡

(দূতীর উক্তি)

আজ পেখল ধনি তোহর বড়াই।
তুঅ সম রমনি ভুবনে অরু নাই ॥ ২

* ন. গু. ৯৮ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৯৯ (তালপত্রের পুথি)
‡ ন. গু. ১০০ (কীর্তনানন্দ)।

কও কত রমনি কানুক সঙ্গ।
অনুখন করই তোহর পরসঙ্গ ॥ ৪
হম কহল কিছু তোহর সম্বাদ।
চউদিসি নাহক তোহর মুখ সাধ ॥ ৬
তুঅ গুন কহই রমনিগন আগে।
বুঝলম নিচয় তোহর অনুরাগে ॥ ৮
ছল ছল নয়ন হরি ভেল আন।
ভাবে ভরল রহু তোহর ধেয়ান ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি এহি বিচার।
আবে উচিত ধনি হরি অভিসার ॥ ১২

---

১১৩ *

(দূতীর উক্তি)

জদি অবকাস কইএ নহি তোহি।
কাঁ লাগি ততএ পঠওলএ মোহি ॥ ২
তোহর হৃদয় বচন নহি থীর।
নলিনী পাত জইসন বহ নীর ॥ ৪
আবে কি কহব সখি কহইত অকাজ।
অথিরক মধথ ভেল সম কাজ ॥ ৬
আসা লাগি সহত কত সাঠ।
গরুঅ ন হো অমড়াকাঁ কাঠ ॥ ৮
তোহে নাগরি গুন রূপক গেহ।
অনুদিন বুঝল কঠিন তুঅ নেহ ॥ ১০
তহ্নিক সতত তোহর পরথাব।
জনি নিরধন মন কতএ ন ধাব ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
মগলে কানট কে নহি পাব ॥ ১৪

১১৪ †

(দূতীর উক্তি)

সুন্দর মন্দিরে থির ন থাকয়
বচনে ন দএ কান।
চীর চিকুর এক ন সম্বর
কত ন বুঝাওব আন ॥ ২
রামা, সবহু তোহর উদেস।
বিরহে আউল কহ্নাই ফিরয়
দেস বিদেস ॥ ৪
সপন কারন সয়ন বরই
তুঅ পরসন লাগি।
নয়ন মুদয় মদন ন দেই
হৃদয় উঠয় আগি ॥ ৬

---

১১৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

তোহে কুল মতি রতি কুলমতি নারি।
বাঁকে দরসনে তুলল মুরারি ॥ ২
উচিতহু বোলইত আবে অবধান।
সংসয় মেললহু তহ্নিক পরান ॥ ৪
সুন্দরি কি কহব কহইত লাজ।
ভোর ভেলা সে পরহু সয়ঁ বাজ ॥ ৬
থাবর জঙ্গম মনহি অনুমান।
সবহিক বিসয় তোহর হোঅ ভান ॥ ৮
অরু কহিঅ কি বুঝওবিসি তোহি।
জনি উধমতি উমতাবএ মোহি ॥ ১০

* ন. গু. ১০১ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ১০২ (কীর্ত্তনানন্দ)।
‡ ন. গু. ১০৩ (নেপালের পুথি)

১১৬ *

(দূতীর উক্তি)

আসায়েঁ মন্দির নিসি গমাবএ
সুখে ন সূত সঁয়ান।
জখন জতএ জাহি নিহারএ
তাহি তাহি তোহি ভান॥ ২

মালতি। সফল জীবন তোর।

তোর বিরহে ভুঅন ভমমএ
ভেল মধুকর ভোর॥ ৪
জাতকি কেতকি কত ন অছএ
সবহি রস সমান।
সপনহু নহি তাহি নিহারএ
মধু কি করত পান॥ ৬
বন উপবন কুঞ্জ কুটীরহি
সবহি তোহি নিরূপ।
তোহি বিনু পুনু পুনু মুরুছএ
অইসন প্রেম-স্বরূপ॥ ৮
সাহর ন বহ সউরভ ন সহ
গুজরি গীত ন গাব।
চেতন পাপু চিন্তাএ আকুল
হরখ সবে সোহাব॥ ১০
জকর হিরদয় জতহি রাতল
সে ধসি ততহী জাএ।
জইও জতনে বাঁধি নিরোধিঅ
নিমন নীর থিরাএ॥ ১২
ঈ রস রাএ সিব- সিংঘ জানএ
কবি বিদ্যাপতি ভান।
রানি লখিমা দেই বল্লভ
সকল গুন নিধান॥ ১৪

১১৭ †

(দূতীর উক্তি)

আনহু তোরহি নামে বজাব।
তোরি কহিনী দিন গমাব॥ ২
সপনহু তোর সঙ্গম পাএ।
কখনে কী নহি কী বিসুনাএ॥ ৪
কি সখি পুছসি তহ্নিক কথা।
তাহি তহ ভলি তোরি অবথা॥ ৬
জাহি জাহি তুঅ সঙ্গ মেরী।
চকিত লোচন চউদিস হেরী॥ ৮
উঠি আলিঙ্গএ অপনি ছাআ।
এতেহু পাপিনি তোহি ন দাআ॥ ১০

---

* ন.গু. ১০৪ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৫৭। † ন. গু. ১০৫ (তালপত্রের পুথি)।

১১৮ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সহজ প্রসন মুখ দরস হৃদয় সুখ
লোচন তরল তরঙ্গ।
অকাস পাতাল বস সেও কইসে ভেল অস
চাঁদ সরোরুহ সঙ্গ ॥ ২

... ...

বিধি নিরমলি রামা দোসরি লাছি সমা
ভল তুলাএল নিরমান ॥ ৪
কুচ-মণ্ডল-সিরি হেরি কনক-গিরি
লাজে দিগন্তর গেল।
কেও অইসন কহ সেও ন জুগুতি সহ
অচল সচল কইসে ভেল ॥ ৫৬
মাঝ খীন তনু ভরে ভাঁগি জাএ জনু
বিধি অনুসএ ভেল সাজি।
নীল পটোর আনি অতি সে সুদৃঢ় জানি
জতনে সিরিজু রোমরাজি ॥ ৮
ভন কবি বিদ্যাপতি কামে রমনি রতি
কউতুক বুঝ রসমন্ত।
সিরি সিবসিংঘরাউ পুরুব সুকৃতে পাউ
লখিমা দেই রানি কন্ত ॥ ১০

---

১১৯ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জকর নয়ন জতহি লাগল
ততহি সিথিল গেলা।
তকর রূপ সরূপ নিরূপএ
কাহু দেখি নহি ভেলা ॥ ২
কমলবদনি রাহী জগত তকর।
পুন সরাহিয় সুন্দরি মীনতি জাহীরে ॥৪
পীন পয়োধর চীবুক চুম্বএ
কীএ পটতর দেলা।
বদন চাঁদ তরাসে লুকাএল
পলটি হের চকোরা ॥ ৬

---

১২০ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রামা অধিক চঙ্গিম ভেল।
কতনে জতনে কত অদবুদ
বিহি বিহি তোহি দেল ॥ ২
সুন্দর বদন সিন্দুর-বিন্দু
সামর চিকুর ভার।
জনি রবি সসি সঙ্গহি উয়ল
পাছু কএ অন্ধকার ॥ ৪

---

* ন. গু. ১১৫ (তালপত্রের পুথি)।

† ন. গু. ১১৬ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ১১৭ (তালপত্রের পুথি) ; সা. প. ৩২ ; প. ক. ১৩৩৬।

পাঠান্তর :—৭-৮।
উরজ-অঙ্কুর চিরে ঝাঁপয়সি
থোরে থোরে দরশায়।
কত না যতনে কত না গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়॥
প: ত ও সা. প।

৯-১০। ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এ সব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥ সা. প।

চঞ্চল লোচন বাঙ্ক নিহারএ
অঞ্জন সোভা পাএ।
জনি ইন্দীবর পবন পেলল
অলি ভরে উলটাএ ॥ ৬
উনত উরজ চির ঝপাবএ
পুনু পুনু দরসাএ।
জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ
হিমগিরি ন নুকাএ ॥ ৮
এহনি সুন্দরি গুনক আগরি
পুনেঁ পুনমত পাব।
ই রস বিন্দক রূপনরায়ন
কবি বিদ্যাপতি গাব ॥ ১০

---

১২১ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কবরী-ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চাঁদ অকাসে।
হরিনি নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে ॥ ২
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাসি ন যাসি।
তুঅ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল
তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি ॥ ৪
কুচ-ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেসে হুতাসে।
দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু
সম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥ ৬
ভুজ-ভয়ে কনক মৃনাল পঙ্কে রহুঁ
কর-ভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐসন
কহব মদন পরতাপে ॥ ৮

---

১২২ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

জনি হুতবহে হবি আনি মেরাওল
তা সম ভেল বিকার।
তুঅও নয়ন তোর বিসম মদন সর
সালয় হৃদয় হমার ॥ ২

... ...

হরি হরি কাঁ লাগি সুমুখি বিহুসি হসি
হেরহ জীবন পরল সন্দেহ ॥ ৪
পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নাগর
সবহু হোএত পরকার।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা কন্ত উদার ॥ ৮

---

* ন. গু. ১১৮; কাব্য ৩; প. ত. ১৩৫৮; স. প. ৩১।

† ন. গু. ১১৯ (রাগতরঙ্গিণী)।

১২৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুন্দরি গরুঅ তোর বিবেক।
বিনু পরীচয়ে পেমক আঁকুর
পল্লব মেল অনেক ॥ ২
কখনে হোএত সুফল দিবস
বদন দেখব তোর।
বহুল দিবস ভুখল ভমর
পিউত চাঁদ চকোর ॥ ৪
ভন বিদ্যাপতি সুন রমাপতি
সকল গুননিধান।
চিরে জিবে জিবও রাএ দামোদর
দসা সএ অবধান ॥ ৬

১২৪ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

ভেঁাহ লতা বড় দেখিঅ কঠোর।
অঞ্জনে আঁজি হাসি গুন জোর ॥ ২
সায়ক তীর কটাখ অতি চোখ।
ব্যাধ মদন বধই বড় দোখ ॥ ৪
সুন্দরি সুনহ বচন মন লাএ।
মদন হাথ মোহি লেহ ছড়াএ ॥ ৬
সহএ কে পার কাম পরহার।
কত অভিভব হো কী পরকার ॥৮
এহি জগ তিনিহু বিমল জস লেহ।
কুচজুগ সম্ভু সরন মোহি দেহ ॥ ১০

১২৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

তোরএ মোএঁ গেলহু ফূল।
মোতি মানিকে তুল ॥ ২
সাজনি সাজি অছোরসি মোরি ॥ ৩
গরুবি গরুবি আরতি তোরি।
দিঠি দেখইত দিবস চোরি ॥ ৫
এত কহ্নাই পর ধন লোভ।
জে নহি লুবুধ সেহে পএ সোভ ॥ ৭
নিকুঞ্জকের সমাজ।
ইথী নহী মুখ লাজ ॥ ৯
ঢাকি রহ্ে ন অপজস রাসি। ১০
সে করএ কাহ্ন জেন লজাসি।
জখনে নাগর নগর জাসি ॥ ১২
পীন পয়োধর ভার।
মদন রাএ ভঁড়ার ॥ ১৪
রতনে জড়িলো তহ্নিক মাথ।
মলিন হোএত ন দেহে হাথ ॥ ১৬
ভন কবি কণ্ঠহার।
বস এতএ কে পার ॥ ১৮
সিরি সিবসিংঘ জান তন্ত।
রতন সন লখীমা কন্ত ॥
সকল কলা রস জে গুনমন্ত ॥ ২১

* ন. গু. ১২০ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ১২১ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ১২২ (রাগতরঙ্গিণী)।

১২৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুঞ্জ-ভবন সয়ঁ নিকসলি রে
রোকল গিরিধারী।
একহি নগর বস মাধব হে
জনি কর বটমারী ॥ ২
ছাড়ু কহ্নুইয়া মোর আঁচর রে
ফাটত নব সারী।
অপজস হোএত জগত ভরি হে
জনি করিঅ উঘারী ॥ ৪
সঙ্গক সখি অগুআইলি রে
হম একসরি নারী।
দামিনি আএ তুলাএল হে
এক রাত অঁধারী ॥ ৬
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল রে
সুনু গুনমতি নারী।
হরিক সঙ্গ কিছু ডর নহি হে
তোঁহ পরম গমারী ॥ ৮

---

১২৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কর ধরু করু মোহে পারে।
দেব মেঁ অপরুব হারে; কহ্নৈয়া ॥ ২
সখি সব তেজি চলি গেলী।
ন জানু কোন পথ ভেলী, কহ্নৈয়া ॥ ৪
হম ন জাএব তুঅ পাসে।
জাএব ঔঘট ঘাটে, কহ্নৈয়া ॥ ৬
বিদ্যাপতি এহো ভানে।
গুজরি ভজু ভগবানে, কহ্নৈয়া ॥ ৮

---

১২৮ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

তুঅ গুন গৌরব সীল সোভাব।
সুনি কএ চঢ়লিহুঁ তোহরি নাব ॥ ২
হঠ ন করিঅ কাহ্নু কর মোহি পার।
সব তহঁ বড় থিক পর-উপকার ॥ ৪
আইলি সখি সব সাথ হমার।
সে সব ভেলি নিকহি বিধি পার ॥ ৬
হমরা ভেলি কাহ্নু তোহরোঅ আস।
জে অঁগিরিঅ তা ন হোইঅ উদাস ॥ ৮
ভল মন্দ জানি করিঅ পরিনাম।
জস অপজস দুই রহত এ ঠাম ॥ ১০
হম অবলা কত কহব অনেক।
আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক ॥ ১২
তোহঁ পর নাগর হম পর নারি।
কাঁপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনারায়ন
ই রস সকল সে পাবে ॥ ১৬

* ন. গু. ১২৩ ; বেণীপুরী ৫৯ ; গ্রিয়ার্সন ২১।
† ন.গু. ১২৪ ; বেণীপুরী ৫৮ ; গ্রিয়ার্সন ৫।
‡ ন. গু. ১২৫ (তালপত্রের পুথি ও রাগ-তরঙ্গিণী) ; বেণীপুরী ৬০।

১২৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

নাব ডোলাব অহীরে
জিবইত ন পাওব তীরে
খর নীরে লো।
খেবা ন লেঅএ মোলে
হঁসি হঁসি কী দহু বোলে
জিব ডোলে লো॥ ২
কিএ বিকে ঐলিহু আপে
বেঢ়লিহু মোহি বড় সাপে
মোরে পাপে লো।
করিতহুঁ পর-উপহাসে
পরিলিহুঁ তন্হি বিধি-ফাঁসে
নহি আসে লো॥ 8
ন বুঝসি অবুঝ গোআরী
ভজি রহু দেব মুরারী
নহি গারী লো।
কবি বিত্তাপতি ভানে
নৃপ সিবসিংঘ রস জানে
নব কাহ্নে লো॥ ৬

১৩০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ।
গিরি কইসে মুকাএত নব সসি রেখ॥ ২

আরতি অধিক ন করিঅ লোভ।
সব রাখএ পহিলহি মুখসোভ॥ 8

ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।
তুহু কুল অপজস পহিল পসার॥ ৬

ঘর কএ খেব লেহ নিঅ দান।
রসিক পএ রাথ গোপীজন মান॥ ৮

তোঁহেঁ জহুকুল হম কুলিন গোআলি।
অনুচিত বাট ন কর বনমালি॥ ১০

ভনই বিত্তাপতি অরেরে গোআরি।
বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি॥ ১২

রাজা রূপনরায়ন জান।
রাএ সিবসিংঘ সুখমা দেই রমান॥ ১৪

* ন. গু. ১২৬ (রাগতরঙ্গিণী); বেণীপুরী ৬১। † ন. গু. ১২৭ (তালপত্রের পুথি)।

সখী-শিক্ষা

(শ্রীরাধার শিক্ষা)

১৩১ *
(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি সুন্দরি কুটিল কটাখ।
জিব জোখ নাগর দে দস লাখ॥ ২
কেও দে হাস সুধা সম নীক।
জইসন পরহোঁক তইসন বীক॥ ৪
সুনু সুন্দরি নব মদন-পসার।
জনি গোপহ আওব বনিজার॥ ৬
রোস দরস রস রাখব গোএ।
ধএলে রতন অধিক মূল হোএ॥ ৮
ভলহি ন হৃদয় বুঝাওব নহে।
আরতি গাহক মহঁগ বেসাহ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনহু সয়ানি।
সুহিত বচন রাখব হিয় আনি॥ ১২

---

১৩২ †
(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি অলক তিলক লেব সাজি।
চঞ্চল লোচন কাজরে আঁজি॥ ২
জাএব বসনে আঁগ লেব গোএ।
দূরহি রহব তেঁ অরথিত হোএ॥ ৪
মোরি বোলব সখি রহব লজাএ।
কুটিল নয়নে দেব মদন জগাএ॥ ৬
ঝাঁপব কুচ দরসাওব কন্ত।
দৃঢ় কএ বাঁধব নিবন্ধুক অন্ত॥ ৮
মান করএ কিছু দরসব ভাব।
রস রাখব তেঁ পুনু পুনু আব॥ ১০
হম কি সিখওবি অওর রস-রঙ্গ।
অপনহি গুরু ভএ কহত অনঙ্গ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
নাগরি কামিনি ভাব বুঝাব॥ ১৪

১৩৩ ‡
(দূতীর উক্তি)

অপনহি নাগরি অপনহি দূত।
সে অভিসার ন জান বহুত॥ ২
কী ফল তেসর কান জনাএ।
আনব নাগর নয়নে বঝাএ॥ ৪
এ সখি রাখহিসি অপনক লাজ।
পরক দুআরে করহ জনু কাজ॥ ৬
পরক দুআরে করিঅ জঞো কাজ।
অনুদিন অনুখনে পাইঅ লাজ॥ ৮
দুহু দিস এক সয়ঁ হোইক বিরোধ।
তকরা বজইত কতএ নিরোধ॥ ১০

* ন.গু. ১২৯ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৬৩।
† ন.গু. ১৩০ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৬২।
পাঠান্তর :—
৭-৮। ঝাঁপব কুচ দরসাওব আধ।
খন খন সুদৃঢ় করব নিবি-বাঁধ॥ বেণীপুরী
১১। হম কি সিখওবি হে অওর সে রঙ্গ—ন. গু।

‡ ন. গু. ১৩১ (নেপালের পুথি)।

১৩৪ *

(সখীর উক্তি)

সুন সুন এ সখি বচন বিসেস।
আজু হম দেব তোহে উপদেস ॥ ২
পহিলহি বৈঠবি সয়নক-সীম।
হেরইত পিয়ামুখ মোড়বি গীম ॥ ৪
পরসইত দুহুঁ করে বারবি পানি।
মৌন রহবি পহু পুছইত বানি ॥ ৬
জব হম সোঁপব করে কর আপি।
সাধস ধরবি উলটি মোহে কাঁপি ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।
কাম গুরু হোই সিখাওব পাঠ ॥ ১০

১৩৫ †

(সখীর উক্তি)

তোহর সাজনি পহিল পসার।
হমর বচনে করিঅ বেবহার ॥ ২
অমিঅক সাগর অধরক পাস।
পওলে নাগর করব গরাস ॥ ৪
লহু লহু কহিনী কহব বুঝাএ।
পিউত কুগয়াঁ গোমুখ লাএ ॥ ৬
পহিল পঢ়শ্লোক ভলাকে হাথ।
তে উপহাস নহি গোপী সাথ ॥ ৮
মন্দা কাজ মন্দে কর রোস।
ভঙ্গ পওলেহি অলপহি কর তোস ॥ ১০

১৩৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

পরিহর, এ সখি, তোহে পরনাম।
হম নহি জাএব সে পিয়া-ঠাম ॥ ২
বচন-চাতুরি হম কিছু নহি জান।
ইঙ্গিত ন বুঝিএ ন জানিএ মান ॥ ৪
সহচরি মিলী বনাবএ ভেস।
বাঁধএ ন জানিএ অপ্পন কেস ॥ ৬
কভু নহি সুনিএ সুরতক বাত।
কৈসে মিলব হম মাধব সাথ ॥ ৮
সে বরনাগর রসিক সুজান।
হম অবলা অতি অলপ-গেআন ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ কি বোলব তোএ।
আজুক মীলন সমুচিত হোএ ॥ ১২

* ন. গু. ১৩২ ; বেণীপুরী ৬৪ ; কা ৫ ; প. ত. ৪৯ ; সা. প. ২৯।
পাঠান্তর :—
১-২। শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ॥ কা ;
৪। আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম—কা ;
৭-১০ পংক্তি নাই—কা ; পরিবর্তে—
"যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজ পাশ।
নহি নহি বোলবি গদগদ ভাষ॥
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ॥
ভনহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥" কা ;
† ন. গু. ১৩৩ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ১৩৪ ; বেণীপুরী ৬৫ ; কাব্য. ১০ ; প. ত. ১১১ ; সা. প. ২৮ ; ক. বিশ্ব. ৩৩১।
পাঠান্তর :—
১২। আজুক মীলন সমুচিত হোএ। (বেণীপুরী)।

১৩৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

ন জানি প্রেমরস নহি রতি রঙ্গ।
কৈসে মিলব হম সুপুরুখ সঙ্গ ॥ ২
তোহারি বচনে জদি করব পিরীত।
হম সিসুমতি অতি অপজস ভীত ॥ ৪
সখি হে হম অব কি বোলব তোএ।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোএ ॥ ৬
সে বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচসরে মদন মনোরথ জাগ ॥ ৮
দরসে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জিউ নিকসব জব রাখব কোই ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
সুনহ ঐসে নহ তাক বিলাস ॥ ১২

১৩৮ †

(সখীর উক্তি)

কাহে ডরসি সখি চলু হম সঙ্গ।
মাধব নহিঁ পরসব তুঅ অঙ্গ ॥ ২
ইহ রজনী ফুল-কানন মাঝ।
কে এক ফিরত সাজি বহু সাজ ॥ ৪
কুসুমক ঘোর ধনুক ধরি পানি।
মারত সর বালা জন জানি ॥ ৬
অতএ চলহ সখি ভীতর কুঞ্জ।
জঁহা রহ হরী মহাবলপুঞ্জ ॥ ৮
এত কহি আনল ধনি হরি পাস।
পূরল বল্লভ সুখ-অভিলাস ॥ ১০

১৩৯ ‡

(সখীর উক্তি)

পরিহর মন কিছু ন কর তরাস।
সাধস নহিঁ কর চল পিয় পাস ॥ ২
দুর কর দুরমতি কহলম তোএ।
বিনু দুখ সুখ কবহু নহি হোএ ॥ ৪
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনি কিএ হোই বিমুখ ॥৬
তিলা এক মূনি রহু দু নয়ান।
রোগি করএ জৈসে ঔখধ পান ॥ ৮
চল চল সুন্দরি করহ সিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহি সে বিচার ॥ ১০

১৪০ §

(সখীর উক্তি)

সয়ন সীম রহি আবে।
দুর কর সে সব সকল সভাবে ॥ ২
মুখ অবনত তেজ লাজে।
কহ মহি লিখসি চরন বেআজে ॥ ৪
রামা রহ পিআ পাসে।
অভিনব সঙ্গম তেজহ তরাসে ॥ ৬
পিয়া সয়ঁ পহিলুকি মেলী।
হোউ কমলকে অলি কেলী ॥ ৮
তরতম তঞে কর দূর।
হৈল ইহহি ছোড়হ মোর চীর ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি ভাসা।
অভিনব সঙ্গম তেজহ তরাসা ॥ ১২

* ন. গু. ১৩৫ ; কাব্য. ৯ ; প. ত. ৬৩ ; সা. প. ২৭।

† ন. গু. ১৩৬ (গীতচিন্তামণি) ; বেণীপুরী ৬৬।

‡ ন. গু. ১৩৭ ; বেণীপুরী ৬৭ ; কাব্য. ২৬।
পাঠান্তর :—
৬। ইথে লাগি ধনি কি হোইয় বিমুখ। ন. গু।

§ ন. গু. ১৩৮ (নেপালের পুঁথি)।

সখী-শিক্ষা

(শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা)

১৪১ *

(দূতীর উক্তি)

হমে দরসইত কতহুঁ বেস করু
হমে হেরইত তনু ঝাঁপ।
সুরত সিঙ্গারি আজ ধনি আওলি
পরসইত থর থর কাঁপ ॥ ২
সুন হে কাহ্নু কহিএ অবধারি।
সকল কাজ হম বুঝল বুঝাএল
ন বুঝল অন্তর নারি ॥ ৪
অভিনব কাম-নাম পুন সুনইত
রোখত গুন দরসাই।
অরি সম গঞ্জএ মন পুনু রঞ্জএ
অপন মনোরথ সাই ॥ ৬
অন্তর জীউ অধিক করি মানএ
বাহর ন গন তরাসে।
কহ কবি-সেখর সহজ বিসয়-রত
বিদগধি কেলি-বিলাসে ॥ ৮

১৪২ †

(দূতীর উক্তি)

জাবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস ॥ ২
লোভ পরীহরি সুনহি রাঁক।
ধকে কি কেও কুঅ ডুব বিপাক ॥ ৪
তেজ মধুকর এহন অনুবন্ধ।
কোমল কমল লীন মকরন্দ ॥ ৬
এখনে ইছসি এহন সঙ্গ।
ও অতি সৈসবে ন বুঝ রঙ্গ ॥ ৮
কর মধুকর তোঁহে দিঢ় গেআন।
অপনে আরতি ন মিল আন ॥ ১০

১৪৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন সুন্দর কহ্নাঈ।
তোহে সোঁপল ধনি রাঈ ॥ ২
কমলিনি কোমল কলেবর।
তুহু সে ভূখল মধুকর ॥ ৪
সহজ করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পঁচবান ॥ ৬
পরবোধি পয়োধর পরসিহ।
কুঞ্জর জনি সরোরুহ ॥ ৮
গনইত মোতিম হারা।
ছলে পরসবি কুচভারা ॥ ১০
ন বুঝএ রতিরস-রঙ্গ।
খন অনুমতি খন ভঙ্গ ॥ ১২

* ন.গু. ১৩৯ ; বেণীপুরী. ৬৮।
† ন. গু. ১৪০ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ১৪১ ; বেণীপুরী ৬৯ ; কাব্য. প. ত. ২২২ ; ক. বিশ্ব. ৩৩১।
পাঠান্তর :—৫-৮ পংক্তি নাই—ক. বিশ্ব।

সিরিস-কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহব ফুল-ধনু ॥ ১৪
বিদ্যাপতি কবি গাব।
দূতিক মিনতি তুঅ পাব ॥ ১৬

---

১৪৪ *

(দূতীর উক্তি)

বারি বিলাসিনি জতনে আনলি
রমন করব রাখি।
জৈসে মধুকর কুসুম ন তোল।
মধু পিব মুখ মাখি ॥ ২
মাধব করব তৈসনি মেরা।
বিনু হকারে তুঅ নিকেতন
আবএ দোসরি বেরা ॥ ৪
সিরিস-কুসুম কোমল ও ধনি
তোহহু কোমল কাহ্নু।
ইঙ্গিত উপর কেলি জে করব
জে ন পরাভব জান ॥ ৬
দিনে দিনে দূন পেম বঢ়াওব
জৈসে বাঢ়সি সু-সসী।
কৌতুকহু কিছু বাম ন বোলব
নিঅর জাউবি হসী ॥ ৮

১৪৫ †

(দূতীর উক্তি)

বুঝব ছয়লপন আজ।
রাহি মনি রতনে আনলি অতি জতনে
বঞ্চি সব রমনি-সমাজ ॥ ২
সিরিস-কুসুম জনি অতি সুকুমার ধনি
আলিঙ্গব দৃঢ় অনুরাগে।
নির্ভয় করব কেলি কেহ নহি বুঝে গেলি
ভোঁর ভরে মাঁজরি ন ভাঁগে ॥ ৪
পিরীতিক বোলি নিয়রে বইসাওব
নখ হনি আনব কোল।
নহি নহি কর ধনি কপট ভুলব জনু
জদি কহ কাতর বোল ॥ ৬

১৪৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

কোমল তনু পরাভব পাওব
তেজি ন হলবি তেঁহু।
ভমর ভরে কি মাঞ্জরি ভাঁগএ
দেখল কতহু কেহু ॥ ২
মাধব, বচন ধরব মোর।
নহী নহি কয় ন পতিআএব
অপদ লাগত ভোর ॥ ৪
অধর নিরসি ধুসর করব
ভাব উপজত ভলা।
খন খন রতি রভস অধিক
দিনে দিনে সসি কলা ॥ ৬

---

* ন. গু. ১৪২ (নেপালের পুথি)
† ন. গু. ১৪৩ (গীতচিন্তামণি); বেণীপুরী ৭১।
‡ ন. গু ১৪৪ (নেপালের পুথি)।

১৪৭ *

(দূতীর উক্তি)

সহজহি তনু খিনি মাঝ বেবি সনি
সিরিস-কুসুম সম কায়া।
তোহে মধুরিপুপতি কৈসে কএ ধরতি রতি
অপুরুব মনমথ মায়া॥ ২
মাধব, পরিহর দৃঢ় পরিরম্ভা।
ঝাঁপি জাএত মন জীব সয়ঁ মদন
বিটপি আরম্ভা॥ ৪
সৈসব অছল সে ডরে পলাএল
জৌবন নূতন বাসী।
কামিনি কোমল পাহুন পঁচসর
ভএ জনু জাহ উদাসী॥ ৬
তোহর চতুর-পন জখনে ধরতি মন
রস বুঝতি অবসেখি।
এখনে অলপ-বুধি ন বুঝ অধিক সুধি
কেলি করব জিব রাখি॥ ৮
তোহে জে নাগর মানও ধনি জিব সনি
কোমল কাঁচ সরীরা।
তে পরি করব কেলি জে পুনু হোঅ মেলি
মূল রাখ বনিজারা॥ ১০
হমরি অইসনি মতি মন দএ সুন দুতি
দুর কর সব অনুতাপ।
জয়ঁ অতি কোমল তৈঅও ন ঢরি পল
কবহু ভমর ভরে কাপ॥ ১২

১৪৮ †

(দূতীর উক্তি)

প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।
ধনি বল জানি করব রতিরঙ্গ॥ ২
হঠ করব অতি আরতি পাএ।
বড়হু ভুখল নহি দুহু কর খাএ॥ ৪
চেতন কাহ্নু তোঁহহি অতি আথি।
কে নহি জান মহত নব হাথি॥ ৬
তুঅ গুন গন কহি কত অনুবোধি।
পহিলহি সবহি হললি পরবোধি॥ ৮
হঠ নহি করব রতী-পরিপাটি।
কোমল কামিনি বিঘটতি সাটি॥ ১০
জাবে রভস সহ তাবে বিলাস।
বিমতি বুঝিঅ জয়ঁ ন জাএব পাস॥ ১২
ধসি পরিহরি নহি ধরবিএ বাহু।
উগিলল চাঁদ গিলএ জনি রাহু॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি কোমল-কাঁতি।
কৌসল সিরিস-সুমন অলি ভাঁতি॥ ১৬

১৪৯ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি)

তীনিক তেসর তীনিক বাম।
তীনিক তেসর ধনিকের ঠাম॥ ২
তীনি তীনি কএ রোঘলি ফূল।
তীনিক তেসর মাধব তূল॥ ৪

* ন. গু. ১৪৫ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ১৪৬ (তালপত্রের পুথি); বেণী-রী ৭০।

‡ গ্রিয়ার্সন. ৭।

তীনি তীনি কএ উঠলিহি ভাখি।
তীনিক তেসর মাধব সাখি ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি তীনিক নেহ।
নাগরকাঁ থিক নারি সিনেহ ॥ ৮

১৫০ *

(দূতীর উক্তি)

মাধব জাইত দেখলি পথ রামা।
গরুড়াসন-সখ-তাতক বাহন
তা সম গতি অভিরামা ॥ ২
দচ্ছ-সুতা চারিম পতি-ভগনী-
তনয়-ঘরনি সম রূপে।
সুরপতি-অরি-দুহিতা-পতি-বৈরী
তেঁ ভরি গেলি অনূপে ॥ ৪
অদিতি-তনয়-বৈরী-গুরু চারিম
তা সম আনন-কাঁতী।
কুম্ভ-তনয় তসু অসন-তনয় তসু
কোখ বৈসাওলি পাঁতী ॥ ৬
নন্দঘরনি-তনয়া তসু বাহন
তা সম মাঁঝক ছীনী।
কামধেনু-পতি তা পতি প্রিয় ফল
উরজ হনল জিমি জোমী ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
অপুরুব রূপক রঙ্গে।
রাবন-অরি-পতনী-তাতক-তপ
তা সহ পাবিঅ সঙ্গে ॥ ১০

১৫১ †

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি)

মাধব দেখলহুঁ তুঅ ধনি আজে ॥
ভূতল-নৃপতি-সুত তসু-তনয়া পতি-
তাতক তাতক রামা।
তসু তাতক সুত তনিকর উপমেয়
সেহো থিক ওহি ঠামা ॥ ৩
দীস নিগম দুই আনি মিলাবিয়
তাহি দিঅ বিধি মুখ আধো।
সে লৈ আদি আধি রস মঁগেঅছি
এহন রমনি তুঅ মাধো ॥ ৫
পণ্ডিতকাঁ পঠ জড়কাঁ পাহন
ঈ গিত গোরখ ধনূহারী।
ভনই বিদ্যাপতি সৈহ চতুর জন
জৈহ বুঝত অবধারী ॥ ৭

১৫২ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি)

মাধব জাইত দেখলি পথ রামা।
অবলা অরুন তরা গন বেঢ়লি
চিকুর চামরু অনুপামা ॥ ২
জলনিধি-সুত সন বদন সোহাওন
সিখর-বীজ রদ-পাঁতী।
কনক লতা জনি ফড়ল সিরীফল
বোহ রচল বহু ভাঁতী ॥ ৪

* গ্রিয়ার্সন. ১৬।

† গ্রিয়ার্সন. ১৭।

‡ গ্রিয়ার্সন. ১৮।

অজেঞা-সুত-রিপু-বাহন জেহন
তা সন চলু জিমি রাহী।
সাগর গরহ সাজি বর কামিনি
চললি ভবন পতি তাহী॥ ৬

খগপতি-তনয় তাসি রিপু-তনয়া
তা গতি জেহন সমানে।
হর বাহন তেঁহি হেরইত হেরলহ্নি
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥ ৮

মিলন

১৫৩ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

সুন্দরি চললিহু পহু-ঘর না।
চহুদিস সখি সব কর ধর না॥ ২
জাইতহু লাগু পরম ডর না।
জইসে সসি কাঁপ রাহু ডর না॥ ৪
জাইতহি হার টুটিএ গেল না।
ভুখন বসন মলিন ভেল না॥ ৬
রোএ রোএ কাজর বহাএ দেল না।
অদকঁহি সিন্দুর মেটাএ দেল না॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি গাওল না।
দুখ সহি সহি সুখ পাওল না॥ ১০

১৫৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

অহে সখি অহে সখি লএ জনি জাহ।
হম অতি বালিক আকুল নাহ॥ ২
গোট গোট সখি সব গেলি বহরায়।
বজর কিবাড় পহু দেলহ্নি লগায়॥ ৪
তেহি অবসর পহু জাগল কন্ত।
চীর সম্ভারলি জিউ ভেল অন্ত॥ ৬
নহিঁ নহিঁ করএ নয়ন ঢর নোর।
কাঁচ কমল ভমরা ঝিক-ঝোর॥ ৮
জইসে ডগমগ নলনিক নীর।
তইসে ডগমগ ধনিক সরীর॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজ।
আগি জারি পুনি আগক কাজ॥ ১২

১৫৫ ‡

(সখীর উক্তি)

অথিক নবোঢ়া সহজহি ভীতি।
আইলি মোর বচনে পরতীতি॥ ২
চরন ন চলএ নিকট পহু পাস।
রহলি ধরনি ধরি মান তরাস॥ ৪
অবনত আনন লোচন বারি।
নিজ তনু মিলি রহলি বরনারি॥ ৬

* ন.গু. ১৪৭; বেণীপুরী ৭২; গ্রিয়ার্সন ২৭।
† ন. গু. ১৪৮; বেণীপুরী ৭৩; গ্রিয়ার্সন ২৮।
‡ ন. গু. ১৪৯ (নেপালের পুথি)।

১৫৬ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

কত অনুনয় অনুগত অনুবোধি।
পতিগৃহ সখিহ্নি সুতাওলি বোধি ॥ ২
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাবএ কোএ ॥ ৪
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেল ন মিলএ দেলহু হিম কোটি ॥ ৬
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ ॥ ৮
ভুজ-জুগ চাঁপ জীব জোঁ সাঁচ।
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাঁচ ॥ ১০
লগ নহিঁ সরএ, করএ কসি কোর।
করে কর বারি করহি কর জোর ॥ ১২
এতদিন সৈসব লাওল সাঠ।
অব ভএ মদন পঢ়াওব পাঠ ॥ ১৪
গুরুজন পরিজন ছুঅও নেবার।
মোহর মুদল অছি মদন-ভঁডার ॥ ১৬
ভনই বিদ্যাপতি ইহো রসভান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা বিরমান ॥ ১৮

১৫৭ †

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

ধনী বেয়াকুলি কোমল কন্তু।
কোন পরবোধব সহি পরজন্তু ॥ ২
সখী পরবোধি সেজ জব দেল।
পিয়া হরসি উঠি কর ধএ লেল ॥ ৪
নহি নহি করয় নয়ন ঢরু নোর।
সুতি রহলি ধনি সেজক ওর ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি হে জুবরাজ।
সভ সয়োঁ বড় থিক আঁখিক লাজ ॥ ৮

১৫৮ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

সখি পরবোধি সয়ন-তল আনি।
পিয় হিয় হরখি ধএল নিজ-পানি ॥ ২
ছুঅইত বালি মলিন ভৈ গেলি।
বিধু-কোর মলিন কুমুদিনি ভেলি ॥ ৪
নহি নহি কহই নয়ন ঝর লোর।
সুতি রহলি রাহি সয়নক ওর ॥ ৬
আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ বিন্থু খোরি।
কর কুচ পরস সেহ ভেল থোরি ॥ ৮
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপ।
থির নহি হোঅই থর থর কাঁপ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি ধীরজ সার।
দিন দিন মদনক হোয় অধিকার ॥ ১২

* ন. গু. ১৫০ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৭৫; কাব্য. ২০; গ্রিয়ার্সন ৩০।

পাঠান্তর :—

৫.৬। বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
করে ধরইতে কত করু না কোটী ॥ কা।

† ন. গু. ১৫১।

‡ ন. গু. ১৫২; বেণীপুরী. ৭৬; কাব্য ৪।

পাঠান্তর :—

১। সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি—কাব্য।
৪। 'কুমুদিনি' স্থলে 'কমলনী'—বেণীপুরী।

১৫৯ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

জতনে আএলি ধনি সয়নক সীম।
পাঁগুর লিখি খিতি নত রহু গীম ॥ ২
সখি হে, পিয়া পাস বৈঠলি রাহি।
কুটিল ভৌঁহ করি হেরইছি কাহি ॥ ৪
নবি বর নারি পহিল পিয়া মেলি।
অনুনয় করইত রাত আধ গেলি ॥ ৬
কর ধরি বালমু বৈসাওল কোর।
এক পএ কহ ধনি নহি নহি বোল ॥ ৮
কোর করইত মোড়ঈ সব অঙ্গ।
প্রবোধ ন মানু, জনি বাল ভুজঙ্গ ॥ ১০
ভনই বিত্থাপতি নাগরি রামা।
অন্তর দাহিন বাহর বামা ॥ ১২

১৬০ †

(সখীব প্রতি সখীর উক্তি)

অধর মঁগইত অওঁধ কর মাথ।
সহএ ন পার পয়োধর হাথ ॥ ২
বিঘটল নীবী কর ধর জাঁতি।
অঙ্কুরল মদন, ধরএ কত ভাঁতি ॥ ৪
কোমল কামিনি নাগর নাহ।
কওনে পরি হোএত কেলি নিরবাহ ॥ ৬
কুচ-কোরক তব কর গহি লেল।
কাঁচ বদরি অরুনিম রুচি ভেল ॥ ৮
লাবএ চাহিঅ নখর বিসেখ।
ভৌঁহনি আবএ চাঁদক রেখ ॥ ১০
তসু মুখ সোঁ লোভে রহু হেরি।
চাঁদ ঝপাব বসন কত বেরি ॥ ১২

১৬১ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

পরসইত চমকি চলএ পদ আধ।
অনুমতি ন দএ ন কর রসবাধ ॥ ২
অভিনব নাগর সুনাগরি মেলি।
রস বৈদগধি অবধি ভই গেলি ॥ ৪
হঠ পরিরম্ভ আরম্ভন বেলি।
ধনি মুখ মোড়ি রহলি কর ঠেলি ॥ ৬
আন কহইত আন কহে তঙ্কে।
মরম কহইত বিহসি মুখ বঙ্কে ॥ ৮
রতিরন-রঙ্গই ভঙ্গ ন দেল।
ন জানি কাম কেহন জস লেল ॥ ১০

১৬২ §

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

বামা বয়ন নয়ন বহ নোর।
কাঁপ কুরঙ্গিনি কেসরি কোর ॥ ২
একে গহ চিকুর দোসরে গহ গীম।
তেসরে চিবুক চউঠে কুচ-সীম ॥ ৪
নিবিবন্ধ ফোএক নহি অবকাস।
পানি পচমকে বাঢ়লি আস ॥ ৬
রাধা মাধব প্রথমক মেলি।
ন পুরল কাম মনোরথ কেলি ॥ ৮

* ন. গু. ১৫৪ (কীর্ত্তনানন্দ); বেণীপুরী ৭৮।
† ন.গু. ১৫৫ (নেপালের পুথি); বেণীপুরী ৭৯।
‡ ন. গু. ১৫৬ (গীতচিন্তামণি)।
§ ন. গু. ১৫৭ (তালপত্রের পুথি)।

ভনই বিদ্যাপতি প্রথমক রীতি।
দিনে দিনে বালা বুঝতি পিরীতি॥ ১০

১৬৩ *

(সখীর উক্তি)

একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি।
করে ধরইত করুনা কর কোটি॥ ২
হঠ পরিরম্ভনে নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিনী হরি-হিয়ে ডোল॥ ৪
বারি বিলাসিনি আকুল কান।
মদন-কৌতুকি কিএ হঠ নহি মান॥ ৬
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ ঐসন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ॥ ১০

১৬৪ †

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

একে অবলা অওকে সহজক ছোটি।
কর ধরইত করুনা কর কোটি॥ ২
আঁকম নামে রহএ হিঅ হারি।
জনি করিবর তর খসলি মিনারি॥ ৪
নয়ন নীর ভরি নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল॥ ৬
কৌসলে কুচ-কোরক করে লেল।
মুখ দেখি তিরিবধ সংসঅ ভেল॥ ৮
বারি বিলাসিনি বেসনী কান্থ।
মদন-কউতুকি কিএ হঠ নহি মান॥ ১০

১৬৫ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

পহিলহি রাধা মাধব ভেট।
চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট॥ ২
অনুনয় কাকু করতহি কান্থ।
নবীন রমনি ধনি রস নহি জান॥ ৪
হেরি হরি নাগর পুলক ভেল।
কাঁপি উঠু তনু, সেদ বহি গেল॥ ৬
অথির মাধব ধরু রাহিক হাথ।
করে কর বাধি ধর ধনি মাথ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি নহি মন আন।
রাজা সিবসিংঘ লখিমা রমান॥ ১০

১৬৬ §

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

হৃদয় আরতি বহু ভয় তনু কাঁপ।
নূতন হরিনি জনি হরিন করু ঝাঁপ॥ ২
ভুখল চকোর জনি পিবইত আস।
ঐসন সময় মেঘ নহি পরকাস॥ ৪
পহিল সমাগম রস নহি জান।
কত কত কাকু করতহি কান॥ ৬

* ন. গু. ১৫৮; কাব্য. ২; প. ত. ৬৬।
পাঠান্তর :—
৬। মদন কৌতুকিয়া হটল ন মান—ন. গু।

† ন. গু. ১৫৯ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ১৬০।
§ ন. গু. ১৬১।

পরিরম্ভন বেরি উঠই তরাস।
লাজে বচন নহি কর পরকাস ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ইহ নহি ভায়।
জে রসবন্ত সেহো রস পায় ॥ ১০

১৬৭ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

জখন লেল হরি কঁচুঅ অছোড়ি।
কত পরজুগতি কএল অঙ্গ মোড়ি ॥ ২
তখনুক কহিনী কহহি ন জাএ।
লাজে সুমুখি ধনি রহলি লজাএ ॥ ৪
কর ন মিঝায় দূর জর দীপ।
লাজে ন মরএ নারি কঠজীব ॥ ৬
অঙ্কম কঠিন সহএ কে পার।
কোমল হৃদয় উখড়ি গেল হার ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি তখনুক ভান।
কওন কহলি সখি হোএত বিহান ॥ ১০

১৬৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব এঁ বেরি ছুরছ ছুর সেবা।
দিন দস ধৈরজ কর জদুনন্দন
হমে তপ বরি বরু দেবা ॥ ২
কোরি কুসুম মধু বেকত ন রহত
হঠ জনু করিঅ মুরারি।
তুঅ ইহ দাপ সহএ কে পারত
হম কোমল তনু নারি ॥ ৪
আইতি হঠ জয়ঁ করবহ মাধব
তয়ঁ আইতি নহি মোরী।
কঁাচি বদরি উপভোগ ন আওত
উহে কী ফল তোরী ॥ ৬
এতিখন অমিঅ বচন উপভোগহ
আরতি অনদিনে দেবা।
লখিমিনাথ ভন সুন জদুনন্দন
কলিজুগে নিতে মোরি সেবা ॥ ৮

১৬৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

অবলা অংসুক বালভু লেলা।
পানি-পলব ধনি আঁতর দেলা ॥ ২
হঠ ন করিহ পহু ন পুরত কামে।
প্রথমক রভস বিচারক ঠামে ॥ ৪
মদন ভণ্ডার সুরত রস আনী।
মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী ॥ ৬
মুকুলিত লোচন নহি পরগাসে।
কাঁপ কলেবর হৃদয় তরাসে ॥ ৮
আবে নব জৌবন সময় নিহারী।
অপনহি বেকত হোএত পরচারী ॥ ১০

* ন. গু. ১৬২ (তালপত্রের পুথি) বেণীপুরী ৮০ ; গ্রিয়ার্সন ৩১।

† ন. গু. ১৬৩ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ১৬৪ (তালপত্রের পুথি ও রাগ-তরঙ্গিণী)।

ভনই বিদ্যাপতি নব অনুরাগী।
সহিঅ পরাভব পিয়-হিত লাগী॥ ১২

---

১৭০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

এ হরি বলে জদি পরসবি মোয়।
তিরিবধ-পাতক লাগএ তোয়॥ ২
তুহু রস-আগর নাগর ঢীঠ।
হম ন বুঝিএ রস তীত কি মীঠ॥ ৪
রস পরসঙ্গ উঠওঁ মঝু কাঁপ।
বান হরিনি জনি কএলহি ঝাঁপ॥ ৬
অসময় আস ন পূরএ কাম।
ভল জন ন কর বিরস পরিনাম॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহুঁ সাঁচ।
ফলহু ন মীঠ হোঅএ কাঁচ॥ ১০

১৭১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

রতি-সুবিসারদ তুহু রাখ মান।
বাঢ়িলে জৌবন তোহে দেব দান॥ ২
আবে সে অলপ রস ন পূরব আস।
থোর সলিল তুঅ ন জাব পিয়াস॥ ৪
অলপ অলপ রতি জদি চাহি নীতি।
প্রতিপদ চাঁদ-কলা সম রীতি॥ ৬
থোরি পয়োধর ন পূরব পানি।
ন দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি॥ ৮

ভনই বিদ্যাপতি কৈসন রীতি।
কাঁচ দাড়িম প্রতি ঐসন প্রীতি॥ ১০

১৭২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

চানুর মরদন তুহুঁ বনমারি।
সিরিস-কুসুম হম কমলিনি নারি॥ ২
দুতি বড় দারুন সাধল বাদ।
করি করে সোঁপল মালতি-মাদ॥ ৪
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥ ৬
বিদগধ মাধব তোহে পরনাম।
অবলা বলি দএ ন পুজহ কাম॥ ৮
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরান॥ ১০
রসবতি নাগরি রস-মরিজাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ॥ ১২

---

১৭৩ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

তরল নয়ন সর অথির সন্ধান।
নবীন সিখাএল গুরু পাঁচ বান॥ ২
অগেআনে কওন করএ বেভার।
বলে নহি লেওত জিবন হমার॥ ৪
আরতি ন কর কানু ন ধর চীর।
হম অবলা অতি রতিরন-ভীর॥ ৬
প্রথম বয়স লেস ন পূরব আস।
ন পুরে অলপ ধনে দারিদ পিয়াস॥ ৮

* ন. গু. ১৬৫; বেণীপুরী. ৮১; কাব্য ২২।
† ন. গু ১৬৬; বেণীপুরী ৮২; কাব্য ১৭।
‡ ন. গু ১৬৭; কাব্য ১৯।
§ ন. গু. ১৬৮; কাব্য ২৩।

মাধবি মুকুলিত মালতি ফুল।
তাহে নহি ভুখল ভমর অনুকূল॥ ১
অনুচিত কাজে ভল নহে পরিনাম।
সাহস ন করিঅ সংসয় ঠাম॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নহি অঙ্কুস মান॥ ১৪

দইন দয়া নহি দারুন তোহি।
নহি তিরিবধ-ডর হৃদয় ন মোহি॥ ৮
রমন সুখে জয় রমনী জীব।
মধুকর কুসুম রাখি মধু পীব॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি পহু রসমন্ত।
রতিরস রভস হোএত নহি অন্ত॥ ১২

---

১৭৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

গরবে ন কর হঠ লুবুধ মুরারি।
তুঅ অনুরাগে ন জীয় বর নারি॥ ২
তুহু নাগর গুরু হম অগেআন।
কেলি-কলা সব তুহু ভল জান॥ ৪
ফুয়ল কবরি মোর টুটল হার।
হম অবুধ নারি তুহুঁত গোআর॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
রোগি করএ জৈসে ঔখধ পান॥ ৮

১৭৫ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

হমে অবলা তোঁহে বলমত নাহ।
জীবক বদলে পেম নিরবাহ॥ ২
পঠি মনসিজ মত দরসহ ভাব।
কউতুকে করিবর করিনি খেলাব॥ ৪
পরিহর কন্ত দেহ জিব দান।
আজ ন হোএত নিসি অবসান॥ ৬

১৭৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

নিবি-বন্ধন হরি কিএ কর দূর।
এহো পএ তোহর মনোরথ পুর॥ ২
হেরনে কওন সুখ ন বুঝ বিচারি।
বড় তুহু ঢীঠ বুঝল বনমারি॥ ৪
হমর সপথ জোঁ হেরহ মুরারি।
লহু লহু তব হম পারব গারি॥ ৬
বিহর সে রহসি হেরনে কৌন কাম।
সে নহি সহবহি হমর পরাম॥ ৮
কহাঁ নহি সুনিএ এহন পরকার।
করএ বিলাস দীপ লএ জার॥ ১০
পরিজন সুনি সুনি তেজব নিসাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাস॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস জান।
নৃপ সিবসিংঘ লখিমা-বিরমান॥ ১৪

* ন. গু. ১৬৯; কাব্য ১৮।
† ন. গু. ১৭০ (তালপত্রের পুথি)
‡ ন. গু. ১৭১; বেণীপুরী ৮৩; কাব্য. ১৬। পাঠান্তর :—১২। 'পরিজন' স্থলে 'সখীজন' বেণীপুরী।

১৭৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুন সুন নাগর নিবিবন্ধ ছোর।
গাঁঠিতে নহিঁ সুরত-ধন মোর ॥ ২
সুরতক নাম সুনলি হম আজ।
ন জানিঅ সুরত করএ কৌন কাজ ॥ ৪
সুরতক খোজ করব জহাঁ পাব।
ঘর কি অছএ নহি সখিরে সুধাব ॥ ৬
বেরি এক মাধব সুন মঝু বানি।
সাখি সয়ঁ খোজি মাঁগি দেব আনি ॥ ৮
বিনতি করএ ধনি মাঁগে পরিহার।
নাগরি-চাতুরি ভন কবি-কণ্ঠহার ॥ ১০

---

১৭৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

বুঝল মোহে হরি বহুত অকার।
হিয়া মোর ধস ধস তুহু সে গোআর ॥ ২
ধিরে ধিরে রমহ টুটঅ জনু হার।
চোরি রভস নহি কর পরচার ॥ ৪
ন দিহ কুচে নখরেখঘাত।
কইসে মুকায়ব কালি পরভাত ॥ ৬
ন কর বিঘাতন অধরহি দসনে।
লাজ ভয় দুহু নহি তুঅ থানে ॥ ৮
ন ধর কেস ন কর ঢিঠপন।
অলপে অলপে করহ নিধুবন ॥ ১০
তোহে সোঁপলি তনু জনমক মত।
অলপে সমধান আজু অভিমত ॥ ১২
নাগরি সুন, কহ কবি কণ্ঠহার।
বিঙ্কল কুসুম-সরে নহি সে বিচার ॥ ১৪

---

১৭৯ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

একি আ অনলহু ন আবএ পাসে।
কোরহু করইত কাঁপ তরাসে ॥ ২
নহি নহি নহি পঅ ভাখে।
জইঅও জতন করিঅ পঅ লাখে ॥ ৪
সুমুখি বিমুখী রহ সোই।
পঅ পরলহু নহি পরসনি হোই ॥ ৬
সেজ চকিত রহ জাগী।
ছট পট কর জনি পরসলি আগী ॥ ৮

---

১৮০ §

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সবহু সখি পরবোধি কামিনি
আনি দেলি পিয়া পাস।
জনু বাঁধি ব্যাধা বিপিন সয়ঁ মৃগ
তেজ তীখ নিসাস ॥ ২
বৈঠলি সয়ন সমীপে সুবদনি
জতনে সমুহি ন হোই।
ভেল মানস বুলএ দহোদিস
দেল মনমথে কোই ॥ ৪

* ন. গু. ১৭২ (কীর্ত্তনানন্দ) ; বেণীপুরী. ৮৪।
† ন. গু. ১৭৩ (কীর্ত্তনানন্দ)।
‡ ন. গু. ১৭৪ (তালপত্রের পুথি)।
§ ন. গু. ১০৫ (রাগতরঙ্গিণী) ; কাব্য ২৪।
পাঠান্তর :—৯-১০. ১১-১২ পরিবর্ত্তে—
"কান্ত কাতর কতহু কাকুতি করত কামিনী পায়।
প্রাণপীড়ন রাই মানই বিদ্যাপতি কবি গায়।" কা.

সকল গাত দুকুল দৃঢ় অতি
কতহু নহি অবকাস।
পানি পরস পরান পরিহর
পুরতি কী রতি আস ॥ ৬
কঠিন কাম কঠোর কামিনি
মান নহি পরবোধ।
নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ ॥ ৮
করব কী পরকার আবে হমে
কিছু ন পর অবধারি।
কোপে কৌসলে করএ চাহিঅ
হঠহি হল হিঅ হারি ॥ ১০
দিবস চারি গমাএ মাধব
করব রতি সমধান।
বড়হিক বড় হোয় ধৈরজ
সিংঘ ভূপতি ভান ॥ ১২

---

১৮১ *

(শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার কথোপকথন)

পরসে বুঝল তনু সিরিসক ফুল।
বদন সুসৌরভ সরসিজ তুল ॥ ২
মধুর বানি সরে কোকিল সাদ।
পিউল অধর মুখ অমিয় সবাদ ॥ ৪
সুন্দরি বুঝ তোহর বিবেক।
চারি জেঁওল ভরি ভুখল এক ॥ ৬
বাসর দেখহি ন পারিঅ সুর।
দুতিক বচনে অএলাহুঁ এত দুর ॥ ৮

পওলহ সীতল পানি বিসেখি।
হরহ পিয়াস কি করবহ দেখি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
নয়নক আতুর রহল মুরারি ॥ ১২

১৮২ †

(সখীর উক্তি)

আএল মাধব পাওল ধাম।
সম্ভ্রম জাগল মনমথ-গাম ॥ ২
ধনি মুখ ঢাকি রহলি এক পাস।
বাদর তরে সসি রহল তরাস ॥ ৪
চলু সব সখিজন ইঙ্গিত জানি।
করতল নাহ ধরল ধনি পানি ॥ ৬
কণ্ঠে বলয় কিএ ঝন ঝন বাজ।
বালা কিছুই ন কহ ভয়-লাজ ॥ ৮
কত কত সখিজন করয় উপাই।
ধনি মুখ চন্দ কবহু ন দেখাই ॥ ১০
রতি-রস-পণ্ডিত নাগর রঙ্গ।
চাপি ধরল ধনি বেনী ভুজঙ্গ ॥ ১২
দাহিন হাথ চিবুক গহি রাখ।
সম্ভ্রমে বদন-ইন্দু-রস চাখ ॥ ১৪
নয়ন-চকোর অমিয়-রস পীব।
অপুরুব দুহুক জিউ তব জীব ॥ ১৬
ভুজ ধরি আনল কুসুম-সয়ান।
জনম সফল মানল পঁচবান ॥ ১৮
সঘনে আলিঙ্গন নিভয় কেলি।
বল্লভ বিদগধ সাফল ভেলি ॥ ২০

---

* ন. গু. ১৭৬ (তালপত্রের পুথি)।

† ন. গু. ১৭৭ (গীতচিন্তামণি)।

১৮৩ *

(দূতীর উক্তি)

এ হরি মাধব কি কহব তোয়।
অবলা বল কএ মহত ন হোয় ॥ ২
কেস উধসল টূটল হার।
নখঘাতে বিদারল পয়োধর-ভার ॥ ৪
দসনহিঁ দংসল তুহু বনমারি।
সিরিস-কুসুম হেরি কমলিনি নারি ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
আগিক দহনে আগি প্রতিকারি ॥ ৮

১৮৪ †

(দূতীর উক্তি)

জাতি পদুমিনি সহতি কতা।
গজেঁ দমসলি দমন-লতা ॥ ২
লোভে অধিক মূল ন মার।
জে মুল রাখএ সে বনিজার ॥ ৪
অছল জোর সিরীফল ভাতি।
কএলহ ছোল নারঙ্গ কাতি ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি ন করহ লাথ।
ভুখল নখা দুহূ হাথ ॥ ৮

১৮৫ ‡

(সখীর উক্তি)

আবে ন লহতি আইতি মোরি।
পরে পরতখ লখবি চোরি ॥ ২
বেরা এক জীব রাখ কহ্নাই।
পরক পেয়সি দেহ পঠাই ॥
চুম্বনে লেপি কাজর ধার।
অধর নিরসি জে তোরলহ হার ॥ ৬
নখক খত কুচজুগ লাগু।
সে কইসে হোইতি গুরুজন আগু ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি রস সিঙ্গার।
সঙ্কেত আইলি তেজএ কে পার ॥ ১০

১৮৬ §

(সখীর উক্তি)

হৃদয় তোহর জানি ন ভেলা।
পরক রতন আনি মোঞে দেলা ॥ ২
কএল মাধব হমে অকাজ।
হাথি মেরাউলি সিংহ সমাজ ॥ ৪
রাখহ মাধব মোরি বিনতী।
দেহ পরীহরি পরজুবতী ॥ ৬
চুম্বনে নয়ন কাজর গেলা।
দসনে অধর খণ্ডিত ভেলা ॥ ৮
পীন পয়োধর নখর মন্দা।
জনি মহেসর সিখর চন্দা ॥ ১০
ন মুখ বচন ন চিত থীরে।
কাঁপ ঘন হন সবে সরীরে ॥ ১২
ঘর গুরুজন দুরজন সঙ্কা।
ন গুনহ মাধব মোহি কলঙ্কা ॥ ১৪
কবি বিদ্যাপতি ভান।
আনক বেদন নই বুঝ আন ॥ ১৬

* ন. গু. ১৭৯ (রসমঞ্জরী)।
† ন. গু. ১৮০ (রাগতরঙ্গিণী)।
‡ ন. গু. ১৮১ (তালপত্রের পুথি)।
§ ন. গু. ১৮২ (তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথি)।

১৮৭ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

সাজনি অকথ কহি ন জাএ।
অবল অরুন সসিক মণ্ডল
ভীতর রহ মুকাএ ॥ ২
কদলি উপর কেসরি দেখল
কেসরি েরু চঢ়লা।
তাহি উপর নিসাকর দেখল
কির তা উপর বইসলা ॥ ৪
কীর উপর কুরঙ্গিনি দেখল
চকিত ভমএ জনী।
কীব কুরঙ্গিনি উপর দেখল
ভমর উপর ফনী ॥ ৬
এক অসম্ভব অও দেখল
জল বিনা অরবিন্দা।
বেবি সরোরুহ উপর দেখল
জইসন দুতিঅ চন্দা ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি অকথ কথা
ই রস কেও কেও জান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান ॥ ১০

---

১৮৮ †

(সখীর উক্তি)

প্রথম দরস রস রভস ন জানএ
কি করতি পহু সয়ঁ কেলী।
নবি নলিনী জনি কুঞ্জরে গঞ্জলি
দমনে দমন তনু ভেলী ॥ ২
কী আরে দেখিঅ অনূপে।
মধুলোভে মুকুল কুসুম দল কলপএ
আরতি ভুখল মধুপে ॥ ৪

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

কুচ কোরী ফল নখ-খত রেহ।
নব সসি ছন্দে অঙ্কুরল নব নেহ ॥ ২
জিব জয়ঁ জনি নিরধনে নিধি পাএ।
খনে হেরএ খনে রাখ ঝপাএ ॥ ৪
নবি অভিসারিনি প্রথমক সঙ্গ।
পুলকিত হোএ সুমরি রতি-রঙ্গ ॥ ৬
গুরুজন পরিজন নয়ন নিবারি।
হাথ রতন ধরি বদন নিহারি ॥ ৮
অবনত মুখ কর পর জন দেখি।
অধর দসন খত নিরবি নিবেখি ১০

১৯০ §

(সখীর উক্তি)

আজু দেখলিসি কালি দেখলিসি
আজ কালি কত ভেদ।
সৈসব বাপুর সীমা ছাড়ল
জউবন বাঁধল ফেদ ॥ ২
সুন্দর কনককেআ মুতি গোরী।
দিন দিন চন্দ-কলা সয়ঁ বাঢ়লি
জউবন সোভা তোরী ॥ ৪

* ন. গু. ১৮৩ (তালপত্রের পুথি)।

† ন. গু. ১৮৪ (তালপত্রের পুথি)।

‡ ন. গু. ১৮৫ (নেপালের পুথি)।

§ ন. গু. ১৮৬ (তাল-ত্রের পুথি); বেণী-পুরী ৯০।

বাল পয়োধর গিরিক সহোদর
অনুপামিএ অনুরাগে।
কওন পুরুষ কর পরসএ পাওল
জে তনু জিতল পরাগে ॥ ৬
মন্দ হাস বঙ্কিম কএ দরসএ
চঙ্গিম ভঁউহ বিভঙ্গে।
লাজ বেআকুলি সামু ন হেরএ
আওল নয়ন তরঙ্গে ॥ ৮
বিদ্যাপতি কবিবর য়হ গাবএ
নব জউবন নব কন্তা।
সিবসিংঘ রাজা এহ রস জানএ
মধুমতি দেই-সুকন্তা ॥ ১০

---

১৯১ *

(সখীর উক্তি)

কহ কথি সাঙরি ঝাঙরি দেহা।
কোন পুরুখ সয়ঁ লাএলি নেহা ॥ ২
অধর সুরঙ্গ জনু নিরস পঁবার।
কৌন লুটল তুআ অমিয়-ভণ্ডার ॥ ৪
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধএল জনু কনক-কটোর ॥ ৬
না জাইহ সে পিয়া তহ্নি একগূনে।
ফেরি আএলি তুহুঁ পুরুবক পূনে ॥ ৮
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস ভান।
রাজা সিবসিংঘ লছিমা পরমান ॥ ১০

১৯২ †

(সখীর উক্তি)

সুন সুন সুন্দরি নারি।
মদন-ভণ্ডার কে লেল কারি ॥ ২
কুন্তল কুসুম অতীতে।
হার তোড়ল কোন রীতে ॥ ৪
হেরইত নখর বিধানে।
বুঝি মঝু ন টুটে পিন্ধানে ॥ ৬
অলক তিলক মিটি গেল।
সিন্দুর বিন্দুহি বিগলিত ভেল ॥ ৮
বিদ্যাপতি রস গাব।
প্রথম সমাগম পুনমতি পাব ॥ ১০

---

১৯৩ ‡

(সখীর উক্তি)

সামরি হে ঝামরি তোর দেহ।
কী কহ কে সয়ঁ লাএলি নেহ ॥ ২
নীন্দ ভরল অছ লোচন তোর।
অমিয় ভরমে জনি লুবুধ চকোর ॥ ৪
নিরস ধুসর করু অধর-পঁবার।
কৌন কুবুধি লুটু মদন-ভঁড়ার ॥ ৬
কোন কুমতি কুচ নখ-খত দেল।
হায় হায় সম্ভু ভগন ভএ গেল ॥ ৮
দমন-লতা সম তনু সুকুমার।
ফূটল বলয় টুটল গৃম হার ॥ ১০

* ন. গু. ১৮৮ ; কাব্য. ৬ ; প. ত. ২৫৩।
† ন. গু. ১৯০।
‡ ন. গু. ১৯১ (তালপত্রের পুথি) ; বেণীপুরী ৯১।
পাঠান্তর :—৪।
কোমল বদন কমল-রুচি চোর। বেণীপুরী।

কেস কুসুম তোর, সিরক সিন্দুর।
অলক তিলক হে সেউ গেল দূর ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি রতি-অবসান।
রাজা সিবসিংঘ ঈ রস জান ॥ ১৪

---

১০৪ *

(সখীর উক্তি)

পূছমো এ সখি পূছমো তোয়।
কেলি-কলা সব কহবি মোয় ॥ ২
বেস ভূসন তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দূর ॥ ৪
কুসুম-কুল সব ভেল ভিন ভীন।
অধরই লাগল দসনক চীন ॥ ৬
কোন অবুঝ কুচে নখ-খত দেল।
হা হা সম্ভু ভগন ভৈগেল ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সরবস লেল রসিক মুরারি ॥ ১০

---

১৯৫ †

(সখীর উক্তি)

কহ কহ এ সখি মরমক বাত।
সে তোহে কি করল সামর গাত ॥ ২
মনমথ কোটি মথন তনু রেহ।
কইসে উবরি তুহু আগুলি গেহ ॥ ৪
কুলবতি কোটি হোয় জহি অন্ধ।
পাওলি কিছু কিয়ে সে মুখ ধন্ধ ॥ ৬
জকর মুরলি স্রবনে জাদ লাগে।
খসতহি বসন সাসুপতি আগে ॥ ৮
অব নীর ঢারসি কওন বিচাব।
বল্লভ সে রস সাগর সার ॥ ১০

---

১৯৬ ‡

(শ্রীরাধা ও সখীর প্রত্যুত্তর)

সখীর উক্তি—

আজু দেখিএ সখি বড় অনমনি সনি
বদন মলিন সন তোরা।
মন্দ বচন তোহি কৌন কহল অছি
সে ন কহিএ কিছু মোরা ॥ ২

রাধার উত্তর—

আজুক রয়নি সখি কঠিন বিতল অছি
কাহ্নু রভস কর মন্দা।
গুন অবগুন পহু একও ন বুঝলনি
রাহু গরাসল চন্দা ॥ ৪

সখীর উক্তি—

অধর সুখাএল কেস অরুঝাএল
ঘাম তিলক বহি গেলা।
বারি বিলাসিনি কেলি ন জানথি
ভাল অরুন উড়ি গেলা ॥ ৬

---

* ন. গু. ১৯২ ; কাব্য. ৯ ; প. ত. ২৫০।
পাঠান্তর :—৮ম পংক্তির পর এই দুই পংক্তি আছে,-
আলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা ॥ কা ;
"আলসহিঁ পূরল সকলহিঁ গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা ॥" প. ত ;
† ন. গু. ১৯৪ (গীতচিন্তামণি)।
‡ ন. গু. ১৯৫ ; বেণীপুরী ৯৩ ; গ্রিয়ার্সন ৩৪।
পাঠান্তর :—
৮। আঁচর বাধি লেল (বেণীপুরী)।

ভনঈ বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
তাহি করব কিএ বাধে।
জে কিছু পহু দেল আঁচর ঝাঁপি লেল
সখি সভ কর উপহাসে ॥ ৮

১৯৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথম সমাগম কে নহি জান।
সম কএ তৌলল পেম পরান ॥ ২
কসল কসউটা ন ভেল মলান।
বিন্দু হুতবহে ভেল বারহ বান ॥ ৪
বিকলএ গেলিহু রতন অমোল।
চিহ্নিকহু বণিকে ঘটাওল মোল ॥ ৬
সুলভ ভেল সখি ন রহএ ভার।
কাচ কনক লএ গাঁথ গমার ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি অসময় বানি।
লাভ লাই গেলাহু মুলহু ভেল হানি ১০

১৯৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি কহইত লাজ।
জোই কয়ল সোই নাগর-রাজ ॥ ২
পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ।
দুতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥ ৪
হেরইত দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ ॥ ৬
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস-কেলি ॥ ৮
হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনি সমাজ ॥১০
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি জো থির তাহি নেহারি ॥ ১২
বিদ্যাপতি কহ ন কর তরাস।
ঐসন হোয়ল পহিল বিলাস ॥ ১৪

১৯৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি রাতুক বাত।
মানিক পড়ল কুবানিক হাত ॥ ২
কাঁচ কঞ্চন ন জানএ মূল।
গুঞ্জা রতন করএ সমতুল ॥ ৪
জে কিছু কভু নহি কলারস জান।
নীর খীর দুহু করএ সমান ॥ ৬
তহি সোঁ কহাঁ পিরীত রসাল।
বানর-কণ্ঠ কি মোতিম মাল ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর মুঁহ কী সোভএ পান ॥ ১০

———

* ন. গু. ১৯৬ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ১৯৭ ; কাব্য. ৮ ; প. ত. ২৩৩।

‡ ন. গু. ১৯৮ ; বেণীপুরী ৯৭ ; দী. ১০১২।
পাঠান্তর :—
১। কি কহব হে সখি আজুক বাত।—ন. গু.

২০০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি রজনিক বাত।
বহু দুখে গমাওল মাধব সাথ ॥ ২
করে কুচ ঝাপএ অধরে মধুপান।
বদন দসন দিআ বধএ পরান ॥ ৪
নব জৌবন তাহে রস পরচার।
রতি-রস ন জানএ কানু সে গমার ॥ ৬
মদন বিভোর কিছুই ন জান।
কতএ মিনতি করি তৈও নহি মান ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
তুহুঁ মুগধিনি সোই লুবধ মুরারি ॥ ১০

২০১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

না কহ না কহ সখি মোহে পরিবোধ।
জীউ কি দেয়ব কানু অনুরোধ ॥ ২
আন সে অব মোর সে কানু করুনা।
না গেল লাজ ভেল করুনা ॥ ৪
অলপ বয়স হম কানু সে তরুনা।
অতিহু লাজ ভয় অতিহু করুনা ॥ ৬
দেল আলিঙ্গন ভুজজুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মোর কাঁপি ॥ ৮
লোভে নিঠুর হরি করলহি কেলি।
কি কহব জামিনি জত দুখ দেলি ॥ ১০
হঠ ভেল রস হরল গেআন।
নীবি ফুয়ল তহি কখন কে জান ॥ ১২
নয়নে বারি দরসাএল রোই।
তবহুঁ কাহ্নু উপসম নহিঁ হোই ॥ ১৪
অধর নীরস মধু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিসি তেজল চন্দা ॥ ১৬
কুচজুগে দেল নখ পরহারি।
কেসরি জনু গজকুম্ভ বিদারি ॥ ১৮
ভনই বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহুঁ সুচেতনি চতুর মুরারি ॥ ২০

---

২০২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

দৃঢ় পরিরম্ভন পীড়লি মদনে।
উবরি অএলহুঁ সখি পুরব পুনে ॥ ২
টুটি ছিড়িআএল মোতিম হার।
সিন্দুর লোটাএল সুরঙ্গ পঁবার ॥৪
সুন্দর কুচজুগ নখ-খত ভরী।
জনি গজকুম্ভ বিদারল হরী ॥ ৬
অধর দসন দেখি জিউ মোরা কাঁপে।
চাঁদমণ্ডল জনি রাহুক ঝাঁপে ॥ ৮
সমুদ্র ঐসন নিসি ন পারিএ উর।
কখন উগত মোর হিত ভএ সুর ॥ ১০
মোয়ঁ নহি জাএব সখি তহি পিয়া ঠাম
বরু জিব মারি নড়াবথি কাম ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি তেজ ভয় লাজ।
আগি জারিয়ে পুনু আগিক কাজ ॥ ১৪

* গু. ১৯৯ ; কাব্য. ৭ ; প. ত. ২৩৭।

† বিশ্ব-পুথি সং ৩৪৩ ; ন. গু. ২০০ ; বেণীপুরী ৯৪ ; [illegible]০ ; প. ত. ২৫১।
[illegible] স্বর :—
১। নকর ন কহ সখি মোহি অনুরোধ।

কী কহব হমহু তকর পরবোধ ॥
—বেণীপুরী, ন. গু, কাব্য, প, ত।

‡ ন. গু. ২০১ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী. ৯৬ ; গ্রিয়ার্সন ৬৮।

২০৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

হম অতি ভীতি রহল তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নহি হোই ॥ ২
রস নহি হোএল কএল জে সাতি।
দমন-লতা জনু দংসল হাতি ॥ ৪
পুন কত কাকুতি কএল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয় মঝু নহি ভুল ॥ ৬
হমারি অছল কত পুরুবক ভাগি।
ফেরি আওল হম সো ফল লাগি ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ ন করহ খেদ।
ঐসন হোএল পহিল সম্ভেদ ॥ ১০

২০৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি আজুক বিচার।
সে সুপুরুখ মোহে কএল সিঙ্গার ॥ ২
হঁসি হঁসি পহু আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল ॥ ৪
আঁচর পরসি পয়োধর হেরু।
জনম পঙ্গু জনি ভেঁটল সুমেরু ॥ ৬
জব নিবিবন্ধ খসাওল কান।
তোহর সপথ হম কিছু জদি জান ॥ ৮
রতি-চিহ্নে জানল কঠিন মুরারি।
তোহর পুনে জীঅলি হম নারি ॥ ১০
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধু রাঈ।
ন কহ সুধামুখি গেল চতুরাঈ ॥ ১২

২০৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি করতি অবলা হঠ কএ নাহ।
নিরদএ ভএ উপভোগএ চাহ ॥ ২
পরম প্রবল পহু কোমল নারি।
হাথি হাথ জনি পড়লি পঞোনারি ॥ ৪
কি কহব হে সখি নাহ বিবেক।
একহি বেরি রস মাগ অনেক ॥ ৬
করল কাকুতি কত করজুগ লাএ।
তইঅও মুগুধ রতি রচএ উপাএ ॥ ৮
বিনু অবসর হঠ রস নহি আব।
ফুললা ফুল মধুকর মধু পাব ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি গুনক নিধান।
জে বুঝ তাহি লাগ পঞ্চবান ॥ ১২

২০৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

রামা তোরি বঢ়াউলি কেলি।
কতয় দেখলি নবি নলিনী
মত মতঙ্গজ মেলি ॥ ২
গোর সরীর পয়োধর কোরী
পরসে অরুন ভেল।
কনক বলরি জনি রতোপলে
মুকুলে উদয় দেল। ৪
ছৈল জন জদি দৈনে ন পাইঅ
তহ্নিক হৃদয় মন্দ।
খনে খনে রতি রভসে আগর

---

* ন. গু. ২০২ ; কাব্য. ১১ ; প. ত. ২৫২।
† ন. গু. ২০৩ ; বেণীপুরী, ৯৫।
‡ ন. গু. ২০৪ (তালপত্রের পুথি)।
* ন. গু. ২০৫ (তালপত্রের পুথি)।

দিনে দিনে নব চন্দ ॥ ৬
মঞে নবীনা পিয়া সআনা
কুপুত কুসুম বান।
কেসরি কর করিনী পড়লি
তাসু মততে ছোড়ান ॥ ৮
সে জে অবসর মন স বিসর
নয়ন চলএ নীর।
সিরিসি কুসুম খগে খেলৌলহ্নি
ভমর ভরে জে ভীর ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জৌবতি
পেমক গাহক কন্ত।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
সুরস বিন্দ সুতন্ত ॥ ১২

২০৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

পহলুক পরিচয় পেমক সঞ্চয়
রজনী আধ সমাজে।
সকল কলারস সঁভরি ন ভেলে
বৈরিনি ভেলি মোরি লাজে ॥২
সাএ সাএ অনুসএ রহলি বহুতে
তহ্নিহি সুবন্ধু কে কহিএ পঠাইঅ
জোঁ ভমরা হোঅ দূতে ॥ ৪
খনহি চীর ধর খনহি চিকুর গহ
করএ চাহ কুচ-ভঙ্গ।
একলি নারি হম কত অনুবন্ধব
একহি বেরি সব রঙ্গে ॥ ৬
তখন বিনয় জত সে সব কহব কত
কহএ চাহল কর জোলী।
নব রস-রঙ্গ ভঙ্গ ভএ গেল সখি
ওর ধরি ভেল ন বোলী ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর-জৌবতি
পহু অভিমত অভিমানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রিবমানে ॥ ১০

২০৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

পিয় রস পেসল প্রথম সমাজে।
কত খন রাখব অখণ্ডিত লাজে ॥ ২
কহ গজগামিনি জত মন জাগে।
অপন নাগরিপন পিয় অনুরাগে ॥ ৪
আচর চীর ধরই হসি হেরা।
নহি নহি বচন ভনব কতি বেরা ॥ ৬
দুহু মন পুরল উভয় রতিরঙ্গে।
তইঅও সে ধনুগুন ন ছাড় অনঙ্গে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
নৃপ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

* ন. গু. ২০৬ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ৯৮। † ন. গু, ২০৭ (তালপত্রের পুথি)।
পাঠান্তর :–
৮। নবএ রস রঙ্গ ভইএ গেল ভঙ্গ
ওড় ধরি ন ভেলে বোলী। —ন. গু.।

২০৯ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুবল সয়ঁ বইসি সাম।
কহএ রজনি বিলাস কাম ॥ ২
সো জে সুবদনি সুন্দরি রাই।
আবেসে হিয়াক মাঝ লাই ॥ ৪
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥ ৬
বহুবিধ কেলি করল সোই।
সো সব সপন ভেল মোই ॥ ৮
কিয় সে বচন অমিয়-মীঠ।
ভাঙুর ভঙ্গিম কুটিল দীঠ ॥ ১০
সো ধনি হিয়াক মাঝ জাগ।
বিদ্যাপতি কহ নবিন রাগ ॥ ১২

২১০ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুবল মিতা হে কি কহব সে সব রঙ্গ
সে জে মুগুধিনি হেরি মুখখনি
বাঢ়ল রস-তরঙ্গ ॥ ২
কত ন জতনে বচন বোলল
হসি মিটাওল আধ।
সে জে কুলবহু কহ লহু লহু
সুনইত ভই গেল সাধ ॥ ৪
গাঢ় আলিঙ্গনে চউকি উঠএ
অলসে সুতল কোর।
পবনে আকুল নবীন কমল
ভমর রহল অগোর ॥ ৬

২১১ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

বেলজ সয়ঁ জব বসন উতারল
লাজে লজাওলি গোরি।
করে কুচ ঝঁপইত বিহসি বয়নি ধনি
অঙ্গ কয়ল কত মোরি ॥২
নিবিবন্ধ খসইত করে কর ধরু ধনি
পুনু বেকত কুচ জোর।
তুহু সমধানে বিকল ভেল সসিমুখি
তব হম কোরে অগোর ॥৪
এত কহি বিসাদ ভাবি রহু মাধব
রাহিক প্রেমে ভেল ভোর।
ভনই বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর ॥৬

২১২ ¶

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

থর থর কাঁপল লহু লহু ভাস।
লাজে ন বচন করএ পরকাস ॥ ২
আজু ধনি পেখল বড় বিপরীত।
খন অনুমতি খন মানএ ভীত ॥ ৪

* ন. গু. ২০৮ ; কাব্য. ১২ ; প. ত. ১১০৬।
পাঠান্তর :—
১। সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।—কা, প-ত।
১১। সে ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।—কা, প. ত।
† ন. গু. ২০৯।

‡ ন. গু. ২১০।
¶ ন. গু. ২১১ ; কাব্য. ১৫।

সুরতক নামে মুদএ দুই আঁখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখি ॥৬
চুম্বন বেরি করএ মুখ বঙ্কা।
মিলল চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা।৮
নীবিবন্ধ পরসে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভণ্ডারক চোরী।১০
ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁঠি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি ॥ ১২
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভন বেরি ॥১৪

---

২১৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

দেখলি কমলমুখি কোমল দেহ।
তিল এক লাগি কত উপজল নেহ ॥২
নূতন মনসিজ গুরুতর লাজ।
বেকত পেম কত করএ বেয়াজ ॥৪
খন পরিতেজ খন আবএ পাস।
ন মিলএ মন ভরি ন হোয় উদাস ॥৬
নয়নক গোচর থির নহি হোয়।
কর ধরইত ধনি মুখ ধরু গোয় ॥৮
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস গাব।
অভিনব কামিনি উকুতি জনাব ॥১০

২১৪ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

বালা রমনী রমনে নহি সুখ।
অন্তরে মদন দিগুন দেই দুখ। ২
সব সখি মেলি সুতায়ল পাস।
চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিসাস ॥ ৪
করইত কোর মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র ন সুনএ জনু বাল ভুজঙ্গ ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
তুহু রস সাগর মুগধিনি নারী ॥ ৮

২১৫ ‡

(সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

করে কর ধরি জে কিছু কহল
বদন বিহসি ঘোর।
জৈসে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥ ২
রামা হে সপতি করহু তোর।
সোই গুনবতি গুন গনি গনি
ন জানিএ কিয় গতি মোর। ৪
গলিত বসন লুলিত ভূসন
ফুয়ল কবরি ভার।
আহা উহু করি জে কিছু কহল
তাহা কি বিসরি পার ॥ ৬
নিভৃত কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভন বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা ৮

---

* ন. গু. ২১২ ; গ্রিয়ার্সন ৮।

† ন. গু. ২১৩ ; কাব্য, ৫ ; প. ত. ১৩১।
পাঠান্তর—৬ষ্ঠ পংক্তির পর এই চারিটী পংক্তি আছে,—
বেরি এক করে ধরি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান ॥
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাঁহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ ॥—কা

‡ ন. গু. ২১৪ ; কাব্য, ৪৯ ; প. ত. ২৬০।

২১৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

পিয়া পরদেস আস তুঅ পাসহি
তেঁ বোলহ সখি আন।
জে পতিপালক সে ভেল পাবক
ইথী কি বোলত আন ॥ ২
সাজনি অঘটন ঘটাবহ মোহি
পহিলহি আনি পানি পিয়তমে গহি
করে ধরি সোপলিহু তোহি ॥ ৪
কুলটা ভএ জদি পেম বঢ়াবিঅ
তেঁ জীবনে কী কাজ।
তিলা এক রঙ্গ রভস সুখ পাওব
রহত জনম ভ।র লাজ ॥ ৬
কুলকামিনি ভএ নিঅ পিয় বিলসে
অপথে কতহু নহি জাই।
কী মালতী মধুকর উপভোগএ
কিম্বা লতাহি সুখাই ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ কুল রখলে রহ
দূতি বচনে নহি কাজ।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই সমাজ ॥ ১০

২১৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

নিধন কা জঞো ধন কিছু হো
করএ চাহ উছাহ।
সিআর কা জঞো সীগ জনমএ
গিরি উপারএ চাহ ॥ ২
দূতি বুঝলি তোহরি মতী।
ছাড়রে চন্দা ভরইত বুলহ
কি হরহ তাহে বিপতী ॥ ৪
পিপড়ী কা জঞো পাঁখি জনমএ
অনল করএ ঝপান
ছোটা পানী চহ চহ কর পোঠী
কে নহি জান ॥ ৬
জইও জকর মূহ পেচ সন
দূসএ চাহএ আন
হম তহ কে বিসহু আগর
ঢেঁাঢ়লু কা থিক ভান ॥৮
ঝরক পানী ডোভক কৌঈ
গরব উপজ জাহি।
ভন বিদ্যাপতি দহক কমল
দূসয় চাহএ তাহি ॥ ১০

---

২১৮ ‡

কউড়ি পঠাওলে পাব নহি ঘোর।
ঘীব উধার মাঁগ মতি ভোর ২
বাস ন পাবএ মাঁগ উপাস্তি।
লোভক রাসি পুরুখ থিক জাতি ॥ ৪
কি কহব আজ কি কৌতুক ভেল।
অপদহি কাহুক গৌরব গেল ॥ ৬
আএল বইসল পাব পোআর।
সেজক কহিনী পূছএ বিচার ॥ ৮
ওছাওন থঁড়তরি পলিআ চাহ।
আওর কহব কত অহিরিনি-নাহ ১০
ভনই বিদ্যাপতি পহু গুনমন্ত।
সিরি সিবসিংঘ লখিমা দেই কন্ত ॥ ১২

* ন. গু. ২১৫ (রাগতরঙ্গিণী)।
† ন. গু. ২১৬ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ২১৭ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১০৬।

২১৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

গাএ চরাবএ গোকুল বাস।
গোপক সঙ্গম কর পরিহাস ॥ ২
অপনহি গোপ গরুঅ কী কাজ।
গুপুতহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ ॥ ৪
সাজনি বোলহ কাহ্নু সঞো মেলি।
গোপ বধূ সঞো জহ্নিকা কেলি ॥ ৬
গামক বসলে বোলিঅ গমার।
নগবহু নাগর বোলিঅ সংসার ॥ ৮
বস বথান-সালি তুহু গাএ।
তহ্নি কী বিলসব নাগরি পাএ ॥ ১০

২২০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

রাহু তরাসে চাঁদ হম মানি।
অধর সুধা মনমথে ধরু আনি ॥ ২
জিব জঞো জোগাএব ধরব অগোরি।
পিশি জনু হলহ লগতি হম চোরি ॥ ৪
সহজহি কামিনি কুটিল সিনেহ।
আস পসাহ বাঁক সসিরেহ ॥ ৬
কী কহু নিরখহ ভঞুক ভঙ্গ।
ধনু হমে সঁপি গেল অপন অনঙ্গ ॥ ৮
কঞ্চনে কামে গঢ়ল কুচ কুম্ভ।
ভঙ্গইত মনব দেইত পরিরম্ভ ॥ ১০

কৈতব করথি কলামতি নারি।
গুন গাহক পহু বুঝথি বিচারি ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি ন কবহি বাধ।
আসা বচনে পুরহি ধনি সাধ ॥ ১৪
গরুড়নরায়ন নন্দন জান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান ॥ ১৬

২২১ ‡

(শ্রী াধার উক্তি)

হঠে ন হলব মোর ভুজ-জুগ জাতি।
ভাঙ্গি জাএত বিস কিসলয়-কাঁতি ॥ ২
হঠ ন করিঅ হরি ন করিঅ লোভ।
আরতি অধিক ন রহ সুখ-সোভ ॥ ৪
হটিএ হলিয় নিগ নয়ন-চকোর।
পীবি হলত ধসি সসিমুখ মোর ৬
পরসি ন হলবে পয়োধর মোর।
ভাঙ্গি জাএত গিরি কনক-কটোর ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ই রস ভান।
লখিমা পতি সিবসিংঘ নৃপ জান ॥ ১০।

২২২ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

পহিল পসার সংসার সার রস
পরহোঁক পহিল তোহার হে।
হঠে আঁচর মোর ফেরি ন হলবে রবেঁ
রস ভএ জাএত উঘার হে ॥ ২

* ন. গু. ২১৮ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ২১৯ (তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথি)।
ন. গু. ২২০ (তালপত্রের পুথি)
ন. গু. ২২১ (তালপত্রের পুথি)।

এ হরি এ হরি আরতি পরিহরি
হঠ ন করিঅ পহু বাট হে।
জেহে বেসাহল সে কি বেসাহব
উচিত মনোভব হাট হে ॥ ৪
কঞ্চনে গঢ়ল পয়োধর সুন্দর
নাগর জীবন অধার হে ।
ছুঅইত রতন তুল ন রহ অধিক মুল
কিনহি ন পার গমার হে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহে সুচেতনি
হরি সয়ঁ কইসন সমান হে ।
কপট তেজিকহু ভজহ জে হরি সয়ঁ
অন্ত কাল হোঅ ঠাম হে ॥ ৮

---

২২৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সগর সংসারক সারে।
অছএ সুরত রস হমর পসারে ॥২
ছুই জনু হলহ কহ্নাই।
আরতি মান ন হলিঅ নড়াই ॥ ৪
তুরই রহও মোরি সেবা ।
পহিল পঢ়ঞোক উধারি ন দেবা ॥ ৬
হৃদয় হার মোর দেখী।
লোভে নিকট নহি হোএব বিসেখী ॥ ৮
মিলত উচিত পরিপাটী ।
মধথ মনোজ ঘরহি ঘর সাটী ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ নারী।
হরি সয়ঁ কৈসন রৌক উধারী ॥ ১২

২২৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি

গুন অগুন সম কয় মানএ
ভেদ ন জানএ পহু।
নিঅ চতুরিম কত সিখাউবি
হমহু ভেলিহু লহু ॥২
সাজনি হৃদয় কহঞো তোহি।
জগত ভরল নাগর অছএ
বিহি ছললিহ মোহি ॥ ৪
কাম কলারস কত সিখাউবি
পুব পছিম ন জান।
রভস বেরা নিন্দে বেআকুল
কিছু ন তাহি গেআন ॥ ৬

২২৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি

কুটিল বিলোক তত্ত নহি জান।
মধুরহ বচনে দেই নহি কান ॥ ২
মনসিজ ভঙ্গে বচন মঞে জেও।
হৃদয় বুঝাএ বুঝএ নহি সেও ॥ ৪
কি সখি করব কঞোন পরকার।
মিলল কন্ত মোহি গোপ গমার ॥ ৬
কপট গমন হমে লাউলি বেরি।
বাহুমুল দরসন হসি হেরি ॥ ৮
কুচ-জুগ বসন সন্তরিকহু দেল।
তইঅও ন মন তহ্নিক বহরি ভেল ॥ ১২
বিমুখ হোইত আবে পর উপহাস।
তহ্নিকে সঙ্গে কলা সহবাস ॥ ১২

* ন. গু. ২২২ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ২২৩ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ২২৪ (নেপালের পুথি)।

কি কএ কি করব হমে ঝখইত জাএ।
কহ দহু অরে সখি জিবন উপাএ॥ ১৪

২২৬ *

(সখীর উক্তি)

বড় কৌসলি তুঅ রাধে।
কিনল কহ্নাঈ লোচন আধে॥ ২
ঋতুপতি-হটবএ নহি পরমাদী।
মনমথ-মধথ উচিত মূলবাদী॥ ৪
দ্বিজ-পিক লেখক মসি মকরন্দা।
কাঁপ ভমর পদ সাখী চন্দা॥ ৬
বহি রতি-রঙ্গ লিখাপন মানে।
শ্রীসিবসিংঘ সরস-কবি ভানে॥ ৮

২২৭ †

(সখীর উক্তি)

সাঁঝক বেরি উগল নব সসধর
ভরম বিদিত সবিতাহু।
কুণ্ডল চক্র তরাস লুকাএল
দূর ভেল হেরথি রাহু॥২
জনু বইসসি রে বদন হাথ লাঈ।
তুঅ মুখ চঙ্গিম অধিক চপল ভেল
কতি খন ধরব লুকাঈ॥ ৪
রক্তোপল জনি কমল বইসাওল
নীল নলিনি দল তহু।
তিলক কুসুম তহু মাঝ দেখিকহু
ভমর আবথি লহু লহু॥ ৬
পানি-পলব-গত অধর বিম্ব-রত
দসন দাড়িম বিজ তোরে।
কীর দূর ভেল পাস ন আবএ
ভৌঁহ ধনুহি কে ভোরে॥ ৮

২২৮ ‡

(দূতীর উক্তি)

বদন কামিনি হে বেকত ন করবে
চউদিন হোএত উজোরে।
চাঁদক ভরমে অমিয় রস লালচে
ঐঠ কএ জাএত চকোরে॥ ২
সুন্দরি তোরিত চলিঅ অভিসারে।
অবহি উগত সসি তিমিরে তেজব নিসি
উসরত মদন পসারে॥ ৪
অমিয় বচন ভরমহু জনু বাজহ
সৌরভ বুঝত আনে।
পঙ্কজ লোভে ভমরে চলি আওব
করত অধর মধুপানে॥ ৬
তোঁহে রসকামিনি মধুকে জামিনি
গেল চাহিঅ পিয় সেবে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
কবি অভিনব জয়দেবে॥ ৮

* ন. গু. ২২৫ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী, ১০৪।
† ন, গু, ২২৬ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১০৩
‡ ন.গু ২২৭ (তালপত্রের পুথি)।

২২৯ *

(সখীর উক্তি)

অম্বর বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি ॥ ২
ঘর ঘর পহরি গেল অছ জোহি।
অবহী দুখন লাগত তোহি ॥ ৪
কতএ নুকাএব চাঁদক চোর।
জতহি নুকাওব ততহি উজোর ॥ ৬
হাস-সুধারস ন কর উজোর।
বণিক-ধনিক ধন বোলব মোর ॥ ৮
অধরক সীম দসন কর জোতি।
সিন্দুরক সীম বৈসাউলি মোতি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি হোহ নিরসঙ্ক।
চাঁদহু কাঁ থিক ভেদ কলঙ্ক ॥ ১২

২৩০ †

(সখীর উক্তি)

লোলুঅ বদন-সিরী অছি ধনি তোরি।
জনু লাগিহ তোহি চাঁদক চোরি ॥ ২
দরসি হলহ, জনু হেরহ কাহু।
চাঁদ-ভরম মুখ গরসত রাহু ॥ ৪
ধবল নয়ন তোর জনি তরু আর।
তীখ তরল তেহি কটাখক ধার ॥ ৬
নিরবি নিহারি ফাস গুন জোলি।
বাঁধি হলব তোহি খঞ্জন বোলি ॥ ৮
সাগর-সার চোরাওল চন্দ।
তা লাগি রাহু করএ বড় দন্দ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি হোউ নিরসঙ্ক।
চাঁদহু কী কিছু লাগু কলঙ্ক ॥ ১২

২৩১ ‡

(সখীর উক্তি)

কঞ্চন গঢ়ল হৃদয়-হথিসার।
তে থির থম্ভ পয়োধর ভার ॥ ২
লাজ-সিকর ধর দৃঢ় কএ গোয়ে।
আনক বচন হলহ জনু কোএ ॥ ৪
দূর কর অগে সখি চিন্তা আন।
জওবন-হাথি করিঅ অবধান ॥ ৬
মনসিজ-মদজল জও উমতাএ।
ধরিহসি পিয়তম-আঁকুস লাএ ॥ ৮
জাবে ন সুমত তাবে অগোর।
মুসইত মনিহসি মানস-চোর ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুন মতিমান।
হাথি মহত নব কে নহি জান ॥ ১২

২৩২ §

(সখীর উক্তি)

সিরিহি মিলল দেহা ন কুচে চান রেহা
ঘামে ন পিউল সুগন্ধা।
অধর মধুরি ফুল দেখিঅ তহ্নিক তুল
ধয়লাহ অছ মকরন্দা ॥ ২

* ন. গু. ২২৮ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী, ১০১।

† ন. গু. ২২৯ (নেপালের পুথি) ; বেণীপুরী, ১০২
পাঠান্তঃ—৫। রধবল নয়ন তোর কাজরে কার।—ন. গু.

‡ ন. গু. (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১০৫

§ ন. গু. ২৩১ (রাগতরঙ্গিণী)।

রামা অইলি হে পিয়া বিসরাই।
পুরুস কেসরি জনি দমন-লতা ধনি
ছুঅইত জা অসিলাই ॥ ৪
গেলিহি কয়লহ মান কী অবসর আন
কী সিসু বালভু তোরা।
মুসএ গেলিহে ধন জাগল পরিজন
লগহি কলাওক চোরা ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
ই রস কেও কেও জানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

২৩৩ *

(দূতীর উক্তি)

উঠ উঠ মাধব কি সুতসি মন্দ।
গহন লাগ দেখু পুনিমক চন্দ ॥ ২
হার-রোমাবলি জমুনা-গঙ্গ।
ত্রিবলি-ত্রিবেনী বিপ্র-অনঙ্গ ॥ ৪
সিন্দুর-তিলক তরনি সম ভাস।
ধূসর মুখ-সসি নহি পরগাস ॥ ৬
এহন সময় পূজহ পঁচবান।
হোঅ উগরাস দেহ রতিদান ॥ ৮

* ন.গু. ২৩২ (তালপত্রে পুথি); বেণীপুরী ৯৯।

পিক মধুকর পুর কহইত বোল।
অলপও অবসর দান অতোল ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রাএ সিবসিংঘ সব রসক নিধান ॥ ১২

২৩৪ †

(দূতীর উক্তি)

ত্রিবলি-তরঙ্গিনি পুর দুগ্‌গম জানি
মনমথ পত্র পঠাউ।
জৌবন-দলপতি তোহি সমর লাগি
ঋতুপতি-দূত বঢ়াউ ॥ ২
মাধব, অব দেখু সাজিএ বালা
তসু সৈসব তোহেঁ জে সন্তাপল
সে সব আওত পালা ॥ ৪
কুণ্ডল চক্র তিলক অঙ্কুস কএ
চন্দন কবচ অভিরামা।
নয়ন কমান কটাখ বান দএ
সাজি রহল অছি বামা ॥ ৬
সুন্দরি সাজি খেত চলি আইলি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

† ন. গু. ২৩৩; বেণীপুরী ১০০।

অভিসার

২৩৫ *

(দূতীর উক্তি)

বারি বিলাসিনি আনবি কাঁহা।
তোঁহি কাহ্নু বরু জাসি তাঁহা ॥ ২
প্রথম নেহ অতি ভিতি রাহী।
কত জতনে কতে মেরাউবি তাহী ॥ ৪
জা পতি সুরত মনে অসার।
সে কইসে আউতি জমুনা পার ॥ ৬
পথহুঁ কণ্টক জাহ বিসূর।
চরন কোমল পথ বিদূর ॥ ৮
অতি ভয়াউনি নিবিলি রাতি।
কইসে অঁগীরত জীবন সাতি ॥ ১০
এত শুনি মন তাহি তরাস।
মধু ন আব মধুকর পাস ॥ ১২
পাইঅ ঠাম বইসল ন নীধি।
জে কর সাহস তা হো সীধি ॥ ১৪
ভন বিদ্যাপতি সুন মুবারি।
বেরস পললি অছ সে নারি ॥ ১৬
নৃপ সিবসিংঘ ই রস জান।
রানি লখীমা দেই রমান ॥ ১৮

— —

২৩৬ †

(দূতীর উক্তি)

বারিস জামিনি কোমল কামিনি
নিদারুন অতি অন্ধকার।
পথ নিসাচর সহসে সঞ্চর
ঘন পর জলধার ॥ ২

মাধব, প্রথম নেহ সে ভীতি।
গএ অপনহি সেঅ বিলোকিঅ
করিঅ তৈসনি রীতি ॥ ৪
অতি ভয়াউনি আতর জউনি
কইসে কএ আউতি পার।
সুরত-রস সুচেতন বালভু
তা পতি সব অসার ॥ ৬
এত সুনি মন বিমুখ সুমুখী
তোহ মন নহি লাজ।
কতএ দেখল মধু অপনে জা
মধুকর সমাজ ॥ ৮

———

২৩৭ ‡

(দূতীর উক্তি)

চল চল সুন্দরি সুভ কর আজ।
ততমত করইত নহি হো কাজ ॥ ২
গুরুজন পরিজন ডর করু দূর।
বিনু সাহস সিধি আস ন পূর ॥ ৪
বিনু জপলে সিধি কেও নহি পাব।
বিণু গেলে ঘর নিধি নহি আব ॥ ৬
ও পরবল্লভ তোঁহি পরনারি।
হম পয় মধ দুহু দিস গারি ॥ ৮
তোঁহ হুনি দরসন ইহ মন লাগ।
তত কএ দেখিঅ জেহন তুঅ ভাগ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
জে অঙ্গীরিয় তাঁ ন গুনিঅ গারি ॥ ১২

* ন. গু. ২৩৪ (তালপত্রের পুথি);
† ন. গু. ২৩৫ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ২৩৭; গ্রিয়ার্সন. ২৫।

২৩৮*
(দূতীর উক্তি)

ধনি ধনি চলু অভিসার।
সুভ দিন আজু রাজপন মনমথ
পাওব কি রীতি বিথার ॥ ২
গুরু জন নয়ন অন্ধ করি আওল
বাঁধব তিমির বিসেখ।
তুঅ উর ফুরত বাম কুচ লোচন
বহু মঙ্গল করি লেখ ॥ ৪
কুলবতি ধবম করম ভয় অব সব
গুরু-মন্দির চলু রাখি।
প্রিয়তম সঙ্গ রঙ্গ করু চির'দন
ফলত মনোরথ সাখি ॥ ৬
নীরদ বিজুরি বিজুরি সয়ঁ নীরদ
কিঙ্কিনি গরজন জান।
হরখএ বরখএ ফুল সব সাখী
সিখিকুল তুহু গুন গান ॥ ৮

২৩৯ †
(দূতীর উক্তি)

একে মধু জামিনি সুপুরুখ সঙ্গ।
আইতি ন করিঅ আসা ভঙ্গ ॥ ২
মঞে কী সিখউবি হে তোহহি সুবোধ
অপন কাধ হোঅ পর অনুরোধ ॥ ৪
চল চল সুন্দরি চল অভিসার।
অবসর লাখ লহএ উপকার ॥ ৬
তরতমে নহি কিছু সম্ভব কাজ।
আশা দএ তোহ মনে নহি লাজ ॥ ৮
পিয়া গুন গাহক তঞে গুন গেহ।
সুপুরুখ বচন পাসানক রেহ ॥ ১০

২৪০ ‡
(দূতীর উক্তি)

নূপুর রসনা পবিহর দেহ।
পীত বসন হে জুবতি পিধি লেহ ॥ ২
সিথিল বিলম্বে হোএত হাস।
নহি গএ হোএত কাহ্নক পাস ॥ ৪
গমন করহ সখি বল্লভ গেহ।
অভিমত হোএত ইথি ন সন্দেহ ॥ ৬
কুঙ্কুম পঙ্ক পসাহহ দেহ।
নয়ন-জুগল তুঅ কাজর রেহ ॥ ৮
অবহি উগত তম পিবিকহু চন্দ।
জানি পিসুন জন বোলব মন্দ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
অভিনব নাগর রূপে মুরারি ॥ ১২

২৪১ §
(দূতীর উক্তি)

চল চল সুন্দরি হরি অভিসার।
জামিনি উচিত করহ সিঙ্গার ॥ ২
জৈসন রজনি উজোরল চন্দ
ঐসন বেস ভূসন করু বন্ধ ॥ ৪
এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়।
নিচয় নাগর তুঅ বস হোয় ॥ ৬

---

* ন. গু. ২৩৮ (গীতচিন্তামণি); বেণীপুরী ১০৭
† ন. গু. ২৩৯ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ২৪০ (তালপত্রের পুথি)।
§ ন. গু. ২৪১ (কীর্ত্তনানন্দ)।

তুহু রস নাগরি নাগর রসবন্ত।
তোরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত ॥ ৮
একল কুঞ্জবনে আকুল কান।
বিদ্যাপতি কহ করহ পয়ান ॥ ১০

---

২৪২ *

(দূতীর উক্তি)

প্রথম পহর নিসি জাউ।
নিঅ নিঅ মন্দির সুজন সমাউ ॥ ২
তম মদিরা পিবি মন্দা।
অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা ॥ ৪
সুন্দরি চলু অভিসারে।
রস সিংগার সঁসারক সারে ॥ ৬
ওতএ অছএ পিয়া আসে।
এতএ বেঢ়ল গিম মনমথ পাসে ॥ ৮
সাহসে সাহিঅ অসাধে।
তিলা এক কঠিন পহিল অপরাধে ॥ ১০
সে সামর তোঞে গোরী।
বীজুরি বলাহক লাগতি চোরী ॥ ১২
হসি আলিঙ্গন দেসী।
মন ভরি জুবতি জনম সুখ লেসী ॥ ১৬
সব সঙ্কা কর দূর।
কামিনি কন্ত মনোরথ পূর ॥ ১৬
ভনই বিদ্যাপতি ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৮

* ন. গু. ২৪২ (তালপত্রের পুথি)।

২৪৩ *

(দূতীর উক্তি)

চরন নূপুর উপর সারী।
মুখর মেখল কর নিবারী ॥ ২
অম্বর সামর দেহ ঝপাঈ।
চলহু তিমির-পথ সমাঈ ॥ ৪
সমুদ কুসুম রভস রসী।
অবহি উগত কুগত সসী। ৬
আএল চাহিঅ সুমুখি তোরা।
পিসুন-লোচন ভম চকোরা ॥ ৮
অলক তিলক ন কর রাধে।
অঙ্গ-বিলেপন করহ বাধে ॥ ১০
তয়ঁ অনুরাগিনি ও অনুরাগী।
দূসন লাগত ভূসন লাগী ॥ ১২
ভন বিদ্যাপতি সরস কবি।
নৃপতিকুল-সরোরুহ রবি ॥ ১৪

২৪৪ †

(দূতীর উক্তি)

চন্দ বদনি ধনি চন্দ উগত জবে।
তুহুক উজোরে দুরহি সয়ঁ লখত সবে ॥ ২
চল গজগামিনি জাবে তরুন তম।
কিম্বা কর অভিসারহি উপসম ॥ ৪

* ন. গু. ২৪৩ (নেপালের পুথি) ; বেণীপুরী ১১৭। পাঠান্তর—দশম পক্তির পর এই দুই পংক্তি আছে—
—কুসুমিত কানন কালন্দি তির।
তহাঁ চলি আওল গোকুলবীর ॥—বেণীপুরী।

† ন. গু. ২৪৪ (নেপালের পুথি)।

চাঁদবদনি ধনি রয়নি উজোরি।
কওনে পরি গমন হোএত সখি মোরি ॥ ৬
তোহে পরিজন পরিমল দুরবার।
দূর সয়ঁ দুরজনে লখব অভিসার ॥ ৮
চৌদিস চকিত নয়ন তোর দেহ।
তোহি লএ জাইত মোহি সন্দেহ ॥ ১০
আগরি অএলাহু পরআএত কাজ।
বিফল ভেলে মোহি জাইত লাজ ॥ ১২

২৪৫ †

(দূতীর উক্তি)

প্রণয়ি মনমথ করহি পাএত।
মনক পাছে দেহ জাএত ॥ ২
ভুমি কমলিনি গগন সূর।
পেম পন্থা কতএ দূর ॥ ৪
বাধ ন করহি রামা।
পুর বিলাসিনি পিয়তম কামা ॥ ৬
বদন জিনিকহু করসি মন্দা।
লগ ন আওত লাজে চন্দা ॥ ৮
তেহি সঙ্কিয় পথ উজোর।
গমন তিমিরহি হোএত তোর ॥ ১০
কাজ সংসয় হৃদয় বঙ্কা।
কত ন উপজএ বিরহ সঙ্কা ॥ ১২
সবহি সুন্দরি সাহস সার।
তেহি তেজি কে করএ পার ॥ ১৪
সকল অভিসার সিদ্ধিদায়ক।
রূপে অভিনব কুসুম-সায়ক ॥ ১৬
রাএ সিবসিংঘ রস অধার।
সরস কহ কবি কণ্ঠহার ॥ ১৮

২৪৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

মৃগমদ পঙ্ক অলকা।
মুখ জনু করহ তিলকা ॥ ২
নিপুন পুনিমকে চন্দা।
তিলকে হোএত গএ মন্দা ॥ ৪
সহজহি সুন্দরি বড়ি রাহী।
কি করবি অধিক পসাহী ॥ ৬
উজর নয়ন নলিনা।
কাজরে ন কর মলিনা ॥ ৮
দুধক ধোএল ভমরা।
মসি বুড়ি জাএত সামরা ॥ ১০
পীন পয়োধর গোরা।
উলটল কনক কটোরা ॥ ১২
চন্দনে ধবল ন করু।
হিমে বুড়ি জাএত সুমেরু ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি কবী।
কতএ তিমির জঁহা রবী ॥ ১৬

২৪৭ §

(সখীর উক্তি)

সহজহি আনন অছল অমূল।
অলকে তিলকে সসধর তুল ॥ ২

* ন. গু. ২৪৪ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ২৪৫ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ২৪৬ (তালপত্রের পুথি)।
§ ন. গু. ২৪৭ (নেপালের পুথি)।

কা লাগি অইসন পসাহন দেল।
জে ছল রূপ সেহেও দুর গেল ॥ ৪
অছল সোহাওন কতয় গেল।
ভূসন কএলে দূসন ভেল ॥ ৬
দরসি জনাবএ মুনিজন আধি।
নাগরকাঁ হো সহজ বেয়াধি ॥ ৮
লিহলে উধলল অবইত ভার।
ভেটলে মেটত অছ পরকার ॥ ১০

২৪৮ *
(দূতীর উক্তি)

সুরঙ্গ সিন্দুর-বিন্দু চাঁদনে লিখএ ইন্দু
তিথি কহি গেলি তিলকে।
বিপরিত অভিসার অমিয় বরিস ধার
অঙ্কুস কএল অলকে ॥ ২
মাধব ভেটলি পসাহনি বেরী।
আদর হেরলক পুছিও ন পুছলক
চতুর সখী জন মেরী ॥ ৪
কেতকি দল দএ চম্পক ফুল লএ
কবরিহি থোএলক আনী।
মৃগমদ কুঙ্কুম অঙ্গরুচি কএলক
সময় নিবেদ সয়ানী ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ অভয়মতি
কুহু নিকট পরিমানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই বিরমানে ॥

২৪৯ †
(সখীর উক্তি)

করিবর রাজহংস জিনি গামিনি
চললিহুঁ সঙ্কেত গেহা।
অমলা তড়িতদণ্ড হেমমঞ্জরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥ ২
জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ সৈবালে।
ভৌঁহ মদন-ধনু ভ্রমর ভজঙ্গিনি
জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥ ৪
নলিনি চকোর সফরি বর মধুকর
মৃগি খঞ্জন জিনি আখী।
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি
গিধিনি শ্রবণ বিসেখী ॥ ৬
কনক-মুকুর সসি কমল জিনিঅ মুখ
জিনি বিম্বু অধর পঙারে।
দসন মুকুতা জিনি কুন্দ করগ-বীজ
জিনি কম্বু-কণ্ঠ অকাবে ॥ ৮
বেল তালজুগ হেম-কলস গিরি
কটোরি জিনিঅ কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাস বল্লরি জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥ ১০
লোমলতাবলি সৈবল কজ্জল
ত্রিবলি তরঙ্গিনিরঙ্গা।
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিঅ গজকুম্ভা ॥ ১২
উরুজুগ কদলি করিবর-কর জিনি
থলপঙ্কজ জিনি পদপানী।

* ন, গু. ২৪৮ (তালপত্রের পুথি)।

† ন, গু. ২৫০ ; কাব্য, ত ১ ; সা. প. ৩৬ ; প-২৭১ ; দী. ১০১১।

নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বানী ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধারূপ অপারা।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
একাদস অবতারা ॥ ১৬

মদন ভঁডার পয়োধর গোরা।
জনি উলটাওল কনক কটোরা ॥ ১৪
স্যামা সুলোচনি সুরতি রতি
অপুরুব ভূসনসার।
বিদ্যাপতি কবিরাজ কহ
সুফলে করথু অভিসার ॥ ১৬

২৫০ *

(সখীর উক্তি)

কুণ্ডল তিলক বিরাজ মুখ
সোভিত সীঁদুর বিন্দু।
হেমলতামে সমারু বিধি
কবি রবি তারা ইন্দু ॥ ২
ইন্দুবদনি ধনি নয়ন বিসালা।
কমলকলিত জনি মধুকর মালা ॥ ৪
দেখলি কলাবতি অপুরুব রমনী।
জনি আইলি সুরপুর গজগমনী ॥ ৬
বেনী বিমল বিরাজ
তনু বস কুসুমাবলি হার।
স্যাম ভুজঙ্গম দেখিকহু
কিয়ো কাম পরহার ॥ ৮
করু পরহার মদন-সর বালা।
কুটিল কটাখ বান কনিয়ালা ॥ ১০
কঞ্জু-কণ্ঠ মৃনাল ভুজ
বলিত পয়োধর হার।
কনক কলস রসে পূরি রহু
সঞ্চিত মদন ভঁডার ॥ ১২

* ন. গু. ২৫১ (রাগতরঙ্গিণী)।

২৫১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

লহু কয় কহলহ গুরুতর ভার।
দুতর রয়নি দূর অভিসার ॥ ২
বাট ভুঅঙ্গম উপর পানি।
দুহু কুল অপজস অঙ্গিরল জানি ॥ ৪
পরনিধি হরলয় সাহস তোর।
কে জান কওন গতি করবএ মোর ॥ ৬
তোরে বোলে দূতী তেজল নিজ গেহ।
জীব সয়ঁ তৌলল গরুঅ সিনেহ ॥ ৮
দসমি দসাহে বোলব কী তোহি।
অমিঞ বোলি বিখ দেলহে মোহি ॥১০

২৫২‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমনী।
কতি খনে আওব কুঞ্জরগমনী ॥ ২
ভীমভুজঙ্গম সরনা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরনা ॥ ৪

† ন. গু. ২৫৪ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ২৫৬ ; কাব্য ৩ ; সা-প. ৩৪ ; প-ত ৯১৭; ক. বিশ্ব. ৩৩১।

বিহি পায়ে করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরি করু অভিসার ॥ ৬
গগন সঘন মহি পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা ॥ ৮
দস দিস ঘন অন্ধিয়ার।
চলইত খলই লখই নহি পার ॥ ১০
সব জনি পলটি ভুললি।
আওত মানবি ভাল ত লোলি ॥ ১২
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতি পরাভব সহই ॥ ১৪

২৫৩ *

(সখীর উক্তি

আজু সাজলি ধনি অভিসার।
চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই
গুরুজন ভবন দুয়ার ॥ ২
অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই
কাঁপই নীল নিচোল।
কত কত মনহি মনোরথ উপজত
মনসিন্ধু মনহি হিলোল ॥ ৪
মন্থর গমনি মন্থু দরসাওলি
চতুর সখি চলু সাথ।
পরিমলে হরিত হরিত করি বাসিত
ভাবিনি অবনত মাথ ॥ ৬
তরুন তমাল সঙ্গ সুখ কারন
জঙ্গম কাঞ্চন বেলি।
কেলি বিপিন নিপুন রস অনুসরি
বল্লভ লোচন মেলি ॥ ৮

২৫৪ †

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

সহচরী বাত ধয়ল ধনি সবনে।
হৃদয় হুলাস কহত নহি বচনে ॥ ২
সহচরি সমুঝল মরকত বাত।
সজাওল জইসে কিছু লখই ন জাত ॥ ৪
স্বেতাম্বরে তনু আবরি দেলি।
বাহু পবন গতি সঙ্গে করি লেলি ॥ ৬
জইসন চাঁদ পবনে চলি জাই।
ঐসন কুঞ্জে উদয় ভেলি রাই ॥ ৮
কানু ধরল জব তহিক হাত।
বৈসল সুবদনি কহ লহু বাত ॥ ১০
কুচজুগ পরসে তরসি মুখ মোর।
ভনই বিদ্যাপতি আনন্দ ওর ॥ ১২

২৫৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

অরুন কিরন কিছু অম্বর দেল।
দীপক সিখা মলিন ভএ গেল ॥ ২
হঠ তজ মাধব জএবো দেহ।
রাখএ চাহিঅ গুপুত সনেহ ॥ ৪
দুরজন জাএত পরিজন কান।
সগর চতুরপন হোএত মলান ॥ ৬

* ন. গু. ২৫৭ (গীতচিন্তামণি)

† ন. গু. ২৫৮।

‡ ন. গু. ২৫৯ (তালপত্রের পুথি)

ভমর কুসুম রমি ন রহ অগোরি।
কেও নহি বেকত করএ নিঅ চোরি ॥৮
অপনয় ধন হে ধনিক ধর গোএ।
পরক রুন পরগট কর কোএ ॥ ১০
ফাব চোরি জোঁ চেহন চোর।
জাগি জাএ পুর পরিজন মোর ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি সখি কহ সার।
সে জীবন জে পর উপকার ॥১৪

গোচর এক মোর পএ রাখব
রাখবি তুঅও লাজ।
কবহু মুখ মলান ন করব
হোএত পুনু সমাজ ॥ ১০
বালম্ভু সমদি চললি বালা
কবি বিদ্যাপতি ভান।
ই রস বানি লখিমাবল্লভ
রাএ সিবসিংঘ জান ॥ ১২

২৫৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

পুরল পুর পুরজন পিসুনে
জামিনি আধ অঁধার।
বাহু তরি হরি পলটি জাএব
পুনু জমুনা পার ॥ ২
এ কুল কুলকলঙ্ক ডরাইঅ
ও কুলে আরতি তোরি।
পিরিতি লাগি পরাভব সহব
ইথি অনুমতি মোরি ॥ ৪
কাহ্না তেজ ভুজ গিম পাস।
পহু জনলে তুরন্ত বাঢ়ত
হোএত রে উপহাস ॥ ৬
জগত কত ন জুব জুবতী
কত ন লাবএ পেম।
বাপু পুরুস বিচখন চাহিঅ
জে কর আগিল খেম ॥ ৮

* ন. গু, ২৬০ (তালপত্রের পুথি)।

২৫৭ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রয়নি সমাপলি ফুলল সরোজ।
ভমি ভমি ভমরী ভমরা খোজ ॥ ২
দীপ মন্দ রুচি অম্বর রাত।
জুগুতিহি জানল ভএ গেল পরাত ॥ ৪
অবহু তেজহ পহু মোহি ন সোহাএ।
পুনু দরসন হোত মোহি মদন দোহাএ ॥৬
নাগর রাখ নারি মান রঙ্গ।
হঠ কএলে পহু হো রস ভঙ্গ ॥ ৮
তত করিঅ জত ফাবএ চোরি।
পরসন রস লএ ন রহিঅ অগোরি ॥ ১০

২৫৮ ‡

(দূতীর উক্তি)

পরক বিলাসিনি তুঅ অনুবন্ধ।
আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ ॥ ২

† ন. গু. ২৬১ (নেপালের পুথি)।

‡ ২৬২ (তালপত্রের পুথি)।

কোনে পরি জইতি নিঅ মন্দির রামা।
অতিসয় চিন্তা ভেলি এহি ঠামা ॥ ৪
নিকটহু বাহর ডরে ন নিহার।
জতনে আনলি এত দুর অভিসার ॥ ৬
তিলা এক জা সয়ঁ মহঘ সমাজ।
বহলি বিভাবরি মনে নহি লাজ ॥ ৮
তোহর মনোরথ তহ্নিক পরান।
নাগর সে জে হিতাহিত জান ॥ ১০
নখত মলিন বেকতাএত বিহান।
পথ সঞ্চরইত লখতই কে আন ॥ ১২
পাস পিসুন বস কি করতি লাথ।
কোনে পরি সন্তরতি গুরুজন হাথ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি তখনুক ভান।
আদরি আনি ন খণ্ডিঅ মান ॥ ১৬

২৫৯ *

(সখীর উক্তি)

অরুন লোচন ঘুমি ঘুমাএল।
জনি রতোপল পবনে পাওল ॥ ২
আকুল চিকুরে বদন ঝাপল।
জনি তমাচএে চাঁদ চাপল ॥ ৪
মাধব ককেঁ জাইতি বাসা।
দেখি সখীজন হো উপহাসা ॥ ৬
ফুজলি নীবী আনি মেরাউলি।
জনি সুরসরি উতরে ধাউলি ॥ ৮
নখখত দেল কুচ সিরীফল।
কমলে ঝাঁপি কি হো কনকাচল ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি কৌতুক গাওল।
ই রস দাএ সিবসিংঘ পাওল ॥ ১২

২৬০ †

(সখীর উক্তি)

অলসে পুরল লোচন তোর।
অমিএে মাতল চাঁদ চকোর ॥ ২
নিচল ভঁউহ জে লে বিসরাম।
রন জিনি ধনু তেজল কাম ॥ ৪
অরে রে সুন্দরি ন কর লখা।
উকুতি বেকত গুপুত কথা ॥ ৬
কুচ সিরীফল করজ সিবী।
কেসু বিকসিত কনক গিরী ॥ ৮
বহল তিলক উধসু কেস।
হসি পরিছন্ন কামে সন্দেস ॥ ১০

২৬১ ‡

(সখীর উক্তি)

উধসল কেস কুসুম ছিরিয়াএল
খণ্ডিত দসন অধরে।
নয়ন দেখিও জনি অরুন কমলদল
মধুলোভে বইসল ভমরে ॥ ২
কলাবতি কৈতব ন করহ আজ।
কওন নাগর সঙ্গে রয়নি গমওলহ
কহ মোহি পরিহরি লাজ ॥ ৪

* ২৬৬ (তালপত্রের পুথি)।

† ন. গু. ২৬৭ (তালপত্রের পুথি)।

‡ ন. গু. ২৬৮ (রাগতরঙ্গিণী)।

পীন পয়োধর নখরেখ সুন্দর
করে রাখহু কাঁ গোরি।
মেরুসিখর নব উগি গেল সসধর
গুপুতি ন রহলিয় চোরি ॥৬
বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন
বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি চিরেজিব জীবথু
গ্যাসদেব সুরতান ॥ ৮

---

২৬২ *
(সখীর উক্তি)

উধসল কেস পাস লাজে গুপুত হাস
রজনি উজাগবে মুখ ন উজলা।
নখপদ সুন্দর পীন পয়োধর
কনক সম্ভু জনি কেসু পুজলা ॥ ২
ন ন ন ন কর সখি পরিনত সসিমুখি।
সকল চরিত তোর বুঝল বিসেখী ॥ ৪
অলস গমন তোর বচন বোলসি ভোর
মদন মনোরথ মোহগতা।
জৃম্ভসি পুনু পুনু জাসি অরস তনু
আতপে ছুইলি মৃনাল-লতা ॥ ৬
বাস পিন্ধু বিপরিত তিলক তিরোহিত
নয়ন কজর জলে অধর ভরু।
এত সবে লছন সঙ্গ বিচচ্ছন
কপট রহত কতি খন জে ধরু ॥ ৮
ভন কবি বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
মধুকরে পাউলি মালতি ফুললী।
হাসিনি দেবি পতি দেবসিংঘ নরপতি
গরুড়নরায়ন রঙ্গে ভুললী ॥ ১০

* ন. গু. ২৬৯ (তালপত্রের পুথি)

২৬৩ †
(সখীর উক্তি)

সুন্দরি বেকত গুপুত নেহা।
বঞ্চিত আজু করিঅ নহি পারব
সাখি দেল তুঅ দেহা ॥ ২
সঘনে আলস সখী তুঅ মুখমণ্ডল
গণ্ড অধর ছবি মন্দা।
কত রস পানে কয়ল সব নীরস
রাহু উগিলল চন্দা ॥ ৪
জাগি রজনি তুহু লোহিত লোচন
অলস নিমিলিত ভাঁতী।
মধুকর লোহিত কমল কোরে জনি
সুতি রহল মদে মাতী ॥ ৬
বেকত পয়োধরে নখরেখ ভুখল
তাহে পরল কুচ ভারা।
নিজ রিপু চাঁদ কলানিধি হেরইত
মেরু পড়ল আঁধিয়ারা ॥ ৮
নব কবিসেখর কহিঅ নহি পারত
দোখ দপতি করি জানী।
কত সত বেরি চোরি করু গোপন
বেরি এক বেকত বানী ॥ ১০

২৬৪ ‡
(দূতীর উক্তি)

ছল মনোরথ জোবন ভেলে
কত ন করব রঙ্গ।
সে সবে পেম ওড় ধরি ন রহল
ভেল হৃদয় ভঙ্গ ॥ ২

† ন. গু. ২৭০ (পদকল্পতরু)।
‡ ন. গু. ২৭১ (তালপত্রের পুথি)।

তথুহু উপর ছল মনোরথ
আবে কি করব স.ধ।
অইসনি ভএ অপরাধিনি ভেলাহু
জে ছল তথিহু বাধ॥ ৪
মাধব আবে তঞো ই বড় দোস।
জতএ জে কিছু বোলিঅ চালিঅ
তথি গুরুজন রোস॥ ৬
অবস নিকট আএব জাএব
বিনয় কর সে নারি।
দিনে সাতে পাঁচে বাটহু ঘাটহু
দিঠিহু হলু নিহারি॥ ৮

২৬৫ *
(শ্রীরাধার উক্তি)

আরে বিধিবস নয়ন পসারল
পসরল হরিক সিনেহ।
গুরুজন গুরুতরে ডরে সখি
উপজল জিবহু সন্দেহ॥ ২
দুরজন ভীম ভুজঙ্গম
বম কুবচন বিসসার।
তেঁই তীখেঁ বিসে জনি মাখল
লাগ মরম কনিয়ার॥ ৪
পরিজন পরিচয় পরিহরি
হরি হরি পরিহর পাস।
সগর নগর বড় পুরীজন
ঘরে ঘরে কর উপহাস॥ ৬
পহিলুক পেমক পরিভব
দুসহ সকল জন জান।

ধৈরজ ধনি ধর মনে গুনি
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ৮

২৬৬ †
(শ্রীরাধার উক্তি)

দুর সিনেহা বচনে বাঢ়ল।
মনক পিরিতি জানি।
অলপ কাজ বড়ী দুর অঁতর
করম পাওল আনি॥ ২
চরন নুপুর ঘন সবদএ
চাঁদহু রাতি উজোরি।
ননন্দি বৈরিনি নিন্দে ন নোঅএ
আবে অনাইতি মোরি॥ ৪
দূতা বোলে বুঝাবহ কাহ্নু।
আজুক রয়নি আএ ন হোএতে
হৃদয় কোপথি জনু॥ ৬
চরন নুপুর করে উতারব
সামর বসন তনু।
খেড়হু কউতুকে নন্দন বোধবি
বিলঁব লাগএ জনু॥ ৮
ও ভরে লাগল নব সিনেহা
এঁ ভরে কুলক গারি।
সকল পেম সম্ভারি ন হোএত
হ০ বিনাসতি নারি॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি উগন্ত সেবিঅ
মদন চিন্তথু আউ।
পিরিতি কারনে জিব উপেখব
এঁ বেরি হোউ কি জাউ॥ ১২

* ন. গু. ২৭২।

† ন. গু. ২৭৩ (তালপত্রের পুথি)।

২৬৭ *

(দূতীর উক্তি)

জদি তোরা নহি খন নহি অবকাস।
পরকে জতন কতে দেল বিসবাস ॥ ২
বিসবাস কই ককে সুতহ নিচীত।
চারি পহর রাতি ভমহ সুচীত ॥ ৪

(শ্রীরাধার উত্তর)

করজোরি পঁইয়া পরি কহবি বিনতী।
বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরিতী ॥ ৬
প্রথম পহর রাতি রভসে বহলা।
দোসর পহর পরিজন নিন্দ গেলা ॥ ৮
নিন্দ নিরূপইত ভেল অধরাতি।
তাবত উগল চন্দা পরম কুজাতি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি তখনুক ভাব।
জেহ পুনমত সেহ জন পয় পাব ॥ ১২

২৬৮ †

(সখীর উক্তি)

সজ্জা তেজি বামা খন বহিরায়।
খনে মুরছিত তনু কান্দে উভরায় ॥ ২
খনে বাহর আয় চল আধ পথ।
দূতি সহ কলহ করএ অনুরত ॥ ৪
দারুন দূতী সাধলি বাদ।
আজু হম তেজব রতিসুখ-সাধ ॥ ৬

২৬৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

পাসরইত সরীর হোয় অবসান।
কহইত ন লয় অব বুঝহ অবধান ॥ ২
কহই ন পারিঅ সহন ন জায়।
বচহ সজনি অব কি করি উপায় ॥ ৪
কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ।
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মঝু দেহ ॥ ৬
কাম করে ধরিঅ সে করএ বহার।
রাখএ মন্দিরে এ কুল আচার ॥ ৮
সহই ন পারিঅ চলই ন পারি।
ঘন ফিরি জৈসে পিঞ্জর মাহা সারি ॥ ১০
এতহুঁ বিপদে কিয় জীবএ দেহ।
ভনই বিদ্যাপতি বিসম এ নেহ ॥ ১২

২৭০ §

(সখীর উক্তি)

কহ কহ সুন্দরি ন কর বেআজ।
দেখিঅ আজ অপূরুব সাজ ॥ ২
মৃগমদ পঙ্ক করসি অঙ্গরাগ।
কোন নাগর পরিনত হোঅ ভাগ ॥ ৪
পুনু পুনু উঠসি পছিম দিসি হেরি।
কখন জাএত দিন কত অছি বেরি ॥ ৬
নূপুর উপর করসি কসি থীর ॥
দৃঢ় কএ পহিরসি তম সম চীর ॥ ৮

* ন. গু. ২৭৪।

† ন. গু. ২৭৭ (রসমঞ্জরী)।

‡ ন. গু. ২৭৮ ; কাব্য. ৪৫ ; সা-প. ৪৭ ; প-ত, ৯৪৯

§ ন. গু. ২৭৯ (তালপত্রের পুথি) ; বেণীপুরী ১০৮ ; গ্রিয়ার্সন ১২।

উঠসি বিহঁসি হঁসি তেজিএ সার।
তোর মন ভাব সঘন অঁধিআর॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
বৈরজ ধর মন মিলত মুরারি॥ ১২

বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনি গে
ই থিক নব রস রীত।
বয়স জুগল সমুচিত থিক সজনি গে
দুহু মন পরম পিরীতি॥ ১২

২৭১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কৈতুক চললি ভবনকে সজনি গে
সঙ্গ দস চৌদিস নারী।
বিচ বিচ সোভিত সুন্দরি সজনি গে
জনি ঘর মিলত মুরারী॥ ২
লই অভরন কএ সোড়স সজনি গে
পহির উতিম রঙ্গ চীর।
দেখি সকল মন উপজল সজনি গে
মুনিহুক চিত নহি থীর॥ ৪
নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
সির লেল ঘোঘট সারী।
লগ লগ পহুকে চলইত সজনি গে
সঁকুচল অঙ্কম নারী॥ ৬
সখি সব দেল ভবনকে সজনি গে
ঘুরি আইলি সভ নারী।
কর ধএ লেল পহু লগকই সজনি গে
হেরই বসন উঘারি॥ ৮
ভয় বর সনমুখ বোলই সজনি গে
করে লাগল সবিলাসে।
নব রস রীতি পিরীতি ভেল সজনি গে
দুহু মন পরম হুলাসে॥ ১০

* ন.গু. ২৮০ ; গ্রিয়ার্সন ২৩।

২৭২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

ঘর গুরুজন পুর পরিজন জাগ।
কাহুক লোচন নিন্দও ন লাগ॥ ২
কোন পরিজুগুতি গমন হোএত মোর
তম পিবি বাঢ়ল চাঁদ উজোর॥ ৪
সাহসে সাহিঅ প্রেম ভঁডার।
অবহু ন আবএ করম চন্ডার॥ ৬
দুহু অনুমান কএল বিহি জোর।
পাঁখি নহি দেল বিধাতা ভোর॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি জদি মন জাগ।
বড়ে পুনে পাবিঅ নব অনুরাগ॥ ১০

২৭৩ ‡

(সখীর উক্তি)

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥ ২
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান॥ ৪

† ন. গু. ২৮১ (তালপত্রের পুঁথি)।
‡ ন. গু. ২৮২ ; কাব্য. ২ ; প-ত. ১৭৬, সা. প. ৩৫ ;

তেজল মনিময় হার।
উচ কুচ মানএ ভার ॥ ৬
কর সয় কঙ্কন মুদরি।
পথহি তেজল সগরি ॥ ৮
মনিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায় ॥ ১০
জামিনি ঘন আঁধিআর।
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥ ১২
বিঘিনি বিথারল বাট।
পেমক আয়ুধে কাট ॥ ১৪
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐসন ন হেরি আন ॥ ১৬

২৭৪ *

(সখীর উক্তি)

গুরুজন নয়ন পগার পবন জঞো
সুন্দরি সতরি চললি।
জনি অনুরাগে পাছু ধরি পেললি
কর ধরি কাম ভিড়লী ॥ ২
কি আরে নবি অভিসারক রীতী।
কে জান কওন বিধি কাম পঢ়াউলি
কামিনি তিহুয়ন জীতী ॥ ৪
অম্বর সকল বিভূসন সুন্দর
ঘনতর তিমির সামরী।
কেহু কতহু পথ লখহি ন পারলি
জনি মসি বুড়লি ভমরী ॥ ৬

* ন.গু. ২৮৩ (তালপত্রের পুথি)।

চেতন আগু চতুরপন কইসন
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

---

২৭৫ †

(সখীর উক্তি)

প্রেম রতন খনি রমনী সিরোমনি
প্রিয় বিরহানল জানি।
অন্তর জর জর নয়ন নিঝর ঝর
বদনে ন নিকসএ বানি ॥ ২
আজু কী কহব হরি অনুরাগ।
তৈখনে কানন চললি বিকল মন
কুল ধরম লাজ ভয় ভাগ ॥ ঌ
মন্থর গতি অতি চলই ন পারথি
চলতহি তবহুঁ তুরন্ত।
হিয়া অতি ধসমসি সাসহি মুখসসি
স্রম জল কন বরিখন্ত ॥ ৬
সঙ্গিনি সহচরি দূরহি পরিহরি
রাহি একাকিনি কুঞ্জে।
বল্লভ মুরছিত হেরি জীয়াওত
রূপ সুধারস পুঞ্জে ॥ ৮

২৭৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

মাধব, ধনি আএলি কত ভাঁতি।
প্রেম-হেম পরখাওল কসৌটী
ভাদব কুহু-তিথি রাতি ॥ ২

† ন. গু. ২৮৪ (গীতচিন্তামণি)।
‡ ন. গু. ২৮৫ (কীর্ত্তনানন্দ); বে ১০৯

গগন গরজ ঘন তাহি ন গন মন
কুলিস ন কর মুখ বঙ্কা।
তিমির-অঞ্জন জলধার ধোএ জনি
তেঁ উপজাবতি সঙ্কা ॥ ৪
ভাগে ভুজগ সির কর অভিনয় কর
ঝাঁপল ফনিমনি দীপ।
জানি সজল ঘন সে দেই চুম্বন
তেঁ তুঅ মিলন সমীপ ॥ ৬
নারি-রতন ধনি নাগর ব্রজমনি
রস গুন পহিরল হার।
গোবিন্দ চরনে মন কহ কবিরঞ্জন
সফল ভেল অভিসার ॥ ৮

২৭৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

চন্দা জনি উগ আজুক রাতি।
পিয়াকে লিখিঅ পঠাওব পাঁতি ॥ ২
সাওন সয়ঁ হম করব পিরীত।
জত অভিমত অভিসারক রীত ॥ ৪
অথবা রাহু বুঝাএব হঁসী।
পিবি জনি উগিলহ সীতল সসী ॥ ৬
কোটি রতন জলধর তোহেঁ লেহ।
আজুক রয়নি ঘন তম কএ দেহ ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুভ অভিসার।
ভল জন করথি পরক উপকার ॥ ১০

২৭৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

আজ মোয়ঁ জাএব হরি সমাগম
কত মনোরথ ভেল।
ঘর গুরুজন নিন্দ নিরূপইত
চন্দ উদয় দেল ॥ ২
চন্দা ভলি নহি তুঅ রীতি।
এহি মতি তোহে কলঙ্ক লাগল
কিছু ন গুনহ ভীতি ॥ ৪
জগত-নাগরি মুখ জিতল জব
গগন গেলা হারি।
তইঁও রাহু গরাস পড়লা
দেব তোহ কি গারি ॥ ৬
এক মাস বিহি তোহি সিরিজএ
দএ সকলও বল।
দোসর দিন পুনু পুর ন রহসী
এহী পাপক ফল ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি সুন তোয়ঁ জুবতী
ন কর চাঁদক সাতি।
দিনা সোরহ চাঁদক আইতি
তাহি পর-ভলি রাতি ॥ ১০

২৭৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

অগমনে প্রেম গগনে কুল জাএত
চিন্তা পঙ্ক লাগলি করিনী।
মঞে অবলা দস দিস ভমি ঝাখওঁ
জনি ব্যাধ ডরে ভীরু হরিনী ॥ ২

* ন. গু. ২৭৬ (তালপত্রের পুথি) ; বেণীপুরী

† ন. গু. ২৮৭ (তালপত্রের পুথি) ; বেণীপুরী ১১১

‡ ন. গু. ২৮৮ (নেপালের পুথি)।

চন্দা দুরজন গমন বিরোধী।
উগল গগন ভরি নখত বৈরি মোরা
কে গহু আন পরবোধী ॥ ৪
কুহূ ভরমে পথ পদ আরোপল
আএ তুলাএল পঞ্চদসী।
হরি অভিসার মার উদবেজক
কওনে নিবারব কুগত সসী ॥ ৬
বিদ্যাপতি ভন কি করত গুরুজন
নীঁদ নিরূপন লাগী।
নয়ন নীর ভরি ধীর ঝপাবএ
রয়নি গমাবএ জাগী ॥১০

২৮০ *

(সখীর উক্তি)

প্রথম জউবন নব গরুঅ মনোভব
ছোটি মধুমাস রজনি।
জাগে গুরুজন গেহ রাখএ চাহ নেহ
সংসঅ পড়লি সজনি ॥ ২
নলিনী দল নির চিত ন রহএ থির
তত ঘর তত হো বহার।
বিহি মোর বড় মন্দা উগি জনু জাএ চন্দা
সুতি উঠি গগন নিহার ॥ ৪
পথহু পথিক সঙ্কা পয় পয় ধএ পঙ্কা
কি করতি ও নব তরুনী।
চলএ চাহ ধসি পুনু পড় খসি খসি
জালক ছেকলি হরিনী ॥ ৬
সাএ সাএ কওন বেদন তসু জানে।
নিকুঞ্জ বনহি হরি জাইতি কওন পরি
অনুখন হন পঞ্চবানে ॥৮

২৮১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কাজরে রাঙ্গলি সয়ঁ জনি রাতি।
অইসনা বাহর হোইত সাতি ॥ ২
তড়িতহু তেজলি মিত অন্ধকার।
আসা সংসয় পরু অভিসার ॥ ৪
ভল ন কএল মঞে দেল বিসবাস।
নিকট জোএ নসত কাহ্নক বাস ॥ ৬
জলদ ভুজঙ্গম দুহু ভেল সঙ্গ।
নিচল নিসাচর কর রস ভঙ্গ ॥ ৮
মন অবগাহএ মনমথ রোস।
জিবন দেলে নহি হোএত ভরোস ॥১০
অগমন গমন বুঝএ মতিমান।
বিদ্যাপতি কবি এহু রস জান ॥ ১২

২৮২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

আএল পাউস নিবিড় অন্ধার।
সঘন নীর বরিসএ জলধার ॥ ২
ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ।
পথ চলইত পথিকহু মন ভঙ্গ ॥ ৪

* ন, গু. ২৮৯ (তালপত্রের পুথি); বে ১১৫।

† ন, গু. ২৯১ (নেপালের পুথি)।

‡ ন, গু. ২৯৩ (নেপালের পুথি)।

কওনে পরি আওত বালভু হমার।
আগু ন চলই অভিসারিনি পার ॥ ৬
গুরু গৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি।
তথিহু বধু জন সঙ্কা আথি ॥ ৮
নদিআ জোরা ভউ অথাহ।
ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্ব।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
সকল কলা অবলম্ব ॥ ১২

২৮৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার ॥ ২
সজনী, বচন ছড়ইত মোহি লাজ।
হোএত সে হোও বরু সব হম অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ ॥ ৪
অপন অহিত লেখ কহইত পরতেখ
হৃদয় ন পারিঅ ওর।
চাঁদ হরিন বহ রাহু কবল সহ
প্রেম পরাভব থোর ॥ ৬
চরন বেঢ়িল ফনি হিত মানলি ধনি
নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সরুপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দুর ওর ॥ ৮
ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নিঅ ভূমি
দিগ মগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি সিব সিব তাবে জাইহ জিব
জাবে ন উপজু সিনেহ ॥ ১০

২৮৪ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কাজরে সাজলি রাতি
ঘন ভএ বরিসএ জলধর পাঁতি ॥ ২
বরিস পয়োধর ধার।
দূর পথ গমন কঠিন অভিসার ॥ ৪
জমুন ভয়াউনি নীর।
আরতি বসতি পাউতি নহি তীর ॥ ৬
বিজুরী তরঙ্গ ডরাই।
তোঁ ভল কর জোঁ পলটি ঘর জাই ॥ ৮
ঝাঁখথি দেব বনমালী।
এহি নিসি কোনে পরি আউতি গোয়ালী ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি বানী।
তোহহু তহ কাহ্ন নারি সয়ানী ॥ ১২

২৮৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

পঙ্ক পিছর নিস কাজর কাঁতি।
পাতরে ভৈ গেল দিগভ রাতি ॥ ২
চরন বেঢ়ল অহি তেঁ নহি সঙ্ক।
সুন্দরি হৃদয় নূপুর পুর পঙ্ক ॥ ৪

* ন. গু. ২৯৪ (নেপালের পুথি ও রাগতরঙ্গিণী); বেণীপুরী ১১৩।

† ন. গু. ২৯৫ (তালপত্রের পুথি)।

‡ ন. গু. ২৯৬ (রসমঞ্জরী)।

কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি।
তুঅ অভিসার ন জীএ বর নারি ॥ ৬
বরাহ মহিস মৃগ পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিনী বাঘ ডরায় ॥ ৮
ফনি মনি দীপ ভরম দুই ফুক।
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ। ১০
কহ কবিরঞ্জন করহ সন্তোস।
আজুক বিলম্ব গমনে নহি দোস ॥ ১২

বর কামিনি হে কাম পিয়ারী
নিসি অন্ধিআরি ডরাসী।
গুরু নিতম্ব ভরে চলহি ন পারসি
কামক পীড়লি জাসী ॥ ৪
সাওঁন মেহ ঝিমি ঝিমি বরিসএ
বহল ভমএ জল পূরে।
বিজুরি লতা চক চক মক কর
ডীঠী ন পসরএ দূরে ॥ ৬

২৮৬ *

(দূতীর উক্তি)

বাট বিকট ফনিমালা।
চউদিস বরিসএ জলধর জালা ॥ ২
হে মাধব বাহু তরিএ নরি ভাগে।
কতএ ভীতি জেঁা দৃঢ় অনুরাগে ॥ ৪
বন ছলি একলি হরিনী।
ব্যাধ কুসুম সরে পাউলি রজনী ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রূপনরায়ন নৃপ রস জানে ॥ ৮

২৮৮ ‡

(সখীর উক্তি)

সখি হে অইসনি নিসি অভিসার।
তোহি তেজি করএ কে পার ॥ ২
ভমএ ভুজঙ্গম ভীম।
পঙ্কে পুরল চৌসীম ॥ ৪
দিগমগ দেখিঅ ঘোর।
পএর দিঅ বিজুরি উজোর ॥ ৬
সুকবি বিদ্যাপতি গাব।
মহঘ মদন পরথাব ॥ ৮

২৮৭ †

(শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি)

কোমল কমল কাঞ্চি বিহি সিরিজল
মো চিন্তা পিয়া লাগী।
চিন্তা ভরে নীন্দে নহি সোঅওঁ
রয়নি গমাবওঁ জাগী ॥ ২

২৮৯ §

(সখার উক্তি)

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
জলধর বিজুরি উজোর।
তরুন তিমির নিসি তইঅও চললি জাসি
বড় সখি সাহস তোর ॥ ২

* ন. গু. ২৯৭ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ২৯৮ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ২৯৯ (নেপালের পুথি)।
§ ন. গু. ৩০০ (তালপত্রের পুথি)।

সুন্দরি কওন পুরুস ধন জে তোর হরল মন
জসু লোভে চলু অভিসার ॥ ৩
আতর দুতর নরি সে কইসে জএবহু তরি
আরতি ন করিঅ ঝাপ।
তোরা অছ পচসর তে তোহি নহি ডর
মোর হৃদয় বরু কাঁপ ॥ ৪
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জউবতি
সাহস কহহি ন জাএ।
অছএ জুবতি গতি কমলাদেই পতি
মন বস অরজুন রাএ ॥ ৭

২৯০ *

(সখীর উক্তি)

রিপু পচসর জানি অবসর
সর সিন সাজে।
হেরি সূন পথ ঘটী মনোরথ
কে জান কি হোইতি আজে ॥ ২
নিফল ভেলি জুবতী।
হরি হরি হরি রাতি ভেজ হরি
পলটলি নহি দূতী ॥ ৪
সাজি অভিসারা পড়ি অন্ধকারা
উগি জনু জা ভোরা।
আরতি বেরা জঞো হো মেরা
লাখ গুন সুখ থোরা ॥ ৬

২৯১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

নিঅ মন্দির সয়ঁ পগ দুই চারি।
ঘন ঘন বরিস মহী ভর বারি ॥ ২
পথ পীছর বড় গরুঅ নিতম্ব।
খসু কত বেরী নহী অবলম্ব ॥ ৪
বিজুরি-ছটা দরসাবএ মেঘ।
উঠএ চাহ জল ধারক থেঘ ॥ ৬
এক গুন তিমির লাখ গুন ভেল।
উতরহু দখিন ভান দুর গেল ॥ ৮
এ হরি জানি করিঅ মোয়ঁ রোস।
আজুক বিলম্ব দইব দিঅ দোস ॥ ১০

২৯২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

গমনে গমাউল গরিমা
আগমনে জিবন সন্দেহ।
দিনে দিনে তনু অবসন ভেল
হিমকমলিনি সম নেহ ॥ ২
অবহু ন সুমরহ মধুরিপু
কি করতি সুন্দরি নাম।
বিনু দোস মোহি বিসরলহুঁ
কহিনী রহতি বহু ঠাম ॥ ৪
এক দিস কাহ্নু অওকাদিস
সুবিতত বংস বিসালা।
দুই পথ চঢ়লি নিতম্বিনি
সংসঅ পড়ু কুলবালা ॥ ৬

* ন. গু. ৩০১ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ৩০৩ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১২০

‡ ন. গু. ৩০৪ (রাগতরঙ্গিণী।

পঁচবান অতি আতএ
ধৈরজে করু মন থির ।
আঁচরে মুহ দিঅ কাঁদএ
ঝাঁখ নয়ন বহ নারে ॥ ৮

২৯৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

পইরি মোয়ঁ অইলিহুঁ তরনি তরঙ্গ ।
পথ লাঁঘল সাএ সাহস ভুজঙ্গ ॥ ২
নিসি নিসাচর সঞ্চর সাথ ।
ভাগ ন মোহি কেহু ধইলিহু হাথ ॥ ৪
এত কএ অইবিহুঁ জীব উপেখি ।
তইঅও ন ভেল মোহি মাধব দেখি ॥ ৬
তহি নহি পঢ়লিএ মদনক রীত ।
পিসুনক বচন কইলি পরতীত ॥ ৮
দূতী দম্পতি দুঅও অবোধ ।
কাজ আলস দুহু পরম বিরোধ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি ।
ধৈরজ কএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১২

২৯৪ †

(দূতীর উক্তি)

কুসুম রচিত সেজা দীপ রহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে ।
জব জব তুঅ মেরা নিষ্ফল বহলি বেরা
তব তব পীড়লি মদনে ॥ ২

মাধব তোরি রাহী বাসক সজ্জা ।
চরন সবদ জানে চৌদিস আপএ কানে
পিয়া লোভে পরিনতি লজ্জা ॥ ৪
সুনিঅ সুজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে
জনি বন পইসল হরী ।
সে তুঅ গমন আসে নিন্দ ন আবে পাসে
লোচন লাগল দেহরী ॥ ৬

২৯৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

জাগল জামিক জন চউদিস গরজ ঘন
সাসু নহি তেজএ গেহা রে ।
তইও সে চলল বুধিবলে কউসল
এত বড় তোহর সিনেহা রে ॥ ২
এ হরি তোহর ধৈরজ জত সে সব কহব কত
ধনি গেলি সুন সঁকেতা রে ।
জদি ন অএলা হে তোহে ধনি সে কহলি কোহে
থোইআ গেলি মালতি মালারে ॥ ৪
সগরি রয়নি জাগি তুঅ দরসন লাগি
তরুতর তিতলি বালা রে ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
নীন্দ জগইত সন্দেহা রে ॥ ৬

* ন. গু. ৩০৫ ; গ্রিয়ার্সন ২০ ।
† ন. গু, ৩০৬ (নেপালের পুথি) ।
‡ ন. গু. ৩০৭ (তালপত্রের পুথি) ।

২৯৬ *

(সখীর উক্তি)

কহ কহ সুন্দরি ন কর বেআজে।
পুরুব সুকৃত কেদহু পাওল
মদন মহাসিধি কাজে ॥ ২
মৃগমদ তিলক অগর অনুলেপিত
সামর বসন সমারি।
হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস
গুরুজন নয়ন নিহারি ॥ ৪
বিনু কারন গৃহ করহ গতাগত
মুনি নয়ন অরবিন্দা।
অতি পুলকিত তনু বিহসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা ॥ ৬
চেতন হাথ লাথ নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
সকল কলারস জান ॥ ৮

২৯৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে আজ জাএব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর ন মানব
বচন চুকব নহী ॥ ২
চাঁদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব
ভূসন কঁএ গজমোতী।
অঞ্জন বিহুন লোচন জুগল
ধরত ধবল জোতী ॥ ৪
ধবল বসন তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগনে উগত
সহসে সহসে চন্দা ॥ ৬
ন হম কাহুক ডীঠি নিবারব
ন হম করব ওতে।
অধিক চোরী পর সঁও করিঅ
এহে সিনেহক লোতে ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি সুনহু জুবতি
সাহসে সকল কাজে।
বুঝ সিবসিংঘ রস রসময়
সোরম দেই সমাজে ॥ ১০

২৯৮ ‡

(দূতীর উক্তি)

আজ পুনিম তিথি জানি মোয়ঁ অএলিহুঁ
উচিত তোহর অভিসার।
দেহ-জোতি সসি-কিরন সমাইতি
কে বিভিনাবএ পার ॥ ২
সুন্দরি অপনহু হৃদয় বিচারি।
আঁখি পসারি জগত হম দেখলি
কে জগ তুঅ সম নারি।
তোহেঁ জনি তিমির হীত কএ মানহ
আনন তোর তিমিরারি।
সহজ বিরোধ দূর পরিহরি ধনি
চলু উঠি জতএ মুরারি ॥ ৬

* ন. গু. ৩০৮।
† ন. গু. ৩০৯ (রাগতরঙ্গিণী)।
‡ ন. গু. ৩১০ (রাগতরঙ্গিণী); বেণীপুরী ১২৩।

দূতী বচন হীত কএ মানল
চালক ভেল পঁচবান।
হরি-অভিসার চললি বর কামিনি
বিদ্যাপতি কবি ভান ॥ ৮

২৯৯ *

(সখীর উক্তি)

অবহু রাজপথ পুরুজন জাগি।
চাঁদ-কিরন নভমণ্ডল লাগি ॥ ২
সহএ ন পারএ নব নব নেহ।
হরি হরি সুন্দরি পড়লি সন্দেহ ॥ ৪
কামিনি কএল কতহু পরকার।
পুরুসক বেস কএল অভিসার ॥ ৬
ধম্মিল লোল ঝোঁট কএ বন্ধ।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ ॥ ৮
অম্বর কুচ নহি সম্বরু ভেল।
বাজন-জন্ত্র হৃদয় করি লেল ॥ ১০
অইসএ মিললি ধনি কুঞ্জক মাঝ।
হেরি ন চিহ্নই নাগর-রাজ ॥ ১২
হেরইত মাধব পড়লহি ধন্দ ॥
পরসইত ভাঙ্গল হৃদয়ক দন্দ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
দুধ-সমুদ জনি রাজ-মরালি ॥ ১৬

৩০০ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রাহু মেঘ ভএ গরসল সূর।
পথ পরিচয় দিবসহি ভেল দূর ॥ ২
নহি বরিসএ অবসন নহি হোএ।
পুর পরিজন সঞ্চর নহি কোএ ॥ ৪
চল চল সুন্দরি কর গএ সাজ।
দিবস সমাগম সপজত আজ। ৬
গুরুজন পরিজন ডর করু দূর।
বিনু সাহস অভিমত নহি পূর ॥ ৮
এহি সংসার সাব বথু এহ।
তিলা এক সঙ্গম, জাব জিব নেহ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
কোটিহু ন ঘট দিবস-অভিসার ॥ ১২

৩০১‡

(দূতীর উক্তি)

গুরুজন কহি তুরজন সয়ঁ বারি।
কৌতুকে কুন্দ করসি ফুল ধারি ॥ ২
কৈতব বারি সখীজন সঙ্গ।
অহ অভিসার পূর রতি রঙ্গ ॥ ৪
এ সখি বচন করহি অবধান।
রাত কি করতি আরতি সমধান ॥ ৬

* ন. গু. ৩১১ (কীর্ত্তনানন্দ); বেণীপুরী ১১৬; কাব্য. ৫; প-ত. ১০১২; সা. প. ৪৩; দী. ১০১২ পৃঃ।

পাঠান্তর :— ৩। রহিতে সোয়াথ নাহি, নৌতুন লেহ—সা. প; কাব্য।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহ চিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ-কেলি ॥ সা. প; কাব্য।

† ন. গু. ৩১২ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১২২; গ্রিয়ার্সন ১৯

‡ ন. গু. ৩১৩ (নেপালের পুথি)।

অন্ধ কূপ সম রয়নি বিলাস।
চোরক মন জনি বসএ বাস ॥ ৮
হরসিত হোএ লঙ্কাকে রাএ।
নাগর কী করতি নাগরি পাএ ॥১০

৩০২ *
(দূতীর উক্তি)

দৃঢ় বিসোয়াসে তুঅ পন্থ নিহারি।
জামুন কুঞ্জ রহল বনমারি ॥ ২
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।
অহ অভিসারে দিগুন থিক রঙ্গ ॥ ৪
তুহু ধনি সহজহি পদুমিনি জাতি ॥ ৬
তোহর বিলম্ব উচিত নহ আতি ॥ ৬
ভূখল জন জদি ন পাওব অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন ॥৮
আরতি রতি দুহু নহ সমতূল।
গাহক আদর সবহু তহ মূল ॥ ১০
গএ মিলি নাগরি জদুমনি পাহ।
কহ কবিরঞ্জন রস নিরবাহ ॥ ১২

৩০৩ †
(দূতীর উক্তি)

জলদ বরিস ঘন দিবস অন্ধার।
রয়নি ভরমে হম সাজু অভিসার ॥
আসুর করম সফল ভেল কাজ।
জলদহি রাখল দুহু দিস লাজ ॥ ৪
মোয়ঁ কি বোলব সখি অপন গেআন।
হাথিক চোরি দিবস পরমান ॥ ৬
মোয়ঁ দূতী মতি মোর হরাস।
দিবসহু কে জা নিঅ পিয়া পাস ॥ ৮
আরতি তোরি কুসুম-সর রঙ্গ।
অতি জীবন দেখিঅ অভিসঙ্গ ॥ ১০
দূতী বচনে সুমুখি ভেল লাজ।
দিবস অএলাহু পরপুরুস সমাজ ॥ ১২

৩০৪ ‡
(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

সুরত সমাপি সুতল বর নাগর
পানি পয়োধর আপী।
কনক সম্ভু জনি পূজি পুজারে
ধএল সরোরুহে ঝাঁপী ॥ ২
সখি হে মাধব কেলি বিলাসে।
মালতি রমি অলি নাইঁ অগোরসি
পুনু রতিরঙ্গক আসে ॥ ৪
বদন মেরাএ ধএলহি মুখমণ্ডল
কমল মিলল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অরসাএল
পীবি অমিঞ মকরন্দা ॥ ৬
ভনই অমিকর সুনহ মথুরপতি
রাধাচরিত অপার।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার ॥ ৮

* ন. গু. ৩১৪ (রসমঞ্জরী)।
† ন. গু. ৩১৬ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু, ৩১৭ (তালপত্রের পুথি) ; গ্রিয়ার্সন ৩৭।

৩০৫ *

(দূতীর উক্তি)

জলধর রুচি অম্বর পহিরাউলি
সেত সারঙ্গ কর বামা।
সারঙ্গ অদন দাহিন কর মণ্ডিত
সারঙ্গ গতি চলু রামা ॥ ২
মাধব তোরে বোলে আনল রাহী।
সারঙ্গ ভাস পাস সয়ঁ আনলি
তোরিত পঠাবহ তাহী ॥ ৪
সম্ভু ঘরিনি বেরি আনি মেরাউলি
হরি সুত সুত ধুনি ভেলা।
অরুনক জোতি তিমির পিবি উগল
চাঁদ মলিন ভএ গেলা ॥ ৬

---

৩০৬ †

(দূতীর উক্তি)

পরক পেয়সি আনলি চোরী।
সাতি অঙ্গিরলি আরতি তোরী ॥ ২
তোহি নহী ডর ওহি ন লাজ।
চাহসি সগরি নিসি সমাজ ॥ ৪
রাখ মাধব রাখহ মোহি।
তোরিত ঘর পঠাবহ ওহি ॥ ৬
তোহে ন মানহ হমর বাধ।
পুনু দরসন হোইতি সাধ ॥ ৮
ওহও মুগুধি জানি ন জান।
সংসঅ পড়ল পেম পরান ॥ ১০
তোহহু নাগর অতি গমার।
হঠ কি হোইহ সমুদ পার ॥ ১২

৩০৭ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

গগন মগন হোঅ তারা।
তইঅও ন কাহ্ন তেজয় অভিসারা ॥ ২
অপনা সরবস লাথে।
আনক বোলি মুড়িঅ দুহু হাথে ॥ ৪
টুটল গৃম মোতি হারা।
বেকত ভেল অছ নখ-খত ধারা ॥ ৬
নহি নহি নহি পএ ভাখে।
তইঅও কোটি জনন লাখে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি বানী।
এহি তীমুহু মহ দূতী সয়ানী ॥ ১০

---

৩০৮ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

হে হরি! হে হরি! শুনিঅ শ্রবন ভরি
অব ন বিলাসক বেরা।
গগন নখত ছল সেহো অবেকত ভেল
কোকিল করইছ ফেরা ॥ ২
চকবা মোর সোর কএ চুপ ভেল
ওঠ মলিন ভেল চন্দা।
নগরক ধেনু ডগরকই সঞ্চর
কুমুদিনি বসু মকরন্দা ॥ ৪
মুখকের পান সেহো রে মলিন ভেল
অবসর ভল নহি মন্দা।
বিদ্যাপতি ভন ইহো ন নিক থিক
জগ ভরি করইছ নিন্দা ॥ ৬

---

* ন. গু. ৩১৮ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৩১৯ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৩২০ (তালপত্রের পুথি)।
§ ন. গু. ৩২১ ; গ্রিয়ার্সন ৩৬।

৩০৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুমুদবন্ধু মলীন ভাসা।
চারু চম্পক তরুন বিকাসা।
শুদ্ধ পঞ্চম গাব কলরব
কলয়-কণ্ঠী কুঞ্জ রে। ১
রে রে নাগর জএ দেহে নিঅ ঘর
ছোড় অঞ্চল জাব পথ নহি পথিক সঞ্চর
লাজ ডর নহি তো পরানী
দে মেরানী রে ॥ ২
সুনিঅ দন্দাজনক রোরা।
চক চক্কী বিরহ থোরা।
নিসি বিরামা সঘন
অমিঅ জএ জানি
হক্কইত মুছুনা রে ॥৪
ধোএ হলু জনি নয়ন কজ্জল
আমিঅ লএ জনি কএল উজ্জ্বল
অবহু ন বল্লভ তুঅ মনোরথ
কাম পূরও রে ॥
হৃদয় উখড়ু মোতিম হারা।
নিফুল ফুল মালতি মালা।
চন্দ্রসিংঘ নরেস জীবও
ভানু জম্পএ রে ॥ ৬

৩১০ †

রসবতি নাগরি অভিনব কান।
রাইক মন্দির করল পয়ান ॥ ২
রস-পরিবন্ধ বিদগধ রমনী।
কপট ঘুমাওল সুতি রহু ধরনী ॥ ৪
তহি এল রভস রভস ভই গেল।
কানু কুচ উপর করাঘাত দেল ॥ ৬
পুথি পঢ়াওল আলিঙ্গন দান।
বিরতি পঢ়াওল অধরক পান ॥ ৮
স্বাত্তি (?) পঢ়াওল খুলি নিবি বন্ধ।
বেদ পঢ়াওল সুরতি-তরঙ্গ ॥ ১০
হাসি কহএ ধনি পরিহরি লাজ।
গুরু করি কান কহবি মোয় আজ ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি অপুরুব মেলি।
প্রেম-সরোবর দখিনা দেলি ॥ ১৪

৩১১ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

দেখ দেখ রে সখি অপুরুব রঙ্গ।
কিএ কিএ না কর মদন-তরঙ্গ ॥ ২
নাহ-আরতি জত কহন ন হোয়।
ধনি রহু নীচলে আঁচরে গোয় ॥ ৪
কত কত আদর করতহি কান।
কর ধরি চীবুক চুম্বই বয়ান ॥ ৬
সঘন আলিঙ্গন হৃদয়হি দেল।
নবঘন হেরিয়ে বিজুরিক খেল ॥ ৮
কবি বিদ্যাপতি হেরি বহু ধন্দ।
চাঁদ কমল কিএ ভাজল দ্বন্দ্ব ॥ ১০

* ন. গু. ৩২২ (নেপালের পুথি)।
† অপ্র, ৭ (সাহিত্য-পরিষৎ ২০১ নং পুথি)।
‡ অপ্র. ৮ (পদরসসার)।

৩১২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

চাতুরি পরিহর নাগর চোর।
সাখি দেয়ত সব অঙ্গহি তোর ॥ ২
ভাল বিরাজিত সিন্দুর-রেখ।
মকুর কর ধরি দেখ পরতেখ ॥ ৪
লোহিত লোচন পঙ্কজ-ভাঁতি।
মদন বয়ানে অধর করু কাঁতি ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
তাহি চলত জাহাঁ বৈঠে বর-নারি ॥ ৮

৩১৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কাহে এত কহ হরি তুহুঁ হম এক।
এতদিন সে সব ভেল পরতেক ॥ ২
লোর খসল জত অঞ্জন মোর।
সে সব অধর লাগি রহু তোর ॥ ৪
তুহরি অধরে সে দসন-খত দেল।
হমারি হৃদয়ে সাল রহি গেল ॥ ৬
অতএ সে তুহুঁ হম একই পরান।
বিদ্যাপতি কহ ইথে নহি আন ॥ ৮

৩১৪ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

না করি দোখ না বলি অনুচিত।
গমনকি গৌন নিশাপতি-ভীত ॥ ২
ধনি মোহে কবহু সঞ্জাত।
তুআ কুচ হেম-ঘট হার ভুজঙ্গম
তাহি উপর দেও হাত ॥ ধ্রু ॥ ৪
তুআ বিনু আন রমনি জদি ছোয়।
এহি ভুজঙ্গম দংসব মোয় ॥ ৬
ভুজ-জুগ পাস সঘন দেহ হার।
পয়োধর-পাথর বুকে দেহ ভার ॥ ৮
গলে গলে বান্ধই রাখহ চিত ॥
ভনই বিদ্যাপতি এহি ত উচিত ॥ ১০

৩১৫ *

(দূতীর উক্তি)

তুহুঁ বাহু বাঢ়ায়লি রতন।
মান ধরলি করি যতন ॥ ২
মান গুরুয়া কাহে ধয়লি।
কামুক করুনা নাহি শুনলি ॥ ৪
বঞ্চিত হোই পহু চলনা।
কলি পাপ মাহ তুহু খলনা ॥ ৬
কবহুঁ না সুনলি মহাজন মুখকা।
যাচক বাঘ ন খায়ত বনকা ॥ ৮
সুকবি বিদ্যাপতি ভান।
মান রহু পুন জাউ পরান ॥ ১০

৩১৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখিগন গনইত তুহুঁ স সয়ানী।
তোহে কি শিখাওব চতুরিম-বানী ॥ ২

* অপ্র, ৯ (পদরসসার)।
† অপ্র. ১০ (পদরসসার ও পদরত্নাকর)।
‡ অপ্র. ১১ (পদরসসার)।
* অপ্র, ১২ (পদরসসার)।
† অপ্র. ১৩ (পদরসসার)

জাই বৈঠবি তুহুঁ স্যাম করি বামা।
ইঙ্গিত জানাওবি মধু পরনামা ॥ ৪
বাত কহবি পুন আনন ফেরি
চন্দ্রাবলি-নাথ কহবি বেরি বেরি ॥ ৬
মিনতি করবি দুতি ন ধরবি পায়।
মান-গরব ধন জনি মিটি যায় ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি চতুর সুজান।
মান রাখবি পুন আনবি কান ॥ ১০

— —

৩১৮ *

জব হরি হেরল রাই-মুখ-ওর।
তৈখন ছল ছল লোচন-জোর ॥ ২
জব পহু কহলহি লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ ॥ ৪
জব হরি ধয়লহি অঞ্চল-পাস।
তৈখন চরচর তনু পরকাস ॥ ৬
জব পহু পরসল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখন পুলক পুরল দুহুঁ অঙ্গ ॥ ৮
পুরল মনরথ মদন-উদেস।
কহ কবিসেখর পিরিতি বিসেস ॥ ১০

———

৩১৯ †

(শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি)

"এ ধনি এক নিবেদন তোয়।
কনক শম্ভু এক ভেল বিলোকন
দোসর দেখায়বি মোয় ॥ ২
কর-পল্লবে হম ইহপুহর জব
খোলহ নীল নিচোল।
পানিক তলে হম কপোল বজাওব
করতালি তুহুঁ কর বোল ॥" ৪
"সুন ব্রজবল্লভ ইথে কিএ সম্ভব
সহজই জাতি অহীর।
আদি বিসেসর দেব পুরন্দর
কৈসে পরসবি উহ সীর ॥" ৬
"দেব বিসেসর আদি পুরুসবর
আকুল জন নহি জান।"
নিবেদএ পুন পুন কহ কবিরঞ্জন
দেহ আলিঙ্গন দান ॥ ৮

৩২০ ‡

মাধব সিরিস কুসুম সম রাহী।
লোভিত মধুকর কৌসল অনুসর
নব রস পিবু অবগাহী ॥ ২
পহিল বয়স ধনি প্রথম সমাগম
পহিলুক জামিনি জামেঁ।
আরতি পতি পরতীতি ন মানথি
কি করথি কেলক নামেঁ ॥ ৪
অঁকম ভরি হরি সয়ন সুতৌওল
হরল বসন অবিসেখে।
চাঁপল রোস জলজ জনি কামিনি
মেদনি দেল উপেখে ॥ ৬

* অপ্র. ১৪ (পদরসসার)।

† অপ্র. ১৫ (সাহিত্য-পরিষৎ ২০১ সংখ্যক পুথি)।

‡ গ্রিয়ার্সন ২৯।

এক অধর কৈ নীবি নিরোপলি
দূ পুনি তীনি ন হোঈ।
কুচ-জুগ পাঁচ পাচ সসি উগল
কি লয় ধরথি ধনি গোঈ॥
আকুল অলপ বেআকুল লোচন
আঁতর পূরল নীরে।
মনমথি মীন বনসি লয় বেধল
দেহ দসো দিসি ফীরে॥ ১০
ভনহি বিদ্যাপতি তুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলী।
অসহ সহথি কত কোমল কামিনি
জামিনি জিব দএ গেলী॥ ১২

ছলনা

৩২০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

ন কহ ন কহ মিথা অপবাদ।
সহজ জৌবন তাহে কুল মরিজাদ॥ ২
সখি পরসঙ্গে নিসি জাগল হাম।
বিপরিত হোয় জনু গুরুকুল ঠাম॥ ৪
ঐসন বচন পুনু ন কহবি মোয়।
রহসহি বচন সাঁচ জনি হোয়॥ ৬
ন বোল সজনি সুন সপন-সম্বাদ।
হঁসইত কেহু জনি কর পরিবাদ॥ ৮
বিসাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঁঝ।
তুরিত ঘোচায়লোঁ নীবিক কাজ॥ ১০
এক পুরুখ পুনু আওল আগে।
কোপ অরুন আঁখি অধরক দাগে॥ ১২
সে ভয় চিকুর চীর আনহি গেল।
কপাল কাজর মুখ সিন্দুর ভেল॥ ১৪
অন্তর কহব কেহ অপজস গাব।
বিদ্যাপতি কহ কে পতিআব॥ ১৬

৩২১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মন্দির অছলোঁ সহচরি মেলি।
পরসঙ্গে রজনি অধিক ভই গেলি।
জব সখী চললহু অপন গেহ।
তব মঝু নীন্দ ভরল সব দেহ॥ ৪
সূতি রহল হম করি এক চীত।
দৈব-বিপাক ভেল বিপরীত॥ ৬

৩২২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে তোহে হমর বহু সেবা।
ঐসনি বানি কবহু জনি বোলবি
জাতি কুল কিএ মোর লেবা॥ ২
গোকুল নগর কাহ্নু রতি লম্পট
জৌবন সহজ হমারা।

* ন. গু. ৩২৩

† ন. গু. ৩২৪ ; বেণীপুরী ১২৬ ; কাব্য. ১২ ; প-ত. ২৪৬।

‡ ন. গু. ৩২৫ ; বেণীপুরী ১২৮।

তুহু সখি রভসি মোহে জনি বোলবি
লোক করব পতিআরা ॥ ৪
কেসর কুসুম হেরি হম কৌতুক
ভুজ-জুগ মেটল তাহি।
দাড়িম ভরমে পয়োধর উপর
পড়লহু কীর লোভাহি ॥ ৬
চকিত উভয় ভুজ ইতি-উতি পেখল
তেঁ বেস ভএ গেল আন।
ইথে পরিবাদ কহসি মোহে বৈরিনি
ইহ কবিসেখর ভান ॥ ৮

৩২৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

খরি নরি-বেগ ভাসলি নাঈ।
ধরএ ন পারথি বাল কহ্নাঈ ॥ ২
তে ধসি জমুনা ভেলহুঁ পার।
ফূটল বলআ টূটল হার ॥ ৪
এ সখি এ সখি ন বোল মন্দ।
বিরহ বচন বাঢ়এ দন্দ ॥ ৬
কুণ্ডল খসল জমুন মাঁঝ।
তাহি জোহইত পড়লি সাঁঝ ॥ ৮
অলক তিলক তেঁ বহি গেল।
সুধ সুধাকর বদন ভেল ॥ ১০
তটিনি তট ন পাইঅ বাট।
তেঁ কুচ গড়ল কঠিন কাঁট ॥ ১২
ভন বিদ্যাপতি নিঅ অবসাদ।
বচন-কওসল জিতিঅ বাদ ॥ ১৪

৩২৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুসুম তোরএ গেলহুঁ জাহাঁ।
ভমর অধর খণ্ডল তাহাঁ ॥ ২
তেঁ চলি অএলহুঁ জমুনা তীর।
পবন হরল হৃদয় চীর ॥ ৪
এ সখি সরুপ কহল তোহি।
আনু কিছু জনি বোলসি মোহি
হার মনোহর বেকত ভেল।
উজর উরগ সংসঅ লেল ॥ ৮
তেঁ ধসি মজূর জোড়ল ঝাঁপ।
নখর গাড়ল হৃদয় কাঁপ ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি উচিত ভাগ।
বচন-পাটব কপট লাগ ॥ ১২

৩২৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

ননদী সরুপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার বেভিচার বুঝওবহ
সাসু করতহ্নি রোসে ॥ ২
কৌতুক কমল নাল সয়ঁ তোরল
করএ চাহল অবতংসে।
রোস কোস সয়ঁ মধুকর আওল
তেঁহি অধর করু দংসে ॥ ৪
সরবর-ঘাট বাট কণ্টক-তরু
দেখহি ন পারল আগূ।

* ন. গু. ৩২৬ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১২৯।

† ন. গু. ৩২৭ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১২৭।

‡ ন.গু. ৩২৮ (তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথি); বেণীপুরী ১৩০ ; গ্রিয়ার্সন ৪০।

সাঁকরি বাট উবটি কহু চললহু
তেঁ কুচ কণ্টক লাগু॥ ৬
গরুঅ কুম্ভ সির থির নহিঁ থাকএ
তেঁ উধসল কেস-পাস।
সখিজন সয়ঁ হম পাছে পড়লিহু
তেঁ ভেল দীঘ নিসাস॥ ৮
পথ অপবাদ পিসুন পরচারল
তথিহু উতর হম দেলা।
অমরখ চাহি ধৈরজ নহি রহলে
তেঁ গদ গদ সর ভেলা॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
ঈ সভ রাখহ গোঈ।
ননদী সয়ঁ রস-রীতি বঢ়াবহ
গুপুত বেকত নহি হোঈ॥ ১২

৩২৬ *

জাহি লাগি গেলি হে তাহি কহাঁ লইলি হে
তা পতি বৈরি পিতু কাহাঁ।
অছলি হে দুখ সুখ কহহ অপন মুখ
ভূসন গমওলহ জাহাঁ॥ ২
সুন্দরি, কি কএ বুঝাওব কন্তে।
জহ্নিকা জনম হোইত তোহে গেলিহু
অইলি হে তহ্নিকা অন্তে॥ ৪
জাহি লাগি গেলহু সে চলি আএল
তেঁ মোয়ঁ ধাএল সুকাঈ।
সে চলি গেল তাহি লএ চলিলিহু
তেঁ পথ ভেল অনেআঈ॥ ৬
সঙ্কর-বাহন খেড়ি খেলাইত
মেদিনি বাহন আগে।
জে সব অছলি সঙ্গ সে সব চললি ভঙ্গ
উবরি অএলহুঁ অতি ভাগে॥ ৮
জাহি দুই খোজ করইছথি সাম্হুকি
সে মিলু অপনা সঙ্গে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
গুপুত নেহ রতি-রঙ্গে॥ ১০

মান-শিক্ষা

৩২৭ †

(সখীর উক্তি)

খনহি খন মহুঁথি ভই কিছু অরুন নয়ন কই
কপট ধরি মান সম্মান লেহী।
কনক জয়ঁ প্রেম কসি পুনু পলটি বাঁক হসি
আধি সয়ঁ অধর মধু-পান দেহী॥ ২
অরেরে ইন্দুমুখি আঢ় ন কর পিয় হৃদয় খেদ হর
কুসুম-সর রঙ্গ সংসার সারা॥ ৩
বচন বস হোসি জনু সসরি ভিন্ন হোইহ তনু
সহজ বরু ছাড়ি দেব সয়ন-সীমা।

---

* ন. গু. ৩২৯ বেণীপুরী ১৩১॥

† ন. গু. ৩৩০ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১৩২।

প্রথমে রস ভঙ্গ ভেল লোভে মুখ সোভ গেল
বাঁধি ভুজ-পাস পিয় ধরব গীমা ॥ ৫
জদি নয়ন-কমলবর মুকল কল কান্তি ধর
খর নখর-ঘাত কই সেহে বেলা।
পরম পদ লাভ সম মোদ চির হৃদয় রম
নাগরী সুরত-সুখ অমিয় মেলা ॥ ৭
সরসকবি সুরস ভন চারু তর চতুরপন
নারি আরাহিতাই পঞ্চবানা।
সকল জন সুজন গতি রানি লখিমাক পতি
রূপ নারায়ন সিবসিংঘ জানা ॥ ৯

৩২৮ *

(সখীর উক্তি)

হমর বচন সুন সাজনি।
মান করবি আদর জানি ॥
জব কিছু পিয়া পুছব তোয়।
অবনত মুখ রহবি গোয় ॥
জব পরীহরি চলএ চাহি।
কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি ॥
জব কিছু আদর দেখহ থোর।
ঝাপি দেখাওবি কুচ ওর ॥
বচন কহবি কাঁদন মাখি
মান করবি আদর রাখি ॥
জব করে ধরি নিকট আনি।
উহু উহু কএ কহবি বানি ॥
ভনই বিদ্যাপতি সোই সে নারি
মানক পিরিতি রাখঅ পারি ॥

৩২৯ †

(সখীর উক্তি)

সখি অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনি
থম্ভবি থম্ভ সমীপে।
জব হরি করে ধরি কোর বইসাওব
আঁচরে চোরায়বি দীপে ॥
সখি মান ন রহত উদাসে।
সত সম্ভাসনে বচন ন পরগাসব
জেহন কৃপন অসোয়াসে ॥
লহু লহু হসি হরি মুখ মোড়বি
দসন দেখাওব হাসে।
বদন আধ বিনু সাধ ন পূরব
কুচ দরসাওব পাসে ॥
বহুবিধ আদরে পহুক কাতর লখি
বিমুখি বইসব বামে।
করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব
সেজ তেজি বইসব ঠামে ॥
করে কর জোরি মোরি তনু উঠব
অম্বর সম্বরি পীঠে।
ভনই বিদ্যাপতি উতকট সঙ্কট
উপজায়ব দীঠে ॥

৩৩০ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি) *

কোপ করএ চাহ নয়নে নিহারি রহ
ধরিঅ ন পারয় হাসে।
ন বোল পরুস বাক ন মুখ অরুন থাক
চাঁদ কি জলই হুতাসে ॥

* ন. গু. ৩৩১ (কীর্ত্তনানন্দ)।
† ন. গু. ৩৩২ (কীর্ত্তনানন্দ)।
‡ ন. গু. ৩৩৩ (তালপত্রের পুথি)।

এ সখি মান করিবা ন জানে।
কত খন সিখাউবি আনে ॥
ন ন ন ন ন ন ভন পিয়কে নখরে হন
জেও জান তথিহু লজাই।
ন কর ভৌহ ভঙ্গ ন ধরি মোলই অঙ্গ
খনহি সুলভ ভএ জাই ॥
অপনে অথিক সুখি ন ধর পরক বুধি
বিসম কুসুমসর মায়া।
বিরহ সোস ভেলে ভল হো অধর দেলে
রৌদ সোহাউনি ছায়া ॥
ভনই বিদ্যাপতি হোইহ দূন রতি
পূজবতে পঞ্চবানে।
রূপিনি দেই পতি মতি সিরি রতিধর
সকল কলা রস জানে ॥

৩৩১

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)*

দূরহি রহিঅ করিঅ মন আন।
নয়ন পিয়াসল হটল ন মান ॥
হাস সুধারস তসু মুখ হেরি।
বাঁধলিএ বাঁধ নিবী কতি বেরি
কী সখি করব ধরব কী গোয়।
করিঅ মান জেঁ আইতি হোয় ॥
ধসমস করএ রহওঁ হিয় জাতি।
সগর সরীর ধরএ কত ভাঁতি ॥
গোপহি ন পারিঅ হৃদয়-উলাস।
মুনলাহু বদন বেকত হো হাস ॥
ভনই বিদ্যপতি তোর ন দোস।
ভূখল মদন বঢ়াবএ বোস ॥

৩৩২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জখনে জাইঅ পিয়া সয়নক পাস।
মন রহ মান করব কত বাস ॥
তসু কর পরসে ন রহএ গেআন।
নীবী কখনে ফুজএ কে জান ॥
কোনে পরি পিয়া সয়ঁ করব সখি মান।
মন মোর হরএ মধথ পচবান ॥
কি করব মান মো ন মন থীর।
কামক আএত তরুনি সবীর ॥

ন. গু. ৩৩৪ (মিথিলার পদ)।

† ন গু, ৩৩৫ (তালপত্রের পুঁথি)।

শ্রীরাধার মান

৩৩৩

(শ্রীরাধার উক্তি) *

লোচন অরুন বুঝল বড় ভেদ।
রঅনি উজাগর গরুঅ নিবেদ ॥ ২
ততহি জাহ হরি ন করহ লাথ।
রঅনি গমওলহ জহ্নিকে সাথ ॥ ৪
কুচ কুঙ্কুমে মাখল হিয় তোর।
জনি অনুরাগ রাঁগি করু গোর ॥ ৬
আনক ভূসন তোর কলঙ্ক।
বড় ও ভেদ মন্দ ও পরসঙ্গ ॥ ৮
চিটি-গুড় চুপড়লি রাড়ক পোরি।
লওলে লাথ বেকত ভেল চোরি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি বজবহু বাদ।
বড় অপরাধ মৌন পএ সাধ ॥ ১২

৩৩৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুঙ্কুম লওলহ নখ-খত গোই।
অধরক কাজর অএলহ ধোই ॥ ২
তইও ন ছপল কপট-বুধি তোরি।
লোচন অরুন বেকত ভেল চোরি ॥ ৪
চল চল কাহ্ন বোলহ জনু আন।
পরতখ চাহি অধিক অনুমান ॥ ৬
জানওঁ প্রকৃতি বুঝওঁ গুনসীলা।
জস তোর মনোরথ মনসিজ-লীলা ॥ ৮
ধনসোঁ জউবন ছইলও জাতী,
কামিনী বিনু কইসে গেলি মধুরাতী ॥১০
বচন লুকাবহ বকতও কাজ।
তোয় হঁসি হেরহ মোয় বড় লাজ ॥ ১২
অপথহু সপথ বুঝাবহ রাধে।
কোন পরি রাখওম সঠ অপরাধে ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি পিয় অপরাধ।
উদঘট ন কর মনোরথ সাথ ॥ ১৬
দেবসিংঘ সুত এহ রস জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৮

৩৩৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

চল চল মাধব মঝু পরনাম।
চাতুরি ন রহ চতুরক ঠাম ॥
অধরক জোতি মলিন ভই গেল।
তুঅ অনুরূপ রমনি হরি লেল ॥

---

* ন. গু. ৩৩৬; গ্রিয়ার্সন ৪৪; বেণীপুরী ১৩৩।

পাঠান্তরঃ--৭-৮। আনক ভুষন লাগল অঙ্গ
উকুতি বেকত হোয়ে আনক সঙ্গ ॥
— গ্রিয়ার্সন—

† ন. গু. ৩৩৭ (তালপত্রের পুথি); বেণী ১৩৪।

পাঠান্তর ঃ—২। অধরক কাজর অয়লহ ধোই বেণী।

১০। বেণীপুরীতে নাই।

‡ ন. গু. ৩৩৮ (কীর্ত্তনানন্দ)।

সিঁদুরক বিন্দু ললাটহি লাগি।
সোপলি সুন্দরি নিজ অনুরাগি ॥
প্রতি অঙ্গে রতি চিন বেকত হোয়।
করতল চাঁদ ধপাবয় কোয় ॥

৩৩৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

আধ আধ মুদিত ভেল দুহু লোচন
বচন বোলত আধ আধে।
রতি-আলস সামর তনু ঝামর
হেরি পুরল মোর সাধে ॥ ২
মাধব, চল চল চল তহি ঠাম ॥
জসু পদ-জাবক হৃদয়ক ভূসন
অবহু জপত তসু নাম ॥ ৪
কত চন্দন কত মৃগমদ কুঙ্কুম
তুঅ কপোল রহু লাগি।
দেখি সৌতি অনুরূপ কএল বিহি
অতএ মানিএ বহু ভাগি ॥ ৬

৩৩৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সহস রমনি সৌঁ ভরল তোহর হিয়
করু তনি পরসি ন ত্যাগে।
সকল গোকুল জনি সে পুনমতি ধনি
কি কহব তহিক ভাগে ॥ ২
পদজাবক হৃদয় ভিন অছ
অরু করজ খত তাহে।
জাহি জুবতি সঙ্গে রজনি গমৌলহ
ততহি পলটি বরু জাহে ॥ ৪
নয়নক কাজর অধরেঁ চোরাওল
নয়ন অধরকহু রাগে।
বদলল বসন নুকাওব কত খন
তিলা এক কৈতব লাগে ॥ ৬
বড় অপরাধ উতর নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
সকল কলারস জানে ॥ ৮

৩৩৮ ক

(শ্রীরাধার উক্তি)

জাবে রঙ্গিঅ তুঅ লোচন আগে।
তাবে বুঝাবহ দিঢ় অনুরাগে ॥ ২
নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে।
কপট হে মাধব কতি খন বানে ॥ ৪
বুঝল মথুরপতি ভলি তুঅ রীতি।
হৃদয় কপট মুখে করহ পিরীতি ॥ ৬
বিনয় বচন জত রস পরিহাস।
অনুভবে বুঝল হমে সেও পরিহাস ॥ ৮
হসি হসি করহ কি সব পরিহার।
মধু বিখে মাখল সর পরহার ॥ ১০

* ন. গু. ৩৩৯ (কীর্ত্তনানন্দ); বে

† ন. গু. ৩০৮ (তালপত্রের পুথি)।

ক ন. গু. ৩৪১ (নেপালের পুথি)।

৩৩৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মনসিজ বানে মোর হরল গেআনে।
বোললহ তোহে মোরি দোসরি পরানে। ২
বচনহু চুকলাসি আবে কী ছড়া।
সমুহ নিহারসি সাহস বড়া॥ ৪
কি তোহি বলিবোঁ কাহ্নু কি বোলিবওঁ তোহী।
বেরি বেরি কত পরিপঞ্চসি মোহী॥ ৬
ভাঁগিলে ভাসা তোলিলে আসা।
অবে ককেঁ করসি তোয়ঁ মুখল পরগাসা॥ ৮
লাজক অপগমে চৌহ্নলি জাতী।
পেম করহ অনতএ গেলি রাতী॥ ১০
খণ্ডিত জুবতি কবি বিদ্যাপতি ভানে।
পেয়সি বচনে লজাএল কাহ্নে॥ ১২
রুপনরাএন এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে॥ ১৪

৩৪০

(শ্রীরাধার উক্তি) †

পরিজন পুরজন বচনক রীতি।
পেম লুবুধ মন ভেলি পরতীতি॥ ২
নিঅ অপরাধ বোলত কী আনে।
কুমুদহি ভেল কমলকে ভানে॥ ৪
এহি অনুভবি বুঝল সরূপে।
নয়ন অছইত নিমজলিহু কূপে॥ ৬
জদি তোহে মাধব সহজ বিরাগী।
লোচন গীম কএল কথি লাগী॥ ৮
পুনু জনু বোলহ অইসনি ভাসা।
কাহুক কউতুকে কাহুক নিরাসা॥ ১০
নহি নহি বোলহ দরসহ কোপে।
জতনে জনাএ করইছহ গোপে॥ ১২
পরতখ গোপব কে পতিআউ।
বরু মনরথ সরে জীবন জাউ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
পুহবিহি অবতরু নব পঁচবানে॥ ১৬
রূপনরাঅন এহু রসমন্তা।
গুননিবাস লখিমা দেই কন্তা॥ ১৮

৩৪১

(শ্রীরাধার উক্তি) ‡

আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ।
মাধব বুঝল তোহর অনুবন্ধ॥ ২
আসা রাখহ নএন পঠাএ।
কত খন কৌসলে কপট নুকাএ॥ ৪
চল চল মাধব তোহ জে সআন।
তাবে বোলিঅ জে উচিত ন জান॥ ৬
কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম।
প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম॥ ৮
পরিমলে জানিঅ কমল পরাগ।
নয়নে নিবেদিঅ নব অনুরাগ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি নয়নক লাজ।
আদরে জানিঅ আগিল কাজ॥ ১২

* ন. গু. ৩৪২ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু, ৩৪৩ (তালপত্রের পুথি)
‡ ন. গু. ৩৪৪ (তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথি)।

৩৪২*

(শ্রীরাধাব উক্তি)

মাধব বুঝল তোহর নেহ।
ওর ধরইত হম রাখি ন পারিঅ
আসা কী জই দেহ ॥ ২
তো সন মাধব অতি গুনাকর
দেখইত অতি অমোল।
জেহন মধুক মাখল পাথর
তেহন তোহর বোল ॥ ৪
ই রীতি দএ হম পিরিতি লাওল
জোগ পরিনত ভেল।
অমৃত বধি হম লতা লাওল
বিসে ফরি ফরি গেল ॥ ৬
ভন বিদ্যাপতি সুনু রমাপতি
সকল গুননিধান।
অপন বেদন তাহি নিবেদিঅ
জে পর-বেদন জান ॥ ৮

৩৪৩+

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথমহি গিরি সম গৌরব ভেল।
হৃদয়হু হার আঁতর নহি দেল ॥ ২
সুপুরুস বচন কএল অবধান।
ভল মন্দ তুঅও বুঝ অবসান ॥ ৪
চল চল মাধব ভলি তুঅ রীতি।
পিসুন বচনে পরিহরলি পিরীতি ॥ ৬
পরক বচনে আপল কান।
তহি খনে জানল সময় সমান ॥ ৮
আবে অপদস্ত হরি তেজ অনুরোধ।
কাহু কা জনু হো বিহিক বিরোধ ॥ ১০
ন ভেলে রঙ্গ রভস দুর গেল।
ইথি হম খেদ একও নহি ভেল ॥ ১২
একে পএ খেদ জে মন্দা সমাজ।
ভলেহু তেজল অবে আঁখিক লাজ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি হরি মনে লাজ।
কাহু কা জনু হো মন্দা সমাজ ॥ ১৬

৩৪৪‡

(শ্রীরাধার উক্তি)‡

অহনিসি বচনে জুড়ওলহ কান।
সুচিরে রহত সুখই ভেল ভান ॥ ২
অবে দিনে দিনে হে বুঝল বিপরীত।
লাজ গমাএ বিকল ভেল চীত ॥ ৪
বিহিক বিরোধে মন্দা সয়ঁ ভেট।
ভাঁড় ছুইল নহি ভরলে পেট ॥ ৬
লোভে করিঅ হে মন্দ জত কাম।
সে ন সফল হোঅ জঞো বিহি বাম ॥ ৮

---

৩৪৫ §

(সখীর উক্তি)

বোললি বোল উত্তিম পএ রাখ।
নীচ সবদ জন কী নহি ভাখ ॥ ২

* ন. গু. ৩৪৫ (মিথিলার পদ)।
† ন. গু. ৩৪৬ (তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি)।
‡ ন. গু. ৩৪৭ (নেপালের পুঁথি)।
§ ন. গু. ৩৪৮ (নেপালের পুঁথি)।

হমে জে উত্তিম কুল গুনমতি নারি।
এত বা নিঅ মনে হলব বিচারি॥ ৪
সিনেহ বঢ়াওল সুপুরুস জানি।
দিনে দিনে কএলহ আসা হানি॥ ৬
কত ন জগত অছ রসমতি ফূল।
মালতি মধু মধুকর পএ ভূল॥ ৮
গেল দীন পুনু পলটি ন আব।
অবসর বহলা রহ পচতাব॥ ১০

নিতহি অছ সব মন জাগ।
তোহ বোলি বিসরল হমর ভাগ॥ ৪
চল চল মাধব কী কহব জানি।
সময়ক দোসে আগি বম পানি॥ ৬
রয়নিক বন্ধব জানি চন্দ।
ভল জন হৃদয় তেজএ নহি মন্দ॥ ৮
কলিজুগ গতিকে সাধু মন ভঙ্গ।
সবে বিপরীত করব অনঙ্গ॥ ১০

---

৩৪৬ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

ঝটক ঝাটল ছোড়ল ঠাম।
কএল মহাতরু তর বিসরাম॥ ২
তে জানল জিব রহত হমার।
সেস ডার টুটি পরল কপার॥ ৪
চল চল মাধব কি কহব জানি।
সাগর অছল থাহ ভেল পানি॥ ৬
হম জে আনওলে কী ভেল কাজ।
গুরুজনে পরিজনে হোএত লাজ॥ ৮
হমরে বচনে জে তোহহি বিরাম।
ফেকলেও চেপ পাব পুনু ঠাম॥ ১০

৩৪৭✦

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুপুরুস ভাসা চৌমুখ বেদ।
এত দিন বুঝল অছল নহি ভেদ॥ ২

৩৪৮ ✿

(শ্রীরাধার উক্তি)

এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত।
তুঅা কুচ হেম-ঘট হার ভুজঙ্গিনি
তাক উপর ধর হাত॥ ২
তোহে ছাড়ি জদি হম পরসব কোয়।
তুঅ হার-নাগিনি কাটব মোয়॥ ৪
হমর বচন জদি নহি পরতীত।
বুঝি করহ সাতি জে হোয় উচীত ৬
ভুজ-পাস বাঁধি জঘন-তর তারি।
পয়োধর-পাথর হিয় দহ ভারি॥ ৮
উর-কারা বাঁধি রাখ দিন-রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ সাতি॥

৩৪৯ ·|·

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুন সুন সুন্দরি কর অবধান।
বিনু অপরাধ কহসি কাহে আন॥ ২

*ন. গু. ৩৪৯ (নেপালের পুথি)।
✦ ন. গু. ৩৫০ (নেপালের পুথি)
✿ ন. গু. ৩৫১ ; বেণীপুরী ১৩৭ ; কাব্য ১ সা. ৫৫ ; প. ত. ৩৮৭
·|· ন. গু. ৩৫২ ; প. ত. ৩৮৬ ; বেণীপুরী ১৩৬

পুজলোঁ পসুপতি জামিনি জাগি।
গমন বিলম্ব ভেল তেহি লাগি ॥ ৪
লাগল মৃগমদ কুঙ্কুম দাগ।
উচরইত মন্ত্র অধর নহি রাগ ॥ ৬
রজনি উজাগর লোচন ঘোর।
তাহি লাগি তোহে মোহে বোলসি
চোর ॥ ৮
নবকবিসেখর কি কহব তোয়।
সপথ করহ তব পরতীত হোয় ॥ ১০

---

৩৫০ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

মান পরীহর হে করু বচন মোরা।
মার মনোভব হে ধরু সরন তোরা ॥ ২
ন কর ন কর হে মোহি বিমুখ আজে।
অপুরুব পেমে হে পুন ভেল সমাজে ॥ ৪
কমলবদনি হে করু আঁকম দানে।
বিনয়ে কে নহি হে জগতে জয় মানে ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি হে ভন কবি ধীরে।
রাজা সিবসিংঘ হে নরপতি বীরে ॥ ৮

৩৫১ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সরদক সসধর সম মুখমণ্ডল
কাঁই ঝপাবসি বাসে।
অলপেও হাস সুধারস বরিসও
ছাড়ও নয়ন পিয়াসে ॥ ২
মানিনি অপনেহু মনে অনুমান।
রুসইত আনহু বোল অগেআন ॥ ৪
হাটক ঘটন সিরীফল সুন্দর
কুচজুগ কুটি করু আধে।
পানি পবস রস অনুভব সুন্দরি
ন করু মনোবথ বাধে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
বিভব দয়া থিক সাবা।
মাহ ছাহ ককরো নহি ভাবয়
গ্রীসম প্রান পিয়ারা ॥ ৮

৩৫২ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিঅ-রস পীবে।
অধর মধুরি ফুল পিয়া মধুকর তুল
বিনু মধু কত খন জীবে ॥২
মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে।
ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি
সুখে জাও নিসি অবসানে ॥ ৪
পর মুখে ন সুনসি নিঅ মনে ন গুনসি
ন বুঝসি ছইলরি বানী।
অপন অপন কাজ কহইত অধিক লাজ
অরথিত আদর হানী ॥ ৬
কবি ভন বিদ্যাপতি অরেরে সুনু জুবতি
নেহ নুতন ভেল মানে।
লখিমা দেই পতি সিব সিংঘ নরপতি
রূপ নরায়ন জানে ॥ ৮

---

* ন. গু. ৩৫৩ (রাগতরঙ্গিণী)।
† ন. গু. ৩৫৪ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ৩৫৫ (তালপত্রের পুথি)।

৩৫৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কাঁ লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখবধক ভয় ন করহ
ই বড় সাহস তোর ॥ ২
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন সহইত ন পারিঅ
সরন লেল তোর ॥ ৪
কিএ গিরিবর কনককটোর
তা দেখি লাগয় ধন্দ।
হিয়াক উপর সম্ভু পূজিত
বেঢ়ি বালকচন্দ ॥ ৬
কর-কমলে পরসইত চাহিঅ
বিহি নহ জদি বামা।
তোহর চরনে সরন লেল
সদয় হোয়ব রামা ॥ ৮
চঞ্চল দেখিঅ আকুল ভেল
ব্যাকুল ভেল চীত।
কহ বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
কামুক করহ হীত ॥ ১০

৩৫৪+

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

বদন সরোরুহ হাসে মুকওলহ
তেঁ আকুল মন মোরা।
উতিতেও চন্দা অঁমিঅ ন মুঞ্চএ
কী পিবি জিউত চকোরা ॥ ২
মানিনি দেহ পলটি দিঠি মেলা।
সগরি রয়নি জদি কোপহি গমওবহ
কেলি রভস কোন বেলা ॥ ৪
তোর নয়ন এঁ পথহু ন সঞ্চর
তজুগুত কহ ন জাই।
অরুন কমলকে কন্তি চোরওলহ
তেঁ মনে রহলি লজাই ॥ ৬
কামিনি কোপে মনোরথ জাগল
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
জএমতি দেই বর সন গহি সঙ্কর
বুঝএ সকল রস ভাবে ॥ ৮

৩৫৫ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

চউদিস জলদেঁ জামিনি ভরি গেলি।
ধারাএ্ধ ধরনি বেআপিতি ভেলি ॥ ২
গগন গরজেঁ জাগল পঞ্চবান।
এহনা সুমুখি উচিত নহি মান ॥ ৪
নাগরি পিসুন বচনে করু রোস।
পয় পরলহু নহি কর পরিতোস ॥ ৬
বিহি সমুচিত ধরু বামা নাম।
হমে অনুমাপি হলল ফল ঠাম ॥ ৮
নাগরি বচন অমিঅ পরতীতি।
হৃদয় গঢ়ল হে পখানহু জীতি ॥ ১০

* ন. গু. ৩৫৬।

+ ন. গু. ৩৫৭ (তালপত্রের পুথি)

‡ ন. গু. ৩৫৮ (তালপত্রের পুথি)।

৩৫৬ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

পীন কঠিন কুচ কনক-কটোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হর লিয়ো মোর ॥২
পরিহর সুন্দরি দারুন মান।
আকুল ভ্রমরে করউ মধুপান ॥ ৪
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ ন করহ মহত রাখ মোর ॥৬
পুন পুন কতএ বুঝায়ব বার বার।
মদন-বেদন হম সহই ন পার ॥৮
ভনই বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আসা ভঙ্গ দুখ মরন সমান ॥ ১০

৩৫৭ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

উপমিঅ আনন নীরজ পঙ্কজ।
সসধর দিবস মলীনে।
ভৌঁহ অনুপম অধর সোহাওন
নব পল্লব রুচি জীনে ॥ ২
সুন পেয়সি কী মোর পরল
গরুঅ অপরাধে।
বহ মলয়ানিল জার কলেবর
ন কর মনোরথ বাধে ॥ ৪

৩৫৮ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সাকর সুধ দুধে পরিপূরল
সানল অমিঅক সারে।
সেহে বদন তোর অইসন করম মোর
খারে পএ বরিসএ ধারে ॥ ২
সাজনি পিসুন বচন দেহে কানে।
দেহ বিভিন বিধাতা আইতি
তোরা মোরা একে পরানে ॥ ৪
কোপহু সয়ঁ জদি সমদি পঠাবহ
বচনে ন বোলহ মন্দা।
তোর বদন সন তোরে বদন পএ
খার ন বরিসয় চন্দা ॥ ৬
চৌদিস লোচন চমকি চলাবসি
ন মানসি কাহুক সঙ্কা।
তোর মুহ সয়ঁ কিছু ভেদ করাওব
দেল চাঁদ কলঙ্কা ॥ ৮

৩৫৯ ।৷

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

মালতি মন জনু মানহ আনে।
তোহরা সৌঁ হম জে কিছু ভাখল
সেহ বচন পরমানে ॥ ২

*ন. গু. ৩৫৯ . প. ত. ৫১০ ; কাব্য, ১৪ , সা, ৫৪

পাঠান্তর :—১। পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর। ন.গু.
২। 'হর লিয়ো' স্থলে 'হরি লেল'—ন. গু,

† ন, গু, ৩৬০ (রাগতরঙ্গিণী)

‡ ন, গু, ৩৬১ (নেপালের পুথি)।

।৷ ন. গু. ৩৬২ (মিথিলার পদ)।

সভ পরিতেজি তোহি হম ভঞ্জলহুঁ
তাহি করত কে ভঙ্গে।
জৌঁ দুর্জ্জন জন কোটি জতন কর
তৈও জনম ভরি সঙ্গে ॥৪
অনুখন মন ধনি খিন্ন করহ জনি
দেব সপথ থিক লাখে।
হমরা তোঁহহি দোসরি নহি তেহনি
মন অছি দৃঢ় অভিলাখে ॥ ৬
বিধিক দোখ জত রোখ কয়ল মত
বচন কহল এক আধে।
নাগরি সেহ জগত গুন আগরি
জে খেম পতি অপরাধে ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ সব তঁহ
মন জনু করহ মলানে।
তুঅ গুন মন গুনি পহু রহ অনুগত
করত অধর মধু পানে ॥ ১০

৩৬০ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

তনিহি লাগি ফুলল অরবিন্দ।
ভুখল ভমরা পিব মকরন্দ ॥ ২
বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস।
সে সুনি কোকিল মনে উঠ হাস ॥ ৪
এ রে মানিনি পলটি নিহার।
অরুন পিবএ লাগল অন্ধকার ॥ ৬
মানিনি মান মহঘ ধন তোর।
চোরাবএ অএলাহু অনুচিত মোর ॥ ৮
তেঁ অপরাধে মার পঁচবান।
ধনি ধর হরিকএ রাখ পরান ॥ ১০

৩৬১ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

মানিনি মান আবহু কর ওর।
রয়নি বহলি হে রহলি অছ থোর ॥ ২
গুনমতি ভএ গুন ন ধরিঅ গোএ।
সুপুরুস দানে অধিক ফল হোএ ॥ ৪
বেরা এক হেরহ মনতাপ।
পেমলতা তোড়লে বড় পাপ ॥ ৬
লোচন ভমর হমরে করু আস।
তুঅ মুখ পঙ্কজ করও বিলাস ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি মনে গুনি ভান।
সিবসিংঘ রাএ রসিক রস জান ॥ ১০

৩৬২ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

মানিনি কুসুমে রচলি সেজা মান মহঘ তেজ
জীবন জউবন ধনে।
আজু কি রয়নি জদি বিফলে জাইতি
পুনু কালি ভেলে কে জান জিবনে ॥ ২
মানিনি মন্দ পবন বহ ন দীপ থির রহ
নখতর মলিন গগন ভরে।
তোর বদন দেখি ভান উপজু মোহি
কেসু ফুল উপর ভমরে ॥ ৪

---

* ন. গু. ৩৬৩ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ৩৬৪ (তালপত্রের পুথি)।

‡ ন. গু. ৩৬৫ (তালপত্রের পুথি)।

৩৬৩ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

মানিনি অরুন পূরুব দিসা বহলি সগরি নিসা
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেলি কুমুদিনি তইঅও তোহর ধনি
মূদল মুখ অরবিন্দা ॥ ২
চাঁদ বদন কুবলয় দুহু লোচন
অধর মধুরি নিরমানে।
সগর সরীর কুসুমে তুঅ সিরিজল
কিএ দহু হৃদয় পসানে ॥ ৪
অসকতি করহ ককন নহি পরিহহ
হার হৃদয় ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপুরুব তুঅ বেবহারে ॥ ৬
অবগুন পরিহরি হেরহ হরখি ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮

৩৬৪ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আজ পরসন মুখ ন দেখএ তোরা।
চিন্তাএঁ সহজ বিকল মন মোরা॥
আএল নয়ন হটিএ কাঁ লেসী।
পছিলাহু জকে হসি উতরো ন দেসী
এ বর কামিনি জামিনি গেলী।
অরথিতে আরতি চৌগুন ভেলী ॥ ৬
চন্দা পছিম গেল পরগাসা।
অরুন অলঙ্কৃত পুরন্দর আসা ॥ ৮
মানিনি মান কওন এহু বেরী।
তিলা এক আড়েহু ডীঠি হল হেরী ॥১০
সয়নক সীম তেজি দূর জাসী।
একহু সেঞ ভেলাহু পরবাসী ॥ ১২

৩৬৫ ‡

(শ্রীকৃষ্ণেব উক্তি)

মুখ তোর পুনিমক চন্দা।
অধর মধুরি ফুল গল মকরন্দা ॥ ২
অগে ধনি সুন্দরি রামা।
রভসক অবসর ভেলি হে বামা ॥ ৪
কোপে ন দেহে মধুপানে।
জীবন জৌবন সপন সমানে ॥ ৬

৩৬৬ ¶

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

পুরুবক প্রেম অইলহুঁ তুঅ হেরি।
হমরা অবইত বইসলি মুখ ফেরি ॥ ২
পহিল বচন উতরো নহি দেলি।
নয়ন কটাক্ষ সয়ঁ জীব হরি লেলি ॥ ৪
তোঁহ সসিমুখি ধনি ন করিঅ মান।
হমহুঁ ভমর অতি বিকল পরান ॥ ৬

---

* ন. গু. ৩৬৬ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ৩৬৭ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৩৬৮ (নেপালের পুথি)।
¶ ন. গু. ৩৬৯ (মিথিলার পদ); গ্রিয়ার্সন

আসা দএ পুন ন করিঅ নিরাস।
হোউ পরসন মোর পূরহ আস ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
তুহু মন উপজল বিরহক বান ॥ ১০

৩৬৭ *

(কবির উক্তি)

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনি মানিনি পলটি ন চাহ ॥ ২
বহুবিধ বানি বিলপয় কান।
সুনইত সতগুন বাঢ়য় মান ॥ ৪
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন ন নিকসয় চমকিত চীত ॥ ৬
পরসইত চরন সাহস ন হোয়।
কর জোড়ি ঠাঢ়ি বদন পুনু জোয় ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ সুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান ॥ ১০

৩৬৮ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

অরে অরে ভমরা তোএ হিত হমরা
বঁউসি আনহ গজগামিনি রে।
আজু কি রূসলি কালি জএো বঁউসবি
তীতি হোইতি মধু জামিনি রে ॥ ২
তীতি রজনিআঁ তিনি জুগে জনিআঁ
দিঠিহুক ওত দেসাঁতর রে।
সরোবর সোসে কমল অসিলাএল
নগর উজলি ভেল পাঁতর তে ॥ ৪
একসর মনমথ দুই জিব মারএ
অপন অপন ভিন বেদন রে।
দুই মন মেলি কমনে বেকতাওব
দারুন প্রথম নিবেদন রে ॥ ৬
মানক ভঞ্জন জসু গুন রঞ্জন
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে।
লখিমা দেই পতি সিবসিংঘ নরপতি
পুরুব জনম তপে পাওল রে ॥ ৮

৩৬৯ ‡

(কবির উক্তি)

অবনতবয়নি ধরনি নখে লেখি।
জে কহ স্যামনাম তাহে ন পেখি ॥ ২
অরুন বসন পরি বিগলিত কেস।
অভরন তেজল ঝাঁপল বেস ॥ ৪
নীরস অরুন কমল-বর-বয়নি।
নয়ননোরে বহি জাওত ধরনি ॥ ৬
ঐসন সময় আওত বনদেবি।
কহয় চলহ ধনি ভামুক সেবি ॥ ৮
অবনতবয়নী উতর নহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সে চলি গেল ॥ ১০

* ন.গু. ৩৭০ ; প.ত. ৫১২ ; কাব্য ; ১৩ ; সা ৫৬। ‡ ন.গু. ৩৭২ ; প. ত. ৫২৮ ; কাব্য. ১০ ; সা. ৬৫
† ন. গু. ৩৭১ (তালপত্রের পুথি)।

৩৭০

(সখীর উক্তি) *

কতএ অরুন উদয়াচল উগল
কতএ পছিম গেল চন্দা।
কতয় ভ্রমর কোলাহলেঁ জাগল
সুগে সুতথু অরবিন্দা ॥ ২
কামিনি জামিনি কাঁহা গেলী
চির সময় আগত হরি ভেল পাহুন
আধেউ কেলি ন ভেলী ॥ ৪
পঞ্চক পাত অতাপে ন পওলে
ঝামর ন ভেলে দেহা।
কৃপন সঁচিত ধন রহল অখণ্ডিত
কাজর সিন্দুর রেহা ॥ ৬
অরুনক জোতি অবরে নহি ছড়লে
পলটি ন গঁথলে হারা।
আনহু বোলব সখি তোঁএ অচেতনি
কী তোর নাহ গমারা ॥ ৮
বিদ্যাপতি ভন মন নহি পরসন
হিয় চিন্তা বিস্তারা।
পলটি রচব কেলি পিয় সঙ্গ হিল মেলি
দম্পতি উচিত বিহারা ॥ ১০

৩৭১

(দূতীর উক্তি) †

সুন সুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহু ঐসন তোহর সিনেহ ॥ ২
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
জামিনি বঞ্চলি আনহি সাথ ॥ ৪
কপট নেহ করি রাহিক পাস।
আন রমনি সয়ঁ করহ বিলাস ॥ ৬
কে কহ রসিক সেখর বরকান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগত নহি আন ॥ ৮
মানিক তেজি কাচে অভিলাস।
সুধাসিন্ধু তেজি খারে পিয়াস ॥ ১০
খীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয় ছিয় তোহর রভসময় ভাস ॥ ১২
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভান।
রাহি ন হেরব তোহর বয়ান ॥ ১৪

৩৭২

(দূতীর উক্তি) ‡

মাধব নিপট কঠিন তনু তোর।
হাথ হাথ হম বাত সিখাওল
বাত ন রাখলি মোর ॥
সে বর নাগরি সহজহি সুন্দরি
কোমল অন্তর বামা।
বহুত জতন করি তোহে মিলাওল
কাহে উপেখলি রামা ॥
তুহু অতি লম্পট কয়লহ বিপরিত
প্রেমক রাত ন জানি।
হাথক লছমী চরন পর ডারসি
কইসে মিলায়ব আনি ॥
বাসর জাগি আগি সম উপজল
রজনি গমাওল জাগি।

* ন. গু. ৩৭৩ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ৩৭৪ ; প. ত ৩৬৮ ; কাব্য ২০ ; সা. ৫২।
‡ ন. গু. ৩৭৫ ; প. ত. ৪৭৮।

তোহর বচনে হম এক বেরি জায়ব
মিলব তুঅা গতি ভাগি ॥
মোহন মানস বুঝি দূতি আওল
মিলল রাহিক পাস।
ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস ॥

৩৭৩

(দূতীর উক্তি) *

আরতি আপু পবার ন চিহ্নহ
ধরহ কত কুবানি।
অপনি রমনি রাগে সম্ভাবহ
পরক পেয়সি আনি ॥ ২
কহ্না তোঁএঁ বড় লোক নিসঙ্ক।
হসি হসি সেহে করম করসি
জেঁ হো কুল-কলঙ্ক ॥ ৪
জাহি জাহি তোহি গুরু নিবারএ
তাহি তোরা নিরবন্ধ।
আঁখি দেখি জে কাজ ন করএ
তাহি পারে কে অন্ধ ॥ ৬
তথুহু চীর সমাগম মাগহ
এত বড় তোর লোভ।
পরক ভূসনে পরক বৈভবে
কত খন দছ সোভ ॥ ৮
দূতিক বচনে কাহ্নু লজাএল
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
জে ভেল সে ভেল জেহি তেহি গেল
আবে করু অবধানে ॥ ১০

* ন. গু. ৩৭৬ (তালপত্রের পুথি)।

৩৭৪ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব ই নহি উচিত বিচার।
জনিক এহন ধনি কাম-কলা সনি
সে কিএ করু ব্যভিচার ॥ ২
প্রানহু তাহি অধিক কএ মানব
হৃদয়ক হার সমান।
কোন পরজুগতি আন কে তাকব
কী থিক তোহর গেআন ॥ ৪
কৃপন পুরুস কে কেও নহি নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাস।
নিজ ধন অছইত নহি উপভোগব
কেবল পরহিক আস ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনু মথুরাপতি
ই থিক অনুচিত কাজ।
মাগি লায়ব বিত সে জদি হো নিত
অপন করব কোন কাজ ॥ ৮

৩৭৫

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) ‡

মদন-কুঞ্জ পর বৈসল নাগর
বৃন্দা সখি মুখ চাহি।
জোড়ি জুগল কর বিনতি করএ কত
তুরিত মিলাবহ রাহি ॥ ২
হম পর রোখি বিমুখ ভই সুন্দরি
অবহু চললি নিজ গেহা।

† ন. গু. ৩৭৭ (মিথিলার পদ); বেণীপুরী ১৪০; গ্রিয়ার্সন ৫১।

‡ ন. গু. ৩'০ ; বেণীপুরী ১৩৯।

মদন হুতাসন মঝু মন জারল
জীব ন বান্ধই থেহা ॥ ৪
তুঅ অতি চতুর সিরোমনি নাগর
তোহে কি সিখাওব বানি।
তুহু বিনু হমর মরম কোন জানত
কইসে মিলাএব আনি ॥ ৬
চন্দন চাঁদ পবন ভেল রিপু সম
বৃন্দাবন বন ভেল।
কোকিল ময়ূর ঝঙ্কার দেত কত
মঝু মন মনমথ সেল ॥ ৮
ছল ছল নয়ন বয়ন ভরি রোঅত
চরন পকড়ি গহি জাব।
হা হা সে ধনি হমে ন হেরব
সিংহ ভূপতি রস গাব ॥ ১০

নিজ পানি-পল্লব মূদি লোচন
ধরনি পড়ু অসম্ভার রে ॥ ৪
বহই মন্দ সুগন্ধ সীতল
মন্দ মলয়-সমীর রে।
জনি প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই সূন সরীর রে॥ ৬
অধিক বেপথ টুটি পড়ু খিতি
মন্থন মুকুতা-মাল রে।
অনিল-তরল তমাল তরুবর
মুঞ্চ সুমনস জাল রে॥ ৮
মান-মনি তেজি সুদতি চলু জাহি
রাএ রসিক সুজান যে।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
কবি বিদ্যাপতি ভান রে॥ ১০

---

৩৭৬ *

(দূতীর উক্তি)

বিরহ ব্যাকুল বকুল তরু-তর
পেখল নন্দকুমার রে।
নীল নীরজ নয়ন সয়ঁ সখি
ঢরই নীর অপার রে॥ ২
পেখি মলয়জ-পঙ্ক মৃগমদ
তামরস ঘনসার রে।

৩৭৭ †

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন গুনমতি রাই।
তো বিনু আকুল কহ্নাই ॥ ২
কিসলয় সয়ন উপেখি।
ভূমি উপরে নখ লেখি ॥ ৪
তেজ ধনি অসময় মান।
কাহ্নুক তুহু সে নিদান ॥ ৬

* ন, গু, ৭৯ (গীতাচিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দ
১, ৪৮৮ ; বেণীপুরী ১৪১।

পাঠান্তর :—৭। 'অনিল তরল' স্থলে 'অনিল ভরে তনু'—প. ত.

৯-১৮। মান-মতি তেজি চলহ সুন্দরী (যাঁহা রসিক রায় রসাল।—প. ত.

১০। সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে। ন. গু.

† ন. গু. ৩৮০।

তুঅ মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয় অবধি ন পাই ॥ ৮
জে জগ জীবন জান।
তকর জলত পরান॥ ১০
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখ বধ হোয় ॥ ১২

---

৩৭৮ *

(দূতীর উক্তি)

তোহরি বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
খনে অচেতন খনে সচেতন
খনে নাম ধরু তোর ॥ ২
রামা হে তু বড়ি কঠিন দেহ।
গুন অপগুন ন বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ নেহ ॥ ৪
তোহরি কহিনি কহইত জাগয়
সুতই দেখয় তোয়।
এ ঘর বাহির ধৈরজ না ধর
পথ নিরখি রোয় ॥ ৬
কত পরবোধি ন মানে রহসি
ন কর ভোজন পান।
কাঠ মুরতি ঐসন অছয়
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮

৩৭৯ †

(দূতীর উক্তি)

নয়নক নীর নিঝর ঝরয়
চাঁদ নিরখয় তাব।
তোহর বদন সুমরি তৈখন
মুরছি পড়ি জাব ॥ ২
রামা হে তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ বিরহ দুঃসহ দারুন
ই বেরি রাখ পরান ॥ ৪
কুসুম লতা ধরি আলিঙ্গয়
তুঅ কলেবর ভানে।
পরসে বিরস ভই গেল মাধব
মুরছি মদন বানে ॥ ৬
সিরিস কুসুম সেজ বিছাবএ
কামসরে অগেআন।
গরল অধিক চন্দন লেপন
তেজইত চাহ পরান ॥ ৮

---

৩৮০ ‡

(দূতীর উক্তি)

ছোড়ল অভরন মুরলী বিলাস।
পদতলে লুঠয় সে পীতবাস ॥ ২
জাক দরস বিনু ঝরয় নয়ান।
অব নহি হেরসি তকর বয়ান ॥ ৪

* ন. গু. ৩৮১ ; প. ত. ৫৩০, ২০৪৪ ; কাব্য. ৩ ; সা. ৫৮।

† ন. গু. ৩৮২ (কীর্ত্তানন্দ)।

‡ ন. গু. ৩৮৩ ; প. ত. ২০:৮ ; কা. ২ সা. ৫৭।

সুন্দরি তেজহ দারুন মান।
সাধয় চরনে রসিক বরকান ॥ ৬
ভাগে মিলয় ইহ সাম রসবন্ত।
ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত ॥ ৮
ভাগে মিলয় ইহ প্রেমসঙ্ঘাতি।
ভাগে মিলয় ইহ সুখময় রাতি ॥ ১
আজু জদি মানিনি তেজবি কন্ত।
জনম গমাওবি রোই একন্ত ॥ ১২
বিদ্যাপতি কহ প্রেমক রীত।
জাচিত তেজি ন হোয় উচীত ॥ ১৪

৩৮১

(দূতীর উক্তি) *

উমগল জগ ভম কাহু ন কুসুম রম
পরিমল কর পরিহার।
জকরি জতএ রীতি তে বিনু নহী থিতি
নেহ ন বিসম বিচার ॥ ২
মালতি তোহি বিনু ভমর সদন্দ।
বহুত কুসুম বন সবহী বিরত মন
কতহু ন পিব মকরন্দ ॥ ৪
বিমল কমল মধু সুধা সরিস বিধু
নেহ ন মধুপ বিচার।
হৃদয় সরিস জন ন দেখিঅ জতি খন
ততি খন সগর অঁধার ॥ ৬

৩৮২

(দূতীর উক্তি) †

রামা, কি অব বোলসি আন।
তোহর চরন সরন সে হরি
অবহু মেটহ মান ॥ ২
গোবর্ধন গিরি বাম কর ধরি
কএল গোকুল পার।
বিরহ সে খিন করক কঙ্কন
গরুঅ মানএ ভার ॥ ৪
দমন কালী কএল জে জন
চরন জুগল-ববে।
অব ভুজঙ্গম ভএম ভূলল
হৃদয় হার ন ধরে ॥ ৬
সহজ চাতক ছাড়এ ন বরত
ন বইসে নদি তীর।
নবিন জলধর-বারি বিনু
ন পিবএ তাহবি নীর ॥ ৮
জদি দৈব বসে অধিক পিয়াস
পিবঅ হেরএ থোর।
তবহু তোহর নাম সুমরি
গলএ সতগুন লোর ॥ ১০

* ন. গু. ৩৮৪ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ৩৮৫ ; প. ত. ৫১৬ ; বেণীপুরী ১৪২।

পাঠান্তর :—৮। নব জলধর-বারিথন বিন্দু ন পিয়ে। তাহেরি নীরে।—ন. গু. নব জলধর বরিথন বিন্দু না পিয়ে তাহার নীরে।—প. ত.

‡ বেণীপুরীতে নাই।

৩৮৩

(সখীর উক্তি) *

জাবে সরস পিয়া বোলএ হসী।
তাবে সে বালভু তোঞে পেয়সী ॥ ২
জঞো পএ বোলএ বোল নিঠুর।
তঞো পুনু সকল পেম জা দূর ॥ ৪
এ সখি অপুরুব রীতি।
কঁহাহু ন দেখিঅ অইসনি পিরীতি ॥ ৬
জে পিয়া মানএ দোসরি পরান।
তকরাহু বচন অইসন অভিমান ॥ ৮
তসন সিনেহ জে থির উপতাপ।
কে নহি বস হো মধুর অলাপ ॥ ১০
হঠে পরিহর নিঅ দোসহি জানি।
হসি ন বোলহ মধুরিম দুই বানি ॥ ১২
সুরত নিঠুর মিলি ভজসি ন নাহ।
কাঁ লাগি বঢ়াবসি পিসুন উছাহ ॥ ১৪

৩৮৪

(দূতীর উক্তি) †

গগন মণ্ডল উগ কলানিধি
কতে নিবারবি দীঠি।
জঘনে জে রহ তেঁহি গমাইঅ
জে বহত দীঅ পীঠি ॥ ২
সাজনি বড় পথু উপকার।
জহ্নিক বচনে পরহিত হো
তহ্নিক জিবন সার ॥ ৪
সা জন কাঁ পরহিত লাগি
ন গুন ধন পরান।
রাহু পিয়াসল চাঁদ গরাসএ
ন হো খীন মলান ॥ ৬
ন থির জিবন ন থির জউবন
ন থির এহে সঁসার।
গেল অবসর পুনু ন পাইঅ
কিরিতি অমর সার ॥ ৮
কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী
কতএ লঙ্কাপুর বাস।
কত হনূমতে সাঅর লাঁঘল
কিছু ন গুনু তরাস ॥ ১০
জঘনে জকর বাঙ্ক বিধাতা
সব কলা অনুমান।
অধিক আপদ ধৈরজ করব
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১২

৩৮৫

(সখীর উক্তি) ‡

চাঁদ সুধাসম বচন বিলাস। ২
ভল জন ততহি জাএত বিসবাস ॥
মন্দামন্দ বোলএ সবে কোয়।
পিবইত নীম বাঁক মুহ হোয় ॥ ৪
এ সখি সুমুখি বচন সুন সার।
সে কি হোইতি ভলি জে মুহ খার ॥
জে জত জৈসন হৃদয় ধর গোএ।
তকর তৈসন তত গৌরব হোএ ॥ ৮

* ন. গু. ৩৮৬ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৩৮৭ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ৩৮৮ (তালপত্রের পুঁথি)।

গৌরব এ সখি ধৈরজ সাধ।
পহু নহি ধরএ সতও অপরাধ ॥ ১০
জোঁ অছ হৃদয়া মিলত সমাজ।
অবসও রহব আঁউধি ভই লাজ। ১২
কাচ ঘটী অনুগত জন জেম।
নাগর লখত হৃদয়গত পেম ॥ ১৪
মধুর বচন হে সবহু তহ সার।
বিদ্যাপতি ভন কবিকণ্ঠহার ॥ ১৬

৩৮৬

(সখীর উক্তি) *

দুরজন দুরনএ পরিনতি মন্দ।
তা লাগি অবস করিঅ নহি দন্দ ॥ ২
হঠে জএো করবহ সিনেহক ওর।
ফূটল ফটিক বলঅ কে জোর ॥ ৪
সাজনি অপনে মন অবধার।
নখ ছেদন কে লাব কুঠার ॥ ৬
জতনে রতন পএ রাখব গোএ।
তেঁ পরি জেঁ পরবস নহি হোএ ॥ ৮
পরগট করব ন সুপহুক দোস।
রাখব অনুনঅ অপন ভরোস ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি পরিহর ধন্ধ।
অনুখন নহি রহ সুপহু অনুবন্ধ ॥ ১২

*ন. গু. ৩৮৯ (তালপত্রের পুঁথি)।

৩৮৭

(শ্রীরাধার উক্তি) †

অতি নাগর বোলি সিনেহ বঢ়াওল
অবসর বুঝলি বড়াই।
তেলি বড়দ থান ভল দেখিঅ
পালঁব নহি উজিআই ॥ ২
দূতী বুঝল তোহর বেবহার।
নগর সগর ভমি জোহল নাগর
ভেটল নিছছ গমার ॥ ৪
গুঞ্জ আনি মুকুতা তোহে গাঁথল
কএলহ মন্দি পরিপাটী।
কঞ্চন চাহি অধিক কএ কএলহ
কাচহু তহ ভেল ঘাটী ॥ ৬
সব গুন আগর সব তহু সূনল
তেঁ হমে লাওল নেহে।
ফল কারনে তরু অবলম্বন
ছাহরি ভেল সন্দেহে ॥ ৮

৩৮৮

(শ্রীরাধার উক্তি) ‡

হৃদয় কুসুম সম মধুরিম বানী।
নিঅর অএলাহু তুঅ সুপুরুস জানী ॥ ২
সবে ককে জতন করহ ইগি লাগী।
কওন মুগুধি আলিঙ্গতি আগী ॥ ৪
চল চল দূতী কী বোলব লাজে।
পুনু পুনু জনু আবহ অইসন কাজে ॥ ৬

† ন. গু. ৩৯০ (তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি)

‡ ন. গু. ৩৯১ (নেপালের পুঁথি)।

নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জগাঈ।
অবলা মারন জান উপাঈ ॥ ৮
দিঢ় আসা দএ মন বিঘটাবে।
গেলে অচিরহি লাঘব পাবে ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানী।
নাগর লাবব ন করিঅ জানী ॥ ১২

৩৮৯

(সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি) *

হরি পরসঙ্গ ন কর মঝু আগে।
হম নহি নায়রি ভয়ী মাধব লাগে ॥ ২
জকর মরমে বৈসয় বরনারী।
তা সয়ঁ পিরীতি দিবস দুই চারি ॥ ৪
পহিলহি ন বুঝল এত সব বোল।
রূপ নিহারি পড়ি গেল ভোল ॥ ৬
আন ভাবইত বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল ॥ ৮
এ সখি এ সখি জব রহুঁ জীব।
হরি দিগে চাহি পানি নহি পীব ॥ ১০
হম জএো জানিতওঁ কানুক রীত।
তব কিঅ তা সয়ঁ বাঁধয় চীত ॥ ১২
হরিণী জানয় ভল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত সুনইত করু সাধ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পানি পিয়ে কিঅ জাতি বিচারি ॥ ১৬

* ন. গু. ৩৯২ ; কাব্য. ৯ ; সা. ৬৩।

৩৯০

(শ্রীরাধার উক্তি) †

সখি হে বুঝল কাহ্নু গোআর।
পিতরক টাঁড় কাজ দহু কওন লহ
উপর চকমক সার ॥ ২
হম তো কএল মন গেলহি হোএত ভল
হম ছলি সুপুরুখ ভানে।
তোহর বচন সখি কএল আঁখি দেখি
অমিঅ-ভরম বিস পানে ॥ ৪
পসু ক সঙ্গ হুন জনম গমাওল
সে কি বুঝথি রতিরঙ্গ।
মধু-জামিনি মোর আজু বিফল গেলি
গোপ গমারক সঙ্গ ॥ ৬
তোহর বচন কূপ ধসি জাএব
তেঁ হমে গেলহু অবাট।
চন্দন ভরম সিমর আলিঙ্গল
সালি রহল হিয় কাঁট ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি হরি বহুবল্লভ
কএল বহুত অপমান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমাপতি রস জান ॥ ১০

৩৯১

(শ্রীরাধার উক্তি) ‡

সে বর সঠগুন গুরুগন গুরুতর
অছু গুন জলনিধি সার।
হম অবলা জাতি তাহি দুখ মতি
কইসে পাইঅ পার ॥ ২

† ন. গু. ৩৯৩ (তালপত্রের পুথি) ; বেণীপুরী ১৪৫ ; কাব্য. ১৬।

‡ ন. গু. ৩৯৪ (কীর্ত্তনানন্দ)।

সজনি অরু কত কর পরলাপ।
সে মধু জইসন করলহি অপমান
সে বড় হৃদয়ক তাপ ॥ ৪
জে বর নারি সার করি লেল
সে পদ সেবউ আনন্দে।
তকর লাগি জাগি দিন রোঅউ
পীবউ সে মকরন্দে ॥ ৬
তাহি লাগি অনপানি সব তেজউ
জপ করু তকর নাম।
চম্পতি পতি কহ সেহে জুবতি বর
গাবউ তসু গুনগাম ॥ ৮

৩৯২

(শ্রীরাধার উক্তি) *

মধু সম বচন কুলিস সম মানস
প্রথমহি জানি ন ভেলা।
অপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল
গরুঅ গরব দুর গেলা ॥ ২
সখি হে, মন্দ প্রেম পরিনামা
বড় কএ জীবন কএল অপরাধিন
নহি উপচর এক ঠামা ॥ ৪
ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি পারল
আরতি চললহু ধাঈ।
তখন লঘু-গুরু কিছু নাহিঁ গুনল
অব পছতাবক জাঈ ॥ ৬
এতদিন অছলহু আন ভান হম
অব বুঝিল অবগাহি।
অপন মূঁড় অপনে হম চাঁছল
দোখ দেব গএ কাহি ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
চিতে গনব নহি আনে।
পেমক কারন জীউ উপেখিএ
জগজন কে নহি জানে ॥ ১০

* ন. গু. ২৯৫ (তালপত্রের পুথি); বেণীপুরী ১৪৪ পাঠান্তর :—১৬। চিত্ত গনব নহি আনে। বেণী.

৩৯৩

(শ্রীরাধার উক্তি) †

পহিলহি চাঁদ কলা দেল আনি।
ঝাপল সৈল সিখর এক পানি ॥ ২
অব বিপরিত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুম কিএ গাঁথয় মাল ॥ ৪
ন বোলহ সজনি ন বোলহ আন।
কী ফল অছয় ভেটব কান ॥ ৬
অন্তর বাহির সম নহ রীতি।
পানি তৈল নহ নিবিড় পিরীতি ॥ ৮
হিয় সম কুলিস বচন মধুধার।
বিস ঘট উপর দুধ উপহার ॥ ১০
চাতুরি বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত পেম সুখ ইহ পরিনাম ॥ ১২
তুহু কি ন জানসি কি বোলব তোয়।
বিদ্যাপতি কহ সমুচিত হোয় ॥ ১৪

† ন. গু. ৩৯০ (কীর্ত্তনানন্দ); প. ত. ৪৯৬।

৩৯৪

(শ্রীরাধার উক্তি) *

প্রেমক গুন কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতি কুলটা হোই ॥ ২
হম জদি জানিএ পিরীতি দুরন্ত।
তব কিএ জাওব পাপক অন্ত ॥ ৪
অব সব বিসসম লাগএ মোই।
হরি হরি পিরীতি করএ জনু কোই ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি ॥ ৮

৩৯৫

(দূতীব উক্তি) †

দূতিক বচন ন সুনল রাহী।
অপন মনহি বিচারল তাহী ॥ ২
কাহ্নুক তৃন কেস ধরু তসু আগে।
তবহুঁ সুধামুখি নহি অনুরাগে ॥ ৪
কত কত বিনতি কএ কহ বানী।
মানিনি চরনে পসারল পানী ॥ ৬
সুন্দরি দুর কর অসময় মান।
ইহ সুখ সময় মিলল বর কান ॥ ৮
তেজি নাগর ও সুখ পুঞ্জে।
তুঅ লাগি লুঠই কেলি নিকুঞ্জে ॥ ১০
খেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
ইহ সুখ জানি সময় অনুপাম ॥ ১২

৩৯৬

(দূতীর উক্তি) ‡

সুন মাধব রাধা সোয়াধিনি ভেল।
জতনহি কত পরকার বুঝাওল
তইও সমতি নহি দেল ॥ ২
তোহর নাম সুনয় জব সুন্দরি
শ্রবণ মুদই দুই পানি।
তোহর পিরীতি জে নব নব মানয়
সে পুছয় অব ন বানি ॥ ৪
তোহর কেস, কুসুম, তৃন তাম্বুল,
ধয়লহু রাহিক আগে।
কোপে কমলমুখি পলটি ন হেরল
বৈসলি বিমুখ বিরাগে ॥ ৬
এহন বুঝি কুলিস সার তসু অন্তর
কৈসে মিটায়ব মান।
বিদ্যাপতি কহ বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান ॥ ৮

৩৯৭

(দূতীব উক্তি) ‡‡

গেলাঁহু পুরুব পেমে উতরো ন দেই।
দাহিন বচন বাম কই লেই ॥ ২
এ হরি রস দয় রুসলি রমনী।
হম তহ ন আউতি কুঞ্জরগমনী ॥ ৪
গইয়ে মনাবহ রহও সমাজে।
সব তহ বড় থিক আঁখিক লাজে ॥ ৬

* ন. গু. ৩৯৭ ; প. ত. ১৬৩।
† ন. গু. ৩৯৮।
‡ ন. গু. ৩৯৯ ; প. ত. ৫৫৪ ; কাব্য. ১৫ ; সা. ৬৪।
‡‡ ন, গু, ৫০০ (রাগতরঙ্গিণী)।

জে কিছু কহলক সে অছি লেলে।
ভল করি বুঝব অপনহি গেলে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাবে।
রুসলি রমনি পুনু পুনমত পাবে ॥ ১০

৩২৮

(দূতীর উক্তি) *

মাধব দুর্জ্জয় মানিনি-মানি।
বিপরিত চরিত পেখি চকরিত ভেল
ন পুছল আধহু বানি ॥ ২
তুঅ রূপ সাম অখর নহি সূনএ
তুঅ রূপ রিপুসম মানি।
তুঅ জন সয়ঁ সম্ভাস ন করই
কইসে মিলাএব আনি ॥ ৪
নীল বসন বর, কাঁচক চুরি কর
পৌতিক মাল উতারি।
করিরদ চুরি কর মোতি মাল বর
পহিরল অরুনিম সারি ॥ ৬
অসিত চিত্র উর পর ছল, মেটল
মলয়জ দেহ লগাই।
মৃগমদ তিলক ধোই দৃগঞ্চল, কচ
সয়ঁ মুখ লএ ছপাই ॥ ৮
এক তীল ছল চারু চিবুকপর
নিন্দি মধুপ-সুত সামা।
তৃন-অগ্রে করি মলয়জ রঞ্জল
তাহি ছপাওল রামা ॥ ১০
জলধর দেখি চন্দ্রাতপ ঝাঁপল
সামরি সখি নহি পাস।
তমাল তরুগন চূনা লেপল
সিখি পিক দূরি নিবাস ॥ ১২
মধুকর ডর ধনি চম্পক তরু-তল
লোচন জল ভরিপূর।
সামর চিকুর হেরি মুকুর পটকল
টূটি ভএ গেল সত চূর ॥ ১৪
তুঅ গুন-গাম কহ এক সুক পণ্ডিত
সুনিতহি উঠল রোসাই।
পিঞ্জর ঝটকি ফটিক পর পটকত
ধাএ ধএল তহি জাই ॥ ১৬
মেরু সম মান সুমেরু কোপ সম
দেখি ভেল রেনু সমান।
বিদ্যাপতি কহ রাহি মনাবএ
আপু সিধারহ কান ॥ ১৮

* গু. ৪০১ (বীর্ত্তনানন্দ); বেণীপুরী ১৫৫।

৩৯৯

(দূতীর উক্তি) †

নহি কিছু পুছলি রহলি ধনি বইসি
নই সেও আইলি বাহরে।
পরম বিরুহি ভএ নহি নহি নহি কএ
গেলি দুর কএ মোর করে ॥ ২
মাধব কহ ককে রুসলি রমনী।
কতে জতনে পেয়সি পরিবোধলি
ন ভেলি নিঅরেও আনী ॥ ৪
গোর কলেবর তসু মুখ সসধর
রোসে অনরুচি ভেলা।
রুপ দরসন ছলে জনি নব রতোপলে
কামে কনক বলি দেলা ॥ ৬

† ন. গু. ৪০২ (নেপালের পুথি)।

নয়ন নীর ধারে জনি টুটল হারে
কুচগিরি পহরি পরলা।
কনক কলস করু মদনে অমিঅ ভরু
অধিক কি উভরি পললা ॥ ৮

৪০০

(দূতীর উক্তি) *

গগনক চাঁদ হাত ধরি দেল
কত সমুঝায়ল নীত।
জত কিছু কহল সবহু ঐসন ভেল
চিত্ত পুতরি সম রীত ॥ ২
মাধব বোধ ন মানয় রাহি।
বুঝইত অবুঝ অবুঝ মানিঅ
কতএ বুঝাওব তাহি ॥ ৪
তোহর মধুর গুন কত পয় অলাপল
সবহু কঠিন করি মান।
জৈসন তুহিন বরিখে রজনিকর
কমলিনি ন সহ পরান ॥ ৬

৪০১

(দূতীর উক্তি) †

জমুনাতীর যুবতি কেলি কর
উঠি উগল সানন্দা।
চিকুর সেমার হার অরুঝাএল
জূথে জূথে উগ চন্দা ॥ ২
মানিনি অপুরুব তুঅ নিরমানে।
পাঁচেবানে জনি সেনা সাজলি
অইসন উপজু মোহি ভানে ॥ ৪
আনি পুনিম সসি কনক থোএ কসি
সিরিজল তুঅ মুখ সারা।
জে সবে উবরল কাটি নড়াওল
সে সবে উপজল তারা ॥ ৬
উবরল কনক ঔটি বটুরাওল
সিরিজল দুই আরম্ভা।
সীতল ছাহ ছৈল ছুই ছাড়ল
ছড়ি গেল সবে দম্ভা ॥ ৮

৪০২

(দূতীর উক্তি) ‡

সজল নলিনিদল সেজ ওছাইঅ
পরসে জা অসিলাএ।
চন্দনে নহি হিত চাঁদ বিপরিত
করব কওন উপাএ ॥ ২
সাজনি সুদৃঢ় কইএ জান।
তোহি বিনু দিনে দিনে তনু খিন
বিরহে বিমুখ কাহ্ন ॥ ৪
কারনি বৈদে নিরসি তেজলি
আন নহি উপচার।
এহি বেআধি ঔসধ তোহর
অধর অমিঅ ধার ॥ ৬

* ন. গু. ৫০৩ (কীর্তনানন্দ); প. ত. ৫০২
† ন. গু. ৪০৫ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৪০৬ (নেপালের পুথি)।

৪০৩

(দূতীর উক্তি) *

সুন সুন গুনবতি রাধে।
মাধব বধি কি সাধবি সাধে॥ ২
চাঁদ দিনহি দিন-হীনা।
সে পুন পলটি খনে খনে খীনা॥ ৪
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরী।
ভাঙ্গি গঢ়ায়ব বুঝি কত বেরী॥ ৬
তোহরি চরিত নহি জানী।
বিদ্যাপতি পুন সিরে কর হানী। ৮

৪০৪

(দূতীর উক্তি) †

নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী।
কামে পসাহলি আচর ফেলী॥ ২
আবে ভেলি তাল ফল তূলে।
কঁহা লএ জাইতি অলপ মূলে॥ ৪
সে কাহ্ন সে হমে সে ধনি রাধা।
পুরুব পেম ন করিঅ বাধা॥ ৬
জাতকি কেতকি সরসি মালা।
তুঅ গুন গহি গাথএ হারা॥ ৮
সরস নিরস তোহ কে বুঝ আনে।
কহা লএ চলতি ভেলি বিমানে॥ ১০
সরস কবি বিদ্যাপতি গাবে।
নাগর নেহ পুনমতি পাবে॥ ১২

৪০৫

(সখীর উক্তি) ‡

একে তুহু নাগরি সব গুনে আগরি
বইসসি চতুরি সমাজ।
অপন বাত আপু নহি সমুঝসি
হঠে নট কএল সব কাজ॥ ২
সুন্দরি নাহ কিঅ করসি রোস
নিঅর আনি বাত তুই পুছহ
জানহ গুন কিঅ দোস॥ ৪
অপরাধ জানি গারি দস দেবই
পিরিত ভাঙ্গল কাঁ লাগি।
পিরিতি ভঁগইত জে উপদেসল
তকর মুখে দিঅ আগি॥ ৬

৪০৬

(সখীর উক্তি) +

কোকিল কুল কলরব কাহল
বাহর রাব।
মঞ্জরি কুল মধুকর গুঞ্জরএ
সে জনি গুঞ্জর গাব॥ ২
মনে মলান পরান দিগন্তর
এহু কীএ ন লাজ।
বিরহিনি জন মরন কারন
বেকত ভউ বিধুরাজ॥ ৪
সুন্দরি অবহু তেজিঅ রোস।
তু বর কামিনি ই মধু জামিনি
অপদ ন দিঅ দোস॥ ৬

* ন. গু. ৪০৭; প. ত. ৯২।
† ন. গু. ৪০৮ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. (কীর্ত্তনানন্দ); প. ত. ৪৫৯
+ ন. গু. ৪১০ (নেপালের পুথি)।

কমল চাহি কলেবর কোমল
বেদন সহএ ন পার।
চন্দন চন্দ কুন্দ তনু তাবএ
ভাব ন মোতিম হার॥ ৮
সিরিসি কুসুম সেজ ওছাওল
তইও ন আবএ নিন্দ।
আকুল চিকুর চীর ন সমর
সুমর দেব গোবিন্দ॥ ১০

৪০৭

(দূতীর উক্তি) *

মধুর মধুর পিকরব তরু তরু সব
করু করু লতিকা সঙ্গ।
ঐসন সোহাওন সুরতি সময় বন
পুনমতি রচ রতিরঙ্গ॥ ২
দখিন পবন বহ সিতল সবহু তহ
মলয়জ রজ লএ আব।
কওন জুবতি মন মনসিজ নহি হন
সবে কর বস পরথাব॥ ৪
হরি হরি কোনে পরি রহ হৃদয় ধরি
হরি পরিহরি এহি রাতি।
দেখি সুপহু নতি রতি রঙ্গ ন করতি
কোন কলাবতি জাতি॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ সুন্দর সব তহ
কর পরসন মন আজ।
শুন শুনি সুবদনি মিলহ রসিক মনি
পুন বলে সুপহু সমাজ॥ ৮

৪০৮

(সখীর উক্তি) †

মামিনি আব উচিত নহি মান।
এখনুক রঙ্গ এহন সন লগইছ
জাগল পএ পঁচবান॥ ২
জুড়ি রয়নি চকমক কর চাঁদনি
এহন সময় নহি আন।
এহি অবসর পিয়-মিলন জেহন সুখ
জকরহি হোএ সে জান॥ ৪
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
করএ মধুর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওল
ভূখল তুঅ জজমান॥ ৬
ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম
উরজ সম্ভু নিরমান।
আরতি পতি মগইছ পরতিগ্রহ
করু ধনি সরবস দান॥ ৮
দীপক-দিপ সম থির ন রহএ মন
দৃঢ় করু অপন গেআন।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুন
বিদ্যাপতি কবি ভান॥ ১০

৪০৯

(দূতীর উক্তি) ‡

বিমল কমল মুখি ন করিঅ মানে।
পাওত বদন তুঅ চাঁদ সমানে॥ ২

* ন. গু. ৪১১ (মিথিলার পদ)।

† ন. গু. ৪১২ ; বেণীপুরী ১৪৭ ; গ্রিয়ার্সন ৫০

‡ ন. গু. ৪১৩ (তালপত্রের পুথি)।

কামে কপট কনকাচল আনী।
হৃদয় বইসাওল দুই করে জানী ॥ ৪
তেঁ পাতকে তোহি মাঝহি খীনো।
লঘু গতি হংসহু তহ অতি হীনী ॥ ৬
এঁ ধনে সুখিত হোয়ত জুবরাজে।
বসনে ঝপাবহ কী তোর কাজে ॥ ৮
হসি পরিরম্ভি অধর মধু দানে।
কখনে ফুজলি নিবি কেও নহি জানে ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি রসিক সুজানে।
রুকুমিনি দেই পতি সুন্দর কাহ্নে ॥ ১২

৪১০

(সখীর উক্তি) *

কী কুচ অঞ্চলে রাখহ গোএ।
উপচিত কতএ তিরোহিত হোএ ॥ ২
উপজলি প্রীতি হঠহি দুর গেলি।
নয়নক কাজরে মুখ মসি ভেলি ॥ ৪
তেঁ অবসাদে অবস ভেল দেহ।
খত খরিআ সন ভেল সিনেহ ॥ ৬
জএো বাজলি তএো সংসঅ গেলি।
আনি নবও নিধি জনি দেলি ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান ॥ ১০

৪১১

(সখীর উক্তি) †

মানিনি হম কহিএ তুঅ লাগী।
নাহ নিকট পাই যে জন বঞ্চএ
তেকর বড়হি অভাগী ॥ ২
দিনকর-বন্ধু কমল সব জানএ
জল তেহি জীবন হোঈ।
পঙ্ক বিহিন তনু ভানু সুখাবএ
জলহি পটাওত সোঈ ॥ ৪
নাহ সমীপ সুখদ জত বৈভব
অনুকুল হোএত জোঈ।
তেকর বিরহ সকল সুখ সম্পদ
খন খন দগধএ সোঈ ॥ ৬
তুহু ধনি গুনমতি বুঝি করহ রতি
পরিজন ঐসন ভাস।
সুনইত রাহি হৃদয় ভেল গদগদ
অনুমতি কএল পরকাস ॥ ৮

৪১২

(দূতীর উক্তি) ‡

অবয়ব সবহি নয়ন পএ ভাস।
অহনিসি ঝাখএ পাওব পাস ॥ ২
লাজে ন কহএ হৃদয় অনুমান।
পেম অধিক লঘু জনিতহু আন ॥ ৪

* ন. গু. ৪১৪ (তালপত্রের পুথি)।

† ন. গু. ৪১৫ (কীর্ত্তনানন্দ); বেণীপুরী ১৪৬; প. ত. ৫২০।
পাঠান্তর :—৪। জল পটাব বঙ্ক কোঈ।—বেণী।

‡ ন. গু. ৪১৬ (নপালের পুথি)।

সাজনি কি কহব তোর গেআন।
পানী পাএ সিকর ভেল কাহ্ন ॥ ৬
বাহর হোই আনহি কহিঅ সমাদ।
হোএতও হে সুমুখি পেম পরমাদ ॥ ৮
জএো তহ্নিকে জীবনে তোহ কাজ।
গুরুজন পরিজন পরিহর লাজ ॥ ১০
দণ্ড দিবস দিবসহি হো মাস।
মাস পাব গএ বরসক পাস ॥ ১২
তোহর জুড়াই তোহরে মান।
গেল বুঝায় কেও আন পরান ॥ ১৪

৪১৩

(দূতীর উক্তি) *

সৌরভ লোভে ভমর ভমি আএল
পুরুব পেম বিসবাসে।
বহুত কুসুম মধু পান পিআসল
জাএত তুঅ উপাসে ॥ ২
মালতি করিঅ হৃদয় পরগাসে।
কত দিন ভমরে পরাভব পাওব
ভল নহি অধিক উদাসে ॥ ৪
কওনক অভিমত কে নহি রাখএ
জীবও দএ জগ হেরি।
কী করব তেঁ ধন অরু জীবনে
জে নহি বিলসএ বেরি ॥ ৬
সবহি কুসুম মধুপান ভমর কর
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

৪১৪

(দূতীর উক্তি) †

সিনেহ বঢ়াওব ই ছল ভান।
তোহর সোয়াধিন করব পরান ॥ ২
ভল ভেল মালতি ভেলি হে উদাস।
পুনু ন আওব মধুকরে তুঅ পাস ॥ ৪
এতবা হম অনুতাপক ভেল।
গিরি সম গৌরব অপদহি গেল ॥ ৬
অলপে বুঝওলহ নিঅ বেবহার।
দেখিতহি নিঅ পরিনাম অসার ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি মন দএ সেব।
হাসিনি দেই পতি গজসিংঘ দেব ॥ ১০

৪১৫

(দূতীর প্রতি সখীর উক্তি) ‡

মদন কুঞ্জ তেজি চললি চতুর দূতি
পবনক গতিসম গেল।
খিতি নখে লিখি দেখি মুখ ঝাঁপল
রাহি উতর নহি দেল ॥ ২
চতুর দূতি তব মনহি বিচারল
কহত ললিতা সয়ঁ বাত।
কাহে বিমুখ ভই বৈসলি দুবরি
কি ভেল আজুক বাত ॥ ৪
হেরি ললিতা সখি মৃদু মৃদু বোলত
হমরি করম মন্দ ভেল।
নাগর কিসোর কুঞ্জে নিসি বঞ্চল
চন্দ্রাবলি সয়ঁ কেল ॥ ৬

* ন. গু. ৪১৭ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ৪১৮ (তালপত্রের পুথি)।

‡ ন. গু. ৪১৯; প. ত. ৪৭৯।

হসি হসি নিঅরে জাই দূতি বৈসল
কহতহি মধুরিম বানি।
ইহ লঘু দোখে রোখ জব মানসি
কে কহ তোহে সয়ানি ॥ ৮
উঠ উঠ সুন্দরি মান দুর করি
বাহু পসারি করু কোর।
ফটকি হাত বাত নহি সুনল
কোপে ভরল তনু জোর ॥ ১০
বাহিক নিঠুর বচন সুনি সহচরি
কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ কহ রোখে তব বোলত
জবহি ফটকল হাত ॥ ১২

৪১৬ *

(দূতীর উক্তি)

অখিল লোচন তম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিনি-মুখ মলিন করএ জনি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে ॥ ২
সুন্দরি, বুঝল তুঅ প্রতিভাতি।
গুনগন তেজি দোস এক ঘোসসি
অন্ত অহীরনি জাতি ॥ ৪
সকল জীব-জন জীব সমীরন
মন্দ সুগন্ধ সুসীতে।
দীপক জোতি পরসে জদি নাসএ
ইথে লাগি নীন্দএ মারুতে ॥ ৬
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ জে সকল সরীরে।
কাগদ-পত্র পরস জএো নাসএ
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥ ৮
খন খন সকল কুসুম মন তোসএ
নিসি রহু কমলিনি সঙ্গে।
চম্পক এক জইও নহি চুম্বএ
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে ॥ ১০
পাঁচ পঞ্চগুন দস গুন চৌগুন
আট দুগুন সখি মাঝে।
বিদ্যাপতি কাহ্নু আকুল তো বিনু
বিসাদ ন পাবসি লাজে ॥ ১২

৪১৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

তোহর বচন অমিঅ ঐসন
তেঁ মতি ভুললি মোরি।
কতএ দেখল ভল মন্দ হোঅ
সাধু ন ফাবএ চোরি ॥ ২
সাজনি আবে কি বোলব আও।
আগে গুনি জে কাজ ন করএ
পাছে হো পচতাও ॥ ৪
অপনি হানি জে কুলক লাঘব
কিছু ন গুনল তবে।
মনে মনমথ বানহি লাগল
আওব গমাওল হমে ॥ ৬
জতনে কত ন কে ন বেসাহএ
গুঁজা কে দহু কীন।
পরক বচনে কুএও ধস দেঅ
তৈসন কে মতিহীন ॥ ৮

* ন. গু. ৪২০ ; বেণীপুরী ১৪৮ ; প. ত. ৬৮০।

† ন. গু. ৪২১ (নেপালের পুথি ও মিথিলার পদ)

নাগর ভমর সবে কেও বোলএ
মনে ধনি জানল মোর।
পঢ়ি গুনি হমে সবে বিসরল
দোস নহি কিছু তোর ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুন তোঞে জুবতি
হৃদয় ন কর মন্দ।
রাজা রূপনারায়ন নাগর
জনি উগল নব চন্দ ॥ ১২

৪১৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সোলহ সহস গোপি মহ রানি।
পাট মহাদেবি করবি হে আনি ॥ ২
বোলি পঠওলহ্নি জত অতিরেক।
উচিতহু ন রহল তহ্নিক বিবেক ॥ ৪
সাজনি কী কহব কাহ্নু পরোখ।
বোলি ন করিঅ বড়াকাঁ দোখ ॥ ৬
অব নিত মতি জদি হরলহ্নি মোরি।
জনলা চোরে করব কী চোরি ॥ ৮
পুরবাপরে নাগরকাঁ বোল।
দূতি মতি পাওল গএ ওল ॥ ১০

৪১৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাস।
রতন ফলব বোলি বাঢ়াওল আস ॥ ২
তকর মূলে দেল দুধক ধার।
ফলে কিছু ন হেরিএ ঝনঝনি সার ॥
জাতি গোয়ালিনি হন মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরন অধীন ॥ ৬
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥ ৮
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল ন হোয় সমান ॥ ১০

৪২০‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথমক আদরে পুলক ভেল জত
ন গুনল দাহিন বামে।
মধুর বচন মধু ভরমহি পীউল
বিস সম ভেল পরিনামে ॥ ২
কতনে মনোরথে অছলহু সুন্দরি
নাগর ভমর হমারে।
জাবে পাব রস তাবে রহএ বস
বিনু দোসে কর পরিহারে ॥ ৪
রভসক অবসর কী নহি অঙ্গিরএ
কত ন করএ পরবন্ধে।
অবসর বেরি হেরি নহি হেরএ
ফলে জানিঅ সবে ধন্ধে ॥ ৬

* ন. গু. ৪২২ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৪২৩ ; সা. ৬২ ; কাব্য. ১৭।
‡ ন. গু. ৪২৪ (তালপত্রের পুথি)।

৪২১ *

(শ্রীরাজার উক্তি)

বুঝহি ন পারল কপটক দীস।
অমিঅ ভরমে খাএল হম বীস ॥ ২
অবে পরতীতি করত দহু কোএ।
সামর নহি সরলাসয় হোএ ॥ ৪
এ সখি কী পরসংসহ কাহ্নু।
বচন সুধা সম হৃদয় পখান ॥ ৬
মোহন জাল মদন সরে ভোলি।
আরতি কী ন পঠওলহ্নি বোলি ॥ ৮
বোলহিক ভল সখি মাধব নাম।
বড় বোল ছড় পরজন্তক ঠাম ॥ ১০
অনুভবি দূর কএল অনুবন্ধ।
ভুগুতল কুসুম ভমর অনুসন্ধ ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি তোহেঁ সখি ভোরি।
চেতন হাথ কহাঁ রহ চোরি ॥ ১৪

৪২২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

চানন ভরম সেবলি হম সজনী
পূরত সব মনকাম।
কণ্টক দরস পরস ভেল সজনী
সীমর ভেল পরিনাম ॥ ২
একহি নগর বসু মাধব সজনী
পরভামিনি বস ভেল।
হম ধনি এহনি কলাবতি সজনী
গুন গৌরব দূর গেল ॥ ৪
অভিনব এক কমল ফুল সজনী
দোনা নীমক ডার।
সেহো ফুল ওতহি সুখায়ল ছপি সজনী
রসময় ফুলল নেবার ॥ ৬
বিধিবস আজ আএল সজনী
এতদিন ওতহি গমায়।
কোন পরি করব সমাগম সজনী
মোর মন নহি পতিআয় ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি গাওল সজনী
উচিত আওত গুনসাহ।
উঠ বধাব করু মন ভরি সজনী
আজ আওত ঘর নাহ ॥ ১০

৪২৩ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে ন বোল বচন আন।
ভল ভল হম অলপে চিহ্নল
জৈসন কুটিল কান ॥ ২
কাঠ কঠিন কএল মোদক
উপরে মাখিঅ গূড়।
কনক কলস বিখে পূরইঅ
উপর দূধক পূর ॥ ৪
কানু সে সুজন হম দুরজন
তাকর বচনে জাই।
হৃদয় মুখে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥ ৬

* ন. গু. ৪২৫ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ৪২৬ (মিথিলার পদ) ; বেণীপুরী ১৬৯ ; গ্রিয়ার্সন ৪৩।
‡ ন. গু. ৬২৭ ; কাব্য. ৫ ; প. ত. ৪৯৪ ; সা. ৬১।

জে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বান।
কানুক বচন ঐসন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮

৪২৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সজনী অপদ ন মোহি পরবোধ।
তোড়ি জোড়িঅ জহাঁ গাঁঠ পড়এ তহাঁ
তেজ তম পরম বিরোধ ॥ ২
সলিল সনেহ সহজ থিক সীতল
ই জানএ সবে কোঈ।
সে জদি তপত কএ জুতনে জুড়াইঅ
তইও বিরত রস হোঈ ॥ ৪
গেল সহজ হে কি রিতি উপজাইঅ
কুলসসি নীলী রঙ্গ।
অনুভবি পুনু অনুভবএ অচেতন
পড়এ হুতাস পতঙ্গ ॥ ৬

৪২৫ †

শ্রীরাধার উক্তি)

পহলহি কয়লহ হৃদয়ক হার।
বোলিতহ তোঁহে মোরি জিবন অধার ॥ ২
অইসনেও হঠে বিঘটওলহ পেম।
জইসন চতরিআ হাথক হেম ॥ ৪
এ সখি হরি সঞো সিনেহ বঢ়াএ।
জত অনুসএ তত কহহি ন জাএ ॥ ৬
দুরজনি দূতী তহ ই ভেল।
অপদহি গিরি সম গৌরব গেল ॥ ৮
অবে কি কহব মতি দূসন মোর।
চিহ্নল চটাইল বোলি পরোর ॥ ১০

৪২৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

পরিমল লোভে ধাওল
পাওল নহি পাস।
মধুসিন্ধু বিন্দু ন দেখল
অব জন উপহাস ॥ ২
অব সখি ভমরা ভেল পরবস
কেহো ন করএ বিচার।
ভলে ভলে বুঝল অলপে চীহ্নল
হিয়া তনু কুলিসক সার ॥ ৪
কমলিনী এড়ি কেতকী
গেলা বহু সৌরভ হেরি।
কণ্টকে পিড়ল কলেবর
মুখ মাখল ধূরি ॥ ৬
ভিন ভিন অনুভবি আবথু
জনি পাবথু খেদ।
এক রস পুরুস বুঝল নহি
গুন দূসন ভেদ ॥ ৮

* ন. গু. ৪২৮ (তালপত্রের পুথি) ; বেণীপুরী ১৫০।
† ন. গু. ৪২৯ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ৩০

ভনই বিদ্যাপতি সুন গুনমতি
রস বুঝহ রসমন্তা।
রাজা সিবসিংঘ সবগুন গাহক
রানি লখিমা দেই কন্তা॥ ১০

৪২৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মালতি মধু মধুকর কর পান।
সুপুরুস জঞো হো গুনক নিধান॥ ২
অবুঝ ন বুঝএ ভলাহু বোল মন্দ।
ভেক ন পিবএ কুসুম মকরন্দ॥ ৪
এ সখি কি কহব অপনুক দন্দ।
সপনেহুঁ জনু হো কুপুরুস সঙ্গ॥ ৬
দূরে পটাইঅ সীচীঅ নীত।
সহজ ন তেজ করইলা তীত॥ ৮
কতে জতনে উপজাইঅ গুন।
কহল ন বুঝএ হৃদয়ক সূন॥ ১০
মন্দা রতন ভেদ নহি জান।
মন্দা বান্দর মুহ ন সোভএ পান॥ ১২

৪২৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জলধি মাগএ রতন ভঁডার।
চাঁদ অমিঅ দে সগর সংসার॥ ২
নাগর জে হোঅ কি করত চাহি।
জকরা জে রহ সে দে তাহি॥ ৪
সাজনি কি কহব আপন গেআঁন।
পর অনুরোধে কতএ রহ মান॥ ৬
বিনু পওলে তকরাহু দুর জাএ।
দুহু দিস পএ অনুতাপ জনাএ॥৮
পওলে অমর হোএ দহ কোএ।
কাঠ কঠিন কুলিসহ সত হোএ॥ ১০

৪২৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি পামর বোল।
পাথর ভাসল তল গেল সোল॥২
ছেদি চম্পক চন্দন রসাল।
রোপল সিমর জিবন্তি মন্দাল॥ ৪
গুনবতি পরিহরি কুজুবতি সঙ্গ।
হিরা হিরন তেজি রাঙ্গহি রঙ্গ॥৬
পণ্ডিত গুনি জন দুখ অপার।
অছয় পরম সুখ মূঢ় গমার॥৮
গিরিহি নিবিহিত রাঙ্ক পরবীন।
চোর উজোরল সাধু মলীন॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ বিহি অনুবন্ধ।
সুনইত গুনি জন মন রহু ধন্ধ॥ ১২

* ন. গু. ৪৩১ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৪৩২ (নেপালের পুথি)।
‡ ন গু ৪৩৩ (কীর্ত্তনানন্দ)।

৪৩০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

দহো দিস সুনসন অধিক পিআসল
ভরমৈতে বুল সভ ঠামে।
ভাগ বিহিন জন আদর নহি লহ
অনুভব ধনি জন ঠামে ॥ ২
হে সাজনি জনু লেহে ভমিকরি নামে
বিধিহিক দোখ সন্তোখ উচিত থিক
জগত বিদিত পরিনামে ॥ ৪
আতপেঁ তাপিত সীতল জানিকহু
সেওল মলয় গিরি ছাহে।
ঐসন করম মোর সেহও দূর গেল
কএল দবানলে দাহে ॥ ৬
কতে দুখে আজ সমুদ্র তির পাওল
সগরেও জলে ভেল ছারে।
এহমা অবসর ধৈরজ পএ হিত
সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে ॥ ৮

৪৩১†

(শ্রীরাধার উক্তি)

নাগর হো সে হেরিতহি জান।
চৌসটি কলাক জানি গেআন ॥ ২
সরূপ নিরুপিঅ কএ অনুবন্ধ।
কাঠেও রস দে নানা বন্ধ ॥ ৪
কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্নু।
মঞে অনুমাপল নিছছ পখান ॥ ৬
বরসহু দাদস তুঅ অনুরাগ।
দূতী তহ তকরা মন জাগ ॥ ৮
কতএক হমে ধনি কতএ গোআলা।
জলথল কুসুম কৈসন হোঅ মালা ॥ ১০
পবন নহি সহএ দীপক জোতি।
ছুইলে কাচ মলিন হোঅ মোতি ॥ ১২
ঈ সবে কহিকহু কহিহহ সেবা।
অবসর পাএ উতর হমে দেবা ॥ ১৪
পরধন লোভ করএ সব কোই।
করিঅ পেম জঞো আইতি হোই ॥ ১৬
নাগরি জনকে বহুল বিলাস।
ককেহু বচনে রাখি গেলি আস ॥ ১৮

৪৩২‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

জনম হোঅএ জনি জওঁ পুনু হোই।
জুবতী ভহ জনমএ জনু কোই ॥ ২
হোইহ জুবতি জনু হো রসমন্তি।
রসও বুঝএ জনু হো কুলমন্তি ॥ ৪
ই ধন মাগওঁ বিহি এক পএ তোহি।
থিরতা দিহহ অবসানহু মোহি ॥ ৬
মিলি সামি নাগর রসধার।
পরবস জনু হোঅ হমর পিয়ার ॥ ৮
হোইহ পরবস বুঝিঅ বিচারি।
পাএ বিচার হার কওন নারি ॥ ১০

* ন. গু. ৪৩৪ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ৪৩৫ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৪৩৭ (নেপালের পুথি)।

ভনই বিদ্যাপতি অছ পরকার।
দন্দ সুমুদ হোএত জীব দয় পার॥ ১২

---

৪৩৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

অপথ সপথ কএ কহ কত ফুসি।
খন মোহেঁ তখনে রহত রুসি॥ ২
মোএে ন জএবে মাই দুজন সঙ্গ।
নহি সরলাসয় সামরঙ্গ॥ ৪
অবলোকব নহি তনিক রূপ।
আঁখি অছইত কইসে খসব কূপ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি রভসে গাব।
মলিক বহারদিন বুঝ ই ভাব॥ ৮

---

৪৩৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

অপনহি পেম তরুঅর বাঢ়ল
কারন কিছু নহি ভেলা।
সাখা পলব কুসুমে বেআপল
সৌরভ দহ দিস গেলা॥ ২
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।
মূর জএো মুড়হি সএো ভাঁগল
অপদহি গেল সুখাএ॥ ৪
কুলক ধরম পহিলহি অলি আএল
কওনে দেব পলটাএ।
চোর জননি নিজওঁ মনে মনে ঝাখওঁ
রোওঁ বদন ঝপাএ॥ ৬
অইসনা দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহর বম জনি আগি।
বিদ্যাপতি কহ অপনহি আউতি
সিরি সিবসিংঘ লাগি॥ ৮

---

৪৩৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

গগন মণ্ডল দুলুক ভূখন
একসর উগ চন্দা।
গএ চকোরী অমিঅ পাবএ
কুমুদিনি সানন্দা॥ ২
মালতি কাঁইএ করিঅ রোস।
একল ভমর বহুত কুসুম
কমল তাহরি দোস॥ ৪
জাতকি কেতকি নবি পদুমিনি
সব সম অনুরাগ।
তাহি অবসর তোহি ন বিসর
এহে তোর বড় ভাগ॥ ৬
অভিনব রস রভস পওলে
কওন রহ বিবেক।
ভন বিদ্যাপতি পরহিত কর
তৈসন হরি পএ এক॥ ৮

---

* ন. গু. ৪৩৮ (তালপত্রের পুথি)।
† ন. গু. ৪৩৯ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৪৪০ (নেপালের পুথি)।

৪৩৬ *

(দূতীর উক্তি)

জলধি সুমেরু দুঅও থিক সার।
সব তহ গনিঅ অধিক বেবহার॥২
মালতি তোহে জদি অধিক উদাস।
ভমর জাব আবে কমলিনি পাস॥ ৪
লাথ করসি কত অবসর পাএ।
দেহরি ন হোঅএ হাথে ঝপাএ॥ ৬
কুচ জুগ কঞ্চন কলস সমান।
মুনি জন দরসনে উগএ গেআন॥৮
তঞো বর নাগরি অপনে গুন।
কওনক দেলে হো বড় পুন॥ ১০

---

৪৩৭ †

(সখীর উক্তি)

পছা সুনিঅ ভেলি মহাদেই
কনকে নাবে বোকান।
গগন পরসি রহ সমীরন
সূপ ভরি কে আন॥ ২
সুন্দরি অবে কী দেখহ দেহ।
বিনু হটবই অরথ বিহুন
জৈসন হাটক গেহ॥ ৪
অপথ পথ পরিচয় ভেলে
বসি দিন দুই চারি।
সুরত রস খন একে পাবিঅ
জাব জীব রহ গারি॥ ৬

---

৪৩৮ ‡

(দূতীর উক্তি)

তিন তুল অরু তা তহ ভএ লহু
মানিঅ গরুবি আহি।
অছইত জে বোল নহী অছএ
সে লহু সবহু চাহি॥ ২
সাজনি কইসন তোর গেআন।
জউবন রতন তোর সোআধিন
ককে ন করসি দান॥ ৪
জাবে সে জউবন তোর সোআধিন
তাবে পরবস হোএ।
জউবন গেলে বিপদ ভেলে
পুছি ন পুছত কোএ॥ ৬
এহি মহী আধ অথির জীবন
জউবন অলপ কাল।
ইথী জত জত ন বিলসিঅ
সে রহ হৃদয় সাল॥ ৮
তোর ধন ধনি তোরাহি রহত
নিধন হোএত আন।
দানক ধরম তোরাহি হোএত
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ১০

---

৪৩৯ ¶

(দূতীর উক্তি)

জহিআ কাহ্ন দেল তোহি আনি।
মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি॥ ২
আবে দিনে দিনে পেম ভেল থোল।
কএ অপরাধ বোলব কত বোল॥ ৪

---

* ন. গু. ৪৪১ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৪৪২ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৪৪৩ (তালপত্রের ও নেপালের পুথি
¶ ন. গু. ৪৪৪ (নেপালের পুথি)।

আবে তোহি সুন্দরি মনে নহি লাজ।
হাথক কাকন অরসী কাজ॥ ৬
পুরুসক চঞ্চল সহজ সোভাব।
কএ মধুপান দহও দিস ধাব॥ ৮
একহি বেরি তএে দুর কর আস।
কূপ ন আবএ পথিকক পাস॥ ১০
গেলে মান অধিক হোঅ সঙ্গ।
বড় কএ কী উপজাওব রঙ্গ॥ ১২

৪৪০ *

(শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি)

এ ধনি মানিনি কঠিন পরানি।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ ন কহসি বানি॥ ২
ঐসন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচীত॥ ৪
তোহরি বিরহে জব তেজব পরান।
তব তুহুঁ কা সয়ঁ সাধবি মান॥ ৬
কে কহ কোমল-অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নহি হোয়॥ ৮
অব জদি ন মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব ন কহব বাত॥ ১০

৪৪১ †

(দূতীর উক্তি)

দিবস তিল আধ রাখবি জৌবন
বহই দিবস সব জাব।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গ চলি জায়ব
পর উপকার সে লাভ॥ ২
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগি।
রাতি দিবস সোই আন নহি ভাবই
কাল বিরহ তুঅা লাগি॥ ৪
বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইত আছয়
তুঅ কুচকুম্ভে নথ দেই।
তুহুঁ ধনি গুনবতি উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি জস লেই॥ ৬
লাখ লাখ নাগরি জো কানু হেরই
সে সুভদিন করি মান।
তুঅা অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ৮

৪৪২ ‡

(দূতীর উক্তি)

কত খন বচন বিলাসে।
সুপুরুখ রাখিঅ আসা পাসে॥ ২
আবে হমে গেলিহু ফেরাঈ।
অধিরক আতর মধপ লজাঈ॥ ৪
বোলি বিসরলহ রামা।
সখি অসবৌলিহে কত কত ঠামা॥ ৬
পর বিপতে ন রহ রঙ্গে।
কুসুমিত কানন মধুকর সঙ্গে॥ ৮
সময় খেপসি কতি ভাঁতী।
বড়ি ছোটি ভেলি মধুমাসক রাতী॥ ১০

* ন. গু. ৬৪৫; কা. ৮; সা. ৭০; প. ত. ১৫৬

† ন. গু. ৪৪৬; কা. ৪; প. ত. ৪২৩।

‡ ন. গু. ৪৫৭ (নেপালের পুথি)।

৪৪৩ *

(দূতীর উক্তি)

কমল ভমর জগ অছএ অনেক ।
সব তহ সে বড় জাহিক বিবেক ॥ ২
মানিনি তোরিত কর অভিসার ।
অবসর থোড়েহু বহুত উপকার ॥ ৪
মধু নহি দেলহ রহলি কী খাগি ।
সে সম্পতি জে পরহিত লাগি ॥ ৬
অপুজিত লএ তুলনা তুঅ দেল ।
জাব জীব অমৃতাপক ভেল ॥ ৮
তোঞে নহি মন্দ মন্দ তুঅ কাজ ।
ভলেও মন্দ হো মন্দা সমাজ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ ।
নিঅ ক্ষতি বিনু পরহিত নহি হোএ ॥ ১২

——

৪৪৪ †

(দূতীর উক্তি)

থির নহি জউবন থির নহি দেহ ।
থির নহি রহএ বালভু সঞো নেহ ॥ ২
থির জনু জানহ ই সংসার ।
এক পএ থির রহ পর উপকার ॥ ৪
সুন সুন সুন্দরি কএলহ মান ।
কী পরসংসহ তোহর গেআন ॥ ৬
কউলতি কএ হরি আনল গেহ ।
মুর ভাঁগল সন কএলহ সিনেহ ॥ ৮
আরতি আনল বিঘটিত রঙ্গ ।
সুতরিক রাব সরিস ভেল সঙ্গ ॥ ১০
বিমুখি চললি হরি বুঝি বেবহার ।
আবে কি গাওত কবি কণ্ঠহার ॥ ১২

৪৪৫ ‡

(সখীর উক্তি)

চাহইত অধর নিঅল নহি লিসি
ধরইত মোললএ বাঁহী ।
সুপহু সিনেহে ন কেলি রতি ভঙ্গলএ
তোহি সনি পাপিনি নাহী ॥ ২
মানিনি অবহু পলটি চল পিয়াকা পঅ পল
মেটও সবে অপরাধ ॥ ৩
কইতবে হাস গোপ তোঞে কএলএ ককেঁ
ককেঁ তোরি ভঁউহ চড়লী ।
পিয়া সঞো পউরুস ককেঁ তোঞে বোললএ
জিহ তোরি টুটি ন পড়লী ॥ ৫
সউরস লাগি পিয় হিঅ অরাহিঅ
বইরস বাস ন করিআ ।
অছিকহু বিসতরু পল্লব মেলব
আঁকুর ভাঁগি হলিআ ॥ ৭
ভনই বিদ্যাপতি সুন সুন গুনমতি
ওর ধরি কে কর মানে ।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৯

——

* ন. গু. ৪৪৮ (তালপত্রের পুথি); গ্রিয়ার্সন ৪৫ ।

† ন. গু. ৪৪৯ (তালপত্রের পুথি)

‡ ন. গু. ৪৫০ (তালপত্রের পুথি) ।

৪৪৬ *

(দূতীর উক্তি)

সুখে ন সুতলি কুসুম সয়ন
নয়নে মুঞ্চসি বারি।
তহাঁ কী করব পুরুখ ভূসন
জহাঁ অসহনি নারি॥ ২
রাহী হটে ন তোলিঅ নেহ।
কাহ্ন সরীর দিনে দিনে দূবর
তোরাহু জীব সন্দেহ॥ ৪
পরক বচন হিত ন মানসি
বুঝসি ন সুরত তন্ত।
মনে তএো জএো মৌন করিঅ
চোরি আনএ কন্ত॥ ৬
কিছু কিছু পিয় আসা দিহহ
অতি ন করব কোপ।
আধকে জতনে বচন বোলব
সঙ্গম করব গোপ॥ ৮
নব অনুরাগে কিছু হোএবা
রহ দিন দুই চারি।
প্রথম প্রেম ওর ধরি রাখএ
সেহে কলামতি নারি॥ ১০

৪৪৭ †

(সখীর উক্তি)

কণ্টক দোসেঁ কেতকি সঞো রূসল
হঠে আএল তুঅ পাসে।
ভল ন কএল তোহে অপদ অধিক কোহে
ভমর কে বোলল উদাসে॥ ২
জাতকি অনুচিত এক বড় ভেলা।
নিঅ মধুসার সাঁচি তোহেঁ রাখল
ভমর পিআসল গেলা॥ ৪
ওহও ভমর মধুসার বিবেচক
গুরু অভিমানক গেহা।
গুরু পদ ছাড়ি পুনু নহি আওত
দেখবাহু ভেল সন্দেহা॥ ৬
সেহও সুচেতন গুনক নিকেতন
সবহি কুসুম রস লেই।
জেহে নাগরি বুঝ তকর চতুরপন
সেহে ন পরিহরি দেই॥ ৮

৪৪৮ ‡

(দূতীর উক্তি)

ভমইত ভমর ভরমে জঞো ভূললাহে
আন লতা নহি পাসে।
এতবা রোস দোস বস ভএ রহু
দূর কর হৃদয় উদাসে॥ ২
জইঅও সবোবর হিমকর নিঅ করে
পরসএ সবহু সমানে।
কুমুদিনিকাঁ সসি সসিকাঁ কুমুদিনি
জীবন কে নাহি জানে॥ ৪
জেহন তোহর মন তহ্নিকো তইসন
কত পতিঅউবি হে ভাখী।
জগত বিদিত থিক সবকাঁ সবতহু
মনকাঁ মন থিক সাখী॥ ৬

* ন. গু. ৪৫১ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৫৫২ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ৫৫৩ (তালপত্রের পুথি)।

৪৪৯ *

(দূতীব উক্তি)

তুহু মান ধএলি অবিচারে।
অবে কী করব প্রতিকারে॥ ২
তুহু এড়াওলি রতনে।
মান হৃদয় করি ধরলি জতনে॥ ৪
মান গরুঅ কিঅ ধরলি।
কানুক করুনা করনে নহি সুনলি॥ ৬
বঞ্চিত ভৈ পহু চললা।
কলিজুগ পাপ সতত তোহে ফললা॥ ৮
ন সুনলি মহাজন মুখকাঁ।
জাচত বাঘ ন খাএত বনকাঁ॥ ১০
মানিনী মান ভুজঙ্গে।
জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে॥ ১২
সুকবি বিদ্যাপতি গাওল।
পুরুব কৃত ফল পাওল॥ ১৪

---

৪৫০ †

(দূতীব উক্তি)

পুনু চলি আবসি পুনু চলি জাসি।
বোলও চাহসি কিছু বোলইত লজাসি॥ ২
আস দইএ হরিকহু কিএ লেসি।
অধরাও বচনে উতরো ন দেসি॥ ৪

(শ্রীরাধার উত্তর)

সুন দূতী তোএ সরুপ কহ মোহি।
সঙ্গ সএো কপট হমর ভেল তোহি॥ ৬
তহ্নিকরি কথা কহসি কাঁ লাগি।
জুড়িছু হৃদয় পজারসি আসি॥ ৮
তহ্নিকর কউসল মোরা পঅ দোস।
কহলেও কহিনী বাঢ়য় রোস॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥ ১২

---

৪৫১ ‡

(সখীর উক্তি)

কূপক পানি অধিক হোঅ কাঢ়ি।
নাগর গুনে নাগরি রতি বাঢ়ি॥ ২
কোকিল কানন আনিঅ সার।
বরসা দাদুর করএ বিহার॥ ৪
অহনিসি সাজনি পরিহর রোস।
তএে নহি জানসি তোরে দোস॥ ৬
ছবও বারহ মাসক মেলি।
নাগর চাহএ রঙ্গহি কেলি॥ ৮
তে পরি তকর করও পরিনাম।
বিরস বোল জনু হোএ বিরাম॥ ১০
মোরে বোলে দূর কর রোস।
হৃদয় ফজী কর হরি পরিতোস॥ ১২

---

৪৫২ p

(সখীর উক্তি)

জএো ডিঠিকা ওর এহি মতি তোরি।
পুনু হেরসি কিএ পরি গোরি॥ ২
অইসনা সুমুখি করিঅ ককে রোস।
মএে কি বোলিবো সখি তোরে দোস॥ ৪

---

* ন. গু. ৪৫৪ (কীর্ত্তানন্দ)।
† ন. গু. ৬৫৫ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ৪৫৬ (নেপালের পুথি)।
p ন. গু. ৪৫৭ (নেপালের পুথি)।

এহন অবথ রে ই বেবহার।
পর পীড়াএ জীবন থিক ছার।। ৬
ভল কএ পুছলএ ঘুরি সঁসার।
তর সূতে গড়ি কাট কুম্ভার ।। ৮
গুন জঞো রহ গুননিধি সঞো সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ ই বড় রঙ্গ ।। ১০

---

৪৫৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব অগে সখি মোর অগেয়ানে।
সগরিও রয়নি গমাওল মানে ।। ২
জখনে মোর মন পরসন ভেলা।
দারুন অরুন তখনে উগি গেলা ।। ৪
গুরুজন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝপইত হমে আকুল ভেলী ।। ৬
অধিক চতুরপনে ভেলাহুঁ অয়ানী।
লাভকে লোভে মুলহু ভেল হানী ।। ৮
ভনই বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহি রোসে ।।

---

৪৫৪ †

(সখীর উক্তি)

ঝাখি ঝাখি ন খিন কর তনু।
ভমর ন রহ মালতি বিনু ।। ২
তাহি তোহি রিতি বাঢ়তি পুনু।
টুটলি বচন বোলহ জনু ।। ৪
এহে রাধে ধৈরজ ধরু।
বালভু অওতাহ উছাহ করু ।। ৬
পিসুন বচনে বাঢ়ত রোস।
বারএ ন পারিঅ দিবস দোস ।। ৮
সুজন বচন টুট ন নেহা।
হাথে ন মেট পথানক রেহা ।। ১০

৪৫৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

চরন নখর-মনি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরনি লোটায়ল গোকুল চাঁদ ।। ২
ঢরকি ঢরকি পরু লোচন-নোর।
কতরূপ মিনতি কএল পহু মোর ।। ৪
লাগল কুদিন কএল হম মান।
অবহু ন নিকসয়ে কঠিন পরান ।। ৬
রোস তিমির অত বৈরি কিএ জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান ।। ৮
নারিজনম হম ন কএল ভাগি।
মরন সরন ভেল মানক লাগি ।। ১০
বিদ্যাপতি কহ সুনু ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভল সমুঝাই ।। ১২

৪৫৬ ×

(শ্রীরাধার উক্তি)

সে ছল সে নহি রহলে ভাব।
বোললি বোল পলটি নহি আব ।। ২
রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস।

---

* ন গু ৪৫৮ (তালপত্রের পুথি) ; গ্রিয়ার্সন ৫৪
† ন গু ৫৫৯ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৪৬০ ; বেণীপুরী ১৫৩ ; সা. ৬৬ ; প. ত. ৪৫২।
× ন. গু. ৪৬১ (নেপালের পুথি)।

রূসল বএ্রোসব বড় পরেআস ॥ ৪
কওনে পরি সে হরি বহুড়ত
মাই হে কওনে পরী ॥ ৫
নারি সভাব কএল হমে মান।
পুরুস বিচখন কে নহি জান ॥ ৭
আদরে মোরা হানি গএ ভেল।
বচনক দোসে পেম টুটি গেল ॥ ৯
নাগরে নাগরি হৃদয়ক মেলি।
পাঁচ বান বলে বহুড়ত কেলি ॥ ১১
অনুনয় মোরি বুঝাউবি রোএ।
বচনক কৌসলে কী নহি হোএ ॥ ১৩

৪৫৭ *

(শ্রীরাধাকর্ত্তৃক দূতীশিক্ষা)

হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই
ঐসে করবি জৈসে বৈরি ন হসই ॥ ২
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব সখি তুআ চতুরাই ॥ ৪
পহিলহি বৈসব স্যাম কএ বাম।
সঙ্কেত জনাওব মঝু পরনাম ॥ ৬
পুছইত কুসল উলটাওবি পানি।
বচন ন বান্ধবি স্থনহ সয়ানি ॥ ৮
হরি জদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে বেদন ন জানায়বি মোয় ॥ ১০
জব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জনায়বি হৃদয়ে জনি লাগ ॥ ১২

সখীগণ গনইত তুহুঁ সে সয়ানী।
তোহে কি সিখায়ব চতুরিম বানী ॥ ১৪
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভান।
মান রহুক পুন জাউক পরান ॥ ১৬

৪৫৮ †

(কবির উক্তি)

সুনইত ঐসন রাহিক বানি।
নাহ নিকটে সখি কএল পয়ানি ॥ ২
দূর সএ্রো সে সখি নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি ॥ ৪
হেরইত নাগর আওল তাহি।
কি করহ এ সখি আওলি কাহি ॥ ৬
হমরি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ জদি কহসি সে মানিনি ঠাম ॥ ৮
সুনি কহে সে সখি নাগর পাস।
বিদ্যাপতি কহ পুরল আস ॥ ১০

৪৫৯ ‡

(দূতীর উক্তি)

তুঅ পিয় সহচরি বুঝলিহুঁ হমে হরি
তেঁ মোহি পঠওলহি আজ রে।
সুজনে বিনয় জত কহল কহব কত
তোহু উত্তর কিছু বাজ রে ॥ ২
সুহিত বচন লইহ মানিরে।
সুন সুন গুনমতি মিলহ মধুরপতি
অথির জৌবন ধন জানি রে ॥ ৪

* ন. গু. ৪৬২; কা. ৬; সা. ৬৮; প. ত. ৪১৩।

† ন. গু. ৪৬৩; কা. ৭; সা. ৬৯; প. ত. ৪৫৮।

‡ ৪৬৪ (মিথিলার পদ)।

অপন অপন গুন সবে সব তহ সুন
নিজ কাচহু কহ হেম রে।
সে পুনু সবহু চহি গুরুবি গনিঅ মহি
জে কর পরক গুন পেম রে॥ ৬
কত উপদেসিঅ কত পরবোধিঅ
তইঅও ন মানএ বোধ রে।
তোহহি কহহ সখি ফুললি মালতি লখি
কে করত ভমর নিবোধ রে॥ ৮
দুতিক বচন সুনি পিয় গুন গন গুনি
তসু তনু পসরল ভাব রে।
পুলকে উত্তর দএ রহলি লাজ কএ
কবি বিদ্যাপতি গাব রে॥ ১০

৪৬০ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

ধনি ভেলি মানিনি সখিগণ মাঝ।
অনুনয় করইত উপজএ লাজ॥ ২
পিবিতক আরতি বিরতি ন সহঈ।
ইঙ্গিত ভঙ্গিএ দুহু সব কহঈ॥ ৪
রাহি সুচেতনি কাহ্নু সয়ান।
মনহি সমাধল মন অভিমান॥ ৬
অধর মুরলি জৌঁ ধএল মুরারি।
ফোই কবরি ধরি বাঁধি সমারি॥ ৮
জৌ নিজ পুরপথ ধএল মুরারি।
সখি লখি অনুতএ চল বর নারি॥ ১০
হরি জব ছায়া কর ধনি পায়।
ধনি সম্ভ্রম বইসলি কর লায়॥ ১২
কহ কবিসেখর বুঝয় সয়ান।
ইঙ্গিত রস পসারল পঁচবান॥ ১৪

৪৬১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সবে সবতহু কহ সহলে নহিঅ।
জিব জএঞো জতনে জোগওলে রহিঅ॥ ২
পরসি হলহ জনু পিসুনক বোল।
সুপুরুস পেম জীব রহ ওর॥ ৪
মএঞে সপনেহু নহি সুমরএঞো দেও।
অইসন পেম তোলি হল জনু কেও॥ ৬
রহিঅ মুকওলে অপনা গেহ।
খল কৌসলে টুটি জাএত সিনেহ॥ ৮
বিমুখ বুঝাএ ন করিঅএ বোল।
মুখ সুখে ধেঙ্গুর কাট পটোর॥ ১০

৪৬২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

এত দিন ছল পিয়া তোহ হম জেহে হিআ
সীতল সীল কলাপে।
তোহে ন কান ধরু বিনতি দূর করু
দুরজন দুরিত অলাপে॥ ২
মোহি পতি ভল ভেল ওতহি ওহও গেল
কি ফল বিকল কএ দেহে।
করিঅ জতন পএ জএঞো পুনু জোলি হো
টূটল সরস সিনেহে॥ ৪
সুনু কাহ্নু হে জতনে রতন দহু পরিহর কে॥ ৫
দিন দস জোবন তেহি অনাএত
মন তহু পুছু পরকারে।
তুঅ পরসাদ বিখাদ নয়ন জল
কাজরে মোর উপকারে॥ ৭

* ন. গু. ৪৭৫ (কীর্ত্তনানন্দ); বেণীপুরী ১৫৪।

† ন. গু. ৪৭৬ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ৪৬৭ (তালপত্রের পুথি)।

তেঁ তঞো করবি মসি মঅন পাস বৈসি
লিখি লিখি দেখবাসি তোহী।
তার হার ঘনসার সার রে সেওলব
সন্তাওত মোহী॥ ৯
কামিনি কেলি ভান থিক মাধব
আও কুমুদিনি সঞো চাঁদে।
দুরহু দুরহু তোঁহে পহু তঞো বুঝহ দহু
দরসনে কত আনন্দে॥ ১১
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
মেদিনি মদন সমানে।
লখিমা দেইপতি রূপনরাএন
সুখমা দেই রমানে॥ ১৩

৪৬৩ *

(শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি)

সুন সুন মুগধনি মঝু উপদেস।
হম সিখায়ব চরিত বিসেস॥ ২
পহিলহি অলকাতিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥ ৪
জাওবি বসনে ঝাপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥ ৬
সজনি পহিলহি নিঅরে না জাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥ ৮
ঝাপবি কুচ দরসায়বি কন্ধ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিক বন্ধ॥ ১০
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি প্রেমক ভাব।
জো গুনবন্ত সোই ফল পাব॥ ১৪

৪৬৪ †

(শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি)

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাহু করএ জনু, চাঁদকি চোরি॥ ২
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেলি জোর।
অবহি দেখব ধনি নাগরি তোয়॥ ৪
হাসি সুধামুখী না কর বিজোরি।
বানীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি॥ ৬
অধর সমীপ দসন করু জোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়লি মোতি॥ ৮
সুন সুন সুন্দরি হিত উপদেস।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেস॥ ১০
চন্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও জে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক॥ ১২
রাজা সিবসিংহ লছিমা দেই সঙ্গ।
ভনই বিদ্যাপতি মনহুঁ নিসঙ্ক॥ ১৪

৪৬৫ ‡

(সখীর প্রতি রাধার উক্তি)

সহি হে মন্দ প্রেম-পরিনামা।
বলকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার একঠামা॥ ২
ঝাঁপন কূপ লখই না পারল
জাইত পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘু-গুরু কছু না বিচারল
অব পাছু তরইত চাই॥ ৪

* সা. ৩০ ; কা. ৮।

† প. ক. ১০৬১ ; কা. ৪ ; সা. ৩৭।

‡ সা. ৪৬ ; প. ক. ৯৩৯ ; কা. ৪।

মধু সম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহুঁ জানন ন ভেলা।
অপন চতুরপন পর হাতে সোঁপল
দুদিসে গরব দূরে গেলা॥ ৬

এত দিন আন ভানে হম আছল
অব বুঝল অবগাহি।
অপন সূল হম আপহি চাঁছল
দোখ দেয়ব অব কাহি॥ ৮

ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজুবতি
চিতে নাহি গুনবি আনে।
প্রেম ক কারন জীউ উপেখিঅ
জগজন কো নাহি জানে॥ ১০

৪৬৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সজল নয়ান করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হএ জুগ চারি।
বিহি বড় দারুন তাহে পুন ঐসন
দূরহি করল মুরারি॥ ২
সজনি কিএ করব পরকার।
কি মোর করম ফল পিয়া গেল দেসান্তর
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥ ৪

আনি দেই মোর পিউ রাখহ হমার জীউ,
কো ইহ করুনাবান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে
তুরিতহিঁ মীলব কান॥ ৬

৪৬৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহ সঙ্কর হুঁ বরনারী॥ ২
নহি জটা ইহ বেনি-বিভঙ্গ।
মালতি-মাল সিরে নহ গঙ্গ॥ ৪
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর-বিন্দু॥ ৬
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার।
নহ ফনিরাজ উরে মনি-হার॥ ৮
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ নহ এ কপাল॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ এহন সুচন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক॥ ১২

---

* সা. ৮১; কাব্য. ১২; প. ত. ১৬৭২।
পাঠান্তর :—
নারীর দীঘ নিশ্বাস - পড়ুক তাহার পাশ
পিয়া মোর যার কাছে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহোঁ তহু পাশে॥—প. ত।

† সা. ৯২; প. ত. ৮৫৫।

৪৬৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

চিব চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা ॥ ২
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি ন কহল ॥ ৪
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল জদি কি আর জিবনে ॥ ৬
পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি জে ছল করমে ॥ ৮
আন অনুরাগে পিয়া আন দেসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিত মিলব মুরারি ॥ ১২

৪৬৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জো দিন মাধব পয়ান করল
উথল সো সব বোল।
সুনিঅ হৃদয়ে করুনা বাঢ়ল,
নয়ানে গলতহি লোর ॥ ২
দিবি করিঅ সপথ করল
নিঅরে আসিয়া কান।
মধু কর ধরি সিরে ঠেকায়ল
সো সব ভৈ গেল আন ॥ ৪
পথ নিরখিত চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমর জতা ॥ ৬
কোন সে নগরে রহল নাগর
নাগরী পাইঅ ভোর।
কহ বিদ্যাপতি সুন লো জুবতি
তোহরি নাগর চোর ॥ ৮

৪৭০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব জদি ন পেখল বালা।
আজি কালি পরান পরিতেজব
কত সহ বিরহক জালা ॥ ২
সীতল সলিল কমল দল সেজহি
লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা।
সো সব জতহুঁ অনল সম হোয়ল
দস গুন দহই মৃগঙ্কা ॥ ৪
সকতি গেল ধনী উঠই ধরনী ধরী
ক্ষেপহি নিসি নিসি জাগী।
চমকি ধনী বোলত সিব সিব
জগত ভরল তসু আগী ॥ ৬
কাহে উপচার বুঝই ন পারিঅ
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
কেবল দসমী দসা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে ॥ ৮

* সা. প. ৯৭ ; প. ত. ১৬৭০ ; কাব্য. ২২।
† সা. প. ৯৮।
‡ সা. প. ১০৫।

৪৭১ *

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি)

মাধব ও নবনাগরী বালা।
তুহুঁ বিছুরলি বিহি কটাবলি
ভেলি নিমালিক মালা ॥ ২
সে জে সোহাগিনি খেদে দিন গনি
পন্থ নিহারই তোরা।
নিচল লোচন ন সুন বচন
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥ ৪
তোহরি মুরলী সো দিগ ছোড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোনারে কসি কসটিক
তেজল কনক রেহা ॥ ৬
ফুয়ল কবরি ন বান্ধে সম্বরি
ধনি জে অবস এতা।
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনি-সঙ্গ সমেতা ॥ ৮
উসসি উসসি পড়ু খসি খসি
আলি-আলিঙ্গন চাহে।
জাকর বেয়াধি পরাধিন ঔখধি
তাকর জীবন কাহে ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি করিঅ সপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিত ভাবিত তোহারি চরিত
ভরম ভইল যথা ॥ ১২

৪৭২ †

(সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ২
পাপ সুধাকর জত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরসনে তত সুখ ভেল ॥ ৪
আঁচর ভরিঅ জদি মহানিধি পাই।
তব হম পিয়া দূর-দেসে ন পঠাই ॥ ৬
সীতক ওঢ়নী পিয়া, গিরিসীক বা।
বরিখাক ছত্র পিয়া দরিয়াক না ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি ॥ ১০

৪৭৩ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

তুহুঁ জদি মাধব চাহসি নেহ।
মদন সাখি করি খত লেখি দেহ ॥ ২
ছোড়বি কেলি-কদম্ব-বিলাস।
দূরে করবি নিঅ গুরুজন-আস ॥ ৪
মো বিনে সপনে না হেরবি আন।
হমারি বচনে করবি জলপান ॥ ৬
রজনি দিবস গুন গায়বি মোর।
আন জুবতি কোই ন করবি কোর ॥ ৮

* সা. প. ১০৬ ; প. ত. ১১২৮ ; কাব্য. ৪৮।
পাঠান্তর :—২। বিপথে ফেললি —সা. প।
...বিহিক ডারলি—কাব্য।
৬।......কোষিক পাথরে—কাব্য।

† সা. প. ১২০ ; প. ত. ১৯১৫ ; কাব্য. ৭।
‡ প. ত. ৫২১ ; কাব্য. ২১।

ঐসন কবজ্ঞ ধরব জব হাত।
তবহি তুআ সঞে মরমক বাত ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুন বর-কান।
মান রহুক পুন জাউক পরান ॥ ১২

৪৭৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

আওল গোকুলে নন্দকুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার ॥ ২
কি কহব রে সখি রজনিক কাজ।
স্বপনহি হেরলি নাগর-রাজ ॥ ৪
আজু সুভ নিসি কি পোহায়লি হাম।
প্রান পিয়াকে করলি পরনাম ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি ॥ ৮

৪৭৫ †

(শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি)

সুন্দর বদনে সিন্দুর-বিন্দু
সাঙর চিকুর-ভার।
জনু রবি সসি সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার ॥ ২
রামা হে অধিক চন্দিম ভেল।
কত ন জতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল ॥ ৪
উরজ-অঙ্কুর চিরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরসায়।
কত ন জতনে কত ন গোপসি
হিমে গিরি ন লুকায় ॥ ৬
চঞ্চল-লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন সোভন তাএ।
জনু ইন্দীবর পবনে পেলল
অলি-ভরে উলটাএ ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
এ সব এরূপ জান।
রাএ সিবাসংঘ রূপনরায়ন
লছিমা দেই পরমান ॥ ১০

৪৭৬ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাস।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাস ॥ ২
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মূরতি জনি নাচল পিছারে ॥ ৪
কর ডুহু ধরি পহু নিতরে বৈঠায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায় ॥ ৬
খোলি বয়ান জব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে ॥ ৮
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা সিবসিংঘ সুনি হরখিত ॥ ১০

* পদকল্পতরু ১৭৬৪; কাব্য. ৫।
† প. ত. ১৩৩৬; কাব্য ৬।
‡ কাব্য. ৩।

৪৭৭ *

(শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি)

নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপ।
জনু নব-কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপ ॥ ২
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিএ সুরঙ্গ পগার ॥ ৪
সুন্দর পয়োধরে নখ-খত ভারি।
কেসরি জনু গজ-কুম্ভ বিদারি ॥ ৬
পুন ন জাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহলে পুরাইহ কাম ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
আনলে পুড়ি পুন আনলে কাজ ॥ ১০

৪৭৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

এ সখি এ সহি লই জনি জাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ ॥ ২
পাস জাইত জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে ॥ ৪
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর ॥ ৬
মাইহে কি সহত জীবক সাতি।
কোন বিহি সিরজল পাপিনী রাতি ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি তখনক ভান।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান ॥ ১০

৪৭৯ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি)

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ ॥ ২
সুন সুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলি রাই ॥ ৪
মুখরুচি মনোহর, অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ ॥ ৬
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার ॥ ৮
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ না জাওত ধরনে ॥ ১২

৪৮০ x

(শ্রীরাধার উত্তর)

কুচজুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহুঁ দিল পানি ॥ ২
ঘামবিন্দু মুখে হেরএ নাহ।
চুম্বএ হরসে সবস অবগাহ ॥ ৪
বুঝই না পারিঅ পিয়ামুখভাস।
বদন নিহারিত উপজএ হাস ॥ ৬
অপন-ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিএ ঐসনে কিএ সুখ পাবি ॥ ৮
তাকর বচনে কয়ল সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইত লাজ ॥ ১০
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভান।
নাগরী রমইত ভয় নাহি মান ॥ ১২

* প. ত. ২৫৪ ; কাব্য. ১৪।
† কাব্য. ১৪।
‡ প. ত. ৮০ ; সা. প. ৩ ; কাব্য. ৫।
x প. ত. ১০৯৯ ; কাব্য. ১৯।

৪৮১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুন্দর কুলসীল ধনী বর জুবক
কি করব লোচন-হীনে।
কি করব জপতপ দান ব্রত আদিক
জদি করুনা নাহি দীনে ॥ ২
এ সখি বুঝিএ কহসি কটু বানী।
ঐসন এক গুন বহুদোস নাসই
এক দোসে বহুগুন হানি ॥ ৪
গরল সহোদর গুরু-পত্নী হর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ হুতাসন বারিজি নাসন
শীলগুনে সসী উজিয়ারা ॥ ৬
পরসুতে অহিত জতন নাহি নিঅ সুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুন ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বানী ॥ ৮
কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুন মূল অমূলে।
বংসী পরসি সপথি সত সত
তবহি প্রতীত নহি বোলে ॥ ১০
পুন পরিরম্ভন চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিসোয়াসে।
আন রমনী সঞে সো নিসি বঞ্চল
মোহে করল নিরাসে ॥ ১২
অনলহু অধিক মো তনু দহই
রতি-চীন দেখি প্রতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে ॥ ১৪

---

* কাব্য, ১৯।

৪৮২ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

রাধামাধব রতনহি মন্দির
নিবসয় সয়নক সুখ।
রস রস দারুন দন্দ উপজল
কাহ্নু চলল তব রূস ॥ ২
নাগর-অঞ্চল কর ধরি নাগরি
হসি মিনতী করু আধা।
নাগর-হৃদয় পাঁচ-সর হনলক
উরজ দরসি মনবাধা ॥ ৪
দেখ সখি ঝূটক মান।
কারন কিছুও বুঝএ ন পাইএ
তব কাহে রোখল কান ॥ ৬
রোখ সমাপি পুন রহস পসারল
ভেল মধথ পঁচবান।
অবসর জনি মানবতি রাধা
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮

৪৮৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

আজু পরল মোর কোন অপরাধে।
কিঅ হেরিঅ হরি লোচন আধে ॥ ২
আন দিন গহি গৃম লাবিয় গেহা।
বহুবিধ বচন বুঝাবএ নেহা ॥ ৪
মন দএ রুসি রহল পহু সোই।
পুরুসক হৃদয় এহন নহি হোই ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন পরমান।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মা'ন ॥ ৮

৪৮৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কাহ্নু বিরস কথি লাগি।
কিএ ভেল হমর অভাগি ॥ ২
জব হম গেল পিয়া পাস।
তেজই দীঘল নিসাস ॥ ৪
জবহুঁ পুছল বেরি বেরি।
সজল নয়নে রহু হেরি ॥ ৬
জব হম রহল নিহার।
লোচন ঝরু অনিবার ॥ ৮
তব ধরি বুঝল বিচারি।
কঠিন জীবন বরনারি ॥ ৯
কবিসেখর পরমান।
ন জায়ত পাপ পরান ॥ ১০

* ন. গু. ৪৬৮; প. ত. ৬০১; কাব্য. ৭; বেণীপুরী ১৫৫।
পাঠান্তর :—৭। তাহি মধথ পাঁচ বান। ন. গু.
তাহি মধ্যত পাঁচ বান।—প. ত.।
† ন. গু. ৪৬৯; গ্রিয়ার্স'ন ৫২।

‡ ন. গু. ৪৭।

৪৮৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুনি সিবিখণ্ড তরু সে সুনি গমন করু
ছাড়ত মদন তনু তাপে ॥
আরতি অইলিহু তেঁ কুন্তিলইলিহু
কে জান পুরুবকের পাপে ॥ ২
মাধব তুঅ মুখ দরসন লাগী।
বেরি বেরি আবওঁ উতর ন পাবওঁ
ভেলাহু বিরহ রস ভাগী ॥ ৪
জখনে তেজল গেহ সুমরি তোহর নেহ
গুরুজন জানল তাবে।
তোহেঁ সুপুরুস পহু হমে তঞো ভেলিহু লহু
কতহু আদর নহি আবে ॥ ৬

৪৮৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সে কাহ্নু সে হম সে পচবান।
পাছিল ছাড়ি রঙ্গ আবে আন ॥ ২
পাছিলাহু পেমক কি কহব সাধ।
আগিলাহু পেম দেখিঅ অবে আধ ॥ ৪
বোলি বিসরলহ দঅ বিসবাস।
সে অনুরাগল হৃদয় উদাস ॥ ৬
কবি বিদ্যাপতি ইহো রস ভান।
বিরল রসিক-জন ঈ রস জান ॥ ৭

৪৮৭ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব বচন করিঅ প্রতিপালে।
বড় জন জানি সবন অবলম্বলি
সাগর হোএত সতালে ॥
ভুবন ভমিএ ভমি তুঅ জস পাওলি
চৌদিসি তোহর বড়াই।
চিত অনুমানি বুঝি গুন গৌরব
মহিমা কহলো ন জাই ॥ ৪
আগা সভ কেও সাল নিবেদয়
ফল জানিঅ পরিনামে।
বড়াক বচন কবহু নহি বিচলয়
নিসিপতি হরিন উপামে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
এহ গুন কোউ ন আনে।
রাএ সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই পতি জানে ॥ ৮

৪৮৮ ×

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব কি কহব তোহরো গেয়ানে।
সুপহু কহলি জব রোস কএল তব
কর মুনল তুহু কানে ॥ ২
আএল গমনক বেরি ন নীন টরু
তই কিছু পুছিও ন ভেলা।
এহন করমহীনী হম সনি কে ধনী
কর সে পরসমনি গেলা ॥ ৪

* ন. গু. ৪৭১;
† ন. গু. ৪৭২।
‡ ন. গু. ৪৭৩; গ্রিয়ার্সন ৪১।
× ন. গু. ৪৭৪; গ্রিয়ার্সন ৫৩।

জএ্রো হম জনিতহুঁ এহন নিঠুর পহু
কুচ কঞ্চন গিরি সাধি।
কৌসল করতল বাহুলতা লয়
দৃঢ় কএ রখিতহুঁ বাঁধি ॥ ৬
ই সুমিরিঅ জব জএ্রো মরিয়ে তব
বুঝি পড় হৃদয় পসানে।
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরি
কবি বিত্থাপতি ভানে ॥ ৮

৪৮৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

রোপলহ পহু পহু লতিকা আনি।
পরতহ জতনে পটবিতহ পানি ॥ ২
তঁই অরথিত উপজিত ভেল সে।
তোহেঁ বিসরলি ভল বোলত কে ॥ ৪
মাধব বুঝল তোহর অনুরোধ।
হেরিতহু কয়লহ নয়ন নিরোধ ॥ ৬
একহু ভবন বসি দরসন বাধ।
কিছু ন বুঝিঅ পহু কী অপরাধ ॥ ৮
সুপুরুস বচন সবহুঁ বিধি ফূর।
অমরখে বিমরখ ন করিঅ দূর ॥ ১০
ভনই বিত্থাপতি এহো রস জান।
বস বুঝ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান ॥ ১২

৪৯০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জতহি প্রেম-রস তত্তহি দুরন্ত।
পুনু কর পলটি পিরিত গুনমন্ত ॥ ২
সবতহু সুনিয়ে অইসন বেবহার।
পুনু টুটএ পুনু গাঁথিএ হার ॥ ৪
এ কহ্নু কহ্নু তোহহি সআন।
বিসরিএ কোপ করিএ সমধান ॥ ৬
প্রেমক অঙ্কুর তোহে জল দেল।
দিন দিন বাঢ়ি মহাতরু ভেল ॥ ৮
তুঅ গুন ন গুনল সউতিন আছ।
রোপি ন কাটিএ বিসহুক গাছ ॥ ১০
জে নেহ উপজল প্রানক ওর।
সে ন করিঅ দুর দুরজন বোল ॥ ১২
জগত বিদিত ভেল তোহ হম নেহ।
এক পরান কএল দুই দেহ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি কর উদাস।
বড়ক বচন করিএ বিসবাস ॥ ১৬

৪৯১ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

গগন গরজ মেঘা জামিনি ঘোর।
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চরু চোর ॥ ২
এহনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ।
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ ॥ ৪

* ন. গু. ৪৭৫।

† ন. গু. ৪৭৬ ; বেণীপুরী ১৫৭।

তিলা এক মাধব পরিহর মান।
তুঅ লাগি সংসয় পরল পরান॥ ৬
তুসহ জমুনা নরি অইলিহু ভাগি।
কুচজুগ তরল তবনি তাঁ লাগি॥ ৮
দেহ অনুমতি হে জুঝও পঁচবান।
তোঁহে সন নগর নাগর নহি আন॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব।
অপনুক অভিমত উকুতি জনাব॥ ১২
রাজা রূপনরাএন জান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥ ১৪

৪৯২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সবে পরিহরি অএলাহু তুঅ পাস।
বিসরি ন হলবে দএ বিসবাস॥ ২
অপনে সুচেতন কি কহব গোএ।
তইসন করব উপহাস ন হোএ॥ ৪
এ কনূহাই তোহর বচন অমোল।
জাব জীব প্রতিপালব বোল॥ ৬
ভল জন বচন তুঅও সমতুল।
বহুল ন জান এ রতনক মুল॥ ৮
হমে অবলা তুঅ হৃদয় অগাধ।
বড় ভএ খেমিঅ সকল অপরাধ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি গোচর গোএ।
সুপুরুস সিনেহ অন্ত নহি হোএ॥ ১১

* ন. গু. ৪৭৮;।

৪৯৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

পএর পড়ি বিনবঞো সাজনারে
জতি অনুচিত পড়ু মোর।
জনু বিঘটাবহ নেহরা রে
জীবন জোবন থোর॥ ২
পলটহ গুননিধি তোহে গুনরসিয়া
জীবে করহ বরু সাতি॥ ৩
পুছলেহু ই তরুন আপহি রে
অইসনা লাগএ মোহি ভান।
কী তুঅ মন লাগলা রে
কিএ কুসল পঁচবান॥ ৫
কাঠ কঠিন হিঅ তোহরা রে।
দিনহু দয়া নহি তোহি।
কংসনরাএন গাবিহা রে।
নিরমম কাহ্নহি মোহি॥ ৭

৪৯৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

তোহেঁ কুল-ঠাকুর হমে কুল-নারি।
অধিপক অনুচিতে কিছু ন গোহারি॥
পিসুনে হসব পুনু মাথ ডোলাএ।
বরাক কহিনী বড়ি দুর জাএ॥ ৪
সুন সুন সাজনা বচন হমার।
অপদ ন অংগিরিঅ অপজস ভার॥ ৬

† ন. গু. ৪০৯।

‡ ন. গু ৪৮০।

পরতহ পরতিতি আবিঅ পাস।
বড় বোলি হমহু কএল বিসবাস ॥ ৮
সে আবে মনে গুনি ভল নহি কাজ।
বাজু রাখএ আঁখিক লাজ ॥ ১০

৪৯৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

আসা দইএ উপেখহ আজ।
হৃদয় বিচারহ কওোনক লাজ ॥ ২
হমে অবলা থিক অলপ গেআন।
তোহর ছৈলপন নিন্দত আন।। ৪
সুপহু জানি হমে সেওল পাও।
আবে মোর প্রান রহত কি জাও ॥ ৬
কএল বিচারি অমিঞক পান।
হোএত হলাহল ই কে জান ৮
কতহু ন সুনলে অইসন বাত।
সাঁকর খাইত ভাঙ্গএ দাত ॥ ১০

৪৯৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

বারিস নিসা মঞে চলি অএলিহু
সুন্দর মন্দির তোর।
কত মহি অহি দেহে দমসল
চরনে তিমির ঘোর ॥ ২
নিজ সখি মুখ সুনি সুনি
কহবসি পেম তোহার।
হমে অবলা সহএ ন পারল
পচসর পরহার ॥ ৪
নাগর মোহি মনে অনুতাপ।
কএলাহু সাহস সিধি ন পাবিঅ
অইসন হমর পাপ ॥ ৬
তোহ সন পহু গুন-নিকেতন
কএলহ মোর নিকার।
হমহু নাগর সবে সিখাউবি
জনু কর অভিসার ॥ ৮
কত ন নাগব গুনক সাগর
সবে ন গুনক গেহ।
তোহ সন জগ দোসর নহি
তেঁ হমে লাওল নেহ ॥ ১০
কেলি কুতূহল দুরহি রহও
দরসনহু সন্দেহ।
জামিনি চারিম পহর পাওল
আব জাওঁ নিজ গেহ ॥১২
মোরিও সব সহচরি জানতি
হোইতি ই বড়ি সাটি।
বিহি নিকারুন পরম দারুন
মরও হৃদয় ফাটি ॥ ১৪
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
আসা ন অবসান।
সুচিরে জীবও রাএ সিবসিংঘ
লখিমা দেই রমান ॥ ১৬

---

* ন. গু. ৪৮১।

† ন. গু. ৪৮২।

৪৯৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

হে মাধব ভল ভেল কএলহ কূলে।
কাচ কঞ্চন তুহু সম কএ লেখলহ
ন জানহ রতনক মূলে ॥ ২
তোঁহ হম পেম জতে দুরে উপজল
সুমরহ সে আবে ঠামে।
আবে পর-রমনি রঙ্গে তোঁহে ভুললাহে
বিহুসিহু হসি হের বামে ॥ ৪
ঐসন করম মোর তেঁ তোহে জদি ভোর
হমে অবলা কুল-নারী।
পিসুনক বচন কান জদি ধএলহ
সাতি ন কএলহ বিচারী ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুন্দরি
চিতে জমু মানহ সঙ্কা।
দিবস বাম সখি সবে খন ন রহএ
চাঁদহু লাগু কলঙ্কা ॥ ৮

৪৯৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

তোহ হম পেম জতে দুরে উপজল
সুমরবি সে পরিপাটী।
আবে পর-রমনি রঙ্গ রস ভুললা হে
কওনে কলা হম ঘাটী ॥ ২
ভমরবর মোরে বোলে বোলব কহ্নাই।
বিরহ তন্ত জদি বুঝথি মনোভব
কী ফল অধিক বুঝাই ॥ ৪
তুলএ সুমেরু সাধু জন তুলনা
সবকা ধইরজ ধনে।
তোঁহে নিঅ লোভে বচন আবে চুকলা হে
গরিমা ধরবি কওনে ॥ ৬
পুরুসহৃদয় জল দুঅও সহজে চল
অনুবন্ধে বাঁধ থিরাই।
সে জদি ফুটল রহ সহস ধারে বহ
উচেও নীচে পথে জাই ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি নব কবিসেখর
পুহুবী দোসর কহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক জঁহা ॥ ১০

৪৯৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুন্তল কুসুম নিমাল ন ভেল।
নয়নক কাজর অধর ন গেল ॥ ২
কনক ধরাধর নহি সসিরেহ।
কোনে পরি কামে প্রকাসল নেহ ॥ ৪
এ সখি এ সখি পুরুস অগ্যান।
ভুজঁগ ভনাবথি রঙ্গ ন জান ॥ ৬
দুরসৌঁ সুনিঅ সময় পচবান।
পরতথ চাহি নহি কে অনুমান ॥ ৮

* ন. ৪৮৩।
† ন. গু. ৪৮৪ (রাগতরঙ্গিণী)
‡ ন. গু. ৪৮৫।

উপগতি ভেলিহু ই ভেলি সাতি।
অনুসয় ছিতহি পোহাইলি রাতি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ১২

৫০০ *

(সখীর উক্তি)

আদরি অনলহ ধএলহ বারি।
আঁচর ন ছাড়লহ বদন নিহারি ॥ ২
সুদৃঢ়েও কেস ন বঁধলহ ফোএ।
সবে রস সুন্দরি ধএলহ গোএ ॥ ৪
আবে কি গুছসি রাহি ভল নহি ভেল।
জতনে আনল কাহ্নু তোরে দোসে গেল ॥৬
গুনিগন পথ সহ লগলউ হে ভোর।
আঁচর হীর হরাএল মোর ॥ ৮
সখিজন সোঁপইত ভেলউ হে রাগ।
গেল পাইঅ জোঁ হো বড় ভাগ ॥ ১০

৫০১ †

(দূতীর উক্তি)

এত দিন ছলি নব রীতি রে।
জল মীন জেহন পিরীতি রে ॥ ২
এক হি বচন বীচ ভেল রে।
হঁসি পঁহু উতরো ন দেল রে ॥ ৪
এক হি পলঙ্গ পর কান রে।
মোর লেখ দূর দেস ভান রে ॥ ৬
জাহি বন কেও নহি ডোল রে।
তাহি বন পিয়া হঁসি বোল রে ॥ ৮
ধরব জোগিনিয়া কে ভেস রে।
করব মেঁ পঁহুক উদেস রে ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি মান রে।
সুপুরুস ন কর নিদান রে ॥ ১২

৫০২ ‡

(সখীব প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

বচন অমিঅ সম মনে অনুমানি।
নিঅর অএলাহু তুঅ সুপুরুস জানি ॥ ২
তসু পরিনতি কিছু কহহি ন জাএ।
সূতি রহল পহু দীপ মিঝাএ ॥ ৪
এ সখি পহু অংলেপ সহী।
কুলিস অইসন হিয় ফাট নহী ॥ ৬
করজুগে পরসি জগাওল ভাব।
তইঅও ন তেজ পহু নীন্দ সভাব ॥ ৮
হাথ ঝপাএ রহল মুহ লাএ।
জগইত নিন্দ গেল ন হোঅ জগাএ ॥ ১০

৫০৩ x

(শ্রীরাধার উক্তি)

অপনেহি অইলিহু কএল অকাজ।
মান গমাওল অরজল লাজ ॥ ২

* ন. গু. ৪৮৬।
† ন. গু. ৪৮৭ ; বেণীপুরী ১৫৬ ; গ্রিয়ার্সন ৪৮
‡ ন. গু. ৪৮৮ (নেপালের পুথি)।
x ন. গু. ৪৮৯ (নেপালের পুথি)।

আদর হয়ল বহল মুখ সোভ।
রাঙ্ক ন ফাবএ মানিক লোভ ॥ ৪
এ সখি এ সখি কি কহিবওঁ তোহি।
দিবসক দোসে দুঅস ভেল মোহি ॥ ৬
হরি ন হেরল মুখ সএন সমীপ।
রোসে বসাওল চরনহি দীপ ॥ ৮
বইসি গমাওল জামিনি জাম।
কি করব ভাবি বিধাতা বাম ॥ ১০

৫০৪ *

(সখীর উক্তি)

দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুস নেহা।
অনুদিনে জৈসন চাঁদক রেহা ॥ ২
জে ছল আদর তকরহু আধে।
আওর হোএত কী পছিলাহু বাধে ॥ ৪
বিধিবসে জদি হোঅ অনুগতি বাধে।
তৈঅও সুপহু নহি ধর অপরাধে ॥ ৬
পুরত মনোরথ কত ছল সাধে।
আবে কি পুছহ সখি সব ভেল বাধে ॥ ৮
সুরতরু সেওল ভল অভিমত লাগী।
তনু দুখন নহি হমহি অভাগী ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানী।
আওত মথুরপতি তুঅ গুন জানী ॥ ১২

৫০৫ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথম প্রেম হরি জত বোলল
অদরও ন ভেল।
বোলল জনম ভরি জে রহত
দিনে দিনে দুর গেল ॥ ২
কি দহু মোর অবিনয় পরল
কি মোর দীঘর মান।
কি পর পেয়সি পিসুন বচন
তথী পিয়াএে দেল কান ॥ ৪
সাজনি মাধব নহি গমার।
পেমে পরাভব বহুত পাওল
করম দোস হমার ॥ ৬
কত যোলি হবি যতনে সেওল
সুরতরু সম জানি।
অনুভবে ভেল কপট মন্দির
আবে কী করব আনি ॥ ৮
সুপহুক বচন বজর সম মো হিয়
রেখ লেল ভান।
অপন ভাসা বোলি বিসরএ
ইথি কি বোলত আন ॥ ১০

৫০৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

করএো বিনয় জত জত মন লাই।
পিয়া পরিঠব পচতাবকে জাই ॥ ২
ধন ধইরজ পরিহরি পথ সাচে।
করম দোসে কনকেও ভেল কাচে ॥ ৪

* ন. গু. ৪৯০ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ৪৯১ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ৪৯২।

নিঠুর বালম্ভু সঞো লাওল সিনেহে।
ন পুর মনোরথ ন ছাড়ু সন্দেহে ॥ ৬
সুপুরুখ ভানে মান ধন গেল।
হৃদয় মলিন মনোরথ ভেল ॥ ৮
জদি দূসন গুন পহু ন বিচার।
বড় ভএ পসরও পিসুন পসাব ॥ ১০
পরিজন চিত নহি হিত পরথাব।
ধরসনে জীব কতএ নহি ধাব ॥ ১২
হম অবধারি হলল পরকার।
বিরহ সিন্ধু জিব দএ বরু পার ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরারি ॥ ১৬

---

৫০৭ *

(দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

কত ন জীবন সঙ্কট পরএ
কত ন মীলএ নিধী।
উত্তিম তৈঅও সতা ন ছাড়এ
ভল মন্দ কর বিধী ॥ ২
সাজনি গএ বুঝাবহ কাহ্নু।
উচিত বোলইত জে হোঅ সেহে
দৈন ভাখহ জনু ॥ ৪
জৈসনি সম্পতি তৈসনি আসতি
পুরুস অইসন ছলা।
প্রান মান বেবি জদি প্রান জে রাখীঅ
তা তেঁ মরন ভলা ॥ ৬

---

৫০৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কত গুরু গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কছু না গনলি ও রসে ভোল ॥ ২
কুলজা-রীত ছোড়লি জসু লাগি।
সে অব বিছুরল হমর অভাগি ॥ ৪
সুমরি সুমরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে কি দুখ বিচারি ॥ ৬
জে পুন সহচরি হোয় মতিমান।
করএ পিসুন বচনে অবধান ॥ ৮
নারি অবলা হম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুনক নিধান ॥ ১০
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দোখ রোখ অবগাই ॥ ১২
তুহু বরচতুরী হম কিএ জান।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রসভান ॥ ১৪

---

৫০৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

দুরজন বচন ন লহ সব ঠাম।
বুঝএ ন রহএ জাবে পরিনাম ॥ ২
ততহি দুর জা জতহি বিচার।
দীপ দেসে ঘর ন রহ অঁধার ॥ ৪
হমরি বিনতি সখি কহবি মুরারি।
সুপহু রোস কর দোস বিচারি ॥ ৬

---

* ন. গু. ৪২৩ (নেপালের পুথি)।

† ন. গু. ৪৯৪; সা. প. ৬৮; প. ত. ৯৬৫; কাব্য. ২৬।

‡ ন. গু. ৪৯৫।

সে নাগরি তোহে গুনক নিধান।
অলপহি মানে বহুত অভিমান ॥ ৮
ককে বিসরলহি হে পুরুব পরিপাটি।
লাড়লি লতিকা কী ফল কাটি ॥ ১১
ভনই বিদ্যাপতি এহ রস জান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান ॥ ১২

৫১০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মধু রজনী সঙ্গহি খেপবি
কত কতি ছলি আস।
বিহি বিপরিতে সবে বিঘটল
বহু রিপু জন হাস ॥ ২
হে সুন্দরি কন্ত ন বুঝ বিসেখ।
পিসুন বচনে উচিত বিসরি
অপদহো নিরপেখ ॥ ৪
কত গুরুজন কত পরিজন
কত পহরী জাগ।
এতহু সাহসে মঞে চলি অইলিহু
এহন ছল অনুরাগ ॥ ৬

৫১১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জাতকি কেতকি কুন্দ সহার।
গরুঅ তহ্নিক পুন জাহি নিহার ॥ ২
সব ফুল পরিমল সব মকরন্দ।
অনুভবে বিনু ন বুঝিঅ ভল মন্দ ॥ ৪

তুঅ সখি বচন অমিঞে অবগাহ।
ভমর বেআজে বুঝওব নাহ ॥
এতবা বিনতি অনাইতি মোরি।
নিরস কুসুম নহি রহিঅ অগোরি ॥
বৈভব গেলে ভলাহু মঁদি ভাস।
অপন পরাভব পর উপহাস ॥ ১০

৫১২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

দুই মন মেলি সিনেহ অঙ্কুর
দোপত তেপত ভেলা।
সাখা পল্লব ফুলে বেআপল
সৌরভ দহ দিস গেলা ॥ ২
সখি হে আবে কি আওত কহ্নাই
পেম মনোরথ হঠে বিঘটওলহ্নি
কপটহি কে পতিয়াঈ ॥ ৪
জানি সুপহু তোহে আনি মেরাওল
সোনা গাথলি মোতী।
কৈতব কঞ্চন অন্ধ বিধাতা
ছায়াহু ছাড়লি সোতী ॥ ৬

৫১৩ x

(শ্রীরাধার উক্তি)

পহুক বচন ছল পাথর রেখ।
হৃদয় ধএল নহি হোএত বিসেখ ॥ ২
নাগর ভমর দুহু এক রীতি।
রস লএ নিরসি করএ ফিরি তীতি ॥ ৪

* ন. গু. ৪৯৬ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৪৯৭ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৪৯৮ (নেপালের পুথি)।
x ন. গু. ৪৯৯।

ও পহিলহি বোল তোহেহি পরান।
পথ পরিচয় নহি রাখ নিদান ॥ ৬
জৌবন অবধি রাখ অনুবন্ধ।
আগিলা বিসয় অধিক পরবন্ধ ॥ ৮
ও বৈসইত কত কর অবধান।
অতি সানন্দ ভএ কর মধুপান ॥ ১০
উড়ইত ভর দে ন কর সন্তাস।
আগিলা কুসুম অধিক অভিলাস ॥ ১২
কি কহব মাই হে বুঝত অনেক।
নাগর ভমর তুঅও অবিবেক ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পেমক রসে বস হোঅ মুরারি ॥ ১৬

৫১৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কী হম সাঁঝক একসরি তারা
ভাদব চৌঠিক সসী।
ইথি দুহু মাঝ কওন মোর আনন
জে পহু হেরসি ন হঁসী ॥ ২
সাএ সাএ কহহ কহহ কহু কপট করহ জনু
কি মোরা ভেল অপরাধে ॥ ৩
ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহুঁ
বচন ন বোলল মন্দা।
সামি সমাজ প্রেম অনুরঞ্জিএ
কুমুদিনি সন্নিধি চন্দা ॥ ৫
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
মেদিনি মদন সমানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৭

৫১৫ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

বোলিতহু সাম সাম পএ বোলিতহ
নহি সেসে তঁ বিসবাসে।
অইসন পেম মোর বিহি বিঘটাওল
দুনা রহলি দুরাসে ॥ ২
সখি হে কি কহব কহই ন জাই।
মন্দ দিবস ফল গনই ন পারিঅ
অপদহি কুপুত কহাই ॥ ৪
জে লহু কথন জঞো ভরমহু বোলিতহুঁ
জল থল থপিতহু বেদে।
অনুপম পিরিতি পরাইতি পরলে
রহত জনম ধরি খেদে ॥ ৬
অইসনা জে করিঅ সে নহি করবে
কবি রুদ্রধর এহু ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

৫১৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

জইঅও জলদ রুচি ধএল কলানিধি
তইঅও কুমুদ মুদ দেই।
সুপুরুস বচন কবহু নহি বিচলএ
জওঁ বিহি বামেও হোই ॥ ২
মালতি ককেঁ তোঞে হোসি মলানী।
আন কুসুম মধু পান বিরত কএ
ভমর দেব মোঞে আনি ॥ ৪

* ন. গু. ৫০০ ; বেণীপুরী ১৫৮।

† ন. গু. ৫০১ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ৫০২।

দিন দুই চারি আনে অনুরঞ্জব
সুমরত সউরভ তোরা।
আনক বচন অনাইতি পড়লা হে
সে নহি সহজক ভোরা॥ ৬

---

৫১৭ *

(সখীর উক্তি)

জতি জতি ধমিঅ অনল
অধিক বিমল হেম।
রভস কোপ কএকহু নাগর
অধিক করএ পেম॥ ২
সাজনি মনে ন করিঅ রোস।
আরতি জে কিছু বোলএ বালভু
তেঁ নহি তহ্নিক দোস॥ ৪
কত ন তুঅ অনাইতি দরসি
কত কএ নহি দীব।
ও নহি অনঙ্গ অধিক ভুজঙ্গ
পবন পীবি জে জীব॥ ৬
সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল
রস নহি অবসান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান॥ ৮

---

৫১৮ †

(দূতীর উক্তি)

দিবস মন্দ ভল ন রহএ সব খন
বিহি ন দাহিন ন বাম লো।
সেহে পুরুসবর জেহে ধৈরজ কর
সম্পদ বিপদক ঠাম লো॥ ২
মাধব বুঝল সবে অবধারি লো।
জস অপজস দুঅও চিরে থাকএ
আওর দিন দুই চারি লো॥ ৪
অপন করম অপনিহ ভুঁজিঅ
বিহিক চরিত নহি বাধ লো।
কাতর পুরুস হৃদয় হারি মর
সুপুরুস সহ অবসাদ লো॥ ৬
তীনি ভুবন মহী অইসন দোসর নহী
বিদ্যাপতি কবি ভান লো।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমান লো॥ ৮

---

৫১৯ ‡

(দূতীর উক্তি)

সে ভল জে বরু বসএ বিদেসে।
পুছিঅ পথুক জন তাক উদেসে॥ ২
পিয়া নিকটহি বস পুছিও ন পুছই।
এহন বিরহ দুখ কে দহু সহই॥ ৪
ধনি ধৈরজ কর পিয়া তোর রসিয়া।
অবসউ দিন এক দেত বিহুসিয়া॥ ৬

* ন, গু ৫০২ (নেপালের পুঁথি)।

† ন. গু. ৫০৪ (নেপালের পুঁথি)।

‡ ন. গু. ৫০৫।

মধুরিও বচন সুন নহি কানে।
আব অবসেও হমে তেজব পরানে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

৫২০ *

(সখীর উক্তি)

করতল কমল নয়ন ঢর নীর।
ন চেতএ সভরন কুন্তল চীর ॥ ২
তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি থীর।
সুমিরি পুরুব নেহা দগধ সরীর ॥ ৪
কত পরি মাধব সাধব মান।
বিরহী জুবতি মাঁগ দরসন দান ॥ ৬
জল-মধ কমল গগন-মধ সূর।
আঁতর চান কুমুদ কত দূর ॥ ৮
গগন গরজ মেঘ সিখর ময়ুর।
কত জন জানসি নেহ কত দুর ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত মান।
বাধা বচন লজাএল কান ॥ ১২

৫২১ †

(দূতীর উক্তি)

ধন জউবন রস রঙ্গে।
দিন দস দেখিঅ তলিত তরঙ্গে ॥ ২
সুঘটেও বিহি বিঘটাবে।
বাঙ্ক বিধাতা কী ন করাবে ॥ ৪
মাধব ই তুঅ ভলি নহি রীতী।
হঠে ন করিঅ দুর পুরুব পিরীতী ॥ ৬
সচকিত হেরএ আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা ॥ ৮
নয়ন তেজএ জলধারা।
ন চেতএ চীর ন পরিহএ হারা ॥ ১০
লখ জোজন বস চন্দা।
তইঅও কুমুদিনি করএ অনন্দা ॥ ১২
জকরা জা সঞো রীতী।
দুরহুক দুর গেলে দো গুন পিরীতী ॥ ১৪
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে ॥ ১৬
রূপনরাঅন জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৭

৫২২ ‡

(দূতীর উক্তি)

বড় জন জঞো কর পিরীতি রে।
কোপহু ন তেজয় রীতি রে ॥ ২
কাক কোইল এক জাতি রে।
ভেম ভমর এক জাতি রে ॥ ৪
হেম হরদি কত বীচ রে।
গুনহি বুঝিঅ উচ নীচ রে ॥ ৬
মনি কাদব লপটায় রে।
তঁই কি তনিক গুন জায় রে ॥ ৮
বিদ্যাপতি অবধান রে।
সুপুরুস ন কর নিদান রে ॥ ১০

* ন. গু. ৫০৬ (রাগতরঙ্গিনী); বেণীপুরী ১৫৯।
† ন. গু. ৫০৭।
‡ ন. গু. ৫০৮; গ্রিয়ার্সন ৪২

৫২৩ *

(দূতীর উক্তি)

প্রথম তোহর পেম গউরবে
গরবে বাউরি ভেলি।
অধিক আদর লোভ লুবুধলি
চুকলি তেঁ রতিকেলি॥ ২
খেমহ এক অপরাধ মাধব
পলটি হেরহ তাহি।
তোহ বিনা জদি অমিয় পীউতি
তইঅও ন জীউতি রাহি॥ ৪
কালি পরসু মধুর জে ছলি
আজ সে ভেলি তীতি।
আনহু বোলব পুরুস নিরদয়
হঠহি তেজ পিরীতি॥ ৬
তুহুঁ জোঁ অব তাহি তেজব
ই অতি কওন বড়াই।
তোঁহ বিনু জব জীবন তেজব
সে বধ লাগব কাঁই॥ ৮
ঘইবিহু এক অপরাধ খেমিয়
রাজপণ্ডিত ভান।
রমনি রাধা রসিক জদুপতি
সিংঘ ভূপতি জান॥ ১০

৫২৪ †

(দূতীর উক্তি)

কতএ গুঞ্জা কতএ ফুল।
কতএ গুঞ্জা রতন তুল॥ ২
জে পুনু জানএ মরম সাচ।
রতন তেজি ন কিনএ কাচ॥ ৪
অরে রে সুন্দর উতর দেহ।
কওন কওন গুন পরেখি নেহ॥ ৬
অনেকে দিবসে কএল মান।
মধু ছাড়ি আন ন মাগএ দান॥ ৮
ঐসন মুগুধ থীক মুরারি।
গবউ ভখএ অমিঞ ছারি॥ ১০

৫২৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

তুঅ বিসবাসে কুসুমে ভরু সেজ।
বসন্তক রজনী চাঁদক তেজ॥ ২
মন উতকণ্ঠিত কতএ ন ধাব।
দহ দিস সূন নয়ন ভমি আব॥ ৪
হরি হরি হরি তুঅ দরসন লাগি।
নাগরি রয়নি গমাউলি জাগি॥ ৬
সুপুরুস ভএ নহি করিঅএ রোস।
বড় ভএ কপটী ই বড় দোস॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি গরুবি বোল।
জে কুল রাখএ সেহে অমোল॥ ১০

৫২৬ x

(সখীর উক্তি)

রসিকক সরবস নাগরি বানি।
ভল পরিহর ন আদরি আনি॥
হৃদয়ক কপটী বচনে পিয়ার।
অপনে রসে উকট কুসিয়ার॥

* ন. গু. ৫০৯।
† ন. গু. ৫১০ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৫১১।
x ন. গু. ৫১২।

আবে কি বোলব সখি বিসরল দেও।
তুঅ রূপে লুবুধ মহী নহি কেও ॥ ৬
পএর পখাল রোসে নহি খাএ।
অন্ধরা হাথ ভেটল হর জাএ ॥ ৮
তএ্ও জে কলামতি ও অবিবেক।
ন পিব সরোজ অমিয় রস ভেক ॥ ১০
অকুলিন সয়ঁ জদি কএ সদভাব।
তত কএ কতএ চতুরপন ফাব ॥ ১২
তোহরা হৃদয় ন রহলে খাগি।
কতএ সুনপ অছ জুড়ি হো আগী ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সহ কত সাতি।
সে নহি বিচল জকরি জে জাতি ॥ ১৬

৫২৭ *

(দূতীর উক্তি)

জসু মুখ সেবক পুনিমক চন্দা।
নয়নক নেঞ্ওাছন নব অরবিন্দা ॥ ২
অধর নিমাল মধুরি ফুল থাকা।
তোঁহেঁ ককেঁ পাউলি অমিঞ সলাকা ॥ ৪
আইলি কলাবতি তুঅ রতি সাধে।
তোহে পরিহরলি কওন অপরাধে ॥ ৬
ভঞ্ওহক অনুচর মনমথ চাপে।
পিক পঞ্চম পরিপন্থি অলাপে ॥ ৮
জা সয়ঁ বিহুসি দরস অনুরাগে।
অনল ঝাঁপতে কএল পআগে ॥ ১০
অনুভবি ভঙ্গুর ভাব তোহারে।
সংসঅ ন ভেজএ হৃদয় হমারে ॥ ১২

কা সে অনাগরি কি তোহেঁ অকামী।
সহজ তোহর বা পরজন্তুগামী ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুস বচন পসানক রেহা ॥ ১৬
নৃপ সিবসিংঘ দেব এহু রস জানে।
সৌভাগে আগরি লখিমা দেই রমানে ॥ ১৮

৫২৮ †

(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি কত জতন উপজওল হে
তেঁ আনলি পর রামা।
বোললহু আন আন পরিনতি ভেলি
আবে পর জন্তুক ঠামা ॥ ২
মাধব আবে বুঝলি তুঅ রীতী।
এ বেরি বলে চেতন ভেলিহু
পুনু ন করব পরতীতী ॥ ৪
বাট হেরি রব নাগরি রহলি
সূন সঙ্কেত নিসি জাগি।
জে নহি ফলে নিরবাহএ পারিঅ
সে হে করিঅ কাঁ লাগি ॥ ৬

৫২৯ ‡

(দূতীর উক্তি)

তাকে নিবেদিঅ জে মতিমান।
জলহি গুন ফল কে নহি জান ॥ ২
তোরে বচনে কএল পরিছেদ।
কৌআ মুহ ন ভনিঅএ বেদ ॥ ৪

* ন. গু. ৫১৩।

† ন. গু. ৫১৪ (নেপালের পুথি)।

‡ ন. গু. ৫১৫ (নেপালের পুথি)।

তোহে বহুবল্লভ হমহি অগেয়ানি ।
তকরাহুঁ কুলক ধরম ভেলি হানি ॥ ৬
কএল গতাগত তোহরা লাগি ।
সহজহি রয়নি গমাউলি জাগি ॥ ৮
ধন্ধ বন্ধ সকল ভেল কাজ ।
মোহি আবে তহ্নি কী কহিনী লাভ ॥ ১০
দূতী বচন সবহি ভেল সার ।
বিদ্যাপতি কহ কবি কণ্ঠহার ॥ ১২

---

৫৩০ *

(দূতীর উক্তি)

তোঁহ হুনি লাগল উচিত সিনেহ ।
হম অপমানি পঠওলহ গেহ ॥ ২
হমরিও মতি অপথে চলি গেলি ।
দুধক মাছী দূতী ভেলি ॥ ৪
মাধব কি কহব ই ভল ভেলা ।
হমর গতাগত ই দুর গেলা ॥ ৬
পহিলহি বোললহ মধুরিম বানী ।
তোহঁহি সুচেতন তোহহ সয়ানী ॥ ৮
ভেলা কাজ বুঝাওল রোসে ।
কহি কী বুঝওবহ অপনুক দোসে ॥ ১০

---

৫৩১ †

(দূতীর উক্তি)

বচন রচন দএ আনলি রাহী ।
অবসর জানি বিসরলহু তাহী ॥ ২
তোঁহে বড় নাগর ও বড়ি ভোরী ।
অমিয় পিয়ওলহু বিদ সৌ ঘোরী ॥ ৪
চল চল মাধব ভল তুঅ কাজে ।
জত বোললহ তত সকল বেআজে ॥ ৬
সুপুরুখ জানি কএল বিসবাসে ।
কে পতিআএত ফুলল অকাসে ॥ ৮
পুরুখ নিঠুর হিয় পরিচয় ভেল ।
পর ধন লাগি নিজও দুর গেল ॥ ১০
নিঅ মনে ন গুনল ন পুছল কেও ।
অপনা চরন অপনে দেল ছেও ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি এহ রস জান ।
রাএ সিবাসংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১৪

---

৫৩২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

আদরে আনলি পরক নারী ।
কতা কঠিন দুতর তারী ॥ ২
গেলে সম্ভব তোহহু তঁহা ।
এখনে পলটি জাএব কঁহা ॥ ৪
ন কর মাধব হেনি উকুতী ।
পুনু পঠাহএ চাহিঅ দূতী ॥ ৬
আনি বিসরিঅ ভাবক ভোরা ।
গরুঅ নীলজ মানস তোরা ॥ ৮
হাথক রতন তেজহ কোহে ।
কে বোল নগর নাগর তোহে ॥

---

* ন. গু. ৫১৬ ।
† ন. গু. ৫১৭ ।
‡ ন. গু. ৫১৮ (নেপালের পুথি) ।

৫৩৩ *

(দূতীর উক্তি)

ওতএ ছলি ধনি নিঅ পিয় পাস।
এতএ আইলি ধনি তুঅ বিসবাস ॥ ২
এতএ ন ওতএ একও নহি ভেলি।
মদনে আনি আহুতি কএ দেলি ॥ ৪
সুন সুন মাধব বচন হমার।
পাউলি নিধি পরিহর এ গমার ॥ ৬
তুঅ গুন গন কহি কত অনুরোধি।
নিঅ পিয় লগসোঁ আনলি বোধি ॥ ৮
এহনা সিথিল বুঝল তুঅ নেহ।
আবে অনিতুহু মোহি হোইতি সন্দেহ॥১০
এঁ বেরি জদি পরিহরবহ আনি।
অনহু তেজবি অভিসারক বানি ॥ ১২
ভনই বিত্থাপতি সুনহ মুরারি।
ধনি পরিতেজিঅ দোস বিচারি ॥ ১৪

৫৩৪ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব সুমুখি মনোরথ পুর।
তুঅ গুনে লুবুধি আইলি এত দূর ॥ ২
জে ঘর বাহর হোইতেঁ ফেদাএ।
সাহস তকর কহএ নহি জাএ ॥ ৪
পথ পীছর এক রয়নি অন্ধার।
কুচ-জুগ-কলসে জমুনা ভেলি পার ॥ ৬
বারিদ বরিস সগর মহি পূল।
সহসহ চউদিস বিসধর বুল ॥ ৮
ন গুনলি এহনি ভয়াউনি রাতি।
জীবহু চাহি অধিক কী সাতি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি তুহু মন বোধ।
কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ ॥ ১২

---

৫৩৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনি করএ কে আনে ॥ ২
বরিস পয়োধর ধরনি বারি ভর
রয়নি মহা ভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনি তুঅ গুন মনে গুনি
তসু সাহস নহি সীমা ॥ ৪
দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফনিমনি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে ॥ ৬
নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
অঁগিরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী ॥ ৮
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
সুকবি বিত্থাপতি গাবে।
কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখনে কী ন করাবে ॥ ১০

* ন. গু. ৫১৯।
† ন. গু. ৫২০।
‡ ন. গু. ৫২১; গ্রিয়ার্সন ৭।

৫৩৬ *

(দূতীর উক্তি)

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
গগন গরজ ঘন মেহ।
দুতর জঞ্জুন নরি সে আইলি বাহু তরি
এতবা তোহর নেহ ॥ ২
হেরি হল হসি সমূহ উগও সসি
বরিসও অমিঅক ধার ॥ ৩
কত নহি দুরজন কত জামিক জন
পরিপন্থিঅ অনুরাগে।
কিছু ন কাহুক ভয় সুনল জুবতি বর
এহি পরকিও অভাবে ॥ ৫

৫৩৭ †

(দূতীর উক্তি)

অগর উগারি গারি মৃগমদ রস
কয় অনুলেপন দেহ।
চললি তিমির মিলি নিমিখেঁ অলখ ভেলি
কাচক সনি মসি রেহ ॥ ২
হে মাধব হেরহ হরখি ধনি চাঁদ উগল জনি
মহিতল মেটি কলঙ্ক।
ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কত বেরি
সসিমুখি পরম সসঙ্ক ॥ ৪
তুঅ গুন গন কহি আনল অসক সাহি
দইএ সুমুখি বিসবাস।
তেঁ পরি পঠাইঅ জেঁ পরি পাবিঅ
পর ধন বিনু পরয়াস ॥ ৬
জপল জনম সত মদন মহামত
বিহি সফলিত করু আজ।
বিদ্যাপতি ভন কংসনরাএন
সোরম দেই সমাজ ॥ ৮

---

* ন. গু. ৫২২ ; (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৫২৩ ; (রাগতরঙ্গিণী)।

মান-ভঙ্গ

৫৩৮ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুন সুন গুনবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে ॥ ২
গগনে উগয়ে কত তারা।
চাঁদ আন নহি অবতারা ॥ ৪
আন কি কহবি বিসেখি।
লাখ লখিমিচয় ন লেখি ॥ ৬
সুনি ধনি মন-হৃদি ঝূর।
তবহি মনহি মনহি মনপুর ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ মীলন ভেল।
সুনইত ধন্দ সবহি দৈ গেল ॥ ১০

---

৫৩৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

তুহু জদি মাধব চাহসি নেহ।
মদন সাখি কএ খত লিখি দেহ ॥ ২
ছোড়ব কেলি কদম্ব বিলাস।
দুর করব নিজ গুরুজন আস ॥ ৪
হম বিনু সপনে ন হেরব আন।
হমর বচনে করব জলপান ॥ ৬
রজনি দিবস গুন গাওব মোর।
আন জুবতি কভু ন করব কোর ॥ ৮
ঐসন করজ করব জব হাত।
তবহু তুঅ সঞে মরমক বাত ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরকান।
মান রহু পুন জাউ পরান ॥ ১২

---

৫৪০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুলকামিনি ভএ কুলটা ভেলিহু
কিছু নহি গুনলে আগু।
সবে পরিহরি তুঅ অধীনি ভেলিহু
আবে আইতি লাগু ॥ ২
মাধব জনু হোঅ পেম পুরানে।
নব অনুরাগ ওর ধরি রাখব
জে ন বিঘট মোর মানে ॥ ৪
সুমুখি বচন সুনি মাধবে মনে গুনি
অঙ্গিরল কএ অপরাধে।
সুপুরুখ সয়ঁ নেহ কবি বিদ্যাপতি কহ
ওর ধরি হো নিরবাহে ॥ ৬

---

* ন. গু. ৫২৪ ; সা. প. ৬০ ; প. ত. ৫৪৭ ; কাব্য ১২।

† ন. গু. ৫২৫।

‡ ন. গু. ৫২৬ (নেপালের পুথি)।

৫৪১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব জগত কে নহি জান।
আরতি আকুল জঞো কেও আবএ
বড় কর সমধান ॥ ২
হমে যে ভাবিনি ভাদর জামিনি
অএলাহু জানি সুঠাম।
তোহে সুনাগর গুনক আগর
পূরত সকল কাম ॥ ৪
কত ন মন মনোরথ অছল
সবে নিবেদব তোহি।
পূরুব পুনে পরীনতি পওলাহে
পুছি ন পুছহ মোহি ॥ ৬
হমে হেরি মুখ বিমুখ কএলহ
মন বেআকুল ভেল।
তোহে জঞো পরে হীত উদাসিন
জুগ পলটি ন গেল ॥ ৮
এত সুনি হরি হসি হেরু ধনি
কয়লহি সোর সদান।
তখনে সুন্দরি পুলকে পুরলি
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১০

৫৪২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব আএ কবার উবেরলি
জাহি মন্দির বস রাধা।
চীর উঘারি আধ মুখ হেরলহি
চাঁদ উগল জনি আধা ॥ ২
মাধব বিলছি বচন বোল রাহী।
জউবন রূপ কলাগুনে আগরি
কে নাগরি হম চাহী ॥ ৪
চীর কপূর পান হমে সাজল
পাঅস আও পকমানে।
সগরি রয়নি হমে জাগি গমাওল
খণ্ডিত ভেল মোর মানে ॥ ৬
তুঅ চঞ্চল চিত নহি থপলাথিত
মহিমা ভার গভীরে।
কুটিল কটাখ মন্দ হসি হেরহ
ভিতরহু স্যাম সরীরে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
চিতে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

৫৪৩ ‡

(সখীর উক্তি)

মুখ জব মাজল রসিক মুরারি।
সুন্দরি রহলি করহি কর বারি ॥ ২
প্রেম সবহু গুন দুহু কয় লেল।
মদন নয়ন জুগল কর দেল ॥ ৪
করে কর বারইত উপজল হাস।
দুহু পুলকাইত গদ গদ ভাস ॥ ৬
গরুঅ কোপ তিরোহিত ভেল।
নাগর তবহু কোর পর লেল ॥ ৮

---

* ন. গু. ৫২৭।
† ন. গু. ৫২৮; গ্রিয়ার্সন ৭৭।
‡ ন. গু. ৫২৯ (পদকল্পতরু)।

৫৪৪ *

(দূতীর উক্তি)

দূর গেল মানিনি মান।
অমিয়া সরোবরে ডুবল কান॥ ২
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম ভরে সুবদনি তনু জনি স্তম্ভ॥ ৪
নাগর মধুরিম ভাস।
সুন্দরি গদ গদ দীঘ নিসাস॥ ৬
কোবে অগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরন-রস নিরবাহ॥ ৮
লহু লহু চুম্ব বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥ ১০
সাহসে উরে বর দেল।
মনহি' মনোভব তব নহি ভেল॥ ১২
তোড়ল জব নীবিবন্ধ।
হরি সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥ ১৪
তব কছু নাহক সুখ।
ভন বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ১৬

৫৪৫ †

(সখীর উক্তি)

অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনি মান ভেল ভঙ্গ॥ ২
চুম্বই মাধব রাহি বয়ান।
হেরই মুখসসি সজল নয়ান॥ ৪
সখিগণ আনন্দে নিমগন ভেল। ৬
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥ ৮
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরসনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ১০

৫৪৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

বড়ঈ চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঁগল মঝু মান॥ ২
জোগী বেস ধরি আওল আজ।
কে ইহ সমুঝব অপরুব কাজ॥ ৪
সাস বচন হম ভীখ লই গেল।
মঝু মুখ হেরইত গদ গদ ভেল॥ ৬
কহ তব 'মান-রতন দহ মোয়।'
সমঝল তব হম সুকপট সোয়॥ ৮
জে কিছু কয়ল তব কহইত লাজ।
কোঈ না জানল নাগররাজ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাঈ।
কিএ তুহু সমুঝবি সে চতুরাঈ॥ ১২

* ন. গু. ৫৩০; প. ত. ৫২৪; কাব্য. ১;

† ন. গু. ৫৩১; প. ত. ৩৮৪; কাব্য. ২।

‡ ন. গু. ৫৩২; সা. প. ৭৩; প. ত. ৬১৭; কা. ৬; বেণীপুরী ১৬০।

৫৪৭ *

(দূতীর উক্তি)

জটিলা-সাস ফুকরি তহি বোলল
বহুরি বেরি কাহে ঠাঢ়ি ।
ললিতা কহল অমঙ্গল সূনল
সতি পতিভয় অবগাঢ়ি ॥ ২
সুনি কহ জটিলা ঘটল কি অকুসল
ঘর সয়ঁ বাহর হোয় ।
বহুরিক পানি ধরি হেরহ জোগী
কিএ অকুসস কহ মোয় ॥ ৪
জোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পানি ধরি
কুসল করব বনদেব ।
ইহে এক অঙ্ক বঙ্ক বিসঙ্কও
বন মধি পসুপতি সেব ॥ ৬
পুজনক তন্ত্র মন্ত্র বহু আছএ
সে হম কিছু নহি জান ।
জটিলা সহ আন দেব কহাঁ পাওব
তুহুঁ বীজ কর ইহ দান ॥ ৮
এত সুনি দুহু জন মন্দির পইসল
দুহু জন ভেল এক ঠাম ।
মনমথ-মন্ত্র পড়াওল দুহু জন
পূরল দুহুঁ মনকাম ॥ ১০
পুনু দুহু জন মন্দির সয়ঁ নিকসল
জটিলা সয়ঁ কহ ভাখী ।
জব ইহ গৌরি অরাধনে জাওব
বিধবা জন ঘর রাখী ॥ ১২
এত কহি সবহু চললি নিজ মন্দির
জোগী চরন প্রনাম ।
বিদ্যাপতি কহ নটবর সেখর
সাধি চলল মনকাম ॥ ১৪

* ন. গু. ৫৩০; প. ত. ৯৯; কাব্য. ১৭; সা. ৭৪; বেণীপুরী ১৩১।

---

৪৭৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

অছিল হাম অতি মানিনি হোই ।
ভাঙ্গল নাগর নাগরি হোই ॥ ২
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ ।
কানু আওল তঁহি দূতিক সঙ্গ ॥ ৪
বেনী বনাইয়া চাঁচর কেশে ।
নাগরসেখর নাগরিবেসে ॥ ৬
পহিরল হার উরজ করি উরে ।
চরনহি লেল রতনমুপুরে ॥ ৮
পহিলহিঁ চলইত বামপদ ঘাত ।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত ॥ ১০
হেরি হম সচকিত আদর কেল ।
অবনত হেরি কোর পর লেল ॥ ১২
সো তনু সরস পরস জব ভেল ।
মানক গরব রসাতল গেল ॥ ১৪
নাসা পরসি রহল হম ধন্দ ।
বিদ্যাপতি কহ ভাঙ্গল দন্দ ॥ ১৬

† ন. গু. ৫৩৬; সা. প. ৭৫; প. ত. ৬২ কাব্য. ১১।

৫৪৯ *

(দূতীর উক্তি)

বরনাগর সাজই নাগরি বেসা।

মুকুট উতারি সীমন্ত সবাঁরল বেনী বিরচিত কেসা ॥ ২
চন্দন ধোই সিন্দুর ভাল রঞ্জই লোচন অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্নফুল পহিরল ভরি তনু কেসর-পঙ্কা ॥ ৪
বেসর খচিত সতেসরি পহিরল চুরি কনক করকঞ্জে।
চরন-কমল পাসে জাবক রঞ্জল তাপর মঞ্জির গঞ্জে ॥ ৬
কঞ্চুকি মাঁঝ কদম্ব কুসুম ভরি আরম্ভন কুচ আভা।
অরুনাম্বর বর সাড়ী পহিরল বক্র বিলোকন সোভা ॥ ৮
ধরি পরিবাদিনি স্যাম মিলন হিত সুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহি বাম চরন তুলি মোহন ত্রিয়াগতি লচ্ছন ভানে ॥ ১০
ঐসন চরিত মিলন জহাঁ সুন্দরি দূরহি একলি ঠারি।
করধরি যন্ত্র তন্ত্র সবাঁরত কো ইহ লখই ন পারি ॥ ১২
রাইক নিকট বজাওল সুন্দরি সুনইত ভই গেল সাধা।
এ নব জৌবনি নবিন বিদেসিনি আও পুকারই রাধা ॥ ১৪
সুনইত স্যাম হরখি চিদ আওল উঠি ধনি আদর কেল।
বাঁহ পাকড়ি নিজ আসন বইসাওল কত কত হরখিত ভেল ॥ ১৬
জবহি বজাওল বীনা সুমাধুরি রীঝি দহেল মনিমাল।
ঐসে বজাবএ জন্তরিয়া মোহন জন্ত্র রসাল ॥ ১৮
সুর অপসারী কিএ নাগকুমারী তুহু সরূপ কহবি তুহু মোয়।
আজুক দিবস সফল করি মানল দুলভ দরসন তোয় ॥ ২০ †
নামগাম কহ কুল অবলম্বন ব্রজ আগম কিএ কাজা।
সুখমই নাম, মথুরাপুর, জদুকুল গুনীজন পীড়ই রাজা ॥ ২২
ধনি কহ তুঅ গুনরঝি প্রসন্ন ভে মাঁগহ মানস জোয়।
মনোরথ কর্ম্ম জাঁচলি জদি সুন্দরি মান রতন দেহ মোয় ॥ ২৪
হঁসিমুখ মোড়ি পঠি দেই বইসল কাহ্ন কএল ধনি কোর।
টুটল মান বঢ়ল কত কৌতুক ভূপত কে করু ॥ ২৬

* ন. গু. ৫৩৬; বেণীপুরী ১৬৩। † বেণীপুরীতে নাই।

৫৫০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সজনি কী কহব কৌতুক ওর
অলখিতে হাথ হাথ মোর সরবস
মান রতন গেল চোর ॥ ২
অবনত বয়নে জবহুঁ হম বইসল
বিগলিত কুন্তল ভার।
উর অম্বর সসরি সূত চরন ধরি
গাঁথিঅ মোতিম হার ॥ ৪
লহু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি
কৈসে আওল সেহ ঢীঠ।
সির সপথি দই সখিগন নিসেধই
ঝুকি রহল মঝু পীঠ ॥ ৬
মৃগমদ চন্দন মন ভেল চঞ্চল
হেরইত বঙ্কিম গীম।
চিবুক চিকুরে ধরি মুখ সমুখ করি
চুম্বয় বয়নক সীম ॥ ৮
ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভন
রহল হিয়ে হিয়ে লাগি।
কবিসেখর কহ মদন সূতি রহ
চমকি উঠহ জনু জাগি ॥ ১০

৫৫১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সবহুঁ অপন ভবন গেল।
সুবদনি চিত চমক ভেল ॥ ২
নাসা পরসি রহল ধন্দ।
ঈসত হসয় বয়ন চন্দ ॥ ৪
সখিহে অপরুব বর কান।
কঁহা গেল মঝু সেহন মান ॥ ৬
যে কিছু কহল রসিক রাজ।
কহইত অবহু বাসিঅ লাজ ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ ঐসন কান।
দাস গোবিন্দ রস ভান ॥ ১০

---

৫৫২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

ধিক ত্রিয় কর জে প্রিয় পর কোপ।
কুল কামিনি জন প্রেমক লোপ ॥ ২
ভল জন মই হো অপজস খ্যাত।
প্রিয়তম মনসৌঁ হোয়ব কাত ॥ ৪
একসরি তারা কেও ন দেখ।
চড়লি অকাস অমঙ্গল লেখ ॥ ৬
অপনে সুখ হরি করি জনু মান।
কবিবর বিদ্যাপতি এহ ভান ॥ ৮

---

* ন. গু. ৫৩৭।
† ন. গু. ৫৩৮।
‡ ন. গু. ৫৩৯।

প্রেম-বৈচিত্ত্য

৫৫২ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কুসুমবান বিলাস কানন কেস সুন্দর রেহ।
নিবিল নীরদ রুচির দরসএ অরুন জনি নিঅ দেহ ॥ ২
আজ দেখু গজরাজগতি বরজুবতি ত্রিভুবন সার।
জনি কামদেবক বিজয়বল্লী বিহলি বিহি সংসার ॥ ৪
সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন লোচন লোল।
বিমল কঞ্চন কমল চড়ি জনি খেলু খঞ্জন জোল ॥ ৬
অধর পল্লব নব মনোহর দসন দালিম জোতি।
জনি বিমল বিদ্রুমদল সুধারসেঁ সীচি ধরু গজমোতি ॥ ৮
মত্ত কোকিল বেনু বীনানাদ ত্রিভুবন তাস।
মধুর হাসেঁ পসাহি আনলি করএ বচন বিলাস ॥ ১০
অমর ভূধর সন পয়োধর মহঘ মোতিম হার।
জনি হেম নির্ম্মিত সম্ভুসেখর গঙ্গ নিম্মল ধার ॥ ১২
করভ কোমল কর সুশোভিত জঙ্ঘ জুঅ আরম্ভ।
মদন মল্ল বেআম কারনে গঢ়ল হাটক খম্ভ ॥ ১৪
সুকবি এহো কণ্ঠহারে গাওল রূপ সকল সরূপ।
দেই লখিমা কন্ত জানএ রাজ সিব সিংঘ ভূপ ॥ ১৬

---

† ন. গু. ৫৪৮।

৫৫৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুন্দ ভমর সঙ্গম সম্ভাসন
নয়নে জগাওব অনঙ্গে।
আসা দএ অনুরাগ বঢ়াওব
ভঙ্গিম অঙ্গ বিভঙ্গে ॥ ২
সুন্দরি হে উপদেস ধরিএ ধরি
সুনু সুনু সুললিত বানী।
নাগরিপন কিছু কহবা চাহ
কহলহু বুঝএ সয়ানী ॥ ৪
কোকিল কুজিত কণ্ঠ বইসাওব
অনুরঞ্জব রিতুরাজে।
মধুর হাস মুখমণ্ডল মণ্ডব
ঘড়ি এক তেজব লাজে ॥ ৬
কৈতব কএ কাতরতা দরসব
গাঢ় আলিঙ্গন দানে।
কোপ কইএ পরবোধল মানব
ঘড়ি এক ন করব মানে ॥ ৮
সম পসেবনি সহ তনু দরসব
মুকুলিত লোচন হেরী।
নখেঁ হনি পিয়া মনিঠাম ছোড়াওব
সুরত বঢ়াওব কেলী ॥ ১০
জুঝল মনমথ পুন জে জুঝাএব
বোলি বচন পরচারী।
গেল ভাব জে পুনু পলটাবএ
সেহে কলামতি নারী ॥ ১২
রস সিঙ্গার সরস কবি গাওল
বুঝএ সকল রসমন্তা।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাএন
লখিমা দেইক কন্তা ॥ ১৪

---

৫৫৪ †

(সখীর উক্তি)

সুন্দরি অছলি সখিগণ সঙ্গ।
চঞ্চল বিঘটয় কামিনি অঙ্গ ॥ ২
অবনতবয়নি বসন নহি হেরি।
ধনি ভুজবল্লি ঝাপ কত বেরি ॥ ৪
অতনু পাসে দৃঢ় কএ দএ অম্বু।
কোপে কাম জনি বাঁধল সম্ভু ॥ ৬
বিহি বিধুমণ্ডল মুখ সসি আনি।
তোলি তোলাবে দুয়ও অনুমানি ॥ ৮
আনন গুন গৌরব নত ভেল।
চঁাদ চমকি তঁহি অম্বর গেল ॥ ১০

---

৫৫৫ ‡

(সখীর উক্তি)

রাধা বদন নিরখি রহু কান।
ভাবে ভরল অঙ্গ ধরল ধিয়ান ॥ ২

---

* ন, গু. ৫৪১।

† ন. গু. ৫৫২ (কীর্ত্তনানন্দ)।

‡ ন. গু. ৫৪৬ (কীর্ত্তনানন্দ)।

াহি বুঝল তনু মরমক বোল।
বাহু পসারি কাহ্নু কর কোর ॥ ৪
অধর সুধারস পুনু পুনু পীব।
সখিগণ হেরইত জীবন জীব ॥ ৬
চউকি চউকি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরুতর দেখ রাহী সমান ॥ ১০
দোহে দোহা জবহু নিচয় করি জান।
দুহুক হৃদয় পৈসল পচবান ॥ ১২

৫৫৬ *

(সখীর উক্তি)

জে মুখ সুন্দর অতুলন নাম।
জসু পরসাদে জিতলি জগ কাম ॥ ২
সে মুখ কিএ মুকুর তল দেল।
অপন পরাভব অপনহি ভেল ॥ ৪
তুহু অতি বিদগধ বধইত লাখ।
হেরি অবস ভেলি অপন কটাখ ॥ ৬
জকর জে গুন সে নহি জান।
লোহকার কিএ চিহ্নয় কৃপান ॥ ৮

৫৫৭ †

(সখীর উক্তি)

দুহু মুখ হেরইত দুহু ভেল ধন্দ।
রাহী কহ তমাল মাধব বহ চন্দ ॥ ২
চিত্র পুতলী জনু রহু দুহু দেহ।
ন জানিঅ প্রেম কেহন অছু নেহ ॥ ৪
এ সখি দেখ দেখ দুহুক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নহি পার ॥ ৬
ধনি কহ কাননময় দেখিঅ শ্যাম।
সে কিএ গুনব মঝু পরিনাম ॥ ৮

৫৫৮ ‡

(সখীর উক্তি)

দুহু রসময় তনু গুনে নহি ওর।
লাগল দুহুক ন ভাঁগই জোর ॥ ২
কে নহি কএল কতহুঁ পরকার।
দুহু জন ভেদ করিঅ নহি পার ॥ ৪
খোজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম ন হেরল নেহ ॥ ৬
জব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
খীর দগু দেই নিরসত পানি ॥ ৮
তবহু খীর উছলি পড় তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগি দেই ঝাপে ॥ ১০
জব কোই পানি আনি তাহি দেল।
বিরহবিয়োগ তবহি দূর গেল ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনেহ।
রাধামাধব ঐসন নেহ ॥ ১৪

---

* ন. গু. ৫৪৪।
† ন. গু. ৫৪৭।
‡ ন. গু. ৫৪৮; সা. প. ৭২; প. ত. ৯১১; কাব্য. ৫; সা. ৫।

৫৫৯ *

(দূতীর উক্তি)

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দ।
জলধি উছলে জৈসে হেরইত চন্দ ॥ ২
কতহু মনোরথ কৌসলক ভরি।
রাধা কান কুসুম সর সমরি ॥ ৪
পুলকে পূরল তনু হৃদয়ে হুলাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস ॥ ৬
দুহু অতি বিদগধ অনবধি নেহা।
রস আবেসে বিসরি নিজ দেহা ॥ ৮
হার টুটল পরিরম্ভন কেলি।
মৃগমদ কুঙ্কুম পরিমল গেলি ॥ ১০
নিরসি অধর মধু পিবি মাতোয়ার।
ভুখিল ভমর কুসুম অনিবার ॥ ১২

৫৬০ †

(সখীর উক্তি)

রাহী জব হেরল হরি মুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর ॥ ২
জবহু কহলহি লহু লহু বাত।
তবহু কএল ধনি অবনত মাত ॥ ৪
জব হরি ধরলহি অঞ্চল পাস।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাস ॥ ৬
জব পহু পরসল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ ॥ ৮
পূরল মরোরথ মদন উদেস।
কহ কবিসেখর পিরীতি বিসেস ॥ ১০

৫৬১ ‡

(সখীর উক্তি)

কি পুছসি রে সখি কানু সঞে নেহা।
এক জিউ ভিনু ভিনু গঢ়ল বিহি দেহা ॥ ২
কহিল হি কহিনি পুছই কত বেরি।
না বুঝি কি পাওই মধু মুখ হেরি ॥ ৪
ঘুমক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।
মান ভয়ে মাধব উঠএ তরাস ॥ ৬
উর বিনু সেজ পরস নহি পাই।
চিরহি বিনু তাম্বুল নহি খাই ॥ ৮
আন সঞে কহিনি ন সহ পরান।
আন সম্ভাসনে হরঅ গেয়ান ॥ ১০
কহ কবিরঞ্জন সুন বরনারি।
তোহর প্রেম রসে মুগধ মুরারি ॥ ১২
বিনু মধু পরসে দরসে নহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে তাম্বুল নহি পীব ॥ ১৪

৫৬২ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

অলখিতে গোপ আএল চলি গেল।
সসরি খসল চির সমরি ন গেল ॥ ২
আধ বদন তহি দেখল মোর।
চান অঁএঠ করি চলল চকোর ॥ ৪
কাহু মোহি দেখলিহু গেলাহু লজাএ।
তখনুক লাজ অবহু নহি জাএ ॥ ৬

* ন. গু. ৫৪৯ (গীতচিন্তামণি)।
† ন. গু. ৫৫০।
‡ ন. গু. ৫৫১ (কীর্ত্তনানন্দ); প. ত. ৬৮০।
§ ন. গু. ৫৫৩।

আধহু অধিক সকোচিত অঙ্গ ।
মোলল মৃনাল দোগুন ভেল ভঙ্গ ॥ ৮
চন্দনে লেপিত তনু রহ সোএ ।
বিহরক কসমসি নিন্দ নহি হোয় ॥ ১০
রসকে তন্ত বুঝএ জদি কেও ।
ভাব ভনএ অভিনব জয়দেও ॥ ১২

৫৬৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কানন কাঙ্গু কাম হম সুনল
ভই গেল আনক আনে ।
হেরইত সঙ্কররিপু মোহি হরলনি
কি কহব তনিক গেয়ানে ॥ ২
চানন চান আঙ্গ হম লেপলি
তঁই বাঢ়ল অতি দাপে।
অধরক লোভ সেই বিসধর সসরল
ধরই চাহ ফেরি সাপে ॥ ৪
ভনই বিছাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলী ।
অসহ সহতি কত কোমল কামিনী
জামিনী জীব দয় গেলী ॥ ৬

৫৬৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

ফুল এক ফুলবারি লাওল মুরারি ।
জতনই পটওলনি সুবচন বারি ॥ ২
চৌদিস বাঁধলনি সীলকি আরি ।
জীব অবলম্বন কএ অবধারি ॥ ৪
তথুহুঁ ফুলল ফুল অভিনব পেম ।
জনু মুল লহয় ন লাখহু হেম ॥ ৬
অতি অপরূব ফুল পরিনত ভেল ।
দুই জীব অছল এক ভএ গেল ॥ ৮
পিসুন কীট নহি লাগল অহি ।
সাহসঁ ফল দেল বিহি দেল নিরবাহি ॥ ১০
বিছাপতি কহ সুন্দর সৈহ ।
করিঅ জতন ফলমত হো তৈহ ॥ ১২

৫৬৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে সে সব কহইত লাজ।
জে করে রসিক-রাজ ॥ ২
আঙ্গিনা আওল সেহ ।
হম চলল গেহ ॥ ২
অধরু আঁচর ওর ।
ফুয়ল কবরি মোর ॥ ৬
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম-কটোর ॥ ৮
ধরইত ধাওল তায় ।
তোড়ল নখক ঘায় ॥ ১০
চকোর চপল চাঁদ ।
পড়ল প্রেমক ফাঁদ ॥ ১২
কবি বিছাপতি ভান ।
পূরল দুহুঁক কাম ॥ ১৪

---

* ন. গু. ৫৫৬ ; গ্রিয়র্সন ২২ ।
† ন. গু ৫৫৭ ।
‡ ন. গু. ৬৫৩ ; প. ত. ৭৬২ ; কাব্য. ১৩ ; সা. ১৩ ।

৫৬৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

এ সখি রঙ্গিনি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে ন হোয় ॥ ২
একলি অছলি ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান ॥ ৪
এ দিগে ঝাঁপইত তনু উদিগে উদাস।
ধরনী পসিএ জদি পাও পরকাস ॥ ৬
করে কুচ ঝাঁপইত ঝাঁপনে ন জায়।
মলয়-সিখর জনু হিমে ন লুকায় ॥ ৮
ধিক জাউ জীবন জৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিএ চতুরাই ॥ ১২

৫৬৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

একলি অছলি হম গাথইত হার।
সগরি খসল কুচ-চীর হমার ॥ ২
তৈখনে হানি হাসি আওল কন্ত।
কুচ কিএ ঝাঁপব নিবিহক বন্ধ ॥ ৪
কি কহব সুন্দরি কৌতুক আজ।
পহু রাখল মোর জাইত লাজ ॥ ৬
ভেল ভাবভরে সকল সরীর।
কত ন জতনে বল রাখিঅ থীর ॥ ৮
ধসমস করএ ধরিঅ কুচ জাতি।
সগর সরীর ধরএ কত ভাতি ॥ ১০
গোপহি ন পারিঅ তখন হুলাস।
মুন্দলা বেকত হোঅ হাস ॥ ১২

৫৬৮ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই জদি তবহু ন জাই ॥ ২
নাহই উঠল হম কালিন্দি-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর ॥ ৪
তেঁ বেকত ভেল সকল সরীর।
তহি উপনীত সমুখ জদুবীর ॥ ৬
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটি তাপর কুন্তল দেল ॥ ৮
উরজ উপর জব দেহল দীঠ।
উর মোরি বৈঠল হরি করি পীঠ ॥ ১০
হঁসি মুখ মোড়এ ঢীট বহ্নাই।
তনু তনু ঝাপইত ঝাঁপল ন জাই ॥ ১২
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানি।
পুনু কাহে পলটি ন পৈসলি পানি ॥ ১৪

৫৬৯ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোরে বাম ॥ ২

* ন. গু. ৫৫৪ ; প. ত. ৭২১ ; কাব্য. ১৪।
† ন. গু. ৫৬০ ; প. ত. ৭৪০ ; কাব্য. ১৭।
‡ ন. গু. ৫৬১ ; প. ত. ৭২৮ ; কাব্য. ১৫ ; সা. ১৫ ; বেণীপুরী ১৬৪ ; দী. ১০১৩।
§ ন. গু. ৫৬২ ; প. ত. ৭৩০ ; কাব্য. ৩ ; সা. ৩

ত দুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।
...কন সাস রহল তঁহি জাগি ॥ ৪
...রে মোর আঁধিয়ার কি কহব সখি।
...াসে লাগল পিয়া কিছুই ন দেখি ॥ ৬
চিত মোর ধসধস কহই ন পাই।
এ বড় মন দুখ রহু চিরথাই ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ তুঁহু অগেয়ানি।
পিয়া হিয় করি কাহে ন ফেরি বয়ানি ॥ ১০

৫৭০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সাস ঘুমায়ত কোরে অগোরি।
তহিঁ রতি-টীট পীঠ রহুঁ চোরি ॥ ২
কিএ হম আখরে কহল বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি জাই ॥ ৪
না করহ আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নহি হোএত বচন নিরবাহ ॥ ৬
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিএ জাব ॥ ৮
কত মুখ মোরি অধর রস লেল।
কত নিসবদ করি কুচে কর দেল ॥ ১০
সমুখে না জায় সঘন নিসোয়াস।
কাহে কিরন ভেল দসন-বিকাস ॥ ১২
জাগল সাস চলত তব কান।
ন পূরল আস বিদ্যাপতি ভান ॥ ১৪

৫৭১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি আজুক রঙ্গ।
সপন হি সুতল কুপুরুখ সঙ্গ ॥ ২
বড় সুপুরুখ বলি আওল ধাঈ।
সূতি রহল মুখ আঁচর ঝাঁপাঈ ॥ ৪
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জগাএ আপু নিদ গেল ॥ ৬
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহু ন গেল ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জান কুসুম মকরন্দ ১০

৫৭২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

দরসনে লোচন দীঘর ধাব।
দিনমনি তেজি কমল জনি জাব ॥ ২
কুমুদিনি চাঁদ মিলন সহবাস।
কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাস ॥ ৪
সজনি মাধব দেখল আজ।
মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ ॥ ৬
নীবী সসরি ভূমি পড়ি গেলি।
নেহ নুকাবিঅ দেহক সেলি ॥ ৮
অপনে হৃদয় বুঝাবএ আন।
একসর সব দিস দেখিঅ কাহ্ন ॥ ১০

* ন. গু. ৫২৩ ; প. ত. ৭২৯ ; কাব্য. ১৬ ; সা।

† ন. গু. ৫৬৭ ; কাব্য. ৯ ; বেণী. ১৬২

‡ ন. গু. ৫৬১ ।

৫৭৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

জখনে জাই সয়ন পাসে।
মুখ পরেখএ দরসি হাসে ॥ ২
তখনে উপজু এহন ভানে।
জগত ভরল কুসুম বানে ॥ ৪
কী সখি কহব কেলি বিলাসে।
নিঅ অনাইতি পিয়া হুলাসে ॥ ৬
নীবি বিঘটএ গহএ হারে।
সীমা লাঁঘএ মন বিকারে ॥ ৮
সিনেহ জাল বঢ়াবএ জীবে।
সঙ্গহি সুধা অধর পিবে ॥ ১০
হরখি হৃদয় গহএ চীরে।
পরসে অবস কর সরীরে ॥ ১২
তখনে উপজু অইসন সাধে।
ম দিঅ সমত ন দিঅ বাধে ॥ ১৪
ভন বিদ্যাপতি ও হে সএানী।
অমিঞ মিঝল নাগরি বানী ॥ ১৬

---

৫৭৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

পহিলহি চোরি আএল পাস।
আঙ্গহি আঙ্গ নুকাব তরাস ॥ ২
বাহরি ভেলে দেখিঅ দেহ।
জৈসন খিনী চাঁদক রেহ ॥ ৪
সাজনি কী কহব পুরুস কাজ।
কৌসল করইত তহ্নি নহি লাজ ॥ ৬
এহি তহ পাপ অধিক থিক নারি।
জে ন গনএ পর পুরুসক গারি ॥ ৮
খন এক রঙ্গ সঙ্গ সব ভাতি।
সে সে করত জকর জে জাতি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি ন কর বিরাম।
অবসর পাএ পুর তুঅ কাম ॥ ১২

---

৫৭৫ ‡

(সখীর উক্তি)

এ ধনি রঙ্গিনি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহল ন হোয় ॥ ২
একলি সুতল ছলি কুসুম-সয়ান।
দোসর মনমথ কর ধনু বান ॥ ৪
নূপুর ঝুনঝুন আওল কান।
কৌতুক মুদি হম রহল নয়ান ॥ ৬
আওল কাহ্নু বইসল মঝু পাস।
পাস মোড়ি হম লুকাওল হাস ॥ ৮
কুন্তল-কুসুম দাম হরি লেল।
বরিহা মাল পুনহি মোহি দেল ॥ ১০
নাসা মোতিম গীমক হার।
জতনে উতারল কত পরকার ॥ ১২
কুঞ্চুকি ফুগইত পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বাঁধল চোর ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহু রসবতি পহু সব রস জান ॥ ১৬

* ন. গু. ৫৬৬।
† ন. গু. ৫৬৭।
‡ ন. গু. ৫৮৮; প. ত. ৭২৮; ঝাব্য. ১০ সা. ১০; বেণী. ১৬১।

৫৭৬*

(শ্রীরাধার উক্তি)

হবি ধরি হার চঁওকি পরু রাধা।
আধ মাধব কর গিম রহু আধা ॥ ২
কপট কোপ ধনি দিঠি ধরু ফেরী।
হরি হঁসি রহল বদন বিধু হেরী ॥ ৪
মধুরিম হাস গুপুত নহি ভেলা।
তখনে সুমুখি-মুখ চুম্বন দেলা ॥ ৬
কব ধরু কুচ, আকুল ভেলি নারী।
নিরখি অধর মধু পিবএ মুরারী ॥ ৮
চিকুর চমর ঝরু কুসুমক ধারা।
পিবিকহু তম জনি বম নব তারা ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি বানী।
হরি হসি মিললি রাধিকা রানী ॥ ১২

---

৫৭৭ †

(দূতীর উক্তি)

পহিলহি পরসএ করে কুচকুম্ভ।
অধর পিবএকে কর আরম্ভ ॥ ২
তখনক মদন পুলকে ভরি পূজ।
নীবীবন্ধ বিনু ফোএলে ফুজ ॥ ৪
এ সখি লাজে কহব কী তোহি।
কাহ্নুক কথা পুছহ জনু মোহি ॥ ৬
ধম্মিল ভার হার অরুঝাব।
পীন পয়োধর নখ খত লাব ॥ ৮
বাহু বলয় আঁকম ভরে ভঙ্গ।
অপন আইতি নহি অপনা আঙ্গ ॥ ১০

৫৭৮ ‡

(সখীর উক্তি)

পহিলহি সরস পয়োধর কুম্ভ।
আরতি কত ন করএ পরিরম্ভ ॥ ২
অধর সুধারস দরসএ লোভ।
রাঙ্কক হাথ রতন নহি সোভ ॥ ৪
সজনি কি কহব কহইত লাজ।
কাহ্নুক আইতি পললুহ আজ ॥ ৬
নীবি সসরি কতএ দহু গেলি।
অপনাহু আঙ্গ অনাইতি ভেলি ॥ ৮
করতলে তলে ধরিঅ কুচ গোএ।
পড়লে তলিত ঝাপি নহি হোএ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি ন কর সন্দেহ।
মধুতহ সুন্দরি মধুর সিনেহ ॥ ১২

---

৫৭৯ $

(দূতীর উক্তি)

সঘনে আলিঙ্গন করু কত ছন্দ।
জনি ঘন দামিনী লাগল দন্দ ॥ ২

---

* ন. গু. ৫৬৯ ; বেণীপুরী ৭৬৭।
† ন. গু. ৫৭০।
‡ ন. গু. ৫৭১।
$ ন. গু. ৫৭২।

বদনে বদন ধরু মনমথ ফন্দ।
কিএ একঠামে বান্ধল জুগল চন্দ॥ ৭
ঘেরি রহল কচ তিমির বিথার।
জনি রন জীত উদয় পরচার॥ ৮
রাগী অধর উরজ অতি চণ্ড।
লাগল এ বদন খণ্ডন দণ্ড॥ ৮
মদন মহোদধি উছল হিলোর।
জনি নিধি জুগল করত ঝকঝোর॥ ১০
শ্রম জলে পূরিত দুহু ভেল এক।
জনি রতিমঙ্গল জয় অভিসেক॥ ১২
কুচপর বিদগধ পানি বিরাজ।
কনক কলসে জনি কিসলয় সাজ॥ ১৪
সব কানন ভরি পরিমল ভান।
অলিকুল দুহু জন গুনগান॥ ১৬

---

৫৮০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

পালঙ্কে সয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয় সাস।
দীপ কর লই লুবুধ মাধব
আওল হমর পাস॥ ২
সখিহে কানু সে ঐসন ঢীট।
হরসে পরসে অধিক লালসে
বিসম তকর দীঠ॥ ৪
জাগইব ডরে লহু লহু করে
বসন কএল দূর।
কনক গাগরি বেকত নিহারি
নিজ মনোরথ পূর॥ ৬
দীপক ছটায় ঝটিতে জাগল
ভরমে কহল চোর।
ডরে চোর পাসে অন্ধারে পইসল
সে মোরে কএল কোর॥ ৮
হাসক রভসে বাঁধি ভুজপাসে
বিলসে অধিক সুখ।
চম্পতি-পতি বেকত কহএ
চোরক নিলজ মুখ॥ ১০

---

৫৮১ †

(সখীর উক্তি)

চুম্বনে লুবুধ মুখ অলখিত ভাস।
ধরল চাঁদ চকোরক পাস॥ ২
প্রিয় মুখ ঝাঁপল কুন্তল ভার।
চাঁদ অগোরল ঘন অন্ধিয়ার॥ ৪
কী কহব হে সখি রজনিক কাজ।
কামহি কামে লজায়ল লাজ॥ ৬
সহজহি মাধব নব নব প্রেম।
হাথিক দণ্ড জড়াওল হেম॥ ৮
নিবিড় আলিঙ্গন বিগলিত সেদ।
স্যাম অরু গৌর রেখ রহু ভেদ॥ ১০

---

* ন. গু. ৫৭৩।

† ন. গু. ৫৭৪

৫৮২ *

(দূতীর উক্তি)

অপরুব রূপক ধামা।
তীনি ভুবন জিনি বিহি বিহু রামা ॥ ২
সীলক সিতল সোভাবে।
জেহন রহিঅ তেহন সোহাবে ॥ ৪
মধুর বচন মুখ সীচী।
বিহুস পসর জনি অমিয়ক বীচি ॥ ৬
হেরইত হরএ পরানে।
পরসন মনেঁ পরিরম্ভন দানে ॥ ৮
কি কহব রতিরঙ্গ রীতী।
নিরবধি বঢ়লি বাঢ় পিরীতী ॥ ১০
বিত্থাপতি কবি গাবে।
পুনে গুনমতি গুনমতি ধনি পাবে ॥ ১২

---

৫৮৩ †

(দূতীর উক্তি)

দুরহি উরু রহল সহি ঠাম।
চরনে পাওল থল কমল উপাম ॥ ২
স্বেদ বিন্দু পরিপূরল দেহ।
মোতিম ফুরলি সৌদামিনি রেহ ॥ ৪
সঙ্কেত নিকেত মুরারি নিহারি।
অপনি অধীনি রহলি নহি নারি ॥ ৬
পুলকিত ভেল পয়োধর গোর।
দগধ মদন পুন আঁকুর তোর ॥ ৮
বজইত বচনে ভেল স্বরভঙ্গ।
কদলী দল জকাঁ কাঁপয় অঙ্গ ॥ ১০
বিত্থাপতি কবিবর এহ গাব।
সকল অধিক ভেল মন্মথ ভাব ॥ ১২

---

৫৮৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কহ কহ সুন্দরি রজনি বিলাস।
কৈসনে নাহ পূরল তুঅ আস ॥ ২
কতহুঁ যতনে বিহি করি অনুমান।
নাগর নাগরি করু নিরমান ॥ ৪
অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বর-নারি।
আজুক রজনি কিএ করল মুরারি ॥ ৬
পিয়াক পিরীতি হম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি ন দেল হমার ॥ ৮
করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়ল কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর ॥ ১০
অপনক গজ-মোতি-হার উতারি।
কণ্ঠে পরায়ল যতনে হমারি ॥ ১২
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেঢ়য়ল চম্পক দাম ॥ ১৪
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান ॥ ১৬
ভনই বিত্থাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি সুন সখি সো পরসঙ্গ ॥ ১৮

---

* ন. গু. ৫৭৫।
† ন. গু. ৫৭৬।
‡ ন. গু. ৫৭৭; প. ত. ৬৬৬; কাব্য, ৪; পা, ৪।

৫৮৫ *

(দূতীর উক্তি)

কনক ধরাধর গোর পয়োধব
নাগর আপল পানী।
সেদ সলিল বিন্দু পূরল বদন ইন্দু
বজইত গদ গদি বানী ॥ ২
কি আরে কি কহব কৌতুক আজে।
পুলকিত তনু সহি চরন চলএ নহি
হেরিতহি হরলনি লাজে ॥ ৪
হৃদয়ঁ হৃদয় দএ পহু নিরদএ ভএ
দিঢ় পরিরম্ভন দেলা।
সসরু কসনি ডোর হার টুটল মোর
কে জান কেহন মন ভেলা ॥ ৬
জঘনে বিহসি বধু হেরি বদন বিধু
কয়ল অধর মধু পানে।
তখনে ভেলিহুঁ সুধি কবি বিদ্যাপতি বুধি
শ্রীশিবসিংঘ রস জানে ॥ ৮

---

৫৮৬ †

(সখীর উক্তি)

সাঁঝক বেরা জমুনাক তীরা
কদম্বেরি বন তরু তরা।
অকমি কানরা কি কহব সমরা
সোঝহি জুঝল সখি কুসুমসরা ॥ ২
মোহি ভেটল কাহ্নু।
অনতএ কহিনী করহ জনু ॥ ৪
উর চির হরী বরে কুচ ধরী
অধর পিবএ মুখ হেরী ॥ ৬
পুনু পুনু ভোরা পরস কুচ মোরা
নিধনে পাওল জনি কনক কটোরা ॥ ৮
অরে জুবতী বুঝসী জুগুতি
দোসরেঁ মধুপ মধুরপতী ॥ ১০
তোরে অনুমানে বিদ্যাপতি ভানে
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥

---

৫৮৭ ‡

(দূতীর উক্তি)

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উতপল চন্দ ॥ ২
ফণী মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুরতরঙ্গিনী
কেবল তরল ভেল ॥ ৪
কিঙ্কিনী কঙ্কন করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিত জতি কহু
ঐসন সকল সোহে ॥ ৬
ন কর গোপন নিজ পরিজন
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাকর
কোন জান ইহ গান ॥ ৮

---

* ন. গু. ৫৭৮।
† ন. গু. ৫৭৯।
‡ ন. গু. ৫৮০ ; প. ত. ১০৯৭ ; কাব্য. ২১।

৫৮৮ *

(দূতীর উক্তি)

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
অপন মনোরথ সো পরিপূর ॥ ২
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস ॥ ৪
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর-রাজ ॥ ৬
মরকত দরপন হেরইত হাম।
উচ নীচ ন বুঝি পড়লুঁ সোই ঠাম ॥ ৮
পুন অনুমানিঅ নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান ॥ ১০
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহলু হিয়ে আনন গোই ॥ ১২
সোই রসিকবর কোরে আগেরি।
আঁচরে শ্রমজল মোছল মোরি ॥ ১৪
মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম।
ভনই বিদ্যাপতি রস অনুপাম ॥ ১৬

---

৫৮৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরিত সুরত নায়র অভিলাস ॥ ২
কুচযুগ কনক-ধবাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়য়ে জনু পহুঁ দেল পানি ॥ ৪
মাতল নায়র দুরে রহু লাজে।
অবিরত কিঙ্কিনি কঙ্কন বাজে ॥ ৬
শ্রমজল-বিন্দু মুখে সুন্দর জোতি।
কনক-কমলে জৈসে ফুটি বহ মোতি ॥ ৮
সুনইত ঐসন লহু লহু ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরইত উপজল হাস। ১০
ভনই বিদ্যাপতি রসময় বানী।
নাগরি রম পিয় অভিমত জানী ॥ ১২

---

৫৯০ ‡

(সখীর উক্তি)

আকুল চিকুর বেড়লি মুখ সোভ।
রাহু কএল সসিমণ্ডল লোভ ॥ ২
বড় অপরুব দুই চেতন মেলি।
বিপরিত রতি কামিনি কর কেলি ॥ ৪
কুচ বিপরিত বিলম্বিত হার।
কনক কলস বম দূধক ধার ॥ ৬
পিয় মুখ সুমুখি চুম তেজি ওজ।
চাঁদ অধোমুখ পিবএ সরোজ ॥ ৮
কিঙ্কিনি রটিত নিতম্বিনি ছাজ।
মদন-মহারথ বাজন বাজ ॥ ১০
ফুজল চিকুর মাল ধরু রঙ্গ।
জনি জমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ ॥ ১২

* ন. গু. ৫৮১ ; প. ত. ১১০০ ; কাব্য. ২০।
† ন. গু. ৫৮২ ; প. ত. ১০৯১ ; কা. ২৩ ; গ্রি. ন ন ৩৩।
‡ ন. গু. ৫৮৩ ; প. ত. ১০৮১ ; বেণীপুরী ১৭৭।

বদন সোহাওন শ্রম-জল-বিন্দু।
মদন মোতি লএ পূজল ইন্দু॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি রসময় বানী।
নাগরি রস পিয় অভিমত জানী॥ ১৬

---

৫৯১ *

(দূতীর উক্তি)

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা।
মনিময়-কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘাম তিলক বহি গেলা॥ ২
সুন্দরি তুঅ মুখ মঙ্গল মঙ্গল-দাতা।
রতি-বিপরীত-সময় জদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥ ৪
কিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কন কনকন
কল-রব নূপুর বাজে।
রতি-রন মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥ ৬
তিল এক জঘন সঘন রব করইত
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি কবি ই রস গাবএ
জামুন মিললো গঙ্গ॥ ৮

---

৫৯২ †

(দূতীর উক্তি)

সখি হে কি কহব কিছু নহি ফুর।
সপন কি পরতেখ কহএ ন পারিঅ
কিএ নিয়রে কিএ দূর॥ ২
তড়িত-লতাতল জলদ সমারল
আঁতর সুরসরি ধারা।
তরল তিমির সসি সূর গরাসল
চৌদিস খসি পড়ু তারা॥ ৪
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরনী ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরন সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে॥ ৬
প্রলয় পয়োধি জলে তন ঝাঁপল
ই নহি জুগ অবসান।
কে বিপরীত কথা পতিয়ায়ত
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ৮

---

৫৯৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

উদসল কুন্তল ভারা।
মুরুতি সিঙ্গার লখিমি অবতারা॥ ২

---

* ন. গু. ৫৮৭; প. ত. ১০৭৯; কা. ২৪; বেণীপুরী ১৭১।

† ন. গু. ৫০৫; প. ত. ১০৯৬; কাব্য. ৫১; বেণী. ১৭২।

‡ ন. গু. ৫৮৬।

অতিসয় প্রেম বিকারা।
কামিনি করতহি পুরুখ বেহারা ॥ ৪
ডোলত মোতিম হারা।
যামুন জল জৈসে দুধক ধারা ॥ ৬
কঙ্কন কিঙ্কিনি বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিগুিম মদন সমাজে ॥ ৮
রসিক শিরোমনি কান।
কবিরঞ্জন রস গান ॥ ১০

৫৯৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কেস কুসুম ছিরিআএল কুঞ্জি।
তারাএঁ তিমির ছাড়ি হলু পুঞ্জি ॥ ২
হেরি পয়োধর মনসিজ আধি।
সম্ভূ অধোগতি ধএ সমাধি ॥ ৪
বিপরিত রমন রমএ বরনারি।
রতি রস লালসে মুগুধ মুরারি ॥ ৬
চুম্বনে করএ কলামতি কেলি।
লোচন নাহ নিমিলিত হেরি ॥ ৮
তা দুহু রূপ তাহি পরথাব।
উদয় বান দুহু জৈসন সভাব ॥

৫৯৫ †

(দূতীর উক্তি)

বসন হরইত লাজ দুর গেল।
পিয়াক কলেবর অম্বর ভেল ॥ ২
অক্রোধে মুহে নিহারিএ দীব।
মুদলা কমল ভমর মধু পীব ॥ ৪
মনমথ চাতক নহী লজাএ।
বড় উনমতিআ অবসর পাএ ॥ ৬
সে সব সুমরি মনহু কী লাজ।
জত সবে বিপরিত তহি কর কাজ ॥ ৮
হৃদয়ক ধাধস ধসমস মোহি।
আওর কহব কি কহিলী তোহি ১০

৫৯৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

বদন ঝপাবএ অলকক ভার।
চাঁদমডল জনি মিলএ অন্ধার ॥ ২
লম্বিত সোভএ হার বিলোল।
মুদিত মনোভব খেল হিডোল ॥ ৪
পিয়তম অভিমত মনে অবধারি।
রতি বিপরিত রতলি বর নারি ॥ ৬
মাল কিঙ্কিনি কর মধুরি বাজ।
জনি জএতুর মনোভব রাজ ॥ ৮
রভসে নিহারি অধর মধু পীব।
মাএী কুসুমসর আকট জীব ॥ ১০

* ন. গু. ৫৮৭।

† ন. গু. ৫৮৮।

‡ ন. গু. ৫৮৯।

৫৯৭ *

(দূতীর উক্তি)

দেখ সখি রসিক জুগল রস রঙ্গ।
অম্বরি বিনহি কিএ ঘন দামিনী
রহত পরস্পর সঙ্গ ॥ ২
রাধা বদন মধুর মধু মাধব
মুখ চসক ভরি রিঝ।
বিনহি সরোবর কমল ফুলল কিএ
চন্দ্ররসে রহু ভিজ ॥ ৪
উরজ উতঙ্ক কুম্ভ পরিহরি উর
রাজত অদভুত রীত।
বিনহি ধরা কিএ কনক ধরাধর
নমিত জলদ ভরে ভীত ॥ ৬
কুন্দ বদন কিএ মদন নিসিত সর
বিম্ব অধর পর লাগে।
দাড়িম্ব বিনহি বীজ দাড়িম্ব ফুল
বেসাহত বল্লভ আসে ॥ ৮

---

৫৯৮ †

(সখীর উক্তি)

গৌরদেহ সুধারস সুবদনি
স্যাম সুন্দর নাহ রে।
জলদ উপর তড়িত সঞ্চরু
সরূপ ঐসন আহ রে।। ২
পীঠি পর ঘন-স্যাম বেনী
নিরখি ঐসন ভান রে।
জনি অজর হাটক পাতি কর গহি
লিখন লেখু পাঁচ বান রে ॥ ৪
খন ন থির রহু সঘন সঞ্চরু
মনিক মেখল রাব রে।
ময়ন রায় দোহাই কহ কহ
জঘন রস গাব রে ॥ ৬
রয়নী বরু অবসান মানিয়ে
কেলি নহ অবসান রে।
রসিক জদুপতি রমনি রাধা
সিংঘ ভূপতি ভান রে ॥ ৮

---

৫৯৯ ‡

(সখীর উক্তি)

রয়নি সনাগলি রহলিহ গোর।
রমনি রমন রতিরস নহি ওর ॥ ২
নাগর নিরখি সুমুখি মুখ চুম্ব।
জনি সরসিজ মধু পিব বিধুবিম্ব ॥ ৪
দৃঢ় পরিরম্ভনে পুলকিত দেহ।
জনি অঁকুরল পুন দুহুক সনেহ ॥ ৬
ধনি রসমগনী রসিক রসধাম।
জনি বিলসই অভিনব রতিকাম ॥ ৮
কি কহব অপরূব দুহুক সমাজ।
দুঅও দুহুক কর অভিমত কাজ ॥ ১০

---

* ন. গু. ৫৯০।
† ন. গু. ৫৯১।
‡ ন. গু ৫৯২।

বিদ্যাপতি কহ রস নহি অন্ত।
গুনমতি জুবতী কলাময় কন্ত ॥ ১২

৬০০ *

(দূতীর উক্তি)

হরি উর পর সূতলি বালা।
কালিন্দি পুলিন জৈসে চম্পক মালা ॥ ২
কানু ধয়ল ধনি ভুজ জুগ মাঝ।
কমলে বেঢ়ল জৈসে মধুকর সাজ ॥ ৪
রতি রস অলসে দুহু তনু ভোরি।
ভেদ রহল কিএ সাম কিসোরি ॥ ৬
কহ কবিসেখর দুহু গুন জানি।
দুহু দুহু মিলল দুহু মন মানি ॥৮

৬০১ †

(দূতীর উক্তি)

তরুঅর বলি ধর ডারে জাঁতি।
সখি গাঢ় আলিঙ্গন তেহি ভাঁতি ॥ ২
সঞে নীন্দে নিন্দারুধি করঞো কাহ।
সগরি রয়নি কাহ্নু কেলি চাহ ॥ ৪
মালতি রস বিলসএ ভমর জান।
তেহি ভাতি কর অধর পান ॥ ৬
কানন ফুলি গেল কুন্দ ফুল।
মালতি মধু মধুকর পত্র ভূল ॥ ৮

পরিঠবই সরস কবি কণ্ঠহার।
মধুসূদন রাধা বন বিহার ॥ ১০

৬০২ ‡

(দূতীর উক্তি)

দুহুক সংজুত চিকুর ফুজল।
দুহুক দুহু বলাবল বুঝল ॥ ২
দুহুক অধর দসন লাগল।
দুহুক মদন চৌগুন জাগল ॥ ৪
দুঅও অধর করএ পান।
দুহুক কণ্ঠ আলিঙ্গন দান ॥ ৬
দুঅও কেলি সয়েঁ সয়েঁ ভেলি।
সুরত সুখে বিভাবরি গেলি ॥ ৮
দুঅও সঅন চেতন চোর।
দুঅও পিয়াসল পীবএ নীর ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সংসয় গেল।
দুহুক মদন লিখন দেল ॥ ১২

৬০৩ ¶

(সখীর উক্তি)

ভরি নায়র কোর।
বিলসই রাহী সুখক নহি ওর ॥ ২
ধনি রঙ্গিনি রাহী।
বিলসই হরি সঞে রস অবগাহী ॥ ৪
হরি মানস আধা।
বিলসই স্যাম পরাজিত রাধা ॥ ৬

* ন. গু. ৫২৩।
† ন. গু. ৫২৪।
‡ ন. গু. ৫২৫; বেণীপুরী ১৭৩।
¶ ন. গু. ৫২৬।

হরি সুন্দর মুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥ ৮
ধনি রঙ্গিনি ভোর।
ভুলল গরবে কাহ্নু করি কোর॥ ১০
দুহুঁ দুহুঁ গুন গায়।
একহি মুরলি রন্ধে দুহুঁ সে বজায়॥ ১২
কেহো কহ মৃদু ভাস।
নাগরি পরসে অবস পীতবাস॥ ১৪
কেহো কাড়ি লয় বেনু।
রাস রসে আজু ভুলল কাহ্নু॥ ১৬
বিদ্যাপতি কবি ভাস।
কহতহি হেরত গোবিন্দ দাস॥ ১৮

---

৬০৪ *

(দূতীর উক্তি)

দুহু মুখ সুন্দর কি দেব উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলল একঠাম॥ ২
সামর নাগর নাগরি গোরি।
নীলমনি কাঞ্চনে লাগল জোরি॥ ৪
নিবিড় আলিঙ্গন পিরীতি রসাল।
কনকলতা জৈসে বেড়ল তমাল॥ ৬
রাহী পয়োধরে প্রিয় কর সাজ।
কুবলয় সম্ভু পুজল কামরাজ॥ ৮
কবিসেখর কহ নয়ন হুলাসে।
নব ঘনে থির বিজুরি পরগাসে॥ ১০

---

৬০৫ †

(দূতীর উক্তি)

সামর পুরুসা মঝু ঘর পাহুন
রঙ্গে বিভাবরি গেলী।
কাচা সিরিফল নখ মুতি লওলহি
বেসু পথুরিয়া ভেলী॥ ২
সে পিয়া দএ গেল কেসু পথুরিআ
ধরই ন পারল মোঞে রে॥ ৪
সসি নব ছন্দে অনুরাগক আঁকুর
ধএল মোঞে আচরে গোই।
কাজরে কার সখীজন লোচন
দীঠিহু মলিন জনু হোই॥ ৬
নূতন নেহ সসারক সীমা
উপচিত্র কইসনি চোরী।
ব্যাধ কুসুম সর সঞো বিঘটাউলি
রঙ্গ কুরঙ্গিনি মোরী॥ ৮
চারি ভাবে হমে ভরমলি অছলাহু
সমদি ন ভেলে য়োহি সেবা।
কাহ্ন রুপ সিরি সিবসিংহ জাএল
কবি অভিনব জয়দেবা॥ ১০

---

* ন, গু. ৫২৮।
† ন. গু. ৫২৯।

বসন্ত

৬০৬ *

শ্রীরাধার উক্তি)

মাঘ মাস সিরি পঞ্চমী গঁজাইলি
নবম মাস পঞ্চম হুরুআঈ ।
অতি ঘন পীড়া দুখ বড় পাওল
বনসপতী ভেলি ধাঈ হে ॥ ২
সুভ খন বেরা সুকুল পক্খ হে
দিনকর উদিত-সমাঈ ।
সোরহ সম্পুন বতিস লখন সহ
জনম লেল রিতুরাঈ হে ॥ ৪
নাচএ জুবতি জনা হরসিত মন
জনমল বাল মধাঈ হে ।
মধুর মহারস মঙ্গল গাবএ
মানিনি মান উড়াঈ হে ॥ ৬
বহ মলয়ানিল ওত উচিত হে
নব ঘন ভও উজিয়ারা ।
মাধবি ফূল ভেল মুকুতা তুল
তে দেল বন্দনবারা ॥ ৮
পীঅরি পাঁড়রি মহুঅরি গাবএ
কাহরকার ধতুরা ।
নাগেসর-কলি সংখ ধুনি পূর
তকর তাল পমতূরা ॥ ১০
মধু লএ মধুকর বালক দএহলু
কমল-পংখরী লাঈ ।
পাওনার তোরি কটি সুত বাঁধল
কেসর কএলি বধনাঈ ॥ ১২
নব নব পল্লব সেজ ওছাওল
সিব দেল কদম্বক মালা ।
বৈসলি ভমরী হরদউ গাবএ
চক্কা চন্দ নিহারা ॥ ১৪
কনক কেসুঅ সুতি-পত্র লিখিএ হলু
রাসি নছত কএ লোলা ।
কোকিল গনিত-গুনিত ভল জানএ
রিতু বসন্ত নাম থোলা ॥ ১৬

*　　*　　*

বাল বসন্ত তরুন ভএ ধাওল
বঢ়এ সকল সংসারা ॥ ১৮
দখিন পবন ঘন অঙ্গ উগারএ
কিসলয় কুসুম-পরাগে ।
সুললিত হার মঞ্জরি ঘন কজ্জল
অখিতৌ অঞ্জন লাগে ॥ ২০
নব বসন্ত রিতু অনুসর জৌবতি
বিদ্যাপতি কবি গাবে
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
সকল কলা মনভাবে ॥ ২২

---

৬০৭ †

শ্রীরাধার উক্তি)

নাচহু রে তরুনী তজহু লাজ ।
আএল বসন্ত রিতু বনিক-রাজ ॥ ২
হস্তিনি, চিত্রিনি, পদুমিনি নারি ।
গোরি সামরি এক বঢ়ি বারি ॥ ৪

* ন. গু. ৬০০ ; বেণীপুরী ১৭৪ ।

† ন. গু. ৬০১ (নেপালের পুথি); বেণীপুরী ১০৮ ।

বিবিধ ভাঁতি কএলহ্নি সিঙ্গার।
পহিরল পটোর গৃম ঝুল হার ॥ ৬
কেও অগর চন্দন ঘসি ভর কটোর
ককরহু খোইঁছা করপুর তমোর ॥ ৮
কেও কুঙ্কুম মরদাব আঁগ।
ককরহু মোতিঅ ভল ছাজ মাঁগ ॥ ১০

---

৬০৮ *

(দূতীর উক্তি)

মলয়ানিলে সাহর ডার ডোল।
কল কোকিল রবে মঅন বোল ॥ ২
হেমন্ত হরন্তা দুহুক মান।
ভমি ভমর করএ মকরন্দ পান ॥ ৪
রঙ্গু লাগএ রিতু বসন্ত।
সানন্দিত তরুনী অবরু কন্ত ॥ ৬
সারঙ্গিনি কউতুকে কাম কেলি।
মাধব নাগরি জন মেলি মেলি ॥৮

---

৬০৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

চল দেখএ জাউ রিতু বসন্ত।
জহাঁ কুন্দ-কুসুম কেতকি হসন্ত ॥ ২
জহাঁ চন্দা নিরমল ভমর কার।
জহাঁ রয়নি উজাগর দিন অঁধার ॥ ৪
জহাঁ মুগুধলি মানিনি করএ মান।
পরিপঁথিহি পেখএ পঞ্চবান ॥ ৬
ভনই সরস কবি-কণ্ঠ-হার।
মধুসূদন রাধা বন বিহার ॥ ৮

---

৬১০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

আএল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবি-পন্থ ॥ ২
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড ॥ ৪
নৃপ-আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥ ৬
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ ৮
সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র।
দ্বিজকুল আন পঢ় আসিখ মন্ত্র ॥ ১০
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ ১২
কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান।
পাটলতূণ অসোক-দলবান ॥ ১৪
কিংসুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি সিসির রিতু আগে দল ভঙ্গ ॥ ১৬
সৈন সাজল মধুমখিকাকুল।
সিসিরক সবহু কএল নিরমূল ॥ ১৮
উধারল সরসিজ পাওল প্রান।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥ ২০

---

* ন. গু. ৬০২।
† ন. গু. ৬০৩ ; বেণীপুরী ১৮২।
‡ ন. গু. ৬০৪ ; সা. প. ৩৮ ; প. ক. ১৪৩। কাব্য. ১ ; বেণীপুরী ১৭৫।

..ব বৃন্দাবন রাজ বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥ ২২

---

৬১১ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগন
নব নব বিকসিত ফূল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলি কূল ॥ ২
বিহরই নবল কিসোর।
কালিন্দি-পুলিন কুঞ্জবন সোভন
নব নব প্রেম-বিভোর ॥ ৪
নবল রসাল-মুকুল-মধু মাতল
নব কোকিল কুল গায়।
নবজুবতী গন চিত উমতাঅই
নব রস কানন ধায় ॥ ৬
নব জুবরাজ নবল নব নাগরি
মিলএ নব নব ভাঁতি।
নিতি ঐসন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ৮

---

৬১২ †

(সখীর উক্তি)

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি ॥ ২
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥ ৪
মধুর জুবতিজন সঙ্গ
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥ ৬
মধুর মৃদঙ্গ রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥ ৮
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটসঙ্গ ॥ ১০
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভান ॥ ১২

---

৬১৩ ‡

(সখীর উক্তি)

আএল বসন্ত সকল রসমণ্ডল
কুসুম ভেল সানন্দ।
ফুললি মল্লী ভূখল ভ্রমরা
পীবি গেল মকরন্দ ॥ ২
ভাবিনি আবে কি করহ সমধানে
নহি নহি কএ পরিজন পরবোধহ
লখন দেখিঅ আবে আনে ॥ ৪
নখ পদ কেসু পয়োধর পূরল
পরতখ ভএ গেল লোতে।
সুমেরু সিখর চঢ়ি উগল সসধর
দহ দিস ভেল উজোতে ॥ ৬

---

* ন. গু. ৬০৫; সা. প. ৩৯; প. ত. ৮৩২; ক. ১১. ২; বেণীপুরী ১১৬।
† ন. গু. ৬০৬; সা. প. ৪০; প. ত. ১৫০০; ক. ৩; (বেণীপুরী) ১৮৩।
‡ ন. গু. ৬০৭।

কিন্নু কারনে কুণ্ডল বৈসে আকুল
এহও জুগতি নহি ওছা।
কুমকুমকের চোরি ভলি ফাউলি
কাঁধ ন ভেলিএ পোছা ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
এহু পরতখ পঁচবানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

---

৬১৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

অভিনব কোমল সুন্দর পাত।
সবারে বনে জনি পহিরল রাত ॥ ২
মলয়-পবন ডোলএ বহু ভ াতি।
অপন কুসুম রস অপনে মাতি ॥ ৪
দেখি দেখি মাধব মন উলসন্ত।
বিরিদাবন ভেল বেকত বসন্ত ॥ ৬
কোবিল বোলএ সাহর ভার।
মদন পাওল জগ নব অধিকার ॥ ৮
পাইক মধুকর কর মধু পান।
ভমি ভমি জোহএ মানিনি-মান ॥ ১০
দিসি দিসি সে ভমি বিপিন নিহারি।
রাস বুঝাবএ মুদিত মুরারি ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
রাধা-মাধব অভিনব ভাব ॥ ১৪

---

* ন. গু. ৬০৮ ; বেণীপুরী ১৮১।

৬১৫ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

লতা তরুঅর মণ্ডপ জীতি।
নিরমল সসধর ধবলিএ ভীতি ॥ ২
পঁউঅ নাল অইপন ভল ভেল।
রাত পরীহন পল্লব দেল ॥ ৪
দেখহ মাই হে মন চিত লায়।
বসন্ত বিবাহ কানন-থলি আয় ॥ ৬
মধুকরি-রমনী মঙ্গল গাব।
দুজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব ॥ ৮
করু মকরন্দ হথোদক নীর।
বিধু বরিআতী ধীর সমীর ॥ ১০
কনক কিংসুক মুতি তোরন তুল।
লাবা বিথরল বেলিক ফুল ॥ ১২
কেসর কুসুম করু সিঁদুর দান।
জওতুক পাওল মানিনি মান ॥ ১৪
খেলএ কউতুক নব পঁচবান।
বিদ্যাপতি কবি দৃঢ় কএ ভান ॥ ১৬
অভিনব নাগর বুঝয় বসন্ত।
মতি মহেস রেনুক দেই কন্ত ॥ ১৮ ‡

---

৬১৬ ×

(সখীর উক্তি)

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতি মাতি শ্যাম সঙ্গ
কর কর-তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥ ২

† ন. গু. ৬০৯ (রাগতরঙ্গিনী); বেণীপুরী ১৭১।
‡ বেণীপুরীতে নাই।
× ন. গু. ৬১০ ; সা. প. ৪২ ; প. ত. ১৫০২ ; বেণীপুরী ১৮৪।

ড মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি ডিমি মাদল
কনু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিংকিনী রনরনি বলআ কনকনি।
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥ ৫
বীন, রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা রি গম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘটিতা ঘটিতা ধুনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥ ৬
শ্রমভরে গলিত লুলিত কবরীজুত,
মালতি মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণন
বিদ্যাপতিমতি ছোভিত হোতি॥ ৮

---

৬৭ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

ঋতুপতি-রাতি রসিক-রসরাজ।
রসময় রাস রভস-রসমাঝ॥ ২
রসবতি রমনীরতন ধনি রাহি।
রাস-রসিক সহ রস অবগাহি॥ ৪
রঙ্গিনিগন সব রঙ্গহি নটঈ।
রনরনি কঙ্কন কিঙ্কিনি রটঈ॥ ৬
রহি রহি রাগ রচয় রসবন্ত।
রতিরত-রাগিনি-রমন বসন্ত॥ ৮
রটতি রবাব মহতিক পিনাস।
রাধারমন করু মুরলি বিলাস॥ ১০
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভান।
রূপনরায়ন ভূপতি জান॥ ১২

---

৬৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মলয় পবন বহ।
বসন্ত বিজয় কহ॥ ২
ভমর করই রোল।
পরিমল নহি ওর॥ ৪
ঋতুপতি রঙ্গ হেলা।
হৃদয় রভস মেলা॥ ৬
অনঙ্গ মঙ্গল মেলি।
কামিনি করথু কেলি॥ ৮
তরুন তরুনি সঙ্গে।
রইনি খেপবি রঙ্গে॥ ১০
বিরহি বিপদ লাগি।
কেসু উপজল আগি॥ ১২
কবি বিদ্যাপতি ভান।
মানিনী জীবন জান॥ ১৪
নৃপ রুদ্র সিংঘবরু।
মেদিনি কলপ তরু॥ ১৬

---

* ন. গু. ৬১১; সা. প. ৪১ প. ত. ১৫০১;
ণী ।১৮৫।

পাঠান্তর—৯।......মহতি কপিনাশ। প. ত.
......মহতি কপিনাস। সা. প.

† ন. গু, ৬১২; বেণীপুরী ১৮৩।

৬১৯ *

(সখীর উক্তি)

অভিনব পল্লব বইসক দেল।
ধবল কমল ফুল পুরহর ভেল॥ ২
করু মকরন্দ মন্দাকিনি পানি।
তরুন অসোগ দীপ দহু আনি॥ ৪
মাই হে আজ দিবস পুনমন্ত।
করিএ চুমাওন রায় বসন্ত॥ ৬
সপুন সুধানিধি দধি ভল ভেল।
ভমি ভমি ভমরিহ হঁকারই দেল॥ ৮
কেসু কুসুম সিঁদুর সম ভাস।
কেতকি-ধূল বিথরহু পট বাস॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
রস বঝ সিবসিংঘ সিব অবতার॥ ১২

৬২০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

দখিন পবন বহ দস দিস রোল।
সে জনি বাদী ভাসা বোল॥ ২
মনমথ কাঁ সাধন নহি আন।
নিরসাএল সে মানিনি মান॥ ৪
মাই হে সীত বসন্ত বিবাদ।
কওন বিচারব জয়-অবসাদ॥ ৬
দুহু দিসি মধথ দিবাকর ভেল।
দুজবর কোকিল সাখী দেল॥ ৮
নবপল্লব জয়পত্রক ভাঁতি।
মধুকর-মালা আখর-পাঁতি॥ ১০
বাদী তহ প্রতিবাদী ভীত।
সিসির-বিন্দু হো অন্তর সীত॥ ১২
কুন্দ-কুসুম অনুপম বিকসন্ত।
সতত জীত বেকতাও বসন্ত॥ ১৪
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রাজা সিবসিংঘ এহো রসজান॥ ১৬

৬২১ ‡

(দূতীর উক্তি)

চৌদিগে চারু অঙ্গনা বেঢ়ি
রঙ্গিনি কত গাউনী।
ক্রুতা ত্তা থৈয়া থৈয়া
থৈয়া বোলনী॥ ২
মাঝে বিরাজে স্যাম
সুঘড় সিরোমনী।
কিঙ্কিনি কিনি কিনি রোলনী॥ ৪
তাগরন ধেঁাগ্‌গা ঘেটিতা ঘেটিতা
ঘেটিতা ঘেনে নাঙ্।
তিন্ত খতিন্ত ঘনাঙ্॥
গরন ঘেনা তিনিতা খিটিতৃঘং
তীঘর ঝাঙ্॥ ৬
বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি সূর।
রাধামোহন দাস রস পূর॥ ৮

* ন. গু. ৬১৩; বেণীপুরী ১৭৯।
† ন. গু. ৬১৪; বেণীপুরী ১৮০।
‡ ন. গু. ৬১৫।

বিরহ

৬২২ *

(সখীর উক্তি)

সুরত পরিশ্রম সরোরর তীর।
সুরু অরুনোদয় সিসির সমীর ॥ ২
মধু নিসা বেলী ধনি ভেলি নান্দ।
পুছিও ন গেলে মোহি নিঠুর গোবিন্দ ॥৪
জাএ খনে দিতহু আলিঙ্গন গাঢ়।
জনি জুআর পরু পরু সে খেল পাঢ় ॥ ৬
জত করিতহু তত মন জাগ।
অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ ॥ ৮

৬২৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে বালমু জিতব বিদেস।
হম কুলকামিনি কহইত অনুচিত
তোঁহহুঁ দে হুনি উপদেস ॥ ২
ই ন বিদেসক বেলি।
দুরজন হমর দুখ ন অনুমাপব
তে তোঁহে পিয়া গেল মেলি ॥ ৪
কি ছুদিন করথু নিবাস।
হম পূজল জে সে হে পএ ভুঞ্জব
রাখথু পর-উপহাস ॥ ৬

হোয়তাহ কিএ বধভাগী।
জেহি খন হুন মন জাএব চিন্তব
হমহু মরব ধসি আগী ॥ ৮
বিদ্যাপতি কবি ভান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনারায়ন
লখিমা দেই রমান ॥ ১০

---

৬২৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

দখিন পবন বহ মন্দ।
মাজরি ঝর মকরন্দ ॥ ২
তখনে হলব মনমারি।
লোচন হলব নিবারি ॥ ৪
পিয় হে জদি তোহে জায়ব বিদেস
ধরব হমর উপদেস ॥ ৬
মধুকর জদি কর রাব।
জদি পিক পঞ্চম গাব। ৮
তখনে করব অনুমান।
মুদি রহব বরু কান ॥ ১০
পরতিরি মানব তীতি।
থিরজে মনোভব জীতি ॥ ১২
রাখব আপন পরান।
হমকে করব জল দান ॥ ১৪

* ন. গু. ৬১৬ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৬১৭ ; বেণীপুরী ১৮৭।
‡ ন. গু. ৬০৮।

সুকবি ভনথি কণ্ঠহার।
কে সহ কাম পবহার ॥ ১৬
নৃপ সিবসিংঘ রস জান।
লখিমা দেই রমান ॥ ১৮

---

৬২৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

পরদেস গমন জনু করহ কন্ত।
পুনমত পাবএ ঋতু বসন্ত ॥ ২
কোকিল কলরবে পুরল চূত।
জনি মদনে পঠাওল অপন দূত ॥ ৪
কে মানিনি আবে করতি মান।
বিরহে বিসম ভেল পঞ্চবান ॥ ৬
বহ মলয়ানিল পুরুব জানি।
মারএ পচসর সুমরি কানি ॥ ৮
বিরহে বিখিনি ধনি কিছু ন ভাব।
চাননে কুঙ্কুমে সখি লগাব ॥ ১০
বিদ্যাপতি ভন কণ্ঠহার।
কৃষ্ণরাধা বন বিহার ॥ ১২

---

৬২৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব, তোঁহেঁ জনু জাহ বিদেসে।
হমরো রঙ্গ-রভস লএ জএবহ
লএবহ কোন সন্দেস ॥ ২
বন হি গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা।
হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা ॥ ৪
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখহু জন ভেল পহু ওরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস
কইসে পুরত মন মোরা ॥ ৬
পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী
চন্দ্র নিকট জইসে তারা।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
অপন হৃদয় ধরু সারা ॥ ৮

---

৬২৭ ‡

(সখীর উক্তি)

কানু মুখ হেরইত ভাবিনী রমনী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী ॥ ২
অনুমতি মাগইত বর-বিধু-বদনী।
হরি হরি সবদে মুরছি পড়ু ধরনী ॥ ৪
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নহি মাথুর করব পয়ান ॥ ৬
ইহ বর সবদ পসিল জব স্রবনে।
তব বিরহিনী ধনী পাওল চেতনে ॥ ৮
নিজ করে ধরি দুহুঁ কানুক হাত।
জতনে ধরল ধনী অপন মাথ ॥ ১০
বুঝিঅ বোলএ বর নাগর কান।
হম নহি মাথুর করব পয়ান ॥ ১২

* ন. গু. ৬১৯।

† ন. গু ৫২০; গ্রিয়র্সন ৫৫; বেণীপুরী ১৮৮।

‡ ন. ৬২১; সা. প. ৭৬; প. ত. ১৬১৭; কাব্য. ১।

তব ধনী পাওল ইহ অসোয়াস।
ঐঠলি পুনু তব ছোড়ি নিসোয়াস ॥ ১৪
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি ॥ ১৬

---

৬২৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

জোজন মন মাহ সে নহ দূর।
কমলিনি বন্ধু হোয় জইসে সূর ॥ ২
ঐসন বচন কহয় সব কোয়।
হমর হৃদয় পরতিত নহি হোয় ॥ ৪
জকর পরস বিসলেস জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমদ সোভ নহি লাগি ॥ ৬
সে জদি দূরহি করতহি বাস।
হা হরি সুনতহি লাগ তরাস ॥ ৮

---

৬২৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

ঝাপল উতপল নোরে নয়ান।
কইসে করয় হিয়া কহই ন জান ॥ ২
তুহু পুন কি করবি গুপুতহি রাখি।
তনু মন দুহু মঝু দেল সাখি ॥ ৪
তবহু জে গোপসি কি কহব তোয়।
বজর নিবারন কবহুল হোয় ॥ ৬
পাওল হে সখি মৌনক ওর।
পিয়া পরদেস চলব মোহে ছোর ॥ ৮
সময় সমাপন কি ফল আর।
পেমক সমুচিত অবহু বিচার ॥ ১০

---

৬৩০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল সূন ভেল ॥ ২
রোদতি পিঞ্জর সুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥ ৪
অব সোই জমুনার কূলে।
গোপ গোপী নহি বুলে ॥ ৬
হাম সাগরে তেজব পরান।
আন জনমে হোয়ব কান ॥ ৮
কানু হোয়ব জব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহ সমুচীত ॥ ১২

---

* ন. গু. ৬২২।
† ন. গু. ৬২৩।
‡ ন. গু. ৬২৪; সা. প. ৫৮; প. ত. ১৬৩৮; কাব্য, ৯।

৬৩১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কো হরি লেল ॥ ২
গোকুলে উছলল করুনাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল ॥ ৪
সূন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী।
সূন ভেল দস দিস সূন ভেল সগরী ॥ ৬
কৈসনে জাওব যামুন তীর।
কৈসে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥ ৮
সহচরি সঞে জঁহা করল ফুলবারি।
কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান ॥ ১২

৬৩২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কালি কহল পিয়াএ সাঁঝহিরে
জাএব মোয়ঁ মারুঅ দেস।
মোয়ঁ অভাগলি নহি জানলি রে
সঙ্গ জইতঁও জোগিনী বেস ॥ ২
হৃদয় মোর বড় দারুন রে
পিয়া বিনু বিহরি ন জায় ॥ ৩
এক সয়ন সখি সুতল রে
আছল বালমু নিসি ভোর।
ন জানল কতি খন তেজি গেলরে
বিছুরল চকেবা জোর ॥ ৫
সূন সেজ সালয় হিয় রে
পিয়া বিনু ঘর মোয়ঁ আজি।
বিনতি করহুঁ সহলোলিনি রে
মোহি দেহ অগিহর সাজি ॥ ৭
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
আবি মিলব পিয় তোর।
লখিমা দেই বর নাগর রে
রাএ সিবসিংঘ নহি ভোর ॥ ৯

৬৩৩ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

দহএ বুলিএ বুলি ভমরি করুনা কর
আহা দই আই কী ভেল।
কোর সুতল পিয়া আন্তরো ন দেঅ হিয়া
কে জান কওন দিগ গেল ॥ ২
অরে কৈসে জীউব মঞেরে
সুমরি বালভু নব নেহ ॥ ৩
একহি মন্দির বসি পিয়া ন পুছএ হসি
মোরে লেখে সমুদক পার।
ই দুই জোবনা তরুন লাখ লহ
সে আবে পরস গমার ॥ ৫

* ন. গু. ৬২৫ ; সা. প. ৭৯ ; প. ত, ১৬৩৯ ; কাব্য ১০।
† ন. গু. ৬২৬ ; বেণীপুরী ১৮৭।
‡ ন. গু. ৬২৭।

হুতি বুনি বুনি মোতি সরি কিনি কিনি
মোরে পিয়াএে গাথল হার।
সখে লেখি তহি হম হরবা গাথল
সে আবে তোলত গমার ॥ ৭
অবেরে পথিক ভইআ সমাদ লএ জইহ
জাহি দেস বস মোর নাহ।
হমব সে দুখ সুখ তহি পিয়া কহিহ
সুন্দরি সমাইলি বাহ ॥ ৯
ভনই বিদ্যাপতি অরে রে জুবতি
অবে চিতে করহ উছাহ।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখি দেই বর নাহ ॥ ১১

---

৬৩৪ *

(শ্রীবাধার উক্তি)

হমর নাগর রহল দুরদেস।
কেউ নহি কহ সখি কুসল সন্দেস ॥ ২
এ সখি কাহি করব অপতোস।
হমর অভাগি পিয়া নহি দোস ॥ ৪
পিয়া বিসরল সখি পুরব পিরীতি।
জখন কপাল বাম সব বিপরীতি ॥ ৬
মরমক বেদন মরমহি জান।
আনক দুখ আন নহি জান ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ন পুরল কাম।
কি করতি নাগরি জাহি বিধি বাম ॥ ১০

---

৬৩৫ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

পিয়া ছল চন্দ হম হম ছল দেহা।
কে পাপি তোড়ল ঐসন নেহা ॥ ২
পিয়া ছল খঞ্জন হম ছল খঞ্জনি।
কে বাঁধল পিয়া মরম নহি জানি ॥ ৪
পিয়া ছল সামতরু হম ছল লতা।
কে ভাঙ্গল তরু ন বুঝি বেবথা ॥ ৬
পিয়া ছল কামকলা হম ছল কামিনি।
পিয়া বিনু নহি জাএ দিন জামিনি ॥ ৮

---

৬৩৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সেওল সামি সব গুন আগর
সদয় সুদৃঢ় নেহ।
তহু সবে সবে রতন পাবএ
নিন্দহু মোহি সন্দেহ ॥ ২
পুরুথ বচন হো অবধান।
ঐসন নহি এহি মহিমণ্ডল
জে পরবেদন জান ॥ ৪
নহি হিত মিত কোউ বুঝাবএ
লাখ কোটী তোহে সাধী।
সবক আসা তোহে পুরাবহ
হম বিসরহ কাএী ॥ ৬

---

* ন. গু. ৬২৮।

† ন. গু. ৬২৯।

‡ ন. গু. ৬৩০।

৬৩৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

ন জানল কোন দোসে গেলাহ বিদেস।
অনুখনে ঝখইত তনু ভেল সেস ॥ ২
বুঝহি ন পারল নিঅ অপরাধ।
প্রথমক প্রেম দইব করু বাধ ॥ ৪
বেরি এক দইব দহিন জঞো হোএ।
নিরধন ধন জকে ধরব মোঞে গোএ ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধইরজ কএ রহ মিলত মুরারি ॥ ৮

---

৬৩৮ †

(শ্রীরাধা উক্তি)

দারুন কন্ত নিঠুর হিয়
সখি রহল বিদেস।
কেও নহি হিত মঝু সঞ্চরএ
জে কহত উপদেস ॥ ২
এ সখি হরি পরিহরি গেল
নিঅ ন বুঝীঅ দোস।
করম বিগতি গতি মাই হে
কাহি করব রোস ॥ ৪
মোহি ছল দিনে দিনে বাঢ়ত
দেখ হরি সঞে নেহ।
আবে নিঅ মনে অবধারল
পহু কপটক গেহ ॥ ৬

---

৬৩৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

নয়নক ওত হোইত হোএত ভান।
বিরহ হোএত নহি রহত পরান ॥ ২
সে আবে দেসান্তর আঁতর ভেলা।
মনমথ মদন রসাতল গেলা ॥ ৪
কওন দেস বসল রতল কওন নারী।
সপনে ন দেখএ নিঠুর মুরারী ॥ ৬
অমৃত সিচলি সনি বোললন্হি বানী।
মন পতিআএল মধুর পতি জানী ॥ ৮
হম ছল টুটত ন জাএত নেহা।
দিনে দিনে বুঝলক কপট সিনেহা ॥ ১০

---

৬৪০ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

এহন রকম মোর ভেল রে।
পহু দুরদেস গেল রে ॥ ২
দয় গেল বচনক আস রে।
হমহু আএব তুঅ পাসরে ॥ ৪
কতেক কএল অপরাধ রে।
পহু সঞে ছুটল সমাজ রে ॥
কবি বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ ন কর নিদান রে ॥ ৮

---

* ন. গু. ৬৩১।
† ন. গু. ৬৩২।
‡ ন. গু ৬৩৩।
§ ন. গু. ৬৩৪।

৬৪১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

এত দিন হৃদয় হরখ ছল
আবে সব দূর গেল রে।
রাঁকক রতন হেড়াএল
জগতেও সুন ভেল রে ॥ ২
বিহি নিরদয় কোনে দোসেঁ দহু
দেল দুখ মন মধরে।
মন কর গরল গরাসিঅ
পাপ আতমবধ রে ॥ ৪
জীবন লাগ মরন মন
মরন সোহাবন রে।
মোর দুখ কে পতিআএত
সুনহ বিরহি জন রে ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
মন ধীরজ ধরু রে।
অচির মিলত তোর প্রিয়তম
মন দুখ পরিহরু রে ॥ ৮

৬৪২ †

(সখীর উক্তি)

কত দিন আন দএ ধরব হিয়া।
জউবন কাল বিদেস রহু পিয়া ॥ ২
সে জব আগে নিয়র মধু অছলা।
মন কিছু ভল মন্দ হম নহি গনলা ॥ ৪
অব সে সব পরিচয় ভেল।
কানু নিঠুর পরীহরি গেল ॥ ৬
এক দিস বিসম কুসুমসর।
অওকাদিস গরুঅ গরিম ডর ॥ ৮
রাখব সিল কওন পরি।
ঐসন দোস ন বুঝল হরি ॥ ১০

৬৪৩ ‡

(সখীর উক্তি)

পুরুব জত অপুরুব ভেলা।
সময় বসে সেহও্যো দুর গেলা ॥ ২
কাহি নিবেদও্যো কুগত পহু।
জে কিছু করিঅ ভুজিয় সেহু ॥ ৪
সবহি সাজনি ধৈরজ সার।
নীরসি কহ কবি কণ্ঠহার ॥ ৬

৬৪৪ ¶

(দূতীর উক্তি)

মঞে ছলি পুরুব পেম ভরে ভোরী।
ভান অছল পিয়া আইতি মোরী ॥ ২
এ সখি সামী অকামিক গেলা।
জিবহু অরাধন ন অপন ভেলা ॥ ৪
জাইত পুছলহি ভলেও ন মন্দা।
মন বসি মনহি বঢ়াওল দন্দা ॥ ৬

* ন. গু. ৬৩৫।
† ন. গু. ৬৩৬।
‡ ন. গু. ৬৩৭।
¶ ন. গু. ৬৩৮।

সুপুরুস জানি কএল হমে মেরী।
পাওল পরাভব অনুভব বেরী ॥ ৮
তিলা এক লাগি রহল অছ জীবে।
বিনু সিনেহে বরই জনি দীবে ॥ ০
চাঁদবদনি ধনি ন ঝাঁখহ আনে।
তুঅ গুন সুমরি আওব পুনু কাহ্নে ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৪

---

৬৪৫ *

(দূতীব উক্তি)

কৌতুক তুহু কুলকমল তিয়াগল
জে পদ পঙ্কজ আস।
পহুক ভীন দিন ন গনল
ন গনল মরন তরাস ॥ ২
সজনি নিকরুন হৃদয় মুরারি।
অব ঘর জাইত ঠাম নহি পাবিঅ
পরিজন দেঅই গারি ॥ ৪
গগন চাঁদ পানিমাহ বারল
সগর নগর বেভার।
অমিয় ঘট বোলি হাথ পসারল
পাওল গরলক ধার ॥ ৬

---

৬৪৬ †

(সখীর উক্তি)

করওঁ বিরতি জত জত মন লাই।
পিয়া পরিচব পচতাব কেঁ জাই ॥ ২
ধন ধইরজ পরিহরি পথ সাচে।
করম দোসেঁ কনকেও ভেল কাচে ॥ ৪
নিঠুর বালভু সোঁ লাওল সিনেহে।
ন পুরল মনোরথ ন ছাড়ু সন্দেহে ॥ ৬
সুপুরুস ভানে মান ধন গেল।
দিন দিন মলিন মনোরথ ভেল ॥ ৮
জদি দূসন গুন পহু ন বিচার।
বড় ভএ পসরও পিসুন পসার ॥ ১০
পরিজন চিত নহি হিত পরখাব।
ধরসনে জীব কতএ নহি ধাব ॥ ১২
হম অবধারি হলল পরকার।
বিরহ-সিন্ধু রিব দএ বরু পার ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরারি ॥ ১৬

---

৬৪৭ ‡

(সখীর উক্তি)

জতনহু ও রে জতেও ন নিরবহ।
এ কহু তভেও অঙ্গিরলহ ॥ ২
সে সবে বিসরু তোঁহে ও রে বিমু হেতু
মরএ মধ্ধথহি কমরকেতু ॥ ৪
কপট কইয়ে কত ও রে কহু হিত।
বড় বোল ছড় বড় অনুচিত ॥ ৬

* ন. গু. ৬৩৯।

† ন. গু. ৬৪০।

‡ ন. গু. ৬ ১।

মোঞে অবলা বরু ও রে দয় জিব।
তরব দুসহ নরি সিব সিব ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ও রে সহি লেহ।
সুপুরুস বচন পসান রেহ ॥ ১০

— -

৬৪৮ *

(সখীর উক্তি)

বারি বয়স তেজি গেহ।
পিয় মন ওহয় সন্দেহ ॥ ২
তনি মন আছে ওহ ভান।
এতয় সময় ভেল আন ॥ ৪
তোরিত পঠাওব দন্দেস।
আবে নহি উচিত বিদেস ॥ ৬
জৌবন রূপ সিনেহ।
সেহে সুমরি খিন দেহ ॥ ৮
বিদ্যাপতি কবি ভান।
অচির হোরত সমাধান ॥ ১০

———

৬৪৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

বড়ি বড়াই সবে নহি পাবই
বিধি নিহারই জাই।
অপন বচন জে প্রতিপালয়
সে বড় নবহু চাহি ॥ ২
সাজনি সুজন জন সিনেহ।
কি দিয় অম্বর কনক উপম
কি দিয় পসান রেহ ॥ ৪
ও জদি অনল আনি পজারিয়
তইও ন হোয় বিরাম।
ই জদি অসি কি কসি কই কাটী
তইও ন তেজয় ঠাম ॥ ৬
গরল আনি সুধারসে সিঞ্চিঅ
সীতল হোমায় ন পার।
জইও সুধানিধি অধিক কুপিত
তইও ন বরিস খার ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি সুন রমাপতি
সকল গুন বিধান।
অপন বেদন তাকো নিবেদিঅ
জে পরবেদন জান ॥ ১০

———

৬৫০ ‡

(সখীর উক্তি)

পহিলি পিরীতি পরান আঁতর
তখনে অইসন রীতি।
সে আবে কবহু হেরি ন হেরথি
ভেলি নিম সনি তীতি ॥ ২
সাজনি জিবথু সএ পচাস।
সহসে রমনি রয়নি খেপথু
মোরাহু তহিক আস ॥ ৪

* ন. গু. ৬৪২।
† কাব্য. ৫; সা. ৬১৩।
‡ ন. গু. ৬৪৪।

কতনে জতনে গউরি অরাধিঅ
মাগিঅ স্বামি সোহাগা।
তথুহু অপন করম ভুঞ্জিঅ
জইসন জকর ভাগ ॥ ৬
সময় গেলে মেঘে বরীসব
কাদহু তেঁ জলধার।
সিত সমাপলে বসন পাইঅ
তেঁ দহু কী উপকার ॥ ৮
রয়নি গেলে দীপে নিবোধিঅ
ভোজন দিবস অন্ত।
জউবন গেলে জুবতি পিরিত
কা ফল পাওত কন্ত ॥ ১০
ধন অছইত জে নহি ভোগএ
তা ননে হো পচতাব।
জউবন জীবন বড় নিরাপন
গেলে পলটি ন আব ॥ ১২
ভন বিদ্যাপতি স্নুনহ জউবতি
সময় বুঝ সয়ান।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
লখিমা দেই রমান ॥ ১৪

---

৬৫১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

লোচন ধাএ ফেধাএল
হরি নহি আএল রে।
সিব সিব জিবও ন জাএ
আস অরুঝাএল রে ॥ ২
মন করে তঁহা উড়ি জাইঅ
জহাঁ হরি পাইঅরে।
পেম-পরসমনি জানি
আনি উর লাইঅ রে ॥ ৪
সপনহু সঙ্গম পাওল
রঙ্গ বঢ়াওল রে।
সে মোর বিহি বিঘটাওল
নিন্দও হেরাএল রে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি গাওল
ধনি ধইরজ ধর রে।
অচিরে মিলত তোহি বালমু
পুরত মনোরথ রে ॥ ৮

---

৬৫২ †

(দূতীর উক্তি)

জতএ সতত বইসে রসিক মুরারি।
ততএ সিখিহ মোর নাম দুই চারি ॥ ২
সখিগন গনইত লইহ মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ বিহি মোর বাম ॥ ৪
দিনে এক বেরি পিয়া লএ মোর নাম।
অরুন তুলহ করে দএ জল দান ॥ ৬
ইহ সব অভরন দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর ইহ পরনাম ॥ ৮
নিচয় মরব হম কানুক উদেস।
অবসর জানি মাগব সন্দেস ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি স্নন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি ॥ ১২

---

* ন. গু. ৬৬৫ ; বেণীপুরী ১৯৩।

† ন. গু. ৬৪৬ ; সা. প. ৮৬ ; প. ত. ১৮ কাব্য. ৮।

৬৫৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে
হমারি পিয়া কোন দেস রে।
মদন সরানলে এ তনু জর জর
কুসল সুনইত সন্দেস রে॥ ২
হমারি নাগর তথায় বিভোর
কেহন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাএ নাগর সুখী ভেল
হমারি হিয়া দয় সেল রে॥ ৪
সঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
তোড়হ গজমোতি হার রে।
পিয়া জদি তেজল কি কাজ সিঙ্গারে
জামুন সলিলে সব ডার রে॥ ৬
সীথাক সিন্দুর পোছি কর দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে।
ভনয় বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
দুখ ভেল অবসেস রে॥ ৮

৬৫৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

হম অভাগিনী দোসর নহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা॥ ২
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক জত গুন বিসরিত ভেলা॥ ৪
ভনই বিদ্যাপতি সুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হম চলি জাই॥ ৬

৬৫৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি পুছসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরান॥ ২
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক॥ ৪
বিহি মোর দারুন ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল॥ ৬
হম অবলা মতিবামা।
ন গনলুঁ ইহ পরিনামা॥ ৮
কি করব ইহ অনুজোগ।
আপন করমক দোখ॥ ১০
কবি বিদ্যাপতি ভান।
তুরিতে মিলায়ব কান॥ ১২

৬৫৬ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

হিম হিমকর কর তাপে তপায়লুঁ
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নহি সম্বাদই
কিএ করু মদন দুরন্ত॥ ২

* ন. গু. ৬২৭ ; সা. প. ৯৫ ; কা. ৩১।
† ন. গু. ৬২৮ ; সা. প. ৯১ ; প. ত. ১৬৭২ ; কা. ১৮।
পাঠান্তর—
৪র্থ চরণের শেষে এই দুইটী চরণ সা. প. তে আছে :—
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুঃখ নাহি জানে লোকে॥

‡ ন. গু. ৬২৭ ; সা. প, ৬৭ ; প. ত. ৪:৮।
§ ন. গু. ৬৬০ ; সা. প.৮৯ ; প. ত, ১৭.২ ; কা. ১৫।

জানলুঁ রে সখি কিএ মোর কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোহে বিমুখ ভেল রে
পলটি দিঠি নহি দেল ॥ ৪
এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়লুঁ
বুঝলুঁ অপন নিদান।
অবধিক আস ভেল সব কহিনী
কত সহ পাপ পরান ॥ ৬
বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরুন
কাহে সমুঝয়েব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুন পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ৮

---

৬৫৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুরতরুতল জব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিন ফলে সীত ন বারল
হম জীয়ব কথি লাগি ॥ ২
সজনি অব নহি বুঝিএ বিচার।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পূরল
রহল জনম দুখ ভার ॥ ৪
জনম জনম হরগৌরি অরাধলোঁ
সিব ভেল সকতি বিভোর।
কাম-ধেনু কত কৌতুকে পূজলোঁ
ন পূরল মনোরথ মোর ॥ ৬

অমিয়া সরোবরে সাধে সিনায়লোঁ
সংসয় পড়ল পরান।
বিহি বিপরীত কিএ ভেল
ঐসন বিদ্যাপতি পরমান ॥ ৮

---

৬৫৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মধুপুর মোহন গেল রে
মোরা বিহরত ছাতী।
গোপী সকল বিসরলনি রে
জত ছল অহিবাতী ॥ ২
সুতলি ছলহুঁ অপন গৃহ রে
নিন্দই গেলউঁ সপনাই।
করসোঁ ছুটল পরসমনি রে
কোন গেল অপনাই ॥ ৪
কত কহবো কত সুমিরব রে
হম ভরিএ গরানি।
আনক ধন সোঁ ধনবন্তী রে
কুবজা ভেল রানি ॥ ৬
গোকুল চান চকোরল রে
চোরী গেল চন্দা।
বিছুড়ি চললি দুহু জোড়ী রে
জীব দই গেল ধন্দা ॥ ৮
কাক ভাখ নিজ ভাখহ রে
পহু আওত মোরা।
খীর খাঁড় ভোজন দেব রে
ভরি কনক কটোরা ॥ ১০

* ন. গু. ৬৬১।

† ন. গু ৬৬২ ; বেণীপুরী ১৯০

ভনহি বিদ্যাপতি গাওল রে
ধৈরজ ধর নারী।
গোকুল হোয়ত সোহাওন রে
ফেরি মিলত মুরারি॥ ১২

---

৬৫৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথম সমাগম ভেল রে।
হঠন রয়নী বিতী গেল রে॥ ২
নব তনু নব অনুরাগ রে।
বিনু পবিচয় রস মাগরে॥ ৪
সৈসব পহু তেজি গেল রে।
জৌবন উপগত ভেল রে॥ ৬
অব ন জীয়ব বিনু কন্তরে।
বিরহে জীব ভেল অন্ত রে॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ গুনক নিধান রে॥ ১০

---

৬৬০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল
বিছুরল গোকুল নাম॥ ২
হরি হরি কাহে কহব ইহ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি নেহ খিন ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছএ কিবা সাধ॥ ৪
পুরুব পিয়ারি নারি হম অছল
অব দরসনহু সন্দেহ।
ভমর ভমএ ভমি সবহু কুসুমে রমি
ন তেজএ কমলিনি নেহ॥ ৬
আস নিয়র করি জিউ কত রাখব
অবহি সে করত পয়ান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর ধনি
মিলব তুরিতহি কান॥ ৮

---

৬৬১ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি মোর পিয়া।
অবহু ন আওল কুলিস-হিয়া॥ ২
নখর খোয়াওলুঁ দিবস লিখি লিখি।
নয়ন অন্ধাওলুঁ পিয়াপথ পেখি॥ ৪
জব হম বালা পরিহরি গেলা।
কিএ দোস কিএ গুন বুঝই ন ভেলা॥ ৬
অব হম তরুনী বুঝল রস ভাস।
হেন জন নহি মোর কহে পিয়া পাস॥ ৮
আএব হেন করি মোর পিয়া গেলা।
পূরবক জত গুন বিসরিত ভেলা॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন অব রাই।
কানু সমঝাইতে অব চলি জাই॥ ১২

* ন. গু. ৬৬৩ ; গ্রিয়ার্সন ৭১।
† ন. গু. ৬৬৪ ; সা. প. ৮৭ ; প. ত. ১৮৬২ ; কা. ১৯।
পাঠান্তর :—৮। বিদ্যাপতি কহ আশাহ ন নহ
আওব সে বরকান॥—সা. প ; কা ; প. ত
‡ ন. গু. ৬৬৫।

৬৬২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

জৌবন রূপ অছল দিন চারি।
সে দেখি আদর কএল মুরারি ॥ ২
অব ভেল ঝাল কুসুম রস ছুছ।
বারি-বিহুন সর কেও নহি পূছ ॥ ৪
হমরি এ বিনতী কহব সখি রোয়।
সুপুরুখ বচন অফল নহি হোয় ॥ ৬
জাবে রহই ধন অপনা হাথ।
তাবে সে আদর কর সঙ্গ সাথ ॥ ৮
ধনিকক আদর সব তহঁ হোয়।
নিরধন বাপুর পুছএ ন কোয় ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি রাখব সীল।
জো জগ জীবিএ নবও নিধি মীল ॥ ১২

৬৬৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

পহিল পিয়া মোর মুখে মুখ হেরল
তিল এক ন ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেমপাসে তনু গাঁথল
অব তেজল মোর সঙ্গ ॥ ২
সখি হম জীয়ব কথি লাগি।
জে বিনু তিল এক রহই ন পারিএ
সে ভেল পর অনুরাগি ॥ ৪
অঙ্গুলক অঙ্গুটী সে ভেল বহুটী
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বানহি অন্তর জর জর
বিদ্যাপতি দুখ কহই ন পার ॥ ৬

৬৬৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কালিক অবধি করিঅ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥
ভেল পভাত কহত সবহিঁ।
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ ॥ ৪
কালি কালি করি তেজলুঁ আস।
কন্ত নিতান্ত ন মিলল পাস ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পুর রমনীগন রাখল বারি ॥ ৮

৬৬৫ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
ন ভেল জুগল পলাসা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় জৈসে জামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নিরাসা ॥ ২
সখি হে অব মোহে নিঠুর মধাই
অবধি রহল বিসরাই ॥ ৪

* ন. গু. ৬৬৬ ; বেনীপুরী ১৯৮।
† ন. গু ৬৬৭ ; কা. ৪১।
‡ ন. গু. ৬৬৮ ; সা. প. ৮৪ ; প. ত. ১৮৬১ ; কা. ২৪
§ ন. গু. ৬৬৯ ; প. ত. ১৭৪০।

কে জানে চাঁদ চকোরিনী বঞ্চব
মাধব মুধপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিএ
বিঘটিত বিহি নিরমান ॥ ৬
পাপ পরান আন নহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুন মাধব
গোবিন্দ দাস রস পূর ॥ ৮

৬৬৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মোহি তেজি পিয়া মোর গেলহ বিদেস।
কোন পরি খেপব বারি বএস ॥ ২
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাস।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥ ৪
সুমরি সুমরি চিত নহি রহ থির।
মদন দহন তন দগধ সরীর ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ৮

৬৬৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সাঁঝহি নিঅ মুখপ্রেম পিয়াই।
কমলিনি ভমরী রাখল ছিপাই ॥ ২
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাসে।
কতয় ভমরা মোর পরল উপাসে ॥ ৪
ভমি ভমি ভমরী বালভু নিজ খোজে।
মধু পিবি মধুকর সুতল সরোজে ॥ ৬
নই ফুল কহেস নই উগই ন সুরে।
সিনেহো নহি জায় জীব সৌ মোরে ॥ ৮
কেও নহি কহে সখি বালমু বাতে।
রইন সমাগম ভই গেল প্রাতে ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনিএ ভমরী।
বালভু অছি তোর অপনহি নগরী ॥ ১২

৬৬৮ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

বিনু দোসে পিয় পরিহরি গেল।
জৌবন জনম বিফল ভেল ॥ ২
জগত জনমি সখি হম সনি।
নহি ধনি দোসরী করম হীনি ॥ ৪
হরি সঙ্গ কয়ল রভস জত।
বিসলেখে বিস সন ভেল তত ॥ ৬
নিরবধি বিরহ পয়োনিধি।
কতহু মরন নহি দেল বিধি ॥ ৮
বিরহ দহন হো তন অতি।
মনোরথ মনহি রহল কতি ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ গুনমতি।
অচিরহি মিলত মধুরপতি ॥ ১২

* ন. গু. ৬৭০ ; গ্রিয়ার্সন ৫৬।
† ন. গু. ৬৭১।
‡ ন. গু. ৬৭২।

৬৬৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পরল জৈসে মালতিমালা ॥ ২
কি কহসি কি পুছসি সুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥ ৪
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাস ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥ ৮

৬৭০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

পহিল বয়স মোর ন পূরল সাধ।
পরিহরি গেল পিয়া কওন অপরাধ ॥ ২
হম অবলা দুখ সহন ন জায়।
বিরহ দারুন দুজে মদন সহায় ॥ ৪
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জানি সজনি কওন গতি মোরা ॥ ৬
ঐসন সখিরি করম কিএ ভেল।
বিদ্যাপতি কহ গোয়ব পুন মেল ॥ ৮

৬৭১ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

নাহ দরস সুখ বিহি কৈল বাদ।
আঁকুরে ভাঙল বিনি অপরাধ ॥ ২
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল ॥ ৪
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকসয়ে কঠিন পরান ॥ ৬
শ্রবনহি স্যাম-নাম করু গান।
সুনইতে নিকসউ কঠিন পরান ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরন সমাপন প্রেম বিথারী ॥ ১০

৬৭২ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

জলউ জলধি জল মন্দা।
জহা বসে দারুন চন্দা ॥ ২
বচন নহি কে পরমানে।
সময় ন সহ পচবানে ॥ ৪
কামিনী পিয়া বিরহিনী।
কেবল রহলি কহিনী ॥ ৬
অবধি সমাপিত ভেলা।
কইসে হরি বচন চুকলা ॥ ৮

* ন. গু. ৬৭৩ ; সা. প. ৮০ ; প. ত. ১৬৪১, কা ১১।
† ন. গু. ৬৭৪ ; সা. প. ৮২ ; প. ত. ১৭১৪ ; কা. ৩০।
‡ ন. গু. ৬৭৫ ; সা. প. ৮৫ ; প. ত. ১৯৫২ ; কা. ৩:
§ ন. গু. ৬৭৭ (নেপালের পুথি)।

নিঠুর পুরুস পিরীতি।
জীব দএ সম্ভব জুবতী॥ ১০
নিচল নয়ন চকোরা।
ঢরিএ ঢরিএ পল নোরা॥ ১২
পথয়ে রহঞো হেরি হেরী।
পিয়া গেল অবধি বিসরী॥ ১৪
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
পুন ফলে সুপুরুস কী নহি পাবে॥ ১৬

---

৬৭৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কেও সুখে সুতএ কেও দুখে জাগ।
অপন অপন থিক ভিন ভিন ভাগ। ২
কি করতি অবলা চেতএ হার।
একহি নগর রে বহুত বেবহার॥ ৪
মাজরি তোরি ভমর মধু পীব।
সে দেখি পথিক কণ্ঠাগত জীব॥ ৬
কন্তা কন্ত মনোরথ পূর।
বিরহিনি বিরহে বেআকুলি ঝুর॥ ৮
বিদ্যাপতি ভন এহু রস জান।
রাএ সিবসিংঘ রূপিনি দেই রমান॥ ১০

---

৬৭৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

চান উগল হম দেখল সজনী গে
দেখি বিকল মন হোয়।
এহন বিধাতা নিরদয় সজনী গে
পরদেস পহু রহু সোয়॥ ২
চীর চিকুর সজি রাখল সজনী গে
জুঠী জোগাওল আজ।
বালভু বিনু কইসে জীঅব সজনী গে
অব জীবন কোন কাজ॥ ৪
অঙ্গহি উপজ অধর রস সজনী গে
ইহো থিক বিরহক আগি।
ভনই বিদ্যাপতি গাওল সজনী গে
ঔখধো নই ছুট বেআধি॥ ৬

---

৬৭৫ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

জেহে লতা লঘু লাএ কন্হাই।
জল দএ দএ কিছু গেলাহে বঢ়াই॥ ২
সে আবে ভরে কুসুমিত ভেল আই।
পরিমল পসরল দহ দিস জাই॥ ৪
পিআকে কহব পিক সুললিত বানী।
রভসক অবসর দুরজন জানি॥ ৬
হঠে অবধাবি বিলম্ব নহি সহই।
ফুললো ফুল-মধু বসি নহি রহই॥ ৮

---

* ন. গু. ৬৭৮।
† ন. গু. ৬৭৯।
‡ ন. গু. ৬৮০।

৬৭৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কত কত সখি মোহে বিরহে
ভৈ গেল তীতা।
গরল ভখি মোঞে মরব
রচি দেহে মোর চীতা ॥ ২
সুরসরি তীরে সরীর তেজব
সাধব মনক সিধি।
দুলহ পহু মোর সুলহ হোয়ব
অনুকুল হোয়ব বিধি ॥ ৪
কি মোঞে পাঁতি লীখি পঠাওব
তোহে কি কহব সম্বাদে।
দসমি দসা পর জব হম হোয়ব
টুটব সবহু বিবাদে ॥ ৬
অরু বচন কহিঅ সুন্দরি
সহজে পুরুখ ভোরা।
নারি পরখি নেহ বঢ়াবয়
সুনহ পুরুখ থোরা ॥ ৮
জেঁা পাঁচ সরে মরমে হানয়
নির ন রহব গেয়ানে।
সুতিরিথে মজি মোহে অনুসরি
করব জলদানে ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি কহই সুন্দরি
বিরহ হোয়ব সমধানে।
জলনিধিময় কহ্নাই কামতিরিথ
করব জলদানে ॥

———

৬৭৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জহি দেস পিক মধুকর নহি গুজর
কুসুমিত নহি কাননে।
ছও রিতু মাস ভেদ নহি জানএ
সহজহি অবল মদনে ॥ ২
সখি হে সে দেস পিআ গেল মোরা।
রসমতি বানী জতএ ন জানিঅ
সুনিঅ পেম বড় থোরা ॥ ৪
কহলিও কাহনী জতএ ন বুঝএ
কী করতি অঙ্গিত কাজে।
কওন পরি ততএ রতল অছ বালভু
নিভয় নিগুন সমাজে ॥ ৬
হম অপনাকে ধিক কয় মানল
কি কহব তহ্নিকি বড়াই।
কি হমে গরুবি গমারি সব তহ
কী রতি বিরত কহ্নাই ॥ ৮

———

৬৭৮ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথমহি বিহি সিনেহ বঢ়াওল
জেঁ বিধি উপজাএ।
সে আবে হঠে বিঘটাওল
দুসন কওন মোর পাএ ॥ ২

* ন. গু. ৬৮১।

† ন. গু. ৬৮২ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৬৮৩ (নেপালের পুথি)।

এ সখি হরি সুমঝাওব
কএ মোর পরথাব।
তক্ষিকে বিরহে মরি জাএব
তিরিবধ কওন আব॥ ৪
জীবন থির নহি অথিকএ
জৌবন তন্থ থোল।
বচন অপন নিরবাহিঅ
নহি করিঅএ ওল॥ ৬

৬৭৯ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

পিআ সয়ঁ কহব ভমরবর
পলটি আওব সেহে দেস।
আএ দেখবি নিজ ভাবিনি
তয়ঁ বরু জাএব বিদেস॥ ২
সৈসব সময় বাহএ গেল
জউবনে তনু লেল বাস।
তক্খুহু তোরিত চলি জাএব
পুরএ রহতি মোর আস॥ ৪
দিনে দিনে ঝখইতে খিন তনু
সুতয়ঁ নলিনি দল লাগি।
চাঁদ ঐসন ছল সীতল
সেহও বহএ তনু আগি॥ ৬
মনমথ মন মথ সব তন্থ
সে সুনি হিঅ মোর সাল।
বালভু হমর বিদেস বস
তেঁ জউবন ভেল কাল॥ ৮

৬৮০ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সে অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥ ২
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা।
সে পিয়া বিনা মোহে কে কি ন কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিসরল জদি কি অরু জীবনে॥ ৬
পুরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি জে ছল করমে॥ ৮
আন অনুরাগে পিয়া আন দেস গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিত মিলব মুরারি॥ ১২

— —

৬৮১ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

আসক লতা লগাওল সজনী
নয়নক নীর পটায়।
সে ফল অব তরুনত ভেল সজনী
আঁচর তর ন সমায়॥ ২
কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনী
তসু মন ভেল কুহ ভান।
দিন দিন ফল তরুনত ভেল সজনী
অহু খন ন করু গেয়ান॥ ৪

* ন. গু. ৬৮৪।

† ন. গু. ৬৭৬; প. ত. ১৬৭০; কা. ২২।
‡ ন. গু. ৬৮৬; গ্রিয়ার্সন ৬৯; বেণী ১৯৫।

সব কর পহু পরদেস বসি সজনী
আএল সুমিরি সিনেহ।
হমর এহন পতি নিরদয় সজনী
নহি মন বাঢ়এ নেহ ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি পাওল সজনী
উচিত আওত গুনসাহ।
উঠি বধাব করু মন ভরি সজনী
অব আওত ঘর নাহ ॥ ৮

৬৮২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

আনহ কেতকিকের পাত।
মৃগমদ মসি নখ কাপ ॥ ২
সবহি লিখবি মোরি নাম।
বিনতি দেবি সব ঠাম ॥ ৪
সখি হে গইএ জনাবহ নাথ।
কর লিখন দএ হাথ ॥ ৬
নাম লইত পিঅ তোর।
সর গদ গদ করু মোর ॥ ৮
আঁতর জনু হো তোহার।
তেঁ তুর কর উর হার ॥ ১০
অব ভেল নব গিরি সিন্ধু।
অবহু ন সুমঝ সুবন্ধু ॥ ১২
বিধিগতি নহি পরকার।
সালয় সর কনিয়ার ॥ ১৪
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার।
কে সহ কাম পরহার ॥ ১৬

৬৮৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

গুরুজন পরিজন কে নহি গঞ্জএ
কে নহি করএ বিগান।
অপন অপজস জস করি মানল
হৃদয় ন ভাবল আন ॥ ২
সখিহে কানুকে কহবি সম্বাদ।
এতদিন প্রেম গুপুত করি রাখল
অবহু ভেল পরমাদ ॥ ৪
গুন লাগি প্রান তৃনহু করি মানল
কী করব কুলবতি জাতি।
কহ কবিসেখর অনুভবে জানল
পিরীতিক জৈসন ভাঁতি ॥ ৬

৬৮৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে মোরে বোলে পুছব কহ্নাই।
হমর সপথ থিক বিসরি ন হলবে
গএ তজি অবসর পাই ॥ ২
ছহ্নি সয়ঁ পেম হঠহি হমে লাওল
হিত উপদেস ন লেলা।
তৃনতরুঅর ছায়াতর বৈসলাহু
জইসন উচিত সে ভেলা ॥ ৪

* ন. গু. ৬৮৭
† ন. গু. ৬৮৫।
‡ ন. গু. ৬৮৯।

একে হমে নারি গমারি সবহু তহ
দোসরে সহজ মতিহীনী।
অপনুক দোস দৈবকে কি কহব
ও নহি ভেলাহে চিহ্নী॥ ৬
অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরবহ
ধরএ অপন বেবহারে।
আগিল দুর কর গাহিল চিত ধর
জইসন বড়ি কুসিয়ারে॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
চিতে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
সকল কলারস জানে॥ ১০

---

৬৮৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কানন ভমি ভমি কুহুক ময়ূর।
কট ভেল নিয়র কন্ত বড় দূর॥ ২
কতি দুর মধুপুর কহ সখি জানি।
জঁহা বস মাধব সারঙ্গপানি॥ ৪
সুনি অপঝম্প কাঁপ মোর দেহ।
গরএ গরল বিস সুমিরি সিনেহ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি॥ ৮

৬৮৬ †

(সখীর উক্তি)

নমিত অলকে বেঢ়লা
মুখকমল সোভে।
রাহু কি বাহু পসারলা
সসিমণ্ডল লোভে॥ ২
মদন সরে মুরছলী
চিত চেতন বালা।
দেখলি সে ধনি হে
বাসি নিমালিনী মালা॥ ৪
কলস কুচ লোটাইলী
ঘন সামরি বেনী।
কনয় পরয় সূতলী
জনি কারি নাগিনী॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি ভাবিনী
থির থাক ন মনে।
রাজা রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমনে॥ ৮

---

৬৮৭ ‡

(সখীর উক্তি)

পিয় বিরহিনি অতি মলিনি
বিলাসিনি কোনে পরি জীউতি রে।
অবধি ন উপগত মাধব
অব বিস পিউতি রে॥ ২

* ন. গু. ৬৮৮।

† ন. গু. ৬৯১।
‡ ন. গু. ৬৯২।

আতপচর বিধু রবিকর
চরন কি পরসহ ভীমারে।
দিন দিন অবসন দেহ
সিনেহক সীমারে ॥ ৪
পহর পহর জুগ জামিনী
জামিনী জগইতে রে।
মূরছি পরএ মহি মাঁঝ
সাঁঝ সসী উগইতে রে ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ সবতঁহ
জান মনোভব রে।
কেও জনু অনুভব জগজন
বিরহ পরাভব রে ॥ ৮

---

৬৮৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কোন গুন পহু পরবস ভেল সজনী
বুঝলি তনিক ভল-মন্দ।
মনমথ মন মথ তনি বিনু সজনী
দেহ দহএ নিসিচন্দ ॥ ২
কহও পিসুন সত অবগুন সজনী
তনি সম মোহি নহি আন।
কতেক জতন সোঁ মেটিএ সজনী
মেটএ ন রেখ পসান ॥ ৪
দুরজন কটু ভাসএ সজনী
মোর মন ন হোএ বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনী
হরিন ন তজ হিমধাম ॥ ৬
জতও তরনিজল সোখএ সজনী
কমল ন তেজএ পাঁক।
জে জন রতল জাহি সোঁ সজনী
কি করত বিহি ভএ বাঁক ॥ ৮
বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনী
রস বুঝএ রসমন্ত।
রাজা সিবসিংঘ মন দএ সজনী
মোদবতী দেই কন্ত ॥ ১০

---

৬৮৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

এহি জগ নারি জনম লেল।
পহিলহি বয়স বিরহ ভেল ॥ ২
কথি লএ দৈব জনম দেল।
কঠিন অভাগ হমর ভেল ॥ ৪
অপনহি কমল ফুলাএল।
তাহি ফুল ভমর লোভাএল ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি গাওল।
উচিত পুরুবিল ফল পাওল ॥ ৮

---

* ন. গু. ৬৯৩ ; তিরাগর্ন ৭৫ ; বেণী ১৯৬।

† ন. গু. ৬৯০

৬৯০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব হমর রটল দুর দেস।
কেও ন কহই সখি কুসল সনেস ॥ ২
জুগ জুগ জীবথু বসথু লাখ কোস।
হমর অভাগ হুনক নহি দোস ॥ ৪
হমর করম ভেল বিহি বিপরীতি।
তেজলনি মাধব পুরুবিল পিরীতি ॥ ৬
হৃদয়ক বেদন বান সমান।
আনক দুঃখ আন নহি জান ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি করি জয়রাম।
দৈব লিখল পরিনত ল বাম ॥ ১০

৬৯১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জাহি অবসর তাহি ঠাম (মাধব)।
কিএ বিসরল মোর নাম ॥ ২
অব কি করব পরকার।
অপজস ভরল সংসার ॥ ৪
সবহি পাওল অবকাস।
জগভরি হো অবগাস ॥ ৬
কোন পরি সখী সভ সাথ।
উপর রহএ মোর মাথ ॥ ৮
করম ধরম মোর বাম।
সকল তকর পরিনাম ॥ ১০
জাহি দেখি হসলউ কালি।
সে দেবএ করতালি ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি ভান।
অচির করিঅ সমধান ॥ ১৪

৬৯২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সেহে পরদেস পরজোসিত রসিআ
হনে ধনি কুলমতি নারি।
তহ্নি পুনু কুসলে আওব নিজ আলএ
হম জীবে গেলাহ মারি ॥ ২
কহব পথিক পিআ মন দএরে
জৌবন বলে চলি জাএ ॥ ৩
জয়ঁ আবিঅ তইঅও ন আওব
জাও বিজয়ী রিতুরাজ।
অবধি বহত হে রহব নহি জীবন
পলটি ন হোএত সমাজ ॥ ৫
গেলা নীর নিরোধক কী ফল
অবসব বহলা দান।
জয়ঁ অপনে নহি জানীঅ রে
ভল জন পুছব আন ॥ ৭

* ন. গু. ৬৯৫ ; গ্রিয়ার্সন ৪৮ ; বেণী ১৯৭ ।
† ন. গু. ৬৯৬ ।
‡ ন. গু. ৬৯৭ (নেপালের পুথি)।

ভনই বিদ্যাপতি গাওল রে
রস বুঝএ রসমন্তা।
রূপনরাএন নাগর রে
লখিমা দেই সুকন্তা॥ ৯

৬৯৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি, হমহুঁ জাএব তনি পাস॥ ২
রখলক্হি কুবজা সোঁ নেহ।
হে সখি, তেজলনি হমরো সিনেহ॥ ৪
কত দিম তাকব বাট।
হে সখি, সূন ভেল জমুনা ঘাট॥ ৬
ওতহু রহথু গঅ ফেরি।
হে সখি, দরসন দেখু এক বেরি॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি রূপ।
হে সখি, মানুস জনম অনূপ॥ ১০

৬৯৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুন্দরি বিরহ সয়ন ঘর গেল।
কিএ বিধাতা লিখি মোহি দেল॥ ২
উঠলি চেহায় বইসলি সির নায়।
চহুদিস হেরি হেরি রহলি লজায়॥ ৪
নেহুক বন্ধু সেহো ছুটি গেল।
তুহু কর পহুক খেলাওন ভেল॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি অপুরুব নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ॥ ৮

৬৯৫ ‡

(সখীর উক্তি)

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ॥ ২
অহনিসি গরএ নয়ন জলধার।
খঞ্জনে মিলি উগিলল মোতি হার॥ ৪
কি করতি সসিমুখি কি বোলব আন।
বিনু অপরাধে বিমুখ ভেল কান॥ ৬
বিরহে বিখিন তনু ভেল হরাস।
কুসুম সুখাএ রহল অছ বাস॥ ৮
ঝখইতে সংসয় পরল পরান।
কবহুঁ ন উপসম কর পচবান॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি॥ ১২

* ন. গু. ৬৯১ (মিথিলার পদ); গ্রিয়ার্সন ৬৮।
† ন. গু. ৬৯৮; (মিথিলার পদ); গ্রিয়ার্সন ৫৭।
‡ ন. গু. ৬৯৪; গ্রিয়ার্সন ৭২।

৬৯৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

জেদিন মাধব পয়ান করল
উথল সে সব বোল।
সুনি হৃদয়ে করুনা বাঢ়ল
নয়ানে গলতহি লোর ॥ ২
দিবি কএ সপথ করল
নিয়রে আওল কান।
মঝু কর ধরি সিরে ঠেকায়লুঁ
সে সব ভৈগেল আন ॥ ৪
পথ নিরখইত চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমর জতা ॥ ৬
কোম সে নগরে রহল নাগর
নাগরী পাএ ভোর।
কহ বিদ্যাপতি সুন হে জুবতি
তোহারি নাগর চোর ॥ ৮

৬৯৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মন ছল ন টুটব নেহা।
সুজনক পিরীতি পসানক রেহা ॥ ২
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
ন জানিএ ঐসন দৈব গঠিত ॥ ৪
এ সখি কহবি বন্ধুরে করজোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি ॥ ৬
জদি কহ তুহু অগেয়ানি।
হম সোঁপলুঁ হিয়া নিজ কবি জানি ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ লাগল ধন্দা।
জকর পিরীতি সে জন অন্ধা ॥ ১০

৬৯৮ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

মন পরবস ভেল পরদেস নাহ।
দেখি নিসাকর তন উঠ দাহ ॥ ২
মদন বেদন দে মানস অন্ত।
কাহি কহব দুখ পরদেস কন্ত ॥ ৪
সুমরি সনেহ গেহ নহি ভাব।
দারুন দাদুর কোকিল রাব ॥ ৬
সুমরি সুমরি খসু নীবিবন্ধ আজ।
বড় মনোরথ ঘর পহু ন সমাজ ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বুঝ নৃপ রাঘব নব পচবান ॥ ১০

৬৯৯ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

সজনী কানুক কহবি বুঝাঈ।
রোপি পেমক বিজ অঙ্কুর মূঢ়লি
বাঁচব কোন উপাঈ ॥ ২

* ন. গু. ৭০১; সা. প. ৯৮; কাব্য ৩৪।
† ন. গু. ৭০২; সা. প. ৪৪; প. ত. ২৬৯; কাব্য ২৮।
‡ ন. গু. ৭০০; গ্রিয়ার্সন ৬১।
§ ন. গু. ৭০৩; সা. ৪৯; বেণী. ২০১।

তেল বিন্দু জৈসে পানি পসারিএ
ঐসন তুঅ অনুরাগ।
সিকতা জল জৈসে ছনছি সুখএ
তৈসন তোর সুহাগ ॥ ৪
কুল কামিনি ছলোঁ কুলটা ভৈঁ গেলোঁ
তিনকর বচন লোভাঈ।
অপনে কর হম মূঁড় মুড়াএল
কানু সে প্রেম বঢ়াঈ ॥ ৬
চোর-রমনি জনি মন মন রোঅঈ
অম্বর বদন ছিপাঈ।
দীপক লোভ সলভ জনি ধাএল
সে ফল ভুঞ্জইত চাই ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ইহ কলজুগ রিত
চিন্তা করহ ন কোঈ।
অপন করম দোস আপহি ভুঞ্জই
জে জন পরবস হোঈ ॥ ১০

———

৭০০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কে পতিআ লএ জাএত রে
মোরা পিয়তম পাস।
হিয় নহি সহএ অসহ দুখ রে
ভেল সাওন মাস ॥ ২
একসরি ভবন পিয়া বিনু রে
মোরা রহলো ন জায়।
সখি অনকর দুখ দারুন রে
জগ কে পতিআয় ॥ ৪
মোর মন হরি হরি লএ গেল রে
অপনো মন গেল।
গোকুল তজি মধুপুর বস রে
কত অপজস লেল ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
ধনি ধরু পিয় আস।
আওত তোর মনভাবন রে
এহি কাতিক মাস ॥ ৮

——

৭০১ ক

(শ্রীরাধার উক্তি)

ভাবিনি ভল ভএ বিমুখ বিধাতা।
জইহ পেম সুরতরু সুখদায়ক
সবই ভেল দুখদাতা ॥ ২
তোর সুমরি গুন মোর হৃদয় সূন
নোর নয়ন রহু ঝাঁপি।
গরজ গগন ভরি জলধর হরি হরি
অব হমর হিয় কাঁপি ॥ ৪
করিঅ জতন জত বিফল হোয় তত
ন পাইঅ তোহর সমাজে।
বিরহ দহন দহ তইও জীব রহ
সব তহ ই বড়ি লাজে ॥ ৬
নিবিড় নেহ রস বস ভয় মানস
পাব পরাভব লাখে।
পুরুস পরুসমতি কে জুবতী ন কহতি
কবি বিদ্যাপতি ভাখে ॥ ৮

——

* ন. গু. ৭০৪ (মিথিলার পদ); বেণী ২০২।

* ন. গু. ৭০৬ (মিথিলার পদ)।

৭০২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথম বয়স হম কি কহব সজনি
পহু তজি গেলাহ বিদেস।
কত হম ধৈরজ বাঁধব সজনি
তনি বিনু সহব কলেস ॥ ২
আওন অবধি বিতীত ভেল সজনি
জলধর ছপল দিনেস।
সিসির বসন্ত উসম ভেল সজনি
পাওস লেল পবেস ॥ ৪
চহুদিস ঝিঁগুর ঝঙ্করু সজনি
পিক সুন্দর করু গান।
মনসিজ মারু মরম সর সজনি
কতেক সুনব হম কান ॥ ৬
সেজ কুসুম নহি ভাবএ সজনি
বিস সম চানন চীর।
জইও সমীর সীতল বহু সজনি
মন বচ উড়ল সরীর ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি গাওল সজনি
মন ধনি করিঅ হুলাস।
সুদিন হেরি পহু আওত সজনি
মন জনি করিঅ উদাস ॥ ১০

---

৭০৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

পরিজন কর লএ দেহরি মুহ দএ
রোঅএ পথ নিহারি।
কেও ন কহএ পুর পরিহরি মাধুর
কওনে দিন আওত মুরারি ॥ ২
কহি দএ সমদব কে সুমঝাএত
কঠিন হৃদয় পিআ তোরা ॥ ৩
পিআ বিসরল নেহ অবসন ভেল দেহ
কত কত সহব সঁতাপ।
কালি কালি ভএ মদন আগু কএ
আওত পাউস তাপ ॥ ৫

---

৭০৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

বরিসএ লাগল গরজি পয়োধর
ধরনী দস্তুদি ভেলী।
নবি নাগরী রত পরদেস বালভু
আওত আসা গেলী ॥ ২
সাজনি অব হমে মদন অধারে।
সুন মন্দির পাউস কে জামিনি
কামিনী কী পরকারে ॥ ৪
লঘু গুরু ভএ সবি পএ ভরে বাঢ়লি
নীচেও ভউ অগাধে।
কওনে পরি পথিকে অপন ঘর আওব
সহজহি সব কা বাধে ॥ ৬

---

* ন. গু. ৭০৭ ; গ্রিয়ার্সন ৭০।

† ন. গু. ৭০৮।

‡ ন. গু ৭০৯ (নেপালের পুথি)।

এহে বেআজ কইএ পিআ গেল।
আওব সময় সমাজে।
মোহি বরু অতনু অতনু কএ ছড়াথু
সে সুখ ভুজথু রাজে ॥ ৮
তুঅ গুন সুমরি কাহে পুনু আওব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

—

৭০৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

গগন গরজি ঘন ঘোর।
হে সখি, কখন আওত পহু মোর ॥ ২
উগলহি পাচো বান।
হে সখি, অব ন বচত মোর প্রান ॥ ৪
করব কওন পরকার।
হে সখি, জৌবন ভেল জীঅমার ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি ভান।
হে সখি, পুরুস কর হি পরমান ॥ ৮

—

৭০৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

দরসন লাগি পুজএ নিত কাম।
অনুখন জপএ তোহরি পএ নাম ॥ ২
অবধি সমাপল মাস অখাঢ়।
অব দিনে দিনে হে জীবন ভেল গাঢ় ॥ ৪
কহব সমাদ বালভু সখি মোর।
সবতহ সময় জলদ বড় ঘোর ॥ ৬
একে অবলাহে কুপুত পঞ্চবান।
মরম লখএ কর সর সন্ধান ॥ ৮
তুঅ গুন বান্ধল অছএ পরান।
পরবেদন দেখ পর নহি জ ॥ ১০

—

৭০৭ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে কে নহি জানত হৃদয়ক বেদন
হরি পরদেস রহই।
বিরহ-দসা দুখ কাহি কহব
জে তসু কহিনি কহই ॥ ২
ধারা সঘন বরস ধরনীতল
বিজুরি দসদিস বিন্ধই।
ফিরি ফিরি উতরোল ডাক ডাহুকিনি
বিরহিনি কৈসে জিবই ॥ ৪

* ন. গু. ৭০৫ (মিথিলার পদ); গ্রিয়ার্সন ৬৫।
† ন. গু. ৭১০ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৭১১।

জৌবন ভেল বন বিরহ হুতাসন
মনমথ ভেল অধিকারি।
বিদ্যাপতি কহ কতহু সে দুখ সহ
বারিস নিসি আঁধিয়ারি॥ ৬

---

৭০৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

হম ধনি তাপিন মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নহি সঙ্গ।
বরিসা পরবেস পিয়া গেল দূরদেস
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥ ২
সজনি আজু সমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসএ মোয়॥ ৪
ঘন ঘন গরজিত সুনি জাউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুন পিউ পিউ সুমরন
ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোর॥ ৬
বরিখএ পুন পুন আগিদহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ সুন রমনীবর
মীলব পহু গুনবন্ত॥ ৮

---

৭০৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কী পহু পিসুন বচন দেল কান।
কী পর কামিনি হরল গেআন॥ ২
কী পহু বিসরল পুরুবক নেহ।
কী জীবন দহু পরল সন্দেহ॥ ৪
ঝূঠা বচন সুইলাহু মোহি লাগি।
তুরঅ বাঁধি ঘর লেসলি আগি॥ ৬
কন্ত দিগন্ত গেলা হে কাঁ লাগি।
সীতলি রঅনি বরিস ঘনে আগি॥ ৮
কহব কলাবতি কন্ত হমার।
বারিস পরদেস বসএ গমার॥ ১০
সব পরদেসিআ একে সোভাব।
গএ পরদেস পলটি নহি আব॥ ১২
মার মনোজ মরম সব আহি।
বরখা বরিঅ বসন্তহু চাহি॥ ১৪

---

৭১০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে হমর দুখক নহি ওর।
ই ভর বাদর মাহ ভাদর
সূন মন্দির মোর॥ ২
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরসন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া॥ ৪

* ন. গু. ৭১০ ; কা. ১২ ; প. ত. ১৭৭০ ; সা. প. ৯০।

† ন. গু. ৭১২।

‡ ন. গু. ৭১৩ ; কা. ১৯ ; প. ত. ১৭৩৫ ; সা প. ৯১ ;
বেণী ১৯৯।

কুলিস কত সত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুর ডাক ডাহুক
ফাটি জায়ত ছাতিয়া ॥ ৬
তিমির দিগ ভরি ঘোর জামিনি
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কইসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥ ৮

---

৭১১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
করকঙ্কন ঝমকাঈ।
জখন জলদে ধবলা-গিরি বরিসব
তখনুক কওন উপাঈ ॥ ২
গগন গরজ ঘন সুনি মন সঙ্কিত
বারিস হরি করু রাবে।
দখিন পবন সৌরভে জদি সতরব
তুহু মন তুহু বিছুরাবে ॥ ৪
সে সুনি জুবতি জীব জদি রাখতি
সুন বিদ্যাপতি বানী।
রাজা সিবসিংঘ ই রস বিন্দক
মদনে বোধি দেবি আনী ॥ ৬

---

৭১২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

অঙ্কুর তপন-তাপ জদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ঈ নব জৌবন বিরহ গমাওব
কি করব সে পিয়া নেহে ॥ ২
হরি হরি কে ইহ দৈব দুরাসা।
সিন্ধু নিকট জদি কণ্ঠ সুখাএব
কে দূর করব পিয়াসা ॥ ৪
চন্দন তরু জব সৌরভ ছোড়ব
সসধর বরিখব আগি।
চিন্তামনি জব নিজ গুন ছোড়ব
কা মোর করম অভাগি ॥ ৬
সাওন মাহ ঘন-বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছাঁদে।
গিরিধর সেবি ঠাম নহি পাএব
বিদ্যাপতি রহু ধাঁদে ॥ ৮

---

৭১৩ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কাহু দিস কাহল কোকিল রাবে।
মাতল মধুকর দহদিস ধাবে ॥ ২
কেও নহি বুঝএ নিধন আনে।
ভমি ভমি লুটএ মানিনি জন মানে ॥ ৪
কি কহবো অগে সখি অপন বিভালা।
বিনু কারনে মনমথে করু ধালা ॥ ৬

* ন. গু. ৭১৫

† ন. গু. ৭১৬ ; বেণী ২০৪ ।

‡ ন. গু. ৭১৭ (নেপালের পুথি

কিসলয় সোভিত নব নব চূতে।
ধজকা ধরল দেখিঅ বহূতে ॥ ৮
কসি কসি গন কুসুম সর লেই।
প্রান ন হরএ বিরহ পএ দেই ॥ ১০
দহিন পবন কওনে ধরু নামে।
অনুভব পাএ সেহও ভেল বামে ॥ ১২
মন্দ সমীর বিরহি বধ লাগি।
বিকচ পরাগ পজারএ আগি ॥ ১৪

---

৭১৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

বিপত অপত তরু পাওল রে
পুন নব নব পাত।
বিরহিন-নয়ন বিহল বিহি রে
অবিরল বরিসাত ॥ ২
সখি অন্তর বিরহানল রে
নিত বাঢ়ল জায়।
বিনু হরি লখ উপচারহু রে
হিয় দুখ ন মেটায় ॥ ৪
পিয় পিয় রটএ পপিহরা রে
হিয় দুখ উপজাব।
কুদিনা হিত জন অনহিত রে
থিক জগত সোভাব ॥ ৬
কবি বিদ্যাপতি গাওল রে
দুখ মেটত তোর।
হরখিত চিত তোহি ভেটত রে
পিয় নন্দকিসোর ॥ ৮

---

৭১৫ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সাহর সউরভ গগন ভরে।
ভমরি ভমর ঝুম্ব বাদ করে ॥ ২
লোভক সম্ভ্রম সঙ্গক দন্দ।
বঙুল পিয়াসল থোর মকরন্দ ॥ ৪
সে দেখি রিতুপতি আএল চলী।
জাকর মো মন সঙ্কা ছলী ॥ ৬
কোমল মাজরি কোকিল খাএ।
মানিনি মান পিবি ও ন অঘাএ ॥ ৮
জাবে ন অঙ্গ তরুনত ভেল।
তাবে সে কন্ত দিগন্তর গেল ॥ ১০
পরহিত অহিত সদা বিহি বাম।
দুই অভিমত ন রহএ এক ঠাম ॥ ১২
ধন কুল ধবম মনোভব চোব।
কেও ন বুঝাব মুগুধ পিআ মোব ॥ ১৪
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রজা সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান ॥ ১৬

---

৭১৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

বসন্ত রয়নি রঙ্গে	পলটি খেপবি সঙ্গে
পরম রভসে পিঅ গেল কহি।
কোকিল পচম গাব	তইঅও ন সুবন্ধু আব
উতিম বচন বেভিচর নহি ॥ ১
সাএ উগলি বেরথা ॥ ৩

---

* ন. গু. ৭২০ (মিথিলার পদ); বেণী ২০৬।

† ন. গু. ৭১৯।

‡ ন. গু. ৭১৮।

অবহু ন অএলে কন্তা নহি ভল পরজন্তা
মো পতি পছিম সুর উগি গেলা।
সাহর সৌরভে দিসা চাঁদ উজোরি নিসা
তরুতর মধুকর পসরলা ॥ ৫
ই রস হৃদয় ধরি তইঅও ন আব হরি
সে জদি পুরুব পেম বিসরলা ॥ ৬
কবি ভন বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
মানিনি মনোরথ সুবত্তক।
সিরি সিবসিংঘ দেবা চরন কমল সেবা
মহাদেবি লখিমা দেই বরু ॥ ৮

৭১৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সিসির সময় বহি বহল বসন্ত।
গরজঁহু ঘর নহি আওল কন্ত ॥ ২
ও পরদেসিয়া ধন বনিজার।
মোরা হৃদয় ভার ভেল হার ॥ ৪
গুনিজন ভএ পহু ভেলা ভোর।
আকুল হৃদয় তজ নহি মোর ॥ ৬
এ সখি এ সখি কি কহবি তোহি।
ভলিকই নাথে বিসরল মোহি ॥ ৮
নিজ তন ভমএ কুসুম মকরন্দ।
গগন অনল ভএ উগল চন্দ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি পুনু পহু আস।
জাবত রহত দেহ তিল সাস ॥ ১১

৭১৮ ক

(শ্রীরাধার উক্তি)

কাননে কাননে কুন্দ ফুল।
পলটি পলটি তাহি ভমর ভুল ॥ ২
পুনমতি তরুনি পিয়া সঙ্গ পাব।
বরিসে বরিসে ঋতুরাজ আব ॥ ৪
রজনি ছোটি হো দিবস বাঢ়।
জনি কামদেব করবাল কাঁঢ় ॥ ৬
মলয়ানিল পিব জুবতি মান।
বিরহিন-বেদন কেও ন জান ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি রিতু বসন্ত।
কমর অমর জ্ঞানো-দেই কন্ত ॥ ১০

৭১৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

ফিরি ফিরি ভমরা উনমত বুল।
কানন কানন কেসু ফুল ॥ ২
মোহি ভান লাগল কহওঁ কাহি।
রিতুপতি বেকতাএল অসকসাহি ॥ ৪
চন্দা উগি চণ্ডাল ভেল।
দ্বিজরাজ ধরমতা বিসরি গেল ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাঘব সিংঘ সোনমতি দেই কন্ত ॥ ৮

* ন. গু. ৭২২ (মিথিলার পদ)।

† ন. গু. ৭২৩।

‡ ন. গু. ৭২৪ (মিথিলার পদ

৭২০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

ললিত লতা জনি তরু মিলতী।
তহ্নি পিআ কণ্ঠ গহএ জুবতী॥ ২
আজু অপন মন থির ন রহ।
মজুকর মদন সমাদ কহ॥ ৪
ভনই সরস কবি রস সুজান।
ত্রিপুরসিংঘসুত অরজুন নাম॥ ৬

---

৭২১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সরোবর মজ্জি সমীরন বিথরও
কেবল কমল পরাগে।
মাধবিকা মধু পিবহি ন পারএ
কোকিল দে উপরাগে॥ ২
সাজনি সাজনি সাজনি সাজনি
সুনহি সাজনি মোরী।
বালম্ভু সোঁ মঝু দীঠি মিলাবহি
হোইহোঁ দাসী তোরী॥ ৪
পাড়রি পরিমল আসা পুরঅ
মধুকর গাবএ গীতে।
চাঁদিনি রজনী রভস বঢ়াবএ
মোপতি সবে বিপরীতে॥ ৬
হৃদয়ক বাউলি কহিঅ পর জনু
তোঁ হী কহোঁ সয়ানী।
বিনু মাধব রে মধু রজনী জাইতি
মীন কি জীব বিনু পানী॥ ৮
বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবএ
হোউ উপাদেসোঁ বসমন্তু।
অরজুন রাএ চরণ পএ সেবহি
গুনা দেই রানি কন্তা॥ ১০

---

৭২২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিমসিখর সিধারল
পিয়া নিজ দেস ন আওই রে।
চনন চান তন অধিক উতাপএ
উপবন অলি উতরোল রে।
সময় বসন্ত কন্ত রহু দূরদেস
জানল বিহি প্রতিকূল রে॥ ৪
আনমিখ নয়ন নাহ মুখ নিরখইত
তিরপিত ন ভেল নয়ান রে।
ই সুখ সময় সহএ এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরান রে॥ ৬
দিন দিন খিন তনু হিম কমলিনি জনি
ন জানি কি জিব পরজন্ত রে।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুন কন্ত রে॥ ৮

* ন. গু. ৭২১।
† ন. গু. ৭২৫.
‡ ন. গু. ৭২৬; প. ত ১৭১৩; কা ১৬; সা. ৮৭; বেণী ১০০।

৭২৩ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব মাস তীথি ছল মাধব
অবধি করিঅ পহু গেলা।
কুচ জুগ সম্ভু পরসি হঁসি কহলনি
তেঁহ পরতীতি মোহি ভেলা ॥ ২
অবধি ওর ভেল সময় বেয়াপিত
জীব মধ হরি গেল আসে।
তখনুক বিরহ জুবতী নহি জীউতি
কী করত মাধব মাসে ॥ ৪
ছন ছন কয়কই দিবস গমাওল
দিবস দিবস কয় মাসে।
মাস মাস কই বরস গমাওল
আব জীবনক কোন আসে ॥ ৬
আম মজর ধরু মন মোর গহবর
কোকিল সবদ ভেল মন্দা।
এহন বয়স তজি পহু পরদেস গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা ॥ ৮
কুমকুম চানন আগি লগাওল
কেও কহ সীতল চন্দা।
পহু পরদেস অনেককই রাখথি
বিপতি চিহ্নিএ ভলমন্দা ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বরজৌবতি
হরিক চরন করু সেবা।
পরল অনাইত তেঁ ছথি অন্তয়
বালমু দোস ন দেবা ॥ ১২

---

৭২৪ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাস অখাঢ় উন্নত নব মেঘ।
পিয়া বিসলেখে রহওঁ নিরথেঘ ॥ ২
কোন পুরুব সখি কওন সেহ দেস।
করব মোএ তহাঁ জোগিনি বেস ॥ ৪
মোর পিয়া সখি গেল দুর দেস।
জৌবন দএ গেল সাল সন্দেস ॥ ৬
সাওন মাস বরিস ঘন বারি।
পন্থ ন সূঝে নিসি আঁধিআরি ॥ ৮
চৌদিস দেখিঅ বিজুরী রেহ।
সে সখি কামিনি জিবন সন্দেহ ॥ ১০
ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহুকএ দাদুল মোর ॥ ১২
চেউকি চেউকি পিয়া কোর সমায়।
গুনমতি সুতলি অঙ্কম লগায় ॥ ১৪
আসিন মাস আস ধর চীত।
নাহ নিকারুন নৈ ভেলাহ হীত ॥ ১৬
সরবর খেলএ চকবা হাস।
বিরহিনি বৈরি ভেল আসিন মাস ॥ ১৮
কাতিক কন্ত দিগন্তর বাস।
পিয় পথ হেরি হেরি ভেলাহু নিরাস ॥ ২০
সুখে সুখ রাতি সবহু কা ভেল।
হম দুখ সাল সোআমি দে গেল ॥ ২২
অগহন মাস জীবকে অন্ত।
অবহু ন আওল নিরদয় কন্ত ॥ ২৪
একসরি হমে ধনি সুতওঁ জাগি।
নাহক আওত খাঅত মোহি আগি ॥ ২৬
পুস খীন দিন দীঘরি রাতি।
পিয়া পরদেস মলিন ভেলি কাতি ॥ ২৮

---

* ন. গু ৭২৮ (মিথিলার পদ); গ্রিয়ার্সন ৬৬; মি. গী. স. পৃঃ ২৩। † ন. গু. ৭২৯ (মিথিলার পদ)।

হেরওঁ চৌদিস ঝখওঁ রোয়।
নাহ বিছোহ কাহু জনু হোয় ॥ ৩০
মাঘ মাস ঘন পড়এ তুসার।
ঝিলমিল কেচুআঁ উনত থন হার ॥ ৩২
পুনমতি সূতলি পিঅতম কোর।
বিধিবস দৈব বাম ভেল মোর ॥ ৩৪
ফাগুন মাস ধনি জীব উচাট।
বিরহ-বিখিন ভেল হেরওঁ বাট ॥ ৩৬
আওল মত্ত পিক পঞ্চম গাব।
সে সুনি কামিনি জিবহু সতাব ॥ ৩৮
চৈত চতুরগুন পিয় পরবাস।
মালী জানে কুসুম বিকাস ॥ ৪০
ভমি ভমি ভমরা কর মধু পান।
নাগব ভই পহু ভেল অসয়ান ॥ ৪২
বৈসাখে তবে খর মরন সমান।
কামিনি কন্ত হনএ পঁচবান ॥ ৪৪
ন জুড়ি ছাহরি ন বরিস বারি।
হম জে অভাগিনি পাপিনি নারি ॥ ৪৬
জেঠ মাস উজর নব রঙ্গ।
কন্ত চহএ খলু কামিনি সঙ্গ ॥ ৪৮
রূপ নরায়ন পুরথু আস।
ভনই বিদ্যাপতি বারহ মাস ॥ ৫০

---

৭২৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত ॥ ২
কোকিল কুল কলরব বিথার।
পিয়া পরদেস হম সহই ন পার ॥ ৪
অব জদি জাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐসে হমর মন মান ॥ ৬
ইহ সুখ সময় সেহো মঝু নাহ।
কা সয়ঁ বিলসব কে কহ তাহ ॥ ৮
তুহু জদি ইহ সুখ কহ তসু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহ পূরব কাম ॥ ১০

* ন. গু. ৭২৭ ; প. ত. ১৭১৫ ; সা. ৮৮ ; কা ১৭।

৭২৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মোর বন বন সোর সুনইত
বঢ়ত মনমথ পীর।
প্রথম ছাব অসাঢ় আওল
অবন্ত গগন গম্ভীর ॥ ২
দিবস রয়না অরে সখী
কইসে মোহন বিন্তু জাএ ॥ ৪
আওএ সাওন বরিখ ভাওন
ঘন সোহাওন বারি।
পঞ্চসর-সর ছুটত রে, কইসে
জীঅয়ে বিরহিন নারি ॥ ৬
আওএ ভাদো বেগর মাধো
কাঁ সো কহি এহি দুখ।
নিডর ডর ডর ডাক ডাহুক
ছুটত মদন ধনুক ॥ ৮
অছুহ আসিন গগন ভাখিন
ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংঘ ভূপতি ভনহি ঐসন
চতুর মাস কি বোল ॥ ১০

---

† ন. গু. ৭৩০ ; বেণী ১৯৯।

৭২৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কানুসে কহবি কর জোরি
বোলি দুই চারি সুনাওব মোরি ॥ ২
মুঝে কত পরিখসি আর।
তুঅ আরাধন বিদিত সংসার ॥ ৪
হমছল ন টুটব নেহা।
সুপুরুখ বচন পসানক রেহা ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সাই।
ন কর বিসাদ মনে মিলব মধাই ॥ ৮

---

৭২৮ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কত দিন রহব কপোল কর লায়।
রবিক অছইত কমলিনি কুম্ভিলায় ॥ ২
কহব নিঅ উগুতি জুগুতি পরচারি।
অব ন জিবতি ধনি তোহরি পিয়ারি ॥ ৪
অভরন ভুখন হলু ছিড়িআয়।
কনক লতা সন ফুল ঝড়ি জায় ॥ ৬
বসন উঘরি হেরল ভরি দীঠি।
গারি নড়াওল কুসুমক সীঠি ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু ব্রজ নারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১০

---

৭২৯ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সজনি, কে কহ আওব মধাঈ।
বিরহ-পয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মন নহিঁ পতিআঈ ॥ ২
এখন-তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবন আসা ॥ ৪
বরস বরস করি সময় গমাওল
খোয়ালুঁ কানুক আসে।
হিমকর-কিরন নলিনি জদি জারব
কি করব মাধব-মাসে ॥ ৬
অঙ্কুর তপন-তাপ জদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবজৌবন বিরহ গমাওব
কি করব সে পিয়া নেহে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
অব নহি হোই নিরাসে।
সে ব্রজনন্দন হৃদয়-অনন্দন
ঝটিত মিলব তুঅ পাসে ॥ ১০

---

* ন. গু. ৭৩১।
† ন. গু. ৭৩২ (মিথিলার পদ)।
‡ ন. গু. ৭৩৩; প. ত. ১৮২৭।১৯৫৭; কা. ২০; সা. ১৬; দী. ১০২০; বেণী. ২০৩।

৭৩০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

জখনে মাধব পয়ান করল
উগঅ সে সব বোল।
তুহুক হৃদয় করুনা বঢ়ল
নয়ন গরএ নোর ॥ ২
করে কর ধরি সির পরসল
নিঅর আওল কান।
অবধি কইএ সপথ করল
সে সব ভই গেল আন ॥ ৪
সখি হে অবহু ন আওল নাহ।
দোসর বসন্ত অগুসর ভেল
কে সহ মদনক দাহ ॥ ৬
পথ নিহারইত চূত মঞ্জুল
ফুটল মাধবি লতা।
নবিন কোকিল পঞ্চম গাবএ
গুঞ্জর ভমর জতা ॥ ৮
অবধি পূরল অবহু ন আওল
নাগর পড়ি গেল ভোর।
কওন গুনবতি কি গুনে বাঁধল
মুগুধ মাধব মোর ॥ ১০

—

৭৩১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

আজ মোয়ঁ জানল হ র বড় মন্দ।
বোল বদন তোর পুনিমক চন্দ ॥ ২
একে দিনে পুরিত দিনহু দিনে খীন।
তা সয়ঁ তুলনা হরি হমে দীন ॥ ৪
বইসলি অধোমুখি চিতেঁ গুন দন্দ।
একে বিরহিনি হে দোসরে দহ চন্দ ॥ ৬
নয়ন নীর ঢর পানি কপোল।
খনে খনে মুরুছি ভরম কত বোল ॥ ৮
সখি চেতাউলি অবধিক আস।
রিপু রিতুরাজ তজ ঘন সাঁস ॥ ১০

—

৭৩২ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

জখনে আওব হরি রহব চরন ধরি
চাঁদে পুজব অরবিন্দা।
কুসুম সেজ ভলি করব সুরত কেলি
তুহু মন হোএত সানন্দা ॥ ২
সাএ সাএ হমর পরান নাথ কওনে বিরমাওল
কত জিব দেব বিসবাসে ॥ ৪
দিবস রহওঁ হেরি রঅনি বইরিনি ভেলি
বিসম কুসুম সর ভাবে।
নঅন নীর গল মুরছি ধরনি পল
নিরদএ কন্ত নহি আবে ॥ ৬

* ন. গু. ৭৩৪ (কীর্ত্তনানন্দ)।
† ন. গু. ৭৩৫ (তালপত্রের পুথি)।
‡ ন. গু. ৭৩৬ (তালপত্রের পুথি)।

সমঅ মাধব মাস পিআ পরদেস বস
তাহি দেস বসন্ত ন ভেলা।
ফুলল কদব গাছ হাট বাট সেহো অছ
মোরে পিআএঁ সেও ন দেখলা ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
অছ তোকেঁ জীবন অধারে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাএন
একাদস অবতারে ১০

৭৩৩ *

(উদ্ধবের প্রতি সখীর উক্তি)

চানন ভেল বিসম সর রে
ভূসন ভেল ভারী।
সপনহুঁ হরি নহি আএল রে
গোকুল গিরধারী ॥ ২
একসরি ঠাঢ়ি কদম-তর রে
পথ হেরথি মুরারী।
হরি বিনু হৃদয় দগধ ভেল রে
ঝামর ভেল সারী ॥ ৪
জাহ জাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর জাহে।
চন্দ্রবদনি নাহি জীবতি রে
বধ লাগত কাহে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি তন মন রে
সুনু গুনমতি নারী।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝট ঝারী ॥ ৮

৭৩৪ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব সুন্দরি নয়নক বারি।
পীন পয়োধর রচল ঝারি ॥ ২
নীচে অছল উচে চল ধাএ।
কনক ভূধর গেল দহাএ ॥ ৪
ত্রিবলী অছলি তরঙ্গিনি ভেলি।
জনি বঢ়িয়াই উবটি চলি গেলি ॥ ৬
সহজহি সঙ্কট পরবস পেম।
পাতকভীত পরাপতি জেম ॥ ৮
তোহরি পিরিতি রীতি দূরহি গেলি।
কুল সয়ঁ কুলমতি কুলটা ভেলি ॥ ১০

৭৩৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

মাধব বিধুবদনা।
কবহুঁ ন জানই বিরহক বেদনা ॥ ২
তহুঁ পরদেস জাব সুনি ভই খীনা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা ॥ ৪
কিসলয় তজি ভূমে সুতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠই তরাসে ॥ ৬
নোরহি কুচকুঙ্কুম ছুর গেল।
কুস-ভুজ ভূসন খিতিতল মেল ॥ ৮
অবনত বয়নে হেরত গীম।
খিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন ॥ ১০
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরীত।
সে সব গনইতে ভেলি মুরছীত ॥ ১২

* ন. গু. ৭৩০ (মিথিলার পদ) ; গ্রিয়ার্সন ৬৪ ; বেণী ২০৫ ।

† ন. গু. ৭৪১ ।

‡ ন. গু. ৭৪০ ; সা. ৭৭ ; প. ত. ১৬১৭ ; কা. ২

৭৩৬ *

(দূতীর উক্তি)

নদি বহ নয়নক নীরে
মুরছি পড়ল তন্থ তীরে ॥ ২
সব খন ভরম গেআন।
আন পুছিঅ কহ আন ॥ ৪
মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি।
চৌদসি চান্দ হু চাহি ॥ ৬
কেও সখি রহলি উপেখি।
কেও সির ধুনি ধুনি দেখি ॥ ৮
কেও কর সসিকর আস।
ময়ঁ ধউলিহু তুঅ পাস ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি ভানি।
এত সুনি সারঙ্গ পানি ॥ ১২
হরখি চলল হরি গেহ।
সুমরিঞ পুরুব সিনেহ ॥ ১৪

৭৩৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতদিনে ঘুচব গুরুআ দুখভার ॥ ২
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কতদিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি ॥ ৪
কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেওব হাত ॥ ৬
কতদিনে করে ধরি বৈসাওব কোর।
করদিনে মনোরথ পূরব মোর ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
ভাগউ সকল দুখ মিলত মুরারি ॥ ১০

৭৩৮ ‡

(সখীর উক্তি)

এ সখি কাহে কহসি অনুজোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগ ॥ ২
কোরে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হম চললুঁ তুহুঁ থির কর হিয়া ॥ ৪
এত কহি কানু পাসে মিলল সে সখী
প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥৬
সুনতহি কানু মিলল ধনি পাস।
বিদ্যাপতি কহ অধিক উলাস ॥ ৮

৭৩৯ §

(দূতীর উক্তি)

মাধব অবলা পেখলু মতিহীনা।
সারঙ্গ-সবদে মদন অধিকাওল
তেঁ দিনে দিনে ভেল খীনা ॥ ২
গেল বিদেস সন্দেস ন পঠাওলি
কইসে জীয়ত ব্রজবালা।
তো বিনু সুন্দরী ঐসনি ভেলহি
জইসে নলিনী পর পালা ॥ ৪

* ন. গু. ৭৪২ ; প. ত. ১৯৪০ ; কা. ৩৫।
† ন. গু. ৭৭১ ; সা. ২৪ ; প. ত. ১৯৫৮ ; কা. ৫২।
‡ ন. গু. ৭৫৮ ; সা. ৪১ ; প. ত. ৯৭১ ; কা. ৪৭।
§ ন. গু. ৭৪৪ ; সা. ১১১ ; প. ত. ১৮২৯ ; কা. ২৩

সকল রজনী ধনী রোই গমাবএ
সপনে ন দেখএ তোয়।
ধৈরজ কইসে করব বর কামিনী
বিপরীত কাম বিমোয় ॥ ৬
বিদ্যাপতি ভন সুন বর মাধব
হম আওল তুঅ পাস।
চোকে চলহ অব ধৈরজ ন সহ
ঐসন বিরহ হুতাস ॥ ৮

৭৪০ *

(দূতীর উক্তি)

মাধব সে অব সুন্দরি বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন-সাওন মালা ॥ ২
পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সে ভেল অব সসি-রেহা।
কলেবর কমলকাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে খীন ভেল দেহা ॥ ৪
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই খিতি পর লিখই
পানি কপোল অবলম্ব ॥ ৬
ঐসন হেরি তুরিতে হম আওলুঁ
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুন মাধব
বুঝলুঁ কুলিসক সার ॥ ৮

৭৪১ †

(দূতীর উক্তি)

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখলুঁ কলাবতি প্রিয় সখী মাঝে ॥ ২
আগে সোই অছল কঞ্চন পুতলা।
ত্রিভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুসলা ॥ ৪
অব ভেল বিপরিত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদক রেহা ॥ ৬
বামকরে কপোল লোলিত কেস-ভারা।
কর-নখে লিখু মহি আঁখি-জলধারা ॥ ৮
বিদ্যাপতি ভন সুন বরকান্হে।
রাজ সিবসিংঘ ইথে পরমানে ॥ ১০

২ ‡

(দূতীর উক্তি)

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।
তুঅ পেয়সি মোয়ঁ দেখল বিয়োগিনি
অবহু পলটি ঘর জাসী ॥ ২
হিমকর হেরি অবনত কর আনন
করু করুনাপথ হেরী।
নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুন্তুদ
ভয় রহ তাহেরি সেরী ॥ ৪
দখিন পবন বহ সে কৈসে জুবতি সহ
কর কবলিত তনু অঙ্গে।
গেল পরান আস দএ রাখএ
দস নখ লিখই ভুজঙ্গে ॥ ৬

* ন. গু. ৭৪৫ ; সা. ১০২ ; প. ত. ১৮৮৬।

† ন. গু. ৭৪৬ ; সা. ১০৯ ; কী. ৪০ ; প. ত. ১৮৮৫

‡ ন. গু ৭৪৭ (তালপত্রের পুথি) ; প. ত. ১৮৭৭ সা. ১১২ ; বেণী ২১১।

মীনকেতন ভয় সিব সিব সিব কয়
ধরনি লোটাবএ দেহা।
করে রে কমল লএ কুচ সিরিফল দএ
সিব পুজএ নিজ দেহা ॥ ৮
পরভৃতকে ডরে পাঅস লএ করে
বায়স নিকট পুকারে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
করথু বিরহ উপচারে ॥ ১০

৭৪৩ *

(দূতীর উক্তি)

মাধব দেখলি বিয়োগিনি বামে।
অধর ন হাস বিলাস সখী সঙ্গ
অহনিস জপ তুঅ নামে ॥ ২
আনন সরদ সুধাকর সম তসু
বোলই মধুর ধুনি বানী।
কোমল অরুন কমল কুম্ভিলায়ল
দেখি মন অইলহুঁ জানী ॥ ৪
হৃদয়ক হার ভার ভেল সুবদনী
নয়ন ন হোএ নিরোধে।
সখি সব আএ খেলাওল রঙ্গ করি
তসু মন কিছুও ন বোধে ॥ ৬
রগড়ল চানন মৃগমদ কুঙ্কুম
সভ তেজলি তুঅ লাগী।
জনি জলহীন মীন জক ফিরইছ
অহনিস রহইছ জাগী ॥ ৮

দূতি উপদেস সুনি গুনি সুমিরল
তইখন চললা ধাঈ।
মোদবতী পতি রাঘব সিংঘ গতি
কবি বিদ্যাপতি গাঈ ॥ ১০

৭৪৪ †

(দূতীর উক্তি)

লোচন নোর তটিনী নিরমান।
ততহি কমলমুখি করত সিনান ॥ ২
বেরি এক মাধব তুঅ রাই জীবই।
জব তুঅ রূপ নয়ন ভরি পীবই ॥ ৪
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পরই।
জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই ॥ ৬
তুঅ গুন গনইতে নিন্দ ন হোই।
অবনত আননে ধনি কত রোই ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরকান।
বুঝলুঁ তুঅ হিয়া দারুন পসান ॥ ১০

৭৪৫ ‡

(দূতীর উক্তি)

মাধব হেরিঅ আওলুঁ রাহি।
বিরহ-বিপতি ন দেই সমতি
রহল বদন চাহি ॥ ২
মরকতথলি সুতলি আছলি
বিরহে সে খীন দেহা।
নিকস পসানে জনি পাঁচ বানে
কসল কনক রেহা ॥ ৪

* ন. গু. ৭৪৮ (মিথিলার পদ) ; গ্রিয়ার্সন ৭৩ ; বেণী ২০৮।

† ন. গু. ৭৪৩ ; সা. ১০১ ; কা. ২৭ ; প. ত. ১৬৮৩।

‡ ন. গু. ৭৪৯ ; প. ত. ১৮৭৬ ; সা. ৯৯ ; কা. ৩৬।

বয়ান মণ্ডল লুটএ ভূতল
তাহে সে অধিক সোহে।
রাহু ভয়ে সসী ভূমে পড়ু খসি
ঐসে উপজল মোহে ॥ ৬
বিরহ বেদন কি তোহে কহব
সুনহ নিঠুর কান।
ভন বিদ্যাপতি সে জে কুলবতী
জীবন সংসয় জান ॥ ৮

---

৭৪৬ *

(দূতীব উক্তি)

একে গোরি পাতরি তাহে দুখ কাতরি
তরু দুখ বিরহক জালা।
কতয় পরান পানি দএ রাখব
গরাসএ মনমথ বালা ॥ ২
মাধব ভল নহ তুঅ অনুরাগে।
অপন পরান পিআ জা সয়ঁ বাটল হিআ
তাহি দুখ তোহে নহি লাগে ॥ ৪
করে ধরি সির গহি কাহ্নু কিছু নহি কহি
বিরহ বিখিন ঘন রোই।
বিরহ বেয়াধি ভেলি সুন্দরি
তো বিনে ঔখধ কোই ॥ ৬

---

৭৪৭ †

(দূতীর উক্তি)

লোচন নীর তটিনি নিরমানে।
করএ কমলমুখি তথিহি সনানে ॥ ২
সরস মৃনাল করই জপমালী।
অহনিস জপ হরি নাম তোহারী ॥ ৪
বৃন্দাবন কান্হু ধনি তপ করই।
দয়বেদি মদনানল বরই ॥ ৬
জিব কর সমিধ সমর কর আগী।
করতি হোম বধ হোএবহ ভাগী ॥ ৮
চিকুর বরহিরে সমরি করে লেঅই।
ফল উপহার পয়োধর দেঅই ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারী।
তুঅ পথ হেরইত অছি বর নারি ॥ ১২

---

৭৪৮ ‡

(দূতীর উক্তি)

মাধব পেখলুঁ সে ধনী রাহি।
চিত-পুতলি জনু এক দিঠে চাহি ॥ ২
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাসা।
অতি খীন স্বাস বহত তসু নাসা ॥ ৪
অতি খীন তনু জনু কাঞ্চন রেহা।
হেরইতে কেহু ন ধরু নিজ দেহা ॥ ৬

---

* ন. গু. ৭৫১ (কীর্ত্তনানন্দ)।

† ন. গু. ৭৫২ (তালপত্রের পুথি) ; বেণী ২০৯।

‡ ন. গু. ৭৫০ ; প. ত. ১৭০১ ; কা. ৩১ ; সা. ১০৪।

কঙ্কন বলয়া গলিত তুহুঁ হাত।
ফুয়ল কবরী ন সম্বরি মাথ ॥ ৮
চেতন মুরছন বুঝই ন পারি।
অনুখন ঘোর বিরহ জর জারি ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ ॥ ১২

---

৭৪৯ *

(দূতীর উক্তি)

অকামিক মন্দির ভেলি বহার।
চঔঁদিস সুনলক ভমর-ঝঁকার ॥
মুরছি খসল মহি ন রহলি থীব।
ন চেতএ চিকুর ন চেতএ চীর ॥ ৪
কেও সখি বেনি ধুন কেও ধুরি ঝার।
কেও চানন গদে করএ সঁভার ॥ ৬
কেও বোল মন্ত্র কান তর জোলি।
কেও কোকিল খেদ ডাকিনি বোলি ॥ ৮
অরে অরে অরে কান্হু কি রভসি বোরি।
মদন-ভুজঙ্গ ডসু বালহি তোরি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
এহি বিস-গারুড় এক পএ কান ॥ ১২

---

৭৫০ †

(দূতীর উক্তি)

গগন গরজ মেঘা উঠএ ধরনি থেঘা
পচসর হিয় গেল সালি।
সে ধনি দেখলি খিন জিবতি আজুক দিন
কে জান কি হোইতি কালি ॥ ২
মাধব মন দএ সুনহ সুবানী।
কুজন নিরূপি সুজন সখি সঙ্গতি
জে কিছু কহএ সয়ানী ॥ ৪
কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদব চৌঠিক চন্দা।
ঐসন কএ পিয়াএ মোর মুখ মানল
মো পতি জীবন মন্দা ॥ ৬
বামহু গতি জত সনদি পঠৌলনি
সে সবে কহি কহি গেলি।
তেরসি তিথি সসি সামর পখ নিসি
দসমি দসা মোর ভেলি ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
মনে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা পতি রস জানে ॥ ১০

---

* ন. গু. ৭৫৪ ; বেণী. ২১০। † ন. গু. ৭৫৫।
পাঠান্তর :—৬। কেও সখি বেনি ধুন কেও ধুরি ঝার।
কেও চানন অরগজও সঁভার।—বেণী

৭৫১ *

(দূতীর উক্তি)

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখি
মুদি রহএ দু নয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধুনি সুনি
কর দেই ঝাঁপই কান॥ ২
মাধব সুন সুন বচন হমার।
তুঅ গুন সুন্দরি অতি ভেল দুবরি
গুনি গুনি প্রেম তোহার॥ ৪
ধরনী ধরি ধনি কত বেরি বইসই
পুন তহি উঠই ন পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিস হেরি হেরি
নয়ন গরএ জলধারা॥ ৬
তোহর বিরহ দিন ছন ছন তনু ছীন
চৌদসি চাঁদ সমান।
ভনই বিদ্যাপতি সিবসিংঘ নরপতি
লখিমা দেই রমান॥ ৮

———

৭৫২ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব দুবরী পেখলু তাহী।
চৌদসি চাঁদ জনি অনুখন খীয়ত
ঐসন জীবএ রাহী॥ ২
নিয়রে সখীগন বচন জে পুছত
উতর ন দেঅই রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি অনুখন
তুঅ মুখ হেরইতে সাধা॥ ৪
সরসহি মলয়জ পঙ্কহি পঙ্কজ
পরসে মানঅ জনি আগী।
কবহি ধরনী সয়ন তনু চমকিত
হৃদি মাহা মনমথ জাগী॥ ৬
মন্দ মলয়ানিল বিসসম মানই
মুরছই পিককুল রাবে।
মালতী মাল পরসে তনু কম্পিত
ভূপতি কহ ইহ ভাবে॥ ৮

———

৭৫৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

নয়ন নোর ঘর বাহর পীছর
সবহু সখী দিঠি নোরে।
পিছরি পিছরি খস তৈও সুমুখি ধস
মিলন আস মন তোরে॥ ২
কি হোইতি ছনি কে জানে।
হমর বচন মন ধরিঅ সুজন জন
করিঅ ভবন পরথানে॥ ৪
এত দিন জে ধনি তোহর নাম সুনি
পুলকে নিবেদ পরানে॥ ৬
খনে খনে সুবদনি তথিহু সিথিল জনি
নোর ভাসঅ অনুমানে॥ ৮
মনে মনে বুঝিকহু তাবে চলিঅ পহু
জাবে ন কর পিক গানে।
বিদ্যাপতি ভন হরি বড় চেতন
সময় করত সমধানে॥ ১০

———

* ন. গু. ৭৫৬; মী. ১০২১; প. ত. ১৯০০; সা. ১০৮; ঝা. ২১; বেণী. ২১২।
† ন. গু. ৭৫৮; প. ত ১৮৭৮।
‡ ন. গু. ৭৫৭ (মিথিলার পদ)।

৭৫৪ *

(দূতীর উক্তি)

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে ॥ ২
কি কহব মাধব তাহী।
তুঅ গুনে লুবুধি মুগুধি ভেলি রাহী ॥ ৪
উর পর সামরি বেনী।
কমল কোস জনি কারি নগিনী ॥ ৬
কেও সখি তাকএ নিসাসে।
কেও নলিনীদলে কর বতাসে ॥ ৮
কেও বোল আএল হরী।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরী ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সুমঝাবে ॥ ১২

৭৫৫ †

(দূতীর উক্তি)

চন্দন গরল সমান।
সীতল পবন হুতাসন জান ॥ ২
হেরই সুধানিধি সুর।
নিসি বৈঠলি সুবদনি ঝুর ॥ ৪
হরি হরি দারুন তোহারি সিনেহ
তাহেরি জীবন পড়ল সন্দেহ ॥ ৬
গুরুজন লোচন বারি।
ধনি বাটিয়া হেরই তোহারি ॥ ৮
তেজই নয়ন ঘন নীর।
কত বেদন সহত সরীর ॥ ১০
সুকবি বিদ্যাপতি ভান।
দূতীক বচন লজাএল কান ॥ ১২

৭৫৬ ‡

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন নিঠুর কানাই।
জাই ন পেখহ রাই ॥ ২
কিসলয় রচিত কুটীরে।
সয়নে ন বান্ধই থীরে ॥ ৪
সে অবলা কুলবালা।
কত সহ বিরহক জ্বালা ॥ ৬
ঘামে ঘরমাইত দেহ।
গলি গলি যায়ত সেহ ॥ ৮
ছুনিক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায় ॥ ১০
হেরি সখী হরল গেয়ান।
কণ্ঠহি আওত প্রান ॥ ১২
দীঘল দিবস ন জায়।
কান্দিঅ রজনী পোহায় ॥ ১৪
কবহু ঐসে মুরুছান।
জামিনী দিবস ন জান ॥ ১৬
ভূপতি কি কহব তোয়।
পুন নহি হেরবি মোয় ॥ ১৮

* ন. গু. ৭৫৭ ; প. ত. ১৯৪৩ ; সা. ১০০।
† ন. গু. ৭৬০।
‡ ন. গু. ৭৬১ ; প. ত. ১১২৬।

৭৫৭ *

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন মাধব সুন মোরি বানী
তুঅ দরসনে বিনু জইসনি সয়ানী ॥ ২
সয়ন মগন ভেল তাহেরি দেহা।
কুহু তিথি মগনি জইসনি সসি রেহা ॥ ৪
সখি জনে আঁচরে ধইলি ঝপাই।
অপনহি সাঁসে জাইতি উড়িআই ॥ ৬
মুরছি খসলি মহি পেয়সি তোরী।
হরি হরি সিব সিব এতবাএ বোলী ॥ ৮
অব সেও জীব তেজতি তুঅ লাগী।
তাক মরন বধ হোএবহ ভাগী ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি কে কর তরান।
তুঅ দরসন এক জীব নিদান ॥ ১২

৭৫৮ †

(দূতীর উক্তি)

সুপুরুস প্রেম সুধনি অনুরাগ।
দিনে দিনে বাঢ় অধিক দিন লাগ ॥২
মাধব হে মধুরাপতি নাহ।
অপন বচন অপনে নিরবাহ ॥ ৪
কমলিনী সুর আনে আনে অনুভাব।
ভমি ভমি ভমর মদন গুন গাব ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভান।
সিরি হরিসিংঘ দেব ই রস জান ॥ ৮

৭৫৯ ‡

(দূতীর উক্তি)

ফূজলেও চিকুর রাহুক জোর।
রোঅএ সুধাকর কামিনি কোর ॥ ২
অরে কহ্নু অরে কহ্নু দেখহ আএ।
বড়িঅ মধথ দেঅ বাদ ছড়াএ ॥ ৪
তুহু অঞ্জুলি ভরি তুহু পুজ সীব।
কামদহন মোর রাখহ জীব ॥ ৬
জদি ন জাএব তোহে অপজস ভেল।
সসধর কলা গনন চলি গেল ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি হরি মন হাস।
রাহু ছড়াএ চাঁদ দিঅ বাস ॥ ১০

৭৬০ §

(দূতীর উক্তি)

খনে সন্তাপ সীত জর জাড়।
কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড় ॥ ২
উচিতও ভূসন মানএ ভার।
দেহ রহল অছ সোভাসার ॥ ৪
এ হরি তোরিত করিঅ অবধারি।
জে কিছু সমদলি সুন্দরি নারি ॥ ৬
বেদন মানএ চানন আগি।
বাট হেরএ তুঅ অহনিসি জাগি ॥ ৮
জীনল বদন ইন্দু তেঁ তাব।
কী দহু হোইতি এহি পরথাব ॥ ১০

* ন. গু. ৭৬২।
† ন গু. ১৬১ (বিদ্যাপতির পদ)
‡ ন. গু. ৭৫৩।
§ ন. গু. ৭৬৬।

নব আখর গদ গদ সর রোএ।
জে কিছু সুন্দরি সমদল গোএ॥ ১২
কহএ ন পারিঅ তসু অবসাদ।
দোসরা পদ অছ সকল সমাদ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
অবুঝ ন বুঝএ বুঝএ মতিমান॥ ১৬
রাজা সিবসিংঘ পরতখ দেও।
লখিমা দেই পতি পুনমত সেও॥ ১৮

---

৭৬১ *

(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি রঙ্গ রভস উপজায়।
প্রেমক অাঁকুর গেলাহে বঢ়ায়॥ ২
সে অব দিন দিন তরুনত ভাস।
তাঁ তরবর মনমথে লেল বাস॥ ৪
মাধব ককেঁ বিসরলি বর নারি।
বড় পরিহর গুন দোস বিচারি॥ ৬
পিক পঞ্চম ডরে মদন তরাস।
সর গদ গদ ঘন তেজ নিসাস॥ ৮
নয়ন সরোজ ছুহু বহ নীর।
কাজর পঘরি পঘরি পর চীর॥ ১০
তেঁহি তিমিত ভেল উরজ সুবেস।
মৃগমদে পূজল কনক মহেস॥ ১২
সুপুরুস বাচা সুপহু সিনেহ।
কবহু ন বিচল পখানক রেহ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধরু মন ধীরজ মিলত মুরারি॥ ১৬

---

৭৬২ †

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিনী রোদিতি মন্দির মাঝ॥ ২
অচেতন সুন্দরী ন মিলএ দিঠি।
কনক পুতলি জৈসে অবনীএ লোঠি॥ ৪
কে জানে কৈসন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুন প্রেম বধই জুবতি॥ ৬
কহ বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
সুপুরুখ ন ছোড়ই রসবতী নারি॥ ৮

---

৭৬৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

ছলিহু পুরুব ভোরে ন জাএব পিআ মোরে
পানিক সুতা ধনি কলহই।
খনে একে জাগলি রোঅএ লাগলি
পিআ গেল নিজ কর মুদরী দই॥ ২
দিনে দিনে তনু সেখ দিবস বরিস লেখ
সুন কাহ্নু তোহ বিনু জৈসনি রমনী॥ ৪
পরক বেদন দুখ ন বুঝএ মুরুখ
পুরুস নিরাপন চপল মতী।
রভস পড়লি বোল সত কএ তহ্নি লেল
কি করতি অনাইতি পড়লি জুবতি॥ ৬

---

* ন. গু. ৭৬৭।

† ন গু. ৭৬৮· সা. ১১০ ; কা. ৪১।

‡ ন. গু. ৭৭০ (নেপালের পুথি)।

৭৬৪ *

(দূতীর উক্তি)

নব কিসলঅ সয়ন সুতলি
 ন বুঝ দিবস রাতী।
চাঁদ সুরুজ বিসেখ ন জানএ
 চাননে মানএ সাতী॥ ২
বিরহ অনল মনে অনুভব
 পরকে কহএ ন জাঈ।
দিবসে দিবসে খিনী বালী
 চাঁদ অবথাএঁ জাঈ॥ ৪
মাধব রমনি পাউলি মোহে।
আজ ধরি মোয়ঁ আসে জিআউলি
 ওতএ জানহ তোহেঁ॥ ৬
কতহু কুসুম কতহু সৌরভ
 কতহু ভর রাবে।
ইন্দিঅ দারুন জতহি হটিঅ
 ততহি ততহি ধাবে॥ ৮
মদন সরে জে তনু পসাহল
 রিতুপতি কে রোসে।
অপন বালভু জয়ঁ হোঅ আএত
 তয়ঁ দিঅ পরক দোসে॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুন তোয়ঁ জউবতি
 রহহি সঙ্গ সপুনে।
কন্ত দিগন্তর জাহি ন সুমর
 কী তসু রূপ কি গুনে॥ ১২

৭৬৫ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব জানল ন জিবতি রাহী।
জতবা জকর লেলে ছলি সুন্দরি
 সে সবে সোপলক তাহী॥ ২
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক
 হরিনকে লোচন লীলা।
কেসপাস লএ চমরিকে সোপল
 পাএ মনোভব পীলা॥ ৪
দসন দসা দালিবকে সোপলক
 বন্ধু অধর রুচি দেলী।
দেহদসা সউদামিনি সোপলক
 কাজর সনি সখি ভেলী॥ ৬
ভঞু হেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
 কোকিলকে দিহু বানী।
কেবল দেহ নেহ অছ লওলে
 এতবা অএলাহু জানী॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
 চিতে জনু ঝাঁখহ আনে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
 লখিমা দেই রমানে॥ ১০

* ন. গু. ৭৬৫।

† ন. গু. ৭৬৯; গ্রিয়ার্সন ১০।

৭৬৬ *

(দূতীর উক্তি)

কত কত ভমি পুরুস দেখল
কত কলাবতি নারি।
জিব সয়ঁ পেম পলকে উপজই
সবে সে বুঝ বিচারি ॥ ২
তকরি আসা দেখি দেখি তবে
মোহি ন রহ গেআন।
জাহি বধতব সে জেহেন কর
তোঁহ চাহি নহি আন ॥ ৪
মাধব কহওঁ তোহি বুঝাই।
সে অব মরন সরন জানলি
তোহর বিরহ পাই ॥ ৬
ধরনি সয়ন মূদল নয়ন
নলিন মলিন সমে।
কতে জতনে বোলিকহু ধনি তোরি
বইসাউলি হমে ॥ ৮
তৈঅও জদি পুছলে ন বাজলি
বচন ন সুন আধে ॥ ৮
সুমরি সে সখি তোহ মোহ গেলি
বিধি বসে ভেলি বাধে ॥ ১০
পীরিতি গুন বিপরীত হোএ সাএ
বিসরি ন কর নাহ।
দিবস দোসে সে কী নহি সম্ভব
পেম পরানহু চাহ ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি সুন তয়ঁ জুবতি
রস নহি অবসান।
রাজা সিরি সিবসিংঘ জিবও
লখিমা দেই রমান ॥ ১৪

---

৭৬৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সূরে।
জৌবন বিনু তন তন বিনু জৌবন
কী জৌবন পিয় দূরে ॥ ২
সখি হে মোর বড় দৈব বিরোধী।
মদন বেদন বড় পিয়া মোর বোল ছড়
অবহু দেহে পরবোধী ॥ ৪
চৌদিস ভমর ভম কুসুম কুসুম রম
নীরসি মাঁজরি পীবই।
মন্দ পবন চল পিক কুহু কুহু কহ
সুনি বিরহিনি কইসে জীবই ॥ ৬
সিনেহ অছল জত হম ভেল ন টুটত
বড় বোল জত সব থীর।
অইসন কে বোল দহু নিজ সিম তজি কহু
উছল পয়োনিধি নীর ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি অরেরে কমলমুখি
গুন গাহক পিয়া তোরা।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
সহজে একো নহি ভোরা ॥ ১০

---

* ন, গু, ৭৭১।

† বেণী. ১৯১ ; ন, গু, ৬৫২।

৭৬৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে কতহু ন দেখি মধাঈ।
কাঁপ সরীর থীর নহি মানস
অবধি নিঅর ভেল আঈ ॥ ২
মাধব মাস তীগি ভও মাধব।
অবধি কইএ পিআ গেলা
কুচ-জুগ সম্ভু পরসি কর বোললনি
তেঁ পরতিতি মোহি ভেলা ॥ ৪
মৃগমদ চানন পরিমল কুঙ্কুম
কে বোল সীতল চন্দা।
পিআ বিসলেখ অনল জেঁা বসিএ
বিপতি চিহ্নিএ ভল মন্দা ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
চিত জনু ঝঁখহ আজে।
পিঅ বিসলেখ-কলেস মেটাএত
বালম বিলসি সমাজে ॥ ৮

৭৬৯ †

(দূতীর উক্তি)

মোরি অবিনএ জত পরলি খেওঁব তত
চিতে সুমরবি মোরি নামে।
মোহি সনি অভাগিনি দোসরি জনু হোঅ
তহ্নি সন পহু মিল কামে ॥ ২
মাধব মোরি সখি সমন্দল সেবা।
জুবতি সহস সঙ্গে সুখ বিলসব রঙ্গে
হম জল আজুরি দেবা ॥ ৪
পুরব পেম জত নিতে সুমরব তত
সুমর জত ন হোঅ সেখে।
রসএ সরির জয়ঁ কীন ভুঁজিঅ তয়ঁ
মিলএ রমনি তত সংখে ॥ ৬
পেঅসি সমাদ সুনিএ হরি বিসময়
করু পাএ ততহি বেরা।
কবি ভন বিদ্যাপতি রাজা রূপনরাএন
লখিমা দেই সুসেরা ॥ ৮

---

৭৭০ ‡

(দূতীর উক্তি)

ঘটক বিহি বিধাতা জানি।
কাচে কঞ্চনে ছাউলি আনি ॥ ২
কুচ সিরিফল সঞ্চা পূরি।
কুঁদি বইসাওল কনক কটোরি ॥ ৪
রূপ কি কহব মএে বিসেখি।
গএ নিরূপিঅ ঝটিত দেখি ॥ ৬
নয়ন নলিন সম বিকাস।
চান্দহ তেজল বিরহ ভাস ॥ ৮
দিনে রজনী হেরএ বাট।
জনি হরিনী বিছুরল ঠাট ॥ ১০

* বেণী. ১৯২ ; ন. গু. ৬৫৪।
† ন. গু. ৭৭২ (নেপালের পুঁথি)।
‡ ন. গু. ৭৭৩ (নেপালের পুঁথি)।

৭৭১ *

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন মাধব কর অবধান।
তো বিনু দিবস রজনি নাহি জান॥ ২
জতহু কলানিধি সপুরন ভেল।
ততহু কলাবতি ছিন ভই গেল॥ ৪
নিল নলিনি লএ জব কর বায়।
হৃদয়ে রহু ভয় উড়ি জনু জায়॥ ৬

---

৭৭২ †

(দূতীর উক্তি)

সুজন বচন হে জতনে পরিপালএ
কুলমতি রাখএ গারি।
সে পহু বরিসে বিদেস গমাওত
কী হোইতি বর নারি॥ ২
কহ্নাই পুনু পুনু সুবদনি সমাদ পঠাওল
অবধি সমাপলি আএ॥
সাহর মুকুলিত করএ কোলাহল পিক
ভমর করএ মধুপান।
মধুজামিনী হে কইসে কএ গমাউতি
তোহ বিনু তেজতি পরান॥
কুচ রুচি দুরে গেল দেহ অতি খিন ভেল
নয়নে গরএ জলাধার।
বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি
আস ধরএ কড়হার॥

৭৭৩ ‡

(দূতীর উক্তি)

কি কহব মাধব বেদন কাতর।
জনু করুনা সুনি ন কাঁদএ নাগব॥ ২
জখন সুনল সখি হিমকর নাম।
তৈখনে মুরছি পড়ল সোই ঠাম॥ ৪
কালি পুনিম সসি কইসে জিউ ধরতি।
চান্দ ছটা ধনি টুটহি পড়তি॥ ৬
সজল নলিনি দল সেজ বিছাওল।
সব সখি আনি তাহি সুতাওল॥ ৮
অনুখন চন্দন সীতল নীরে।
তেঁ কি তাপ জুড়াওত সরীরে ১০

---

৭৭৪ §

(দূতীর উক্তি)

অহে কহ্নু তুহু গুনবান।
হমর বচন কর অবধান॥ ১
ধতুরক ফুলে জব মধুকর কেলি।
মালতি নাম দৈব দুর গেলি ॥ ৪
জহাঁ তহাঁ জলধর পিয়ব চকোর।
সহজহি হিমকর আদর থোর॥ ৬
কাক সবদ জব গরুঅ সোহাগ।
দুরে রহু কোকিল পঞ্চম রাগ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥ ১০

* ন. গু. ৭৭৪ (কীর্ত্তনানন্দ)।
† ন. গু. ৭৭৫ (নেপালের পুথি)।
‡ ন. গু. ৭৭৬ (কীর্ত্তনানন্দ)।
§ ন. গু. ৭৬৭ (কীর্ত্তনানন্দ)।

৭৭৫ *

(দূতীর উক্তি)

মাধব ন জাই পেখহু বালা।
আজিহুঁ কালি পরান তেজব
কত সহু বিরহক জ্বালা ॥ ২
সীতল সলিল কমল দল সেজহি
লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।
সে সব জত নহি আনল ভেল
দস গুন দহই মৃগঙ্কা ॥ ৪
সকতি গেল ধনী উঠই ধরনী ধরি
খেপহুঁ নিসি নিসি জাগি।
চমকি ধনী বোলত সিব সিব
জগত ভরল তনু আগি ॥ ৬
কাহে উপচার বুঝই ন পারই
কবি বিদ্যাপতি ভান।
কেবল দসমী দসা বিধি সিরজল
অবহু করহ অবধান ॥ ৮

৭৭৬ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব, কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা ॥ ২
ধরনী ধরিঅ ধনি জতনহি বইসই
পুনহি উঠএ নহি পারা।
সহজহি বিরহিন জগ মহঁ তাপিনি
বৌরি মদন-সর-ধারা ॥ ৪
অরুন নয়ন নোর তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেসা।
মন্দির বাহির করইত সংসয়
সহচরি গনতহি সেসা ॥ ৬
আনি নলিনি কেও ধনিক সুতাওলি
কেও দেই মুখ পর নীরে।
নিসবদ পেখি কেও সাঁস নিহারএ
কেও দেই মন্দ সমীরে ॥ ৮
কি কহব খেদ ভেদ জনি অন্তর
ঘন ঘন উতপত সাঁস।
ভনই বিদ্যাপতি সেহো কলাবতি
জীব বঁধল আস-পাস ॥ ১০

———

৭৭৭ ‡

(দূতীর উক্তি)

সখিগন কন্দরে থোই কলেবর
ঘর সয়ঁ বাহির হোয়।
বিনি অবলম্বনে উঠই ন পারই
অতএ নিবেদল তোয় ॥ ২
মাধব কত পরবোধব তোয়।
দেহ দিপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোয় ॥ ৪
অঙ্গুরি বলয়া ভেল কামে পিন্ধায়ল
দারুন তুঅ নব নেহা।
সখিগন সাহসে ছোই ন পারই
তন্তক দোসর দেহা। ৬

* ন. গু. ৭৮৫ ; প. ক. ১৬৮৫ ; কা. ৩৯।
† ন. গু. ৭৮৬ ; সা. ১০৭ ; কা. ৬৯ ; প. ত. ১৮৭৭ ; বেণী ২১৫।
‡ ন. গু. ৭৮৭ ; প. ত. ১৯৩০ ; কা. ৪৩ খ।

নবমি দসা গেলি দেখি আওল চলি
কালি রজনি অবসানে।
আজুক এতিখন গেল সকল দিন
ভল মন্দ বিহি পএ জানে ॥ ৮
কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
নাগর গুরুবর রতনে।
ভনই বিদ্যাপতি সিবসিংঘ নরপতি
লখিমা দেই পরমানে ॥ ১০

দিনে সাত পাঁচে অসন দিতহুঁ
সে অব নীর ন পীব।
অধর অমিঅ গএ পিআবহ
তওঁ তওঁ জীব তওঁ জীব ॥ ১০
উসসি উসসি পর খসি খসি
আলি নিহারএ ধাএ।
জাহি বেআধি পরাধীন ঔখধ
তাহেরি কওন উপাএ ॥ ১২
মাধব তোরি পজারল আগি
তোরিত ভএকহু নিঝাবহ
বধও জাএত লাগি ॥ ১৪
ভন পঞ্চানন ঔখদ আনন
বিরহ মন্দ ব্যাধি।
জতহি পাউতি হরি দরসন
ততহি তেজতি আধি ॥ ১৬

---

৭৭৮ *

(দূতীর উক্তি)

ওজে অভাগলি দেহরি লাগলি
পথ নিহারএ তোর।
নিচল লোচন সুন ন বচন
ঢরি ঢরি খস নোর ॥ ২
মাধব কাহে বিসরলি বালা।
ও নবি নাগরি গুনক আগরি
ভেলি নিমালক মালা ॥ ৪
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
দেখলি সখি সমেতেঁ।
ফুজলি কাবরি ন বাধ সামরি
সুন্দরি অবথ এতে ॥ ৬
তোহে বিসরলি অদিগ পড়লি
দুবর ঝামর দেহ।
জনি সোনারেঁ কসি কসউটা
তেজল কনক রেহ ॥ ৮

---

৭৭৯ †

(দূতীর উক্তি)

বিধি বসে তুঅ সঙ্গম তেজল
দরসন ভেল সাধ।
সময় বসে মধু ন মিলএ
সৌরভ কে কর বাধ ॥ ২
মাধব কঠিন তোহর নেহ
তুঅ বিরহ বেআধি মুরছল
জীবন তাসু সন্দেহ ॥ ৪

* ন, গু, ৭৮৩।

† ন, গু, ৭৮২ (নেপালের পুঁথি)

জগত নাগরি কত ন আগরি
তথুহু গুপুত পেম।
সে রস রভস পুনু পাবিঅ
দেলহু সহস হেম ॥ ৬

-----

৭৮০ *

(দূতীর উক্তি)

কত নলিনী দল সেজ সোআউবি
কত দেব মলঅজ পঙ্কা।
জলজ দল ন কত দেহ দেআওব
তথুহু হুতাসন সঙ্কা ॥২
কহ কইসে রাখবি তরুনী তরুন
মদন পরতাপে ॥ ৪
চিন্তাএঁ করতল লীন বদন
তসু দেখি উপজু মোহি ভানে।
দর লোভে বিহি অপুরুব জনি সিরিজল
চান্দ কমল সন্ধানে ॥৬
দারুন পচসর মুরছি ধরনি পল
সুমরি সুমরি তুঅ নেহে।
তোহেঁ পুরুসোতম ত্রিভুবন সুন্দর
অপদ ন অপজস লেহে ॥ ৮

----

৭৮১ †

(দূতীর উক্তি)

করহি মিলল রহ মুখ নহি সুন্দর
জনি খিন দিবসক চন্দা।
প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরঅ নির
কমল গরএ মকরন্দা ॥ ২
হে মাধব তুঅ গুনে ঝামরি রামা
দিনে দিনে খিন তনু পিড়এ কুসুমধনু
হরি হরি লে পএ নামা ॥ ৪
নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভুসন
চাঁদ মানএ জনি আগী।
দসসি দসা অব তেঁ ধনি পাওল
বধক হোএবহ তোঁহে ভাগী ॥ ৬
অবসর বহলা কি নেহ বঢ়াওব
বিদ্যাপতি কবি ভান।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাঅন
লখিমা দেই রমান ॥ ৮

-----

৭৮২ ‡

(দূতীর উক্তি)

কিসলয় সয়নে আগি কএ মানএ
সখিগন ন পার বুঝায়।
মনিময় মুকুরে দেখি পুন মুখ
চাঁদ ভরমে মুরছায় ॥ ২
মাধব কহলম তোহার দোহাই
জইসন রাহি আজু পেখল
কহইতে কে পতিআই ॥ ৪

* ন. গু. ৭৮১।

† ন.গু. ৭৮০।
‡ ন. গু, ৭৭৯ (কীর্ত্তনানন্দ)

বিগলিত কেস সাস বহ খরতর
নহি রহ নীবি নিবন্ধ।
কম্বু কন্দর ধরএ ন পারই
টুটল পঞ্জর বন্ধ॥ ৬
নব কিসলয় চন্দনে সোয়াওল
অধিক জর জনি আগি।
কি ঘর বাহর পড়অ নিরন্তর
অহনিসি পেখহ জাগি॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সিরোমনি
তোরিত মিলহ ধনি পাস।
সকল সখিগন হেরত বিয়োগিনি
দসমি দসা পরকাস॥ ১০

———

৭৮৩ *

(দূতীর উক্তি)

গমন অবধি তুঅ ন ভেল বিসেখ।
ভিত ভরি গেল দিনে দিনে রেখ॥ ২
তাহি মেটি কেও উ ন সুনাবে।
বদন সিঁচই কেওএ জল লও ধাবে॥ ৪
কি হোইতি মাধব কমলমুখী।
জতনে জীয়াওল সকল সখী॥ ৬
কাহুকা নলিনি দল কাহুকা চন্দনা।
কেও কহ আওল নন্দ-নন্দনা॥ ৮
সীতল পনারী হৃদয় ধরু কোয়।
চান কিরনে কেও করে ধরু গোয়॥ ১০
কেহু মলয়ানিল বারই চীরে।
কেহু করএ নব কিসলয় দূরে॥ ১২
মধুকর ধুনি সুনি কেও মুন কানে।
করতল তাল কোকিল খেদ আনে॥ ১৪
কন্ত দিগন্তহি কেহো কেহো জায়।
কেহো কেহো হরি তুএ সুন পরথায়॥ ১৬
অবুঝ সখি জন ন জানথি আথি।
আন ঔষধ কর আন উপাধি॥ ১৮

* ন. গু. ৭৭৮।

———

৭৮৪ †

(দূতীর উক্তি)

অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দরি ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব সুভাবহি বিসরল
অপনে গুন লুবুধাঈ॥ ২
মাধব, অপরূপ তোহারি সিনেহ।
অপনে বিরহ অপন তনু জর জর
জিবইত ভেলি সন্দেহ॥৪
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটইত
আধা আধা কহু বানি॥ ৬
রাধা সয়ঁ জব পুনতহিঁ মাধব
মাধব সয়ঁ জব রাধা।
দারুন প্রেম তবহি নহি টূটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥ ৮
দুহু দিসি দারুদহন জৈসে দগধই
আকুল কীট পরান।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ১০

† ন. গু. ৭৯১; মী. ১০২১; প. ত, ১৬৮৭; সা. ১০৩ কা, ৬; বেণী, ২১৬।

৭৮৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

রিতুরাজ আজ বিরাজ হে সখি
নাগরী জন বন্দিতে।
নবরঙ্গ নবদল দেখি উপবন
সহজ সোভিত কুসুমিতে ॥ ২
আরে কুসুমিত কানন কোকিল সঙ্গ।
মুনিহুঁক মানস উপজু বিসঙ্গ ॥ ৪
আওল উনমদ সময় বসন্ত।
দারুন মদন নিদারুন কন্ত ॥ ৬
অতি মত্ত মধুকর মধুর রব কর
মালতী মধু সঞ্চিতে।
সময় কন্ত উদন্ত নহি কিছু
হমহি বিধিবস বঞ্চিতে ॥ ৮
বঞ্চিত নাগর সেহ সংসার
এহি রিতু পতি সৌঁ ন কর বিহার।
অতি হার ভার মনোদ মারঅ
চন্দ রবি সখি ভানএ।
পুরুব পাপ সন্তাপ জতহো
মন মনোভব জানএ ॥ ১০
জারএ মনসিজ মার সর সাধি।
চাননে দেহ চৌগুন হো ধাধি ॥ ১২
সবে ধাধি আধি বেআধি জাইতি
করিঅ ধৈরজ কামিনী।
সুপহু মন্দির তোরিত আওত
সুফলে জাইতি জামিনী ॥
জামিনি সুফলে জাইতি অবসান
ধৈরজ ধরু বিদ্যাপতি ভান ॥ ১৪

* ন. গু. ৭৯২।

৭৮৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

আজে তিমির দহ দীস ছড়লা।
আজে দিঘর ভএ দিবস বঢ়লা ॥ ২
আজে অকথ ভেল পরিজন কথা।
আরতি ন রহএ উচিত বেথা ॥ ৪
এ সখি এ সখি ফললি সুবেলা।
নিঅর আএল পিআ লোচন মেলা ॥ ৬
বিরহে দগধ মন কত দুর ধওলা।
মাগল মনোরথ কওনে সখি পওলা ॥৮
কতি খন ধরব জাইতে জিব রাখি।
আসা বাঁধ পড়ল মন সাখি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন সজনী।
বালভু সুন ভেল মহঘি রজনী ॥ ১২

———

৭৮৭ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব মোহি তজি বিসম বিদেস।
নয়ন বরসি গেল মঘ অসরেস ॥ ২
কতওক দিন পর হরি পাহুন ভেল।
রতন সিংঘাসন বইসক দেল ॥ ৪
পৈঁচো ন ভেটঅ অছঅ ফল কাঁচ।
পহুলেখে মধুরস মোর জিব কাঁচ ॥ ৬

† ন. গু. ৭৯৩।
‡ মি. গী. স. পৃঃ ২১-২২।

সে সুনি কাহ্নু চলল রিসিআয়।
হঁসি হঁসি রাধে রাখল লোভায় ॥ ৮
কঁাচ সৃষ্টি ফল তোহ বরু খাহ।
হম দুঃখ সহব বিমুখ জনু চাহ ॥ ১০
আগুন মোরা লেখে চানন গাছ।
তাহি পর ভম্বর পরল উপাস ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি কবি জয়রাম।
কী করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ১৪

---

৭৮৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

উচিত পুছিঅ তোহি মালতি
সজনী মন মলীন মুখ তোর।
কী দেখি ভমরা তেজি পড়াএল
সজনী বিরহিন হৃদয় কঠোর ॥ ২
চান তেজল কুমুদিন সজনী
হরি তেজি মধুপুর গেল।
সূন ভবন দেখি জিব উপেখল
সজনী কি দগধ দৈব দুখ দেল ॥ ৪
কমল নয়ন নহিঁ আএল সজনী
কতদিন রহব হুনি আস।
মনিময় হার ভার ভেল সজনী
মন জনু করিঅ উদাস ॥ ৬
তকর কতওক অভিলাসব সজনী
দেলহ্নি বহু দিন বিস্বাস।
ভনই বিদ্যাপতি গাওল সজনীগে
ঈ থিক পরম অভাগ ॥ ৮

৭৮৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

তরুনী বয়স মোর বীতল সজনী
পহু বিসরল মোর নামে।
কুসুম ফুলিঅ ফুলি মৌলল সজনী
ভম্বরো ন লেঅ বিসরামে ॥ ২
সির সিন্দূর নহি ভাবএ সজনী
মুরুছি খসলি মহি মাঝে।
উঠইত পরম বেআকুলি সজনী
কীধোঁ দৈব ভেল বামে ॥ ৪
কোকিল কুহুকি সুনাওল সজনী
নয়ন ঢরকি খসু বারি।
অধরস ওতহি গমাওল সজনী
দএ গেল সৌতিনিক সাল ॥ ৬
জুগল নয়ন বিকল মন সজনী
দৃঢ় নহি রহএ গেআন।
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল সজনী
ঈ থিক দুখক নিদান ॥ ৮

---

৭৯০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

ভাগহি চাহ চিকুর ভেল
সজনী সহজহি দূবরি দেহ।
প্রথমহি পহুক সমাগম সজনী
বাঢ়ল অধিক সন্দেহ ॥ ২
ছুরি ভয় সূতলি বিমুখ ভৈ
সজনী বসন মুখ ঝাঁপি ॥ ৪

---

* মি. গী. স. ১৪ (১ ম ভাগ, পৃঃ ১২)।

† মি. গী. স. (১ম ভাগ পৃঃ ১৩)।

‡ মি. গী. স. ১৬ (১ম ভাগ, পৃঃ ১৩-১৪)।

অভিনব কেলিক নামে সজনী
নহি নহি কএ উঠি কাঁপি ॥ ৪
নয়ন নোর ভরি বাজলি সজনী
ভেল সপথ নিরবাহ ।
পুরুস ন জানএ নারি-দুখ সজনী
কেবল অপন সুখ চাহ ॥ ৬
নূপুর কাঢ়ি নড়াওল সজনী
হরল বসন অবলেস ।
ভাব ভরল ছল নাগর সজনী
অতি উন্নতি 'ত' ভেল দেস ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি গাওল সজনী
কেও জনু নেহ লগাব ।
ভাব একর হম কী কহব সজনী
জে সুন সে দুখ পাব ॥ ১০

---

৭৯১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব মাধব করু সমধানে ।
তুস বিনু ভবন করব ঋতুপানে ॥ ২
প্রথম পচীস অঠাইস ভেল ।
তাসোঁ বদন হেম হরি লেল ॥ ৪
পচীস অঠারহ বীস তনুজার ।
ছিতি সুত তেসর সেহো জীবমার ॥ ৬
বিসবল্ল মাধব তাহি দিন সোঁ নেহ ।
জাহি দিন মীন গেল সিংঘক গেহ ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি অক্ষর লেখ ।
বুধজন হোথি সে কহথি বিসেখ ॥ ১০

৭৯২ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রামা হে, সে কিএ বিসরল জাঈ ।
কর ধরি মাথুর অনুমতি মগইত
ততহি পড়ল মুরুছাঈ ॥১
কিছু গদ গদ সরে লহু লহু আখরে
জে কিছু কহল বর রামা ।
কঠিন কলেবর তেঈ চলি আওল
চিত রহলি সোই ঠামা ॥ ৪
সে বিনু রাত দিবস নহি ভাব
তাহি রহল মন লাগী ।
আন রমনি সয়ঁ রাজ সম্পদ মোয়ঁ
অছিএ জৈসে বিরাগী ॥ ৬
দুই এক দিবস নিচয় হম জাওব
তুহু পরবোধবি রাঈ ।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল এতিহঁ
প্রেম মিলাএব জাঈ ॥ ৮

---

৭৯৩ ‡

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রামা হে সপথ করহুঁ তোর ।
সে জে গুনবতী গুন গনি গনি
ন জান কি গতি মোর ॥ ২
সে সব সুমরি দহই মদন
হৃদয় লাগল ধন্ধ ।
তাহি বিনু হম জীবন মানিঅ
মরন অধিক মন্দ ॥ ৪

---

* মি. গী. স. পৃঃ ২০ ।

† ন. গু. ৭৮৮ ; প. ত. ১৯৪৭ ; সা. ১১৩ ; কা. ৫০। বেণী. ২১৭ ।

‡ ন. গু. ৭৯০ (কীর্ত্তনানন্দ)

সগর রজনি রোই গমাওল
সঘন তেজ নিসাস।
নয়নে নয়নে পুনু কি মিলব
পুনু কি পুরব আস ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ নাগর
চিতে ন মানহ আন।
দিবস থোর বহি মিলব নাগরি
মনে গুনি ইহ জান ॥ ৮

---

৭৯৪ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

তিল এক সয়ন ওত জিউ ন সহএ
ন রহএ তুহু তনু ভীন।
মাঝে পুলক গিরি অন্তর মানিএ
ঐসন রহু নিসি-দীন ॥ ২
সজনী কোন পরি জীবএ কান
রাহি রহল দুর হম মথুরাপুব
এতহু সহএ পরান ॥ ৪
অইসন নগর অইসন নব নাগরি
অইসন সম্পদ মোর।
রাধা বিনু সব বাধা মানিএ
নয়নন তেজিএ নোর ॥ ৬
সোই জমুনা জল সোই রমনীগন
সুনইত চমকিত চীত।
কহ কবিসেখর অনুভবি জনলে।
বড়ক বড়ঈ পিরীত ॥ ৮

---

* ন. গু. ৭৮৯ ; বেণী. ২১৮।

ভাবোল্লাস

৭৯৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দছিন পবন বহু ধীরে।
সপনহুঁ রূপ বচন এক ভাখিএ
মুখ সৌঁ দূরি করু চীরে॥ ২
তোহর বদন সন চান হোঅথি নহি
জইও জতন বিহি দেলা।
কএ বেরি কাটি বনাওল সব কয়
তইও তুলিত নহি ভেলা॥ ৪
লোচন-তুল কমল নহি ভএ সক
সে জগ কে নহি জানে।
সে ফেরি জাএ লুকাএল জল-ভএ
পঙ্কজ নিজ অপমানে॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
ঈ সভ লছমী সমানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা দেই পতি ভানে॥ ৮

---

৭৯৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি রজনিক কাজ!
সপনহি হেরলুঁ নাগররাজ॥ ২
আজু সুভ নিস কি পোহায়লুঁ হাম।
প্রান-পিয়াকে করলুঁ পরনাম॥ ৪
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
ধৈরজ ধর তোহে মিলব মুরারি॥ ৬

---

৭৯৭ ‡

(দূতীর উক্তি)

সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে॥ ২
ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখু সন্ধানে।
চৌদিস পরএ কুসুম সর বানে॥ ৪
বঙ্ক বিলোচন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা॥ ৬
উঠলি চেহাএ আলিঙ্গন বেরী।
রহলি লজাএ সুনি সেজ হেরী॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সপনে।
জত দেখলহ তত পুরতোহ মনে॥ ১০

---

* ন. গু. ৭৯৪ (মিথিলার পদ); গ্রিয়ার্সন ৬; বেণী. ২১৯।

† ন. গু. ৭৯৫; সা ১১৮।

‡ ন. গু. ৭৯৬ (রাগতরঙ্গিণী)।

৭৯৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

করে কুচমণ্ডল রহলিহুঁ গোএ।
কমলে কনক-গিরি ঝাঁপি ন হোএ ॥ ২
হরখ সহিত হেরলহ্নি মুখ-কাঁতি।
পুলকিত তনু মোর ধর কত ভাঁতি ॥ ৪
তখনে হরল হরি অঞ্চল মোর।
রস ভরে সসরু কসানকের ডোর ॥ ৬
সপনা একি সখি দেখল মোয়ঁ আজ।
তখনুক কৌতুক কহইতে লাজ ॥ ৮
আনন্দে নোরে নয়ন ভরি গেল।
পেমক আঁকুরে পল্লব দেল ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সপনা সরূপ।
রস বুঝ রূপনরায়ন ভূপ ॥ ১২

---

৭৯৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সপনে দেখল হরি উপজল রঙ্গে।
পুলকে পুরল তনু জাগু অনঙ্গে ॥ ২
বদন মেরাএ অধর রস লেলা।
নিসি অবসান কাহ্নু কঁহা গেলা ॥ ৪
কা লাগি নীন্দ ভাঁগলি বিধি মোরা।
ন ভেলে সুরত সুখ লাগল ভোরা ॥ ৬
মালতি পাওল রসিক ভমরা।
ভেল বিয়োগ করম দোস মোরা ॥ ৮
নিধনে পাওল ধন অনেক যতনে।
আঁচর সয় খসি পরল রতনে ॥ ১০

---

৮০০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুতলি ছলহুঁ হম ঘরবা রে
গরবা মোতি হার।
রাতি জখনি ভিনুসরবা রে
পিয় আএল হমার ॥ ২
কর কৌসল কর কপইত রে
হরব উর হার।
কর পঙ্কজ উর থপইত রে
মুখ-চন্দ নিহার ॥ ৪
কেহনি অভাগলি বৈরিনি রে
ভাগলি নিন্দ।
ভল কএ নহি দেখ পাওল রে
গুনময় গোবিন্দ ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
ধনি মন ধরু ধীর।
সময় পাএ তরুবর ফর রে
কতবো সিচু নীর ॥ ৮

---

* ন. গু. ৭৯৭ ; গ্রিয়ার্সন ৩২।
† ন. গু. ৭৯৮ (নেপালের পুথি)
‡ ন. গু. ৭৯৯ (নেপালের পুথি) ; বেণী. ২২০।

৮০১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সপন দেখল পিয় মুখ অরবিন্দ।
তেহি খন হে সখি টুটলি নিন্দ॥ ২
আজ সগুন ফল সম্ভব সাঁচ।
বেরি বেরি বাম নয়ন মোর নাচ॥ ৪
আঙ্গন বইসি সগুন কহ কাক।
বিরহ বিভঞ্জন দিনপরিপাক॥ ৬
আজ দেখব পিয় অলখক চান।
বিদ্যাপতি কবিবর এহ ভান॥ ৮

———

৮০২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

মোরা রে অঙ্গনবাঁ চনন কেরি গছিআ
তাহি চঢ়ি কুরুরএ কাগ রে।
সোনে চোঞ্চ বাঁধি দেব তোয়ঁ বায়স
জওঁ পিয়া আওত আজ রে॥ ২
গাবহ সখি সব ঝূমর লোরী
ময়ন-আরাধন জাউঁ রে॥ ৪
চওদিস চম্পা মওলি ফূললি
চান উজোরিয়া রাতি রে।
কইসে কএ মোয়ঁ ময়ন অরাধব
হোইতি বড়ি রতি-সাতি রে॥ ৬
বিদ্যাপতি কবি গাবএ তোহর
পহু অছ গুনক নিধান রে।
রাও ভোগীসর সব গুন আগর
পদমা দেই রমান রে॥ ৮

———

৮০৩ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুরভি সময় ভল চল মলআনিল
সাহর সউরভ সার লো।
কাহুক বীপদ কাহুক সম্পদ
নানা গতি সংসার লো॥ ২
কোইলী পঞ্চম রাগে রমন সুন ঘুমরাওঁ
কুসলে আওত মোর নাহ লো।
আজ ধরিএ হমে আসহি অছলিহু
সুমরি ন ছাড়ল ঠাম লো॥৪
ভমর দেখি ভএে ভাবে পরাএল
গহএ সরাসন কাম লো।
ভনই বিদ্যাপতি রূপনরাএন
সিরি সিবসিংঘ দেব নাম লো॥ ৬

———

৮০৪ §

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

গগন বলাহকেঁ ছাড়ল রে
বারিস কাল অতীত।
করিঅ বিনতি সোঁ এঁ আওব
জহ্নি বিনু তিহুয়ন তীত॥ ২
আবহো সুমতি সংঘাতিনি রে
বাট নিহারএ জাঁউ।
কুদিনা সব দিন নহি রহ
সুদিবস মন হরখাউ॥ ৪

* ন. গু. ৮০০ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৮০১ ; বেণী. ২২১।
‡ ন. গু. ৮০২।
§ ন. গু ৮০৩ (মিথিলার পদ)।

সামর চন্দা উগলাহ রে
চান্দে পুন গেলাহ অকাস।
এতবহি পিয়াকৈ অএবা রে
পলটত বিরহিনি সাঁস ॥ ৬
স্তুতিএ তুরহি নিহরবারে
জতি তুর হিয়রা ধাব।
কি করত হিয়রা আকুলা রে
আগিহি বাত ন পাব।
বিদ্যাপতি কবি গএবা রে
রস জনিএ রসমন্ত।
মন্তি মহেসর স্নুন্দর রে
ধেনুক দেই কন্ত ॥ ৮

৮০৫

(শ্রীরাধার উক্তি)

হমর মন্দিরে জব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান ॥ ২
নহি নহি বোলব জব হম নারি।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি ॥ ৪
করে ধরি মঝু বৈসাওব কোর।
চিরদিনে সাধ পূরাওব মোর ৬
করব আলিঙ্গন দূর কএ মান।
ও রসে পূরব হম মুদব নয়ান ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি স্নুন বরনারি।
তোহর পিরীতিক জাউ বলিহারি ১০

৮০৬ ক

(শ্রীরাধার উক্তি)

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া।
পলটি চলব হম ইসত হসিয়া ॥ ২
রস-নাগরি রমনী।
কত কত জুগতি মনহি অনুমানী ॥ ৪
আবে সে আঁচর পিয়া ধরবে।
জাএব হম জতন বহু করবে ॥ ৬
কঁচুয়া ধরব জব হঠিয়া।
করে কর বাঁধব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥ ৮
রভস মাঁগব পিয়া জবহী।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি নহি ॥ ১০
সহজহি স্নুপুরুখ ভমরা।
মুখ-কমলক মধু পীঅব হমরা ॥ ১২
তখন হরব মোর গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুঅ ধেয়ানে ॥ ১৪

৮০৭ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে ॥ ২
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি ॥ ৪
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ ৬

* ন. গু. ৮০৪ : সা. ১১৭ ; কা. ৪ ; প. ত. ১৯৮২।

† ন. গু. ৮০৫ ; সা. ১১৬ ; প. ত. ১৯৭৪ ; কা. ৩ ; বেণী. ২২২।

‡ ন. গু. ৮০৬ ; সা. ১১৫ ; কা. ২ ; প. ত. ১৯৭৩ ; বেণী. ২২৩।

কদলি রোপব হম গরুঅ নিতম্ব।
আম-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প ॥ ৮
দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিস পসারব চাঁদক হাট ॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ পূবব আস।
তুই এক পলকে মিলব তুঅ পাস ১২

৮০৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

হরি জব আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বজাব জয়তূর ॥ ২
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥ ৪
সহকার পল্লব চুম্বন দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব ॥ ৬
ধূপ দীপ নৈবেদ করব পিয়া আগে
লোচন নিরে করব অভিসেকে ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস তন্ত।
মুরুখ ন বুঝএ বুঝ গুনমন্ত ॥ ১০

৮০৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

দুসহ বিয়োগ দিবস গেল বীতি।
প্রিয়তম দরসন অনুপম প্রীতি ॥ ২
আব লগইছতি বিধু অনুকুল।
নয়ন কপূর আঁজন সমতূল ॥ ৪

গাবথু পঞ্চম কোকিল আবি।
গুঞ্জথু মধুকর লতিকা পাবি ॥ ৬
বহথু নিরন্তর ত্রিবিধ সমীর।
ভন বিদ্যাপতি কবিবর ধীর ॥ ৮

৮১০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

জে সুখদায়ক সে সুখ দেথু।
অবলা জন সোঁ আসিস লেথু ॥ ২
পিয় মোর আএল আন পরোস।
বিরহ বাথা জনি গেল লখ কোস ॥ ৪
নহি ছথি উগথু সহস দিজরাজ।
দুদিবস হিতকর অনহিত কাজ ॥ ৬
ত্রিবিধ সমীর বহথু দিনরাতি।
পঞ্চম গাবথু কোকিল জাতি ॥ ৮
সে গৃহ গৃহ নিত উতসব আজ।
বিদ্যাপতি ভন মন নির্ব্যাজ ॥ ১০

৮১১ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

দারুন বসন্ত জত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥ ২
জতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ ॥ ৪

* ন. গু. ৮০৭ ; সা. ১১৪ ; কা. ১ ; প. ত. ১৯৭২।
† ন. গু. ৮০৮ (মিথিলার পদ)।

§ ন. গু. ৮১০ ; দী. ১০২২ ; কা. ৮ ; সা. ১০৮ ; প. ত. ১৯৯৭।

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ৬
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখধে ন রহ বেয়াধি ॥ ১০

৮১২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

বিহ মোর পরসন ভেল।
হরি মোহি দরসন দেল ॥ ২
দেখলি বদন অভিরাম।
পূরল সকল মন কাম ॥ ৪
জাগি উঠল পঞ্চবান।
বসি নহি রহল গেয়ান ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি ভান।
সুপুরুস ন কর নিদান ॥ ৮

৮১৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

আজু রজনী হম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল মিরদন্দা ॥ ২
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥ ৪
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥ ৬
অব মঝু জব পিয়া সঙ্গ হোঅত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুঅ নব নেহা ॥ ৮

৮১৪ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

জনম কৃতারথ সুপুরুস সঙ্গ।
সেহে দিবস জো নহি মন ভঙ্গ ॥ ২
হৃদয়ক আনন্দে সুখ পরগাস।
তরনি তেজেঁ হে কমল বিগাস ॥ ৪
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
হরি নিধি মিলল সকল সিধি ভেল ॥ ৬
একদিস মনিময় নব নিধি হেম।
অওকা দিস নবরস সুপুরুস পেম ॥ ৮
নিকুতী তৌলি কএল অনুমান।
প্রীতি অধিক থী কে নহি জান ॥ ১০

* ন. গু. ৮১১ ; (মিথিলার পদ) ; গ্রিয়ার্সন ১১।
† ন. গু. ৮১২ ; প. ত. ১৯৯৬ ; দী. ১০২৩ ; কা. ৬ ; সা. ১১ ।
‡ ন. গু. ৮১৩।

প্রীতিক সম হে দোসর নহি আন।
জাহি তুলনা দিঅ অপন পরান ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি অনুপম রীতি।
দম্পতি কাঁ হো অচল পিরীতি ॥ ১৩

---

৮১৫ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

চিরদিন ছিল বিহি মোহে প্রতিকূল।
পিয়া পরসাদে ভেল অনুকূল ॥ ২
অছল দারুন বিরহে বিভোর।
তুরিতে আবি পিয়া মোহে লেল কোর ॥ ৪
তৃসিত চাতক জনি নব ঘন মেলি।
ভুখল চকোর চাঁদ করু কেলি ॥ ৬
জনি বনজানলে দগধ পরান।
ঐসন হোঅল অমিয়া সিনান ॥ ৮

---

৮১৬ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

অরে রে পরম প্রেম সজনি
নয়ন গোচর কওন দিন জনি
নাহ নাগর গুনক আগর কলা সাগর রে। ২
জবহু মধুরিপু ভবন আওব
দূরে রহি মুখে কহি পঠাওব
সকল দুখম তেজি ভূখন সমক সাজব রে ॥ ৪
লাজ নতি ভয়ে নিকটে আওব
রসিক ব্রজপতি হিয়ে সম্ভাওব
কাম-কৌসল-কোপ-কাজর তবহু রাজব রে। ৬
কবহু কোকিল মধুর কুহু কুহু
কবহু কপোত কণ্ঠ রব মুহু
করজসাসন কলা আসন কছু ন গোঅব রে ॥ ৮
কবহু দুহু মেলি সঙ্গীত গাওব
কবহু কর গহি কণ্ঠ লাওব
কবহু কৌতুক কোপ কিএ রস রাখি রুসব রে। ১০
জতন করি হরি কত ন ভাখব
আস দেই পিয়া পাস রাখব
সময় বুঝি তহি মাজ্ঝি হোই পুন সাজ্ঝি হোঅব রে ॥১২
বচনছলে জব সাধ মানব
মীনকেতন জুঝত জানব
মদন ময়মত্ত হাতী মাতব অচিরে মূসব রে। ১৪
এতহু কহিতে সখী তুরিতে আওলি
সুধা সম বাত লাওলি
কানু সুন্দর চতুর মন্দির নিকটে আওল রে ॥ ১৬
হরখি হসি হসি বোলএ রাধা
অচিরে বিহি কিএ পূরব সাধা
সরদ চাঁদ চকোর মিলল সিংঘ ভূপতি গাবই রে ॥ ১৮

৮১৭‡

(সখীর উক্তি)

অধর সুধা মিঠি দুধে ধবরি ডিঠি
মধু সম মধুরিম বানী রে। ২
অতি অরথিত জে জতনে ন পাইঅ
সবে বিহি তোহি দেল আনি রে ॥ ৪

* ন. গু. ৮১৪।
† ন. গু. ৮১৫ ; প. ত. ১২৮৩।
‡ ন. গু. ৮১৬।

জনু রূসহ ভাবিনি ভাব জনাই।
তৃত্য গুনে লুবুধল সুপহু অধিক দিনে
পাহুন আএল মধাই ॥ ৬
জসু গুন ঝখইতে ঝামরি ভেলি হে
রয়নি গমওলহ জাগি রে।
সে নিধি বিধি অনুরাগে মিলন তোহি
কাহ্নু সম পিয়া অনুরাগি রে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি গুনমতি রাখএ
বালভুকে অপরাধ রে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাএন
লখিমা দেই অরাধ রে ॥ ১০

---

৮১৮ *

(সখীর উক্তি)

জা লাগি চাঁদন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে।
জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক
মদন বৈরি জা লাগি রে ॥ ২
সে কাহ্নু কতে দিনে পাহুন
হসি ন নিহারসি তাহি রে।
হৃদয়ক হার হঠে টারহ জনু
পেম সুধা অবগাহি রে ॥ ৪
রোঅইতে নোরে আতুর ভেল লোচন
রয়নি জাম জুগে গেল রে।
ফুজল চিকুর চীর নহি চেতএ
হার ভার তনু ভেল রে ॥ ৬
তপ তোর তরুন ককনে কাহু আএল
কাঁই বঢাবসি মান রে।
জেও ন অছল মন সেও ভেল সপন
কবি বিদ্যাপতি ভান রে ॥ ৮

---

৮১৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

কত ন দিবস লএ অছল মনোরথ
হরি সয়ঁ বঢাওব নেহা।
সে সব সফল ভেল বিহি অভিমত দেল
সহজে আএল মঝু গেহা ॥ ২
মাই হে জনম কৃতারথ ভেলা।
বদন নিহারি অধর মধু পিবিকত
হরি পরিরম্ভন দেলা ॥ ৪
পীন পওধর হরখি পরসি কর
নিবিবন্ধ খোএলহি পানী।
পুলকেঁ পুরল তনু মুদিত কুসুমধনু
গাবএ সুললিত বানী ॥ ৬
তোয়ঁ ধনী পুনমতি সব গুন গুনমতি
বিদ্যাপতি কবি ভান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমান ॥ ৮

---

* ন. গু. ৮১৭।

† ন. গু. ৮১৮।

৮২০ *

(সখীর উক্তি)

সরদক চান্দ সরিস তোর মুখ রে।
ছাড়ল বিরহ অঁধারক দুখ রে॥ ২
অমিল মিলল অছ সুদৃঢ় সমাজ রে।
পুরুবক পুন পরিনত ভেল আজ রে॥ ৪
হেরি হল সুন্দরি সুনহ বচন মোর রে।
পরিহর লাজ সুলহ মন তোর রে॥ ৬
রসমতি মালতি ভল অবসর রে।
পিবও মধুর মধু ভূখল ভমর রে॥ ৮
উপনত পাহুন রিতুপতি সাহ রে।
অপনুক অঙ্গিরল কর নিরবাহ রে॥ ১০
সুপুরুখে পাওল সুমুখি সুনাবি রে।
দৈবে মেরাওল উচিত বিচারি রে॥ ১২

———

৮২১ †

(সখীর উক্তি)

চিরদিনে সে বিহি ভেল নিরবাধ।
পুরাওল দুহুক মনোভব সাধ॥ ২
আওল মাধব রতি সুখ বাস।
বাঢ়ল রমনিক মনহি উলাস॥ ৪
সে তনু পরিমলে ভরল দিগন্ত।
অনুভবি মুরুছি পড়ল রতিকন্ত॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি কুমুদিনি ইন্দু।
উছলল সখিগন আনন্দ-সিন্ধু॥ ৮

———

৮২২ ‡

(সখীর উক্তি)

দুহুক দুলহ দুহু দরসন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দুর গেল॥ ২
কর ধরি বইসাওল বিচিত্র আসন।
রমন-রতন-স্যাম রমনী-রতন॥ ৪
বহুবিধি বিলসএ বহুবিধি রঙ্গ।
কমল মধুপ জনি পাওল সঙ্গ॥ ৬
নয়ন নয়ন দুহু বয়ন বয়ান।
দুহু গুন দুহু গুন দুহুজন গান॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি নাগরি ভোর।
ত্রিভুবন-বিজয়ী নাগর চোর॥ ১০

———

৮২৩ §

(সখীর উক্তি)

মদন মদালসে স্যাম বিভোর।
সসিমুখি হসি হসি করু কোর॥ ২
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাস॥ ৪
রসবতি নারি রসিকবর কান।
রহি রহি চুম্বই নাহ বয়ান॥ ৬
দুহু তনু মাতল দুহু সব হান।
বিদ্যাপতি করু সে রস গান॥ ৮

———

* ন. গু. ৮১৯ (নেপালের পুথি)
† ন. গু. ৮২০ (গীতচিন্তামণি)।
‡ ন. গু. ৮২১ ; রেণী. ২২৪।
§ ন. গু. ৮২২ ; প. ত. ২০০৮ ; কা. ২৫।

৮২৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

চিরদিন সে বিহি ভেল অনুকুল রে।
দুহু মুখ হেরইত দুহু সে আকুল রে ॥ ২
বাহু পসারিএ দুহু দুহু ধরু রে।
দুহু অধরামৃত দুহু ভুখ ভরু রে ॥ ৪
দুহু তনু কাঁপই মদন উছল রে।
কিন কিন কিন করি কিঙ্কিনি রুচল রে ॥ ৬
জাইতেহি স্মিত নব বদন মিলল রে।
দুহু পুলকাবলি তে লহু লহু রে ॥ ৮
রস-মাতল দুহু বসন খসল রে।
বিদ্যাপতি রসসিন্ধু উছলল রে ॥ ১০

———

৮২৫ †

(সখীর উক্তি)

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়নক কোনে।
দুহুঁ হিয় জর জর মনমথ-বানে ॥ ২
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ কত মদন সাগরে দেই ঝম্প ॥ ৪
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরিতি নহি টুটে।
রসন পরসে কতেক সুখ উঠে ॥

———

৮২৬ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

সেই পিয়া গুন কহি ন জায়।
দারিদ হেম জনি তিল এক ন ছোড়এ
রভসে রজনি গমায় ॥ ২
সে মোর শ্রমজল আঁচরে পোছএ
দেই বসনক বায়। ৪
মৃনাল চম্পকদাম সম তনু
হিয়া বিনু সেজ ন ছোয়ায় ॥ ৬
চিবুক কর গহি সঘন নিরখএ
মুখ ভরি তাম্বূল খওয়ায়।
বৃন্দাবন ভরি রসক বাদব
কবিসেখর রস গায় ॥ ৮

———

৮২৭ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব রজনী পুনু কতএ আউতি
সজনী সিতল ওরে চন্দা
বড়ে পুনে মীলত গোবিন্দা নারে কী।
মুখ সসি হেরী অধর অমিঅ কত বেরী
অনন্দে ওরে পিবই মুহু লএ
মদন জিঅবই না রে কী ॥ ১

---

* ন. গু. ৮২৩ ; বেণী. ২২৫।
† ন. গু. ৮২৩ (গীতচিন্তামণি)।
‡ ন. গু. ৮২৬ (কীর্ত্তনানন্দ)।
§ ন. গু. ৮২৭ (নেপালের পুথি)।

হরি দেল হরবা অলখিত রতন পবরবা
জীব লাএবে ধরবা নিধন নাঈঁ
নিধানে না রে কী।
কবি বিদ্যাপতি গবই বড়ে পুনে পুনমত পবই
মানস পুবলা সকল কলুখ বিহি হরলা
না বে কী॥ ৪

নারি মনোরথ অভিমত
সত সত রহস নিরূপ।
কবি বিদ্যাপতি গাওল
রস বুঝ সিবসিংঘ ভূপ॥ ১০

৮২৮ *

(শ্রীবাধাব উক্তি)

জঁও হম জনিতহুঁ তনি তহ
উপজত মদন বেয়াবি।
বাহু ফাস লএ ফসিতহুঁ
হসিতহুঁ অভিমত সাধি॥ ২
সুমুখি ভইএ হসি হেরিতহুঁ
ফেরিতহুঁ সখি তন খেদ।
মননিজ সর নহি সহিতহুঁ
রহিতহুঁ হমে নিরভেদ॥ ৪
পরসনি ভই রতি সজিতহুঁ
বজিতহুঁ লাজ নিবারি।
কয় পরিরম্ভন গবিতহুঁ
ভরিতহুঁ গুন অবধারি॥ ৬
অজস সুজস কয় গুনিতহুঁ
সুনিতহুঁ নহি উপহাস॥
মনও নহি হরি পরিহরিতহুঁ
করিতহুঁ মন ন উদাস॥ ৮

৮২৯ †

(শ্রীবাধাব উক্তি)

কুন্দল কনক কস্তাই হমহু
কসৌটী তূল
নিঅ হিঅ সকল বালম্ভু
বুঝল বহু মূল॥ ২
এ সখি সুপহু সমাগম সুখ
কহহি ন জাএ॥
মন কর মনাও ন ছাড়িঅ
রাখিঅ ছিঅ লাএ॥ ৪
পূরব গৌরি হমে পূজলি
পুনে পরিনত নেহ।
জীব এক কএ মানল
কী জয়ঁ দুই দেহ॥ ৬
লছমী নরাএন নৃপ কহ
তোঁহে গুনমতি নারি।
জা সয়ঁ নেহ বঢ়াবহ
সেহে দেব মুরারি॥

* ন. গু. ৮২৮।

† ন. গু. ৭২৯ (রাগতরঙ্গিণী)।

৮৩০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কে মোরা জাএত তুরহুক দূর।
সহস সৌতিনি বস মধুরপুর ॥ ২
অপনহি হাত চললি অছু নীধি
জুগ দস জপল আজে ভেলি সীধি ॥ ৪
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
চান্দ কুমুদ দুহু দরসন ভেল ॥ ৬
কতএ দমোদর দেব বনমারি।
কতএ কহমে ধনি গোপ গোআরি ॥ ৮
আজে অকামিক দুই দিঠি মেলি।
দেব দাহিন ভেল হৃদয় উবেলি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
কুদিবস রহএ দিবস দুই চারি ॥ ১২

৮৩১ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

খিতি রেনু গন জদি গগনক তারা।
দুই কর সিচি জদি সিন্ধুক ধারা ॥ ২
পুরুব ভানু জদি পছিম উদীত।
তইঅও বিপরিত নহ সুজন পিরীত ॥ ৪
মাধব কি কহব আন।
ককর উপমা দিঅ পিরীত সমান ॥ ৬
অচল চলএ জদি চিত্র কহ বাত।
কমল ফুটএ জদি গিরিবর মাথ ॥ ৮
দাবানল সিতল হিমগিরি তাপ।
চান্দ জদি বিসধর সুধা ধর সাপ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সিবসিংহ রায়।
অনুগত জন ছাড়ি নহি উজিয়ায় ॥ ১২

(শ্রীরাধার উক্তি)

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥ ২
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥ ৪
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুঅ জানি ॥ ৬
তুঅ কইসে মাধব কহ তুহু মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয় ॥ ৮

৮৩৩ §

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ২
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধু বোল স্রবনহি সূনল
স্রুতিপথ পরস ন ভেল ॥৪

* ন. গু. ৮৩০ (নেপালের পুথি)।
† ন. গু. ৮৩২ (কীর্ত্তনানন্দ)।
‡ ন. গু. ৮৩৩ ; প. ত. ১৪০৮ ; কা. ১১ ; দী. ১০২৩।
§ ন. গু. ৮৩৪ ; দী. ১০২৪ ; প. ত. ৯৩৭ ; কা. ১১ ;
সা, ১২২ ; বেণী. ২২৭।

কত মধু জামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কইসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ল ন গেল ॥ ৬
কত বিদগধ জন রস আমোদঈ
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রান জুড়াএত
লাখে ন মিলল এক ॥ ৮

---

৮৩৭ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সুনু রসিআ।
অব ন বজাউ বিপিন বসিআ ॥ ১
বার বার চরনারবিন্দ গহি
সদা রহব বনি দসিআ।
কি ছলহু কি হোএব সে কে জানে
বৃথা হোএত কুল হসিআ ॥ ৪
অনুভব ঐসন মদন ভুজঙ্গম
হৃদয় মোর গেল ডসিয়া।
নন্দ-নন্দন তুঅ সরন ন ত্যাগব
বলু জগ হোএ দুরজসিআ ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ সুনু বনিতামনি
তোর মুখ জীতল সসিআ।
ধন্য ধন্য তোর ভাগ গোয়ারিনি
হরি ভজু হৃদয় হুলসিআ ॥ ৮

---

* ন গু. ৮৩৫ ; (রাগতরঙ্গিনী) ; বেণী. ২২৬।

৮৩৫ *

জতনে জতেক ধন পাপে বটোরল
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরনক বেরি হেরি কোঈ ন পূছএ
করম সঙ্গ চলি জায় ॥ ২
এ হরি, বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।
তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পারক কওন উপায় ॥ ৪
জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবল
জুবতী মতি ময়ঁ মেলি।
অমৃত তেজি হলাহল কিএ পীওল
সম্পদে অপদহি ভেলি ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি নেহ মনে গনি
কহল কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেবকাঈ মঁগইত
হেরইত তুঅ পদ লাজে ॥ ৮

৮৩৬ †

মাধব, বহুত মিনাত কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনি ছাড়বি মোয় ॥ ২
গনইতে দোস গুনলেস ন পাওবি
জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগনাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির ন ই ছার ॥ ৪
কিএ মানুস পসু পখী ভএ জনমিএ
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনু পুনু
মতি রহ তুঅ পরসঙ্গ ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইত ইহ ভব-সিন্ধু।
তুআ পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দিনবন্ধু ॥ ৮

৮৩৭ ‡

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমনি সমাজ।
তোহে বিসারি মন তাহে সমরপল
অব মঝু হব কোন কাজ ॥ ২
মাধব, হম পরিনাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিসবাসা ॥ ৪
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবন রমনি-রভস-রঙ্গ মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ ৬

* ন. গু. ৮৩৬ ; দী. ১০২৪ ; প. ত. ৩০১৮ ; কা. ১ ; সা. ১২৩।

† ন. গু. ৮৩৭ ; দী. ১০২৪ ; সা. ১২৪ ; কা. ৩ ; প. ত. ৩০১৭ ; বেণী. ২৫২।

‡ ন. গু. ৮৩৮ ; কা. ২ ; সা. ১২৫ ; প ত. ৩০১৬ ; বেণী. ২৫৩ ; দী. ১০২৫।

কত চতুরানন মরি মরি জাওত
　　ন তুঅ আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
　　সাগর লহরি সমানা ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সেস সমন ভয়
　　তুঅ বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহাওসি অব
　　তারন ভার তোহারা ॥ ১০

———

৮৩৮ *

খেত কএল রখবারে লুটল
　　ঠাকুর সেবা ভোর।
বনিজা কএল লাভ নহি পাওল
　　অলপ নিকট ভেল থোর ॥ ২
রামধন বনিজহু বেজ
　　অছ লাভ অনেক ॥ ৪
মোতি মজীঠ কনক হমে বনিজল
　　পোসল মনমথ চোর।
জোখি পরেখি মনহি হমে নিরসল
　　ধন্ধ লাগল মন মোর ॥ ৭

ই সংসার হাট কএ মানহ
　　সবেও বনিক বনিজার।
জে জস বনিজএ লাভ তস পাবএ
　　সুপুরুস মরহি গমার ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মহাজন
　　রাম ভগতি অছ লাভ ॥ ১০

———

৮৩৯ †

বএস কতএ তেজি গেলা।
তোহ সেবইতে জনম বহল
　　তইঅও ন অপন ভেলা ॥
সৈসব দসা চাহি খোঅওলা হে
　　মধুর মাএক ছীর।
দুই সিরীফল ছাহঁ সোঅওলা হে
　　কোমল কাঁচ সরীর ॥ ৪
দাঁত ঝড়ি মুহ থোথড় ভএ গেল
　　ঝড়ি গেল সবে দাগ।
তীনূ ভুঅন বইসল দেখিঅ
　　জনি কচুমাএল সাগ ॥ ৬
আঁখি মলামলি দুর ন সুঝএ
　　বন ফুটি গেল কাসী।
তুঅও ধরাধর ধরি নিরোধিঅ
　　তর উপর উকাসী ॥ ৮

———

* ন. গু. ৮৩৯ ; দী ১০২৫।
† ন. গু. ৮৪০।

৮৪০ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব,কত তোর করব বড়াঈ।
উপমা তোহর কহব ককরা হম
কহিতহুঁ অধিক লজাঈ ॥ ২
জোঁ শ্রীখণ্ডক সৌরভ অতি দুরলভ
তোঁ পুনি কাঠ কঠোর।
জোঁ জগদীস নিসাকর তোঁ পুন
একহি পচ্ছ উজোর ॥ ৪
মনি সমান ঔরো নহি দোসর
তনিকর পাথর নামে।
কনক কদলি ছোট লজ্জিত ভএ রহ
কী কহু ঠামহি ঠামে ॥ ৬
তোহর সরিস এক তোহঁ মাধব
মন হোইছ অনুমান।
সজ্জন জন সোঁ নেহ কঠিন থিক
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮

* ন. গু. ৮৩১ (মিথিলার পদ) ; বেণী. ২৫১।

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী-ধৃত পদ

অহেতুক মান

৮৪১ *

হার-উর মরকত-মুকুরক জোতি।
তাহি পেখলি ধনি অপন মুরুতি ॥ ২
গরুয় দুখ কিছু ফুরত ন বোল।
বৈঠলি সুধামুখি পানি কপোল ॥ ৪
ঢর ঢর ঢরকত নয়নক লোর।
নখ দই লীখত ধরণিক ওর ॥ ৬
কহ কবিরঞ্জন দৈবক রীত।
সাজল মনমথ দৈবহি কীত ॥ ৮

———

৮৪২ †

ধনি ভেলি মানিনি সখিগণ মাঝ।
অনুনয় করইতে উপজয়ে লাজ ॥
পিরিতিক আরতি বিরতি না সহই।
ইঙ্গিত ভঙ্গিয়ে দুহুঁ সব কহই ॥
রাই সুচেতনি কানু সিয়ান।
মনহি সমাধল মন-অভিমান ॥ ধ্রু
হরি শির-ছায় ধরলি ধনি-পায়।
সম্ভ্রমে বৈঠলি ধনি কর লায় ॥ ২
নিজ-নূপুর যব ধর মনমালি।
সখি সঞে অনত চলত বর-নারি ॥ ৪
অধরে মুরলি যব ধরু বনয়ারি।
ফোই কবরি ধনি বান্ধি সঙারি ॥ ৬
কহ কবিশেখর বুঝয়ে সিয়ান।
ইঙ্গিতে রস বরখল পঁচবাণ ॥ ৮

৮৪৩ ‡

বদন সরোরুহ হাসি লুকায়সি
তাহে লুবধ মন মোরা।
উদিতহু চান্দ অমিয় নহি বরিখয়ে
কি পিয়ে জীবে চকোরা ॥ ২
সুন্দরি দেহি পলটি দিঠি তোরা।
সকল রজনি ধনি কোপে গোঙায়লি
কেলি করবি কোন বেরা ॥ ৪
আধ পয়োধর দরসি লুকায়সি
কাঞ্চন-কলস সমানে।
মদন-ভণ্ডার সরূপহি জানলো
তহি লাগি লইনু শরণে ॥ ৬
করিবর-কুম্ভ নিতম্ব পুন ঝাঁপলি
যতনে বাঁধলি নিবি-পাশে।
ভণহু বিদ্যাপতি রজনিক ইহ রতি
বঞ্চবি কোন বিলাসে ॥ ৮

———

রূপোল্লাস

৮৪৪ §

অলসে আঙ্গিনা শুতলি রাই।
দোঁহ আকুল বদন চাই ॥ ২
চকোর ভ্রমরে লাগল দন্দ।
ও বোলে কমল ও বোলে চন্দ ॥ ৪

* ১৬—সা. প. ২০১ সং পুথি।
† ১৭—পদরত্নাকর।
‡ ১৮—সা. প. ২০১ সং পুথি।
§ ১৯—সা. প. ২০১ সং পুথি।

বিহি কৈল তাহে উত্তম কাজ।
সিমা বাঁটি দিল ভুরুক মাঝ ॥ ৬
বাঁটল সিমা ভাঙ্গল দন্দ।
আধ কমল আধ চন্দ ॥ ৮
কহ বিদ্যাপতি বুঝব কে।
যে জন রসিক বুঝব সে ॥ ১০

—

অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিত নায়িকা

৮৪৫ *

'দূতি সরূপ কহবি তুহুঁ মোহে।
মুঞি নিজ কাজে সাজি তুয়া ভূখণ
বিরচি পঠাওল তোহে ॥ ২
মুখজ তাম্বুল দেই অধর সুরঙ্গ লেই
সো কাহে ভেল ধূমেলা।"
"তুয়া গুণ কহইতে রসনা ফিরাইতে
ততিহুঁ মলিন ভৈ গেলা ॥" ৪
"মুঞি নিজ কর দেই সিমন্ত সোঙারলুঁ
সো কাহে ভেল কুবেশা।"
"তুয়া ইথে লাগি পাও ভুহু পড়ইতে
ততহি উধসি ভৈ কেশা ॥" ৬
"বিনহি ছরমে উর ধকধক ধকি করু
উসসি উসসি ভৈ শাসা।"
"তোহারি বচন দেই উনক বচন লেই
তুরিতে আয়লুঁ তুয়া পাশা ॥" ৮
"অপন বসন দেই উনক বসন লেই
আয়লি কোন চরীতে।"
"গেলি ন গেলি যব হি উপজায়ব
আনলুঁ তুয়া পবতীতে ॥" ১০
ভণত্তু বিদ্যাপতি শুন বর যৌবতি
কহইতে হোয়ে খেখেরা ॥
রাজা শিবসিংহ রূপ নরায়ণ
দূতিক ইহ উপচারা ॥ ১২

—

৮৪৬ †

যাকর মুকলিত অরুণ নয়ন-যুগ
তাকর চল চল পাতি।
নিরমল রাতা উতপল-অন্তর
ভ্রমর রহল জনু মাতি ॥
মাধব কৈছে ছপায়সি মোয়।
অঙ্গক সাখি অঙ্গ অনুরঞ্জই
বেকত জগ ভবি হোয় ॥ ধ্রু ॥
তনু ভেল আত খিন পিঠে কঙ্কণ চিন
তাড়-নিশান দু-পাশ।
নিবিড় আলিঙ্গনে হারক নিশানহি
শোভিত কণ্ঠক মাঝ ॥ ২
বেকত বিভূষণ অঙ্গ পসারল
অধরে মিলয়ই বোল।
বিদ্যাপতি কহ আর কি বিচারহ
সিন্ধে ধরলি জনু চোর ॥ ৪

—

* ২০—সা. প ২০১ সং পুথি।

† ২১—সা. প. ২০১ সং পুথি।

৮৪৭ *

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নহি অপরাধ ন ভাবিহ আন ॥ ২
পূজল ভগবতি যামিনি জাগি।
গমন-বিলম্বন ভেল তথি লাগি ॥ ৪
তুয়া কুচ-কুম্ভ-হার ফণি-রাজ।
কহইতে হাত দিয়ে তথি মাঝ ॥৬
তুয়া বিনে সপনে আন যদি হোয়।
ওহি ভুজঙ্গিনি দংশব মোয় ॥ ৮
ভণয়ে বিদ্যাপতি কি কহব তোয়।
শপথি করহ যদি সম্মতি হোয় ॥ ১০

মাথুর বিরহ

৮৪৮ †

নিকুঞ্জ-মন্দিরে গুঞ্জরে ভ্রমর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিণ পবন বিরহ-বেদন
নিঠুর কান্ত ন আব ॥
সজনি রচহ হেন উপায়।
মধু-মাসে যব মাধব আওব
বিরহ-বেদন যায় ॥ ধ্রু ॥
অনঙ্গ যে ছিল অঙ্গ ভই গেল
ধনু শর করি হাথ।
নাহ নিরদয় ভাজি পলাওল
চঢ়ল হমারি মাথ ॥ ২
যে কুলে বিরহ ভসম করল
তিসর-লোচন-আগি।
পুন হরি-কুলে জনম লভিল
হমারি বধক লাগি ॥ ৪
ভণে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
আকুল ন কর চিত।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবি সহিত ॥ ৬

---

৮৪৯ ‡

সজনি ছোড়লুঁ জীবন-আশা।
দারুণ বরিখা জিউ ভেল অন্তর
নাহ রহল দুব দেশা ॥ ধ্রু ॥
বাদর দরদর নহি দিন অবসর
গরগর গরজই রাতি।
অনিল অধীর থীর নহে অম্বর
দমকত দামিনি-পাঁতি ॥ ২
ঘন ঘন ডাহুকি ডহ ডহ ডাকই
চাতক পিউ পিউ বোল।
নাচত মত্ত সিখণ্ডক মণ্ডল
নিশি-দিশি দাদুরি-রোল ॥ ৪
কোন কলাবতি কঠিন-হৃদয় অতি
পিয়া বিনে রাখব প্রাণ।
বিদ্যাপতি কহ ধনি উতপত নহ
তুরিতহিঁ মীলব কান ॥ ৬

---

* ২২—সা. প. ২০১ সং পুথি।
† ২৩—পদরত্নাকর।
‡ ২৪—পদরত্নাকর

৮৫০ *

আর কত আশ দেই ধরব হিয়া।
যৌবন-কালে বিদেশে রহু পিয়া ॥ ২
সো যব আগে নিয়ড়ে মঝু আছলা।
মনে কিছু ভাল মন্দ হম নহি গণলা ॥ ৪
অব সো সবহু পরিচয় ভেল।
কানু নিঠুর মুঝে পরিহরি গেল ॥ ৬
অব মদনানলে দগধে শরীর।
শীতল শশধর ভেল মিহির ॥ ৮
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বিনোদিনি।
নিয়ড়ে মিলব অব শ্যাম গুণমণি ॥ ১০

৮৫১ †

সখি হে বৈরি ভেল মোর নিন্দ।
মদন-খর-শরে দেহ জরজর
ছাড়ি চলল গোবিন্দ ॥ ২
জে পথে গেল মোর প্রাণ-বল্লভ
সে পথ বলিহারি যাও।
চাঁপা নাগেশর কি ফুল ফুটল
কোকিল ঘন করে রাও ॥ ৪
এ কুলে গঙ্গা ও কুলে যমুনা
মাঝে চন্দন কোক।
যে কানুর গুণে হিয়া জরজর
সে কানু সে দিল শোক ॥ ৬
ভণে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
মনে না করিহ রোখ।
রাজা শিবসিংহ রূপ নরায়ণ
যাহাঁ গুণ তাহাঁ দোখ ॥ ৮

৮৫২ ‡

কতহু জাতনা মোহে দেওসি মদনা।
হম হর নহ ভও জুবতি-জনা ॥ ২
শিরে জটাভার নহে কুসুমক শ্রেণী।
ফণিপতি নহ ইহ চিকুরক বেণী ॥ ৪
ভসম না হয়ে ইহ মলয়জ চন্দনা।
বাঘ-ছাল নহ ইহ নেতক বসনা ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ অরে হর-বৈরি।
বুঝিয়া হানহ শর নহোঁ ত্রিপুরারি ॥ ৮

মাথুর দূতী-সংবাদ

৮৫৩ §

শুনহ একু অব- ধান মাধব
গহনে পড়ু ধনি-জীব রে।
গুরুয়া বিরহে সে বিকল শশিমুখী
লখই জনু দিন-দীপ রে ॥ ধ্রু ॥
ধরণি ধামিনি ধূলি ধূসর
ধনি না সম্বর চীর রে।
মাহ শাওন বরিখে যৈছন
ঐছন নয়নক নীর রে ॥ ২
(খর) শাস-ভরে কুচ- কুম্ভ উপর
চীর থির নহি থেহ রে।
(জনু) পবনে কম্পিত কনক-ভূধর
শিখরে শারদ মেহ রে ॥ ৪
শুনহ নাগর বিরহ-সাগর
পার কর একবার রে।
কুসুম-শর-শরে দেহ জর জর
মুরছি পড়ু বর-নার রে ॥ ৬

* ২৫—পদরত্নাকর।
† ২ —পদরত্নাকর।
‡ ২৭—পদরত্নাকর।
§ ২৮—পদরত্নাকর।

কুমুদিনী-দল কিরণে তাপিত
ঐছে ঝামর দেহ রে।
ভরমে বিখধর হার তেজল
জিবনে পড়ল সন্দেহ রে॥ ৮
এতহুঁ সখিগণ সিঁচই চন্দন
গরল সম উঠে ভীত রে।
কো কহে সাধক কো কহে বাধক
শেখর কহ বিপরীত রে॥ ১০

———

৮৫৪ *

হিম হিমকর পেখি কাঁপয়ে ঘন ঘন
অনুখণ ঝরয়ে নয়ান।
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি লুঠই
সখি-বোধে ন পাতয়ে কাণ॥
মাধব পেখলুঁ তৈছন রাই।
সবিষম খর-শরে অঙ্গ ভেল জর জর
কহইতে কো পাতিয়াই॥ ধ্রু॥
বিগলিত কেশ শাস বহে খরতর
না রহে নীবি-নিবন্ধ।
কম্বু-কন্ধর ধরই ন পারই
টুটল পঞ্জর- বন্ধ॥ ২
নব কিশলয়ে রচি শয়নে শুতায়ই
অধিক ভেল জনু আগি।
কিয়ে ঘর বাহির পড়য়ে নিরন্তর
অহ-নিশি খেপয়ে জাগি॥ ৪
ভণহুঁ বিদ্যাপতি শুনহ রসিক-বর
তুরিতে মিলহ ধনি-পাশে।
সকল সখীগণ হেরত বিনদিনি
দশমি দশা পরকাশে॥ ৬

———

৮৫৫ †

কি কহব মাধব পামর লোল।
পাথর ভাসল তল গেও শোল॥ ২
তেজক চম্পক পনস রসাল।
রোপল শীমলি জিবন্তি মন্দার॥ ৪
গুণবতি পরিহরি কুজবতি সঙ্গ।
হীর হিরণ্য তেজি রাঙ্গহি রঙ্গ॥ ৬
পণ্ডিত গুণিজনে দুখ অপার।
অছয়ে পরম সুখে মূঢ় গঙার॥ ৮
দুরজন মান সুজন তাহে হীন।
চোর উজোরল সাধু মলীন॥ ১০
বিদ্যাপতি কহ বিনি অনুবন্ধ।
শুনইতে সব গুণিজনে রহু ধন্দ॥ ১২

———

৮৫৬ ‡

সুন্দরি বিদগধ সুপুরুখ সোই।
কানুক হৃদয় সকল হাম জানলুঁ
তিলেক ন বিসরই তোই॥ ধ্রু॥
ওহি দিবস হমে মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেল।
তুহারি কুশল হরি পুছই বেরি বেরি
লোরে লোচন ভরি গেল॥ ২
পীত বসনে লোচন-যুগ মোছই
তুয়া বিনু আন ন হেরি।
উর পর পাণি হানি খিতি লুঠই
ফুকরি রোয়ে কত বেরি॥ ৪

* ২৯—পদরত্নাকর।
† ৩০—পদরত্নাকর।
‡ ৩২—পদরত্নাকর।

তুয়া বিনে রাতি দিবস নহি জানত
অতয়ে বুঝলুঁ অনুমানে।
তুহে বিসরব ধনি কবহু ন বোলবি
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥ ৮

শ্রীরাধার ভাব-সম্মিলন

৮৫৭ *

হমারি মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চন্দ-বয়ান ॥ ২
লহু লহু বোলব যব হম নারি।
অধিক পিরিতি তব করব মুরারি ॥ ৪
করে ধরি পিয়া মোরে বৈসায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর ॥ ৬
অপন মালতি মাল হিয়সেঁ উতারি।
যতনে পরায়ব কণ্ঠে হমারি ॥ ৮
করব আলিঙ্গন দুরে করি মান।
ও রস-আবেসে হাম মুঁদব নয়ান ॥ ১০
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুয়া পিরিতিক হম যাঙ বলিহারি ॥ ১২

---

* ৩৩—পদরত্নাকর।

গ্রিয়ার্সন-ধৃত অতিরিক্ত পদ

৮৫৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে।
জনিকা জন্ম হোইত হম গেলহুঁ
ঐলেহুঁ তনিকর অন্তে॥ ২
জাহি লয় গেলহুঁ সে চল আএল
তেঁ তরু রহলি ছপাঈ।
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি
তেঁ হম পরম অন্যাঈ॥ ৪
জৈতহিঁ নাল কমল হম তোরলি
করথ চাহ অবশেখে।
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল
তেঁহি অধর করু দঁশে॥ ৬
লেলি ভরল কুম্ভ তেঁ উর গাসলি
সসরি খসল কেশ পাশে।
সখি দস আগুপাছু ভয় চললিহি
তেঁ উর্ধ খাস ন বাকে॥ ৮
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
ঈ সভ রাখু মন গোঈ।
দিন দিন ননদি সঁ প্রীতি বঢ়াএব
বোলি বেকত জনু হোঈ॥ ১০

———

৮৬৯ †

(সখীর উক্তি)

ধন জৌবন রস রঙ্গে।
দিন দশ দেখিঅ তুলিত তরঙ্গে॥ ২
সুঘটিত বিহ বিঘটাবে।
বাঁক বিধাতা কী ন করাবে॥ ৪
ঈও ভল নহিঁ রীতী।
হটেঁ ন করিঅ ছুরি পুরুব পিরীতী॥ ৬
সচকিত হেরয় আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা॥ ৮
নয়ন তেজয় জলধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা॥ ১০
লখ জোজন বস চন্দা।
তৈঅও কুমুদিনি করয় অনন্দা॥ ১২
জকরা জাস রীতী।
ছুরহুক ছুর গেলেঁ দো গুন পিরীতী॥ ১৪
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে॥ ১৬

———

৮৬০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কোন বন বসথি মহেস।
কেও নহিঁ কহথি উদেস॥ ২
তপোবন বসথি মহেস।
ভৈরব করথি কলেস॥ ৪

* ৩৯।
† ৪৬।
‡ ৪৭।

কান কুণ্ডল হাথ গোল।
তাহি বন পিআ মিঠি বোল ॥ ৬
জাহি বন সিকিও ন ডোল।
তাহি বন পিআ হসি বোল ॥ ৮
একহিঁ বচন বিচ ভেল।
পহু উঠি পরদেস গেল ॥ ১০
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাব।
রাধা কৃষ্ণ বনাব ॥ ১২

৮৬১ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

লিখব উনৈস সতাইসক সঙ্গ।
সে পুনি লিখব পচীসক সঙ্গ ॥ ২
জনিকাঁ সোপি গেলা মোর আহি।
সে পুনি গেলাহ দেখব নহি তাহি ॥ ৪
বড় অনুচিত আনক পরবেস।
সে পুনি ঐলাহ তকর সনেস ॥ ৬
মাধব জনি দীঅহ মোর দোস।
কতদিন রাখব হুনক ভরোস ॥ ৮
ভনহিঁ বিদ্যাপতি আখর লেখ।
বুধ জন হো সে কহে বিসেখ ॥ ১০

৮৬২ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব কি কহব ভাতী।
তুঅ গুন লুবধি মুগুধ ভেলি বালী ॥ ২
মলিন বসন তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে ॥ ৪
উর পর সামরি বেনী।
কমল কোষ জনি কারি নাগেনী ॥ ৬
কেও সখি তাকয় নিশাসে।
কেও নলনী দল করয় বতাসে ॥ ৮
কেও বোল আয়ল হরী।
সমবি উঠলি চির নাম সুমরী ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সমুঝাবে ॥ ১২

(শ্রীরাধার উক্তি)

মাধব জাএ কেবাড় হোড়াওল
জাহি মন্দির বসু রাধা।
চীর উঘারি অধর মুখ হেরল
চান উগল ছুথি আধা ॥ ২
চার করপূর পান হম বাসলি
ঔর সাঁঠল একমানে।
সগর বৈনি হম বৈসি গমাওলি
খণ্ডিত ভেল মোর মানে ॥ ৪

* ৬৭।

† ৭৪।
‡ ৭৭; ন. গু. ৫০৮; মি গী. স. ১ম খণ্ড. ২২

মেথুরা নগর অটকি হম রহলহুঁ
কিঅ ন পঠাওল দূতী।
মানিক এক মানিক দস পথরল
ওতহি রহল পহু সূতী ॥ ৬
কমল নয়ন কমলা পতি চুম্বিত
কুম্ভকরণ সম দাপে।
হরিক চরণ ধৈ গাবথি বিদ্যাপতি
রাধা কৃষ্ণ বিলাপে ॥ ৮

———

৮৬৪ *

(সখীব উক্তি)

সুন্দরি কহ কহ ন কর বেআজে।
সুকৃত ফল কেদহু পাওত
মদন মহা সধি আজে ২
মৃগমদ তিলক অগর অনুলেপিত
সামর বসন সমারি।
হেরহ পছিম দিশ কখন হোয়ত নিশ
গুরুজন নয়ন নিহারি ॥ ২ ॥
বিনু কারণ গৃহ করহ গতাগত
মুনি নয়ন অরবিন্দা।
পুলকিত তনু বিহুসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা ॥ ৩॥
চেতন হাথ লাথ নহিঁ সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
সকল কলা রস জানে ॥ ৪ ॥

———

* ৬৭।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী-ধৃত অতিরিক্ত পদ

বন্দনা

৮৬৫ *

(সখীর উক্তি)

নন্দক নন্দক কদম্বেরি তরু তরে
ধিরে ধিরে মুরলি বলাব।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব ॥ ২
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি ॥ ৩
জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকে অবইতে জাইতে
জনি জনি পুছ বনমারি ॥ ৫
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন সুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
বন্দহ নন্দকিসোরা ॥ ৭

মাধবের অনুরাগ

৮৬৬ †

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

অপরুব পেখল সোই।
কনকলতাএে উয়ল কিএ হিমকর
ঐসন লাগল মোই ॥ ২
কুটিল কেশ চঞ্চল অতি লোচন
নাসা আঁতর ভীন।
রাগ অধর দশন মনি ভেটল
দুহু কুচ দুহু কঠিন ॥ ৪
ত্রিবলিক মাঝে তসু নিবি বান্ধল
নাভি সরোবর গোই।
ভারি জঘন সম্বল রহু ত্বরি
পরদুখে দুখি নই কোই ৬

বিরহ

৮৬৭ ‡

(সখীর উক্তি)

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান
নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥ ২
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ ॥ ৪
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐসন হিয় মাহা জাগ ॥ ৬
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ
সুপুরুখ কবহুঁ ন তেজয় নেহ ॥ ৮

---

* ১; বেণী. ১।
† ৩৫।
‡ ৬৪৭।

৮৬৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

অবিরল পরএ মদন সরধারা
একল দেহ কত সহত হমারা ॥ ২
সপনেহু তিলা এক তহ্নি সঞো রঙ্গে।
নিন্দ বিদেসল তহ্নি পিয়া সঙ্গে ॥ ৪
কাহ্নু কান লাগি কহিহি ভমরা
তোঁএ জানসি দুখ অহনিসি হমরা ॥ ৬
এতবা বোলি কহব মোবি সেবা।
তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

৮৬৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

নউমি দসা দেখি গেলাহে নড়াএ।
দসমি দসা উপগতি ভেলি আএ ॥ ২
তুহ্নি অরজল অপজস অপকার।
হমে-জিবে অঙ্গিরল জম বনিজার ॥ ৪
আবে সুখে কহ্নাই করথু বিদেস।
সুমরি জলাঞ্জলি দিহুথি সন্দেস ॥ ৬
বহ মলয়ানিল ঝর মকরন্দ।
উগও সহস দস দারুন চন্দ ॥ ৮
করও কমল বন কেলি ভমরা।
আবে কী ভল মন্দ হোএত হমরা ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি নিরদয় কন্ত।
এহি সোঁ ভল বরু জীবক অন্ত ॥ ১২

৮৭০ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কমল সুখায়ল ভমর নই আব।
পথিক পিয়াসল পানি ন পাব ॥ ২
দিন দিন সরোবর হোই অগারি।
অবহু নই বরিষই মহী ভর বারি ॥ ৪
যদি তোহেঁ বরিষব সময় উপেখি।
কী ফল পাওব দিবস দিপ লেখি ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি অসময় বানী
মুরুছল জীবয় চুরু এক পানী ॥ ৮

৮৭১ §

(সখীতে সখীতে কথা)

কুসুমে রচল সেজ মলয়জ পঙ্কজ।
পেয়সি সুমুখি সমাজে।
কত মধু মাস বিলাসে গমাওল
অব পর কহইতে লাজে ॥ ২
সখি হে দিন জনু কাহু অবগাহে।
সুরতরু তর সুখে জনম গমাওল
ধুথুরা তর নিরবাহে ॥ ৪
দখিন পবন সউরভ উপভোগল
পিউল অমিয় রস সারে।
কোকিল কলরব উপবন পূরল
তহ্নি কত কয়ল বিকারে ॥ ৬

* ৬৪৮।
† ৫৯।
‡ ৬৫০।
§ ৬৫১।

পাতহি সঞো ফুল ভমরে অগোরল
তরুতর লেলহ্নি বাসে।
সে ফল কাটি কীটে উপভোগল
ভমরা ভেল উদাসে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি কলিজুগ পরিনতি
চিন্তা জনু কর কোই।
অপন করম অপনে পএ ভুঞ্জিয়
জঞো জনমান্তর হোই ॥ ১০

দিবসে দিবসে বেআধক অধিকাএল
দারুণ ভেল পচবান।
আওর বরখ কত আসে গমাওব
সংসঅ পরল পরান ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
মন চিন্তা করু ত্যাগ।
অচির মিলত হরি রহু ধৈরজ ধরি
সুদিনে পলটত ভাগ ॥ ১০

---

৮৭২ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

কুন্দ কুসুম ভরি সেজ সোহাওন
চান্দ ইজোরিএ রাতি।
তিলা এক সুপহু সমাগম পাওল
মাস বরখ ভেল সাতি ॥ ২
হরি হরি পুনু কইসে পলটি মধুরপুর জাএব
পুনু কইসে ভেটত মুরারি।
চিন্তা জাল পড়লি হরিনী সনি
কি করব বিরহিনি নারী ॥ ৪
এক ভমর ভমি বহুল কুসুম রমি
কতহু ন কেও কর বাধ।
বহুবল্লভ সঞো সিনেহ বঢ়াওল
পড়ল হমার অপরাধ ॥ ৬

৮৭৩ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

সাহর মঞ্জর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব ॥ ২
সাজনি রচহ সেহে উপাএ।
মধু মাস জঞো মাধব আবএ
বিরহ বেদন জাএ ॥ ৪
অছল অঙ্গজ ভেল অনঙ্গজ
ধনু রিবাড়ল হাথ।
নাহ নিরদয় তেজি পড়াএল
ওড়ল হমর মাথ ॥ ৬

---

* ৬৫৩। † ৬৫৫।

এক বেরি হরে ভসম কএলাহে
দুসহ লোচন আগী।
পুনু অহির কুল জনম লেলহ
বিরহি বধএ লাগি ॥ ৮
জঞো তোহি পাবওঁ অরে বিধাতা
বাঁধি মেলওঁ অন্ধ কূপ।
জাহেরিঁ নাহ বিচখন নাহী
তাকেঁ কাঁ দিয় রূপ ॥ ১০
আনকই রূপ হিত পএ করএ
হমর ই ভেল কাল।
দিনে দিনে দুখ সহএ পারঞো
পড়এ অধিক ভার ॥ ১২

---

৮৭৪ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

প্রথমহি উপজল নব অনুরাগে।
মন কর প্রান ধরিঅ তসু আগে ॥ ২
আর দিনে দিনে ভেল পেম পুরানে।
ভুগুতল কুসুম সুরভি কর আনে ॥ ৪
হরিকে কহব সখি হমরি বিনতী।
বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরিতী ॥ ৬
রভস সমঅ পিআ জত কহি গেলা।
অধরাহু আধ সেহও দুর ভেলা ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি এহো রস ভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১০

---

৮৭৫ †

(দূতীর উক্তি)

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।
তুয় পেঅসি মোয়েঁ দেখলি বরাকিনি
অবহু পলটি ঘর জাসী ॥ ২
হিমকর হেরি অবনত কর আনন
কর করুনা পথ হেরী।
নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুন্তুদ
ভএ রহ তাহেরি সেরী ॥ ৪
দখিন পবন বহ সে কইসে জুবতি সহ
কর কবলিত তনু অঙ্গে।
গেল পরান আস দএ রাখএ
দস নখে লিখএ ভুজঙ্গে ॥ ৬
মীনকেতন ভএ শিব শিব শিব কএ
ধরনি লোটাবএ দেহা।
করে কমল লএ কুচ সিরিফল দএ
শিব পূজএ নিজ দেহা ॥ ৮
পরভৃতকে ডরেঁ পাঅস লএ করে
বাএস নিকট পুকারে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
করথু বিরহ উপচারে ॥ ১০

---

* ৮৫৬ ; গ্রিয়ার্সন. ৭১।

† ৭:৪।

৮৭৬

(দূতীর উক্তি)

সরদক সসধর মুখরুচি সেঁপলক
হরিন কে লোচন লীলা।
কেসপাস লএ চমরিকে সোঁপলক
পাএ মনোভব পীলা ॥ ২
মাধব জানল ন জিউতি রাহী
জতবা জকর লে লে চলি সুন্দরি
সে সবে সোঁপলক তাহী ॥ ৪
দসন দসা দালিমকে সোঁপলক
বন্ধু অধর রুচি দেলী।
দেহ দসা সউদামিনি সোঁপলক
কাজর সনি সখি ভেলী ॥ ৬
ভঞ্জহেবি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিলকে দিহু বানী।
কেবল দেহ অছু লএলে
এতবা অএলাহু জানী ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
চিতে জনু ঝাঁখহ আনে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ১০

'বিদ্যাপতি কী পদাবলী'-ধৃত অতিরিক্ত পদ

রাধার বন্দনা

৪৭৭ *†

দেখ দেখ রাধা রূপ অপার।
অপুরুব কে বিহি আনি মিলাওল
খিতি-তল লাবনি-সার ॥ ২
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়ত
হেরএ পড়এ অথীর।
মনমথ কোটি-মথন করু জে জন
সে হেরি মহি-মাধ গোর ॥ ৪
কত কত লাখমা চরন-তল নেওছএ
রঙ্গিনি হেরি বিভোবি।
করু অভিলাখ মনহি পদপঙ্কজ
অহোনিসি বোর অগোরি ॥ ৬

---

* ৮৪ ; মি. গী. স. ২য় খণ্ড. ৪।

† বে. ২।

"মিথিলাগীত সংগ্রহ"-ধৃত অতিরিক্ত পদ

৮৭৮ *

দছিন পবন বহু লহু লহু,
পহুসোঁ মিলন হোএত কবহু।
আম মজরি মহু তূঅল ;
তৈওনে পহু মোর ঘুরল ॥ ২
দীপ জরিয় বাতী জরল
তৌওনে পীয় মোর আএল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল,
যোগনিক অন্ত নহিঁ পাওল ॥ ৪

———

৮৭৯ †

হম অবলা নিরজনি রে
শশিকেঁ সেবল গুণ জানি রে।
হমসোঁ অনেক কুরীতি রে
সুপুরুষ নে তেজৈ পিরীতি রে ॥ ২
ডেঙি ডুবল মঝধার রে
লৈ জহাজ করু পার রে।
ভর্নাহঁ বিদ্যাপতি ভান রে
সুপুরুষ বসথি সুঠাম রে ॥

———

৮৮০ ‡

তোহেঁ প্রভু সুরসরি ধার রে
পতিতক করিয় উধার রে।
তুরসোঁ দেখল গাঙ্গ রে
পাপনে রহয় আঙ্গ রে ॥ ২
সুরসরি সেবল জানি রে
এহন পরসমনি পাবি রে।
ভর্নাহঁ বিদ্যাপতি ভান রে
সুপুরুষ গুণক নিধান রে ॥ ৪

———

৮৮১ §

মাধল তুঅ গুন বুঝল মৈঁ আজে।
পচগুন দসগুন দসৈ সৈগুন
সেহ দেখয় কোন কাজে ॥ ১ ॥
চালীস কাটি চারি চৌঠাঈ
সৈন হঁসৈ পহুকোরা।
কপটী কাহ্নু কেলি নহিঁ
জানথি কৈলন্হি জন্মক ওরা ॥ ২
সাঠি কাটি দহ বুন্দ বিবরজিত
সে কে সহ উপহাসে।
পহুক নিষিধ সহৈ কে পাবৈ
দুই গুন করব গরাসে ॥ ॥
নৌ বুন্দা দৈ নবো বাম
কর সে উর হমর প্রানে।
সৈ হরখিত মুখ হরিও নে
হোএ কারন কে নহি জানৈ ॥ ৪

---

* মি. গী. সং. ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫।
† মি. গী. সং. ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮।
‡ মি. গী. সং. ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮।
§ মী. গী. স. ২য় খণ্ড. ২।

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বরযোমতি
কোঁ নহিঁ করৈ বাধা।
অপন বচন কেঁ আপ বুঝাওল
কমল নাল দুই আধা ॥ ৬

---

৮৮২ *

মাধব এখন দুরি করু সেজে।
কিছুদিন ধৈরজ ধরু যদুনন্দন
হমহিঁ উমগি রস দেবে ॥ ১ ॥
কাঁচ কমল ফুল কলা জনু তোড়িয়
অধিক উঠত উদ্বেগে।
এহন বয়স রিতু কবৈক নহি থিক ঈ
মানিয় মোর উপদেশে ॥ ২ ॥
রাহু গরাসল জলধর জৈসে
তেহন নে করিয় গেআনে।
কিছুদিন ঔর বিতয় দিঅ মাধব
তখন হোয়ত রস দানে ॥ ৩ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিএ মধুরপতি
ধৈরজ ধরিয় সুবেসে।
সময় জানি তোহি হোয়ত সমাগম
আব হঠ ছোড়ু নরেশে ॥ ৪ ॥

---

* মি. গি. স. ২য় খণ্ড ৩।

বিদ্যাপতির নহে অথচ বিদ্যাপতি-রচিত বলিয়া শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রচারিত পদ

৮৮৩ *

(কবির উক্তি)

পথ গতি নয়নে মিলল রাধা কান।
দুহু মনে মনসিজ পুরল সন্ধান ॥ ২
দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
সময় নহি বুঝত অচতুর চোর ॥ ৪
বিদগধি সঙ্গিনি সব রস জান।
কুটিল নয়নে কয়ল সাবধান ॥ ৬
চলল রাজপথে দুহু উরঝাই।
কহ কবিশেখর দুহু চতুরাই ॥৮

৮৮৪ †

(দূতীর উক্তি)

শুনু শুনু বিনোদিনি রাই।
তোহে পুনু কহওঁ বুঝাই ॥ ২
কানুক ভাব জোঁ হোই।
হিয় মাহ রাখব গোই ॥ ৪
কেহো জনু লখইতে পার।
বেকত করবি কুলচার ॥ ৬
কানু উয়ব হিয় মাহ।
আন ছলে বিসরবি তাহ ॥ ৮
গুরু দুরুজন তুয় পাপ।
দেখলে দেঅব বহু তাপ ॥ ১০
থীর করবি সদা চীত।
যৈসন সে কুলবতি রীত ॥ ১২
পুনু জনু ভাবহ আন।
ইহ কবিশেখর ভান ॥ ১৪

৮৮৫ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

হরি করে হরিণনয়নি তব সোঁপি
সখিগণ চলু আন ঠামে।
অবসরে ধনি কর ধরি নাগর
বিনতি করয় অনুপামে ॥ ২
হরিণনয়নি ধনি রামা।
কানুক সরস পরশ সম্ভাষণে
মেটউ লাজক ধামা। ৪
সুখদ সেজোপর নাগরি নাগর
বৈসল নব রতি সাধে।
প্রতি অঙ্গ চুম্বনে রস অনুমোদনে
থর থর কাঁপয় রাধে ॥ ৬
মদন সিংহাসন করল আরোহণ
মোহন রসিক সুজান।
ভয় গঢ় তোড়ল অলপে সমাধল
রাখল সকল সমান ॥ ৮
কহ কবিশেখর গরুঅ ভোখভর
করু জল থোর অহারে।
ঐসন দুহু মন তলপই পুন পুন
উপজল অধিক বিকারে ॥ ১০

* ন. গু. ২৬।
† ন. গু. ১২৮।
‡ ন. গু ১৭৮

৮৮৬ *

(সখীর উক্তি)

এ ধনি ঐসন কহবি মোয়।
আজু যে কৈসন দেখিয় তোয় ॥ ২
নয়ন বয়ন আনহি ভাঁতি।
কহইতে কহিনী ভুলসি পাঁতি ॥ ৪
সুরঙ্গ অধর বিরঙ্গ ভেলি।
কা সঞো কামিনি কয়লি কেলি ॥ ৬
বেকত ভই গেল গুপুত কাজ।
অতএ ককর করহ লাজ ॥ ৮
সঘন জঘন কাঁপয় তোর।
মদন মথন কয়ল জোর ॥ ১০
গোর পয়োধর রাতুল গাত।
নখক আঁচর ঝাপসি হাত ॥ ১২
অমিয় সাগর তুহু সে রাহি।
মুকুন্দ মাতঙ্গ বিহরে তাহি ॥ ১৪
তেঁ বুঝিয় মন বিতথ দেখি।
বেকত কয় ন কহ দেখি ॥ ১৬
কহ কবিশেখর কি কর লাজে।
কহ ন কহিনী সখিনি সমাজে ॥ ১৮

---

৮৮৭ †

(সখীর উক্তি)

তুয় অঙ্গে পিতল্হু চীরে।
কুচ যুগ দংশল কীরে ॥ ২
অধর বিম্বফল তোরী।
কে রস লেল নিচোরী ॥ ৪
বচন সংসি আন ভাতি।
কা সঞে বঞ্চলি রাতি ॥ ৬
হৃদয় নয়ন গতি রীত।
হেরইতে পাওল ভীত ॥ ৮
ইহ রস কহিনী কহই।
জরতিক উচিত বচন তহি রচই ॥ ১০
কবিশেখর অনুমানে।
রাহিক অমিয় সিনানে ॥ ১২

---

৮৮৮ ‡

(সখীর উক্তি)

জাগল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর।
শেজ তেজল উঠি নন্দকিশোর ॥ ২
সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি।
অবধি ন পাওল ছুটল রাতি ॥ ৪
জলধর রুচিহর সামর কাঁতি।
যুবতিমোহন বেশ ধরু কত ভাঁতি ॥ ৬
ধনি অনুরাগিনি জানি সুজান।
ঘোর আঁধিয়ারে করল পয়ান ॥ ৮
পর নারি পিরিতিক ঐসন রীত।
চলল নিভৃত পথে ন মানয় ভীত ॥ ১০
কুসুমিত কানন কালিন্দি তীর।
তঁহা চলি আওল গোকুলবীর ॥ ১২
শেখর পন্থ পর মিলল যাহি।
আনল নাগর ভেটল রাহি ॥ ১৪

---

* ন. গু. ১৮৯।
† ন. গু. ১১৩।
‡ ন. গু. ২৬৬।

৮৮৯ *

(সখীর উক্তি)

সহচরি অনুচরি কয় অনুমান।
দেহরি লাগি বুঝে বচন সন্ধান ॥ ২
জাগল নহি দেখল এক লোক।
সুখ সঞো সূতল নহি দুখ শোক ॥ ৪
বাটক কণ্টক সব ভেল দূর।
সব এক জাগয় মনমথ শূর ॥ ৬
নগর নিচল ভেল নিরজন বাট।
দুরজন নয়নহি লাগল কবাট ॥ ৮
কবিশেখর কহ পন্থ বিথার।
অভিসর সুন্দরি ভয় নহি আর ॥ ১০

৮৯০ †

(সখীর উক্তি)

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার।
পহিরল হৃদয় ঝাঁপি কুচভার ॥ ২
থোরহি শশধর কিরণ বিথার।
ঐসন সময় কয়ল অভিসার ॥ ৪
চহুদিশ সচকিত নয়ন নিহার।
মদন মদালসে চলই ন পার ॥ ৬
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ নৃপ পাস।
কহ কবিশেখর কেলিবিলাস ॥ ৮

৮৯১ ‡

(সখীর উক্তি)

কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা।
তসু পর অভিসার করু ব্রজবালা ॥ ২
ঘর সঞো নিকসয় জইসন চোর।
নিশবদ পদ গতি চললিহু থোর ॥ ৪
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গরুঅ নিতম্ব নব যৌবন ভার ॥ ৬
কমলিনি মাঝ খীনি উচ কুচ জোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর ॥ ৮
রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোরা।
নব অনুরাগিনি নব রসে ভোরা ॥ ১০
অঙ্গক অভরণ বাসয় ভার।
নেপুর কিঙ্কিনি তেজল হার ॥ ১২
লীলা কমল উপেখলি রামা।
মন্থর গতি চলু ধরি সখি শামা ॥ ১৪
যতনহি নিসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা ॥ ১৬

৮৯২ §

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কুসুমিত কুঞ্জহি কাতর কান।
কামিনি লাগি কত করু অনুমান ॥ ২
কী করব কহ মোরে সুবল সজ্ঞাতি।
কলাবতি কাঁঞি অবধি করু আতি ॥ ৪
দারুণ গুরুজন কিয় করু বাধা।
কিয় লাগি মানিনি ভৈ গেল রাধা ॥ ৬

* ন. গু. ২৮৯।
† ন. গু. ২৫২।
‡ ন. গু. ২৫৩।
§ ন. গু. ২২৫।

তপনক তাপে কিয় চলএ ন পার।
গরুঅ নিতম্ব পীন কুচভার ॥ ৮
সজন সহিত কিয় বাঢ়ল নেহ।
ইথে কিয় ধনি নহি তেজল গেহ ॥ ১০
বিপদ সম্পদ কিয় বুঝই ন পারি।
কৈসনে বঞ্চয় সে সুকুমারি ॥ ১২
বোধি সুবল কহু শুন গুনমন্ত।
শেখর কহ ধনি মিলব নিতন্ত ॥ ১৪

———

৮৯৩ *

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

রজনী শেষ বর নাগরি নাগব
বইসল সেজক মাহী।
হেরি সখি তোরিত মন্দির ভীতর
হসি হসি বইসল তাহী ॥ ২
সহচরি মেলি কেলি কল্পতরু
কর কত রস পরকাসে।
রজনিক রঙ্গ কহইতে নব নাগরি
পিয়া মুখ ঝাঁপল বাসে ॥ ৪
দুহু মুখ নিরখি হরখি সব সহচরি
পুলকিনি রহল নিহারি।
পীত বসন লই নিজ তনু ঝাঁপল
লাজে লজাওলি গোরি ॥ ৬
তব হরি নাগরি কোরে অগোরল
ডুবল সুখসিন্ধু মাঝ।
ললিতা ললিত কহি দুহু বেশ খণ্ডিত
সজাওত অনুপম সাজ ॥ ৮

দুহু রূপে মগন ভেল সব সখীগণ
দিন রজনি নহি জান।
অরুণ উদয় ভেল জটিলা শবদ পাওল
কবিশেখর ইহ ভান ॥ ১০

———

৮৯৪ †

(সখীর উক্তি)

বিছোহ বিকল ভেল দুহুক পরান।
গরগর অন্তর ঝরয় নয়ান ॥ ২
দুহু মনে মনসিজ জাগি রহু।
তিল বিসরন নহে কেহু কাহু ॥ ৪
নিশবদে সুতল নিন্দ নহি ভায়।
বিয়োগ বিয়াধি বিথাবল গায় ॥ ৬
দুহুক দুলহ নেহ দুহু ভল জান।
দুহু জন মিলনে মনমথ পাচবান ॥ ৮
কবিশেখর জান ইহ রস রঙ্গ।
পরবশ পেম সতত নহ ভঙ্গ ॥ ১০

———

৮৯৫ ‡

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

দুহু রূপ লাবনি মনমথ মোহিনি
নিরখি নয়ন ভুলি যায়।
রজনী জনিত রতি বিশেষ আলাপনে
আলস রহল দুহু গায় ॥ ২
চাঁচর কুন্তল তাহে কুসুমদল
লোলত আনহি ভাঁতি।
দুহু দোহা হেরি মুখ হৃদয় বাঢ়য় সুখ
বোলত ভূলত পাঁতি ॥ ৭

* ন. গু. ২৬৩।

† ন. গু ২৬৪।

‡ ন. গু. ২৫।

নিজ নিজ মন্দির নাগরি নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ।
বিরহ বিষানলে দুহু তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ॥ ৬
ভিতক চীত পুতলি সন দুহু জন
রহল বিদায়ক বেলা।
প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু
চেতন অচেতন ভেলা॥ ৮
দুহু জন চীত রীত হেরি সহচরি
ঘন ঘন গগনহি চায়।
রজনী পোহাওল সব জন জাগল
সে ডরহি অধিক ডরায়॥ ১০
শেখর বুঝি তব কবি কত অনুভব
দুহু সঙ্গ ভঙ্গ করাব।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহু
গুরুজন ভেদ নহি পাব॥ ১২

---

৮৯৬ *

(সখীর উক্তি)

কাননে কাতর কুলবতি রাহি।
চকিত নয়ন ঘন দশ দিশ চাহি॥ ২
কোকিল কলরবে বিকল পরান।
গুনি গুনি ভাবিনি ভেলি নিদান॥ ৪
উষসি উষসি খসি খসি পড়ু নোর।
গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর॥ ৬
ঐসন আয়লি তপনক গেহ।
পূজা উপহার তঁহি রাখলি সেহ॥ ৮
তঁহি পরণাম করি বৈঠলি ধন্দ।
সখিগণ কৌতুক করু নানা ছন্দ॥ ১০
উতপত তেজত দীঘ নিশাস।
খনে রোদন করু খন করু হাস॥ ১২
কহ কবিশেখর শুনু সুকুমারি।
ধইরজ ধএ রহ মিলত মুরারি॥ ১৪

---

৮৯৭ †

(সখীর উক্তি)

হরিণ নয় ন ধনি চকিত নিহারনি
অতি উতকণ্ঠিত ভেলা।
সজন সভ জন তনু মন জীবন
সৌতিনি করি বিহি দেলা॥ ২
খনে খন উঠত খনে খন বৈসত
উতপত তেজত শাসা।
খনে খন চমকই খনে খন কম্পই
গদ গদ কহতহি ভাসা॥ ৪
কুলগুণ গৌরব অতিশয় সৌরভ
বাম পায় ঠেলল তায়।
দারুণ প্রেম থেহ নহি মানত
পলকে পলকে তল পায়॥ ৬
অরুণিত আনন নোরে ভরু লোচন
পিয়াপথ হেরত রাহি।
শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আওত
গোখুর ধুলি উছলাহি॥ ৮
কহ কবিশেখর ধনি পুন হেরহ
আওত নাগর রাজ।
তুয় মন মানস অতি খনে পুরব
হেরব পন্থক মাঝ॥ ১০

---

* ন. গু. ২৭৫।

† ন. গু. ২৭৬।

৮৯৮ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই।।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥ ২
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কন্ত হমরি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥ ৪
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
সাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরই মোর॥ ৬
সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি
অথির থর থর কাঁপ।
ই মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥ ৮
তোরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার।
কবিশেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥ ১০

৮৯৯ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

ঝর ঝর বরিস সঘন জলধার।
দশ দিশ সবহু ভেল অঁধিয়ার॥ ২
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনু বারএ হরি অভিসার॥ ৪
অন্তরে শাম চন্দ্র পরকাশ।
মনহি মনোভব লই নিজ পাশ॥ ৬
কৈসনে সঙ্কেত বঞ্চব কান।
সুমরই জব জব অথির পরান॥ ৮
ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝন্‌ ঝন্‌ শবদ কুলিশ ঝন ঝান॥ ১০
ঘর মাহ রহত রহই ন পার।
কী করব ই সব বিঘিনি বিথার॥ ১২
চঢ়ব মনোরথ সারথি কাম।
তোরিত মিলায়ব নাগর ঠাম॥ ১৪
মন মঝু সাখি দেত পুনু বার।
কহ কবিশেখর কর অভিসার॥ ১৬

৯০০ ‡

(সখীর উক্তি)

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
তাতল বালুকা দহন সমান।
চঢ়ল মনোরথ ভাবিনি চলু পথ
তাপ তপন নহি জান॥ ২
পেমক গতি দুরবার।
নবীন যৌবনি ধনি চরণ কমল জিনি
তইও কয়ল অভিসার॥ ৪
কুল গুণ গৌরব সতি যশ অপযশ
তৃণ করি ন মানয় রাধে।
মন মাহা মদন মহোদধি উছলল
বূড়ল কুল মরিযাদে॥ ৬

* ন. গু. ২৯০।
† ন. গু. ২৯২।
‡ ন. গু. ৩১৬।

কতহু বিঘিনি জিতল অনুরাগিনি
সাধল মনমথ তন্ত।
গুরুজন নয়ন নিবারইত সুবদনি
পাঠ করয় মন মন্ত ॥ ৮
কেলি কলাবতি কুসুম সরসি কুলে
কৌশলে করল পয়ান।
যত ছল মনোরথ পূরল মনমথ
ইহ কবিশেখর ভান ॥ ১০

---

৯০১ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সজনি ন বুঝিয় ই মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু তাহি সজাগ ॥ ১
বচনহু নিজ কই ন বোলয় বাহি।
মোয় জীবন বিনু ন বোলহি তাহি ॥ ৪
মঝু পরসঙ্গে সে ন দয় কান।
সেহ বিনু মঝু মুখ ন ফুরয় আন ॥ ৬
সমধান চাহি ন হোয় সমধান।
তে অতিরেক হানয় পচবান ॥ ৮
কহ কবিশেখর মন কর থীর।
সহজহি নায়রি ভাব গভীর ॥১০

---

৯০২ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

জনম হোঅএ জনি জঞো পুন হোই।
জুবতি ভএ জনমএ জনু কোই ॥ ২
হোইহ জুবতি জনু হো রসমন্তি।
রসও বুঝএ জনু হো কুলমন্তি ॥ ৪
ই ধন মাগওঁ বিহি এক পএ তোহি।
থিরতা দিহহ অবসানহু মোহি ॥ ৬
মিলি সামি নগর রসধার।
পরবস জনু হোঅ হমর পিয়ার ॥ ৮
হোইহ পরবস বুঝিহ বিচারি।
পাএ বিচার হার কওন নারি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি অছ পরকার।
দন্দ সমুদ হোএত জীব দয় পার ॥ ১২

---

৯০৩ ‡

(সখীর উক্তি)

গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল
নগরহি ঐসে পুকারি।
অরুন বসন পরিহি জটিল বেশ ধরি কানু
দার মাহা ঠারি ॥ ২
শুনি ধনি জটিলা তোরিতে চলি আওল
হেরইতে চমকিত ভেল।
হমর বধুক রীতি দেখি জনি আনমতি
কহি নিজ মন্দির লেল ॥ ৪
দেব দেয়াসিনি কান।
জটিলা বচনে সুধামুখি নিয়রহি
এক দিঠি হেরই বয়ান ॥ ৬

---

* ন. গু. ৪০৪।

† ন. গু. ৪৩৭ ; (নেপালের পুথি)
‡ ন. গু. ৫৩৩।

কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল
হৃদি মাহা পৈসল কাল।
নিরজনে সোই মন্ত্র যব ঝারিয়
তব ইহ হোয়ব ভাল ॥ ৮
এত শুনি জটিলা ঘরহু দোঁহে লেঅল
নিরজনে দুহু এক ঠাম।
সব জন নিকসল বাহর বৈসল
পূরল কান্থ মন কাম ॥ ১০
বহুক্ষণ অতনু মন্ত্র পঢ়ি ঝারল
ভাগল তব সেহো দেবা।
দেব দেয়াসিনি ঘর সঞে নিকসল
চাতুরি বুঝব কেবা ॥ ১২
জটিলা বহুত ভকতি করি হরখিত
কতহু ভীখ আনি দেল।
কহে কবিশেখর ভীখ লয় তব
সেহো দেয়াসিনি গেল ॥ ১৪

---

৯০৪ *

(সখীর উক্তি

দেব অরাধনে চলু গৌরী।
সঙ্গহি সম বয় নবীন কিশোরী ॥ ২
চন্দন কুঙ্কুম অরু ফুল মাল।
লেঅল বহু উপহার রসাল ॥ ৪
চলু বর নাগরি সঙ্গব মাহ।
সচকিত নয়নে দিক দশ চাহ ॥ ৬
ঐসন সময় নিবিড় বন মাজ।
মিলল একল বিদগধ বাজ ॥ ৮
হেরি সুবদনি অতি চমকিত ভেলি।
কহ কবিশেখর দুহু জন মেলি ॥ ১০

---

৯০৫ †

(সখীর উক্তি)

রাধা মাধব সুমধুর কেলি।
দুহু রূপে দুহু জন নিমগন ভেলি ॥ ২
উলসিত বিনোদ নাগরবর কান।
কহই অমিয় বানী হসিত বয়ান ॥ ৪
সুন্দরি কী কহব তোহর বখান।
গলপে জিতল তুহু ইহ পচবান ॥ ৬
গরুঅ কমান নয়ান কোনে এক।
অরু এক ঈষত হাস পরতেক ॥ ৮
করহি সুকুসুম তাহি এক হোই।
কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোই ॥ ১০
অঙ্গহি অঙ্গ কিরণ কত ভেল।
হেরি পরাভব ভৈ চলি গেল।
কহ কবিশেখর কী কহব কান।
লাখ বয়ানে নহি হোত পরমান ॥ ১৪

---

* ন. গু. ৫৪৫।

† ন. গু. ৫৫৬।

৯০৬ *

(শ্রীরাধার উক্তি)

হম অচলা সখি কিয়ে গুন জান।
সে রসময় তনু রসিক সুজান ॥ ২
কতহু যতনে মোরে কোরে বইসাই।
বাঁধল বেনি সে কবরি খসাই ॥ ৪
কঞ্চুক দেল হিয় পর মোর।
পরশি পয়োধর ভৈ গেল ভোর ॥ ৬
কণ্ঠে পহিরাওল মনিময় হার।
অঙ্গে বিলেপল কুঙ্কুম ভার ॥ ৮
বসন পহিরাওল কয় কত ছন্দ।
কিঙ্কিনি জালহি নীবি নিবন্ধ ॥ ১০
নিজ কর পল্লবে মঝু মুখ মাজ।
নয়নহি কয়ল সুকাজর সাজ ॥ ১২
অলকা তিলক দয় চোরি নিহারি।
কহ কবিশেখর যাঁও বলিহারি ॥ ১৪

---

৯০৭ †

(শ্রীরাধার উক্তি)

অলখিতে আওল অলখিতে গেল।
ন পূবল মনোরথ বেকত ন ভেল।
গুরুজন জাগল ভেল বিহান।
চরণ নখর হেরি আন বয়ান ॥ ৪
হেরি হেরি কী কহব কুলবতি হোই।
অঙ্গনে কহু চরণ চিহ্ন সোই ॥ ৬
গুরুজন ভয় তব লেপইতে চাই।
বিরীতি বিশেষ লেপই ন পাই ॥ ৮
সংভ্রম ভেল মন ভম অনিবারি।
সে ডর ভাঙ্গল নয়নক বারি ॥ ১০
যে পথে রাতি চলল রতিচোর।
সে পথে মনোরথ গেলহি মোর ॥ ১২
দেহ রহল জনু সুধ পসারি।
কহ কবিশেখর পেম বিচারি ॥ ১৪

---

৯০৮ ‡

(শ্রীরাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি তোহর সমাজ।
কহইতে কহিনী লাগয় লাজ ॥ ২
সুতি ঘুমাওল হম অগেয়ান।
অলখিতে আওল নাগর কান ॥ ৪
পীন পয়োধরে দেলক্তি হাত।
তোরিতে নুকাওল দেহ বিগাত ॥ ৬
তবহি অধর রস পিবএ মোর।
জাগল মনমথ বান্ধল চোর ॥ ৮
থর থর কাঁপিয় কোরে অগোরি।
তব হম ছুটল নিন্দ বিভোরি ॥ ১০
করলি কোপ জানি সে বর কান।
যে কিছু কহল মোহে সোই সে সুজান ॥ ১২
পরিরম্ভন বেরি মুদল আঁখি।
তাহে ভৈ গেল কবিশেখর সাখি ॥ ১৪

---

* ন. গু. ৫৫২।
† ন. গু ৫৫৪।
‡ ন গু. ৫৫৫।

৯০৯ *

(সখীর উক্তি)

নিন্দে নিন্দায়লি বালা।
নিশি বাসর জাগইত ভৈ গেল দুবলা ॥ ২
তড়িত লতাবলি রামা।
রতিরণ ছরমে ভরমে ভেল শামা ॥ ৪
অলসহি অঙ্গ অধীর।
সম্বরণ নহি করে পীতম চীর ॥ ৬
মন সিধি সাধলি রাধা।
আওল অলখিতে ন পড়লি বাধা ॥ ৮
কহ কবিশেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায় ১০

---

৯১০ †

(দূতীর উক্তি)

তুহু মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগুধিনি রমনি তুয় লাগি রোয় ॥ ২
নিশি দিশি জাগি জপয় তুয় নাম।
থর থর কাঁপি পড়য় সোই ঠাম ॥ ৪
যামিনি আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয় তব রোয় ॥ ৬
সখিগণ যত পরবোধয় তায়।
তাপিনি তাপে ততহি নহি ভায় ॥ ৮
কহ কবিসেখর তাক উপায়।
রচইতে তবহি রজনি বহি যায় ॥ ১০

---

* ন. গু. ৫৯৭ ; প, ত. ২৫১২ ।

† ন. গু. ১০৮ ; (পদকল্পতরু) বেণী. ৫২ ; প. ত. ১৬০ ।

হরগৌরী পদ

৯১১ *

বিদিতা দেবী বিদিতা হো
    অবিরল কেস সোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিনি
    জরি রঙ্গা পুবনন্তী ॥ ২
কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিএ
    উজ্জল রূপ তুঅ বানী।
রবিমণ্ডল পরচন্দা কহিএ
    গঙ্গা কহিএ পানী ॥ ৪
ব্রহ্মা-ঘর ব্রহ্মানী কহিএ
    হর-ঘর কহিএ গৌরী।
নারায়ন-ঘর কমলা কহিএ
    কে জান উতপতি তোরী ॥ ৬
বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাওল
    জাচক জন কে গতী।
হাসিনি দেই পতি গরুড় নরায়ন
    দেবসিংঘ নরপতী ॥ ৮

———

৯১২ †

জয় জয় ভগবতি জয় মহামায়া।
ত্রিপুর সুন্দরি দেবি করু দায়া ॥ আহে মাতা ॥ ২
দালিম কুসুম সম তুঅ তনু ছবী।
তখনে উদিত ভেল জনি রবী ॥ ৪
ধনু সর পাস অঙ্কুস হাথ।
তেতিস কোটি দেব নাব মাথ ॥ ৬
চন্দিম উপম ন পাব।
কাম রমনি দাসি পদ দাব ॥ ৮

———

৯১৩ ‡

জয় জয় ভগবতি ভীমা ভবানী।
চারি বেদে অবতরু ব্রহ্মবাদিনী ॥ ২
হরি হর ব্রহ্মা পুছইত ভমে।
একও ন জান তুঅ আদি মরমে ॥ ৪
ভনই বিদ্যাপতি রায় মুকুটমনি।
জিবও রূপনরায়ন নৃপতি ধরনি ॥ ৬

———

৯১৪ §

কনক-ভূধর-সিখরবাসিনি
চন্দ্রিকাচয় চারু হাসিনি
দসন কোটি বিকাস বঙ্কিম-
    তুলিত চন্দ্র কলে।
ক্রুদ্ধ সুররিপু বলনিপাতিনি
মহিস শুম্ভনিসুম্ভ ঘাতিনি
ভীতভক্ত ভয়াপনোদন
    পাটল প্রবলে ॥ ২

---

* ন. গু. ১ (হরগৌরী); বেণী. ২২৮।
† ন. গু. ৩ (হরগৌরী); বেণী. ২২৮।
‡ ন. গু. ৪ (হরগৌরী)।
§ ন. গু. ৫ (হরগৌরী); বেণী. ২২৯।

জয় দেবি ছুর্গে ছুরিততারিনি
ছুর্গমারি বিমর্দকারিনি
ভক্তিনম্র সুরাসুরাধিপ
মঙ্গলায়ত্তরে।
গগনমণ্ডল গর্ভগাহিনি
সমরভূমিস্থ সিংহবাহিনি
।রস্থ পাস কৃপান সায়ক
সঙ্খ চক্র ধরে ॥ ৪
অষ্ট ভৈরবি সঙ্গসালিনি
সুকর কৃত্তকপালকদম্বমালিনি
দনুজসোনিত পিসিত বৰ্দ্ধিত-
পারনা রভসে।
সংসারবন্ধনিদানমোচিনি
চন্দভানুকৃসানু লোচিনি
যোগিনীগন গীত সোভিত-
নৃত্যভূমি রসে ॥ ৬
জগতিপালন জনন মারন
রূপ কার্য্য সহস্র কারন
হরিবিরঞ্চি মহেস সেখর-
চুম্ব্যমান পদে।
সকল পাপকলা পরিচ্যুতি
সুকবি বিদ্যাপতি কৃত স্তুতি
তোসিতে সিবসিংঘ ভূপতি
কামনা ফল দে ॥ ৮

———

৯১৫ *

ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
খন পিত বসন খনহি বঘছলা ॥ ২
খন পঞ্চানন খন ভূজচারি।
খন সঙ্কর খন দেব মুরারি ॥ ৪
খন গোকুল ভএ চরাইঅ গায়।
খন ভিখি মাঁগিএ ডমর বজায় ॥ ৬
খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁখ বোকান ॥ ৮
এক সরীর লেল ছুই বাস।
খন বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ন ও সুলপানি ॥ ১২

———

৯১৬ †

জয় জয় সঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অধ পুরুস জয়তি অধ নারি ॥ ২
আধ ধবল আধা তনু গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা ॥ ৪
আধ হড়মালা আধ গজ মোতী।
আধ চানন সোহে আধ বিভূতী ॥ ৬
আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুঁজ ডোরা ॥ ৮
আধ জোগ আধ ভোগ বিলাসা।
আধ পিধান আধ নগ বাসা ॥ ১০

* ন. গু. ৬ (হরগৌরী); বেণী. ২১১।
† ন. গু. ৭ (হরগৌরী); বেণী. ২০০।

আধ চান আধ সিঁদুর সোভা।
আধ বিরূপ আধ জগ লোভা॥ ১২
ভন কবিরতন বিধাতা জানে।
দুই কএ বাঁটল এক পরানে॥ ১৪

———

৯১৭ *

এতএ কতএ অএল জতি
গোরি অছ তপে।
রাজরে কুমারি বেটি
ডরব দেখি সাপে॥ ২
তোড়ব মোয়ঁ জটাজুট
ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান জতি
হোএত অপমানে॥ ৪
তীনি নঅন হর বীসম
জর দহনু।
উমা মোরি নন্থমি
হেরহ জনু॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি
সুন জগমাতা।
ও নহি উমত
ত্রিভুবন দাতা॥ ৮

———

৯১৮ †

পাহুন আএল ভবানী বাঘ ছাল
বইসএ দিঅ আনী॥ ১
বসহ চঢ়ল বুঢ় আবে।
ধুথুর গজাএ ভোজন ছনি ভাবে॥ ৩
ভসম বিলেপিত আঙ্গে।
জটা বসথি সির সুরসরি গাঙ্গে॥ ৫
হাড়মাল ফনিমাল সোভে।
ডমরু বজাব হর জুবতিক লোভে॥ ৭
বিদ্যাপতি কবি ভান।
ও নহি বুঢ়বা জগত কিসান॥ ৯

———

৯১৯ ‡

এ মা কহএ মোয়ঁ পুছোঁ তোহী
ওহি তপোবন তাপসি ভেটল
কুসুম তোড়এ দেল মোহী॥ ২
আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জাঁহা।
তীনি নয়নে খনে মোহি নিহারএ
বইসলি রহলি জাঁহা॥ ৪
গরা গরল নয়ন অনল
সির সোভইহি সসী।
ডিমি ডিমি কর ডামরু বাজএ
এহে আএল তপসী॥ ৬

* ন. গু. ৮ (হরগৌরী)।
† ন. গু. ৯ (হরগৌরী)।
‡ ন. গু. ১০ (হরগৌরী)।

সির সুরসরি ভস্‌মু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আএল দিগম্বর
বিভুতি কএল ফোটা ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গোরী মাতা।
তোহর সামি জগত ইসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা ॥ ১০

---

৯২০ *

আজে অকামিক আএল ভেখধারী।
ভীখি ভুগুতি লএ চললি কুমারী ॥ ২
ভিখিআ ন লেই বঢ়াবএ রিসী।
বদন নিহারএ বিহুসি হসী ॥ ৪
এহি ঠাম সখি সঙ্গে নিকহি অছলী।
ওহি জোগিআ দেখি মুরুছি পড়লী ॥ ৬
দুর কর গুনপন অরে ভেখধারী।
কাঁ ডিঠি অওলএ রাজকুমারী ॥ ৮
কেও বোল দেখএ দেহে জন্নু কাহু।
কেও বোল ওঝা আনি চাহু। ১০
কেও বোল জোগি আহি দেহে দহু আনী।
হুনি কি অভএ বরু জিবও ভবানী ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি অভিমত সেবা।
চন্দন দেবিপতি বৈজল দেবা ॥১৪

---

৯২১ †

জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি।
আএল বসহা চঢ়ি বিভূতি লগাএ হে।
মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে ॥ ৩
সুন্দর গাত অজর পতি সে নাহে।
চিত সোঁ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে ॥৫
তীনি নয়ন এক অগনিক জ্বালা হে।
ভাল তিলক চান ফটিকক মালা হে ॥ ৭
ওহ সিংহেস্বর নাথ থিকা মোর পতি হে।
বিদ্যাপতি কহ মোর গৌরীহর গতি হে ॥ ৯

---

৯২২ ‡

মঙ্গল বিলুবিঅ সিন্দুর পিঠারে।
তোঁহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে ॥ ২
চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাউঁনি তোহ ন জোগ বর ॥ ৪
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালী তোরী ॥ ৬
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী।
হিমগিরি ধীএ সহব কইসে আগী ॥ ৮
ভাল বলই নয়নানল রাসী।
ঝরকত মউল ডাঢ়তি পটবাসী ॥ ১০
বড়ে সুখে সাসু চুমওবাহ মথা।
ওঠ বুরত সুরসরিকে সথা ॥ ১২

* ন. গু. ১১ (হরগৌরী)।
† ন. গু. ১২ (হরগৌরী)।
‡ ন. গু. ১৫ (হরগৌরী)।

করব সখী জনে কেলি অলাপে।
বিলগ হোএত ফুফুআএত সাপে ॥ ১৪
বিদ্যাপতি ভন বুঝহ জুগুতী।
মেলি করাউবি হনে সিব সকতী ॥ ১৬

৯২৩ *

জটাজুট দহ দিস দএ হলু নমাএ।
বসহ চঢ়ল উপগত ভেল আএ ॥ ২
হুব সয়ঁ মন্দাইনি হলিগ পুছাএ।
কে বরিআতী কে ইথি জমাএ ॥ ৪
কণ্ঠে আএল ছইহ্নি বাসুকি রাএ।
সেহে বরিআতী ইসর জমাএ ॥ ৬
অইসন ঠাকুর হর সম্পতি থোরী।
ভর উঠি আইলিছইহ্নি ভসমক ঝোরী ॥ ৮
বিধি ন করএ হর খেলএ পাসা সারি।
সাপক সঙ্গে সিবে রচলি ধমারি ॥ ১০
খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ।
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
ও নহি উমতা জগত কিসান ॥ ১৪

৯২৪ †

জখনে সঙ্করে গৌরি করে ধরি
আনলি মণ্ডপ মাঝ।
সরদ সঁপুন জনি সসধর
উগল সময় সাঁঝ ॥ ২
চৌদহ ভুঅন সিব সোহাওন
গৌরী রাজকুমারি।
হেরি হরখিত ভেলি মদাইনি
আএল জনি জভারি ॥ ৪
হেমত সরির পুলকে পূরল
সফল জনম মোরি।
হরি বিরঞ্চি হুহূ জন বৈসল
হরকে দেল মোয়ঁ গোরি ॥ ৬
নাবদ তুম্বুর মঙ্গল গাবথি
আওর কত ন নারি।
কৌতুকে কোবর কৌসলে কামিনি
সবে সবে দেঅ গারি ॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি গৌরি পরীনয়
কৌতুক কহএ ন জাএ।
সাপ ফুফুকারে নারি পড়াইলি
বসন ঠাম নড়াএ ॥ ১০

* ন. গু. ১৬ (হরগৌরী)।

† ন. গু. ১৭ (হরগৌরী)।

৯২৫ *

উমতা ন তেজএ অপনি বানি।
বস সমুবা কত কর উবানি॥ ২
গঙ্গাজলে সিচু রঙ্গভূমি।
পিছরি খসল হর ঘূমি ঘূমি॥ ৪
অবলম্বনে গোরী তোরএ জাএ।
করকঙ্কন ফনি উঠ ফাঁফএ॥ ৬
সবে সবতহু বোল গিরিজনাএ।
বসহ চঢ়ল হর রূসল জাএ॥ ৮
জমাইক পরিহন বাঘছাল।
চরন ঘাঘর বাজএ মুণ্ডমাল॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সিব-বিলাস।
গোরি সহিত হর পুরথু আস॥ ১২

৯২৬ †

(মেনকার উক্তি)

কতহু সমসধর কতহু পয়োধর
ভল বর মিলল সুসোভে।
অধঙ্গ ধইলি নারি ন গুনলি নিজ গারি
গরুঅ গৌরী গুনলোভে॥ ২
আলো সিব সম্ভু তুমী সিব সম্ভু
তুমি জে বধিলো পচ বানে॥ ৩

(শম্ভুর উত্তর)

গাঙ্গ লাগি গিরিজাক মনউলিহে
ককে দেবি বোলহ মন্দা।
চরন নমিত ফনী মনিময় ভূসন
ঘর খিখিয়ায়ল চন্দা॥ ৫
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ ত্রিলোচন
পঅ পঙ্কজ মোরি সেবা।
চন্দল দেই পতি বৈদ্যনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা॥ ৭

৯২৭ ‡

প্রথমহি সঙ্কর সাসুর গেলা।
বিনু পরিচএ উপহাস পড়লা॥ ২
পুছিও ন পুছল কে বৈসলাহ জহা।
নিরধন আদর কে কর কঁহা॥ ৪
হেমগিরি মণ্ডপ কৌতুক বসী।
হেরি হসল সবে বুঢ় তপসী॥ ৬
সে সুনি গোরি রহলি সির লাএ।
কে কহত মাকে তোহর জমাএ॥ ৮
সাপ সরীর কাঁখ বোকানে।
প্রকৃতি ঔসধ কে দহু জানে॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সহজ কহু।
আডমুরে আদর হো সব তহূ॥ ১২

---

* ন. গু. ১৮ (হরগৌরী)।
† ন. গু. ১৯ (হরগৌরী)।
‡ ন. গু. ২০ (হরগৌরী)।

৯২৮ *

অঞ্জলি ভরি ফুল তোরি লেল আনী।
সম্ভু অরাধএ চললি ভবানী ॥ ২
জাহি জুহি তোড়ল মোয়ঁ আওর বেল পাতে।
উঠিঅ মহাদেব ভএ গেল পরাতে ॥ ৪
জখনে হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে ॥ ৬
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝাঁপাউ ॥ ৮
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দূর গেল মদন বিকারে ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাবে।
হর দরসনে গোরি মদন সঁভাবে ॥ ১২

৯২৯ †

মাটী ভলি জোহিকহু আনলি বানী।
সম্ভু অরাধএ চললি ভবানী ॥ ২
আক ধুথুর ফুল দেল মোয়ঁ জোহী।
জগত জনমি ডর ছাড়ল মোহী ॥ ৪
জমকিঙ্কর মোর কি করত অঙ্গে।
রহ অপরাধী বলিয়া সঙ্গে ॥ ৬
জে সবে কএল হর সবে মোর দোসে।
সে সবে কএল হর তোহরি ভরোসে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সঙ্কর সুনু।
অন্তকাল মোহি বিসরহ জনু ॥ ১০

৯৩০ ‡

হম সোঁ রুসল মহেসে।
গৌরী বিকল মন করথি উদেসে ॥ ২
পুছিঅ পথুক জন তোহী।
এ পথ দেখল কহুঁ বূঢ় বটোহী ॥ ৪
অঙ্গমে বিভূতি অনূপে।
কতেক কহব হুনি জোগিক সরূপে ॥ ৬
বিদ্যাপতি ভন তাহী।
গৌরী হর লএ ভেলি বতাহী ॥ ৮

৯৩১ §

কেহু দেখল নগনা।
ভিখিআ মগইতে বুল আঙ্গনে আঙ্গনা ॥ ২
উগন উমত কেহু দেখল বিধাতা।
গোরিক নাহ অভয় বরদাতা ॥ ৪
বিভূতি ভুসন কর বীস অহারে।
কণ্ঠ বাসুকি সির সুরসরি ধারে ॥ ৬
কেলি ভূত সঙ্গে রহএ মসানে।
ত্রৈলোক ইসর হর কে নহি জানে ॥ ৮

* ন. গু. ২১ (হরগৌরী)।
† ন. গু. ২২ (হরগৌরী)।
‡ ন. গু. ২৩ (হরগৌরী)।
§ ন. গু. ২৪ (হরগৌরী)।

৯৩২ *

উগনা হে মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা সিব কি দহু ভেলা ॥ ২
ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বেসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ ॥ ৪
জে মোর কহতা উগনা উদেস।
তাহি দেবঁও কর কঙ্গনা বেস ॥ ৬
নন্দন বন মে ভেটল মহেস।
গৌরি মন হরসিত মেটল কলেস ॥ ৮
বিদ্যাপতি ভন উগনা সোঁ কাজ।
নহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ ১০

---

৯৩৩ †

পীসল ভাঁগ রহল এহি গতী।
কথি লঁই মনাএব উমতা জতী ॥ ২
আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতী।
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতী ॥ ৪
আনক নীক অপন হো ছতী।
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী॥ ৬
ভনহি বিদ্যাপতি সুন হে সতী।
ঈ থিক বাউর ত্রিভুবন পতী ॥ ৮

---

৯৩৪ ‡

মোর নিরধন ভোরা।
অপনে ভিখারি বিলহ নহি থোরা ॥ ২
ফড়ি কচোটা হর ইসর বোলাবে।
মগত জনা সবে কোটি কোটি পাবে ॥ ৪
সবে বোল তুনি হব জগত কিসানে।
বৃঢ় বড়দ কুট কাঁখ বোকানে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি পছু তুনি দহু।
কী লএ পোসব দহু পরিজন পুত বহু ॥ ৮

---

৯৩৫ §

কওনে এলা উমত হে তৈলোক নাথ।
নিতে উগারিঅ নিতে ভসম সাথ ॥ ২
পাট পটম্বর ধর উতারি।
বাঘছল নিতে পহির ঝারি ॥ ৪
ভুবয় ছাড়ি চঢ় বসহ পীঠি।
লাজে মরিঅ জখঁ হেরিঅ দীঠি ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ গোরি।
হর নহি উমতা তোঁহহি ভোরি ॥ ৮

---

* ন. গু. ২৫ (হরগৌরী)।
† ন. গু. ২৬ (হরগৌরী)।
‡ ন. গু. ২১ (হরগৌরী)।
§ ন. গু. ২৭ (হরগৌরী)

৯৩৬ *

পঞ্চ বদন হর ভসম ধবলা।
তীনি নয়ন এক বরএ অনলা ॥ ২
দুখে বোলএ ভবানী।
জগত ভিখারি হম মিলল সামী ॥ ৪
বিসধর ভূসন দিগ পরিধানা।
বিন্তু বিত্তে ইসর নান উগনা ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ ভবানী।
হর নহি নিধন জগত সামী ॥ ৮

---

৯৩৭ †

সিব হে সেবএ অয়লাহুঁ সুখ লাগী।
বিসম নয়ন অনুখনে বর আগী ॥ ২
বসহা পড়াএল আগে।
পৈসি পতাল নুকাএল নাগে ॥ ৪
সসি উঠি চলল অকাসে।
গোরি চললি গিরিরাজক পাসে ॥ ৬
উচিত বোলএ নহি জাই।
উমত বুঝওব কওনে উপাই ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি দাসে।
গৌরী সঙ্কর পুরাবথু আসে ॥ ১০

---

৯৩৮ ‡

বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
ফিরসি করিঅ মন লাই।
বিনু সঙ্ক রহহ ভিখিএ পএ মাগিঅ
গুন গৌরব দূর জাই ॥ ২
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নহি আদর অনুকম্পা।
তোঁহে সিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চম্পা ॥ ৪
খটগ কাটি হরে হর জে বঁধাওল
ত্রিসুল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাটএ সুরসরি ধারে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মহেসর
ই জানি কএলি তুঅ সেবা।
এতএ জে বরু সে বর হোঅল
ওতএ জাএব জনি দেবা ॥ ৮

---

৯৩৯ §

মোর বৌরা দেখল কেও কতহু জাত।
বসহা চঢ়ল বিস ভাঙ্গ খাত ॥ ২
আঁখি নিড়ড় মুহ বুয়ই লার।
পথকে চলত বৌরা বিসম্ভার ॥ ৪
বাট জাইত কেও হলব ঠেলি।
অব হুনি বৌরা বিনু ময় অকেলি ॥ ৬

* ন. গু. ২৯ (হরগৌরী)।
† ন. গু. ৩০ (হরগৌরী)।
‡ ন. গু. ৩১ (হরগৌরী); বেণী. ২৩৩।
§ ন. গু. ৩২ (হরগৌরী)।

হাত ডমরু কর লোইয়া সাথ।
জোগ জুগুতি কুমি ভরল মাথ॥ ৮
অরগজা চটাইয় আঠো আঙ্গ।
সির সুরসরি জটা বোল গাঙ্গ॥ ১০
ভনহি বিদ্যাপতি সম্ভুদেব।
অবসর অবস হমর সুধি লেব॥ ১২

---

৯৪০ *

বিকট জটাচয় কিছু নই লোক ভয় হে
উর ফনী-পতি দিগ বাস।
কওনে পথে ভেটতাহ হে, আগে মাই,
আইত উমত হমার ২
ত্রিপুর দহন কর ছারই খাল ৮ হে
বসহা চঢ়ল বর বুঢ়।
তীনি নয়ন হর এক অনল ভর হে
সিরেঁ সুরসরি জলধার॥ ৪
ভনই বিদ্যাপতি গৌরী বিকল মতি হে
ওহি উমতাক উদেস॥ ৫

---

৯৪১ †

তোহী কোন বুঁধি দেল হে উমতা॥ ১
ললিত ধাম তেজি বসথি মসানে হে।
অমিয় নহি পিবথি করথি বিসপানে হে॥ ৩
চানন নহি হিত্ত বিভূতি ভূসনে হে।
মনি নই ধরহ ফনী কওন ভূসনে হে॥ ৫
হয় গজ রথ তেজি বসহা পলানে হে।
পলঙা নই সুতথি ও ভূমি সয়ানে হে॥ ৭
ভনহি বিদ্যাপতি বিপরীত কাজে হে।
অপনই ভিখারী সেবক দীয় রাজে হে॥ ৯

---

৯৪২ ‡

বাঁধএ বিকট জটা।
তঁই থিন্থ চঁদিন ফোটা॥ ২
কত জুগ সহস বয়স বিতি গেলা।
উমত মহাদেব সুমত ন ভেলা॥ ৪
মৌলি মেলএ ছার।
সহজই ন তেজএ পার॥ ৬
সুকবি বিদ্যাপতি গাউ।
জীব সিবসিংঘ রাউ॥ ৮

---

৯৪৩ §

(শিবের উক্তি)

আই তাঁ সুনিঅ উমা ভল পরিপাটী।
উমগল ফিরে মুস ঝোরী মোর কাটী॥ ২
ঝোরীরে কাটিএ মুস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈসল সুরসরি জল পীবে॥ ৪
বেটারে কাতিক এক পোসল মজুর।

---

* ন. গু. ৩৩ (হরগৌরী)।
† ন. গু ৩৪ (হরগৌরী)।
‡ ন. গু. ৩৫ (হরগৌরী)।
§ ন. গু. ৩৬ (হরগৌরী)।

সেহো দেখি ডর মোর ফনিপতি ঝুর ॥ ৬
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি বাঁসক সিঙ্গা।
তপবন নাচথি ধতিঙ্গা তিঙ্গা ॥ ১০

---

৯৪৪ *

বুঢ়ুহু বএস হর বেসন ন ছড়লে
কী ফল বসহ ধবাই।
ভাগ ভেল সিব চোট ন লগলে
কে জান কি হোই আই ॥ ২
বসহ পড়াএল কে জান কতএ গেল
হাড় মাল কী ভেলা।
ফুটি গেল ডামরু ভসম ছিড়িআএল
অপথে সঁপতি দুর গেলা ॥ ৪
হমর হটল সিব তোঁহহি ন মানহ
অপনা হঠ বেবহারে।
সগরা জগত সবহুকাঁএ সুনিঅ
ঘরনিক বোল নহি টারে ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মহেসর
ই জানি ঐলাহু তুঅ পাসে।
তোহরা লগ সিব বিঘনি বিনাসব
আনক কোন তরাসে ॥ ৮

---

৯৪৫ †

(শিব)

নিতে মোয়ঁ জাওঁ ভিখি আনও মাগি।
কতহু ন গেল মোরা সঙ্গহু লাগি ॥ ২
ঝোরি আছু লেবাকে নহি উসাস।
ইপোসি হোএত পরতরক আস ॥ ৪
এহে গউরি মোর কওন দোস।
বইসলে জেম গন কওন ভরোস ॥ ৬

(গৌরী)

থূল পেট ভূমি লড়এ না পার।
সিব দেখএ ন পারহ হমর বার ॥ ৮
খেদি দেহে বরু নিকলি জাউ।
মোরে নামে ভিখি মাগি খাউ ॥ ১০
দেখহ লোক হে অইসনি জোএ
মনুস উপরি কইসে মাউগ হোএ ॥ ১২
অপনা পুত কে ন জানএ কাজ।
নিঠুর ভই কত মোহু সয়ঁ বাজ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি দেবক্হি দেও।
করিঅ করম জইসে হস ন কেও ॥ ১
গনপতি দেখলে হোঅ কাজ।
রাএ সিবসিংঘ একছত্র রাজ ॥ ১৮

---

* ন. গু. ৩৭ (হরগৌরী)।

† ন. গু ৩৮ (হরগৌরী)।

৯৪৬ *

ঘর ঘর ভরমি জনম নিত
তনিকা কেহন বিবাহ।
সে অব করব গৌরী বর
ই হোয় কতয় নিরবাহ ॥ ২
কতয় ভবন কত আঙ্গন
বাপ কতয় কত মায়।
কতহু ঠহোর নহি ঠেহর
কে কর এহন জমায় ॥ ৪
কোন কয়ল এহো অসুজন
কেও ন হিনক পরিবার।
জে কয়ল হিনক নিবন্ধন
ধিক ধিক সে পজিয়ার ॥ ৬
কুল পলিবার একো নহি জনিকা
পরিজন ভূত বৈতাল।
দেখি দেখি ঝুর হোয় তন
কে সহয় হৃদয়ক সাল ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
ধৈরজ মন অবগাহ।
জে অছি জনিক বিবাহিনী
তনিকা সেহ পয় নাহ ॥ ১০

৯৪৭ †

আগে মাঈ এহন উমত বর লৈল হিম গিরি
দেখি দেখি লগইছ বঙ্গ।
এহন উমত বব ঘোড়বো ন চঢ়ইক
জাহি ঘোড় রঙ্গ রঙ্গ জঙ্গ ॥ ২
বাঘছাল জে বসহা পলানল
সাঁপক লগলে তঙ্গ।
ডিমিকি ডিমিকি জে ডমরু বজইন
খটর খটর করু অঙ্গ ॥ ৪
ভকর ভকব জে ভাঙ্গ ভকোসথি
ছটর পটর করু গাল।
চানন সো অনুরাগ ন থিকইন
ভসম চঢ়াবথি ভাল ॥ ৬
ভূত পিসাচ অনেক দল সিবিজল
সির সোঁ বহি গেল গঙ্গ।
ভনহি বিদ্যাপতি সুন এ মনাইনি
থিকাহ দিগম্বর ভঙ্গ ॥ ৮

৯৪৮ ‡

(শিব)

নিতে মোয় জাও ভিখি আনও মাগি
কবহু ন গেল মোরা সঙ্গহু লাগি ॥ ২
ঝোরি আছু লেবাকে নহি উসাস।
ইপোসি হোএত পরতরক আস ॥ ৪
এহে গউরি মোর কওন দোস।
বইসলে জেম গন কওন ভরোস ॥ ৬

* ন. গু. ১৪ (হরগৌরী) ; গ্রিয়ার্সন. ৮০।

† ন. গু. ১৩ (হরগৌরী) ; গ্রিয়ার্সন. ৮২ ; বেণী. ২০২।

‡ ন. গু. ৩৮ (হরগৌরী)।

(গৌরী)

থূল পেট ভূমি লড়এ ন পার।
সিব দেখএ ন পারহ হমব বার ॥ ৮
খেদি দেহে বরু নিকলি জাউ।
মোরে নামে ভিখি মাগি খাউ ॥ ১০
দেখহ লোক হে অইসনি জোএ।
মনুস উপরি কইসে মাউগ হোএ ॥ ১২
অপনা পুত কে ন জানএ কাজ।
নিঠুর ভই কত মোহু সয় বাজ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি দেবহ্নি দেও।
করিঅ করম জইসে হস ন কেও ॥ ১৬
গনপতি দেখলে হোঅ কাজ।
রাএ সিবসিংঘ একছত্র রাজ ॥ ১৮

৯৪৯ *

(পার্বতীর উক্তি)

আনে বোলব কুল অথিকহ হীন।
তেঁহি কুমার অছল এত দীন ॥ ২
তোহর হমর সিব বএস ভেল আএ।
আবহু ন চিন্তহ বিআহ উপাএ ॥ ৪
ভল সিব ভল সিব ভল বেবহার।
চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার ॥ ৬

(হরের উক্তি)

হসি হর বোলথি সুনহ ভবানী।
জনিতহু ককে দেবি হোহ অগেয়ানী ॥ ৮
দেস বুলিএ বুলি খোজওঁ কুমারী।
তুহ্নিক সরিস মোহি ন মিলএ নারী ॥ ১০

(কার্ত্তিকের উক্তি)

এত সুনি কাতিক মনে ভেল লাজ।
হম ন হে মাএ বিআহক কাজ ॥ ১২
নহি বিআহব রহব কুমার।
ন কর কন্দল অমা সপথ হমার ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি এহে ভল ভেল।
কাতিক বচনে কন্দল দুর গেল ॥ ১৬
হে হর জগত বুলিএ দিঅ অভয় বরে।
জগ জনি জীবথু মহুথ মহেসরে ॥ ১৮

৯৫০ ক

খেলে লখমী ভবানি রিতু বসন্ত।
গৌরি ভ্রুকুটিল দেবি করে অনন্ত ॥ ২
ইসর নাম ধরু কোন অজ্ঞান।
ছাড়ি তুরগ বসহা পলান ॥ ৪
জটা ভুজঙ্গন অঙ্গ ঢাহ।
এহন উমত গৌরা তোহর নাহ ॥ ৬
মছ কছ বাধা বরাহ।
বামন কুবড়া তোহর নাহ ॥ ৮
দছিনা জাচথি বলিক থান।
তব ন বরজলহ অপন কাহ্নু ॥ ১০
কুল বিহীন তপসীক বেস।
সঙ্গ লাগি গৌরি ফিরহ দেস ॥ ১২
তোহরা নহি সুর মুনিক লাজ।
সামি নচৌলহ কোন কাজ ॥ ১৪
উদধিতনয়া হরু তোহর জ্ঞান।
খোজি বিয়হলহ অহির কান ॥ ১৬

---

* ন. গু. ৩৯ (হরগৌরী)

ন. গু. ৪০ (হরগৌরী)।

সদা বসথি জমুনাক তীর।
পরজুবতীকের হরথি চীর ॥ ১৮
হস সিবসঙ্কর ও মুরারি।
তুহু জনিকে ভল হোইছ রারি ॥ ২০
ভন জয়দেব হরি হরক দাস।
নীলকণ্ঠ হরি পুরথু আস ॥ ২২

———

৯৫১ *

কঞ্চনে ঝোড়ি সিন্দুর ভরলি
ভসমে ভরু বোকান।
বসহা কেসরি ময়ুর মুসা
চারিহু পলু পলান ॥ ২
ডিমিকি ডিমিকি ডামরু বাজই
ঈসর খেলই ফাগু।
ভসমে সিন্দুরে তুয়ও খেড়া।
একহি দিবস লাগু ॥ ৪
সঞ্চায় সিন্দুর ভরু সরসুতি
লছিহি ভরলি গৌরি।
ইসর ভসমে ভরু নরায়ন
পীত বসন বোরি ॥ ৬
এক তৌ নাঁগট অওকে তৌ উমত
ঈসর ধথুর খায়।
অওকে উমতি খেড়ি খেড়াবয়
কিছু ন বোলই জায় ॥ ৮
গরুড় বাহন দেব নরায়ন
বসহা চঢ়ু মহেস ॥
ভনই বিদ্যাপতি কৌতুক গাওল
সঙ্গহি ফিরথু দেস ॥ ১০

———

৯৫২ †

(কবির প্রার্থনা)

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবন নাথে। হে হর
হম নিবদীস অনাথে ॥ ২
করম ধরম তপ হীনে।
পড়লহু পাপ অধীনে ॥ ৪
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করুআরে ॥ ৬
সাগর সম দুখ ভারে।
অবহু করিঅ প্রতিকারে ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিঅ তরানে ॥ ১০

———

৯৫৩ ‡

সিব সঙ্কর হে
ভলি অনুগতি ফল ভেলা।
এতএ সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি
মনোরথ মনহি রহলা ॥ ২
তোঁহেঁ হোএব পরসন পাওব অমোল ধন
জনম বহলি এহি আসে।
জমহু সঙ্কট পুনু উপেখি হলহ জনু
সেওলাহে বড়ে পরআসে ॥ ৪
শ্রবন নয়ন গেলে তনু অবসন ভেলে
জদি তোহে হোএব পরসনে।
কি করব ততিখনে হয় গজ মনি ধনে
ঝখইতে বেআকুল মনে ॥ ৬

* ন. গু. ৪১. (হরগৌরী)।

† ন. গু. ৪২ (হরগৌরী)।

‡ ন. গু. ৪৩ (হরগৌরী)।

ইঁদ চাঁদ গন   হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভগত বছল   প্রভু বান মহেসর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা ॥ ৮
বিদ্যাপতি ভন   পুরহ হমর মন
ছাড়ও জমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ   তথিহু তোহর সুখ
সব হোঅও তুঅ পরসাদে ॥ ১০

চরিত চাতর মন বেআকুল
মোর মোর অনুবন্ধা।
পুত কলত্ত সহোদর বন্ধব
অন্তকাল সবে ধন্ধা ॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুনহ সঙ্কর
কইলি তোহরি সেবা।
অতএ জে বরু সে বরু করব
ওতএ সরন দেবা ॥ ১২

---

৯৫৪ *

এ হর গোসাঁওঁ নাথ তোহর
সরন কএলওঁ।
কিছু ন ধরব সবে বিসরব
পছঁ। জে জত কএলওঁ ॥ ২
কপট মহ পড়ু কলেবর
গিড়ল মঅন গোহে।
ভল মন্দ সবে কিছু ন গুনল
জনম বহল মোহে ॥ ৪
কএল উচিত ভেল অনউচিত
মনে মনে পচতাবে।
আবে কি করব সিরে পএ ধুনব
গেল দিনা নহি আবে ॥ ৬
অপথ পথ চরন চলাওল
ভগতি মন ন দেলা।
পরধনি ধন মানস বাঢ়ল
জনম নিফলে গেলা ॥ ৮

* ন. গু. ৪৪ (হরগৌরী)।

---

৯৫৫ †

হর বৌরাহ উমাকে
সোচহিঁ নারি নিহারি ॥
ফনি মনি মৌলি বিরাজিত
সির সুরসরি বহু ধার।
ভাল বিসাল সুধাকর,
কর ত্রিসুল ত্রিপুরারি ॥ ২
বাহন বসহা দিগম্বর
পরিজন ভূত বেতাল।
আক ধথুর বিস ভোজন
বিজয়া প্রান অধার ॥ ৪
কহ ঋসিরানি রজাসোঁ
কন্যা রহলি কুমারি।
দুলহিনি জোগ বর দুলহ
নহিঁ দুলহিনি বড়ি সুকুমারি ॥ ৬
কহ জগজননী জননীসোঁ
চিন্তা ছারু হমারি।
জতএ জাএব ততয় দুখ সুখ
লিখল ভেটল নহিঁ জায় ॥ ৮

† মি গী. স. ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০-৩১।

সিবসঙ্কর বর ঈশ্বর
নাথ চরন চিত লায়।
গিরিজা মনহিঁ অনন্দিত
বিদ্যাপতি কবি গায়॥ ১০

৯৫৬ *

সুনিঐহ্নি হর বড় সুন্দর,
আগে দেখিঐহ্নি বিভূতি ভয়ঙ্কর।
সুনিঐহ্নি হর অওতাহ রথপর,
আগে দেখিঐহ্নি বূঢ় বলদ পর॥ ২
সুনিঐহ্নি পাটপটম্বর,
আগে দেখিঐহ্নি ফটলে বঘম্বর।
সুনিঐহ্নি গরা মোতি মাললয়,
আগে দেখিঐহ্নি রুদ্রক হারলয়॥ ৪
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল,
আগে গৌরি উচিত বর পাওল॥ ৬

৯৫৭ †

হে মনাইন দেখহ জমায়॥
সিবক মাথ ফুটল জটা,
আগে মাই তাহি উপর নাগ ঘটা॥ ২
জটা দেল অকুসী লগায়,
আগে মাই তাহি উপর নাগ ঘটা॥ ৪
ঝিকিতহিঁ সুরসরি গেলি বহরায়।
বেদী দেল লবা ছিড়িআয়,
আগে মাই তাহি উপর নাগ ঘটা॥ ৬
ভূখল বাসুকি বিছিবিছি খায়
বট্টা ভরি ঘোরল কসায়,
আগে মাই তাহি উপর নাগ ঘটা॥ ৮
উমত মহদেব ভস্ম লগায়।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল আগে মাঈ,
গৌরি সহিত বর কোবরজায়॥ ১০

৯৫৮ ‡

আজু নাথ এক ব্রত মহা সুখ লাগত হে।
তোহেঁ সিব ধরু নট বেস ডমরু বজাবহু হে॥ ২
তোহেঁ গৌরী কহৈছহ নাচয় হম কোনা নাচব হে।
চারি সোচ মোরা হোয় কৌনে বিধি বাঁচত হে॥ ৪
অমিয় চুবিয় ভূমি খসত বঘম্বর জাগত হে।
হোএত বঘম্বর বাঘ বসহা কেঁ খাএত হে॥ ৬
সির সোঁ সসরত সাঁপ দহোদিসি জাএত হে।
কার্ত্তিক পোসল ময়ূর সেহো ধরি খায়ত হে॥ ৮
জটা সোঁ ছিলকত গঙ্গ ভূমিপর পাটত হে।
হৈত সহস্র মুখ ধার সমটিও নে জাএত হে॥ ১০
রুণ্ড মাল টুটি খসত মসানী জাগত হে।
তোহে গৌরি জয়বহ পড়ায় নাচকে দেখত হে॥ ১২
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গাবি সুনাওল হে।
রাখল গৌরী কের মান চারু বচাওল হে॥ ১৪

* মি. গী. স. ১ম খণ্ড পৃঃ ৩২।
† মি. গী. স. ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩।
‡ মি. গী. স. ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩।

৯৫৯ *

হম জোগিন তিরহুতকে জোগ দেবৈহু লগায়।
নৈন হমর পঢ়াওল রে, জগমোহিনি নাম॥ ২
আরসি কাজর পারল আঁখি আঁজল,
তাহি আঁজল হুই আঁখি জমৈআ অপনাওল॥ ৪
রুনুকি ঝুনুকি ধীআ চলিতথি জমৈআ দেখিতথি।
পাগক পেজ উঘারি হৃদয় বিচ রখিতথি॥ ৬
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল, ফল পাওল।
জাগ হমর বড়তেজ, সেজ ধয় রহতাহ॥ ৮

———

৯৬০ †

হম নহি আজু রহব যহ আঁগন
জো বুঢ় হোএত জগাঈ, গে মাঈ।
এক ত বইরি ভেলা বীধ বিধাতা
দোসরে ধিয়া কর বাপ।
তীসরে বইরি ভেলা নারদ বাভন
জে বুঢ় আনল জমাঈ, গে মাঈ॥ ২
পহিলুক বাজন ডামরু তোরব
দোসরে তোরব রুণ্ডমালা।
বরদ হাঁকি বরিআত বেলাইব
ধিআ লে জাএব পরাঈ, গে মাঈ॥৭
ধোতী লোটা পতরা পোথী
এহো সভ লেবহ্নি ছিনাএ।
জোঁ কিছু বজতা নারদ বাভন
দাঢ়ী ধএ ধিসি আএব, গে মাঈ॥ ৬
ভন বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইন
দৃঢ় করু অপন গেআন।
সুভ সুভ কএ সিরী গৌরি বিআহু
গৌরী হর এক সমান, গে মাঈ॥ ৮

———

৯৬১ ‡

নাহি করব বর হর নিরমোহিয়া।
বিত্তা ভরি তন বসন ন তিহ্নকা
বঘছল কাঁখ তর রহিয়া॥ ২
বন বন ফিরথি মসান জগাবথি
ধর আঁগন উ বনৌলহ্নি কহিয়া।
সাসু সসুর নহি ননদ জেঠৌনী
জাএ বৈঠতি ধিয়া কেকরা ঠহিয়া॥ ৪
বুঢ় বরদ ঢকঢোল গোল এক
সম্পতি ভাঁগক ঝোরিয়া।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইন
সিব সন দানি জগত কে কহিয়া॥ ৬

———

৯৬২ §

কতএ গেলা মোর বুঢ়বা জতী।
পীসল ভাঁগ রহল সেই গতী॥ ২
আন দিন নিকহি রহথ মোর পতী।
আজ লগাই দেল কৌন উদগতী॥ ৪
একসর জোহএ জাএব কোন গতী।
ঠেসি খসব মোরি হোত ছুরগতী॥ ৬
নন্দনবন বিচ মিলন মহেস।
গৌরি হরখিত ভেল ছুটল কলেস॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুনু হে সতী।
ইহো জোগিয়া থিক ত্রিভুবন পতী॥ ১০

———

* মি. গী. স. ১ম. খণ্ড. পৃঃ. ৩৫
† বেণী. ২৩৪; ম. গী. স. ১ম খণ্ড পৃ ৩১।
‡ বেণী. ২৩৫।
§ বেণী. ২৩৬।

৯৬৩ *

জোগিয়া এক হম দেখলৌঁ গে মাঈ।
অনহদ রূপ কহলো নহি জাঈ॥ ২
পঁচ বদন তিন নয়ন বিসালা।
বসন বিহুন ওঢ়ন বঘছালা॥ ৪
সির বহে গঙ্গ তিলক সোহে চন্দা।
দেখি সরূপ মেটল দুখদন্দা॥ ৬
জাহি জোগিয়া লৈ রহলি ভবানী।
মন আনলি বর কৌন গুন জানী॥ ৮
কুল নহি সিল নহি তাত মহতারী।
বএস দিনক থিক লছু জুগ চারী॥ ১০
ভন বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি।
এহো জোগিয়া থিক ত্রিভুবন দানি॥ ১২

---

৯৬৪ †

সিব হো, উতরব পার কওন বিধি। ১
লোঢ়ব কুসুম তোরব বেল পাত।
পুজব সদাসিব গৌরিক সাত॥ ৩
বসহা চঢ়ল সিব ফিরথু মসান।
ভঁগিয়া জঠর দরদী নহি জান॥ ৫
জপ তপ নহি কৈলহু নিত দান।
চিত গেলা তিন পন করইত আন॥ ৭
ভন বিদ্যাপতি সুনু হে মহেস।
নিরধন জানি কে হরহু কলেস॥ ৯

---

৯৬৫ ‡

জখন দেখল হর হো গুননিধী।
পুরল সকল মনোরথ সব বিধী॥ ২
বসহা চঢ়ল হর হো বুঢ় জতী।
কানে কুণ্ডল সোভে গলে গজমোতী॥ ৪
বইসল মহাদেব চৌকা চঢ়ী।
জটা ছিরিআওল মাওল ভরী॥ ৬
বিধি কক বিধি কক বিধি করু।
বিধি ন করহ সে হর হো হঠ ধরু॥ ৮
বিধি এ করইত হর হো ঘুমি খঁসু।
সঁসরি খসল ফনি সিরি গৌরি হঁসু॥ ১০
কেও নহি কিছু কহইহি হিনকহুঁ।
পুরবিল লিখন ছওা মোর পহুঁ॥ ১২
কবি বিদ্যাপতি গাওল।
গৌরি উচিত বর পাওল॥ ১৪

---

৯৬৬ §

হর জনি বিসরব মো মমিতা,
হম নর অধম পরম পতিতা।
তুঅ সন অধম উধার ন দোসর
হম সন জগ নহি পতিতা॥ ২
জম কে দ্বার জবাব কওন দেব
জখন বুঝত নিজ গুন কর বতিয়া।
জব জমা ককর কোপি উঠাএত
তখন কে হোত ধরহরিয়া॥৪
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি
সঙ্কর বিপরিত বানী।
অসরন সরন চরন সির নাওল
দয়া করু দিঅ সুলপানী॥ ৬

---

* বেণী. ২৩৭।
† বেণী. ২৩৮।
‡ বেণী. ২৩৯. মি. গী. স. ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৪।
§ বেণী. ২৪০।

৯৬৭ *

এত জপ-তপ হম কিঅ লাগি কৈলহু
কথিলা কএলি নিত দান।
হমরি ধিয়া কে এহো বর হোএতা
অব নহি রহত পরান ॥ ২
হর কে মায় বাপ নহি থিকইন
নহি ছইন সোদর ভায়।
মোর ধিয়া জেঁ৷ সাসুর জৈতী
বইসতি ককর লগ জায় ॥ ৪
ঘাস কাট লৈতী বসহা চরৈতী
কুটতী ভাঁগ ধতূর।
একো পল গৌরা বৈসহু ন পৈতী
রহতী ঠাঢ়ি হজুর ॥ ৬
ভন বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
দৃঢ় করু অপন গেআন।
তীনি লোক কে এহো ছথি ঠাকুর
গৌরা দেবী জান ॥ ৮

৯৬৮ †

কখন হরব দুখ মোর
হে ভোলা নাথ। ১
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমাএব
সুখ সপনহু নহি ভেল, হে ভোলানাথ ॥ ৩
আছত চানন অবর গঙ্গাজল
বেল পাত তোহি দেব, হে ভোলানাথ ॥ ৫
যহি ভবসাগর থাহ কতহু নহি
ভৈরব ধরু কর আএ, হে ভোলানাথ ॥ ৭
ভন বিদ্যাপতি মোর ভোলানাথ গতি
দেহু অভয় বর মোহি হে ভোলানাথ ॥ ৯

৯৬৯ ‡

যহি বিধি ব্যাহন আয়ো
এহন বাউর জোগী।
টপর টপর কএ বসহা আয়ল
খটর খটর রুণ্ডমাল ॥ ২
ভকর ভকর সিব ভাঁগ ভকোসথি
ডমরু লেল কর লায়।
ঐপন মেঁটল পুরহর ফোরল
বর কিমি চৌমুখ দীপ ॥ ৪
ধিয়া লে মনাইনি মণ্ডপ বইসলি
গাবিএ জনু সখি গীত।
ভন বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
ঈথিকা ত্রিভুবন ঈস ॥ ৬

* বেণী. ২৪১।
† বেণী. ২৪২।
‡ বেণী. ২৪৩

৯৭০ *

আজু নাথ এক বত্ত মাহি সুখ লাগত হে।
তোঁহে সিব ধরি নট বেস কি ডমরু বজাএব হে॥ ২
ভল ন কহল গউরা রউরা আজু সু নাচব হে।
সদা সোচ মোহি হোত কওন বিধি বাঁচব হে॥ ৪
জে জে সোচ মোহি হোত কহা সমুঝাএব হে।
রউরা জগত কে নাথ কবন সোচ লাগএ হে॥ ৬
নাগ সসরি ভুমি খসত পুহুমি লোটায়ত হে।
গনপত পোসল মজুর সেহো ধরি খায়ত হে॥ ৮
অমিয় চুই ভুমি খসত বঘম্বর জাগত হে।
হোত বঘম্বর বাঘ বসহ ধরি খায়ত হে॥ ১০
টুটি খসত রুদরাছ মসান জনাবত হে।
গৌরী কঁহ দুখ হোত বিদ্যাপতি গাবত হে॥ ১২

---

৯৭১ †

আগে মাঈ, জোগিয়া মোর সুখ দায়ক
দুখ ককরো নহি দেল। ১
দুখ ককরো নহি দেল মহাদেব
দুখ ককরো নহি দেল।
যহি জোগিয়া কে ভাঁগ ভুলৈলক
ধতুর খোআই ধন লেল॥ ৩
আগে মাই, কাতিক গনপতি দুইজন বালক
জাগ ভরি কে নহি জান।
তিনকা অভরম কিছুও ন থিকইন
রত্তিয়ক সোন নহি কান॥ ৫
আগে মাই, সোনা রুপা অনকা সুত অভরন
আপন রুদ্রক মাল।
অপনা সুত লা কিছুও ন জুরইনি
অনকা লা জঁজাল॥ ৭
আগে মাই, ছন মেঁ হেরথি কোটি ধনবকসথি
তাহি দেবা নহি থোর।
ভন বিদ্যাপতি সুনহ মনাইনি
থিকা দিগম্বর ভোর॥ ৯

---

৯৭১ ‡

জোগি ভঁগবা খাইত ভেলা রঙ্গিয়া
ভোলা বৌড়লবা।
সব কে ওঢ়াবে ভোলা সাল দোসলবা
আপ ওঢ়এ মৃগছলবা॥ ২
সবকে খিআবে ভোলা পাঁচ পকবনমা
আপ খাএ ভাঙ্গ ধতুরবা।
কোঈ চঢ়াবে ভোলা অচ্ছত চানন
কোঈ চঢ়াবে বেলপতবা॥ ৪
জোগিন ভুতিন সিবা কে সঁঘতিয়া
ভৈরো বজাবে মিরদঙ্গিয়া।
ভন বিদ্যাপতি জৈ জৈ সঙ্কর
পারবতী রৌরি সঙ্গিয়া॥ ৬

---

* বেণী. ২৪৪
† বেণী. ২৪৫
‡ বেণী. ২৪৭।

৯৭৩ *

জেঁা হম জনিতহুঁ ভোলা ভেলা ঠকনা
হোইতহুঁ রাম গুলাম গে মাঈ।
ভাই বিভীখন বড় তাপ কৈলহ্নি
জপলক রাম কা নাম, গে মাঈ॥ ২
পুব্বব পছিম একো নহি গেলা
অচল ভেলা যহি ঠাম, গে মাঈ।
বীস ভুজা দস মাথ চঢাওলি
ভাঁগ দিহল ভর গাল, গে মাঈ॥ ৪
এক লাখ পূত সবা লাখ নাতী
কোটী সোবরনক দান, গে মাঈ।
গুন অবগুন সিব একো নহি বুঝলহ্নি
রখলহ্নি রাবনক নাম, গে মাঈ॥ ৬
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি
কর জোরি বিনওঁ মহেস, গে মাঈ।
গুন অবগুন হর মন নহি আনথি
সেবক ক হরথি কলেস, গে মাঈ॥ ৮

----

৯৭৪ †

বিবাহ চলল সিব সঙ্কর হরিবংকর।
ডামরু লেলকর লায় বিভূতি ভুঅঙ্কর॥ ১
নাগর নিকট হর আয়ল সুনি পাওল।
দেখয় চলল সব ভূপ রূপ দেখি লুবুধল॥ ৪
পরিছয় চললি মনাইনি সব গাইনি।
নাগ কয়ল ফুফুকার তুরহ পড়াইলি॥ ৬
এহন উমত বর কেকর উর বিসধর।
গৌরি বরু রহথু কুমারি করব বর দোসর॥ ৮
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গাবি সুনাওল।
তুরত করিয়ে সব কাজ হরবর সুন্দর॥ ১০

জানকী-বন্দনা

৯৭৫ ‡

রে নরনাহ সতত ভজু তাহী।
তাহি নহি জননি জনক নহি জাহী॥ ২
বসু নইহরা সুসুরা কে নাম।
জননিক সির চঢ়ি গেলি বহি গাম॥ ৪
সাসুক কোর মেঁ সুতল জমায়।
সমধি বিলহ তৌ বিলহল জায়॥ ৬
জাহি ওদর সে বাহর ভেলি।
সে পুনি পলটি ততয় চলি গেলি॥ ৮
ভন বিদ্যাপতি সুকবী ভান।
কবি কে কবি কঁহ কবি পহচান॥ ১০

----

* বেণী. ২৪৭।

† বেণী. ২৪৮।

‡ মি. গী. স. ১ম খণ্ড. পৃঃ ২৯।

গঙ্গা-স্তুতি

৯৭৬ *

বড় সুখ সার পাওল তুঅ তীরে।
ছোড়ইত নিকট নয়ন বহ নীরে॥ ২
করজোরি বিনমওঁ বিমল তরঙ্গে।
পুন দরসন হোএ পুনমতি গঙ্গে॥ ৪
এক অপরাধ ছেমব মোর জানী।
পরসল মাএ পাএ তুঅ পানী॥ ৬
কি করব জপ-তপ জোগ ধেআনে।
জনম কৃতারথ একহি সনানে॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সমদওঁ তোহী।
অন্ত কাল জনু বিসরহ মোহী॥ ১০

---

৯৭৭ †

সুরসরি সেবি মোরা কিছুও ন ভেলা।
পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা॥ ২
জখন মহাদেব গঙ্গা কয়ল দানে।
সুন ভেল জটা ও মলিন ভেল চানে॥ ৪
উঠবহ বনিআঁ তোঁ হাট বজারে।
এহি পথ আওত সুরসরি ধারে॥ ৬
ছোট মোট ভগীরথ ছিতনী কপারে।
সে কোনা লাওতাহ সুরসরি ধারে॥ ৮
বিদ্যাপতি ভন বিমল তরঙ্গে।
অন্ত সরন দেব পুনমতি গঙ্গে॥ ১০

---

৯৭৮ ‡

ব্রহ্মকমণ্ডলু বাস সুবাসিনি
সাগর নাগর গৃহবালে।
পাতক মহিস বিদারন কারন
ধৃত করবাল বীচি-মালে॥ ২
জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
সরনাগত ভয় ভঙ্গে॥ ৪
সুরমুনিমনুজ রচিত পূজোচিত
কুসুম বিচিত্রিত তীরে।
ত্রিনয়ন মৌলি জটাচয় চুম্বিত
ভূতি ভূসিত সিত নীরে॥ ৬
হরিপদ কমল গলিত মধুসোদর
পুন্য পুনিত সুর লোকে।
প্রবিলসদমরপুরী-পদ দান-
বিধান বিনাসিত্ত সোকে॥ ৮
সহজদয়ালুতয়া পাতকি জন
নরক বিনাসন নিপুনে।
রুদ্রসিংঘ নরপতি বরদায়ক
বিদ্যাপতি কবি ভনিত গুনে॥ ১০

* ন. গু. ১ (গঙ্গাগীতি); বেণী. ২৪৯।
† ন. গু. ২ (গঙ্গাগীতি)।
‡ ন. গু. ৩ (গঙ্গাগীতি); বেণী. ২৫০।

প্রহেলিকা

৯৭৯ *

কুসুমিত কানন কুঞ্জে বসী ।
নয়নক কাজর ঘোরি মসী ॥ ২
নখসোঁ লিখল নলিনি দল পাত ।
লীখি পঠাওল আখর সাত ॥ ৪
পহিলহি লিখলনি পহিল বসন্ত ।
দোসরেঁ লিখলনি তেসরক অন্ত ॥ ৬
লিখি নহিঁ সকলী অনুজ বসন্ত ।
পহিলহি পদ অছি জীবক অন্ত ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি আখর লেখ ।
বুধ জন হো সে কহএ বিসেখ ॥ ১০

———

৯৮০ †

প্রথম একাদস দই পহু গেল ।
সে হো রে বিতল কতে দিন ভেল ॥ ২
ঋতু অবতার বয়স মোর ভেল ।
তইও ন পহু মোর দরসন দেল॥ ৪
চান কিরন মোহি সহলো নহি যায় ।
চানন সীতল মোহি ন সোহায় ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি সুনু ব্রজনারি ।
ধৈরজ ধৈরহ মিলত মুরারি ॥ ৮

৯৮১ ‡

সিন্ধু সুতাপতি দুতি গেল মাই হে ।
নিরধিনী বাপুরে ।
কেবা বিগলিত পুলকিত মাই হে
সে দেখি হিঅরা ঝূরে ॥ ২
মোর পিআর গগন ভরি আএল
ন অএলে মোর পিআরা ॥ ৩
মালি মউলি হস বালম্ভু বিদেস বস
অহি ভোঅনে মহি পূরে ।
সরঅ সরোজ বন্ধু কর বঞ্চিত
কুমুদ মুদ দিনকরে ॥ ৫
সখিহে কমলনয়ন পরদেস ।
হমে অবলা অতি দীন দুখিত মতি
স্রবনে ন সুনিঅ সন্দেস ॥ ৭
চাতক পোতক হরখিত নাচথি
সুখে সিখি নাচথি রঙ্গে ।
কন্ত কোর পইসি চপলা বিলসথি
সে দেখি ঝামর অঙ্গে ॥ ৯
নলিনী নীরে লুকাইলি মাই হে
কন্ত ন আএল পাস ।
ভমর চরন পঞ্চাসে অধিক অধ
বস্তু তেজি করতি গরাস ॥ ১১

* ন. গু. ১ (প্রহেলিকা) গ্রীয়ার্সন. ৬০ বেণী. ২৬০ ।
† ন. গু. ২ (প্রহেলিকা) ; গ্রীয়ার্সন. ৬২ ।
‡ ন. গু. ৩ (প্রহেলিকা) ।

৯৮২ *

নব হরি তিলক বৈরী সখ যামিনী
কামিনী কোমল কাঁতি।
জমুনা জনক তনয় রিপু ঘরনী
সোদর সুঅ কর সাতি ॥ ২
মাধব তুঅ গুনে লুবধলি রমনী।
অনুদিনে খীন তনু দনুজ দমন ধনী
ভবনজ বাহন গমনী ॥ ৪
দাহিন হরিতহ পাব পরাভব
এত সবে সহ তুঅ লাগী।
বেরি এক সর সাগর গুনি খাইতি
বধক হোয়ব তোহেঁ ভাগী ॥ ৬
সারঙ্গ সাদ বিসাদ বঢ়াবয়
পিক ধুনি সুনি পছতাবে।
অদিতি তনয় ভোঅন রুচি সুন্দর
দসমী দসা লগ আবে ॥ ৮
বিদ্যাপতি ভন গুনি অবলাজন
সমুচিত চলু নিঅ গেহা।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
লখিমা লখমী দেহা ॥ ১০

---

৯৮৩ †

হরি সম আনন হরি সম লোচন
হরি তহঁা হরি বর আগী।
হরিহি চাহি হরি হরি ন সোহাবএ
হরি হরি কএ উঠি জাগী ॥ ২
মাধব হরি রহু জলধর ছাঈ।
হরি নয়নী ধনি হরি-ঘরিনী জনি
হরি হেরইত দিন জাঈ ॥ ৪
হরি ভেল ভার হার ভেল হরি সম
হরিক বচন ন সোহাবে।
হরিহি পইসি জে হরি জে লুকাএল
হরি চঢ়ি মোর বুঝাবে ॥ ৬
হরিহি বচন পুনু হরি সয়ঁ দরসন
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেঈ রমানে ॥ ৮

---

৯৮৪ ‡

দখিন পবন বহ মদন ধনুসি গহ
তেজল সখীজন মেরী।
হরি রিপু রিপু তাসু তনয় রিপু
কএ রহু তাহেরি সেরী ॥ ২
মাধব তুঅ বিনু ধনি বড়ি খিনী।
বচন ধরব মন বহুত খেদ কর
অদবুদ তাহেরি কহিনী ॥ ৪
মলয়ানিল হার তসু পীবএ
মনমথ তাহি ডরাই।
আতুর ভএ জত ডরহি নিবারব
তুঅ বিনু বিরহ ন জাই ॥ ৬

* ন. গু. ৪. (প্রহেলিকা।
† ন. গু. ৫. (প্রহেলিকা); বেণী. ২৫৮।
‡ ন. গু. ৬ (প্রহেলিকা)।

৯৮৫ *

মাধব অব বুঝল তুঅ সাজে।
পঞ্চ ছুন দহ দহ গুন সএ গুন
সে দেলহ কোন কাজে ॥ ২
চালিস চারি কাটি চৌঠাঈ
সে হম সে পিআ মোরা।
সে নিরখত মুখ পেখত চৌদিস
করত জনম কে ওরা ॥ ৪
সাঠিহু মহ দহ বিন্দু বিবর্জিত
কে সে সহত উপহাসে।
হম অবলা অব পঙ্ক দোসর্
দুই বিন্দু করব গরাসে ॥ ৬
নব বুঁদা দএ নবএ বাম কএ
সে উর হমর পরানে।
কপটী বালমু হেরি ন হেরএ
কারন কে নহি জানে ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি শুনু বর জৌবতি
তাহি করথি কে বাধা।
অপন জীব দএ পরক বুঝাইঅ
নাল কমল দুই আধা ॥ ১০

৯৮৬ †

কুবলঅ কুমুদিনি চউদিস ফুল।
কোকিল কলরবে দহ দিস ভূল ॥ ২
আএল বসন্ত সময় রিতুরাজ।
বিরহে ভমরি চলু ভমর সমাজ ॥ ৪
উরি উরি পরেবা বহু গোপি মেলি।
কাহ্নু পইসল বন কর জল কেলি ॥ ৬
রাধা হসলি অপন মুখ হেরি।
চাঁদ পড়াএল হরিনক সেরি ॥ ৮
খনে কর সাসা খনে কর খেদ।
পইসল বিসধর পঢ় জনি বেদ ॥ ১০
ভোগী অছল মহেসর ভেল।
পান তমোর হাথ কএ দেল ॥ ১২
মধুএ পিবিএ পিবি সুতলা হে সেজ
ধএল সুধাকরে অরুনক তেজ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সময়ক অন্ত।
ন থিকএ বরসা ন থিক বসন্ত ॥ ১৬

———

৯৮৭ ‡

জননী অসন বাহন কে ভাসা
সারগ অরি কর সাদে।
তে দুহু মিলিত নাম এক দুরজন
তেঁ মোহি পরম বিসাদে ॥ ২
সখি হে রমন ভবন পরবাসী।
ঋতুপতি রাএ আএ সংপ্রাপত
তেঁ ভউ পরম উদাসী ॥ ৪
সুর অরি গুরু বাহন রিপু তা রিপু
তা রিপু অমুখনে তাবে।
হরি কপট নপতি তাসু অনুজ হিত
সে মোহি অবহু ন আবে ॥ ৬

———

* ন. গু ৭, (প্রহেলিকা); গ্রীয়ার্সন. ৬৩, বেণী. ২৫।
† ন. গু. ৮. (প্রহেলিকা)।
‡ ন. গু. ৯ (প্রহেলিকা)।

৯৮৮ *

হরি পতি বৈরি সখা সম তামসি
রহসি গমাবসি রোই।
সমন পিতা সুত রিপু ঘরিনী সখ
সুত তনু বেদন্ হোই ॥ ২
মাধব তুঅ গুনে ধনি বড়ি খানী।
পুররিপু তিথি রজনী রজনীকর
তাহূ তহ বড়ি হীনী ॥ ৪
দিবিসদ পতি সুঅ সুঅ রিপু বাহন
ভখ ভখ দাহিন মন্দা।
ব্রহ্মনাদ সর গুনিকহু খাইতি
ছাড়ি জাএত সবে দন্দা ॥ ৬
সারঙ্গ সাদ কুলিস কএ মানএ
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

---

৯৮৯ †

অজর ধুনী জনি রিপু সুঅ ঘরিনী
তা বন্ধু ন দেঅএ রাহী।
তেসর দিগপতি পতনে সতাবএ
বড় বেদন হরি চাহী ॥ ২
মাধব তুঅ গুনে ধনি বড়ি খীনী।
মহিখাতনঅ ভান ছিল তা বিধু
দেহ ছুবরি তা জীনী ॥ ৪
রাজাভসন দবস্ কণ্ঠীরব
অছিক দহিন সতাবে।
লাএ তমোর জীবে তবে খাইতি
জদি ন আওব পরথাবে ॥ ৬
কাকোদর প্রভু রিপু ধ্বজ কিঙ্কর
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

---

৯৯০ ‡

দ্বিজ আহর আহর সুত নন্দন
সুত আহর সুত রামা।
বনজ বন্ধু সুত সুত দএ সুন্দরি
চললি সঙ্কেতক ঠামা ॥ ২
মাধব বুঝল কথা বিসেখী।
তুঅ গুন লুবুধলি প্রেম পিআসলি
সাধস আইলি উপেখী ॥ ৪
হরি অরি অরি পতি তা সুত বাহন
জুবতি নাম তসু হোঈ।
গোপতি পতি অরি সহ মিলু বাহন
বিরমতি কবহু ন হোঈ ॥ ৬
নাগর নাম জোগ ধনি আবএ
হরি অরি অরি পতি জানে।
নউমি দসাহ এক মিলু কামিনি
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮

---

* ন. গু. ১০. (প্রহেলিকা)।
† ন. গু. ১১. (প্রহেলিকা)।
‡ ন.গু. ১২ (প্রহেলিকা) ; বেণী. ২৬১

৯৯১ *

হরি রিপু রিপু প্রভু তনয়
সে ঘরিনী।
বিবুধাসন সম বচন সোহাওন
কমলাসন সম গমনী ॥ ২
সাএ সাএ জাইতে দেখলি মগ
জিনএ আইলি জগ
বিবুধাধিপ পুর গোরী ॥ ৩
ঘটজ অসন সুত তাহেরি তইনন মুখ
চঞ্চল নয়ন চকোরা।
হেরিতহি সুন্দরি হরি জনি লএ গেলি
হররিপুবাহন মোরা ॥ ৫
উদধিতনয় সুত সিন্দুরে লোটাএল
হাসে দেখলি রদকাঁতি।
খটপদবাহন কোস বইসাওল
বিহিলিহু সিখরক পাঁতী ॥ ৭
রবিসুততনয় দইএ গেলি সুন্দরি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৯

৯৯২ †

হরি রিপু রিপু সুঅ অরি ভূসন
তা ভোঅন অছ ঠামে।
পাঁচবদন অরি বাহন তা প্রভু
তা প্রভু লেই অছ নামে ॥ ২
মাধব কত পরবোধলি রামা।
সুরভি তনয় পতি ভূসন সিরোমনি
রহত জনম ভরি ঠামা ॥ ৪
কত দিন রাখতি আসে।
সঙ্কর বান বেদ গুনি খাইতি
জদি ন আওব তোহেঁ পাসে ॥ ৬
সুরতনয়া সুত দএ পরবোধলি
বাঢ়তি কওন বড়াই।
অম্বর সেখ লেখি কএ ছাড়তি
বিহি হলু ছঝগর ছড়াই ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
তোঁহ অছ জীবন অধারে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
একাদস অবতারে ॥ ১০

৯৯৩ ‡

বিরহ অনল আনি জুড়াবএ
সীতল সীকর আনি।
সৈলবতী সুত দরসনে
মুরুছি খস সয়ানি ॥ ২
মাধব কহ কি করতি নারি।
গিরি সুতা পতি হার বিরোধী
গামী তনয় ধারি ॥ ৪

* ন. গু. ১৩ (প্রহেলিকা)
† ন. গু. ১৪ (প্রহেলিকা)
‡ ন. গু. ১৫ (প্রহেলিকা)

অতি জে বিকলি চিত ন চেতএ
দূরে পরীহর হার।
বিহগবল্লভ অসন অসন
সে সখি সহএ ন পার ॥ ৬
দরসে চন্দন মিড়ি নড়াবএ
করে ন কুসুম লেয়।
হরি ভগিনী নন্দন বালহি
সোদর কিছু ন দেয় ॥ ৮
অধিক আধি বেআধি বঢ়াউলি
দিনহু দুবর কাএ।
আজে জমপুর সগর নগর
উজর দেতি বসাএ ॥ ১০

---

৯৯৪ *

পঙ্কজবন্ধুবৈরিকো বন্ধব
তসু সম আনন সোভে।
নয়ন চকোর জোড় জনি সঞ্চর
তথিহু সুধারস লোভে ॥ ২
সখি হে জাইতে দেখলি বর রমনী।
হরকঙ্কন আনন সম লোচন
তসু বর বাহন গমনী ॥ ৪
সৈসব দসা দোনে পরিপাললি
তসু সম বোলইতে বানী।
গিরিজাপতি রিপু রূপ মনোহর
বিহি নিরমাউলি সআনি ॥ ৬
সিন্ধু বন্ধু গিরি তাত সহোয়র
পীন পয়োধর ভারা।
দুই পথ ছাড়ি তেসর নহি সঞ্চর
হারা সুরসরি ধারা ॥ ৮
অপুরুব রূপে জে বিহি নিরমাউলি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই বিরমানে ॥ ১০

---

৯৯৫ †

হর রিপু তনয় তাত রিপু ভূসন
তা চিন্তা মোহি লাগী।
তাসু তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
উঠলি চতুর ধনি জাগী ॥ ২
মাধব তেঁ তনু খিনি ভেলি বালা।
হরি হেরইতে চিন্তাএঁ মনে আকুলি
কঠিন মদন সর সালা ॥ ৪
পুনু চিন্তহ হরি সারঙ্গ সবদ সুনি
তা রিপু লএ পএ নামা।
তাসু তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
অপজস রহ নিজ ঠামা ॥ ৬
তরনি তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

---

* ন. গু. ১৬ (প্রহেলিকা)।

† ন. গু. ১৭ (প্রহেলিকা)।

৯৯৬ *

এ হরি এ হরি কর অবধান
তুঅ বিনু করতি ভুঅন ঋতু পান ॥ ২
পচিস অঠারহ হরি তনু জার।
ক্ষিতি সুত তেসর নাম বরু মার ॥ ৪
ছও অঠারহ হরি সম লাগ।
খওখরিয়া জকে মলয়জ জাগ ॥ ৬
পহিল পচিস অঠাইস লেব।
তাসু বদন হেম হরি দেব ॥ ৮
হরিবাহন ভখ তইসন হার।
কুচ জুগ ভেল মহীধর ভার ॥ ১০
অছল হীত জত তত কর দন্দ।
বিধি বিপরীত সবএ ভউ মন্দ ॥ ১২
নয়ন সিগার বাহু লিখি রাখ।
করতি বরত রবি সিব সিব রাখ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি আখর লেখ।
বুধ জন হো সে কহএ বিসেখ ॥ ১৬

৯৯৭ †

মাধব দেখলি মোয়ঁ সা অনুরাগী।
মলয়জ রজ লএ সম্ভু উকুতি কএ
উরজ পুজএ তুঅ লাগী ॥ ২
ভব হিত অরি ভগিনী পতি জননী
তনয় তাত বন্ধু রূপে।
নাগসিরজ সির সোভ তুখজ সম
দেখল বদন সরূপে ॥ ৪
খগপতি পতিপ্রিয় জনক তনয় সম
বচনে নিরূপলি রমনী।
সুরপতি অরি দুহিতা বরবাহন
তসু অসন সম গমনী ॥ ৬
তুঅ দরসন লাগি উপজল বিসধর
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
লখিমা দেই রমানে ॥ ৮

৯৯৮ ‡

বসু বিস পাবে হরল পিআ মোর
অন্ধ তনয় প্রিয় সেও ভেল থোর ॥ ২
জিবসয়ঁ পঞ্চম সে তনু জার।
মধুরিপু মলয় পবন পিক মার ॥ ৪
পহিলুক দোসর আইতি গেল।
আদিক তেসর অনাএত ভেল ॥ ৬
সুর প্রিয়া সুত তহিকর তাত।
দিনে দিনে রখইতে খিন ভেল গাত ॥ ৮
অব জাএত জিব পাতক তোহি।
বড় কএ মদনে হনব জিব মোহি ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
চতুর চতুরভুজ মিলত মুরারি ॥ ১২

* ন. গু. ১৮ (প্রহেলিকা)।
† ন. গু. ১৯ (প্রহেলিকা)।
‡ ন. গু. ২০ (প্রহেলিকা)।

বিবিধ

৯৯৯ *

তাত বচনে বেকলে বন খেপল
জনম দুখহি দুখে গেলা।
সীঅক সোগেঁ স্বামি সন্তাপল
বিরহে বিখিন তন ভেলা ॥ ২
মন রাঘব জাগে।
রাম চরন চিত লাগে ॥ ৪
কনক মিরিগি মারি বিরাধ বধল বালি
বানর সেন বটুরাই।
সেতু বন্ধ দিঅ রাম লঙ্ক লিঅ
রাবন মারি নড়াই ॥ ৬
দসরথনন্দন দসসিরখণ্ডন
তিহুঅন কে নহি জানে।
সীতা দেইপতি রাম চরন গতি
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮

———

১০০০ †

কুসুম রস অতি মুদিত মধুকর
কোকিল পঞ্চম গাব।
রিতু বসন্ত বিদেস বালভু
মানস দহো দিস ধাব সাজনিআ ॥২
তেজল তেল তমোল তাপন
সপন নিসি সুখ রঙ্গ।
হেমন্ত বিরহ অনন্ত পাবিয়
সুমরি-সুমরি পিয়া সঙ্গ সাজনিআ ॥ ৪
মোর দাদুর সোর ঝহোনিনি
বরিস বুঁদ সবুন্দ।
বিসম বারিস বিনা রঘুবর
বিরহিনি জীবন অন্ত সাজনিআ ॥ ৬
সুমুখি ধৈরজ সকল সিবি মিল
সুনহ কত সুবানি।
সিসির সুভ দিন বাম রঘুবর আওব
তুঅ গুন জানি সাজনিআ ॥ ৮

———

১০০১ ‡

(বিক্রমের উক্তি)

কীর কুটিল মুখ ন বুঝ মোন দুখ
বোল বচন পরমানে।
বিরহ বেদন দহ কোক করুন সহ
সরূপ কহত কে জানে ॥ ২
হরি হরি মোরি উরবসি কী ভেলী।
জোহইতে ধাবও কতহু ন পাবও
মুরছি খসওঁ কত বেলী ॥ ৪
গিরি নরি তরুঅর কোকিল ভ্রমর বর
হরিন হাথি হিমধামা।
সভক পরওঁ পয় সবে ভেল নিরদয়
কেও ন কহে তসু নামা ॥ ৬

---

* ন. গু. ১ (না. প.)।
† ন. গু. ২ (না. প.)।
‡ ন. গু. ৩ (না. প.)।

মধুর মধুর ধ্বনি নেপুর রব সুনি
ভমওঁ তরঙ্গিনি তীরে।
মোরে করমে কলহংস নাদ ভেল
নয়ন বিমুঞো নীরে ॥ ৮
হরি হরি কোন পরি মিলতি সে পরসনি
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
লখিমা দেইপতি সকল সুজন গতি
নৃপ সিবসিংঘ রস জানে ॥ ১০

১০০২ *

কুন্দ-পরিমল-সঙ্গ-সুন্দর
নব্যপল্লবপূজিতে।
কামদৈবতকর্ম্মনির্ম্মিত
কোকিলাকলকুজিতে ॥ ২
দেহি নবীন দেব দৈব সমীর
বিভ্রতি বোধতি বিভ্রমে।
মাধবী লতয়া সমং
পরিনৃত্যতীব বনদ্রুমে ॥ ৪
মাধব মাস মধু সময়ে।
রাজতি রাধা রভসময়ে ॥ ৬
বিরহিচিত্ত বিভেদ লক্ষণ
চূত মুকুল ভয়ঙ্করে।
পাটলা মধুলব্ধ মধুকর নিকর
নাদ মনোহরে ॥ ৮
চন্দ্র চন্দন কুঙ্কুমা গুরুহার
কুন্তল মণ্ডিতা।
হার ভার বিলাস কৌশল
নিধুবন ক্ষণ পণ্ডিতা ॥ ১০
কুলিশকঠিনা কঠিন মানস
সাবসীদতি সুন্দরী।
দুর্ব্বলাতি দুরাশয়া বরবেদি
মধ্য কৃশোদরী ॥ ১২
গচ্ছ গচ্ছ বদন্তি কিন্তব
সানুজীবতি কামিনী।
পদ্মমিব মধুপাবলী নব শস্ত্র
মিবা মধুযামিনী ॥ ১৪
অন্যথা সা শরণমেষ্যতি
বিরহিখেদ নিবারণম্।
দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন
সিদ্ধমিদ্ধ মিবারণম্ ॥ ১৬
ভূমিপতি শিবসিংহ দেবমনন্ত
বিক্রম সাহসম্।
সুকবি বিদ্যাপতি নিবেদিত
মুদিত কাম কলারসম্ ॥ ১৮

১০০৩ †

মাই হে বালম্ভু অবহু ন আব।
জাহি দেস সখি ন মনোভব ভাব ॥ ২
তরুন সাল রসাল কানন
কুঞ্জ কুড্মল পুষ্পিতে।
পদ্ম পাটলি পরম পরিমল
বকুল সঙ্কুল বিকসিতে ॥ ৪
অরুন কিসলয় রাগ মুদ্রিত
মঞ্জরী ভর লম্বিতে।
মধুলুব্ধ মধুকরনিকর মুদ্রিত
লোভ চুম্বন চুম্বিতে ॥ ৬

---

* ন. গু. ৪ (না. প.)।
† ন. গু. ৭ (না. প.)।

চুম্বতি মধুকর কুসুম পরাগ।
কোরক পরসে বাঢ়ল অনুরাগ ॥ ৮
চৌদিস করএ ভৃঙ্গ ঝঁকার।
সে সুনি বাঢ়য় মদন বিকার ॥ ১০
চার চন্দন চন্দ্রতারক
পাবকো সম মানসে।
হার কালভুজঙ্গমেব হি বিস সরস
ঘম রস চয় বিসে ॥ ১২
মানিনীমন মানহারক
কোকিলারব কলকলে।
বহএ মারুত মলয় সংযুত
সরল সৌরভ সীতলে ॥ ১৪
সীতল দখিন পবন বহ মন্দ।
তা তনু তাবএ চান্দন চন্দ ॥ ১৬
হৃদয় হার ভেল ভুজগ সমান।
কোকিল কলরবে পিড়ল পরান ॥ ১৮
সরদ নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র সুবক্ত্র
সুন্দর লোচনী।
কথং সীদতি সুন্দরী
প্রিয় বিরহ দুঃখ বিমোচনী ॥ ২০
তাহি তর তরুন পয়োধর ধনী।
গুজা সঙ্কর কৃষ্ণজনী ॥ ২২
অবসর পাউতি এতি খনে।
বিদ্যাপতি কবি সুদৃঢ় ভনে ॥ ২৪

১০০৪ *

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
মৃগমদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমের সসি খণ্ড উদিত ভেল
জলধর জালে ঝপলা ॥ ২
অভিসারিনি হে কপট করহ কাঁ লাগী।
কোন পুরুস গুনে লুবুধ তোহর মন
রয়নি গমউলহ জাগী ॥ ৪
কারনে কোন অধর ভেল ধূসর
পুনু কোনে আরতি দেলা।
দুধক পরস পবার ধবল ভেল
অরুন মজিঠ ভএ গেলা ॥ ৬
নবি পওঁনাবি গজেঁ গঞ্জি নড়াইলি
পরসলি সুর কিরনে।
অইসন দেখিঅ তনু কপট করহ জনু
বেকত নুকাওব কোনে ॥ ৮
দস অবধান ভন পুরুস পেম গুনি
প্রথম সমাগম ভেলা।
আলম সাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা ॥ ১০

১০০৫ †

সাজনি নিহুরি ফু ফু আগি।
তোহর কমল ভ্রমর দেখল
মদন উঠল জাগি ॥ ২
জোঁ তোঁহ ভাবিনি ভবন জৈবহ
ঐবহ কোনঁহু বেলা।
জোঁ ঈ সঙ্কট সোঁ জী বাঁচত
হোয়ত লোচন মেলা ॥ ৪

* ন. গু. ৬ (না. প.)।
† ন. গু. ৭ (না. প.)।

ভন বিদ্যাপতি চাহথি জে বিধি
করথি সে সে লীলা।
রাজা সিবসিংঘ বন্ধন মোচন
তখন সুকবি জীলা॥ ৬

১০০৬ *

নীল কলেবর পীত বসন ধর
চন্দন তিলক ধবলা।
সামর মেঘ সৌদামিনি মণ্ডিত
তথিহি উদিত সসিকলা॥ ২
হরি হরি অনতয় জনু পরচার।
সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার॥ ৪

(উত্তর)

পুরুব দেখল পয় সপনে ন দেখিঅ
ঐসনি ন করবি বুধা।
রস সিঙ্গার পার কে পাওত
অমোল মনোভব সিধা॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি অরে বরজৌবতি
জানল সকল মরমে।
সিবসিংঘ রায় তোরা মন জাগল
কন্থু কাহ্নু করসি ভরমে॥ ৮

১০০৭ †

(শিব সিংহের সিংহাসনারোহণ)

অনল রন্ধ্র কর লক্খন নরবএ
সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিও
বার বেহপ্পএ জাউলসী॥ ২
দেবসিংঘে জং পুহবী ছড্ডিঅ
অদ্ধাসন সুররাএ সরু।
দুহু সুরুতান নীন্দে অবে সোঅউ
তপন হীন জগ তিমিরে ভরু॥ ৪
দেখহু ও পৃথিমী কে রাজা
পৌরুস মাঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গঙ্গা মিলিত কলেবর
দেবসিংঘ সুরপুর চলিও॥ ৬
এক দিবস সকল জবন বল চলিও
একা দিস সে জম রাএ চরু।
দুঅও দলটি মনোরথ পূরেও
গরুঅ দাপ সিবসিংঘে করু॥ ৮
সুরতরু কুসুম ঘালি দিস পূরেও
দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখমকো কারন
সুরগম সতে গগন ভরু॥ ১০
আরম্ভিঅ অন্তেঠ্ঠি মহামখ
রাজসূয় অসমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ
জাচককাঁ ঘর দান কঁহা॥ ১২
বিজ্জাবই কবিবর এহু গাবএ
মানব মন আনন্দ ভএও।
সিংঘাসন সিবসিংঘ বইঠ্ঠো
উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গএও॥ ১৪

* ন. গু. ৮ (না. প.)।

† ন. গু. ২ (না. প)।

১০০৮ *

শিবসিংহের যুদ্ধ

দূর দুগ্‌গম দমসি ভঞ্জেও
গাঢ় গঢ় গূঢ়ীঅ গঞ্জেও
পাতিসাহ সসীম সীমা
সমর দরসেও রে ॥ ১
ঢোল তরল নিসান সদ্দহি
ভেরি কাহল সঙ্খ নদ্দহি
তীনি ভুঅন নিকেত
কেতকি সন ভরিও রে ॥ ২
কোহে নীরে পয়ান চলিও
বায় মধ্যে রায় গরুও
তরনি তেঅ তুলাধার
পরতাপ গহিও রে ॥ ৩
মেরু কনক সুমেরু কম্পিয়
ধরনি পূরিয় গগন ঝম্পিয়
হাতি তুরয় পদাতি পয়ভর
কমন সহিও রে ॥ ৪
তরল তর তরবারি রঙ্গে
বিজ্জুদাম ছটা তরঙ্গে
ঘোর ঘন সঙ্ঘাত
বারিস কাল দরসেও রে ॥ ৫
তুরয় কোটি চাপ চূরিয়
চার দিস চৌ বিদিস পূরিয়
বিসম সার আসার
ধারা ধোরনী ভরিও ॥ ৬
অন্ধ কুঅ কবন্ধ লাইঅ
ফেরবি ফফ্‌ফরিস গাইঅ
রুহির মত্ত পরেত ভূত
বেত্তাল বিছলিও ॥ ৭
পার ভই পরিপন্থি গঞ্জিঅ
ভুমি মণ্ডল মুণ্ডে মণ্ডিঅ
চারু চন্দ্র কলেব কীর্ত্তি
সুকেত কী তুলিও ॥ ৮
রাম রূপে স্বধম্ম খিখ্‌অ
দান দপ্পে দধীচি রখ্‌খিঅ
সুকবি নব জয়দেব
ভনিও রে ॥ ৯
দেবসিংঘ নরেন্দ্র নন্দন
সত্রু নরবই কুল নিকন্দন
সিংঘ সম সিবসিংঘ রায়া
সকল গুনক নিধান গনিও রে ॥ ১০

১০০৯ †

সপন দেখল হম সিবসিংঘ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ ॥২
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
অব ভেলহু হম আয়ু বিহীন ॥ ৪
সমটু সমটু নিঅ লোচন নীর।
ককরহু কাল ন রাখথি থীর ॥ ৬
বিদ্যাপতি সুগতিক প্রস্তাব।
ত্যাগ কে করুনা রসক স্বভাব ॥ ৮

---

* ন. গু. ১০ (না. প.)।

† ন. গু. ১১ (না: প:)।

১০১০ *

দুল্লহি তোহরি কতএ ছথি মায়।
কহু ন ও আবথু এখন নহায় ॥ ২
বৃথা বুঝথু সংসার বিলাস।
পল পল নানা তরহক ত্রাস ॥ ৪
মায় বাপ জেঁা সদগতি পাব।
সন্ততি কোঁ অনুপম সুখ আব ॥ ৬
বিদ্যাপতি আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল ত্রয়োদসি জান ॥ ৮

১০১১ †

তোঁহে জলধর সহজহি জলরাজ।
হমে চাতক জলবিন্দুক কাজ ॥ ২
জল দএ জলদ জীব মোর রাখ।
অবসর দেলে সহস হো লাখ ॥ ৪
তনু দেঅ চাঁদ রাহু কর পান।
কবহু কলা নহি হোঅ মলান ॥ ৬
বৈভব গেলে রহএ বিবেক।
তইসন পুরুখ লাখ থিক এক ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি দূতী সে।
দুই মন মেল করাবএ জে ॥ ১০

১০১২ ‡

অপর পয়োধি মগন ভেল সুর।
নখি-কুল-সঙ্কুল বাট বিদুর ॥ ২
নরি পরিহরি নাবিক ঘর গেল।
পথিক গমন পথ সংসয় ভেল ॥ ৪
অনতএ পথিক করিঅ পরবাস।
হমে ধনি একলি কন্ত নহিঁ পাস ॥ ৬
এক চিন্তা অওক মনমথ সোস।
দসমি দসা মোহি কওনক দোস ॥ ৮
রঅনি ন জাগ সখি জন মোর।
অনুখন সগর নগর ভম চোর ॥ ১০
তোঁহে তরুনত হম বিরহিনি নারি
উচিতহু বচন উপজ কুল গারি ॥ ১২
বামা বচন বাম পথ ধাব।
অপন মনোরথ জুগুতি বুঝাব ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি নারি সুজানি।
ভল কএ রখলক দুহু অনুমানি ॥ ১৬

১০১৩ §

অপনা মন্দির বৈসলি অছলহু
ঘর নহি দোসর কেবা।
তহিখনে পহিলা পাহুন আএল
বরিসএ লাগল দেবা ॥ ২
কে জান কি বোলতি পিসুন পরৌসিনি
বচনক ভেল অবকাসে ॥ ৩
ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভানে।
কওনক কহব হম কে পতিআএত
জগত বিদিত পচবানে ॥ ৫

* ন: গু: ১২ (না: প:) বেণী. ২৭৫।
† ন. গু. ১৩ (না. প.)।
‡ ন. গু. ১ (প. না.) বেণী. ২৬৭।
§ ন. গু. ২ (প. না.)।

১০১৪ *

পরতহ পরদেস পরহিক আস।
বিমুখ ন করিঅ অবস দিঅ বাস॥ ২
এতহি জানিঅ সখি পিয়তম কথা॥ ৩
ভল মন্দ ননন্দ হে মনে অনুমানি।
পথিককে ন বোলিঅ টুটলি বানি॥ ৫
চরন পখালল আসন দান।
মধুরহি বচনে করিঅ সমধান॥ ৭
এ সখি অনুচিত এতে দুর জাই।
অব করিঅ জত অধিক বড়াই॥ ৯

১০১৫ †

কমল মিলল দল মধুপ চলল ঘর
বিহগে গহল নিজ ঠামে।
অরে রে পথিক জন থির রে করিঅ মন
বড় পাঁতর দুর গামে॥ ২
ননদি রুসিএ রহু পরদেস বস পহু
সাসুহি ন সুঝ সমাজে।
নিঠুর সমাজ পুছার উদাসিন
আওর কি কহব বেআজে॥ ৪
চন্দন চারু চম্প ঘন চামর
অগর কুঙ্কুম ঘরবাসে।
পরিমল লোভে পথিক নিত সঞ্চর
তঁই নহি বোলয় উদাসে॥ ৬
বিদ্যাপতি ভন পথিক বচন সুন
চিতে বুঝি কর অবধানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনারায়ন
লখিমা দেই রমানে॥ ৮

১০১৬ ‡

অনত পথিক জনু জাহে।
দূর দেসান্তর বস মোর নাহে॥ ২
হমে অনগতি সবে কেরী।
কতয় জায়ব তোঁহে সাঝক বেরী॥ ৪
নিভরম ঐসন ঠামা।
সবে পরদেসিয়া বসে এহি গামা॥ ৬
ভমি ভমি ভম কোটবারে।
পএলহু লোথ ন নৃপতি বিচারে॥ ৮
হমরা কোন তরঙ্গে।
পুর পরিজন সব হমরে অঙ্গে॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
ভমি ভমি অবলা উকুতি বুঝাবে॥ ১২

১০১৭ §

হম জুবতি পতি গেলাহ বিদেস।
লগ নহি বসএ পড়োসিয়াক লেস॥ ২
সাসু দোসরি কিছুও নহি জান।
আঁখ রতোঁধি সুনএ নহি কান॥ ৪
জাগহ পথিক জাহ জনু ভোর।
রাতি আঁধার গাম বড় চোর॥ ৬
ভরমহু ভোঁরি ন দেঅ কোতবার।
কাহু ন কেও নহি করয় বিচার॥ ৮
অধিপ ন কর অপরাধহু সাতি।
পুরুস মহতে সব হমর সজাতি॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি যহ রস গাব।
উকুতিহু অবলা ভাব জনাব॥ ১২

* ন. গু. ৩ (প. না.)।
† ন. গু. ৪ (প. না.)।
‡ ন. গু. ৫ (প. না.)।
§ ন. গু. ৭ (প. না.) বেণী. ২৬৪।

১০১৮ *

বালম নিঠুর বসয় পরবাস।
চেতন পড়োসিয়া নহি মোর পাস ॥ ২
ননদী বালক বোলউ ন বুঝ।
পহিলহি সাঁঝ সাসু নহি সুঝ ॥ ৪
হমে ভরে জৌবতি রঅনি অন্ধার।
সপনেহুঁ নহি পুর ভম কোটবার ॥ ৬
পথিক বাস অনতয় ভমি লেহ।
হমরা তৈসন দোসর নহি গেহ ॥ ৮
একসর জানি আওত চলি চোর।
মোরা সঁপতি মোরা অগোর ॥ ১০
সুকবি বিদ্যাপতি কহথি বিচারি।
পথিক বুঝাবয় বিরহিনি নারি ॥ ১১

১০১৯ †

সাসু জরাতুলি ভেলী।
ননদী ছলি সেও সাসুর গেলী ॥ ২
তৈসন ন দেখিঅ কোই।
রঅনি জগায় সঁভাসন হোই ॥ ৪
এহিপুর এহি বেবহারে।
কাহুক কেও নহি করয় পুছারে ॥ ৬
প্রাননাথ কে কহবা।
হম একসরি ধনি কতদিন রহবা ॥ ৮
পথুক কহব মঝু কন্তা।
হম সনি রমনি ন তেজ রসমন্তা ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
ভমি ভমি বিরহিনি পথুক বুঝাবে ॥ ১২

১০২০ ‡

হমে একসরি পিঅতম নহি গাম।
তেঁ মোহি তরতম দেইতে ঠাম ॥ ২
অনতহু কতহু দেঅইতহু বাস।
জোঁ কেও দোসরি পড়ুউসিনি পাস ॥ ৬
চল চল পথুক চলহ পথ মাহ।
বাস নগর বোলি অনতহু যাহু ॥ ৬
আঁতর পাঁতর সাঁঝক বেরি।
পরদেস বসিঅ অনাগত হেরি ॥ ৮
ঘোর পয়োধর জামিনি ভেদ।
জেকর বহু তাকর পরিছেদ ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি নাগরি রীতি।
ব্যাজ বচনে উপজাব পিরীতি ॥ ১২

১০২১ §

হমরাহু ঘর নহি ঘরিনিক লেস।
তেঁ কারনে গুনিঅ পরদেস ॥ ২
নানা রতন অছএ মঝু হাথ।
সেবক চাকর কেও নহি সাথ ॥ ৪
সহজক ভীরু থিকাহু মতিভোর।
রঅনি জগাএ কে করত অগোর ॥ ৬
বৈসি গমাওব কওনক মাঝ।
অবগুন অছএ রতউঁধী সাঁঝ ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি ছইল সোভাব।
নাগর পথুক উকুতি বিরমাব ॥ ১০

* ন. গু. ৭ (প. না.)।
† ন. গু. ৮ (প. না.)।
‡ ন. গু. ৯ (প. না.)।
§ ন. গু. ১০ (প. না.)।

১০২২ *

(পথিকের উক্তি)

সুন্দরি তে তোঁ সুবুধি সেয়ানি।
মরী পিয়াস পিয়াবহ পানি ॥ ২

(পরকিয়া নায়িকার উত্তর)

কে তোঁ থিকাহ ককর কুল জানি।
বিনু পরিচয় নহি দেব পিঢ়ি পানী ॥ ৪

(পথিকের উক্তি)

থিকহুঁ পথুকজন রাজকুমার।
ধনি কে বিওগ ভরমি সংসার ॥ ৬

(নায়িকার উত্তর)

আবহ বৈসহ পিব লহ পানি।
জে তোঁ খোজবহ সে দেব আনি ॥ ৮
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ বিদেস।
স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদেস ॥ ১০
সাসুঘর আন্ধরি নৈন নহি সুঝ।
বালক মোর বচন নহি বুঝ ॥ ১২
ভনহি বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥ ১৪

১০২৩ †

পিয়া মোর বালক হম তরুনী।
কোন তপ চুকলৌহ ভেলৌহ জননী ॥ ২
পহির লেল সখি এক দছিনক চীর।
পিয়া কে দেখৈত মোর দগধ সরীর ॥ ৪
পিয়া লেলী গোদ কৈ চললি বজার।
হটিয়াক লোগ পুছে কে লাগু তোহার ॥ ৬
নহি মোর দেবর কি নহি ছোট ভাঈ।
পুরুব লিখল ছল বালমু হমার ॥ ৮
বাটরে বটোহিয়া কি তুহু মোরা ভাঈ।
হমরো সমাদ নৈহর লেনে জাউ ॥ ১০
কহিহুন ববা কে কিনএ ধেনু গাঈ।
দুধবা পিয়াইকৈ পোসতা জমাঈ ॥ ১২
নহি মোর টকা অছি নহি ধেনু গাঈ।
কৌনই বিধি সে পোসব জমাঈ ॥ ১৪
ভনই বিদ্যাপতি সুনু ব্রজনারী।
ধীরজ ধরহ ত মিলত মুরারী ॥ ১৬

১০২৪ ‡

মোরা হিরে অঙ্গনা
পাকড়ী সুনু বালহিআ।
পটেবা আউস বাস
পরম হরি বালহিআ ॥ ২
পটেবা ভইআ হাত নীত
সুন বালহিআ ॥ ৪
চোলরি এক বিনি দেহি
পরম হরি বালহিআ ॥ ৬
জয়ঁ হমে চোলরি
বীনহি সুন বালহিআ।
কাহ বিনউনী
দেহ পরম হরি বালহিআ।
লহুড়ী দেউ রাতাসন।
সুন বালহিআ।
ননদ বিনউনী দেঅ
পরম হরি বালহিআ ॥ ৮

* ন. গু. ১১ (প. না.); গ্রীয়াস ন. ৮০।
† ন. গু. ১২ (প. না.); গ্রীয়াস ন. ৭৯; বেনী. ২৬২।
‡ ন. গু. ১৩ (প. না.)।

চোলরি পতিরি হমে হাট গয়ে
সুন বালহিআ।
চোর পরীখন লাগু
পরম হরি বালহিআ॥ ১০
বিদ্যাপতি কবি গাবিআ
সুন বালহিআ।
রাএ সিবসিংঘ গুন জান
পরম হরি বালহিআ॥ ১১

১০২৫ *

মোরাহি জে অঁগনা চঁদনকের গাছে।
সৌরভে আবএ ভমর পচাসে॥ ২
অরে অরে ভমরা ন ফেরু কবারে।
অঁাচর সুতল অছ পহুম কুমারে॥ ৪
সঙ্গহি সখিএ সুত দেহরি ভইস্যরে।
কইসে কএ বাহর হোএব বাজত নেপুরে॥ ৬
গোড়হুক নেপুর ভেল জিব কালে।
নহু নহু পএর দওঁ উঠ ঝঁঝকারে॥ ৮
মাই বাপে দএ হলু নেপুর গঢ়াই।
নেপুর ভঁগবইতে জিব অঁকুরাই॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা রমানে॥ ১২

১০২৬ †

হমে ধনি কুটনি পরিনতি নারি।
বৈসন্ত বাস ন কহোঁ বিচারি॥ ২
কাহুকে পান কাহু দিঅ সান।
কত ন হকারি কএল অপমান॥ ৪
কয় পরমাদ ধিয়া মোর ভেল।
আহে জোবন কতয় চল গেল॥ ৬
ভাঙ্গল কপোল অলক ভরি সাজু।
সঙ্কল লোচনে কাজর আজু॥ ৮
ধবলা কেস কুসুম করু বাস।
অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাস॥ ১০
থোথর থৈয়া থন দুও ভেল।
গরুঅ নিতম্ব কঁহা চল গেল॥ ১২
জোবন সেস সুখাএল অঙ্গ।
পাছু হেরি বিলুলইতে উমত অনঙ্গ॥ ১৪
খনে খস ঘোঘট বিঘট সমাজ।
খনে খনে অব হকারলি লাজ॥ ১৬
ভনহি বিদ্যাপতি রস নহি ছেও।
হাসিনি দেইপতি দেবসিংঘ দেও॥ ১৮

১০২৭ ‡

কহাঁসোঁ সুগা আএল নেহ লাএল।
কহঁা লেল বসেরা অমৃত ফল ভোজন॥ ২
(ফলাঁ) গামসোঁ সুগা আএল নেহ লাএল।
(ফলাঁ) গাম লেল বসেরা অমৃত ফল ভোজন॥ ৪
কে যহ পিজড়া গঢ়াওল সুগা পোসল।

* ন. গু. ১৪ (প. না.)।

† ন. গু. ১৫ (প. না.)।

‡ মি. গী. স. ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭।

কে তাহি দেত অহার অমৃত ফল ভোজন ॥ ৬
(ফলাঁ) বাবা পিজড়া গঢ়াওল সুগা পোসল।
(ফলাঁ) সাসু দেতি অহার অমৃত ফল ভোজন ॥ ৮
এহন সুগা নহি পোসিয়,
নেহ লগাবিয় সুগবা হৈত
উড়িআঁত অপন গৃহ জাএত ॥ ১০
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল,
জোগিনিক অন্ত নহিঁ পাওল ॥ ১১

১০২৮ *

পিয়া গুন মন অব ধারী না।
সখী হে, মুরুছি খসল হিআ হারী না ॥ ১
কর সির বৈসল নারি না।
সখী হে, হরি বিনু কিছুনে সোহায় না ॥ ২
হার ভেল গ্রিব ব্যাল না।
সখী হে, কুচ জুগ উর ভেল ভার না ॥ ৩
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ইহো ভান না।
সখী হে, রামসিংঘ রস জান না ॥ ৪

১০২৯ †

পচসর লয় করু সাজনা।
সখী হে, কী কহব পহুক সমাজনা ॥ ১
পহু পহু কৈ কত বেরিনা।
সখী হে, মুরুছি খসল পথ হেরিনা ॥ ২
আওল জমুনা জল বাঢ়ি না।
সখী হে, ভেলহু কদম তর ঠাঢ়িনা ॥ ৩
অব কী করব ধুনি সুনিনা।
সখী হে, কোকিল করৈ মধুরি ধুনি না ॥ ৪
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান না।
সখী হে, জগত্র বন্ধু রসজান না ॥ ৫

১০৩০ ‡

সময় বসন্ত এতেন নহি পাএব সজনী
দছিন পবন বহু ধীরে।
সপনহু রূপ বচন এক ভাখিএ
মুখসৌঁ দুরি করুচীরে ॥ ২
তোহর বদন মম চান হোএত নহি
জৈও জতন বিধি দেলা।
কৈবেরি কাটি বনাওল পুনিপুনি
তৈও তুলিত নহি ভেলা ॥ ৪
লোচন তুল কমল নহি ভয়সক
সে জগ কে নহিঁ জান।
তৈ পুনি জায় নুকৈলা জলভয়
পঙ্কজকে অপমানে ॥ ৬
মদন বরনি পরতর নহিঁ পাবথি
কৌন তপ তুলিতহি তোহী।
তৈঁ পুনি মদন ভেলছথি পাহুন
জগভরি তোহরহি জোহী ॥৮
ভনহি বিদাপতি সুন্দ বরজৌমতি
ঈথিক লক্ষ্মী সমানে।
রায় সিবৈসিংঘ রূপনারায়ন
লখিমাদেই প্রতিভানে ॥ ১০

১০৩১ §

কত সখি কত সখি রাতুক রঙ্গ।
কতেক দিবসপর পহুক প্রসঙ্গ ॥ ১
কি কহব আহে সখি রাতুক রঙ্গ।
পাঠিদয় সুতলহুঁ মুরখক সঙ্গ ॥ ৪

---

* মি. গী. স. ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৭।
† মি. গী. স. ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৬।
‡ মি. গী. স. ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২-৩।
§ মি গী. স.৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯।

বররে জতন ঘর বৈসলহুঁ জায়।
স্তুতি রহল পহু দীপ মিঝায় ॥ ৬
আঁচর ছোড়াএ হমহুঁ সঙ্গ দেল।
জেহোরে জাগল ছল সেহো অঙ্গ গেল
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু ব্রজনারি।
ধৈরজ ধৈরহু মিলত মুরারি ॥ ১০

১০৩১ *

হমরাকৈঁ জঁও তেজব গুন বুঝব,
জোগহিঁ দেব বনিসার অধিন কয় রাখব ॥ ২
একো পলক জেঁ। তেজব গুন বুঝব,
এহেন জোগ মোর তেজ সেজ নহিঁ ছোড়ব ॥ ৪
আরসি কাজর পারব নিসি ডারব,
তাহি লয় আঁজব আঁখি জোগ পরচারব ॥ ৬
নয়নহিঁ নয়ন রিঝাএব প্রেম লাএব,
করব মোর গরহার হৃদয় বিচ রাখব ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল জোগ লাওল।
ছুলহা ছুলহিনি সমধান অধিন কয় রাখব ১০

১০৩৩ †

স্যাম বরন শ্রীরাম, হে সখি।
দেখৈত মুখ অভিরাম ॥ ২
আজু হমর বিহ বাম, হে সখি!
মোহি তেজি পহু গেল গাম ॥ ৪
পঢ়ল পণ্ডিত ভান, হে সখি!
পহুক নে করি অপমান ॥ ৬
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান হে সখি!
সুপুরুস গুনক নিধান ॥ ৮

১০৩৪ ‡

সুজন অরজী কত মন্দরে,
অবসর নে করি মন্দরে।
সাতখণ্ড কুসিআররে,
নিকসত প্রেম পিআররে ॥ ২
নব-কামিনি নব নেহরে,
তৈজলহ্নি হমর সিনেহরে ॥ ৪
নবদল ফুলয় পলাসরে,
ভামিনি ভম্হর বিলাসরে ॥ ৬
ওতহি রহথু দৃগফেরিরে,
দরসন দেথু এক বেরিরে ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি ভানরে,
সুপুরুস গেলাহ কুঠামরে ॥ ১০

* মি. গী. স. ৩য় খণ্ড পৃঃ ৯।

† মি. গী. স. ৩য় খণ্ড পৃঃ ৯।

‡ মি. গী. স. ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮-৯।

১০৩৫ *

আহে সখি, আহে সখি, লয় জনু জাহে।
হম অতি বালক নিরদয় মোর নাহে॥ ২
বোল ভরোস দয় সখি গেলীহ লেআয়।
পহুক পলঙ্গ পর দেলহ্নি বৈসায়॥ ৪
গোটে গোটি সখি সভ গেলী বহরয়।
বজ্র কবাড় হুনি দেলহ্নি লগায়॥ ৬
এহি অবসর সখি ধয়লহ্নি কন্ত।
চীর সম্হারৈত ভেল জীবক অন্ত॥ ৮
নহি নহি করিঅ নয়ন ভক নোর।
কাঁচ কমল পর ভরম ঝিক ঝোর॥ ১০
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তখনুক রীতি।
জুগ জুগ বঢ়াওল পহু সঙ্গ প্রীতি॥ ১২

১০৩৬ †

ভরল ভবন তেজি গেলাহ মুরারি।
জত দিন গেলাহ তকর গুন চারি॥ ২
প্রথম এগারহ ফেরি দীয় পাঁচ।
তীসক তেগুন থোড় দিন সাঁচ॥ ৪
চালীস কোটি আধা হরি লেল।
তেঁ পুনি জীব এহন সন ভেল॥ ৬
সৈ মহঁ চৌগুন লিঅ নে বিচারি।
তেঁ তোহি ভল নহি কহত মুরারি॥ ৮
ভনহিঁ বিদ্যাপতি আখর লেখ।
বুধজন হোথি সে কহথি বিসেস॥ ১০

১০৩৭ ‡

মাধব মন জনু রাখিঅ রোসে।
অবসর তেজি কতয় চল গেলহুঁ
তাহি হমর কোন দোসে॥ ২
তীনি সে সাঠি আধ মিঝা দে
সে কয় গেলহু ঠেকানে।
তা দাগুন তকরো পুনি সট্‌গুন
অয়লহু তকরো নিদানে॥ ৪
বিরহ উদাপ দাপ তন বাঝল
করয় চাহজিব অন্তে।
অব হম করব কী লয় তুঅ আদর
প্রেম পদারথ তুঅ কাজে॥ ৬
কচ জুগ কমল উতঙ্গ ভার উর সে
কুমহিলাএল কটী।
গর গর চরয় অমিয় ভিজ আঁচর
অব বহল ভয় সাটী॥ ৮
ঈ সুনিয় বচন সুনিয় মথুরাপতি
বিহু সি হঁসলি সুখ ফেরী।
ধন জন জৌবন থীর নহি কৌখন,
ককরানৈ এক বেরী॥ ১০
অজয় বৈন কমল সুন্দ ভামিনি,
বঝাল ভুঅ সদভাবে।
সুখল সারি জৌ নীর পটাবিয়,
অবসর কাল কাজ কিছু আবে॥ ১২
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন্দ বর জুবতি
ঈ থিক নবরস রীতী।
অপন পুরুস কে প্রেম জনাবিঅ
বিসরি জাহু সব নীতী॥ ১৪

* মি. গী. স. ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮–২৯।
† মি. গী. স. ২য় খণ্ড পৃঃ ৪-৫।
‡ মি. গী. স. ২য় খণ্ড পৃঃ ৫

১০৩৮ *

কতেক জতন ভরমাওল সজনীগে
দৈ দৈ সপথ হজার।
সপতহুঁ ছল জোঁ জনিতহুঁ সজনীগে
নহি করিতহুঁ অঁকার॥ ২
অব জগত ভরি ভাবিন সজনীগে
কো জন্ম করৈ প্রতীতি।
মুখসো অধিক বুঝাবথি সজনীগে
পুরুসক কপটী প্রীতি॥ ৪
বাজথি বহুত ভাঁতিসোঁ সজনীগে
বচন রাখথি নহিঁ থোর।
তনুক হিয়া মোর দগধল সজনীগে,
জস নলিনীদল নীব॥ ৬
গুন অবগুন সভ বুঝলহি সজনীগে
বুঝলৈহি পুরুসক রীতি।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি, গাওল সজনীগে,
পুরুস কপটী প্রীতি॥ ৮

১০৩৯ †

উঠু উঠু সুন্দরি জাইছি বিদেস।
সপনহুঁ রূপ নহি মিলত উদেস॥ ১
সে সুনি সুন্দরি উঠলি চেহায়।
পহুক বচন সুনি বৈসলি ঝমায়॥ ৪
উঠইত উঠলি বৈসলি মনমারি।
বিরহক মাতলি খসলি হিয়হারি॥ ৬
এক হাথ উবটন এক হাথ তেল।
পিয়কে মনাওন সুন্দরি চলিভেলি॥ ৮
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু ব্রজনারি।
ধৈরজ ধয় রহু মিলত মুরারি॥ ১০

---

* মি. গী. স ১ম খণ্ড ৬-৭

† মি. গী. স ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭।

পরিশিষ্ট (ক)

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়-সংগৃহীত পুথি হইতে অপ্রকাশিত পদ

১০৪০

রস আবেসে মাতল ব্রজরমনি।
কত সত জুগতি মনহি অনুমানি ॥ ২
অঙ্গলে আয়ব জব রসিয়া।
পলটি জায়ব হাম ইসত হাসিয়া ॥ ৪
আবসি আঁচরে পিয়া ধরবে।
পলটি জায়ব হাম জতন বহু করবে ॥ ৬
কাচুয়া ধবরে জব হরি হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ-দিঠিয়া ॥ ৮
রভস রস মাগব পিয়া জবহি।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নাহি তবহি ॥ ১০
সহজহি সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি পিয়ব অধররস হমারা ॥ ১২
আনন্দে তৈখনে হাম হরব গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহ সকল তুআ জিবনে ॥ ১৪

১০৪১

সখি হে আজু হাম মধুপুর গেল।
রাধা রাধা করি জপতহু নিরন্তর কানুক দরসন ভেল ॥ ২
পুছইতে কুসল অবস কলেবর
নিসসির হেই সির নাই।
অচল সমান তাপ তনু বাঢ়ল
কো কহু নিঠুর মধাই ॥ ৪
সঙ্কেত আঁখর তুহু জে পঠায়লি
তাহা হরি নিল কর জোর।
আধ পড়ইতে আধ নিরে মিটল
ধনি ধনি জীবন তোর ॥ ৬
গোকুল গ্রাম নিকট হরি আয়ব
হাম বুঝলু অনুমানে।
ভূতিক বানি সুনি ধনি হরসিত
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮

১০৪২

সুন সুন্দরী বিদগধ সুপুরুখ সোই।
কানুক হৃদয় সবহু হাম জানলু
তিলে এক না বিছুরে তোই ॥ ২
কালিক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহি দরসন ভেলা।
তোহরি কহিনী জত পুন পুন পুছত
লোরে লোচন ভরি গেলা ॥ ৪
পীত বসনে নয়ন জুগ মোছই
মুরছি পড়এ বেরি বেরি।
উরূপর পানি হানি খিতি লুটত
ফুকরি রোই কত বেরি ॥ ৬
তুআ বিনু রাতি দিবস নাহি জানত
অতএ বুঝলু অনুমানে।
মোহে বিছুরল বলি কবহু না রোসবি
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮

১০৪৩

কহ কহ রে সখি বচন বিসেস।
কৈছন মথুরা কৈছন দেস ॥ ২
নগর কি নাগরি কত গুনবন্ত।
কোন ভুলাঅল প্রভু মকরন্দ ॥ ৪
সুনি নাকি মাধব কুবজিক সাত।
কোহি নহি প্রভুজিকে বুঝাঅত বাত ॥ ৬
কাহা কাচ কাহা কাঞ্চন জোতি।
কহা মণ্ডুক ডিম্ব কাহা গজমোতি ॥ ৮
কাহা কমলদল কাহা কি কয়তকি ফুল।
কাহা কাক কাহা কোকিল সমতুল ॥ ১০
বিদগদ নাগর অনুভব রঙ্গ।
তেজি কমল দল খাওল পঙ্ক ॥ ১২
ভনই বিদ্যাপতি রসের সাগর।
কুমুড়া ফুলে জেন পাদকুড়া নাগর ॥ ১৪

১০৪৪

চেদন চন্দন চম্পক রসাল।
রোপল এরণ্ড সিমাল মন্দার ॥ ২
গুনিজন পবিহার কুবর্জিকি সঙ্গ।
হিরন হিরন্য তেজি রাগকি রঙ্গ ॥ ৪
গিরিহিনি রিহভেল ভিক্ষ পববিন।
চোর জবড়েল সাধু মলিন ॥ ৬
পণ্ডিত গুনিজন দুখ অপার।
আছএ পরম সুখে মডুগভার ॥ ৮
কি কহব রে সখি বিহিক বরোন।
ভাসল পাথর ডুবল সান ॥ ১০
ভনই বিদ্যাপতি ব্রজধনি এহ।
গুনিজন হোঅত গুন করি নেহ ॥ ১২

১০৪৫

সুন বর নাগর কান।
য়েক আখরে হম সোপীলু পরান ॥ ২
মাধব ইথে তুহু না ভাবিহ আন।
দয়া করি দ্বিতিয় আখর দেহ দান ॥ ৫
সার লোচন ভ্রমি আখর চিন।
সিরে লপটায়ল আখর তিন ॥ ৬
চৌঠহি আখর না সুনব কানে।
পঞ্চম আখর তেজব পরানে ॥ ৮
সড়রিপু আখরে হোয়ব ভোর।
কবি বিদ্যাপতি গুন গায়ব তোর ॥ ১০

১০৪৬

এ সখি পিয়া মধুপুর।
অন্তর দর দর নিরবধি ঝুর ॥ ২
অরুন মুদিত ভেল বিধু পরকাস।
অন্তর হানত মনমথ পাস ॥ ৪
আজু আওব সখি রবি অবসান।
হেরি হেরি সসোধর আকুল পরান ॥ ৬
কোকিল কলরব সিখি করু রোল।
সরসিজ সবভেল ঐছন পোল ॥ ৮
মনাই মন মিনি মনজা সো আস।
হাম নহি পায়ব পিয়া হ বিলাস ॥ ১০
জব হাম জায়ব সমনক পুর।
তব আয়ব পিয়া নাহ নিঠুর ॥ ১২
আজু চলন্ত ধনি কানন নিবাস।
কবি বিদ্যাপতি কহ পুরব আস ॥ ১৪

১০৪৭

এ কানু এ কানু তুহু গুনবান।
হাম নিলখ প্রতি করু অবধান॥ ২
জাহাঁ তাহাঁ জল জব পিবই চকোর
দৈবে সুধাকর আদর থোর ॥ ৪
ধুতুবক ফূলে জব মধুকরকেলি।
মালতি নাম দৈবে দুরে গেলি॥ ৬
কাক সবদ জব করু আস্বয়াদ।
দুরে গেয়ো কোকিল পঞ্চম নাদ॥ ৮
ভনহি বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সুজনকুদিন রহে দিন দুই চারি॥ ১০

১০৪৮

প্রেমকী রিত চরিত ভেল মন্থর
অধন তেজে নহি পিয়াসা।
আদরো অলখিতে জীবনহি চঞ্চল
তোহা শ্রীচরন ভরসা॥ ২
নিজহু অঙ্কুর জাব সুন্দর ওঠত
তবহি আকুল ভেল প্রান।
তহু পরচিত ভেয় বিধীরহি বাধব
রূপ ভাবইতে জ্ঞান॥ ৪
সুন্দরি রিত চরিতহি আন।
অথনতে দিন সঙ্ক করি রাখত
বিদ্যাপতি কহে আন॥ ৬

১০৪৯

কুলটা কামিনি বহু গুন ভাগি।
লাথ পুরুখ সুখ করে অনুরাগি॥ ২
লাখ পুরুখ সুখ বিহি কৈল বাদে।
অঙ্কুর ভাঁগল বিনি অপরাধে॥ ৪
হাম নারি অভাগিনি দোসরি না দেল।
কানু কানু করি জনম বহি গেল॥ ৬
অলপ বয়স মোর না পুরল সাধে।
না জানি ছাড়ল পিয়া কোন অপরাধে॥।
কোকিলি কলরবে মোতিভে য়ো ভোর।
কহ কহ রে সখি কিনা গতি মোর॥ ১০
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারি॥ ১২

১০৫০

মাধব না পেখলি বালা।
আজু কালু করি প্রান পায় তেজব
কত সহে বিরহক জালা॥ ২
সিতল সলিল কমলদল জাসম লেপল
চন্দন পঙ্কা।
সোসব আনন অধিক সকতি তনু তাপই
দসগুন দহই মৃগঙ্কা॥ ৪
সকতি গেলি ধনি উঠই না পারই
খেপহে অহনিসি জাগি।
চমকি চমকি ধনি বোল ত সিব সিব
ভুবন ভরিয়া আছে আগি॥ ৬
কিয়ে উপচারন বুঝই না পারই
বিদ্যাপতি রস ভান।
কেবল দসমী দসা অবতারন
অবহু করহ অবধান॥৮

১০৫১

তিনের কারনে তিন খোয়াঅনু তিন জগ ভরি ভেল।
ঐছন দারুন বিধি নিবারুন তিন তাহাসনে গেল ॥ ২
কি কহিয়ে কহ পুনবার।
মন নিরাশ্রয় জীবন সংসয় হায় হায় ভেল সার ॥৪
কো কহে মাধব আস পুরায়ব নিরাস পুরন ভেল।
তিন আখর নামহু জাকর সোই যাতত দেল ॥ ৬
দৈব নিবন্ধন না হয় খণ্ডন সেই প্রান করু সেস।
কবি বিদ্যাপতি হিত বোলত দসমি দসা পরবেস ॥ ৮

১০৫২

কুসুমিত কাননে কুঞ্জে বসি।
নয়নক কাজর ঘোর মসি ॥ ২
সারঙ্গম সখা সময় কালে।
মোসম অ স্তিম বরন গেল কুরঙ্গমপতি ভাবি ভাবি
তারিপু অন্তর বরন গেল ॥ ৪
বিহঙ্গমপতি ভাবিনু বিগতি কতনা বুঝব তায়।
বিস ধরাধর তাধর তারিপু পুনকি মিলব আয় ॥ ৬
পঞ্চ দ্বাদস পঞ্চবার পতি সিব সিক্ষাতে কহি।
কবি বিদ্যাপতি কবি মহামতি লছিমাবতি ইহ কহি॥৮

১০৫৩

সখি দৈবকি গতি দুরু বার।
চাতক আসে নিরাস বারল বিধি তাহে
অধিক দুঃখ আর ॥ ২
নব ঘন হেরি পিপাসিত অম্বুজ
চঞ্চু পসারল রঙ্গে।
পহিলহি দারুন করকা বরিখন
তাহে ভেল চঞ্চুক ভঙ্গে ॥ ৪
সুপুরুখ জানি প্রেম বাড়ায়নু সো
প্রেম পরস না ভেল।
গরি গরি আগুনি অন্তর জর জর
তাহে মরম জরি গেল ॥ ৬
কাহারে কহিব দুখ বিহি মোর বৈমুখ
এক করিতে হবে আন।
পুরুবক পাবক ফল ইহা বুঝব
তবু নাই নিকস পরান ॥ ৮
লাখ লাখ ধনি জাহ অনুরাগিনি।
সো কি বিরহ দুঃখ জানে।
পুরুবক সাধ মিলব জব মাধব
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ১০

১০৫৪

পুন না জায়ব সখি সো পিয়া ঠাম।
বরজিউ মারিএ আওল কাম ॥ ২
সুন্দর কুচ যুগে নখ রেখ ভরি।
জনু গজ কুম্ভ বিদারয়ে হরি ॥ ৪
অধরে দসন জুড়ি উপজে তরাসে।
চন্দ্র মণ্ডলে জনু রাহু গরাসে ॥ ৬

ছুটি ছিণ্ডিয়া লহে মোতিম মাল।
বধিয়ে নড়ায়ল স্থরঙ্গ পড়ার ॥ ৮
ভনয়ে বিদ্যাপতি স্থন বর নারি।
আগিক দাহে আগি প্রিতিকারী। ১০

১০৫৫

রজনি বিলাস পুছই সখি তোয়।
কেলি কৌতুক রস কহবিতু মোয় ॥ ২
বেস বসন তোর সবছিল পুর।
অলকা তিলক সব মিটি গেল দূর ॥ ৪
অঙ্গক কুসুম সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি নাগর দসনকি চিন ॥ ৬
কোন অবুঝ তোর কুচে নখ দেল।
হাহা সম্ভু ভবন ভৈ গেল ॥ ৮
অলসহি পুরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন করে বা ॥ ১০
ভনএ বিদ্যাপতি স্থন বর নারি।
সব রস নেয়ল রসিক মুরারি ॥ ১২

১০৫৬

কান্নু সঙরসি কর জোরি।
বিফল পায় প্রেম অঙ্কুর মোরি ॥ ২
রজনি গোআওলু আসে।
চঞ্চল লোচন বিকল পিয়াসে ॥ ৪
ভাবক ভরমে মলিন রাধা।
প্রেম পরাভব না কর বাধা ॥ ৬
অবহু আয়ব প্রিয় বসি।
অনুপরূপ প্রিয়তম সসি ॥ ৮
হাম ভুলল নটনেহা।
স্থপুরুখ বচন পাসানক রেহা ॥ ১০
ভনএ বিদ্যাপতি স্থন বর নারি।
দূরকর মন দুখ মিলব মুরারি ॥ ১২

পরিশিষ্ট (খ)

১০৫৭ *

পাহুন নন্দি ভবানী,
আজ পাহুন নন্দি ভবানী ॥ ২
মাই হে বৈসক দেলহ্নি বঘম্বর আনি :
আজ পাহুন নন্দি ভবানী ॥ ৪
ঘর নহিঁ সম্পতি ঘৃত নহিঁ গোরস।
পাহন আনল মাই হে কৌন ভরোস ॥ ৬
হর মালা লয় ধরথি ধ্যান।
পাহুন জময় মাই হে পহিলে সাঁঝ ॥ ৮
মাঙ্গি-চাঁগি লয়লাহ মাই
হে তামা দুই মিসিআ।
এক চরিত্র দেখি হঁসয় পরোসিআ ॥ ১০
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিএ ভবানী।
এহন পাহুন মাই হে নিত দিন আনী ॥ ১২

১০৫৮ †

আগে মাঈ, আজু অচহ্নিত অয়লাহ ভেখধারী ॥ ১
আগে মাই, ভীখিওনে লেএ জোগী মুখহু নে বাজৈ।
ঘুমি ঘুমি আবৈ জোগী ধ্যান লগাবৈ ॥ ৩
এহিখন গৌরী হসইত ছলী ॥ ৫
আগে মাই, জোগী মুখ দেখিএ খসু মুরছাএ ॥ ৫
আগে মাই কেআ কহে ওঝা গুনী আনি দেখাউ।
কেও কহে জোগিঅহি বাঁহ্নি নচাউ ॥ ৭
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিএ, মনাইন।
ইহো নহিঁ জোগী থিক ত্রিভুবন দানী ॥ ৯

১০৫৯ ‡

গৌরী ঔরী ককরা পর করতী
বর ভেল তপসি ভিখারি।
আগে মাই হেমসিখর পর বসথি
এক ঘর-নৈ ছৈহু অপন পরার ॥ ২
বারি কুমারী রাজ দুলারী
ঋষি কেঁ প্রান অধার।
সে গৌরী কোনা বিপতি গমৌতী
কে মুখ করত দুলার ॥ ৪
তেল ফুলেল লৈ কেশ বহ্নাবথি
ঔর উগারথি আঁগ।
সে গৌরা কোনা ভস্ম লোটৈতী
নিতউঠি কুটতী ভাঁগ ॥ ৬
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিএ মনাইনি,
ইহো থিক ত্রিভুবন নাথ।
সুভ সুভ কৈ গৌরী বিবাহিয়
ইহো বর লিখল ললাট ॥ ৮

১০৬০ §

গৌরা তোর অঁগনা ॥
বড় অজগুত দেখল তোর অঁগনা ॥ ২
একদিস বাঘ সিংঘ করে হুলনা,
দোসর বলদ ছোহ সেহো বৌনা ॥ ৪
কার্ত্তিক গনপতি দুই চেগনা।
এক চঢ়ে মোরপর এক মুস লদনা ॥ ৬

* মি. গী. স. ২য় খণ্ড. পৃঃ ৩০-৩১।
† মি. গী. স. ২য় খণ্ড. পৃঃ ৩২-৩৩।
‡ মি. গী. স. ২য় খণ্ড. পৃঃ ৩১।
§ মি. গী. স. ২য় খণ্ড. পৃঃ ৩০।

পৈচ উধার মাগয় গেলোঁ অঁগনা।
সম্পিতি মঘ দেখল এক ভঁঘোটনা ॥ ৮
খেতীনে পথারী করে ভাগ অপনা।
জগতকে দানী থিকা তীন ভুবনা ॥ ১০
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু উগনা।
দরিদ্র হরন করু ধৈল সরনা ॥ ১৫

১০৬১ *

হে হর জানিনে ভেল গরু দরবার ॥
অসরন সরন ধৈল হম তোহি।
অবলা জানি বিসরল মোর ॥
ভাঁগ খায় সিব লুতলাহ ভোর।
তৈ দিন দিন দুরগতি ভেল মোহি ॥ ৫
দাতা হমরো সিংঘেস্বর নাথ,
তনিক সেবা কৈ ভেলহুঁ সনাথ ॥ ৭
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় মহেস,
অপন সেবক কের মেটহ কলেস ॥ ৯

১০৬২ †

ডালী কনক পসারল
নয়নাযোগ বেসাহল।
নৈনা কোনা আইলি,
সকল যোগ সভ লাইলি ॥ ২
হেমন্ত আনল বর পসুপতী,
একোনে বাজথি দৃঢ়মতী ॥ ৪
সুভ সুভ কয় সভ ভাখীঅ,
গৌরী, বসি হর কৈঁ রাখীঅ ॥ ৬
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল,
জোগনিক অন্ত নহি পাওল ॥ ৮

১০৬৩ ‡

নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব। নৈহর আব ॥ ১
পড়িবা তিথি হম জাত্রা কয়কঁ, দ্বিতীয়াগমন করা এব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব নৈহর আব॥
তৃতীয়ামেঁ হম পথহিঁ বিতাএব,
চৌঠিমেঁ কাজর লগাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব।
নৈহর আব ॥ ৩
পঞ্চমি চন্দন অঙ্গ লগাএব,
ষষ্ঠী বেল তরু জাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব নৈহর আব ॥
নবপত্রী সঙ্গ সপ্তমী প্রাতমেঁ,
ভক্তক ঘর হম আএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব
নৈহর আব ॥ ৫
অষ্টমি দিন মহ পূজা নিসি বলি,
লয় লয় ভক্ত জগাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব সদাসিব নৈহর আব।
নবমী মেঁ তিরসুলক পূজা,
বহু বিধ বলি চঢ়বাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব
নৈহর আব ॥ ৭
ন বো নিধি সেবক কেঁ দয় ক,
দসমী কলস (ঘট) উঠবাএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব নৈহর আব।
ভন "বিদ্যাপতি" জননী কহল সিব,
ফেরি আপন গৃহ আএব,
সিব হো নৈহর আব হম জাএব, সদাসিব
নৈহর আব ॥ ৯

* মি. গী. স. ২য় খণ্ড. পৃঃ ৩২।
† মি. গী. স. ৩য় খণ্ড. পৃঃ ৬।
‡ মি. গী. স. ৩য় খণ্ড. পৃঃ ১।

১০৬৪ *

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন হীনে।
কি করব তপজপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥ ৪
এ সখি বুঝিয়ে কহসি কটু বাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহু গুণ হানি॥ ৭
গরল সহোদর গুরু পত্নী হর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ হুতাশন বারিজি নাশন।
শীল গুণে শশী উজিয়ারা॥ ১১
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥ ১৫
কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি সপথি শত শত
তবহি প্রতীত নহি বোলে॥ ১৯
পুনঃ পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশিবঞ্চল
মোহে করল নিরাশে॥ ২৩
অনলহু অধিক মো তনু দহই
রতি চীন দেখি প্রতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে॥ ২৭

১০৬৫ †

আজি কেন তোমায় এখন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥ ২
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥ ৪
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥ ৮
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ একথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥ ১২

১০৬৬ ‡

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি? ৪
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখির গলে॥ ৮

---

* কা. পৃঃ. ১২১।

† কা. পৃঃ ১৫০।

‡ কা. পৃঃ ৫৪।

দেখায়্যা বদন চান্দে।
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে।
তুহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে ॥ ১২
তাহে হৃদয় দরশি থোরি।
মন করিলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি।
কানু জিয়াবে কি করি? ১৬

১০৬৭ *

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥ ২
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥ ৪
বন্ধু যাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে ॥ ৬
নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ ৮
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখগান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ ॥ ১০

১০৬৮ †

মাধব ও নব-নাগরি বালা।
তুহু বিছুরলি বিহিক ডারলি
ভেলি নিমালিক মালা ॥ ৩
সে যে সোহাগিনী দেহ লীনা গণি
পন্থ নেহারই তোবা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢবি পড়ু লোরা ॥ ৭
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোণারে কসি কসটিকে
তেজল কনক রেহা ॥ ১১
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সম্বরি।
ধনী যে অবশ এতা।
রূখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সঙ্গিনী-সঙ্গ-সমেতা ॥ ১৫
তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধ
তাকর জীবন কাহে ॥ ১৯
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম হৈল যথা ॥ ২৩

---

* কা. পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

† কা. পৃঃ ২০১-২০২।

১০৬৯ *

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মূরছায় ॥ ২
কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে
যো কিছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু
চিত রহল সোই ঠামা ॥ ৪
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি।
অনি রমণী সঙে রাজ সম্পদময়ে
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥ ৬
তুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব
তুহু পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥ ৮

১০৭০ †

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয় তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥ ২
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥ ৪
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পীরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥ ৬

---

* কা. পৃঃ ২০৩-২০৪

† কা. পৃঃ ২১৩।

বিদ্যাপতি

বঙ্গানুবাদ

দেবী-বন্দনা

১

হে অসুরগণের ভীতি-প্রদায়িকা ভৈরবি! তুমি পশুপতি-পত্নী মায়া। তোমার জয় হউক। হে গোস্বামিনি! তোমার চরণ-শরণই আমার গতি; বর দাও (যেন) স্বাভাবিক সুমতি হয়।২

(তোমার) চরণ শবাসন (মহাদেব) কর্তৃক দিবারাত্র (সর্বদা) শোভিত; চন্দ্ররূপমণি (অথবা চন্দ্র ও মণি) তোমার চূড়ায় (ললাটে)। তুমি কত দৈত্য মারিয়া মুখে ফেলিয়াছ (উদরসাৎ করিয়াছ), কত দৈত্যকে না উদ্গীর্ণ করিয়া জড় করিয়াছ।৪

তোমার বর্ণ শ্যামল তাহাতে রক্তিম নয়ন। মেঘে (যেন) কমল (কোকা) ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমার পাণ্ডুবর্ণ ওষ্ঠ-পুটে বিকট স্পষ্ট-ধ্বনি, রক্তের ফেনে বুদ্বুদ উঠিতেছে।৬

ঘন ঘন ঘনরবে কত ঘুঙুর বাজিতেছে, তোমার খড়্গা হন হন করিতেছে। বিদ্যাপতি কবি তোমার পদ-সেবক, পুত্রকে যেন বিস্মৃত হইও না।৮

শ্রীরাধার পূর্বরাগ

২

আজ কানাই এই পথে আসিবে, (রাধা কিন্তু কৃষ্ণের আসিবার) সময় বুঝিতে পারে নাই। বিধির ঘটনায় অকস্মাৎ লোচনে লোচনে মিলন হইল।২

রাধার নব কলেবর (নিজের নিকটে অনুরাগে) পরাভূত হইয়া বিনা কারণে স্তম্ভিত হইল। দর্শনজনিত রহস্যলীলারসের লোভ লজ্জাকে গ্রাস করিল।৪

সুন্দরি! তুমি গৃহের বাহির হইলে। বিদ্যুদ্‌রেখার ন্যায় কেমন করিয়া আবার জলধরে লুকাইয়া গেলে? ৬

যখন দুইজনের দৃষ্টি (পরস্পর) ছাড়াছাড়ি হইল, দুইজনের মনে দুঃখ লাগিল। দুইজনের আশাদীপ নিবিল, মদনের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া গেল।২

বিরহ-দহন দুইজনকে সন্তপ্ত করে, দুইজনে মিলন আকাঙ্ক্ষা করে। একের হৃদয় অন্যকে পাইল না, সুতরাং আনন্দও (কেলিও) পাইল না।৪

বাম নয়ন যেন দূত হইল, আর দক্ষিণ নয়ন লজ্জিত হইয়া রহিল। চতুরে চতুরে গুপ্ত প্রেম, পরকে বলাও যায় না।৬

যদিও বলে (নব) চন্দ্র পুরন্দরের (শিবের) মধ্যে, (তথাপি) চন্দ্র তাঁহার সমান নয়। দশমী দশার পথ (মৃত্যু) অঙ্গীকার করিবে, (তথাপি) তৃতীয়ের কাণে তুলিবে না।৮

মদন মোহন শব সন্ধান করিল, (রাধার) দেহে অগ্নি প্রসারিত হইল। অবসর না পাইলে সখী কি করিয়া পুনর্দর্শনের জন্য বলিবে ?১০

(রাধা) ছলে (ছল করিয়া) শীতল উক্তিতে যে যুক্তি অন্যকে (সখীকে) বলিয়াছিলেন, কানাই (যদি তাহা) বুঝিতে পারিয়া ধনীর (রাধার) সন্নিধানে গমন করেন (তবেই) এখন (তাঁহাকে) চতুর মনে করি।১২

দর্পণে মুখের প্রতিবিম্বের ন্যায় বিকার ব্যক্ত হইল, কবি কণ্ঠহার বলে, কাম পুনরায় (দর্শনের) আশা পুরাইবেন।১৪

রাজা (রস্তা) রূপনারায়ণকে জগতে হরিসদৃশ জানিও। লখিমা দেবীর স্বকান্ত রাজা শিবসিংহ দীর্ঘজীবী হউন।১৬

৪

রাধা পথে (চলিবার সময়) নিকটে আসিল, (এবং) মদনের যষ্টিতুল্য দৃঢ়বদ্ধ কেশ স্পর্শ করিয়া দেখাইল। মাধবের বাটীতে সে একবার ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাতে দেখিয়া বক্রদৃষ্টিতে সঙ্কেত দিয়া গেল।২

সখি, কানাই যদি বিশেষরূপে বুঝিতে না পারে, (তবে) পূর্ণচন্দ্রমুখী (রাধা) আর কি করে (করিবে) !৪

করে অঞ্চল ধরিতে (রাধা) লজ্জাভরে নত হইল ; (এবং) নত হওয়াতে মুখের উপমা কেমন (হইল)? না জানি যেন কমলের নালের সহিত কাম কমলকে নুয়াইয়া ধরিল।৬

কবি বিদ্যাপতি কহে, অভিনব রতিপতি, রাজার বন্ধু রেণুকা দেবীর বল্লভ মন্ত্রী (মতি) শ্রীমহেশ্বর সকল কলারস জানেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।৮

৫

হে সখি এক অপরূপ (দৃশ্য) দেখিলাম ; শুনিলে স্বপ্নস্বরূপ মনে করিবে। কমলযুগলের (চরণদ্বয়ের) উপর চাঁদের মালা (নখপংক্তি), তাহার উপর তরুণ তমালবৃক্ষ (উরু) উৎপন্ন হইল।৪

তাহার উপর বিদ্যুল্লতা (পীতধটী) বেষ্টন করিল ; (এবং সে) ধীরে ধীরে কালিন্দীতীরে চলিয়া যাইতেছে। শাখাশিখরে (হস্তাঙ্গুলিতে) চন্দ্র-শ্রেণী (নখপংক্তি) ; তাহাতে অরুণের সদৃশ নব পল্লব (করতল)।৮

বিমল বিম্বফলযুগলের (ওষ্ঠাধরের) বিকাশ (হইয়াছে) ; তাহার উপর শুকপক্ষী (শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় নাসা) স্থির হইয়া বাস করিতেছে।১০

তাহার উপর চঞ্চল খঞ্জনযুগল (চক্ষুর্দ্বয়), তাহার উপর ময়ূর (=ময়ূরপুচ্ছ) সাপিনীকে (চূড়াবদ্ধকেশকে) আচ্ছাদিত করিয়াছে।১২

হে রঙ্গিণি সখি, তোমাকে এই সঙ্কেত কহিলাম ; পুনরায় দেখিতে আমি জ্ঞান হারাইলাম।১৪

কবি বিদ্যাপতি এই রস বর্ণনা করিতেছে। সুপুরুষের মর্ম তুমিই ভাল জান।১৬

৬

হে সখি, কানুর রূপ কি কহিব ? স্বপ্ন স্বরূপ (স্বপ্নে যে রূপ দেখিয়াছি সেই রূপ) কে বিশ্বাস করিবে ? (তাহার) দেহ অভিনব জলধরের ন্যায় সুন্দর (এবং) সৌদামিনীর রেখার ন্যায় (= বিদ্যুদ্‌রেখাবৎ উজ্জ্বল পীতবসন পরিহিত)।৪

(তাহার) কেশ কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক ও কুঞ্চিত। (যেন) সুবেশ মদন কাজলে সাজিল (অর্থাৎ কাজল পরিল)।৬

(শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসংলগ্ন) জাতী কেতকী কুসুমের সুগন্ধে মন্মথ ত্রাসে ফুলশর ত্যাগ করিল।৮

বিদ্যাপতি কহে, কি আর কহিব ! (শ্রীকৃষ্ণের সজ্জার নিমিত্ত) বিধি মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিল (অর্থাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মদন পরাভূত হইল)।১০

৭

সখি, নিমিষের জন্য অর্ধলোচনে আমি কেন কৌতুক দেখিলাম। ব্যাধ (মদন) বিষম বাণে শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন-হরিণীর হৃদয় বিদ্ধ করিল।২

গো-দুগ্ধ বিশেষতঃ বাসি ও স্বাদহীন (অশুভ লক্ষণ) জানিয়াও নির্দোষ মনে করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম। মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমার মন মুগ্ধ হইল। (দুগ্ধ) বিক্রয় করা সন্দেহ (ভার) হইল।৪

তরঙ্গিণী-তীরে, কদম্বকাননে ও যমুনার ঘাটের নিকটে (শ্রীকৃষ্ণকে) ফিরিয়া দেখিতে উল্টাইয়া পড়িলাম, (তাহাতে) পা কাঁটায় চিরিয়া গেল।৬

হে সুন্দরি ! বিদ্যাপতি সার (বাক্য) বলিতেছে, শ্রবণ কর। সুকৃতির সুফলে কংসদলন সুন্দর গোপাল নন্দ-তনয়ের সাক্ষাৎ মিলিল।৮

৮

সখি, আজ মধুসূদনকে হাটে দেখিলাম, (তাহাতে) পথে নয়নযুগল জুড়াইল।২

সখীর মুখে কথাবার্তা শুনিয়া দর্শনের লোভকে আমি প্রসারিত করিয়া (বাড়াইয়া) দিলাম। তখন রস উৎপন্ন হইল, আমি পরের বশ হইলাম, দুধের কলসী ভুলিয়া গেলাম।৪

মধুসূদনের ন্যায় (এমন) সুন্দর দেখি না যাহা দিয়া তাহার উপমা দিব। শরতের চন্দ্র যাহার মুখের নির্মঞ্ছন (দেবতার আরতি), (তাহার নিকট) পঙ্কজের কি নাম লইব ?৬

ভ্রূভঙ্গ বঙ্কিম করিয়া অর্ধ লোচনে যখন (তিনি) দেখিলেন, সেই অবসরে মদন জাগিল, অঙ্গ স্থানে স্থানে গেল (অঙ্গের গতি রোধ হইল)।৮

সুকবি কণ্ঠহার বলিতেছেন, হিন্দুনৃপতিদিগের সম্রাট্, মেধাদেবীর পতি, রূপনারায়ণ মেদিনীতে দানকল্পতরু (রূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন।১০

৯

হে সখি, (তিনি) হাসিয়া আমাকে অল্প দেখিলেন, (তাহাতে) আমার কৌতূহল সফল হইল।২

(আমাকে) দেখিয়াই হরি অন্যমনস্ক হইলেন, যেন মন্মথ (তাহার) মনে বাণবিদ্ধ করিল।৪

তাহার সুন্দর অঙ্গ লক্ষ করিলাম, মনে হইল যেন পদ্ম-পত্র স্পর্শ করিতেছি।৬

(তাহার) তনুতে ঘর্মবিন্দু প্রসারিত হইল; (যেন) তারকা-বেষ্টিত চন্দ্র নির্মঞ্ছন করিয়া ফেলিয়া দিল।৮

পরম রসাল হইয়া কাঁপিল; যেন তমাল মনসিজের (মদনের) জপ করিতে করিতে গলিয়া গেল।১০

বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন, হরি কমলমুখীর চেতনা (তাহার মনে মদনের জাগরণ) আনিতেছে।১২

১০

যমুনার তীরে তীরে সংকীর্ণ পথ, ফিরিয়া দেখার পরম্পরা (সাক্ষাৎ হইয়া নয়নে মিলন প্রভৃতি) হইল না।২

তরুতলে তরুণ কানাইকে দেখিলাম, (তাহাতে) নয়নতরঙ্গে যেন স্নান করিলাম।৪

নগরপূর্ণ (লোক) কে প্রতীত (বিশ্বাস) করিবে, দেখিয়া শুনিয়া (সে) আমার হৃদয় হরণ করিল।৬

গুরুজনের লজ্জায় ফিরিয়া দেখিলাম না। সখীগণের সঙ্গে কথায় আমি ভুল করিতে লাগিলাম।৮

এতদিন আমি আমার নিজের স্থানে ছিলাম। এখন আমার মর্মে পঞ্চবাণ লাগিল।১০

নিষ্ঠুর সখী বিশ্বাস করে না, পরের বেদনা পরে বাঁটিয়া লয় না।১২

বিদ্যাপতি বলিতেছে; লছিমা দেবীর স্বামী রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।১৪

১১

আনন অবনত করিয়া আমি রহিলাম, নয়ন-চকোরকে বারণ করিলাম। চকোর যেমন চাঁদের (প্রতি ধাবিত হয় সেইরূপ) প্রিয়তমের মুখরুচি পান করিবার জন্য (আমার চক্ষু) ধাবিত হইল।২

সেই স্থান হইতে হঠকে (আমার হঠ-দৃষ্টিকে) আমি নিবারণ করিলাম— (তাহাকে) চরণের উপর ধরিয়া রাখিলাম। মধুপানমত্ত মধুকর উড়িতে পারে না, তথাপি সে তাহার পক্ষ বিস্তার করে।৪

মাধব মধুর বাণী বলিল তাহা শুনিয়া আমার কর্ণ রোধ করিলাম। সেই অবসরে পঞ্চবাণ মদন (সেই) স্থানে ধনু ধরিয়া (আমার) বৈরী (বাম) হইল।৬

স্বেদে দেহের প্রসাধনী ভাসিয়া গেল। (দেহে) এত অধিক পুলক জাগিল যে চুন্ চুন্ করিয়া কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল, বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া গেল।৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, কর কম্পিত হইতেছে, কথা বলা যায় না—রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ তিনি শ্যামসুন্দরমূর্তি।১০

১২

মথুরাতে (দুগ্ধ) বিক্রয় করিতে গেলাম, (সেই স্থানে) মধুসূদনকে দেখিলাম—সেই সময়ে বিধিবশে পঞ্চশর লাগিল, কে বাধা দিবে ? ২

সেই সময়ে (গলার) হার ভার (বোধ) হইল,

চাঁর চন্দন আগুনের ন্যায় হইল, আমি পাপিনী, আমাকে বধ করিবার জন্য দক্ষিণের পবন দুঃসহ হইল।৪

কত যত্নে (কষ্টে) ঘরে আসিলাম, কাহার কাজে দধি দুগ্ধ লাগিবে? মন হইতে মধুসূদনকে বিস্মৃত হইতে পারিলাম না—গুরুজনের লজ্জা ত্যাগ করিলাম।৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুবদনি, দুই দৃষ্টি সম্মিলিত হইবে, মধুরিপু আজ আসিবে, মনের মনোরথ পূর্ণ হইবে।৮

১৩

কানুকে দেখিব বলিয়া মনে বড় সাধ ছিল। কানুকে দেখিয়াই তো প্রমাদ ঘটিল।২

সেই অবধি অবোধ মুগ্ধা নারী আমি—কি বলি কি শুনি কিছুই বুঝিতে পারি না।৪

শ্রাবণের মেঘের মত দু'নয়ন ঝরিতেছে, অবিরত (এ) প্রাণ ধক্ ধক্ করিতেছে।৬

কিসের জন্য সজনি তাহার দর্শন হইল। কৌতুক-বশে আপনার জীবন পরের হাতে দিলাম।৮

মোহন-চোর (শ্রীকৃষ্ণ) কি করিল জানি না, দেখিতেই (অমনি) আমার প্রাণ চুরী করিয়া লইয়া গেল।১০

এত সব আদর দেখাইয়া গেল, যত (সে সব) ভুলিতে চাই, ভুলিতে পারি না।১২

বিদ্যাপতি কহে, হে নারী-শ্রেষ্ঠ, শুন, চিত্তে ধৈর্য ধর, মুরারিকে পাইবে।১৪

১৪

মন্মথ, তোমাকে অধিক (আর) কি বলিব? দৃষ্টি-অপরাধে হৃদয়কে পীড়ন করিতেছ, এ তোমার কিরূপ বিবেক (বিবেচনা)? ২

দক্ষিণ নয়নে (হরিকে দেখিতে) পিশুনগণ বারণ করিল, বাম নয়নের অর্ধেক পরিজনদিগের বারণ, অর্ধেক নয়ন-কোণে যখন হরিকে দেখিলাম, তাহাতেই এত প্রমাদ হইল? ৪

ঘরে, বাহিরে, পথে গতায়াত করিতে কানাইকে কে দেখে না? তোমার কুসুমশর কোথায় না সঞ্চরণ করে, আমার হৃদয়ে (তাহা) পঞ্চবাণ হইল।৬

১৫

একদিন (আমায়) দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে গেল, অপরদিন (আমার) নাম ধরিয়া মুরলি বাজাইল।২

আজি অতি নিকটে পরিহাস করিল—জানি না এ গোকুলে কাহার বিলাস।৪

সজনি, ও নাগর শ্যামরাজের নিকট বিনা মূল্যে বদন মাগিয়া লইব।৬

পরিচয় না জানিয়া অন্য কাজে সম্ভ্রম বা লজ্জা করিল না।৮

আপনার দেহ দেখিয়া আমার দেহ দেখিয়া বিভোর হইয়া আলিঙ্গন দিল।১০

ক্ষণে ক্ষণে অনুপম বৈদগ্ধ কলা প্রদর্শন করে, অধিক উদার দেখিয়া (আমার) এই পরিণাম।১২

বিদ্যাপতি বলে, আকুতি (আরতি) সীমায় (পুর) (পৌছিয়াছে), এই রসমুগ্ধ বুঝিয়াও বুঝে না।১৪

১৬

যুবতী চরিত্র বড় বিপরীত, কেহ কি (দহু) বুঝিতে পারে? চতুর গুণনিকেতন বুঝে, মূর্খ গ্রামবাসী ভুলিয়া থাকে (বুঝে না)।২

সজনি, নাগরী ও নাগরের রঙ্গ (এইরূপ যে) সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি থাকিলেও নয়নের লোল তরঙ্গ বুঝিতে পারে না।৪

মুখ ফিরিয়া থাকিয়া বঙ্কিম দৃষ্টি, কপটে ধীরে গমন, (এইরূপে) দুই মন মিলিত হইল, সেই স্থানেই প্রেম তরুবরের মূল অঙ্কুরিত হইল।৬

১৭

পদ্ম (তুলা) করে শয্যা রচিত, গগনমণ্ডল দেখিতেছিস, যেন বিনা বিরোধে উপেক্ষা করিয়া পদ্ম অরুণে শয়ন করিল।২

তোর উজ্জ্বল নয়ন নবমেঘের ন্যায় বারি বর্ষণ করিতেছে। যেন চন্দ্রের কবলে পড়িয়া চকোর সুধা উদ্গীরণ করিতেছে।৪

কমলবদনি, বল্, কোন পুরুষের জন্য শিবের আরাধনা করিতেছিস্, যাহার জন্য তুই ক্ষীণ হইতেছিস্।৬

উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি, যেন মদনদেবের শ্রেষ্ঠ মায়ায় কনক-গিরির উপরপ্রবাল উৎপন্ন হইল।৮

তাহাতে আবার সেই নারী বিরহে মলিন, বেণী পালটিয়া পড়িল, যেন কাল-নাগিনী নিশ্বাস-সমীরণ পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, যুবতি, আমার সত্য কথা শ্রবণ কর। নিজের মন স্থির রাখা চাই, পরের কোন বিবেচনা (নাই) ?১২

১৮

কিসের জন্য, সজনি, দর্শন পাইলাম—(তাহাতে) নিজের প্রাণ পরের হাতে গেল।২

এত রস-আদর দেখাইল যতই ভুলিতে চাই, ততই তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারি না।৪

না জানি মোহন-চোর কি করিবে—আমাদের দেখিয়াই আমার চিত্ত হরণ করিয়া লইল।৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে হে রমণী-শ্রেষ্ঠ, শ্রবণ কর, মুরারির দর্শনের জন্য আমি আকুল।৮

১৯

হে সখি দুঃখের সীমা কি কহিব, বাঁশীর নিশ্বাসপবনে দেহ বিহ্বল হইয়াছে।২

বলপূর্বক শ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনি দেহ ও মন হইতে লজ্জা বিগলিত হয়।৪

বিপুল পুলকে দেহ পরিপূর্ণ হয়, নয়নে দেখি না কেহ যেন না দেখে।৬

গুরুজনের সম্মুখেই ভাবাবেশ হয়, (তখন) বস্ত্রের দ্বারা সকল অঙ্গ যত্ন পূর্বক আচ্ছাদন করি।৮

ধীর ধীর পদে গৃহের মধ্যে যাই, দৈবক্রমে বিধি আজ আমার লজ্জা রক্ষা করিল।১০

দেহ মন বিবশ হইতেছে—নীবিবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছে কি বলিব, সংশয়পূর্ণ হইয়া রহিল।১২

২০

মদন আমায় তুই কত বেদনা দিতেছিস্। আমি মহাদেব নহি—যুবতী নারী।২

বিভূতি ভূষণ (আমার) নাই, আছে চন্দনের রেণু, বাঘছাল নাই, আছে নেতের বসন।৪

চিকুরের বেণী আছে, জটাভার নাই, আমার সুরসরি (সুরসরিৎ=গঙ্গা) নাই, আছে কুসুমের শ্রেণী।৬

আমার চন্দনের বিন্দু আছে—চাঁদ নাই। আমার কপালে পাবক নাই—আছে সিন্দূরের ফোঁটা।৮

আমার কালকূট নাই,—আছে চারু মৃগমদ। আমার ফণীন্দ্র নাই—আছে মুক্তার হার।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে—কামদেব শ্রবণ কর। একটী পদে দোষ (আছে)—আমার নাম বামা (মহাদেবের নাম বাম)।১২

২১

স্বপ্নেও মনের সাধ পূর্ণ হইল না, চক্ষে হরিকে দেখিল তাহাতেই এত অপবাদ হইল।২

মন্দ মদন মনে আগুন জ্বালায়। পরাভবের জন্য দুর্লভ প্রেম হইল।৪

চকোরবদনী চাঁদবদনী ধনী প্রতিদিনে চতুর্গুণ মলিন হইতে লাগিল।৬

চন্দনে ও পদ্মে কি করিবে? যদি শয়ন করিয়া নিদ্রা হয় তবে বিরহ বিস্মৃত হওয়া যায়।৮

অবুঝ সখী আধি বুঝে না, অন্য ব্যাধিতে অন্য ঔষধ দেয়।১০

মনসিজের মনে মন্দ ব্যবস্থা, কলেবর ছাড়িয়া মনে ব্যথা (দেয়)।১২

চিন্তায় বিকল, হৃদয় স্থির নাই, বদন দেখিয়া নয়নে নীর বহিতে থাকে।১৪

২২

শ্যামল সুন্দর এই পথে আসিল, সেইহেতু আমার চোখে লাগিল। অনুরাগ-প্রাবল্যে অঞ্চলে (অঙ্গ) সাজান হইল না—সখীগণ সাক্ষী আছে।২

সখি আমাকে বল, আমাকে বল কোথায় তাহার অধিবাস (বাসস্থান)। দ্বিগুণ দূর হইলেও পুনর্বার দর্শনের আশায় আমি (পথ) এড়াইয়া আসিব (অতিক্রম করিব)।৪

আমার জীবনে, যৌবনে ও চতুরপনায় (চাতুরীতে) কি প্রয়োজন? মদনবাণে মূর্ছিত হইয়া রহিয়াছি, আপনার জীবন সহ্য করিতেছি।৬

অর্ধপদ রাখিতে (অগ্রসর হইতে) সে আমাকে নাগরজনগণের সঙ্গে দেখিল। (আমার) কঠিন হৃদয় ভিন্ন হইল না, লজ্জা রসাতলে গেল।৮

ইন্দ্রের চরণে লোচন প্রার্থনা করি, গরুড়ের নিকট পাখা প্রার্থনা করি। মনোরথে মন রাখিয়া নন্দের নন্দনকে দেখিয়া আসি।১০

২৩

সে (যখন) আসিতেছিল আমি (তখন) অন্য রমণীদিগের সঙ্গে (সেই জন্য) দারুণ লজ্জায় দৃষ্টি ভরিয়া দেখিতে পাই নাই।২

শুনিয়াই চিত্ত উন্মত্ত (হইয়াছিল), দেখিয়া নয়ন বিভোর হইল, (যেন) চন্দ্রের উদয়ে চকোর বন্দী রহিল।৪

পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মিলিল, কিন্তু কামনা পূর্ণ হইল না, (ইহাতে) বিধি সুপ্রসন্ন কি অপ্রসন্ন (বুঝিতে পারিলাম না)।৬

অর্ধ নয়ন করিয়া তাহার অর্ধে (দেখিয়া ছিলাম); মনসিজের অপরাধ আর কত সহ্য করিব।২

সুন্দরি, কিসের জন্য দর্শন হইল, যেটুকু জীবন ছিল তাহাও দূর হইল।৪

হরি হরি, আমি কোন পাপ করিয়াছি, যে সকল সুখদ (বস্তু) তৎসমুদয় হইতে তাপ উৎপন্ন হয়।৬

হে কামিনি, সকল দিকে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বিরহ ব্যাধি অধিক হইতেছে।৮

কাহাকে কহিব এই পৃথিবীতে খুসে (লোক) বড় অল্প, শিব, শিব! এ জীবনের শেষ (ওল) হইল।১০

২৫

এই পথে মাধব গমন করিল, আমার কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না।২

মথুরা যাইতে দূরে যমুনাতীরে গোপের সহিত দেখা হইল।৪

নয়নে নয়নে যুদ্ধ করিয়াও হৃদয় বুঝান গেল না।৬

আমার (মনে) ছিল, মথুরাপতির সহিত মধুর রতি-রঙ্গ হইবে।৮

চিকুর সংযত করা হইল না, কানাই আমাকে (সামান্য) গোপী মনে করিল।১০

২৬

প্রথমেই আমার হৃদয়কে বুঝাইলি, বড় পুণ্যে বড় তপে, তুই (মাধবকে) পাইয়াছিস্।২

কাম, কলা, রস দৈবের অধীন, আমি বিকাইব, তুই কথায় কিনিয়া লইবি।৪

হে দয়াবতি দূতি, বিশেষ করিয়া বল, আর একবার তাহার সহিত কিরূপে দেখা হয়।৬

আজ দূরে দূরে যাইতে দেখিলাম, মনে হইল মদন কার্য সাধন করিয়া দিবে।৮

প্রতিকূল বিধাতা তাহাকে লইয়া গেল, দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখি সেই স্থান শূন্য।১০

কৃষ্ণের পূর্বরাগ

২৭

মুক্ত কবরী, অবনত আনন বিকসিত স্তন স্পর্শ করিতেছে। যেন কাম কমল (বদন) লইয়া চামর (কেশ) ঢালিয়া স্বর্ণ শম্ভু (পয়োধর) পূজা করিল।২

তোমাকে মদনের শপথ, পুনরায় প্রেয়সীর বদন দেখিয়া লও।৪

শ্যামল সোমলতা (ত্রিবলি) যমুনা, হার গঙ্গার ধারা (তাহাতে নেত্র) অবগাহন করিয়া মাধব আর একবার দর্শনের জন্য বর প্রার্থনা করিল।৬

২৮

চিকুর সমূহ অন্ধকারের ন্যায়, আবার আনন পূর্ণিমার শশীর (ন্যায়)। নয়ন পঙ্কজের ন্যায়, কে বিশ্বাস করিবে এক স্থানে বাস করিতেছে।২

আজ আমি বালাকে দেখিলাম, লুব্ধ মানস, মদন চালক, কি প্রতীকার করিব ?৪

স্বভাব-সুন্দর গৌরবর্ণ কলেবর, পয়োধরের শ্রী পীন। কনকলতায় যুগল গিরি ফলিল, (ইহা) অতি বিপরীত (ব্যাপার)।৬

বিদ্যাপতি বলে, বিধির ঘটনা অদ্ভুত কে না জানে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর পতি।৮

২৯

পদ্ম (=মুখ) অমৃতলহরী নিঃসারণ করিতেছে, প্রবাল পল্লবে (=অধরে) কুন্দ ফুল (=দন্তরাজি) ফুটিল।২

নীরবে নীরবে (চুপি চুপি) আমি বার বার দেখিলাম, দ্রোণলতার (=দেহযষ্টির) উপর সুমেরু (=পয়োধর) রহিয়াছে।৪

অনঙ্গকে সাক্ষী রাখিয়া আমি সত্য বলিতেছি চন্দ্র-মণ্ডলে যমুনা-তরঙ্গ (=ত্রিবলি) দেখিলাম।৬

কোমল সুবর্ণনির্মিত মূর্তি রূপ পত্রে মদন মসি (রোমাবলী) লইয়া আপনার কথা লিখিল।৮

অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারি না, দেখিয়া দেহকান্তি পুলকিত হয়।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, বুঝাইয়া বলি, অসম্ভব অর্থ কে বিশ্বাস করিবে ?১২

৩০

হে সজনি, ভাল করিয়া দেখা হইল না, মেঘমালা (নীল-বসন) সঙ্গে বিদ্যুল্লতা (রাধার রূপ) যেন হৃদয়ে শেল দিয়া গেল।২

অর্ধ অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, বদনে অর্ধ হাসি, অর্ধ নয়ন-তরঙ্গ। অঞ্চলে অর্ধ আবৃত অর্ধ পয়োধর দেখিলাম। সেই অবধি অনঙ্গ (আমাকে) দগ্ধ করিতেছে।৪

একে দেহ গৌরবর্ণ, সুবর্ণের কটোরা (পয়োধর), কাঁচলি মদনের তুলা। হারে মন হরণ করিল যেন কাম (হাররূপী) ফাঁদ বিস্তার করিয়াছে।৬

মুক্তাপংক্তি দশন অধরে মিলাইতেছে, মৃদু মৃদু কথা বলিতেছে। বিদ্যাপতি বলে, এই দুঃখ রহিল যে দেখিয়া দেখিয়া আশা পূর্ণ হইল না।৮

৩১

পবনের স্পর্শে বস্ত্র স্রস্ত হইল। তাহাতে ধনীর দেহ দেখিলাম। যেন নবজলধরের নিম্নে বিদ্যুৎ রেখা সঞ্চরণ করিতেছে।২

আজ ধনীকে যাইতে দেখিলাম, আমার আনন্দের উদ্রেক হইল। যেন কনকলতা বিনা অবলম্বনে পৃথিবীতে সঞ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছে।৪

তাহার পর অপরূপ কুচকমলযুগল দেখিলাম। কোন কারণে তাহার মুখচন্দ্র সম্মুখে বিকসিত হয় নাই।৬

কবি বিদ্যাপতি গাহিল, রসজ্ঞ ব্যক্তি রস বুঝিয়া লও, হাসিনীদেবীর কান্ত রাজা দেবসিংহ রসজ্ঞ ব্যক্তি (হাসিনীদেবী—বিদ্যাপতির মাতা, দেবসিংহ—বিদ্যাপতির পিতা)।৮

৩২

গমন করিতে করিতে কলাবতী রমণীর সহিত দেখা হইল। যাহার সহিত কিছু উপমা দিব এমন কিছু দেখি না।২

ধৈর্যে নারী চাতুরী বুঝাইল। কুটিল কটাক্ষ করিয়া (আমাকে প্রেম-বিকার) অনুভব করাইয়া গেল।৪

(অঙ্গের) সৌরভে জানিলাম (সে) পদ্মিনীজাতীয়া। দিবারাত্রি অন্তরে লাগিয়া রহিল।৬

৩৩

অবনত বদনে ধনী হাসিতে হাসিতে (কথা) বলিতেছে। যেন শরতের পূর্ণচন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিতেছে। অপরূপ রূপবতী গজেন্দ্রগামিনী রমণীকে যাইতে দেখিলাম।৪

সিংহের কটির (ন্যায়) তাহার ক্ষীণ কটি অতি কোমল, যেন কুচ-শ্রীফলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কজ্জলে

রঞ্জিত সুন্দর ধবল নয়ন করিল, যেন বিমল কমলের উপর ভ্রমর মিলিত হইল।৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, সেই নাগর-শ্রেষ্ঠের হৃদয় রাধার রূপ দেখিয়া উদ্দীপ্ত।১০

৩৪

সজনি, অপরূপ রমণী দেখিলাম কনকলতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইল।২

নয়ন-কমল অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া তাহার ভ্রূর বিভ্রম বিলাস (হইয়াছে)। চকিত চকোর-যুগল বিধি কেবল কজ্জল (রূপ) পাশে বাঁধিল।৪

কণ্ঠের গজমুক্তার হার গিরিবর তুল্য গুরু পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, (যেন) মদন কম্বু (কণ্ঠ) ভরিয়া স্বর্ণ শম্ভুর (পয়োধরের) উপরে গঙ্গার জলধারা (মুক্তাহার) ঢালিতেছে।৬

যে প্রয়াগতীর্থে শত যজ্ঞ উদ্‌যাপন করে সেই বহু ভাগ্যবান্ পুরুষ (এই রমণীকে) পায়। বিদ্যাপতি বলে গোকুল-নায়ক গোপীজনের অনুরাগী হইয়াছে।৮

৩৫

কামিনী স্নান করিতেছে, দেখিতেই পঞ্চবাণ হৃদয়ে (শর) হানিল।২

চিকুর (বহিয়া) জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে যেন মুখশশীর ভয়ে অন্ধকার (কেশরাশি) রোদন করিতেছে।৪

কুচযুগল চারু চক্রবাক, নিজ কূলে আনিয়া কে মিলাইয়া দিয়াছে।৬

আকাশে উড়িয়া যাইবে সেই শঙ্কায় বাহু-পাশে বাঁধিয়া রাখিল।৮

সিক্ত বসন দেহে লাগিয়াছে, (তাহা দেখিয়া) মুনিরও মনে মন্মথ জাগরিত হয়।১০

বিদ্যাপতি গাহিতেছে, গুণবতী ধনী যেন পুণ্যবান্ পুরুষকে পায়।১২

৩৬

আজি আমার শুভদিন, স্নানের সময় কামিনীকে দেখিলাম।২

চিকুর বহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়ি বহিতেছে, যেন মেঘ মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে।৪

মুখ প্রচুর (ভাবে) মুছিল, যেন কনকমুকুর মাজিয়া রাখিল।৬

তাহাতে কুচযুগল উদিত হইল, (যেন) সোনার বাটী উল্টাইয়া বসাইয়াছে।৮

নীবিবন্ধ শিথিল করিল, বিদ্যাপতি বলিতেছে, মনোরথ পূর্ণ হইল।১০

৩৭

যাইতে দেখিলাম সুন্দরী স্নান করিয়াছে, কোথা হইতে ধনী রূপ চুরী করিয়া আনিল।২

কেশ নিঙড়াইতেছে, জলধারা বহিতেছে, চামরে যেন মুক্তাহার ঝরিতেছে।৩

সিক্ত অলকগুলি অতি সুন্দর, যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল কমলকে ঘিরিয়াছে।৬

জল লাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও অঞ্জনশূন্য হইয়াছে—যেন পদ্মপত্র সিন্দুর মণ্ডিত হইয়াছে।৮

সিক্ত বস্ত্র পয়োধরের সীমা হইয়াছে—যেন কনক-নির্মিত বিল্বফলে তুষার পড়িয়াছে।১০

ও (শুভ্রবস্ত্র) দেহকে লুকাইতে চাহিতেছে, (বলিতেছে) এখনি আমাকে ছাড়িবে, স্নেহ ত্যাগ করিবে।১২

৩৮

কমলমুখী রাধিকা স্নান করিয়া তীরে উঠিয়াই সম্মুখে সুন্দর কানাইকে দেখিল।২

গুরুজন সঙ্গে, ধনী লজ্জায় অবনতমুখী, কিরূপে মুখ দেখিবে? ৪

হে সখি, সুন্দরীর অপরূপ চাতুরী! সকলকে ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেল—তাহার পর বদন আড় করিয়া ফিরাইল।৪

তাহার পর মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, হার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সকলে এদিক্ ওদিক্ করিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল—ধনী শ্যামকে দর্শন করিল।৬

নয়ন-চকোর শ্রীকৃষ্ণের মুখ-চন্দ্রের সুধা-রস পান করিল। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, উভয়ের দর্শনে (উভয়ের চিত্তে) রস প্রসারিত হইল।৮

৩৯

ধনী রাধিকা স্নান করিয়া তীরে উঠিল অবনত (মুখে) সুন্দরী আমার মুখের দিকে চাহিল।২

হে সখি, অপূর্ব সুন্দরী দেখিলাম—(সে) বল-পূর্বক আমার চিত্ত চুরি করিল।৪

একাকিনী ধনী অগ্রসর হইয়া চলিল, ফিরিয়া (সখীকে) বলিল, সখি প্রয়াণ কর (সঙ্গে এস)।৬

কি জানি ধনী (আমার প্রতি) অনুরক্ত কি বিরক্ত,—আশায় নিরাশায় আমার তনু দগ্ধ হইতেছে।৮

কেমন করিয়া আমি সেই অবলা ধনীকে পাইব। আমার চিত্ত ও নয়ন দুই তাহাতে বহিল।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, মুরারি শোন, ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, রমণীশ্রেষ্ঠ মিলিবে।১২

৪০

শশিবদনা কি জানি কেন আমার দৃষ্টিতে পড়িল—দুই নয়ন নিমেষ নিবারণ করিয়া রহিল।২

দারুণ ঈষদ্ বক্রদৃষ্টি কি আমার কাল (স্বরূপ) হইয়া জন্মিল ?৪

পয়োধরের (স্পর্শের) জন্য মন রহিল, অন্তরে মদন লাগিল।৬

শ্রবণ শব্দ শুনিবার জন্য রহিয়াছে, (আমি) চলিতে চাহি, চরণ যাইতে চাহে না।৮

আশার পাশ (সঙ্গ) ছাড়ে না। বিদ্যাপতি বলিতেছে, (ইহাই) প্রেম-তরঙ্গ।১০

৪১

মুখ-দর্শনে সুখ পাইলাম, রস-বিলাস হইল না। শরতের সুন্দর চন্দ্র উদিত হইতে হইতে অস্ত গেল।২

হরি, হরি! গজগামিনী বালার (সম্বন্ধে) বিধাতা মন্দ হইল।৪

গুণ অনুভব করিয়া মন মোহিত হইল। দেহ অবসন্ন হইল। দুর্লভ (রত্নে) লোভ করিয়া ফল পাইলাম, এখন প্রাণ সন্দেহ।৬

মেনকা দেবীর পতি নরনারায়ণ রসিক ভূপতি রসপরিণতি জানেন। কবি (=বিদ্যাপতি) সরস ভাবে ধীরে ধীরে বলিতেছে।৮

৪২

গোধূলি সময়ে যখন ধনী গৃহ হইতে বাহির হইল, (তখন দেখিলাম যেন) নবজলধর ও বিদ্যুদ্ রেখা দ্বন্দ্ব প্রসারিত করিয়া গেল।২

ধনী অল্পবয়সী বালা, যেন গ্রথিত পুষ্প-মালা, অল্প দর্শনে আশা পূর্ণ হইল না, মদন-জ্বালাই বাড়িল।৪

গৌরবর্ণ, ক্ষুদ্র কলেবর, যেন আঁচলে উজ্জ্বল স্বর্ণ। সিংহ জিনিয়া কটি, দুর্লভ নয়ন-কোণ (অপাঙ্গ)।৬

ঈষৎ হাসির সহিত আমাকে নয়ন-বাণ হানিল। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, রূপনারায়ণ চিরজীবী হউন।৮

৪৩

আজ [আই] অপরূপ দেখিলাম। চন্দ্র অধোমুখে স্বর্ণ-গিরি গ্রাস করিতে যাইতেছে।২

আরও দেখিলাম কুচ-যুগলের মধ্যে লোলায়মান মুক্তার মালা রহিয়াছে। যেন কাম গঙ্গাতীরে কনকমহেশ পূজা করিল।৪

সে বক্রনয়নে দেখিয়া হাসিয়া বস্ত্রে বক্ষ আবৃত করিল, সে বিনা আমার চিত্ত ব্যাকুল, দেহ ধৈর্য ধরিতে পারিতেছে না।৬

৪৪

অর্ধ বদন, অর্ধ নয়ন (কটাক্ষ) দেখিয়া পুনরায় দেখিবার সাধ হইল।২

আর নয়ন ভরিয়া দেখা হইল না—যেন বিদ্যুৎ মেঘে উদিত হইয়া লুকাইয়া গেল।৪

নাগরী নারীকে যাইতে দেখিলাম, ফিরিয়া চাহিয়া সে হৃদয় (মনোভাব) বুঝাইল।৬

ধীরগমনে অনুরাগ বুঝাইল। তিলমাত্র দেখিলাম, এখনও মনে জাগিতেছে।৮

চক্ষু রূপে ভুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে গেল, তদবধি জগৎ ভরিয়া ফুলশর হইল।১৬

৪৫

চপল নয়ন, সানন্দ বচন, (যেন) নীল নলিনীদল চন্দ্রকে পূজা করিল।২

রুচি (দেহলাবণ্য) উজ্জ্বল, পয়োধর পীন, (যেন) কনকমঞ্জরীতে শ্রীফল ফলিল।৪

গুণবতী, গজেন্দ্রগামিনী যুবতীশ্রেষ্ঠা রমণীকে যাইতে দেখিলাম।৬

গুরু নিতম্ব, উপরে কুচভার, (কটি) ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, কে ঠেকাইয়া রাখিবে।৮

তনু-রোমাবলী দেখা যায় না—মন্মথ নিজের ধনুর অবলম্বন দিল না।১০

সকল সখীর সম্ভ্রম নিবারণ করিয়াও সে ফিরিয়া চাহিয়া প্রেম বুঝাইল।১২

আর চতুরপনা বলা যায় না, নয়নে নয়ন মিলাইয়া লুকাইয়া রহিল।১৪

তখন হইতে চাঁদ চন্দন কিছুই ভাল লাগে না—অবোধ মন পুনরায় সেই স্থানেই ধাবিত হয়।১৬

৪৬*

সখী, তোমায় আজকের কথা বলিব। স্নানের সময় যেরূপ আমি দেখিলাম, তাহা কি বলিব—লক্ষ মুখ তো নয়।২

যমুনার তীরে সেই গৌরবর্ণা রমণী স্নান করিতেছিল, আমি তখন বহুদূরে ছিলাম, (সে) আমাকে কটাক্ষ করিল।৪

(তাহাকে) দেখিয়া আমার প্রাণ সমতুল্য (কাহার) সন্ধানে গেল, মূর্তি (তাহার) সেইস্থানে স্থির হইয়া রহিল। ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া সে মূর্তির উপমা না পাইয়া পুনরায় মূর্তিতে জীবন-সঞ্চার হইল।৬

তখনই দেখিলাম (সেই রমণী) স্নান শেষ করিল—(এইবার) যাইব বলিয়া মনে করিতেছে। অস্পর্শ-জনিত বিরহ সহিতে পারি না; যেন অগ্নিতে জল তরঙ্গায়িত হইতেছে।৮

সজল নীলাম্বর দেহের সহিত মিশিয়া গেল, বিন্দু বিন্দু বারি ঝরিতে লাগিল। ধনী আমাকে ত্যাগ করিবে—অন্য সাড়ী পরিবে বলিয়া সাড়ী কাঁদিতে লাগিল।১০

তাহার দুঃখ দেখিয়া আমার নয়নযুগল কাঁদিয়া তাহার সহিত চলিয়া গেল। কবিরঞ্জন রঙ্গ করিয়া বলিতেছে—যখন দেখা পাইবে (তখন) আপনার দুঃখ মিটিবে।১২

৪৭

কুঞ্চিত-চিকুর পুষ্প ভরিয়া লইল, যেন অন্ধকারে চন্দ্র উদিত হইল।

তাহাতে মুখমণ্ডল আরও সুন্দর (হইল)। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উজ্জ্বল করিল।

তাহার তনুকে বিদ্যুল্লতার ন্যায় দেখিলাম, যেন দশদিকে দৈবকে দর্শন করিল।

সুন্দরী আমার মনে মন্মথকে রাখিয়া গেল, (তাহাকে) বিস্মৃত হইতে চাহি, কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারি না।৮

কামিনীকে (কিরূপ) দেখিলাম তাহা বলা যায় না। পুনর্বার দর্শনের জন্য উপায় স্থির কর।১০

উজ্জ্বল তাহার বদন, তাহাতে আনন্দোৎফুল্ল নয়ন, (যেন) নীল পদ্মদল চন্দ্রকে পূজা করিল।১২

উজ্জ্বলরুচি পীন পয়োধর কনকমঞ্জরী (ও) শ্রীফল (সাদৃশ)।১৪

বিদ্যাপতি বলিতেছে, যে গুণবান্ সেই কৃষ্ণের সহায় হয়।১৬

৪৮

শৈশব যৌবন দুই মিলিত হইল। দুই নয়ন শ্রবণের পথ লইল অর্থাৎ চক্ষে কটাক্ষের আরম্ভ হইল।২

বচনের চাতুরী লঘু হাসিতে পরিণত হইল। ধরণীতে চন্দ্র প্রকাশিত হইল।৪

মুকুর লইয়া শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশভূষা আরম্ভ করিল—সখী জিজ্ঞাসা করে কেমন করিয়া সুরত-বিহার হইবে।৬

নির্জনে সে কতবার পয়োধর দেখিল, আপন পয়োধর দেখিয়া সে হাসিতে লাগিল।৮

প্রথমে বদরিসম, পরে নবরঙ্গ অর্থাৎ নারঙ্গ লেবুর (ন্যায় দেখিল), দিন দিন মদন অঙ্গ আগুলাইয়া রহিল।১০

---

* সন্দেহজনক। ৭১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।
কেহ কেহ মনে করেন এই পদটী বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচিত।

মাধব, অপরূপ বালা দেখিলাম, (তাহাতে) শৈশব যৌবন দুই এক হইল।১২

বিদ্যাপতি কহিতেছে, তুই অজ্ঞানী, দুইয়ের একযোগ, ইহাকে কিশোরী বা চতুরা বলে।১৪

৪৯

শৈশব ও যৌবনের দর্শন হইল। দুইজনেরই দলবলে দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল।২

কখনও কেশ বাঁধে, কখনও বিস্তার করে, কখনও অঙ্গ আবৃত করে, কখনও (আবরণ) খুলিয়া ফেলে।৪

অত্যন্ত স্থির নয়ন কিঞ্চিৎ অস্থির হইল, পয়োধরের উদয়স্থল লোহিতাভ হইল।৬

চঞ্চল চরণ, চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মোদিত (আনন্দিত) নয়নে মনসিজ জাগিল।৮

বিদ্যাপতি কহে, শুন শ্রেষ্ঠ কানু, ধৈর্য ধারণ কর, অন্যজন মিলিবে।১০

৫০*

শৈশব ও যৌবনের দর্শন হইল। দুই পথ দেখিতেই মদন গমন করিল।২

প্রথমেই মদনের ভাব প্রচার হইল—ভিন্ন জনকে ভিন্ন অধিকার দিল।৪

কটির গৌরব নিতম্ব পাইল—একের (=নিতম্বের) ক্ষীণতা অপরের (=কটির) অবলম্বন হইল।৬

প্রকট হাসি এখন গুপ্ত হইল—উরজ প্রকট হইয়া এখন তাহার (হাস্যের প্রাকট্য) গ্রহণ করিল।৮

চরণের চপলগতি লোচন লইল। লোচনের ধৈর্য পদতলে গেল।১০

নব কবিশেখর (=বিদ্যাপতি) কি বলিতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার।১২

৫১

উরজাঙ্কুরের কিছু কিছু উৎপত্তি হইল, চরণের চপল গতি নয়ন লইল।২

সর্বক্ষণ এখন হাত অঞ্চলে থাকে—লজ্জায় সখীগণকে কথা জিজ্ঞাসা করে না।৪

হে মাধব, বয়সের সন্ধির (কথা) কি কহিব, দেখিলে মনসিজেরও মন বাঁধা পড়ে।৬

তথাপি কাম হৃদয়ে উচ্চস্থান দেখিয়া সুন্দর ঘট রোপণ করিল।৮

যেরূপ হস্তিনী সঙ্গীত শুনে, সেইরূপ (সে) রসের কথা শুনিতে চিত্ত স্থাপন করিল।১০

শৈশব ও যৌবনের বিবাদ উপস্থিত হইল। কেহই জয় পরাজয় মানিতে চাহিল না।১২

বিদ্যাপতির কৌতুককে বলিহারি, শৈশব যে দেহকে ছাড়িতে পারে না।১৪

৫২†

দিন দিন উন্নত পয়োধর স্থূল হইতে লাগিল; নিতম্ব বাড়িল এবং কটি ক্ষীণ হইল।২

এখন মদন দৃষ্টি বাড়াইল, সকল শৈশব (অর্থাৎ শৈশবের সকল লক্ষণ) চমকাইয়া পৃষ্ঠ দিল (অর্থাৎ পলায়ন করিল।৪

শৈশব শশিমুখীর দেহ ছাড়িল। ক্ষত দিয়া ত্রিবলীতে তিনটী রেখা ত্যাগ করিল।৬

এখন যৌবনের দৃষ্টি বঙ্কিম হইল। সলজ্জ হাসিতে মিষ্টতা উপস্থিত হইল।৮

দিনে দিনে মদন অঙ্গ আগলাইয়া রহিল—দলপতির (শৈশবের) পরাজয়ে সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল। তাহার সম্মুখে তোমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব—যাহাতে কাজ না ভঙ্গ হয় বুঝিয়া তাহাই করিব।১২

সুকবি বিদ্যাপতি খুলিয়া বলিতেছে যাহাতে রাধা বশ তোমার হয় (এইরূপ চেষ্টা করিবে)।১৪

৫৩

পয়োধর প্রথমে বদরি ফলের ন্যায়, পুনরায় নবরঙ্গ (লেবুর) ন্যায় বাড়িয়া অনঙ্গকে পীড়ন করিল। সে পুনরায় ভীত হইয়া বীজপুরে গেল (অর্থাৎ বীজ যেমন

* নব কবিশেখরকে কেহ কেহ রায়শেখর মনে করিয়া এই পদটী —কৃত মনে করেন না।

† সন্দেহজনক পদ।

ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে স্থূলত্ব ও দৃঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ উহা দৃঢ় ও স্থূল হইল)। অতঃপর কুচ শ্রীফলের ন্যায় হইল।৪

রমণীর সন্ধান মাধব দেখিল। ঘাটে স্নান করিতেছে (তাহার) সাক্ষাৎ পাইল। (তাহার) তনু কোমল (আর্দ্র) বস্ত্র হৃদয়ে (বক্ষে) লাগিয়া জড়াইয়া গিয়াছে, যে পুরুষ দেখিবে তাহারই ভাগ্য।৮

(তাহার) চাঁচর কেশ বক্ষে লম্বিত, যেন স্বর্ণ-শম্ভু (পয়োধর) চামরে আবৃত করিল।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, মুরারি! শ্রবণ কর। সুপুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ নারীর (সহিত) বিলাস করে।১২

৫৪

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরণ করে (কটাক্ষপাত করে), ক্ষণে ক্ষণে (অসংযত) বস্ত্র ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া তনুকে ধূলিপূর্ণ করে। ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করিয়া দশনের ছটা মুক্ত হয়, ক্ষণে ক্ষণে অধরের সম্মুখে বসন গ্রহণ করে (অর্থাৎ মুখে বসন দেয়)।৪

ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া ধীরে ধীরে চলে। (ইহা) মন্মথ-পাঠের (ক্রম-শিক্ষার) প্রথম প্রযত্ন। হৃদয়ের মুকুল (পয়োধর) অল্প অল্প দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে (বক্ষে) অঞ্চল দেয়, ক্ষণে ক্ষণে (দিতে) ভুলিয়া যায়।৮

বালিকার শরীরে শৈশবের আর যৌবনের সন্ধি হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ঠিক করিতে পারি না। (অর্থাৎ বালিকার দেহে শৈশব আর যৌবনের সাক্ষাৎ হওয়ায় কোনটী বড় কোনটী ছোট তাহা বুঝিতে পারি না)।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুন্দর কানাই, তারুণ্য ও শৈশবের চিহ্ন তুমি জান না।১২

৫৫

গুরুজনের মধ্যে ক্ষণকালও থাকে না। অঙ্গ ব্যক্ত হইলে লজ্জায় ঢাকে না (অধিক লজ্জা হয় নাই বলিয়া)। বালিকাগণের সঙ্গে যখন থাকে তখন তাহাকে তরুণী পাইয়া (=ভাবিয়া) সেইজন্য রহস্য করে।৪

মাধব তোমার জন্য রমণী দেখিলাম, কেহ (তাহাকে) বালিকা বলে, কেহ তরুণী বলে। কেলি-রহস্য যখন অপরে অপরের নিকট শুনে অন্য দিকে চাহিয়া সেই দিকে কান দেয়।৮

ইহা যদি কেহ প্রকাশ (ঠাট্টা) করে, কান্নার (সহিত) হাসি মাখাইয়া গালি দেয়।১০

সুকবি বিদ্যাপতি বলে, বালিকার চরিত্র (কিশোরীর স্বভাব) রসিক জন জানে।১২

৫৬

ভ্রূ ভাঙ্গিয়া (ভ্রূভঙ্গী করিতে শিখিয়াছে) নয়ন বক্র হইল, তথাপি শৈশব সীমা ছাড়ে না, (অর্থাৎ শৈশব তাব দেহ ছাড়িতে চাহে না)। এখন হাসিয়া হৃদয়ে (বক্ষে) বস্ত্র রাখে। কাঞ্চন (বর্ণ) কুচাঙ্কুর গোপন করে।৪

মাধব অবধান করিয়া দেখিয়া চল [হল]। যৌবনের স্পর্শে সুমুখী এখন অন্য (রূপ) হইয়াছে। সখী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জা দেখায়, সুধা সেচন করিয়া (এখন) অর্ধ অসম্পূর্ণকথা বলে।৮

এতদিন শৈশব সঙ্গে আনিয়াছিল। এখন মদন সকল পাঠ পড়াইল।১০

৫৭

দুর্বল (তন্বী) গাত্রে স্থূল পয়োধর, যেন কনকলতায় (দেহে) মেরু (পয়োধর) উৎপন্ন হইল। এ কানাই, এ কানাই, তোর দোহাই, অতি অপরূপ তাহাকে দেখিলাম।৪

মনোহর মুখে অধরের রঙ্গ, যেনকমল-সঙ্গে মধুরী (বাধুলি) ফুটিল। ভ্রমর সদৃশ নয়ন-যুগল মধুপানে মত্ত, উড়িতে পারে না।৮

ভ্রূর কথা যেন বলিও না। মদন যেন কাজলের ধনু জুড়িয়াছে। অর্থাৎ ভ্রূ-ধনুতে যেন কাজলের গুণ জুড়িয়াছে।১০

দূতীর বচনে বিদ্যাপতি বলে, এই সব শুনিয়া কানাই গমন করিল।১২

৫৮

পূর্বে যে অবয়ব বিকারশূন্য ও স্থির ছিল (অর্থাৎ শৈশব হেতু কোন রূপ লজ্জার চাঞ্চল্য ছিল না), সে (দেহ) এখন যাহাকে তাহাকে দেখিয়া আবরণ দেয়, (ইহার) ব্যবহার বুঝিতে পারি না।২

কানাই, তোর দোহাই শীঘ্র আসিয়া শোন্। সত্য (বলিতেছি) রূপ দেখিয়া নয়ন ভুলিল।৪

শৈশব বেচারাকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল, যৌবনকে

নিকটে লইল। ধনী যাহা কিছু বিরোধ (কটু) বলে, সে সকলও সুধার ন্যায় হয়।৬

যৌবন শৈশবকে তাড়াইল, (বলিল) আমার স্থান ছাড়িয়া দে, এতদিন তোকে রস ভোগ করাইল, এখনও তোর বিরাম নাই। (অর্থাৎ যৌবন শৈশবকে বলিল, এখন এই দেহে আমার অধিকার হইয়াছে, ইহাকে তুই ত্যাগ কর, এত দিন তুই এই দেহে অধিকার করিয়াছিলি, এখন, কি তোর আশা মিটে নাই)।৮

৫৯

আহা কি সুন্দর যৌবন। যত দেখিলাম, তত বলিতে পারি না, ছয় অনুপম (পদার্থ) এক স্থানে (আছে)।২

হরিণ, চন্দ্র, কমল, হস্তিনী, স্বর্ণ ও কোকিল; অনুমান করিয়া বুঝিলাম (এই ছয়) অক্ষি, আনন, (শরীরের) সুগন্ধ, গমন, দেহের কান্তি ও সুমধুর কথা।৪

স্তনযুগলের উপর কেশ মুক্ত হইয়া প্রসারিত হইল, তাহাতে হার জড়াইয়া গেল—যেন সুমেরু (পর্বতের) উপর চন্দ্রবিহীন তারাসকল মিলিয়া উদিত হইল।

সুন্দর মণিমালা, কুণ্ডল কপোলে (ঝুলিতেছে), দেখিয়া অধরে বিম্ব নীচে যায় (অর্থাৎ ওষ্ঠের লালিমা দেখিয়া বিম্বফল হীন হয়)। ভ্রূ ভ্রমরের (ন্যায়), সুন্দর নাশাপুট দেখিয়া শুক লজ্জা পায়।৮

বিদ্যাপতি বলে, সেই শ্রেষ্ঠ নাগরীকে আর কেহ পায় না, কংসদলন সুন্দর নারায়ণের সে রঙ্গিণী হয়।১০

৬০

কুটিল কটাক্ষ ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে—দুই নয়ন যেন এক লক্ষ নয়ন বলিয়া অনুমান হয় (অর্থাৎ যেন এক লক্ষ নয়নে কটাক্ষপাত করিতেছে)।

নয়ন এবং বয়নে (মুখে) দুই উপমা দিল (অর্থাৎ চক্ষু দুই উপমিত হইল), এক কমলে (যেন) দুই খঞ্জন খেলা করিতেছে।৪

কানাই চক্ষু নিবারিয়া চল (অর্থাৎ দেখিও না)। যে (বস্তু) অনুপম (সুন্দর), উপভোগে আসে না, তাহাকে দেখিয়া কি ফল (হইবে) ?

আকাশে চাঁদ ও তারা সকল বাস করে। (কিন্তু) সূর্য উঠিলে (কি তাহারা) প্রকাশ পায় ? সুমেরু নিশ্চয় কনকাচল, (তাহাকে) কে উপাড়িয়া আনিবে ?৮

যে অঞ্জলি করিয়া সাগর শোষণ করিল, সুরাসুরকে মারিয়া জয় করিল, জলে স্থলে সমানভাবে নৌকা চালায়, সে এই নারী পায়।১০

বিদ্যাপতি বলে, চঞ্চল হইও না, হৃদয়ে নাথ (এখনও) লাগে নাই (অর্থাৎ অনুরক্ত হয় নাই), তৃতীয় বাক্য স্থির করিয়া মানিবে। রাজা শিবসিংহ অতি ভাগ্যবান্।১২

৬১

স্বর্ণলতায় (—দেহে) কমল (মুখ), দ্রোণলতার মধ্যে যেন চন্দ্রের আবির্ভাব হইল।২

কেহ বলিল শৈবালে আচ্ছন্ন হইল। কেহ বলিল, না না, (উহা) মেঘে আবৃত হইল। (ইহা কেশের বর্ণনা) ৪৪

কেহ বলিল ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে, কেহ বলিল, না না, চকোর বিচরণ করিতেছে।৬

সকল দেখিয়া সংশয় (উপস্থিত) হইল, কেহ কেহ তাহাতে বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিল।৮

বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছে, অতি পুণ্যে পুণ্যবান্ (এই) গুণবতীকে পায়।১০

৬২

মাধব সুন্দরীর রূপের কি (বর্ণনা) কহিব, বিধি বহু যত্নে আনিয়া সাজাইল, নয়নেতে দেখিলাম।২

চরণদ্বয়ে পল্লবরাজ (=কমল) শোভিত, গতি গজেন্দ্রের ন্যায়, স্বর্ণ-কদলীর (উরুর) উপর সিংহ (কটি) সাজাইল; তাহার উপর মেরুর (বক্ষঃস্থল) সমান।৪

মেরুর (বক্ষঃস্থলের) উপর দুইটী পদ্ম (কুচযুগল) ফুটাইল, বিনা নালেও (মৃণালেও) শোভা পায়। মণিময় হার সুরসরিতের (=গঙ্গার) ধারা (তুল্য) বহিতেছে, সেই হেতু পদ্ম শুকায় না।৬

ওষ্ঠ বিম্ব সাদৃশ, দাড়িম্ব বীজের ন্যায় দশন, রবি (সিন্দুরের টিপ) শশী (মুখ) পাশাপাশি উদিত হইয়াছে। রাহু (=কেশ) দূরে বাস করে নিকটে আসে না। সেই জন্য গ্রাস করে না।৮

(তাহার) বচন কোকিল (অর্থাৎ কোকিলের মিষ্ট

স্বরের ন্যায়), নয়ন হরিণ (হরিণের ন্যায় নয়ন)। তাহার সন্ধানে (কটাক্ষে) মদন রহিয়াছে। ললাটের উপর দশটী ভ্রমর (চূর্ণকুন্তল) ক্রীড়া করিতে করিতে মধুপান করিতেছে।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, জগতে এমন আর নাই (অর্থাৎ এইরূপ সুন্দরী রমণী জগতে আর একটীও নাই)। লখিমা দেবীর স্বামী রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ ইহা জানেন।

৬৩

দুই পর্বতের সীমার (কুচদ্বয়ের নিকটে) হিমকর (মুখ) দেখিলাম, এক পদ্মে (মুখে) দুই জ্যোতি (চক্ষু); প্রস্ফুটিত বান্ধুলী ফুল সিন্দুরে লুণ্ঠিত হইল, তাহাতে গজমুক্তার পংক্তি বসিয়াছে (অর্থাৎ তাম্বুল রাগযুক্ত ওষ্ঠ তাহাতে দশন-শ্রেণী রহিয়াছে)।২

আজ বিধাতার অপূর্ব নির্মাণ যত দেখিলাম কে (তাহা) প্রতীতি করিবে।৩

বিপরীত স্বর্ণ-কদলীর নীচে স্থল-কমলের রূপ শোভিত (অর্থাৎ বিপরীত উরুদ্বয়ের নিম্নে চরণ-কমল স্থাপিত রহিয়াছে), তাহাতে জগতে যেন কামদেব রাজার সুন্দর বাদ্য (নূপুর) বাজিতেছে।৫

বিদ্যাপতি বলিতেছে, পুরুষ তাহার পূর্ব পুণ্যফলে এইরূপ সুরসিকাকে (রমণীকে) ভজনা করে। লখিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ এই সকল রস বুঝেন।৭

৬৪

সুন্দর বদনে অধর সুশোভিত (রহিয়াছে), যেন বান্ধুলী ফুলে কমলকে পূজা করিল। সেই স্থানে দুই সুললিত শ্যামল নয়ন, (যেন) বিমল পদ্মেতে ভ্রমর বসিল।৪

এই রমণী (হইতে) শ্রেষ্ঠতরা (রমণী) নির্মিতা দেখি নাই, সুরপুর হইতে গজেন্দ্র-গমনে চলিয়া আসিল। গ্রীবা (কণ্ঠ) হইতে মুক্তার হার নাবিল (দুলিল), (যেন) কুচ চক্রবাক যুগল গঙ্গাধারে (হারের পাশে) ভ্রমণ করিতেছে।৮

কবি কণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলিতেছে, মহোদার শিবসিংহ এই রস বুঝেন।১০

৬৫

আমি তো আজ হরিণনয়নী শরতের চন্দ্রবদনীকে দেখিলাম।২

সুবর্ণলতা (দেহ) কুঁদিয়া যেন কুচযুগল (আকারে) রত্ন-প্রস্তুত বাটী বসাইল। দশনের জ্যোতি যেন বসান (সজ্জিত) মোতির (ন্যায়), তাহার ওষ্ঠ প্রবালের ন্যায় (অর্থাৎ প্রবালের বর্ণের ন্যায় তাহার অধরের বর্ণ)।৪

৬৬

চন্দ্রের সার লইয়া মুখ রচনা করিল, চকোরের আঁখির ন্যায় লোচন (সৃষ্টি করিল), যেন ধুইয়া অমৃত অঞ্চল দিয়া মুছিল, (তাহাতে) দশদিক্ আলোকিত হইল।২

কামিনীকে কে গড়িল? রূপের স্বরূপ বলা (বর্ণনা করা) আমার পক্ষে অসম্ভব, নয়ন (তাহার রূপে) লাগিয়া রহিল। গুরু নিতম্বের ভারে চলিতে পারে না। মধ্যভাগ (কটি) ক্ষীণ করিয়া (বিধাতা) নির্মাণ করিয়াছে, (উহা) ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া মদন (উহাতে) ত্রিবলীলতা জড়াইয়া রাখিয়াছে।৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, (ইহা) অদ্ভুত কৌতুক, এই সকল বচন সত্য, মিথিলাপতি শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস অবগত আছেন।৮

৬৭

শুন নাগর কানাই, রাজকুমারীর নাম রাধিকা। জটিলার বধূ নবীন বালিকা, আপনার স্বভাবে (বয়সোচিত ভাবে) খেয়ালের বশবর্তী হয়।১-৪

তাহার অঙ্গে রস স্পর্শ করে নাই, কেমন করিয়া তোমার সঙ্গে মিলন হইবে।৬

বিদ্যাপতি কহিতেছে, নীতি কথা শোনে না, সে বিনা কানাই কি করিয়া চিত্ত ধারণ করিবে।৮

৬৮

এই সুধামুখী বালিকাকে কোন্ বিধাতা নির্মাণ করিল? ত্রিভুবনবিজয়ী মালার ন্যায় মদনের শুভস্বরূপ (ইহার) অপূর্ব রূপ।২

সুন্দর চারু বদন এবং কজ্জলে রঞ্জিত নয়ন (যেন) স্বর্ণপদ্মের (মুখের) মধ্যে কাল ভুজঙ্গিনী (=কপোল),

(তাহার পাশে) শ্রীযুক্ত (সুন্দর) খঞ্জন (নয়ন) খেলা করিতেছে।৪

নিশ্বাস-পিপাসী হইয়া লোমলতাবলীরূপী সর্প (পংক্তি-বদ্ধ কেশ) নাভিবিবর হইতে (বহির্গত হইল)। নাসাকে গরুড়চঞ্চু-ভ্রমে ভয়ে কুচযুগলের সন্ধিস্থলে নিবাস করিল।৬

তিন ভুবনে কন্দর্প তিন বাণ ত্যাগ করিল, বাকী রহিল দুই বাণ। বিধাতা বড় নিষ্ঠুর, রসিকজনকে বধ করিবার জন্য (অবশিষ্ট দুই বাণ) তোমার নয়নে সমর্পণ করিল।৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, এই রস লখিমা দেবীর পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের (তুল্য) কেহ (কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি) জানে।১০

৬৯

ধনী শ্রীরাধার মুখমণ্ডলে চন্দ্র বিরাজিত, লোচন খঞ্জনের ন্যায়, অনুমান হয়, মদনের ধনু জিনিয়া (তাহার) ভ্রূযুগল, দন্ত মুক্তার পংক্তি।২

সখি বল্লভমোহিনী রাধিকাকে দেখ। কত কত বিদগ্ধ জন দেখিতে দেখিতে মূর্ছিত হইল, মদনও পরাভূত হইয়া মূর্ছিত হইল।৪

সুবর্ণ-নির্মিত মণিহার লম্বমান, অধর বিম্বফলের আকার। নূতন উরজের (পয়োধরের) উপর মুক্তা শোভিত, (যেন) সুমেরুতে গঙ্গাধারা।

৭০

হে সজনি, সুচতুরা বুদ্ধির অগ্রগণ্যা নাগরীকে পথে যাইতে দেখিলাম। সুবর্ণ-লতা সদৃশ সুন্দরী (রমণী) বিধাতা নির্মাণ করিয়া আনিল।২

হে সজনি, হস্তিনী-গমন তুল্য (অর্থাৎ ধীরে) চলিয়া যাইতে (দেখিলাম)। দেখিতে রাজকুমারীর (সদৃশ); যাহার এমন সোহাগিনী (রমণী) সে চারি পদার্থ (চতুর্বর্গ ফল) পায়।৪

হে সজনি, নীল বসনে দেহ ঘিরিয়াছে, মস্তকে চিকুর সম্ভার করিয়াছে। তাহার উপর ভ্রমর পক্ষ প্রসারিত করিয়া রস পান করিতেছে (অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত কেশগুলি বাতাস লাগিয়া উড্ডীয়মান ভ্রমরের ন্যায় দেখাইতেছে)।৬

হে সজনি, (তাহার) কটিগুণ কেশরীর তুল্য, লোচন অম্বুজ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, (সুন্দরী) নিশ্চিত গুণ (সকল কলাগুণ) পাইয়াছে।৮

৭১

শৈশব গেল, দম্পতীর (পক্ষে) ভাল হইল। চরণের চঞ্চলতা লোচন লইল। দুই জনের নয়ন দূতের কাজ করে (নয়নে নয়নে কথা হয়)। লজ্জা ভূষণ হইয়া (স্বরূপে) পরিণত হইল।৪

এখন সর্বদা অঞ্চলে হাত দেয়, মাথা নত করিয়া সখীর সহিত কথা কহে। কানাই শুন, শুন আমি যথার্থ বলিতেছি, নাগর আপনার (প্রতি) মন নিবিষ্ট করুক অর্থাৎ আত্মরক্ষা করুক।৮

ভ্রূ ধনুক, কাজলের রেখা গুণ, (বাণের) পক্ষযুক্ত স্থান অবশিষ্ট রাখিয়া (কটাক্ষবাণ) মারিবে।১০

রসময় বিদ্যাপতি কবি গায়, রাজা শিবসিংহ রস-ভাব বুঝেন।১২

৭২

কমলমুখী দেখিলাম, বর্ণনা করা যায় না। মদন জাগাইয়া (সে) মন হরণ করিল।২

তনু সুন্দর, পয়োধর গৌরবর্ণ, কনকলতার (দেহের) উপরে যেন দুইটী শ্রীফল (কুচযুগল)।৪

গজেন্দ্রগামিনী অমৃত-রসপূর্ণ (বাণী) বলে, সুন্দর কর্ণে তাহার কুণ্ডল দোলে। তাহার ভ্রূ ধনুর ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। তীক্ষ্ণ কটাক্ষ মদনের শরের ন্যায় বিদ্ধ হয়।৮

সকলের নিকট এই ব্যবহার শুনি যে চতুর আহত হয়, অরসিক মুক্ত হয়।১০

কবি বিদ্যাপতি কৌতুকে গাহিতেছে, বড় পুণ্যে রসিক (জন) রসবতীকে প্রসন্ন করে।১২

৭৩

আমাকে দেখিয়া অলক্ষ্যে মুচকিয়া হাসিল, যেন রজনী চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইল।২

কুটিল কটাক্ষে সম্বদ্ধ হইয়া গেল (কটাক্ষে অনুরাগ জন্মিল), অম্বর মধুকর সমূহে ভরিয়া গেল।৪

কাহার ঘরণী সে, কে তাহাকে জানে। সে আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল।৬

লীলা-কমলে যেন ভ্রমরকে (কটাক্ষকে) নিবারণ করিয়া, গৌরী চকিতে চাহিয়া চমকিয়া চলিয়া গেল।৮

তাহাতে অর্থাৎ হাত দিয়া লীলা-কমল তোলায়, পয়োধরের শোভা ব্যক্ত হইল। কনক কমল দেখিয়া কাহার না লোভ হয়।১০

অর্ধ আবৃত অর্ধ উদাস (= অনাবৃত) কুচকুম্ভ আপনার আশা বলিয়া গেল।১১

সে সকল অমূল্য নিধির বার্তা দিয়া গেল, রসের কিছু বিশেষ রহিল না।১৪

বিদ্যাপতি বলে, দুই জনের মনে দুই জন জাগিতেছে, কুসুমশর যেন কাহাকেও না লাগে।১৬

৭৪

অকস্মাৎ বস্ত্র বিস্রস্ত হওয়ায় কামিনী সুন্দর ছাঁদে কর দিয়া কুচযুগল আবৃত করিল। স্বর্ণ-শম্ভুর ন্যায় (কুচ) অনুপম সুন্দর, (যেন) দুই কমল (কুচ) দশ চন্দ্র (অঙ্গুলির নখ)।২

কতপ্রকারে বুঝাইয়া বলিব। আমার মন চঞ্চল, নয়ন বিকল, উভয়েই আয়ত্তের বাহিরে গেল।৪

মুখ আড় করিয়া মধুর হাস্য করিল, সুন্দরী মস্তক নত করিল। নতমুখ (উল্টা) পদ্মের (মুখের) শোভা পূর্ণ নয়, দেখিতে (যেন) যুগ চলিয়া যায়।৬

বিদ্যাপতি বলে, যুবতীশ্রেষ্ঠ শ্রবণ কর, পৃথিবীতে লখিমা-দেবীপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ন নব কন্দর্প।৮

৭৫

কামিনী গজেন্দ্রগমনে মুচকিয়া হাসিয়া গেল। ঐন্দ্রজালিক ফুলশর (মদন) (তাহারপক্ষেও) রমণীশ্রেষ্ঠ কুহকী হইল (অর্থাৎ মদনের ফুলশরে সকলে মুগ্ধ হয়, কিন্তু এই নারীশ্রেষ্ঠের কুহকে মদন পর্যন্ত মুগ্ধ হইল)।২

তাহাতে বাহুদ্বয় ঘুরাইয়া সুন্দর মুখকে বেষ্টন করিল। (যেন) মদন চম্পক-মালায় (সুন্দর অঙ্গুলি দ্বারা) শারদ চন্দ্রের (মুখের) পূজা করিল।৪

চঞ্চলতার সহিত অঞ্চল দিয়া বক্ষ ঢাকিতে অর্ধ পয়োধর দেখা গেল। (যেন) পবন কর্তৃক পরাজিত হইয়া শরতের মেঘ (অঞ্চল) সুমেরু (কুচ) প্রকাশ করিল। (অর্থাৎ মেঘ সরিয়া গেলে যেমন সুমেরু পর্বত দেখা যায় সেইরূপ পয়োধর দেখা গেল)।৬

পুনর্বার দর্শনে জীবন জুড়াইবে, বিরহ টুটিয়া যাইবে। চরণের অলক্তক হৃদয়ের অগ্নি (তুল্য) আমার সকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে।৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, শুন যদুপতি, (তোমার) চিত্ত স্থির হইতেছে না, সেই রমণী পরম গুণবতী, (তাহাকে) কি আর দেখিতে পাইবে?১০

৭৬

সহজ সুন্দর আনন, (তাহাতে) ভ্রূর সুরেখাযুক্ত চক্ষু। ভ্রমর (চক্ষের তারা) পদ্মের (মুখের) মধু পান করিয়া উড়িবার জন্য পক্ষ (চক্ষুর পক্ষ্ম) বিস্তার করিয়াছে।২

যেখানে রমণীশ্রেষ্ঠ গমন করিল সেইস্থানেই লোচন-যুগল ধাবিত হইল। যেমন আশালুব্ধ ভিখারী কৃপণের পশ্চাদ্গমন ছাড়ে না।৪

ইসারায় নয়ন চঞ্চল, বাম ভ্রূ ভঙ্গ হইতে দেখিলাম। সেই সময় তৃতীয় ব্যক্তি মদনদেবের গুপ্ত কৌতুক জানিল না।৬

পয়োধর চন্দন-চর্চিত, গ্রীবায় গজমুক্তাহার যেন ভস্মাবৃত মস্তকে গঙ্গার জলধারা।৮

বাম পদ অগ্রসর করিল, দক্ষিণ (পদ) ত্যাগ করিতে লজ্জা পাইল, (যেন) (তাহার) গতি গজরাজকে গঞ্জনা করে, সেই সময় মদন শর পূর্ণ করিল।১০

আজ যাইতে পথে দেখিলাম, (তাহার) রূপ মনে লাগিয়া রহিল। সেইক্ষণ হইতে গুণ, গৌরব (ও) ধৈর্য পলাইয়া গেল।১২

রূপের জন্য মন কনকগিরি (বৎ) পয়োধরের সন্ধিতে (স্থানে) ধাবিত হইল। সেই অপরাধে মদন যেন (আমার মনকে) সেই থানে বাঁধিয়া রাখিল।১৪

বিদ্যাপতি কবি গাহিল, (রসজ্ঞ) ব্যক্তি রস বুঝে। লখিমা দেবীর কান্ত রূপনারায়ণ নাগর।১৬

৭৭

আমি পথে যাইতে রাধাকে দেখিলাম, সেই সময়ের ভাব

প্রাণকে পরিপীড়ন করিল, কুমুদের সর্বস্ব অর্থাৎ চন্দ্রের (=মুখচন্দ্রের) সাধ রহিল ।২

কমলিনীর ন্যায় অনুপম সুন্দর-নয়না বক্র দৃষ্টিতে অল্প চাহিল ।

যেন পক্ষিশ্রেষ্ঠ (খঞ্জন) আমার (দৃষ্টিকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি লুকাইল। অর্থাৎ আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া চক্ষু আবৃত করিল ।৪

(সে) মৃদু হাস্য করিয়া অর্ধ বদনচন্দ্র দেখাইল এবং অর্ধ নিজ বাহুতে ঢাকিল ।

(তাহাতে) একভাগের কিঞ্চিৎ মেঘ (নীলাম্বর) আবৃত করিল (এবং) কিঞ্চিৎ রাহু (=কেশ) গ্রাস করিল ॥৬

অঞ্চলে আবৃত পয়োধরে করযুগ দেখিয়া চিত্ত চঞ্চল হইল। যেন স্বর্ণপদ্ম (=পয়োধর) চঞ্চল রক্তিম সূর্যতলে (করতলে) নিদ্রা গেল ॥৮

[উভয় হস্ত দ্বারা আবৃত স্তনের তটভাগ দেখিয়া চিত্ত চঞ্চল হইয়া গিয়াছে, যেন সোনার কমল (স্তনদ্বয়) লালিমাযুক্ত চঞ্চল সূর্যের (রক্তিম করতলের) নিম্নে শয়ন করিয়া আছে।]

বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে মথুরাপতি (শ্রীকৃষ্ণ) শুন, তোমার এই রসে কে বাধা দিবে? (তোমাদের পরস্পরের) হাস্য ও দর্শনের রসে সকলকে বুঝাইল যে (তোমার হস্তরূপ) মৃণাল ও (উহার কুচরূপ) কমল (এই) দুইটীর (একই পদার্থের) দুইভাগ অর্থাৎ উহার পয়োধরের জন্য তোমার হস্তই উপযুক্ত।

৭৮

সুন্দরী দিয়া গেল দিয়া গেল রে—দুই নয়নে মিলন দিয়া গেল। অর্থাৎ সুন্দরী যাইবার সময় আমার দিকে চাহিল, তাহাতে চোকে চোকে মিলন হইল।

পুনরায় মন করিতেছে (ইচ্ছা হইতেছে) তথায় যাই এবং দ্বিতীয়বার দেখি ॥২

ভাল ভাল (মুক্তা) বাছিয়া বাছিয়া যে হার (সে) গাঁথিয়াছে (তাহা) কেবল জ্যোতির্ময় তারা (র তুল্য)। অপর রূপ অনুপম সুন্দর চন্দ্রে (=মুখচন্দ্রে) মুক্তা (দন্ত) পরিয়াছে ।৪

নয়ন (=নয়ন) মধু পান করিয়া করিয়া মত্ত হইল, শিশিরে (কজ্জলে) (তাহার) পাখা ভিজিল; অল্প কজ্জলে নয়ন অঞ্জিত হইল, কোমল অক্ষি দেখিতেছি ।৬

কত যত্ন করিয়া গুয়াপান আনিবার জন্য দূতী পাঠাইলাম। (দূতী ফিরিয়া আসিবে বলিয়া) সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম—তাহার (=রাধার) হৃদয় পাষাণ ।৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে নাগর শুন, সে ও-রস জানে না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৭৯

যেখানে যেখানে পদযুগল প্রক্ষেপ করে, সেখানে সেখানে কমল ফুটিয়া ওঠে ।২

যেখানে যেখানে অঙ্গ জ্যোতি বিকীরণ করে, সেখানে সেখানে বিদ্যুতের চঞ্চল প্রকাশ হয় ।৪

কি অপূর্ব গৌরী দর্শন করিলাম, সে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল ।৬

যেখানে যেখানে নয়ন বিকসিত হয়, সেখানে সেখানে কমল প্রকাশিত হয় ।৮

যেখানে লঘু হাস্যের সঞ্চার হয়, সেখানে সেখানে অমৃত বিকীর্ণ হয়।

যেখানে যেখানে কুটিল কটাক্ষ (-পাত) হয়, সেখানে সেখানে মদনের শরক্ষেপ (-ক্ষেপ) হয় ।১২

সেই সুন্দরীকে অল্প দেখিয়াই (মনে হয়) এখন তিন ভুবন (তাহার রূপের) প্রতীক্ষা করিতেছে ।১৪

পুনরায় কি (তাহার) দর্শন পাইব, এখন আমি এই দুঃখে মরিব ।১৬

বিদ্যাপতি জানিয়া বলিতেছে, তোমার গুণে আনিয়া দিব ।১৮

৮০

৪৬ সংখ্যার পদ দ্রষ্টব্য।*

* ভ্রমক্রমে দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে। এই পদটা সম্ভবতঃ বাঙালা বিদ্যাপতির।

শ্রীরাধার দূতী

৮১*

দক্ষিণ মলয়বায়ু অনুকূলভাবে বহিতেছে, কানন-সজ্জা কুসুমিত। সকল মঙ্গলের জন্য তখনই বসন্ত ঋতু দ্বিজরাজের (চন্দ্রের) সম্মুখে আগমন করিল।২

মাধব তুমি ভালয় ভালয় প্রয়াণ কর। মধুকর মিলিত হইয়া (গুনগুন করিতেছে), সম্মুখে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, কোকিল মঙ্গল গান করিতেছে।৪

তোমার মন যেন বিপিন-দেশে—সেইখানে তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

আমার মিনতি লও, (তোমাকে) একটী প্রণাম করিতেছি, তোমার চরণে রাখিবে।৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, নায়ক শুনিয়া শুনিয়া চিত্তের পুতলির ন্যায় হইল। সুন্দরী নয়নজলে ডুবিয়া আছে, হরির উপর স্ত্রী-বধ দিল।৮

৮২

জীবন অপেক্ষা যৌবনের রঙ্গ বড় বেশী। তখনই যৌবন (সার্থক) যখন সুপুরুষের সঙ্গ হয়।২

সুপুরুষের প্রেম কখনও ত্যাগ করে না, চন্দ্রকলার ন্যায় প্রতিদিন বাড়িতে থাকে।৪

তুমি যেরূপ রসবতী, কৃষ্ণ (অনুরূপ) রসের মূল। বড় পুণ্যে রসিক ও রসবতীর মিলন হয়।৬

তুমি যদি বল (তাহা হইলে আমি) প্রসঙ্গ করি অর্থাৎ তোমার কথা তাহার নিকট উত্থাপন করি। চুরি করিয়া (=গুপ্তভাবে) প্রেম (সাধিত) হইলে (তাহাতে) লক্ষগুণ রঙ্গ হয়।৮

জগতের মধ্যে ঐরূপ সুপুরুষ (আর) নাই; অতএব ব্রজসমাজ তাহাতে অনুরক্ত।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, ইহাতে (গোপন প্রেমে) লজ্জা নাই। রূপগুণবতীর ইহা প্রধান কাজ।১২

৮৩

মাধব, তোমার পুণ্যের ফল কি বলিব। তোমার মুরলীর ধ্বনিতে রাধিকা বিভোর।২

তাহাতে আবার তোমার নাম (সে) শুনিল। সেই সকল ভাব আমি বলিতে পারি না।৪

(তাহার) অঙ্গ অবশ হইল, (সে) কাঁপিয়া অজ্ঞান হইল। সুন্দরী মূর্চ্ছিত হইল, (সে) কিছুই জানে না।৬

কিরূপ রীতি তাহা বুঝিতে পারি না। কি হইল কিছুই প্রতীতি হয় না।৮

এখন সে আজ কি কাল আসিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছে, আসিলেই কাজ (হইবে)।

৮৪ *

হরিহে, হরিহে শ্রবণ কর। দর্শনদান দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।২

ক্ষণে ক্ষণে সুন্দর তনু মলিন হইল। রসময় বিলাস ও হাস্য সব দূরে গেল।৪

নয়নধারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। অধর শুকাইল, বাক্য নির্গত হইতেছে না।৬

বস্ত্র দূরে গেল, লজ্জা দূরে গেল, তোমার স্নেহে এত অকাজ হইল।৮

ভূমি ধরিয়া (তবে) সে উঠিতেছে, নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

তোমার আশাতেই আবার জীবন রহিয়াছে।১০

৮৫

মাধব, সে বিপরীত (কথা) কি বলিব।

ভামিনীর দেহ ও মন (যেমন) জর্জর হইল, তেমনি তাহার চিত্তে প্রীতি বাড়িল।২

নীরস (উদাস) কমল-মুখ করকে অবলম্বন করিয়া সখীগণের মধ্যে গোপন করিয়া বসিল অর্থাৎ মুখ লুকাইল। নয়নের জল স্থির থাকিল না, রোদন করিয়া মৃত্তিকাকে পঙ্ক করিল।৪

মর্মের কথা মুখে বলে না, দেহ অমাবস্যার শশীর ন্যায় ক্ষীণ হইল। ভূমির উপর সুন্দরী উঠিতে পারে না, (সখীরা) দীনার হাত ধরিয়া তুলিয়া দেয়।৬

তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দেহ যেন কজ্জলের ন্যায় হইল। বিরহাগ্নি অত্যন্ত (প্রচণ্ড) হইল।

কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাষ করে—হে কানু তাহার নিকটে চল।

*এই পদটীও বাঙালী বিদ্যাপতির।

* এই পদটী বিদ্যাপতির নয় বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন।

৮৬*

(সে) ধরণীতে লুটায়, ধরণী ধরিয়া শয়ন করে। ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস ত্যাগ করে, ক্ষণে ক্ষণে রোদন করে। ২

ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয় —(তাহার) কণ্ঠাগত প্রাণ। ইহার পর কি গতি তাহা দৈব জানে। ৪

হে হরি, সেই শ্রেষ্ঠ রমণীকে দেখিলাম। তোমার করস্পর্শ ব্যতীত (সে) বাঁচিবে না। ৬

দৃষ্টি লাগিয়াছে মনে করিয়া কেহ কেহ মন্ত্র জপ করিতেছে, কেহ (গ্রহশান্তির জন্য) জ্যোতিষী আনিয়া নবগ্রহের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। ৮

কেহ কেহ হাত ধরিয়া ধাতু (নাড়ী) বিচার করিতেছে। (কিন্তু সে যে) বিরহে বিশেষরূপ ক্ষীণ (তাহা) কেহ দেখিতে পাইতেছে না। ১০

৮৭

নয়নের জল চরণতলে গেল। স্থল-কমল জল-কমল হইল। ২

অধর নিমেষের জন্য অরুণ (বর্ণ) হয় না। (যেন) কিশলয়কে শিশির ধুইয়া ছাড়িয়াছে। ৪

শশিমুখীর অশ্রুর সীমা নাই। তোমার অনুরাগে সমস্ত শিথিল হইয়াছে। ৬

৮৮

অবিরত নয়নে জলধারা ঝরিতেছে।

নূতন জলবিন্দু কে সহ্য করিতে পারে ? ২

সজনি, তাহার কথা কি বলিব ? যেরূপ দেখিলাম (তাহা) বলিতে পারি না ॥ ৪

কুচযুগলের উপর মুখ দেখিলাম। (প্রতীতি হইতেছে যেন) চন্দ্র রাহুর ভয়ে সুমেরু আরোহণ করিল। ৬

বায়ু অগ্নি বমন করে, চন্দন বিষ (উদ্গীরণ করে)। যাহা শীতল ছিল তাহাও তীব্র হইল। ৮

চন্দ্র সবিতার (সূর্যের) অপেক্ষা সন্তাপিত করে, তিন অর্থাৎ বায়ু, চন্দন ও চন্দ্র একরূপ হইল, (ইহাতে) জীবন থাকে না। ১০

অন্য কোন উপচার আর মানিতেছে না অর্থাৎ অন্য কিছুতে আর কাজ হইতেছে না। তাহার ব্যাধির ঔষধ পঞ্চবাণ। ১২

যদিও কলাবতী পীযূষ পান করে ; তথাপি তোমার দর্শন ব্যতীত তিলমাত্র বাঁচিবে না। ১৪

শ্রীকৃষ্ণের দূতী

৮৯†

শ্রীরাধার নবীন প্রেম (-ব্যাপার) দূতীর মুখে শ্রবণ করিয়া কানাইএর মন উল্লসিত হইল। কত মনোরথ হৃদয়ে পূর্ণ করিল—আনন্দে জ্ঞান হারাইল ॥২

সজনি, বিধি কি সাধ পূরণ করিবে। কত কত জন্মের পুণ্যফলে গুণময়ী সেই রাধা মিলিবে।৪

এই বলিয়া মাধব শীঘ্র গমন করিল—পথ বিপথ মানিল না। দূতীর বদন দেখিয়া সুন্দরীকে (রাধাকে) মনে করিয়া মন্মথের (পীড়নে) প্রাণ জর জর হইল ॥৬

ঐ কুঞ্জে যেখানে সখীজন-পরিবৃত হইয়া রাধা আছেন, সেইস্থানে নব নাগর মিলিত হইল। দুইজনের মুখ দেখিয়া দুজনেই আকুল হইল—(ইহাই) কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছে ॥৮

৯০

এ সখি, এ সখি, অন্য কথা বলিও না অর্থাৎ আমার কথা অস্বীকার করিও না। তোমার গুণে প্রলুব্ধ হইয়া কানাই নিত্য আসে ॥২

বিনাকাজে নিত্য নিত্য নিকটে আসে ; হৃদয় (মনোভাব) ব্যক্ত হইলেও লজ্জায় গোপন করে ॥৩

অন্যস্থানে গেলেও এইদিকে দেখে—লুব্ধ নয়নকে কে বাধা দিতে পারে ?

সে নাগরশ্রেষ্ঠ, তুমি তাহার তুল্য, যেন এক বৃন্তে দুই ফুল গাঁথা ॥৮

কবি কণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলিতেছে, মন্মথ এক শরে যেন দুইটী জীবন বধ করিতেছে ॥১০

৯১

ধন্য, ধন্য, তোর রমণী-জন্ম ধন্য। সকলেই কানাই

* ইহা গোপাল দাসের পদ। বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে।

† এপদটী বাঙালী বিদ্যাপতির।

কানাই করিয়া আকুল হয়, সেই (কানাই) তোর ভাবে বিভোর ॥২

মেঘ তৃষ্ণার্ত হইয়া চাতকের প্রতি চাহিল, চন্দ্র চকোরের প্রতি চাহিয়া রহিল। তরু লতাকে অবলম্বন করিয়া রহিল— এই সব দেখিয়া) আমার মনে ধাঁধাঁ উপস্থিত হইয়াছে—অর্থাৎ চাতক মেঘকে চায়, চকোর চন্দ্রকে চায়, লতা তরুকে অবলম্বন করে—কোথায় তুমি তাহার প্রেমপ্রার্থী হইবে—না সে তোমার প্রেমেই বিভোর হইয়া পড়িল ॥৪

কেশ প্রসারিত করিয়া, অর্দ্ধবক্ষে বস্ত্র আবৃত করিয়া যখন তুই ছিলি, সে সকল স্মরণ করিয়া কানাই আকুল হইল। হে ধনি, ইহার পরিণাম কি হইবে, বল ?৬

দুই হাত যুক্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে কবে তুই তাহাকে দশন দেখাইলি, কবে অলক্ষ্যে (তোর) দৃষ্টি (তাহার) হৃদয়ে প্রসারিত করিলি—আবার তাহাকে দেখিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিলি ॥৮

নির্দেশ করিয়া তোকে এই সব বলিলাম, তুই বুঝিয়া ইহার বিধান কর। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, তুই হৃদয়-পুত্তলি, সে শূন্য দেহ অর্থাৎ তুই প্রাণ সে প্রাণ-শূন্য দেহমাত্র ॥১০

৯২

যখন (তাহার) নিকটে আমার গমন হয় তখনই কানাই তোর কুশল প্রশ্ন করে ॥২

তোর প্রতি (তাহার) অনুরাগ (হইয়াছে) মন দিয়া বুঝিলাম ; পুণ্যফলে গুণবতী প্রিয়ের হৃদয়ে জাগে ॥৪

আমার মুখ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ (তোর কথা) জিজ্ঞাসা করে—বলা কথা আর কতবার বলিব ?৬

অন্য সময়ে (অন্য) উপায়ে কানাই নিজ রহস্য কথাই বলে অর্থাৎ সর্বদা কোন প্রকারে তোর কথাই উত্থাপন করে ॥৮

লুব্ধ ভ্রমরের কি উপমা দিব—বাঁধা হরিণ স্থান ছাড়ে না অর্থাৎ যে স্থানে বাঁধা থাকে সে স্থান ছাড়ে না ॥১০

৯৩

হে সখি শ্রবণ কর, বলা যায় না (এ বলিবার কথা নয়)—রাই, রাই করিয়া (কানাই) দেহ ও মন হারাইতেছে ॥২

(তোমার) নাম করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হয় ; পুলক, কম্প, ঘর্ম (স্বেদ), অশ্রু অঙ্গে লক্ষিত হয় ॥৪

কানাই গদ্‌গদ ভাষায় কথা বলে, রাইয়ের দর্শন বিনা প্রাণ বাহির হইবে ॥৬

যখন তোমার সেই মুখ না দেখিতে পায়, তখন কোন সুখে জীবন-ভার বহন করিবে ? ৮

তুই ছাড়া ইহাতে আর কেহ নাই—(কানাই তোকে) ভুলিতে চায়, ভুলিতে পারে না ॥১০

বিদ্যাপতি কহে, ইহাতে বিবাদ অর্থাৎ অন্য মত নাই। তোমার মনের সকল সাধ পূর্ণ হইবে ॥১২

৯৪

কণ্টকের মধ্যে কুসুমের প্রকাশ হয়, বিকল ভ্রমর নিকটে বাস করিতে (যাইতে) পায় না ॥২

ভ্রমর (শ্রীকৃষ্ণ) সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, মালতী (রাধা) তোমা বিনা বিশ্রাম লাভ করে না ॥৪

রসবতী মালতীকে বার বার দেখিয়া জীবন উপেক্ষা করিয়া মধু পান করিতে চাহে ॥৬

সে মধুজীবী, তুই মধুরাশি! মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিস্, মনে লজ্জা হয় না ॥৮

আপনার মনে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ— তাহার বধের দোষ কাহাকে লাগিবে ?১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, যতক্ষণ অধর-সুধারস পান করিবে ততক্ষণ বাঁচিবে ॥১২

৯৫

নিজের কাজে কে লিপ্ত নয় ? কে নিজের প্রতি (জন্য) চেষ্টা করে না ?২

নিজের নিজের মঙ্গল সকলেই চাহে, যে নির্বাহ করে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কথা ঠিক রাখে সেই সুপুরুষ ॥৪

সজনি, যে মন দিয়া পরের উপকার করে তাহার জীবনই সার (মূল্যবান্)। আর্ত অনুরক্ত হইয়া নিকটে আসে। বস্তু থাকিতে নিরাশ করিও না ॥৮

সে পুনর্বার অন্য স্থানে গেলে (প্রার্থিত বস্তু) পাইবে, তোমার মনের মধ্যে অনুতাপ থাকিবে ॥১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, দৈন্য বলিও না অর্থাৎ তুমি যে দীন একথা প্রকাশ করিও না। বড়র অনুরোধ বড়তে রাখে ॥১২

৯৬

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বক্ষে দুই হস্ত চাপিয়া সে কিছু আলাপ না করিয়া শুইয়া রহিল ॥ ২

প্রসঙ্গ ক্রমে তোর নাম চলিতে লাগিল। তখন মুখ ফিরাইয়া আঁখি মিলাইল ॥৪

ধনি, শ্রবণ কর, ইহা অন্যরূপ বলিতেছি না—শ্যামচন্দ্র তোমাতেই অনুরক্ত হইল ॥৬

যে নয়নের ভঙ্গী অনঙ্গ সহিতে পারে না—সেই নয়নে এখন অশ্রুর তরঙ্গ ॥৮

যে অধরে সর্বদা মধুর হাসি, সেই অধর এখন দীর্ঘ নিশ্বাসে নীরস হইল ॥১০

বিদ্যাপতি বলে, দূতীর কথা মিথ্যা নয়, গোবিন্দদাস কহে, তুমি (বিদ্যাপতি) তাহার সাক্ষী ॥১২*

৯৭

কত কলাবতী যুবতী আছে, তোকে যেন দ্বিতীয় প্রাণ মনে করে অর্থাৎ অপর অনেক সুন্দরী আছে—তাহাদের প্রতি তাহার অনুরাগ নাই—কেবল তোতেই অনুরক্ত ॥২

তোর দর্শন ভিন্ন তিলমাত্র প্রাণ বাঁচে না—দারুণ মদন-বেদনা কত সহ্য করে ॥৪

শুন শুন হে গুণময়ী, পুণ্যবতী রমণি, মধু (চৈত্র) রজনী ছোট, বিলম্ব করিও না ॥৬

শ্যাম অম্বরে (নীল বস্ত্রে) এবং দেহের রঙে তিমিরাবৃত চন্দ্রের উপমা হইবে ॥৮

তোর আনন সম্পূর্ণচন্দ্র, চকোর (শ্রীকৃষ্ণ) হাসিয়া চন্দ্রের অমৃত পান করিবে ॥১০

৯৮†

হে ধনি, শ্রবণ কর তোমাছাড়া কানাই উন্মত্ত ॥২

কারণ ব্যতীত কখন হাসে, কখন গদ্‌গদ স্বরে কি কহে ॥৪

আকুল হইয়া উচ্চস্বরে হা ধিক্ হা ধিক্ বলে ॥৬

দুর্বল দেহ কাঁপে, কেহ ধরিতে পারে না (পাছে আঘাত লাগে) ॥৮

বিদ্যাপতি বলে, রূপনারায়ণ সাক্ষী ॥১০

৯৯*

আজ আমি কালিন্দী-কূলে দেখিলাম---তোমা বিনা মাধব ধূলায় লুণ্ঠিত ॥২

কত শত রমণী অন্য মনে (করে) না---বিষের জ্বালার সময় জল দানে কি হইবে ?৪

মদন-সর্পে কানাইকে দংশন করিল---অমিয়রস বিনা অন্যে কি করিবে ?৬

কুলবতীর ধর্ম কাচের সমান---মধ্যস্থ মদন অনুকূল হইল ॥৮

নীলমণি হার গাঁথিয়া আনিয়াছে। তুমি অভিসার করিয়া তাহা পরিধান করিবে। ১০

মেঘের ভিতরে দামিনীর রেখার ন্যায় (তুমি) নিজ দেহে নীল নিচোল (আবরণ বস্ত্র) আবৃত করিবে। ১২

চতুর সখীগণ চারিদিকে সঙ্গে চলিল। আজ নিকুঞ্জে রসরঙ্গ কর। ১৪

বল্লভ (শ্রীকৃষ্ণ) উজ্জ্বল নিকষের তুল্য। তুমি দশপোড় সুবর্ণের ন্যায় নিজ দেহ পরীক্ষা কর। ১৬

১০০†

আজ নন্দকিশোরকে দেখিলাম। কেলি-বিলাস সব ত্যাগ করিয়া (সে এখন দিবারাত্র ভাবে বিভোর হইয়া রহিয়াছে ॥২

যদবধি বিপিনতটে চকিতে চাহিয়া, মুখ ফিরাইয়া, ফিরিয়া আসিল, তদবধি মদনমোহন (শ্রীকৃষ্ণ) বৃক্ষবহুল কাননে ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া লুটাইতেছে ॥৪

পুনরায় ফিরিয়া সেই নয়নে যদি দেখ, (তোমার) নাথ চেতন পাইবে। সাপিনী যদি দংশন করিয়া পুনরায় দংশন করে তখন সমস্ত বিষ চলিয়া যায় ॥৬

ধনি, এখন শুভক্ষণে মণিময় অলঙ্কারে তনু শোভিত

* গোবিন্দদাস কোন্ কবি বিদ্যাপতির উল্লেখ করিয়াছেন ? পদটী কি বাঙালী বিদ্যাপতির ?

*: কেহ কেহ এই পদটীকে বাঙালী বিদ্যাপতির বলেন।

এই পদটী হরিবল্লভের।

এই পদ হরিবল্লভ-রচিত।

করিয়া অভিসার কর, স্বর্ণমাল্যের মণির ন্যায় বল্লভের হৃদয়ে বিরাজ কর ॥৮

১০১

প্রথম পয়োধরে যখন গুণগ্রাহক আসে তখন গর্বে কাটাইলে, অর্থাৎ প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রতিদান না দিলে, গত যৌবন আর ফিরিয়া আসে না—কেবল পরে অনুতাপ থাকে ॥২

সুন্দরি! বচন সমাধান কর অর্থাৎ প্রণিধান কর। তোর সমান রমণী আমিও দশ দিন ছিলাম। এইরূপ আমার অনুমান হইতেছে ॥৪

ততদিন যৌবন রূপ সাজে যতদিন মদন অধিকারী, দিন দশ গেলে, সখি, সেও পলায়ন করে—সমস্ত জগতে ইহা প্রচারিত আছে ॥৬

বিদ্যাপতি কহিতেছে, লক্ষ লক্ষ যুবতী পয়োধর (রূপ) তুলাযন্ত্রে পড়িল অর্থাৎ তুলাযন্ত্র বিকৃত হইলে ওজন ঠিক হয় না—সেইরূপ যৌবন চিরস্থায়ী নয়। ওগো সখি, দিনে দিনে গোয়ালিনীর ঘোলের মূল্যের ন্যায় হইবে—অর্থাৎ রমণীর যৌবন গত হইলে ঘোলের ন্যায় অল্প মূল্য হইবে ॥৮

১০২

সে অতি নাগর অর্থাৎ অত্যন্ত রসিক, তুমি সকলের সার। হে মল্লিকা, প্রেমের পসরা সাজাও ॥২

যৌবন-নগরীতে রূপের ব্যবসা করিবে, যাহা যথার্থ সেই মূল্য হইবে ॥৪

হে সজনি, হরি রসের বণিক্, গোপ ভ্রম করিয়া (তাহাকে) মূর্খ মনে করিও না ॥৬

বিধিবশে অধিক মান করিও না—কানাই ষোড়শ সহস্র গোপীব পতি ॥৮

তোমাতে তাহাতে ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। মন্মথ মধ্যস্থ থাকিয়া পরিচ্ছেদ করিবে অর্থাৎ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবে ॥১০

১০৩

গোকুলে কানাই অতি নাগর (রসিক), নগরের মধ্যে তুমি যে (প্রধান) নাগরী তাহা সকলেই জানে ॥২২

সজনি, কতবার বুঝাইয়া বলিব (কার্য) করিলে ধর্ম-বিষয়ে সংশয় দূর হইবে অর্থাৎ এ কার্য ধর্ম-বিরুদ্ধ কিনা, সে সংশয় নষ্ট হইবে ॥৪

সুন্দরি, রূপ গুণের সার (তোমার আছে), মহার্ঘ পসারের আদি অন্ত নাই অর্থাৎ অত্যন্ত বেশী দামে তোমার রূপগুণ বিক্রয় হইবে ॥৬

স্বরূপ নিরূপণ করিয়া তোমাকে বুঝাইলাম। প্রবঞ্চনা করিযা আমাকে (শ্রীকৃষ্ণের কাছে) পাঠাইও না ॥৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, লখিমা দেবীর পতি রসিক শ্রীশিবসিংহ ইহা বুঝেন ॥১০

১০৪*

মাসে পক্ষে কলানিধি (চন্দ্র) নিজের সকল সাজ লইয়া উদিত হয়। তোমার মুখের সম (তাহার মুখ) না দেখিয়া লজ্জায় আবার ক্ষীণ হয়। ধনি, কোন সে পুরুষ যাহাকে অনুরাগ দিবে? এই মহীতলে কে এমন আছে যে এমন ভাগ্য অর্জন করিয়াছে?৪

শ্যামল চামরকে কোমল কেশ-কলাপ নিন্দা করিতেছে। মনোহর ভ্রূর কথা কি কহিব, যেন কামদেব শর ত্যাগ করিল। পবন দ্বারা আন্দোলিত নব পল্লব কুচ-কোরকের ভয়ে কাঁপিতেছে ॥৭

লুব্ধ আশা লোভে ধাবিত হইল, কিন্তু পাইল না। রাজা সিংহ কহিতেছে, এমন রমণী হরির নিকটেই শোভা পায় ॥৯

১০৫†

হে ধনি, কমলিনি, হিতবাণী শ্রবণ কর। যখন সুপুরুষ জানিবে, তখন প্রেম করিবে ॥২

সুজনের প্রেম হেম-তুল্য। দগ্ধ করিলে (পরীক্ষা করিলে) স্বর্ণের দ্বিগুণ মূল্য হয় ॥৪

প্রেম এমন অদ্ভুত যে জন্মিলে ভাঙ্গে না, যেমন মৃণালের সুতা (আকর্ষণে) বাড়িয়া যায় ॥৬

সকল মাতঙ্গে মুক্তা আছে বিবেচনা হয় না—সকল কণ্ঠে কোকিলের স্বর আছে (তাহাও) বিবেচনা হয় না ॥৮

* এই পদটী বিদ্যাপতির কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে।
† এই পদটীকে কেহ কেহ বাঙালী বিদ্যাপতি-রচিত মনে করেন।

সকল সময় বসন্তকালও হয় না, হে নারি, সকল পুরুষও গুণবান্ নয় ॥১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, শুন রমণী-শ্রেষ্ঠ, প্রেমের রীতি এমন বিচার করিয়া বুঝ ॥১২

১০৬

কত জাতী কত কেতকী ফুল বনে বিকসিত থাকে।
তবুও ভ্রমর তোকে স্মরণ করিয়া কোথাও বাস লয় (যায়) না। ২

... ...

হে মালতি, বধ যে লাগিয়া যাইবে। ভ্রমর বেচারী তোর দর্শনের জন্য বিরহে আকুল হইয়াছে। ৪]
বনে উপবনে যখন যেখানে (থাকে), সেইখানেই (সে) তোকে দেখে। পৃথিবীতে তোকে লইয়াই(সে)পরীক্ষা করে, তোর জীবনই তাহার (একমাত্র) সার বস্তু।
সময় গেলে স্নেহ বাড়াইবে, কুসুম শেল হইবে।
ভ্রমরকে যেন অচতুর বুঝিও না, ছুঁইতেই (সে) নির্মাল্য করে।

১০৭*

ভাবিনি! মনোযোগ দিয়া কিছু শোন। রাধা নাম বলিলে পথিক আকুল হইয়া কর্ণে শ্রবণ করে। ২

সেই শ্রেষ্ঠ নাগরকে কোন রসে হৃষ্ট করিলে, (সে) সব সময়ে তোর ধ্যান করে। ধনী তোকে রমণী-শিরোমণি বলিয়া (সে) জানে। কিসের জন্য মান সাধিতেছিস্।৪

কত কত সুন্দরী রমণী যাহার পদ লাভ করিবার জন্য আরাধনা করে, হে সুন্দরী, সেই জন তোরই জন্য আকুল। কঠিন স্বভাব করিয়া কি ফল? ৬

চমকিত মনে স্বীয় পীতাম্বরকে দেখিয়া তোরই ভরসায় কোল (আলিঙ্গন) দেয়। বিদ্যাপতি বলে, দেবী মাধবি, (রাধা) শোন, এই কথা রাখ। ৮

১০৮†

সুন্দরি, মাধব তোর প্রতি অনুরাগী, সুন্দরী, তুই কিসের জন্য ঐরূপ হইলি। ২

যে করিয়া তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ করিল সেই করিয়া সব সুখ নীরস হইল। ৪

তোমার কাহিনী ছাড়া অপরের কাহিনী শোনে না, তোমার গুণে প্রেম হৃদয়ে বাঁধিল ॥ ৬

ক্ষণে ক্ষণে রাই বলিয়া নিশ্বাস ছাড়ে, নয়ন মুদিয়া থাকে, প্রকাশ করে (খোলে) না। ৮

চারিদিকে অশ্রু উচ্ছল হইয়া পড়ে—অন্তরের বেদনার কে সীমা বলিবে। ১০

লক্ষ কলাবতী উহার পদতলে আছে, স্বপ্নেও অপর কাহারও নাম করে না। ১২

সে কেবল তোমার (নাম) করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, বড়র প্রেম বড়ইকে শুধু জানে। ১৪

বিদ্যাপতি বলে, প্রেম অজ্ঞানী, দেহের সহিত প্রাণকে পরাধীন করে। ১৬

১০৯

লক্ষ বৃক্ষ কোটী লতা, যুবতীর সংখ্যাও কত। সব ফুলের মধু মধু নহে, ফুলের মধ্যেও বিশেষ ফুল আছে।

যে পুষ্পকে নিদ্রাতে ভ্রমরও স্মরণ করে, (যাহার) গন্ধ বিস্মৃত হইতে পারে না (যাহাতে) ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া পড়ে তাহা সংসারের সার। ৪

সুন্দরি, এখন কথা শোন। সমস্ত পরিহার করিয়া হরি তোকে আকাঙ্ক্ষা করে, স্বয়ং (তোর) প্রশংসা করে। ৬

তোর চিন্তা, তোর কথা, শয্যাতেও তোকেই চায়। স্বপ্নেও হরি পুনঃ পুনঃ করিয়া, তোর নাম লইয়া উঠে। ৮

আলিঙ্গন দিবার জন্য পশ্চাতে দেখে, তোর বিহনে ক্রোড় শূন্য (দেখে)। আপনার অবস্থা অকথ্য কথা, নয়নে অশ্রু ত্যাগ করে। ১০

যাহার মুখে রাই রাই শুনিতে পায় সেইদিকেই কান দেয়। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, শ্রীশিবসিংহ এই রস জানেন। ১২

১১০

কামিনি, স্বরূপ কথা শ্রবণ কর, পরের সম্মুখে যেন বলিও না। ২

তুই অতি নিষ্ঠুর, সে অনুরাগী, সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটায়। ৪

* ইহা সম্ভবতঃ বাঙালী বিদ্যাপতি-রচিত।
† এই পদটীও বাঙালী বিদ্যাপতির।

হে বাধে, (তুই) জানিয়াও জানিস্ না তোর বিরহে কানাই বিমুখ (ম্লান মুখ)। ৬

তোর চিন্তা, তোরই নাম, তোর কথা সকল স্থানে বলে। ৮

তোর (প্রতি) স্নেহের কথা আর কি বলিব, (তাহা) স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া নয়নে অশ্রু (বহিতেছে)। ১০

নিত্যই সে আসে, নিত্যই সে যায় ; (অপরে) দেখিলে বা হাসিলে সে লজ্জা পায় না। ১২

(সে) কুসুম পরিধান করে না, কেশ বাঁধে না অর্থাৎ চূড়া ঠিক করে না, সকলকেই তোর সম্বন্ধে কথা শোনায়। ১৪

১১১

সুন্দরি, নয়নে দেখিতেই হরিকে চিনিস্, যেমন লুব্ধ চকোরী চন্দ্রকিরণকে (চিনে)। ২

হরি বড় চতুর, তোর বড় কলা, দুই মনের মিলন তৃতীয় জন জানে না। ৪

আমি সেই কারণে (বিবেচনা করি) দুইজনে ভাল ভাব লাগিল। মনসিজের শরসন্ধান তরুণ (প্রবল)। ৬

জীবনের মধ্যে যৌবন চার দিন অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী, তাহার মধ্যেই নারী সকল রস অনুভব করে। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, রসিক (ব্যক্তি) বুঝ, রাজা অর্জুন কমলাদেবীর পতি। ১০

১১২*

ধনি, আজ তোর গৌরব দেখিলাম, তোর সমান রমণী ভুবনে আর নাই। ২

কানুর সঙ্গে কত কত রমণী থাকে, (সে) সর্বদাই তোর কথা বলে। ৪

আমি তোর সংবাদ কিছু বলিলাম, চতুর্দিকে তোর মুখ দেখিবার নাথের (শ্রীকৃষ্ণের) সাধ। ৬

রমণীগণের সম্মুখে তোর গুণ বলে (তাহাতে) বুঝিলাম তোর (প্রতি) অনুরাগ। ৮

ছল ছল নয়ন, হরি অন্যরূপ হইল, তোর ধ্যানে ভাবে বিভোর হইয়া থাকে। ১০

বিদ্যাপতি বলে এই বিচার, এখন হরির অভিসার ধনীর (করা) উচিত। ১২

এই রস গাহিয়া বিদ্যাপতি কহিতেছে, প্রার্থনা করিলে কে ছিন্নবস্ত্র না পায় ? ১৪

১১৩

যদি তোর অবকাশ কখনও নাই, তবে কিসের জন্য সেখানে আমাকে পাঠাইলি। ২

তোর হৃদয় ও বচন স্থির নহে, যেমন পদ্মের পাতায় জল বহিয়া যায়। অর্থাৎ পদ্মপত্রে জল স্থির থাকে না। ৪

এখন কি কহিব, কহিলে অকাজ, অস্থির মনের মধ্যস্থের সমান কাজ হইল। ৬

আশার জন্য কত শাস্তি সহিব ? আমড়ার কাঠ ভারী হয় না অর্থাৎ তোমার হৃদয় আমড়ার কাঠের মত হালকা। ৮

তুই নাগরী, রূপ গুণের গৃহ, দিন দিন বুঝিলাম তোর স্নেহ বড় কঠিন। ১০

তাঁহার (মুখে) সর্বদা তোর প্রস্তাব অর্থাৎ কথা, যেন নির্ধনের মন (অর্থ ছাড়া) কোথাও ধাবিত হয় না। ১২

১১৪†

সুন্দর মন্দিরে (গৃহে) স্থির থাকে না, বচনে কান দেয় না। বস্ত্র, কেশ কোনটাই সংবরণ করে না, কত আর বুঝাইব ? ২

রামা, সবই তোরই উদ্দেশে, বিরহে আকুল (হইয়া) কানাই দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ৪

স্বপ্নের জন্য, শয্যা বরণ করে তোকে স্পর্শ করিবার জন্য অর্থাৎ স্বপ্নে তোকে স্পর্শ করিবার জন্য শয্যা বরণ করে, (কিন্তু) মদন নয়ন মুদিতে দেয় না, হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ৬

১১৫

তুই কুলবতী রমণী, তোর কুলেতে মতি ও অনুরাগ, তোর বাঁকা দৃষ্টিতে মুরারি ভুলিল। ২

উচিত কথা বলিতেছি, এখন মন দিয়া শোন, তাহার হৃদয় সংশয়ে পড়িল। ৪

* ইহাও সম্ভবতঃ বাঙালী বিদ্যাপতির পদ।

† পদটী সন্দেহজনক।

সুন্দরি, কি বলিব, বলিতে লজ্জা করে, সে পরের সহিতও কথা বলিতে বিহ্বল হইল। ৬

স্থাবর জঙ্গম মনে অনুমান করি, সব বিষয়েই তোর ভাব হয়, অর্থাৎ যাহা দেখে তাহাই মনে হয় যেন তোমাকেই দেখিতেছি। ৮

আর কি বলিয়া যে তোকে বুঝাইব? যেন উন্মত্ত (মাধব) আমাকে পাগল করিয়াছে। ১০

১১৬

আশাতে গৃহে রাত্রি যাপন করে, সুখে শয্যায় শয়ন করে না, যখন যাহা যেখানে দেখে, তাহাতেই তোর অনুমান হয়। ২

মালতি, তোর জীবন সফল, তোর বিরহে ভুবন ভ্রমণ করিয়া ভ্রমর (মাধব) বিহ্বল হইল। ৪

জাতী, কেতকী কত আছে, সকলেরই রস সমান। স্বপ্নেও তাহাদের দেখে না, মধু কি করিয়া পান করিবে। ৬

বন, উপবন, কুঞ্জ-কুটীর সকলেই তোকে নিরূপণ করে। তোর বিরহে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রেমই সত্য। ৮

সহকারের নব সৌরভ সহিতে পারে না, গুঞ্জরিয়া গান গাহে না, চতুর পাপ চিন্তায় আকুল হয়, হর্ষে সব শোভা পায় অর্থাৎ চতুর ব্যক্তি দুশ্চিন্তায় আকুল হয়, কিন্তু আনন্দের সময় সমস্ত দ্রব্যই ভাল লাগে। ১০

যাহার হৃদয় যেস্থানে অনুরাগী, সে সেই স্থানেই বেগে ধাবিত হয়। যদিও সযত্নে জলকে বাঁধিয়া রোধ করে, তথাপি সে নীচের দিকে স্থির হয়। ১২

কবি বিদ্যাপতি বলে, রাণী লখিমা দেবীর স্বামী সকল গুণনিধান রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ১৪

১১৭

অন্যকে তোরই নামে ডাকে, তোর কথা কহিয়াই দিন কাটায়। ২

স্বপ্নেও তোর সঙ্গ-পাশ কখনও বিস্মৃত হয় না। ৪

সখি, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিস্? তাহার অপেক্ষা তোর অবস্থা ভাল। ৬

যেখানে যেখানে তোর সঙ্গে দেখা হইয়াছে, (সেখানে সেখানে) চকিত লোচনে চারিদিকে চায়। ৮

উঠিয়া আপনার ছায়া আলিঙ্গন করে. এতেও পাপিনি তোর দয়া হয় না। ১০

১১৮

সহজ প্রসন্ন মুখ-দর্শনে হৃদয়ে সুখ হয়, নয়নে তরল তরঙ্গ। আকাশ পাতালে বাস করে, চন্দ্র ও পদ্মের অঙ্গ কেমন করিয়া হইল অর্থাৎ মুখের ও চক্ষের মিলন কেমন করিয়া হইল। ২

বিধি দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মত রামাকে নির্মাণ করিল। কুচযুগলের শ্রী দেখিয়া স্বর্ণগিরি লজ্জায় দিগন্তরে গেল। কেহ বা এইরূপ বলে তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। অচল কেমন করিয়া সচল হইল। ৫

মাঝ তনু (কটি) ক্ষীণ, দেহ ভরে ভাঙ্গিয়া না যায়, ইহা সাজাইয়া বিধাতার অনুতাপ হইল। নীল পট্ট সুতা আনিয়া, অতিশয় সুদৃঢ় জানিয়া, যত্ন করিয়া রোমরাজি সৃষ্টি করিল। ৭

বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, রমণীতে কামের অনুরাগ রসিক জন জানে। রাণী লখিমা দেবী পূর্ব সুকৃতির ফলে শ্রীশিবসিংহকে কান্ত পাইলেন। ৯

১১৯

যাহার নয়ন যেখানেই লাগিল, সেখানেই শিথিল হইয়া গেল অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। তাহার রূপ সম্পূর্ণ নির্ণয় করে এমন কাহাকেও দেখি না। অর্থাৎ তোমার যে অঙ্গে দৃষ্টি পতিত হয়, সেই স্থানেই চক্ষু নিবিষ্ট থাকে, সম্পূর্ণ রূপ দেখিতে পায় না। ২

হে পদ্মাননা রাধিকে, জগতে যাহার বিনয় আছে, তাহার আবার প্রশংসা করি। ৩

স্থূল পয়োধর চিবুক চুম্বন করিতেছে, কি উপমা দিবে? চন্দ্রবদন ভয়ে লুকাইল, ফিরিয়া চকোরকে দেখে। ৫

১২০

রামা কত শোভা হইল, কত যত্নে, কত অদ্ভুত বিধান বিধাতা তোকে দিল। ২

সুন্দর বদনে সিন্দুরবিন্দু, শ্যামল কেশের ভার যেন রবি (সিন্দুর) ও শশী (মুখ) অন্ধকারকে (কেশকে) পশ্চাতে রাখিয়া এক সঙ্গে উদিত হইল। ৪

চঞ্চল নয়নে কুটিল দৃষ্টি করিতেছে, কাজল শোভা পাইতেছে যেন বায়ুতে আন্দোলিত ইন্দীবর ভ্রমর-ভারে উল্টাইয়া যাইতেছে। ৬

উন্নত বক্ষ বার বার দেখাইয়া বস্ত্র দ্বারা আবরণ করে। যদিও যত্নপূর্বক ঢাকিতে চায়, হিমাচল লুকায় না। ৮

এ হেন সুন্দরী, গুণের আধার, পুণ্যবান্ পুণ্যবশতঃ পায়, কবি বিদ্যাপতি গাহে, রূপ-নারায়ণ এই রস জানেন। ১০

১২১

কবরীর ভয়ে চামরী পর্বতের গুহায়, মুখের ভয়ে চাঁদ আকাশে, নয়নের ভয়ে হরিণ, (কণ্ঠ) স্বরের ভয়ে কোকিল, গতির ভয়ে গজ বনবাসে লুকাইল। ২

সুন্দরি, কেন আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া যাও? তোমার ভয়ে ইহারা সকলে দূরে পলায়ন করিল, পুনরায় তোমার কাহাকে ভয় অর্থাৎ কাহার ভয়ে তুমি আমার সহিত কথা না কহিয়া যাও। ৪

কুচ-ভয়ে পদ্মের কোরক জলে মুদ্রিত হইয়া থাকে, ঘট আগুনে প্রবেশ করে, দাড়িম্ব, শ্রীফল আকাশে বাস করে, আর শম্ভু বিষ পান করে। ৬

বাহুর ভয়ে মৃণাল পঙ্কে লুকাইল, হস্তের ভয়ে পল্লব কাঁপিতে লাগিল, বিদ্যাপতি বলে, এইরূপ মদনের কত কত প্রতাপ বলিব? ৮

১২২

যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃত আনিয়া মিলাইল, সেই রূপ (আমার) যাতনা হইল অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেমন জ্বলিয়া উঠে, তেমনি আমার যাতনা বৃদ্ধি হইল। তোমার দুইটী নয়ন, মদনের দুইটী বিষম শর, আমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ করিতেছে। ২

হরি হরি, কিসের জন্য, (হে) সুবদনা, মৃদু হাস্য করিয়া (আমাকে) দেখিতেছ, (আমার) জীবনে সন্দেহ পড়িল। ৪

অপূর্ব সুন্দর স্থূল পয়োধরের উপর মুক্তার হার যেন সুবর্ণগিরির উপর স্বচ্ছ বারির দুইটী সুরসরিৎ (স্বর্গঙ্গার) ধারা বহিতেছে। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, রসিকশ্রেষ্ঠ শুন, সব উদ্যোগই হইতে পারে অর্থাৎ চেষ্টা করিলে বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। উদার নরপতি শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবীর পতি (কান্ত)। ৮

১২৩

সুন্দরি, তোর বিবেচনা উত্তম অর্থাৎ তুই বুদ্ধিমতী। বিনা পরিচয়ে প্রেমাঙ্কুর অনেক পল্লব প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ পরিচয় না হইয়াই প্রেম বাড়িতেছে। ২

কখন শুভদিন হইবে যে, তোর বদন দেখিব। বহুদিন ভ্রমর ক্ষুধিত রহিয়াছে—চকোর চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রের সুধা পান করিবে। ৪

বিদ্যাপতি বলে, সকল গুণনিধান রমাপতি শ্রবণ কর, চিরজীবী রায় দামোদর দশ শত অবধান করিতে পারে। অর্থাৎ চিরজীবী রায় দামোদর অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, সে বহু বিষয় একসঙ্গে অবধান করিতে পারে। ৬

১২৪

ভ্রূলতা বিশেষ কঠোর দেখিতেছি, কাজলে বঙ্কিম করিয়া হাসিয়া গুণ জুড়িয়াছে। ২

ধনুতে অতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তীর (সন্ধান করিয়া) ব্যাধ মদন (আমাকে) বধ করিতেছে (ইহা) বিশেষ অপরাধ। ৪

সুন্দরি, মন দিয়া আমার বচন শ্রবণ কর। মদনের হাত হইতে আমাকে ছাড়াইয়া লও। ৬

কামের প্রহার কে সহিতে পারে, কত পরাজয় (হয়) (ইহার) প্রতীকার কি? ৮

এই তিন জগতেও বিমল যশ গ্রহণ কর, কুচযুগ শম্ভু শরণ আমাকে দাও। ১০

১২৫

মুক্তা-মাণিক্যের তুল্য ফুল আমি তুলিতে গেলাম। ১

সজনি, (আমার) সাজি কাড়িয়া লইল। ৩

গুরুতর আরতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল অর্থাৎ চক্ষের অনুরাগ প্রকাশের ব্যাকুলতা নষ্ট করিয়াই দিবসে চক্ষু সম্মুখে চুরি করিল। ৫

কানাই, পরের সামগ্রীতে এত লোভ? যে গোষ্ঠী

নহে তাহার পক্ষে শোভা পায় অর্থাৎ তাহার প্রবৃত্তি শোভাযুক্ত। ৭

নিকুঞ্জের সমাজে (এই কাজ করিতে) তোমার মুখে লজ্জা হয় না। ৯

অপযশ-রাশি ঢাকা থাকে না। ১০

যখন নাগরের নগরে যাই, তখন কানাই যেরূপ করে তাহাতে লজ্জা পাই। ১২

স্থূল পয়োধরের ভার, মদন রাজার ভাণ্ডার। ১৪

তাহার মাথা (শীর্ষ) রত্নে (রত্নহারে) মণ্ডিত। হাত দিও না মলিন হইয়া যাইবে। ১৬

কবি কণ্ঠহার বলিতেছে, এখানে থাকিতে কে পারে ? ১৮

সকল কলারসে যে গুণবান্, রত্নসম লখিমাপতি শ্রীশিবসিংহ (এই) তন্ত্র (অনুষ্ঠানপদ্ধতি) অবগত আছেন। ২১

১২৬

কুঞ্জভবন হইতে বাহির হইলে গিরিধারী পথ রুদ্ধ করিল। হে মাধব, এই নগরে বাস কর, বাটপাড়ি অর্থাৎ বাহাজানি করিও না। ২

কানাই, আমার অঞ্চল ছাড়িয়া দাও, নূতন সাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে। সমস্ত জগৎ তোমার অপযশে ভরিবে— (আমাকে) বিবস্ত্রা করিও না। ৪

সঙ্গের সঙ্গিনী অগ্রসর হইয়া গেল, আমি একাকিনী ধনী, একে অন্ধকার রজনী (তাহাতে) দামিনী আসিয়া চাইয়া ফেলিল। ৬

বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিল, হে গুণবতী রমণি, শোন, তুমি পরম নির্বোধ, হরি হইতে কিছু ভয় নাই। ৮

১২৭

কানাই, হাত ধরিয়া আমাকে পার কর, আমি অপূর্ব হার (তোমাকে) দিব। ২

কানাই, আমার সখীরা সব আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, না জানি কোন পথে গেল। ৪

কানাই, আমি তোমার নিকটে যাইব না, আঘাটার ঘাটে যাইব। ৬

বিদ্যাপতি এই বলিতেছে, ভগবান্‌কে (মাধবকে) হৃদয়ে ধরিয়া ভজন কর। ৮

১২৮*

তোমার গুণ, গৌরব, স্বভাবের শীলতা শুনিয়াই তোমার নৌকায় চড়িলাম। ২

কানাই, হঠ অর্থাৎ জিদ্ করিও না, আমাকে পার কর। সকলের শ্রেষ্ঠ হইতেছে পরোপকার। ৪

আমার সঙ্গে (যে) সকল সখী আসিল, তাহারা নিরাপদে পার হইল। ৬

কানাই, আমার তোমারই আশা, যাহা যাহা স্বীকার করিয়াছ তাহাতে উদাসীন হইও না। ৮

পরিণাম ভাল কি মন্দ তাহা বুঝিয়া করিও, যশ ও অপযশ দুই এই স্থানেই পাইয়া যায়। ১০

আমি অবলা কত আর বলিব, (তোমার) অধীনে পড়িয়াছি, বিবেচনা করিও। ১২

তুমি পর পুরুষ আর আমি পর নারী, তোমার স্বভাব বিচার করিয়া (আমার) মন কাঁপিতেছে। ১৪

বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছে, রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ এই রস সমস্তই পান। ১৬

১২৯†

গোয়ালা নৌকা দোলাইতেছে, প্রাণ থাকিতেও জীব পাইব না, জল স্রোতপূর্ণ। অর্থাৎ মাধব ছল করিয়া নৌকা দোলাইতেছেন, যেন রাধার ভয় হইতেছে ডুবিয়া যাইবে। খেয়ার মূল্য লয় না, হাসিয়া হাসিয়া কি যেন বলে; হৃদয় কাঁপিতেছে। ২

নিজে কেন (দুগ্ধ) বিক্রয় করিতে আসিলাম, আমারই পাপে আমাকে যেন বড় সাপে ঘিরিয়া ফেলিল। পরকে উপহাস করিতাম, বিধির বন্ধনে পড়িয়াছি। আর কোন আশা নাই। ৪

ওরে অবুঝ গোপিকা, বুঝিস্ না, দেব মুরারিকে ভজনা কর, (ইহা) গালি নয়, অর্থাৎ মুরারিকে ভজনা করা গালির কথা নয়। কবি বিদ্যাপতি বলে, নূতন কানাই রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ৬

১৩০‡

কুচে নখর লাগিবে সখীজন দেখিবে, গিরি কেমন করিয়া নূতন শশিরেখা লুকাইবে ? ২

* এই পদটী সন্দেহজনক। ইহা নৌকাখণ্ডের পদ।

† ইহা নৌকাখণ্ডের পদ।

‡ ইহা সম্ভোগের পদ।

অতিশয় আরতির (অনুরাগের) লোভ করিতে নাই, সকলেই সর্বাগ্রে মুখশোভা (লোকলজ্জা) রাখে। ৪

হরি হৃদয়ের হার অপহরণ করিও না। প্রথম পসারেই (দোকানের প্রথম সামগ্রীতেই) অর্থাৎ নূতন যৌবনে দুই কুলে অপযশ হইবে। ৬

উচিতমত নিজের খেয়ার পারাণী লও। রসিক ব্যক্তি গোপীজনের মান রাখে। ৮

তুমি যদুবংশের আর আমি সৎকুলের গোপী, হে বনমালি, অনুচিত পথ (ব্যবহার) করিও না।১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, ওরে গোপী, মুরারির আদর অধিক পুণ্যেই সম্ভব হয়।১২

*সুষমাদেবী-পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন।১৪

সখী-শিক্ষা

১৩১

সুন্দরী, প্রথমে কুটিল কটাক্ষে নাগর দশলক্ষ জীবন জোখা দিয়া যাকে অর্থাৎ একটী কুটিল কটাক্ষ দশ লক্ষ জীবনের সমান পরিমাপ করিয়া থাকে। ২

কেহ সুধাসম সুন্দর হাস দেয়, যেরূপ প্রথম বিক্রয় সেইরূপ (পরে) বিক্রয় (হয়)। ৪

(হে) সুন্দরি শুন, মদনের নবীন পসার সদাগর আসিলে গোপন করিও না। ৬

রাগ দেখাইয়া রস গোপন করিয়া রাখিবে, (কেননা) রত্ন ধরিয়া রাখিলে (পরে তাহার) মূল্য অধিক হয়। ৮

নাথকে ভাল করিয়া হৃদয় বুঝাইবে না অর্থাৎ মনের ভাব বুঝিতে দিবে না। গ্রাহকের আগ্রহ (হইলে) বিক্রেয় সামগ্রী মহার্ঘ হইবে অর্থাৎ মূল্য বাড়িয়া যাইবে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, (হে) চতুরা, শুন, সুহৃদের বচন হৃদয়ে আনিয়া রাখিবে। ১২

১৩২

প্রথমে অলকা-তিলক সাজাইয়া লইবে। চঞ্চল লোচন কজ্জলে অঙ্কিত করিবে। ২

অঙ্গ বসনে গোপন করিয়া লইয়া যাইবে। দূরে (দূরে) থাকিবে তাহাতে (সে) অর্থিত (প্রার্থী) হইবে। ৪

মুখ ফিরাইয়া সখি (কথা) বলিবে (এবং বার বার) লজ্জিত থাকিবে অর্থাৎ লজ্জা দেখাইবে। কুটিল নয়নে মদন জাগাইয়া দিবে। ৬

কুচ ঢাকিবে, কান্তকে দেখাইবে অর্থাৎ কুচ ঢাকিবার ছলে কান্তকে তাহা দেখাইবে। দৃঢ় করিয়া নীবির প্রান্ত বন্ধন করিবে। ৮

মান করিয়া কিছু ভাব দেখিবে অর্থাৎ কান্ত কি করে দেখিবে। রস (ভবিষ্যতের জন্য) রাখিবে তাহা হইলে (সে) পুনঃ পুনঃ আসিবে। ১০

আমি আর কি রস-রঙ্গ শিখাইব। অনঙ্গ নিজেই গুরু হইয়া বলিবে। ১২

বিদ্যাপতি বলিতেছে, এই রস গান করি; চতুরা স্ত্রীর ভাব বুঝায়। ১৪

১৩৩

আপনি নাগরী, আপনি দূতী, সে অভিসার বহুলোক জানে না। ২

তৃতীয় কর্ণকে (ব্যক্তিকে) জানাইয়া কি ফল। নাগরকে নয়নে বাঁধিয়া আনিবে। ৪

হে সখি (তুমি) আপনার কাজ রক্ষা কর অর্থাৎ নিজের কাজ নিজেই কর। পরের দ্বারা যেন কাজ করিও না। ৬

পরের দ্বারা কাজ করিলে, অনুদিন অনুক্ষণ লজ্জা পাইবে। ৮

দুই দিকে (হইলে) অর্থাৎ নাগরী ও দূতী দুইজন হইলে একের সহিত বিরোধে তাহার নিষেধ-কথা অপরে প্রকাশ করিয়া দেয়। ১০

১৩৪†

হে সখি বিশেষ কথা শুন। আজ আমি তোমাকে উপদেশ দিব। ২

প্রথমে শয্যার সীমায় বসিবে। প্রিয়ের মুখ দেখিয়াই গ্রীবা ফিরাইবে। ৪

স্পর্শ করিলে দুই কর দিয়া (তাহার) হাতকে বাধা দিবে। প্রভু কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৌন হইয়া থাকিবে

যখন আমি (তোমার) করে (তোমার) কর দিয়া সমর্পণ করিব, (তখন) সভয়ে কাঁপিয়া উল্টিয়া ধরিবে।

* রাজা শিবসিংহের অপর পত্নী সুষমাদেবী।

† এই পদটী বিদ্যাপতির নয় বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন।

বিদ্যাপতি বলে, ইহা রসের ঠাট। কামদেব গুরু হইয়া পাঠ শিখান। ১০

১৩৫

(হে) সজনি তোর প্রথম পসার (দোকান)। আমার কথা মত ব্যবহার (সওদা) কর। ২

অধরের নিকটে অমৃতের সাগর পাইলে নাগর গ্রাস করিবে। ৪

মৃদু মৃদু কথায় বুঝাইয়া বলিবে। কুগ্রামবাসীই (নির্বোধ গেঁয়ো লোকই) গরুর মত মুখ দিয়া পান করে। ৬

ভাল (লোকের) হাতে প্রথম বউনি। যেন গোপীদের সহিত (নিকটে) উপহাস না হয়। ৮

মন্দ কাজে মন্দ (ব্যক্তিই) রাগ করে। ভাল (যে সে) অল্প পাইলেই তুষ্ট হয়। ১০

১৩৬

হে সখি পরিহার কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমি সেই প্রিয়ের নিকটে যাইব না। ২

আমি বচন-চাতুরী কিছুই জানি না। ইঙ্গিত বুঝি না, মান জানি না। ৪

সখীগণ মিলিয়া বেশ সাজাইয়া দেয়। আপনার কেশ আমি বাঁধিতে জানি না। ৬

কখনও সুরতের কথা শুনি নাই। মাধবের সহিত কি প্রকারে মিলিত হইব। ৮

সে অভিজ্ঞ রসিক নাগরশ্রেষ্ঠ। আমি অবলা অতি অল্পজ্ঞান। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, তোমাকে কি বলিব। আজিকার মিলন সমুচিত হইতেছে। ১২

১৩৭

(আমি) প্রেমরস জানি না, রতিরঙ্গ জানি না। কি প্রকারে সুপুরুষের সহিত মিলিত হইব। ২

তোমার কথায় যদি প্রেম করি। আমি শিশু বুদ্ধি, অপযশে অত্যন্ত ভীত। ৪

হে সখি! আমি তোমাকে এখন কি বলিব। তাহার সহিত কখনও রসের কথা হয় না। ৬

সে রসিকশ্রেষ্ঠ, (তার) নবীন অনুরাগ। মদনের অন্তরে মনোরথ জাগিয়া উঠিবে। ৮

দেখিলেই সে আলিঙ্গন করিবে। জীবন যখন বাহির হইবে তখন কে রক্ষা করিবে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, ভয় মিথ্যা। শুন, তাহার বিলাস এ রকম নয়। ১২

১৩৮

সখি, কেন ভয় করিতেছিস্, আমি সঙ্গে যাইতেছি। মাধব তোর অঙ্গ ছুঁইবে না। ২

এই রজনীতে ফুলবনের ভিতরে কে একজন নানা আভরণে সজ্জিত হইয়া ফিরিতেছে। ৪

পুষ্পের ভয়ঙ্কর ধনুক হস্তে ধারণ করিয়া (আছে), সে রমণী দেখিয়া শর-সন্ধান করে। ৬

অতএব চল সখি কুঞ্জের ভিতর যেখানে মহা পরাক্রমশালী হরি আছেন। ৮

এই সব বলিয়া সুন্দরীকে হরির নিকটে আনিল (যেখানে) বল্লভের (হরির) সুখ-অভিলাষ ফলবান্ হইল। ১০

১৩৯

ভয় পরিত্যাগ কর, মনে কিছু ত্রাস রাখিও না। আশঙ্কা করিও না প্রিয়ের নিকটে চল। ২

দুর্মতি দূর কর, এই বলিলাম, বিনা দুঃখে সুখ কখনও হয় না। ৪

অর্ধতিল (সম) দুঃখ, জন্ম ভরিয়া সুখ, ইহার জন্য ধনি, বিমুখ কেন হও। ৬

একতিল দুই চক্ষু মুদিত কর, রোগী যেরূপে ঔষধ পান করে। ৮

হে সুন্দরি, চল, বেশ (ভূষা) করিতে চল। বিদ্যাপতি বলে, ইহাই বিচার। ১০

১৪০

শয্যার প্রান্তে এখন থাকিয়া পূর্বের সকল স্বভাব দূর কর। ২

নত মুখে লজ্জা পরিত্যাগ কর, ছল করিয়া তুমি চরণের দ্বারা (অর্থাৎ চরণের অঙ্গুলি দিয়া) পৃথিবীতে (মাটিতে) কত লিখিতেছ। ৪

বামা, প্রিয়তমের পার্শ্বে অবস্থান কর, অপূর্ব মিলনে ভয় ত্যাগ কর। ৬

প্রিয়তমের সঙ্গে প্রথম মিলন (যেন) পদ্মের সহিত ভ্রমরের কেলি (মিলন) হউক। ৮

তুমি সংশয় দূর কর, রসিক (তোমায়) কামনা করে, আমার বস্ত্র ছাড়িয়া দাও। ১০

কবি বিদ্যাপতি বলে, অভিনব মিলনে ত্রাস ত্যাগ কর। ১২

১৪১*

আমাকে দেখাইয়া (সে) নানা প্রকার বেশ করে। আমাকে দেখিয়া তাহার দেহ (আনন্দে) উথলিয়া উঠে, সুন্দরী আজ সুরত-শৃঙ্গারে (বেশে) আসিয়া স্পর্শ করিতেই থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ২

হে কানাই, শোন আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, সকল কাজ আমি বুঝিলাম, বুঝাইলাম, (কিন্তু) রমণীর মন বুঝিল না। ৪

অভিনব (নূতন) কামদেবের নাম পুনরায় শুনিতেই গুণ (ভঙ্গী) দেখাইয়া রাগ দেখায়। শক্রসম গঞ্জনা করে, পুনরায় স্বীয় মনোরথে মনকে রঞ্জিত করে। ৬

মনে জীবনের অধিক করিয়া মানে, আশঙ্কায় (ভয়ে) গণনা অর্থাৎ প্রকাশ করে না। কবিশেখর বলে, রসিক জন সহজে কেলি-বিলাস-বিষয়ে অনুরক্ত। ৮

১৪২

যতদিন মালতী (পুষ্প) প্রকাশ (বিকসিত) হয় না, ততদিন তাহার উপরে ভ্রমর বিলাস করে না। ২

(বিত্ত-) শূন্য দরিদ্র লোভ ত্যাগ করিবে। কেহ কি সহসা কূপে ডুবিয়া বিপাকে পড়ে। ৪

ভ্রমর (কানাই) এমন অনুবন্ধ (চেষ্টা) পরিত্যাগ কর, সুকোমল পদ্মে মধু বিলীন হইয়া রহিয়াছে। ৬

এখনই এমন সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছ, ও (রাধা) অতিশয় শিশু, রঙ্গ জানে না। ৮

ভ্রমর তুমি কঠিন জ্ঞান করিতেছ, নিজের আর্তি (অনুরাগ ও ব্যাকুলতা) অন্যে পায় না। ১০

১৪৩†

সুন্দর কানাই, শোন, সুন্দরী রাধিকা তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছে। ২

কমলিনী কোমলাঙ্গী, তুমি ক্ষুধিত ভ্রমর। ৪

সহজেই মধু পান করিবি, যেন পঞ্চবাণকে (কন্দর্পকে) ভুলিয়া যাইবি। ৬

প্রবোধ দিয়া কুচভার স্পর্শ করিবি, যেমন মধুপ কমলকে স্পর্শ করে। ৮

মতির হার গণনা করিবার ছলনায় স্তনভার স্পর্শ করিবি। ১০

রতি-রস রঙ্গ বুঝে না, ক্ষণে অনুমতি দেয়, ক্ষণে ভঙ্গ করে অর্থাৎ পলায়ন করে। ১২

শিরীষ-পুষ্প তুল্য তনু, ধীরে ধীরে পুষ্পধনু সহ্য করাইবি। ১৪

বিদ্যাপতি কবি গান করে, তোর চরণে দূতীর ইহাই মিনতি। ১৬

১৪৪‡

বিলাসিনী বালাকে (রাইকে) সযতনে আনিয়া দিলাম, রাখিয়া (রক্ষা করিয়া) রমণ করিবে, যেমন করিয়া ভ্রমর ফুল ভাঙ্গে না, (কিন্তু) মধু মাখিয়া খায়। ২

মাধব সেই প্রকার মিলন করিবে (যাহাতে) বিনা ডাকে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় দ্বিতীয়বার তোমার আলয়ে আসে। ৪

শিরীষ-ফুলের ন্যায় কোমল সে ধনী, তুমিও সেইরূপ কোমল। কানাই, ইসারার উপর কেলি করিবে, যাহাতে পরাজয় জানিতে না পারে। ৬

দিনে দিনে দ্বিগুণ প্রেম বাড়াইতে থাকিবে, যেমন মনোহর চন্দ্র বাড়িতে থাকে। ছল করিয়াও কিছু মন্দ কথা বলিবে না, হাসিতে হাসিতে নিকটে যাইবে। ৮

১৪৫

রসিকপনা আজ বুঝাইব। সকল রমণী-সমাজকে বঞ্চনা করিয়া রাইমণি-রত্নকে অতি যতনে আনিলাম। ২

শিরীষ-কুসুমের ন্যায় তনু অত্যন্ত সুকুমার। দৃঢ় অনুরাগে আলিঙ্গন কর, নির্ভয়ে কেলি কর, অপর কেহ (এই) মিলন বুঝিতে পারিবে না, ভ্রমরের ভারে মঞ্জরী ভাঙ্গে না। ৪

পিরীতির কথা বলিয়া কাছে বসাইবে, নখাঘাত

*এ পদটী সম্ভবতঃ রায়শেখরের।

‡এই পদটীকে কেহ বাঙালী বিদ্যাপতির ব লিয়া মনে করেন।

করিয়া কোলে আনিবে। যদি সুন্দরী না না বলিয়া কাতর কপটবাক্য বলে তাহাতে যেন ভুলিও না। ৬

১৪৬*

সুকুমার অঙ্গ পরাভব মানিবে তাহাতে ত্যাগ করিবে না। কেহ কি কোথাও দেখিয়াছে যে মধুকরের ভারে মঞ্জরী ভাঙ্গিয়া পড়ে। ২

মাধব আমার বচন ধর অর্থাৎ রাখ। না না করিলে প্রত্যয় করিবে না, অস্থানে ভুল হইবে অর্থাৎ যেখানে ভুল হওয়া উচিত নয় সেখানেই ভুল হইবে। ৪

অধর রসশূন্য করিয়া ধূসর করিবে, সদ্ভাব জন্মিবে, দিনে দিনে চন্দ্র-কলার বৃদ্ধির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে রতি সুখ অধিক হইবে। ৬

১৪৭*

স্বভাবতঃই কৃশ দেহ, মধ্য অর্থাৎ কটি দুইখানি (হইয়াছে), শিরীষ-ফুলের মত আকৃতি। তুমি মন্মথ, কেমন করিয়া রতি অবলম্বন করিবে, কন্দর্পের মায়া অভিনব। ২

মাধব, গাঢ় আলিঙ্গন ত্যাগ করিবে, অনুমান হয়, জীবনের সঙ্গে মদন-বৃক্ষের মূল (আরম্ভ) ভাঙ্গিয়া যাইবে। ৪

শিশুকাল ছিল, সে ভয়ে পলায়ন করিল, যৌবন নূতন নিবাসী। কোমল কামিনীতে পঞ্চশর পৌঁছিবে, যেন উদাসী হইও না। ৬

তোমার চাতুরী যখন হৃদয়ে ধরিবে সম্পূর্ণরূপে রস তখন বুঝিবে। এখন বুদ্ধি কম, বুঝিবার মত শক্তি নাই, প্রাণ রাখিয়া কেলি করিবে। ৮

তুমি নাগর, ধনীর প্রাণের ন্যায় তনু কাঁচা এইরূপ মানিবে, সেইমত কেলি করিবে যাহাতে পুনর্বার মিলিত হয়। বণিকেরা মূলধন রক্ষা করিয়া থাকে। ১০

দূতি, মন দিয়া শ্রবণ কর, আমারও ঐরূপ মনে হয়, সব অনুতাপ দূর কর। কর্প যদিও অতিশয় কোমল তথাপি মধুকরের ভরে ঢলিয়া পড়ে না। ১২

* ১৪৬ ও ১৪৭ পদ-সম্বন্ধে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

১৪৮

প্রথম সমাগম-কালে মদনদেব ক্ষুধিত, ধনীর শক্তি জানিয়া রতিলীলা করিবে। ২

আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া শক্তি প্রকাশ করিও না। অতীব ক্ষুধার্ত হইলেও কেহ দুই করে (গ্রাসে) আহার করে না। ৪

কানাই, তুমি যদি চতুর হও, কে না জানে যে মাহুতের নিকট হাতী নম্র হয় অর্থাৎ মাহুত হস্তীকে বশ করে ছলে, বলে নয়, সেইরূপ তুমিও কৌশলে রাধাকে বশ করিবে। ৬

তোমার গুণগান (করিয়া) কত বুঝাইলাম, সকল সখীরাই প্রথমে সান্ত্বনা দিয়া গেল। ৮

শক্তি-প্রয়োগ করিলে রতির ক্রমানুসারী আনন্দ হইবে না; কমনীয়া রমণীর বিপরীত শাস্তি ঘটিবে। ১০

যতক্ষণ বেগ সহ্য করিবে ততক্ষণ বিলাস করিবে। অনিচ্ছা বুঝিলে কাছে যাইও না। ১২

ত্যাগ করিয়া আবার দ্রুতবেগে হাত ধরিবে না, যেমন রাহু চাঁদকে উদ্গার করিয়া আবার গ্রাস করে। ১৪

বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুকোমলাঙ্গী শিরীষ-কুসুমকে মধুকরের ন্যায় ছলনায় (উপভোগ করিবে)। ১৬

১৪৯

তিনের পর অর্থাৎ তিন স্বরবর্ণের (অ আ ই বর্ণের) পর (যে স্বরবর্ণ অর্থাৎ 'আ') তৃতীয়ের বামে অর্থাৎ তৃতীয় স্বরের (=ই-কারের বামদিকে) তাহাতে অর্থাৎ 'আ'-এই বর্ণে (পরবর্তী) তৃতীয় স্বর অর্থাৎ 'উ'-কার (যোগ কর)। আ+উ=আউ (মৈথিল -আও)=এস। (যেহেতু) ধনীর (সুন্দরীর) দেহ (ঠাম) তিনের পর তৃতীয়ের (ন্যায়) (হইয়াছে); অর্থাৎ সুন্দরীর দেহ (৩+২=৫ পঞ্চ) পঞ্চবাণের ন্যায় হইয়াছে। ২

ফুল (প্রস্ফুটিতা ধনী) তিন তিন করিয়া অর্থাৎ মাধব (নামের) তিন বর্ণ উচ্চারণ করিয়া করিয়া (শেষে) কোপান্বিত হইয়াছে (রোষলি)। (কারণ) মাধব তৃতীয় বর্ণের পর তৃতীয় দিবসের অর্থাৎ বৃহস্পতির তুল্য। [বৃহস্পতি বলিলে জীব=জীবন বুঝায়; সুতরাং মাধব জীবনের তুল্য]। ৪

(ধনী) তিন তিন (=মাধব) উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া পড়িল। (হে) মাধব (তাহার) সাক্ষী তিনের তৃতীয় অর্থাৎ তৃতীয় দিসের পর তৃতীয়=বৃহস্পতি=জীবন। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, তিনের স্নেহ (অর্থাৎ এই তিন বর্ণে যে স্নেহ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা) নাগরের প্রতি নারীর স্নেহ। ৮

১৫০

মাধব যাইতে যাইতে পথে রামাকে দেখিল। তাহার গতি গরুড়াসনের (=কৃষ্ণের) বন্ধুর (=অর্জুনের) পিতার (=ইন্দ্রের) বাহনের (=ঐরাবতের) ন্যায় অভিরাম। ২

(সে) রূপে দক্ষের চতুর্থী কন্যার (=রোহিণীর) পতির (=সোমের) ভগিনীর (=রুক্মিণী অর্থাৎ লক্ষ্মীর) তনয়ের (=প্রদ্যুম্নের অর্থাৎ কামদেবের) পত্নীর (=রতির) সমতুল্য। সুরপতির (=ইন্দ্রের) অরির (=হিমালয়ের) কন্যার (=পার্বতীর) পতির (=শিবের) বৈরীর (=কামদেবের) অপেক্ষা অধিকতর অনুপম বলিয়া। ৪

(তাহার) মুখকান্তি অদিতির তনযগণের (=দেবগণের) বৈরীর (=দৈত্যগণের) গুরুর (=শুক্রের অর্থাৎ শুক্রবারের) পর যে চতুর্থ (=সোমবার অর্থাৎ চন্দ্র) তাহার ন্যায়।

কুম্ভের পুত্র (=অগস্ত্য), তাহার অশনের (=খাদ্যের অর্থাৎ সমুদ্রের) তনয় (=মুক্তা), তাহার রত্ন (সে) বসাইয়াছে অর্থাৎ সে মুক্তাহার পরিয়াছে। ৬

নন্দের ঘরণীর (=যশোদার) কন্যার (=মায়ার অর্থাৎ দুর্গার) বাহনের (=সিংহের) ন্যায় তাহার মধ্যদেশের (=কটির) ক্ষীণতা।

কামধেনুর পতির (=বৃষের) পতির (=শিবের) প্রিয় ফলের (=বিল্বফলের) ন্যায় (তাহার উরজ (বক্ষ) গোল। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠাগণ শ্রবণ কর, তাহার রূপের রঙ্গ অপূর্ব।

রাবণের অরির (=রামের) পত্নীর (=সীতার) পিতার (=জনকের) তপস্যার ন্যায় তপস্যা করিলে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০

১৫১

(হে) মাধব, আজ তোমার সুন্দরীকে দেখিলাম। ভূতলের নৃপতির (=বলির) সুতের (=বাণাসুরের) কন্যার (=উষার) পতির (=অনিরুদ্ধের) পিতার (=প্রদ্যুম্নের) পিতার (=কৃষ্ণের) পত্নীর (লক্ষ্মীর) পিতার (=সমুদ্রের) পুত্রের (=চন্দ্রের) ন্যায় সাদৃশ্য তাহাতে আমি দেখিলাম। ৩

দশ দিক্ ও নিগমের (=বেদের) সহিত বিধির (=ব্রহ্মার) মুখের অর্ধ দিয়া অর্থাৎ (১০+৪+২) ষোল লাবণ্যশ্রী ও অন্যান্য শ্রীতে ভূষিত হইয়া (হে) মাধব, এ হেন তোমার রমণী তোমার রস (=প্রেম) প্রার্থনা করিতেছে। ৫

এই গীত গোরখ-ধনহারী অর্থাৎ অত্যন্ত জটিলার্থযুক্ত (সুতরাং) পণ্ডিতগণের পাঠ্য (এবং) মূর্খজনের নিকট প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। বিদ্যাপতি বলিতেছে, সেই চতুর জন যে ইহা অবধারণ করিয়া বুঝে। ৭

১৫২

হে মাধব, পথে যাইতে আমি রামাকে দেখিলাম অবলার (মাথার) সিন্দুর তারাগণ বেষ্টন করিয়াছে। তাহার চিকুর চামরের ন্যায়, তাহার উপমা নাই। ২

জলনিধির সুতের (=চন্দ্রের) ন্যায় তাহার বদনের শোভা; দন্তপংক্তি শিখর-বীজের ন্যায়। কনকলতার উপর যেন শ্রীফল দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। বিধি (তাহাকে) বহু প্রকারে রচনা করিল। ৪

অজসুতের রিপুর (=দুর্গার) বাহনের (=সিংহের) গতিতে সে পথ দিয়া চলিয়াছে। (সপ্ত) সমুদ্র ও (নব) গ্রহের (লাবণ্যশ্রীতে) অর্থাৎ ১৬ শ্রীতে সজ্জিত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠা কামিনী পতি-ভবনে চলিয়াছে। ৬

খগপতির (=চন্দ্রের তনয়ের (=মুক্তার) রিপুর (=হংসের) কন্যার (=যমুনার) গতির সমান গতি (কৃষ্ণের)। হরবাহনের (বৃষভের ন্যায়) (সে) তাহার (রাধার) দিকে চাহিতে চাহিতে দেখিল। কবি বিদ্যাপতি (ইহাই) বলিতেছে। ৮

মিলন

১৫৩

সুন্দরী প্রভুগৃহে চলিল। চারিদিকে সখীগণ হাত ধরিল। ২

গমন করিতে প্রেমগীতি লাগিল, যেমন রাহুর ভয়ে চন্দ্র কাঁপে। ৪

যাইবামাত্রই (কণ্ঠ-) হার ছিঁড়িয়া গেল, বসন-ভূষণ মলিন হইল। ৬

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাজল বহাইয়া (ভাসাইয়া) দিল, আতঙ্কে সিন্দুর নষ্ট হইয়া গেল। ৮

বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছে, দুঃখ সহিয়া সহিয়া (প্রথম মিলনের) সুখ পাইল। ১০

১৫৪

ওগো সখি, ওগো সখি, (আমাকে) লইয়া যাইও না, আমি নিতান্ত বালিকা, নাথ (মাধব) কামাকুল। ২

গুটি গুটি (একে একে) সব সখী বাহিরে চলিয়া গেল, প্রভু বজ্র-কবাট লাগাইয়া দিল। ৪

সেই (অবসরে) প্রাণপ্রভু জাগিল, অর্থাৎ কামাসক্ত হইল, বস্ত্র-সংবরণ করিতে জীবনান্ত হইল। ৬

না না করিতেই নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, ভ্রমর পদ্মকলি (লইয়া) টানাটানি করিতে লাগিল। ৮

যেমন পদ্মের উপর জল টলমল করে, সেইরূপ ধনীর অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ১০

কবিরাজ বিদ্যাপতি বলে, শোন, অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পুনরায় অগ্নিরই কাজ হয়। ১২

১৫৫

নব বিবাহিতা রমণী সহজেই ভীতা হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া আসিল। ২

প্রভুর কাছে (যাইতে) পা চলে না, ভয় মানিয়া (করিয়া) মাটি ধরিয়া রহিল। ৪

রমণীশ্রেষ্ঠা নত মুখে, নয়নে অশ্রু (লইয়া) স্বীয় অঙ্গে মিলিত হইয়া রহিল অর্থাৎ লজ্জাবশতঃ নিজদেহে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। ৬

১৫৬

কত অনুনয় করিয়া, কত সান্ত্বনা দিয়া, অনুগত হইয়া সখীগণ (রাধাকে) স্বামিগৃহে শয়ন করাইল। ২

ধনী বিমুখী হইয়া অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া শুইল, সম্মুখে ফিরিয়া (শুইল) না। যে [illegible] পলাইয়া গিয়াছে, কেহ কি তাহা ফিরাইতে পারে? ৪

[illegible], বিলাসিনী বালিকা, কোটি স্বর্ণ দিলেও মিলিয়া মিলে না (মিলনে সম্মতি দেয় না)। ৬

মুখ বস্ত্রে ঢাকিয়া রোদন করিয়া থাকে, মেঘের নীচে চন্দ্র প্রকাশ পায় না অর্থাৎ বসনাঞ্চলের নিম্নে মুখশশী প্রকাশ পায় না। ৮

নব কাঁচা স্বর্ণ(-নির্মিত) পয়োধরকে দুইটী বাহুর দ্বারা চাপিয়া প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে। ১০

জোর করিয়া কোলে বসাইলেও কাছে আসে না, হাতের উপর হাত রাখিয়া সঙ্কোচ করে। ১২

এতদিন শৈশব সঙ্গে আনিয়াছিল, এখন মদন আসিয়া পাঠ শিখাইবে। ১৪

আত্মীয়স্বজন ও গুরুজন উভয়েরই নিবারণে কন্দর্পের ভাণ্ডার মোহর দিয়া মুদ্রিত আছে অর্থাৎ বন্ধ আছে। ১৬

বিদ্যাপতি বলে, লখিমা-রমণ রাজা শিবসিংহের এই রসজ্ঞান আছে। ১৮

১৫৭

কোমলাঙ্গী বালা ব্যাকুল (হইয়াছে), শেষাবধি কে সখীকে প্রবোধ দিবে। ২

সখীকে প্রবোধ দিয়া যতনে শয্যায় দিল, প্রিয় (মাধব) হর্ষে হস্তধারণ করিল। ৪

না না করিতে করিতে চক্ষের জল প্রবাহিত হইল, ধনী শয্যায় শুইয়া রহিল। ৬

বিদ্যাপতি বলে, হে রসরাজ, চক্ষুলজ্জাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৮

১৫৮

সখীকে প্রবোধ দিয়া শয্যাতলে আনিল, প্রিয় আনন্দিত মনে নিজের হাতে (সখীর হাত) ধারণ করিল। ২

বালিকারে (রাধাকে) ছুঁইতেই সে মলিন হইয়া গেল, (যেন) চাঁদের কোলে কমল ম্লান হইয়া গেল। ৪

না না বলিতে নয়নে অশ্রুধারা বহিল, রাই শয্যার প্রান্তে শয়ন করিয়া রহিল। ৬

নীবিবন্ধ না খুলিয়া আলিঙ্গন করিল। পয়োধরে অল্প করস্পর্শ হইল। ৮

অঞ্চল দিয়া মুখ আবৃত করিয়া স্থির না হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ১০

বিদ্যাপতি বলে, ধৈর্যই সার, দিনে দিনে মদনের অধিকার হইতেছে। ১২

১৫৯

ধনী সযত্নে শয্যার প্রান্তে আসিল, পদাঙ্গুলি দিয়া মাটিতে লিখিল, গ্রীবা নত রহিল। ২

হে সখি, প্রিয়তমের পার্শ্বে রাধা বসিল, ভ্রূ বঙ্কিম করিয়া কাহাকে দেখিতেছে? ৪

প্রিয়ের প্রথম মিলনে নূতন রমণীশ্রেষ্ঠা। অনুনয় করিতে করিতেই অর্ধনিশা কাটিয়া গেল। ৬

বল্লভ হাত ধরিয়া কোলে বসাইল, ধনী বার বার না না বলিতে লাগিল। ৮

কোলে করিতেই সমস্ত শরীর আবৃত করিল, সান্ত্বনা মানে না, যেন সর্প শিশু। ১০

বিদ্যাপতি বলে, চতুরা নারী, অন্তরে দক্ষিণ, বাহিরে বাম, অর্থাৎ অন্তরে প্রসন্ন বাহিরে বিমুখ। ১২

১৬০

অধর (চুম্বন) চাহিলে মাথা নীচু করে। কুচে হাত সহ্য করিতে পারে না। ২

মুক্ত নীবিবন্ধ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকে। অঙ্কুরিত কন্দর্প কত প্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাকে। ৪

রমণী কোমলা, নাথ চতুর, কি প্রকারে কেলি সম্পন্ন হইবে। ৬

তখন কুচ-কোরক হস্তে ধারণ করিল, কাঁচা বদরি (কুল) রক্তবর্ণ হইল। ৮

(এখন নাথ) (পয়োধরে) নখ-রেখা দিতে চাহে, (নায়িকার) ভ্রূতে চন্দ্রের রেখা হয় না অর্থাৎ নখ-রেখা দিতে চাহিলেও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কপট ক্রোধ প্রদর্শন করে না। ১০

তাহার মুখের লোভে চাহিয়া রহিল, চন্দ্র কতবার বসনে ঢাকিবে অর্থাৎ নায়িকার বদন নাগর পুনঃ পুনঃ দেখিতে চাহিলেন, পুনঃ পুনঃ নায়িকা অঞ্চলে মুখ আবৃত করিতে লাগিল। ১২

১৬১

স্পর্শ করিতে (রাধা) চমকিয়া অর্ধপদ সরিয়া যায়, অনুমতি দান করে না, রসেও বাধা দেয় না। ২

অভিনব নাগর ও সুন্দরী নাগরীর মিলনে বৈদগ্ধ-রসের সীমা হইয়া গেল। ৪

বলপূর্বক আলিঙ্গন-আরম্ভের সময় হাত ঠেলিয়া দিয়া সুন্দরী মুখ সরাইয়া লইল। ৬

এক বলিতে ভয়ে অন্য কথা বলে, মর্মের কথা অর্থাৎ নিগূঢ় রহস্যের (কথা) বলিলে মৃদু হাস্য করিয়া মুখ বাঁকাইয়া লয় অর্থাৎ অপর দিকে ফিরাইয়া লয়। ৮

রতিরণরঙ্গে পশ্চাৎপদ হইল না, কাম কি প্রকারে যশ লইল জানি না। ১০

১৬২

রামার মুখে চোখে জল বহিতেছে, কুরঙ্গিণী কেশরীর কোলে কাঁপিতেছে? ২

প্রথম (হস্তে) চিকুর, দ্বিতীয় (হস্তে) গ্রীবা, তৃতীয় (হস্তে) চিবুক এবং চতুর্থ (হস্তে) পয়োধর-প্রান্ত গ্রহণ করিল। ৪

নীবিবন্ধন খুলিবার অবসর (আর) রহিল না, পঞ্চম হস্তের (জন্য) আশা বাড়িল অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা হইল। ৬

রাধা-মাধবের প্রথম মিলন, ক্রীড়ায় কামের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। ৮

বিদ্যাপতি বলে, প্রথমের রীতি, অর্থাৎ প্রথম মিলনের এই নিয়ম। দিনে দিনে বালিকা পিরীতি বুঝিতে পারিবে। ১০

১৬৩

একে ধনী পদ্মিনী তাহাতে স্বভাবতঃ ছোট, হাত ধরিলে কোটি মিনতি করে। ২

জোর করিয়া আলিঙ্গন (করিলে) না না বলে, সিংহের ভয়ে হরিণী হরির বক্ষে কাঁপিতে থাকে। ৪

বিলাসিনী বালা, কামাকুল কানাই, কুতূহলী মদন নিষেধ মানে না। ৬

নয়নের অঞ্চল অর্থাৎ সীমা (কটাক্ষ) চঞ্চল হইল, নয়ন মুদিত অর্থাৎ আমোদিত, মন্মথ জাগিল। ৮

বিদ্যাপতি বলে, ঐরূপ রঙ্গ, রাধা-মাধবের প্রথম মিলন। ১০

১৬৪

একে (নায়িকা) বলহীনা তাহাতে স্বভাবতঃ ছোট, হাত ধরিতেই কোটি অনুনয় করে। ২

শঙ্কের অর্থাৎ আলিঙ্গনের নামে হৃদয় অবসন্ন হইল, যেন হস্তীর (পদ-) তলে মৃণাল পড়িল। ৪

চক্ষুতে অশ্রু ভরিয়া না না বলে, যেন সিংহের ভয়ে হরিণের জীবন আন্দোলিত হয় অর্থাৎ কাঁপিতে থাকে। ৬

কৌশলে কুচকোরক হাতে লইল, মুখ দেখিয়া রমণী-রত্নের সন্দেহ হইল। ৮

বালা বিলাসিনী, কানাই যুবা, কুতূহলী মদন বাধা শোনে না। ১০

১৬৫

মাধবের প্রথম দর্শনেই রাধা চকিতে চাহিয়া বদন অবনত করিল। ২

কানাই অনুনয় কাকুতি করিতে লাগিল, নবীন রমণী ধনী রস জানে না। ৪

চতুর হরির পুলক হইল, তনু কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদ বহিয়া গেল। ৬

অস্থির মাধব রাধার হাত ধরিল, (তাহাতে) হাতে হাত রাধা দিয়া (মাধবের হাত) মাথায় রাখিল অর্থাৎ মাথার শপথ করিল, বুঝাইল আমাকে ছাড়িয়া দাও। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, মনে অন্য নাই অর্থাৎ মনে অনিচ্ছা নাই। রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর পতি। ১০

১৬৬

হৃদয়ের আরতি (আকাঙ্ক্ষা) খুব, তনু ভয়ে কাঁপে। নব (যৌবনা) হরিণীকে যেন হরিণ আবৃত করিতেছে। ২

তৃষ্ণার্ত চকোর যেন পান করিতে ইচ্ছুক, ঐ সময় মেঘের প্রকাশ হয় না। ৪

প্রথম সমাগমে রস জানে না, কানাইকে কত মিনতি করে। ৬

আলিঙ্গন-সময়ে ত্রাসে উঠিয়া পড়ে, লজ্জায় কথা বলে না। ৮

বিদ্যাপতি বলে, ইহা শোভা পায় না, যে রসিক সে-ই রস পায়। ১০

১৬৭

যখন হরি কাঁচুলি কাড়িয়া লইল, (তখন সুন্দরী) অঙ্গ ঢাকিবার অনেক প্রযুক্তি করিল। ৩

তখনকার কথা বলা যায় না, সুন্দরী ধনী লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। ৪

দীপ দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া নিবান যায় না, লজ্জায় মরে না, রমণী কঠিন প্রাণ। ৬

আলিঙ্গন কঠিন, কে সহিতে পারে, কোমল হৃদয়ে হার ফুটিয়া চিহ্ন করিয়া দিল। ৮

বিদ্যাপতি তখনকার ভাব বলিতেছে, কোন সখী বলিল, সকাল হইয়াছে। ১০

১৬৮

মাধব, এইবার দূর হইতেই তোমায় নমস্কার (করিতেছি), দশদিন অর্থাৎ কিছুকাল ধৈর্য (বারণ) কর, হে যদুনন্দন, আমার আরাধনার বর দিবে। ২

পুষ্প-কলিকায় মকরন্দ ব্যক্ত থাকে না, হে মুরারি, বল প্রয়োগ করিও না। তোমার এই যে প্রতিপত্তি কে সহিতে পারে, আমি (তো) কোমলাঙ্গী রমণী। ৪

মাধব, নিজের অধীনে পাইয়া যদি বলপ্রকাশ কর, তবে আমার আসা হবে না। কাঁচা ফল ভোগে আসিবে না, উহাকে ভাঙ্গিয়া কি লাভ? ৬

এক্ষণে বচনামৃত উপভোগ কর, অনুরাগ অপর দিনে দেখাইবে। লক্ষ্মীনাথ বলিতেছে, যদুনন্দন শোন, কলিযুগে প্রত্যহ আমার পূজা লইবে। ৮

১৬৯

বল্লভ অবলার বসন লইলেন, ধনী হস্তপল্লব অম্বর (অম্বুবাল) দিল। ২

প্রভু বল প্রকাশ করিও না, (তোমার) কাম পূর্ণ হইবে না। নবীন ধর্ম বিচারের স্থান। ৪

কামদেবের ভাণ্ডার হইতে সুরত-রস আনিবার উপযুক্ত সময় নয় জ্ঞাত হইয়া মোহর (ছাপ) দিয়া বন্ধ আছে। ৬

মুকুলের ন্যায় অর্ধনিমীলিত চক্ষু বিকসিত হয় না, দেহ কম্পিত হয়, হৃদয় ভয় পায়। ৮

এখন নবীন যৌবন, সময় নিরীক্ষণ করিয়া, আপনিই ব্যক্ত হইয়া বিকসিত হইয়া পড়িবে। ১০

বিদ্যাপতি বলে, (হে) নব অনুরাগিণি, প্রিয়ের মঙ্গলের জন্য পরাজয় সহ্য কর। ১২

১৭০

মাধব, যদি তুমি আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ কর, (তবে) স্ত্রীবধের পাপ তোমাকে লাগিবে। ২

তুমি রস-শ্রেষ্ঠ নির্ভয় ও শঠ নাগর, আমি বুঝি না এই রস তিক্ত কি মিষ্ট। ৪

রসের প্রসঙ্গে আমি কাঁপিয়া উঠি, তীর লাগিলে হরিণী যেমন লাফাইয়া উঠে। ৬

অসময়ে কামনার আশা পূর্ণ হয় না, সদ্ব্যক্তি শেষ রসহীন করে না অর্থাৎ সদ্ব্যক্তি এইরূপ কাজ করে না যাহাতে শেষ ফল নীরস হয়। ৮

বিদ্যাপতি বলে, সত্য বুঝিয়াছি, কাঁচা থাকিলে ফল মিষ্ট হয় না। ১০

১৭১

হে রতি-সুবিশারদ, আমার মান রাখ, যৌবন বাড়িলে (আসিলে) তোমাকে দান করিব। ২

এখন রস অল্প, আশা পূর্ণ হইবে না, অল্প জলে তোমার তৃষ্ণা মিটিবে না। ৪

প্রতিপদ হইতে চন্দ্রকলা যেমন প্রত্যহ বর্দ্ধিত হয়, (তেমনি) অল্প অল্প নিত্য চাহিও। ৬

ক্ষুদ্র কুচে হস্ত পূরিবে না, হে হরি, রস জানিয়া নখ-রেখা দিও না অর্থাৎ তুমি স্বয়ং রসিক, তুমি সব জানিয়া (পয়োধরে) নখ-রেখা দিও না। ৮

বিদ্যাপতি বলে, কি প্রকার রীতি, কাঁচা দাড়িম্বের প্রতি এইরূপ প্রীতি। ১০

১৭২

হে বনমালী, তুমি চাণুর-মর্দন, শিরীষ ফুলের মত আমি কোমলিনী রমণী। ২

দূতী বড়ই দজ্জাল, বাধ সাধিল, মালতীর মূল্য—করীর হস্তে সমর্পণ করিল। ৪

নয়নের অঞ্জন, অঞ্জনশূন্য হইল, মৃগ-চন্দন ঘামে ভিজিয়া গেল। ৬

বিদগ্ধ মাধব, তোমাকে প্রণাম, অবলা বলিয়া দয়া কর, কামের পূজা করিও না। ৮

হে হরি, (বাধা) অবধান কর। অন্য দিনের জন্য জীবন রাখ। ১০

রসিকা নাগরী, রসের মর্যাদা রাখে, বিদ্যাপতি বলিতেছে, আশা পূর্ণ হইবে। ১২

১৭৩

চঞ্চল চক্ষুর (কটাক্ষ) শর-সন্ধান এখনও অস্থির। কন্দর্প গুরু (আমাকে) নূতন শিখাইয়াছে অর্থাৎ অতি বালিকা, এখনও কামপদ্ধতি ভাল করিয়া শিখি নাই। ২

অজ্ঞানে কোন ব্যবহার করিতেছে ? বলপ্রকাশপূর্বক আমার প্রাণ হরণ করিও না। ৪

কানাই, অনুরাগ প্রকাশ করিও না, বস্ত্রধারণ করিও না। আমি অবলা, রতিরণে ভীতা। ৬

প্রথম বয়স, আশাপূর্ণের লেশমাত্র নাই। অল্প রসে দরিদ্রের তৃষ্ণা মিটে না। ৮

প্রস্ফুটিত মাধবী ও মালতী ফুলে ক্ষুধিত ভ্রমর অনুকূল হয় না অর্থাৎ অনুরাগী হয় না। ১০

যে কাজ উচিত নয়, সে কাজের পরিণাম ভাল হয় না, সন্দেহজনক স্থানে সাহস করিও না। ১২

বিদ্যাপতি বলিতেছে, চতুর কানাই মত্ত মাতঙ্গ (সদৃশ), অঙ্কুশ মানে না। ১০

১৭৪

হে লুব্ধ মুরারি, গব করিয়া বলপ্রকাশ করিও না, তোমার অনুরাগে রমণীশ্রেষ্ঠের প্রাণ থাকে না। ২

তুমি রসিক গুরু, আমি অজ্ঞান, কামকলা তুমি ভাল (করিয়াই) জান। ৪

কবরী খুলিয়া গেল, হার ছিঁড়িয়া গেল, আমি অল্পবুদ্ধি রমণী, তুমি অবিবেচক গোপ। ৬

বিদ্যাপতি বলে, রোগী যেমন করিয়া ঔষধ পান করে (তেমনিই) শ্রবণ কর। ৮

১৭৫

আমি অবলা (বলহীনা), হে নাথ, তুমি বলবান, জীবনের বিনিময়ে প্রেম নির্বাহ করিতেছ। ২

মন্মথের মন্ত্র পাঠ করিয়া ভাব-প্রদর্শন কর। কৌতুক করিয়া হস্তিপ্রবর হস্তিনীর সহিত ক্রীড়া করে। ৪

হে নাথ (আমায়) পরিত্যাগ কর, প্রাণ দাও। আজ আর নিশা সমাপন হইবে না। ৬

তুমি দারুণ (নিষ্ঠুর), দীনতায় (তোমার) দয়া নাই, রমণী-বধে (তোমার) অন্তঃকরণ অবসাদগ্রস্ত হয় না। ৮

যদি রমণী বাঁচিয়া থাকে (তবে) রমণে সুখ, পুষ্পকে রক্ষা করিয়া ভ্রমর মধু পান করে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, প্রভু রসিক, রতিরসের আনন্দের শেষ হয় না। ১২

১৭৬

হে হরি, নীবিবন্ধন দূর কর কেন? এইরূপ করিয়াই অর্থাৎ নীবিবন্ধন মুক্ত না করিয়াই তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর। ২

দেখিয়া বিচার করিয়া কোন সুখ বোঝ না, বনমালী, বুঝিলাম, তুমি বড় একগুঁয়ে। ৪

আমার শপথ, যেমনি মুরারিকে দেখিব ধীরে ধীরে আমি গালি দিব। ৬

গোপনে বিহার কর, দেখিয়া কি কাজ অর্থাৎ কি আবশ্যক। আমার হৃদয় তাহা সহ্য করিবে না। ৮

এই প্রকার কোথাও শুনি নাই, (যে) প্রদীপ জ্বালিয়া বিলাস করে। ১০

পরিজনগণকে শুনিয়া শুনিয়া অর্থাৎ তাহারা নিকটে আছে কিনা জানিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। পরিজনেরা নিকটে আছে, ধীরে ধীরে বিহার (কর)। ১২

বিদ্যাপতি বলিতেছে, লখিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ১৪

১৭৭

নাগর, শোন শোন, নীবিবন্ধ ছাড়। (নীবিবন্ধের) গ্রন্থিতে সুরতধন নাই। ৪

সুরতের নাম আমি আজ শুনিলাম, (আমি) জানি না সুরত কি কাজ করে। ৪

যেখানে পাইব সুরতের খোঁজ করিব। ঘরে আছে কি নাই সখীকে জিজ্ঞাসা করিব। ৬

একবার মাধব আমার কথা শোন, সখীর সঙ্গে খুঁজিয়া চাহিয়া আনিয়া দিব। ৮

বিনতি করিয়া ধনী চাহিতেছে, পরিহার কর। কবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) বলিতেছে, (ইহা) নাগরীর ছলনা। ১০

১৭৮

হরি আমাকে বহুপ্রকারে বুঝিল, আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। তুমি যোগ অর্থাৎ রসে অনভিজ্ঞ। ২

ধীরে ধীরে রমণ কর, হার ছিঁড়িও না। চুরি করা আনন্দ প্রচার করিও না। ৪

কুচে নখরেখাঘাত দিও না, কাল প্রভাতে কিরূপে লুকাইব। ৬

দন্ত দিয়া অধরে ক্ষত করিও না, তোমার নিকট লজ্জা ভয় দুই নাই। ৮

কেশ ধরিও না, ছিঁড়িও না অর্থাৎ বলপ্রকাশ করিও না, ধীরে ধীরে নিধুবন কর। ১০

জন্মের মত তোমায় দেহ-সমর্পণ করিলাম, আজিকার অভিমত অপে সমাধান কর। ১২

কবি কণ্ঠহার বলিতেছে, নাগরি, শ্রবণ কর, ফুলবাণে বিদ্ধ হইলে যে বিচার থাকে না। ১০

১৭৯

এরি, বাহে আনিলেও আসে না, ক্রোড়ে করিতে ভয়ে কাঁপে। ২

যদিও লক্ষ (বহু) যত্ন করি, (তথাপি) না না, না বলে। ৪

সুবদনা, বিমুখী হইয়া শয়ন করে, পদে পড়িলেও, প্রসন্ন হয় না। ৬

শয্যায় চকিত হইয়া জাগিয়া থাকে, যেন আগুনের স্পর্শে ছটফট করে। ৮

১৮০ *

সখীসকল সান্ত্বনা দিয়া রমণীকে প্রিয়তমের নিকটে আনিয়া দিল, যেন ব্যাধ বন হইতে হরিণকে বন্ধন করিয়া আনিলে (যেমন সে) তীক্ষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করে অর্থাৎ রমণী সেইরূপ তীক্ষ্ণ নিশ্বাস (ত্যাগ) করিল। ২

শয্যার সমীপে সুন্দরী বসিল, যত্ন করিলেও সম্মুখী হয় না অর্থাৎ যত্নপূর্বক ডাকিলে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া থাকে। মনে হইল, বন্ধন খুলিয়া দিলে মদন দশ দিকে ভ্রমণ করে। ৪

---

* এই পদটাকে কেহ কেহ ভূপতি-সিংহ-রচিত মনে করেন।

সকল অঙ্গে বস্ত্র সুদৃঢ়, কোথাও অবকাশ নাই। কর-স্পর্শে জীবন ত্যাগ করে, রতি অভিলাষ কি সফল হইবে? ৬

কঠিন কাম, রমণী কঠোরা, প্রবোধ মানে না, নীবিবন্ধ সুদৃঢ়, কঞ্চুক কঠিন, অধরে নিরোধ আরও অধিক। ৮

কি উপায় করিব এখন আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, ছল করিয়া রাগ দেখাইতে চাহি, বল-প্রদর্শন করিতে অভিলাষ হয় না। ১০

হে মাধব, চারি দিন অর্থাৎ কিছুদিন গত হইলে রতি সমাধান করিবে, সিংহ নরপতি বলিতেছে, বড লোকেরই ধৈর্য বড় হয়। ১২

১৮১

স্পর্শে বুঝিলাম অঙ্গ শিরীষ পুষ্পের ন্যায়, মুখের সুন্দর সৌরভ কমলিনীসদৃশ। ২

মধুর কণ্ঠস্বর কোকিলের স্বরের ন্যায়, অমৃতের স্বাদ-সদৃশ অধর মুখে পান করিলাম। ৪

সুন্দরি, তোমার বিবেচনায় বুঝিয়া দেখ। চারি জীবন ভরিয়া ভোজন করিল অর্থাৎ হস্ত স্পর্শ করিল, নাসিকা আঘ্রাণ পাইল, কর্ণ শ্রবণ করিল আর জিহ্বা পান করিল, (কিন্তু) এক (চক্ষু) ক্ষুধিত রহিল অর্থাৎ অন্ধকারে রাধা আসিয়াছেন। ৬

(রাধার উত্তর) দিবসে সূর্য দেখিতেও পাই না, দূতীর কথায় এতদুর আসিয়াছি। ৮

বিশেষ করিয়া শীতল জল পাইয়াছ, পিপাসা হরণ কর, দেখিয়া কি করিবে। ১০

বিদ্যাপতি বলে, হে রমণীপ্রবর শ্রবণ কর, মুরারি নয়নের আতুর হইয়া রহিল। ১২

১৮২

গৃহে মাধব আসিলে, মন্মথের গ্রামে (সমূহে) সম্ভ্রম জাগিল। ২

ধনী মুখ ঢাকিয়া একপাশে রহিল, মেঘের তলায় শশী ভয় পাইয়া রহিল অর্থাৎ নীলবস্ত্রের নীচে মুখ ঢাকিয়া রহিল। ৪

সখীরা সব ইঙ্গিত জানিয়া চলিয়া গেল, নাথ করতলে ধনীর কর ধারণ করিল। ৬

রুষ্ট বলয় ঝন ঝন করিয়া উঠিল, ভয়ে বালা কিছুই বলিল না। ৮

কত সখী উপায় (চেষ্টা) করিল, ধনী চন্দ্রবদন কখনও দেখাইল না। ১০

রতি-রসে পণ্ডিত নাগর রঙ্গ করিয়া ধনীর ভুজঙ্গসম বেণী চাপিয়া ধরিল। ১২

দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধারণ করিয়া রাখিল, সম্ভ্রমে মুখ-চন্দ্রের রস আস্বাদন করিল। ১৪

নয়ন-চকোর অমৃত-রস পান করিল, অভিনব দুইজনের তখন জীবন বাঁচিল। ১৬

হস্তে ধারণ করিয়া শয্যায় আনিল, পঞ্চবাণ (মদন) জীবন সফল মানিল। ১৮

সঘনে আলিঙ্গন, নির্ভয়ে কেলি (করিল), বিদগ্ধ বল্লভের (মানস) সফল হইল। ২০

১৮৩

হরি মাধব, তোমাকে কি বলিব, অবলার (প্রতি) যে বল প্রকাশ করে, সে মহৎ হয় না। ২

কেশ আলুথালু হইল, হার ছিন্ন হইয়া গেল, স্তনভার নখাঘাতে বিদীর্ণ হইল। ৪

বনমালি, তুই দাঁত দিয়া দংশন করিয়াছিস্, বদন কমলিনী (ও) শিরীষ ফুলের ন্যায় দেখিতেছি। ৬

বিদ্যাপতি বলে, হে নারীশ্রেষ্ঠ, শোন, অনল-দহনে অনলই প্রতিকারী।

১৮৪

পদ্মিনী জাতীয়া নারী কত সহ্য করিবে? দ্রোণলতা গজ দ্বারা দলিত হইল। ২

লোভ করিয়া মূলধন নষ্ট করিও না, যে মূলধন রাখে সেই বণিক্। ৪

(স্তনদ্বয়) শ্রীফলের ন্যায় ছিল, (এখন) আবরণ-শূন্য নারঙ্গ ফলের ন্যায় করিয়াছ। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, ছলনা করিও না, দুই হস্তের নখর ক্ষুধিত (ছিল) অর্থাৎ ক্ষুধিত নখরসমূহ স্তনযুগল ভক্ষণ করিয়া তাহার অবয়ব ক্ষুদ্র করিয়াছে। ৮

১৮৫

এখন আর আমার আয়ত্তে মনে হয় না, অপরে প্রত্যঙ্গ চুরি লক্ষ্য করিবে। ২

কানাই, একবার প্রাণ রাখ, পরের প্রেয়সী পাঠাইয়া দাও। ৪

চুম্বনে কজ্জলের ধারা লিপ্ত হইয়াছে, অধর রসশূন্য করিয়া হার ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ৬

নখের আঘাত স্তনযুগলে লাগিয়াছে, সে কিরূপে গুরুজনের অগ্রে হইবে অর্থাৎ সাক্ষাতে যাইবে? ৮

বিদ্যাপতি রস-শৃঙ্গার বলিতেছে, সঙ্কেত (স্থানে) আসিলে কে ত্যাগ করিতে পারে?

১৮৬

তোমার হৃদয় জানা হয় নাই অর্থাৎ তোমার হৃদয় যে কেমন তাহা জানিতাম না, অপরের রত্ন আমি আনিয়া দিলাম। ২

হে মাধব, আমি কুকর্ম করিলাম, সিংহের নিকটে হাতী মিলাইলাম। ৪

মাধব, আমার অনুরোধ রাখ, পরস্ত্রীকে পরিহার কর। ৬

চুম্বনে চোখের কাজল গেল, দন্তে অধর খণ্ডিত হইল। ৮

স্থূল পয়োধরে দুষ্ট নখ (লাগিল) যেন শিবের মস্তকে শশীর (উদয় হইল)। ১০

মুখের বাক্য নয়, চিত্ত স্থির নহে, অঙ্গ ঘন ঘন কম্প আঘাত করিতেছে অর্থাৎ কাঁপিতেছে। ১২

ঘরে গুরুজন দুর্জনের ভয়, মাধব, কলঙ্ক গণনা করিও না। ১৪

কবি বিদ্যাপতি বলে, অন্যের ব্যথা অপর জনে বুঝে না। ১৬

১৮৭

সজনি, অকথ্য (আশ্চর্য্য ব্যাপার) বলা যায় না, বলহীন (কোমল) সূর্য চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল অর্থাৎ চরণতল পদনখ-পংক্তির মধ্যে লুকাইয়া রহিল। ১

কদলীর উপর কেশরী দেখিলাম, কেশরীর উপর পর্বত চড়িয়াছে তাহার উপর চন্দ্রকে দেখিলাম, তাহার উপর কির (শুক পাখী) বসিয়া আছে অর্থাৎ উরুদ্বয়ের উপর কটি, কটির উপর স্তনযুগল, তাহার উপর মুখ তাহার উপর নাসিকা আছে, দেখিলাম। ৪

শুক পাখীর উপর হরিণী যেন চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অর্থাৎ নাসিকার উপর চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয় আছে। চঞ্চল চক্ষুর উপর ভ্রমর, তাহার উপর সর্প অর্থাৎ চক্ষুর উপরে কেশ, তাহার উপর বেণী দেখিলাম। ৬

আরও এক আশ্চর্যজনক দেখিলাম, বিনা জলে কমল (স্তন), দুই কমলিনীর উপর দেখিলাম, যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ অর্থাৎ স্তনযুগলের উপর নখরেখা। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, আশ্চর্য কথা, এই রস কেহ কেহ জানে, রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর পতি। ১৯

১৮৮

প্রথম সাক্ষাতে রস হর্ষ জানে না, প্রভুর সঙ্গে কি কেলি করিবে, নব (নূতন) কমল হস্তি-কর্তৃক গঞ্জিত হইল, দ্রোণ কুসুম (সদৃশ) অঙ্গ দমিত হইল।

আহা, কি মনোরম দেখিতেছি, আর্ত এবং ক্ষুধার্ত ভ্রমর মধুর লোভে মুকুলকে পুষ্পদলসদৃশ করিল। ৪

১৮৯

নব কুচফলে নখাঘাত রেখা, নূতন চাঁদের আকৃতিতে স্নেহ অঙ্কুরিত হইল। ২

জীবনসদৃশ নিধি পাইয়া ধনহীন ক্ষণে দেখে ক্ষণে ঢাকিয়া রাখে। ৪

নব অভিসারিণী, প্রথম মিলন, রতি-কৌতুক স্মরণ করিয়া আনন্দ অনুভব করে। ৬

গুরুজন আত্মীয়স্বজনের চক্ষু নিবারণ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের লুকাইয়া হস্তস্থিত রত্ন-দর্পণে মুখ দেখে। ৮

অন্য জনকে দেখিয়া বদন নত করে, ওষ্ঠে দশনাঘাত বিশেষভাবে দেখিতে থাকে। ১০

১৯০

আজ দেখিলে, কাল দেখিলে, আজ কালে কত প্রভেদ। শৈশব বেচারী সীমা অতিক্রম করিল, যৌবন অস্পষ্টকে বাঁধিল অর্থাৎ যৌবন আসিল।২

সুন্দর স্বর্ণ-নির্মিত রমণীর মূর্তি, দিন দিন শশিকলার ন্যায় তোর যৌবন-শোভা বর্ধিত হইতে লাগিল। ৪

নবোদ্গত পয়োধর অনুরাগে গিরির সহোদরের ন্যায় অনুমান হয়, যে অঙ্গ-সৌরভকে জয় করিয়াছে এমন কোন পুরুষের করস্পর্শ পাইল? ৬

মৃদু হাসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া সুন্দর কুটিল দৃষ্টিপাত করে,

লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া সম্মুখে দেখে না, নয়ন-তরঙ্গে আকুল হয়। ৮

কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি এই গাহিতেছে, নূতন যৌবন, নবীন কান্ত, মধুমতীদেবীর পতি শিবসিংহ রাজা এই রস জানেন। ১০

১৯১

সুন্দরী, বল কেন (তোমার) অঙ্গ ম্লান, কোন পুরুষের সঙ্গে স্নেহ ঘটাইয়াছ ? ২

সুরঞ্জিত অধর যেন রসহীন প্রবাল, কে তোমার অমিয়-ভাণ্ডার লুঠিল। ৪

গৌরকান্তি পয়োধর অত্যন্ত রক্তিমাভ হইল, কাটযেন সুবর্ণ-কটোরা (আকৃতি) ধারণ করিল। ৬

সুতরাং সেই কান্তের (নিকট) একবারও যাইও না, আগেকার পুণ্যে তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ। ৮

বিদ্যাপতি কবি, এই রস বলে, রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবীর কান্ত। ১০

১৯২

হে সুন্দরী রমণি, শ্রবণ কর, কে মদন-ভাণ্ডার কাড়িয়া লইল। ২

কবরীর কুসুম গত হইয়াছে, কি প্রকারে হার ছিঁড়িল। ৪

নখরের বিধান দেখিয়া অর্থাৎ নখরেখার চিহ্ন বর্তমান দেখিয়া বুঝি বা আমার বস্ত্র-বন্ধন টুটিয়া যায় ? ৬

অলকের তিলক মুছিয়া গেল, সিন্দুর-বিন্দু নষ্ট হইয়া গেল। ৮

বিদ্যাপতি রস গায়, প্রথম মিলন পুণ্যবতী পাইয়াছে। ১০

১৯৩

হে শ্যামাঙ্গি, তোর দেহ মলিন, কি প্রকারে প্রেম জন্মাইল বলিবি কি ? ২

তোর লোচন নিদ্রায় ভরিয়াছে, যেন সুধা মনে করিয়া চকোর লুব্ধ হইয়াছে। ৪

অধর-প্রবাল রসহীন করিয়া ধূসর (বর্ণ) করিল, কোন দুষ্ট বুঝি কন্দর্পের ভাণ্ডার হরণ করিল ? ৬

কোন কূটবুদ্ধি পয়োধরে নখক্ষত করিল, হায়, হায়, শম্ভু ভাঙ্গিয়া গেল। ৮

দ্রোণলতার ন্যায় সুন্দর দেহ, বলয় ভাঙ্গিয়া গেল, গলার হার ছিঁড়িয়া গেল। ১০

তোর কুন্তলের কুসুম, মস্তকের সিন্দুর, অলক ও তিলক সেও দূরে চলিয়া গেল। ১২

বিদ্যাপতি বলে, রতি সমাপ্ত হইল, রাজা শিবসিংহ এই রস অবগত আছেন। ১৪

১৯৪

হে সখি, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেলি-কলা রস আমাকে বল। ২

বেশভূষা তোর সব পূর্ণ ছিল, অলক তিলক তোর সব মুছিয়া দূরে গেল। ৪

পুষ্পসকল তোর ভিন্ন হইয়া গেল, অধরে দশনের চিহ্ন লাগিল। ৬

কোন অবুঝ পয়োধরে নখরেখা দিল, হায় হায় শম্ভু ভাঙ্গিয়া গেল। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে রমণীশ্রেষ্ঠ, শ্রবণ কর, রসিক মুরারি সব রস গ্রহণ করিল। ১০

১৯৫

হে সখি, মর্মের কথা বল, সেই শ্যামগাত্র (মাধব) তোকে কি করিল ? ২

কোটি মন্মথ-মথনকারী তনু-রেখা (লইয়া) কি প্রকারে মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিল। ৪

কোটি কুলনারী (যাহার মুখ-দর্শনে) অন্ধ হয়, সেই মুখের রহস্য কিছু কি পাইলি ? ৬

যাহার মুরলী যখন কর্ণে প্রবেশ করে, (তখন) শ্বশ্রূ ও পতির সামনেই বসন খসিয়া পড়ে। ৮

কোন বিচারে এখন অশ্রু ঢালিতেছিস, সেই কান্ত-রস সমুদ্রের সার। ১০

১৯৬

হে সখি, আজ (তোকে) বড় উদাসীন দেখিতেছি, বদন যেন তোর মলিন (হইয়াছে), মন্দ কথা তোকে কে বলিয়াছে, সে কথা কি আমাকে কিছু বলিবি না ? ২

আজিকার রাত্রি, সখি, কঠিন অর্থাৎ পীড়াদায়কভাবে

কাটিয়াছে, কানাই মন্দ ভাবে রতিক্রীড়া করিয়াছে, গুণ অগুণ প্রভু একটীও বুঝিল না, (যেন) রাহু চাঁদকে গ্রাস করিল। ৪

ওষ্ঠ শুকাইয়া গেল, কেশ জড়াইয়া গেল, তিলক ঘামে ভাসিয়া গেল, বালিকা বিলাসিনী কেলি জানে না, কপালের সিন্দূরের বিন্দু মুছিয়া গেল। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, যুবতীপ্রধান শোন, তাহা (যাহা হইয়াছিল) বলিতে বাধা কি? প্রভু যাহা কিছু দিয়াছে, অঞ্চল ঢাকিয়া লইল অর্থাৎ ঢাকিয়া দিল (পাছে) সখীগণ নিন্দা করে। ৮

১৯৭

প্রথম মিলনের (করণ) কে জানে না? প্রেম (ও) প্রাণ সমভাবে ওজন করিল। ২

কষ্টিপাথরে কষিলে মলিন হইল না, বিনা আগুনে অর্থাৎ আগুনে না পোড়াইয়া বাবগুণ মূল্য অর্থাৎ মহামূল্য হইল। ৪

অমূল্য রত্ন বেচিতে গিয়াছিলাম, বণিক্ (কানাই) চিহ্ন (রতিচিহ্ন) করিয়া মূল্য কমাইল। ৬

হে সখি, সুলভ হইলাম, ভার অর্থাৎ মহার্ঘ রহিলাম না, মূর্খ কাঁচ ও স্বর্ণ লইয়া (মালা) গাঁথে। ৮

বিদ্যাপতি দুঃসময়ের কথা বলিতেছে, লাভের জন্য গেলাম মূলেরও হ্রাস হইল। ১০

১৯৮*

হে সখি, কি বলিব বলিতে লজ্জা করে, যাহা সেই নাগররাজ করিল। ২

প্রথম বয়সে আমার রতি-রঙ্গ হয় নাই, দূতী কানাই-এর সঙ্গে মিলাইল। ৪

দেখিতেই আমার দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল, সেই লুব্ধমতি তাহাতে ঝম্প-প্রদান করিল। ৬

আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া চেতনা হরণ করিল, কিরূপে রসকেলি করিল, কি বলিব। ৮

বলপ্রকাশপূর্বক নাথ যত কাজ করিল, তাহা এই সখীগণ-সমাজে কি বলিব। ১০

জানিস্ যদি, তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিস্, তাহাকে দেখিয়া যে স্থির থাকে সেই ধন্য। ১২

* এই পদটী বোধ হয় বাঙালী বিদ্যাপতির।

বিদ্যাপতি বলে, ভয় করিও না, এইরূপেই প্রথম বিলাস হইল। ১৪

১৯৯

হে সখি, রজনীর কথা কি বলিব, অপটু ব্যাপারীর হাতে মাণিক পড়িল। ২

কাঁচ ও কাঞ্চনের মূল্য জানে না, গুঞ্জা ফল রত্নের মূল্য সমতুল (সমান) করে। ৪

যে কখনও কলারসের কিছুও জানে না, (সে) জল এবং ক্ষীর (দুধ) দুইকেই সমান করে। ৬

তাহাকেই পিরীতের রসময় কথা বলিলাম, বানরের গলায় কি মুক্তার মালা (অলঙ্কৃত হয়)? ৮

বিদ্যাপতি এই রস জানিয়া বলে, বানরের মুখে কি পান শোভা পায়? ১০

২০০*

হে সখি, রজনীর কথা কি বলিব? বড় দুঃখে মাধবের সঙ্গে অতিবাহিত করিলাম। ২

করে পয়োধর ঝাঁপিতে লাগিল, অধরে মধুপান (করিল), বদনে দশন দিয়া প্রাণবধ করিল। ৪

নূতন যৌবন তাহাতে রসের প্রকাশ, মূর্খ সে কানাই রতি-রস জানে না। ৬

মদনে বিভোর কিছুই জানে না, কত মিনতি করিলাম, তথাপি মানিল না। ৮

বিদ্যাপতি বলে, হে বরনারি, শ্রবণ কর, তুমি মুগ্ধা, সে লুব্ধ মুরারি। ১০

২০১†

হে সখি, আমাকে সান্ত্বনা বাক্য বলিও না, কানুর অনুরোধে কি জীবন দিব? ২

এখন আমার কানাইএর করুণা অন্য, লজ্জা যায় নাই, করুণাই রহিয়াছে।

আমি অল্পবয়স্কা, কানু তরুণ, অত্যন্ত লজ্জার ভয়, অত্যন্ত করুণা। ৬

ভুজযুগল চাপিয়া আলিঙ্গন দিল, তখন আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ৮

নিষ্ঠুর হরি লোভবশতঃ কেলি করিল, (সারা) রজনী যত দুঃখ দিল তাহা কি বলিব। ১০

* এই পদটী বোধ হয় বাঙালী বিদ্যাপতির।

† এই পদটী বোধ হয় বাঙালী বিদ্যাপতির।

বলপূর্বক রস (ব্যাপার) হইল। জ্ঞান হারাইলাম, জানি না কখন্ (সে) নীবিবন্ধন শিথিল করিল। ১২

কাঁদিয়া নয়নের জল দেখাইলাম। তথাপি কানু উপশম দিল না। ১৪

অধর নীরস করিয়া তুষ্ট করিল। রাত্রে রাহু চাঁদকে গ্রাস করিয়া (পুনরায়) ত্যাগ করিল। ১৬

কুচযুগে নখরের প্রহার দিল, সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল। ১৮

বিদ্যাপতি বলে, রসবতী নারী, তুমি চতুরা, মুরারি চতুর। ২০

২০২

সখি, মদন-কর্তৃক গাঢ়-আলিঙ্গনে পীড়িত (আবদ্ধ) হইয়াছি, পূর্ব (জন্মের) পুণ্যে বাঁচিয়া আসিয়াছি। ২

মুক্তার হার ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল, সুন্দর প্রবাল (রক্তবর্ণ অধরে) সিন্দূরে লুটাইল। ৪

সুন্দর কুচযুগ নখাঘাতে ভরিয়া দিল, সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল। ৬

অধরে দশন দেখিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতেছে, রাহু যেন চন্দ্রমণ্ডলকে আক্রমণ করিতেছে। ৮

সমুদ্রের ন্যায় রাত্রি, সীমা পাই না অর্থাৎ রজনী যেন আর কাটিতে চায় না, সূর্য কখন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উদিত হইবে। ১০

সখি, সেই প্রিয়ের নিকটে আমি আর গমন করিব না, বরং মদনকে প্রাণে হত্যা করিয়া ফেলিব। ১২

বিদ্যাপতি বলে, ভয়, লাজ ত্যাগ কর, আগুনের কাজে আগুন জ্বালিতে হয়। ১৪

২০৩

আমি অতি ভীত, দেহ গোপন করিয়া রহিলাম, সে রস-সাগর স্থির হইল না। ২

যে শাস্তি করিল, (তাহাতে) রস হইল না, হস্তী যেন দ্রোণ-লতাকে দলিত করিল। ৪

পুনরায় অনুকূল হইবার জন্য, কত কাকুতি করিলাম, তথাপি পাপ-হৃদয় ভুলিল না। ৬

আমার কত পূর্বের ভাগ্য ছিল, সেই ফলের জন্য (পুনরায়) আমি ফিরিয়া আসিলাম। ৮

বিদ্যাপতি বলে, আক্ষেপ করিও না, ঐরূপই প্রথম সম্ভোগ হয়। ১০

২০৪*

হে সখি, আজিকার বিচার কি বলিব, সেই সুপুরুষ আমার সহিত শৃঙ্গার করিল। ২

প্রভু হাসিয়া আলিঙ্গন দিল, মন্মথের অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হইল। ৪

অঞ্চল স্পর্শ করিয়া পয়োধর দেখিল, জন্মপঙ্গু যেন সুখের দর্শন করিল। ৬

কানাই যখন নীবিবন্ধন মুক্ত করিল, তোমার শপথ, যদি আমি কিছু জানি। ৮

রতি-চিহ্নে জানিলাম মুরারি কঠিন, তোমার পুণ্যে আমি রমণী প্রাণ পাইলাম। ১০

কবিরঞ্জন (বিদ্যাপতি) বলে, রাই স্বভাবতঃ মধুর, সুধামুখি, তোমার চতুরপনা গিয়াছে অর্থাৎ তুমি পরাজিত হইয়াছ। (তাহা) প্রকাশ করিও না। ১২

২০৫

প্রভু বল (প্রকাশ) করিলে অবলা কি করিবে? নির্দয় হইয়া উপভোগ করিতে চাহে। ২

নাথ অত্যন্ত প্রবল, রমণী কোমলা, যেন হাতীর হাতে পদ্মনাল পড়িল। ৪

হে সখি, প্রভুর বিবেচনার (কথা) কি বলিব? একেবারেই অনেক রস চায়। ৬

যুক্তহস্ত করিয়া কত কাকুতি করিলাম, তবুও বিদগ্ধ রতি উপায়-রচনা করে। ৮

অবসর বিনা বল-প্রকাশে রস আসে না, কুসুমিত কুসুমে ভ্রমর মধু পায়। ১০

বিদ্যাপতি বলে, যে গুণ-নিধান (ইহা) বুঝে, তাহারই পঞ্চবাণ লাগে। ১২

২০৬

রামা, তুই কেলি বাড়াইলি, কোথাও দেখিয়াছিস কি নব (প্রস্ফুটিতা) কমলিনী মত্ত মাতঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে? ২

গৌরবর্ণ তনু ও নব পয়োধর (কর-) স্পর্শে রক্তিম বর্ণ

* এই পদটী বোধ হয় বাঙালী বিদ্যাপতির।

হইল, যেন স্বর্ণবল্লরীতে (লতায়) রক্তকমলের মুকুল উদিত হইল। ৪

সেই ব্যক্তি যদি দৈন্য জানাইয়াও না পায়, তাহার অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয়। ক্ষণে ক্ষণে রতি আনন্দে অগ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, দিন দিন নব চন্দ্র (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়)। ৬

আমি নবীনা, প্রিয়তম চতুর, (তাহাতে) ফুলবাণ অর্থাৎ মদন কুপিত, হস্তিনী যেন সিংহের কবলে পড়িল, তাহাকে ছাড়ান কষ্টকর।

সেই সময়, মন বিস্মৃত হয় না, চক্ষুতে জল পড়িতে থাকে। যে শিরীষ ফুল মধুকরের ভারে ভীত সেই ফুলে পক্ষী খেলা করিতে লাগিল। ১০

বিদ্যাপতি বলে, যুবতী, শ্রবণ কর, নাথ প্রেম-গ্রহীতা। সুরস-তত্ত্ব রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন। ১২

২০৭

প্রথম পরিচয়ে প্রেমের সঞ্চয়, অর্ধরাত্রিতে সাক্ষাৎ, সকল কলারস সমাপ্ত হইল না, লজ্জাই আমার বৈরী অর্থাৎ শত্রু হইল। ২

সখি, সখি, বহু অনুতাপ রহিল, যদি মধুকর দূত হয়, তবে সেই বন্ধুশ্রেষ্ঠকে (মাধবকে) বলিয়াপাঠাইব। ৪

ক্ষণে বসন ধারণ করে, ক্ষণে চিকুর (কেশ) গ্রহণ করে, হস্তে পয়োধর ভাঙ্গিতে চায়। আমি, একাকিনী রমণী সমস্ত রঙ্গে একেবারে কি প্রকারে অনুরঞ্জন করিব ? ৬

তখনকার বিনয় যত সে সব কত বলিব, জোড়হাত করিয়া বলিতে চাহিল, নূতন এই রস-রঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেল, শেষ পর্যন্ত কথা হইল না। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, শ্রবণ কর, নাথের অভিমান অভিমত অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর পতি। ১০

২০৮

প্রথম মিলনে প্রিয়তমের কোমল রস (উপভোগ) করিলাম। কত সময় আর লজ্জাকে অখণ্ডিত রাখিব অর্থাৎ লজ্জাকে ত্যাগ করিব না ? ২

হে মন্দগামিনি, প্রিয়তমের প্রেমে নিজের নাগরীপণা অর্থাৎ ছলচাতুরী যত মনে জাগে বল। ৪

(আমাকে) দেখিয়া হাসিয়া বস্ত্র (ও) অঞ্চল ধরে। কতবার (আর) না, না, বাক্য বলিব ? ৬

রতিরঙ্গে উভয়ের দুই মন পূর্ণ হইল, তবুও মদন ধনুর্গুণ ছাড়ে না অর্থাৎ রতিরঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হয় না। ৮

বিদ্যাপতি বলে, লখিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ১০

২০৯*

শ্যাম সুবলের সঙ্গে বসিয়া রজনীর কাম-বিলাস বলিতেছে। ২

সেই যে সুবদনী সুন্দরী রাধা, আবেশে তাহাকে বক্ষ মধ্যে ধারণ করিলাম। ৪

আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কত ছন্দে চুম্বন করিলাম। ৬

সে বহু প্রকার কেলি করিল, সে সব আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। ৮

(তাহার) ভ্রূভঙ্গ, কুটিল দৃষ্টি, আর বচন অমিয়ের ন্যায় মধুর। ১০

সেই ধনী হৃদয়ের মধ্যে জাগিতেছে, বিদ্যাপতি বলিতেছে, (ইহা) নূতন অনুরাগ। ১২

২১০†

হে সুবল মিত্র, সে সব রঙ্গ কি বলিব, সেই মুগ্ধার মুখ খানি দেখিয়া (আমার) রস-তরঙ্গ বাড়িল। ২

কত যত্নে কথা বলিল, হাসিয়া অর্ধেক মিটাইল, অর্থাৎ অর্ধেক শব্দ উচ্চারিত হইল না, সে যে কুলবধূ, ধীরে ধীরে কথা বলে, শুনিতেই সাধ দূরে চলিয়া গেল। ৪

দৃঢ় আলিঙ্গনে চমকিয়া উঠিল, অলসভাবে ক্রোড়ের উপর শুইয়া পড়িল, পবনে ব্যাকুল নূতন পদ্মকে ভ্রমর বেড়িয়া (আগুলিয়া) রহিল। ৬

২১১‡

লজ্জাহীনভাবে যখন বস্ত্র খুলিয়া লইলাম, সুন্দরী লজ্জায় মৌন হইল। হস্ত দ্বারা পয়োধর আবরণ (করিতে গিয়া) ধনী সহাস্য-বদনা (হইয়া) অঙ্গ ফিরাইবার কত চেষ্টা করিল। ২

* এই পদটী বাঙালী বিদ্যাপতি-রচিত।

† এই পদটী বাঙালী বিদ্যাপতি-রচিত

‡ কেহ কেহ এই পদটী গোবিন্দদাসের বলিয়া সন্দেহ করেন।

নীবিবন্ধ খসাইতে ধনী কর দিয়া (আমার) কর ধারণ করিল (তাহাতে) স্তনযুগল পুনবায় প্রকাশিত হইল। দুই সমাধান করিতে শশিমুখী বিকল হইল, তখন আমি কোলে বেষ্টন করিলাম অর্থাৎ নীবিবন্ধ রক্ষা করিতে এবং স্তনযুগল আবৃত করিতে ধনী বিকল হইলে আমি তাহাকে বক্ষে গ্রহণ করিলাম। ৪

এই পর্যন্ত বলিয়া মাধব শ্রীমতীর প্রেমে বিভোর হইয়া বিষাদগ্রস্ত হইল। বিদ্যাপতি বলে, গোবিন্দদাস তাহার পর এই রস-সীমা পূর্ণ করিল অর্থাৎ এই পদ পূর্ণ করিল।

২১২

ধীরে ধীরে কথা বলিতে থর থর কাঁপিতে লাগিল। লজ্জায় বাক্য প্রকাশ করিতে পারিল না। ২

আজ ধনীকে বড় বিপরীত দেখিলাম, ক্ষণে সম্মতি প্রকাশ করে, ক্ষণে ভয় পায়। ৪

সুরতের নামে দুই নয়ন মুদিয়া ফেলে, মদন মহাসমুদ্রের দেখা পাইল। ৬

চুম্বন দিতে মুখ ফিরায়, চন্দ্রের ক্রোড়ে পদ্ম মিলিল।৮

নীবিবন্ধ স্পর্শ করিতে সুন্দরী চমকিয়া উঠে, জানিল (যে) মদনের ভাণ্ডার চুরি যাইবে। ১০

বসন খুলিয়া গিয়াছে, বক্ষ হস্ত দ্বারা চাপিয়া রহিয়াছে, রত্ন বাহিরে, অঞ্চলে গ্রন্থি দেয়। ১২

বিদ্যাপতি কি বুঝাইবে বল, হরি, আলিঙ্গনের সময় শয্যা ত্যাগ করে। ১৪

২১৩

কোমলাঙ্গী কমলমুখীকে দেখিলাম, এক তিলের জন্য কত মমতা জন্মিল। ২

মদন নবীন অর্থাৎ নবীন প্রেম, (সেই জন্য) অত্যন্ত লজ্জা, প্রেম ব্যক্ত, (তথাপি) কত ছলনা করে। ৪

ক্ষণে পরিত্যাগ করে, আবার ক্ষণে নিকটে আসে, মন ভরিয়া মিলে না, (আবার) উদাসও হয় না। ৬

চক্ষুর দৃষ্টি স্থির হয় না, হাত ধরিলে ধনী মুখ লুকায়। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, আমি এই রস গান করিতেছি, নবীন রমণী (এইরূপে) উক্তি অর্থাৎ সম্মতি জানায়। ১০

২১৪

বালিকা রমণী রমণে সুখ নাই, মদন অন্তরে থাকিয়া দ্বিগুণ দুঃখ দেয়। ২

সব সখী মিলিয়া তাহাকে নিকটে শয়ন করায়, ধনী চম্‌কাইয়া চম্‌কাইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে। ৪

আলিঙ্গন করিতে সমস্ত দেহ ফিরাইয়া লয়, ভুজঙ্গ শিশু মন্ত্র শ্রবণ করে না। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, মুরারি, শ্রবণ কর, তুমি রসের সাগর, (রাই) মুগ্ধা নারী। ৮

২১৫*

করে কর ধরিয়া যাহা কিছু বলিল, বদন অল্প মুচকিয়া হাসিল, যেন হিমকর (চন্দ্র) মৃগ (কলঙ্ক) পরিত্যাগ করিয়া কুমুদিনীকে কোলে লইল। ২

রামা, তোর শপথ করিতেছি, সেই গুণবতী গুণ গণনা করে, আমি জানি না আমার গতি কি? ৪

বসন আলুথালু, ভূষণ লুণ্ঠিত, কেশ খুলিয়া পড়িল, আহা উহু, বলিয়া যাহা কিছু বলিল, তাহা কি ভুলিতে পারি? ৬

নিভৃত কুঞ্জে চেতন হরণ করিল, হৃদয়ে ব্যথা রহিল, বিদ্যাপতি বলিতেছে, ভাল উন্মত্ত, রাধা বিপদে পড়িল। ৮

কৌতুক

২১৬

প্রিয় পরদেশে অর্থাৎ প্রবাসে (সেই হেতু) তোমার নিকট আশা, সেইজন্য সখি অন্য কথা বলিতেছ। যে রক্ষক সেই দাহক অর্থাৎ ভক্ষক, ইহাতে অপরে কি বলিবে? ২

সজনি, আমার অঘটন ঘটিবে, প্রথমে তুমি (আমার) হস্ত আনিয়া প্রিয়তমের হস্তে সমর্পণ করিলে। ৪

কুলভ্রষ্টা হইয়া যদি প্রেম বাড়াই, সেই জীবনে কি কাজ? এক তিল অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্য রঙ্গ আনন্দ সুখ পাইব, (তাহাতে) জীবন ভরিয়া লজ্জা রহিবে। ৬

কুলকামিনী হইয়া নিজ প্রিয়ের সহিত বিলাস করে, কখনও অপথে যায় না অর্থাৎ অন্যাসক্তা হয় না, মালতী হয় ভ্রমর কর্তৃক উপভুক্ত অথবা লতাই (মালতী) শুকাইয়া যায় অর্থাৎ মালতী মৃত্যু বরণ করে। তথাপি অন্যের প্রতি আসক্ত হয় না। ৮

* এই পদটাকে কেহ কেহ বাঙালী বিদ্যাপতির বলিয়া মনে করেন।

বিদ্যাপতি বলে, কুল লইয়াই থাক, দূতীর বচনে প্রয়োজন নাই। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর সম্মুখে) এই কথা বলিতেছে)। ১০

২১৭

দরিদ্রের যদি ধন কিছু হয় (তো) উৎসাহ করিতে চায়। শৃগালের যদি শৃঙ্গ জন্মায়, সে গিরি উৎপাটন করিতে চায়। ২

দূতি, তোর মতি অর্থাৎ বুদ্ধি বুঝিয়াছি, চন্দ্র যদি তাহার নির্দিষ্ট গতি ত্যাগ করে, তাহাতে কি বিপত্তি-হরণ হয় অর্থাৎ চন্দ্র নিশ্চলভাবে থাকিলেও রাহু তাহাকে গ্রাস করিবে। ৪

পিপীলিকা যদি পাখীর জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার পক্ষ উৎপন্ন হইলে (সে) অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কে না জানে যে সামান্য জলে পুঁটী মাছ ফর্ ফর্ করে? ৬

যাহার মুখ পেচকের ন্যায়, (সেও) অন্য ব্যক্তির দোষ ধরে, ঢোঁড়া সাপও মনে করে আমার চেয়ে কাহার বিষ শ্রেষ্ঠ। ৮

ঝরণার জলে (উৎপন্ন) ডোবায়জাত কুমুদিনীর গর্ব উৎপন্ন হয়। বিদ্যাপতি বলে, সে হ্রদের কমলকে দোষ দিতে চায়। ১০

২১৮

মূল্য পাঠাইলে ঘোল পায় না, বুদ্ধিভ্রষ্ট (মূর্খ) ঘৃত ধার চায়। ২

থাকিবার স্থান পায় না, খাদ্য সামগ্রী চায়, পুরুষজাতি লোভের রাশি। ৪

আজ কি কৌতুক হইল কি বলিব, অস্থানে কানাই-এর গর্ব গেল। ৬

আসিলে, বসিতে বিচালি পায়, শয্যার কথার বিচার অর্থাৎ শয্যা কোথায় (তাহাই) জিজ্ঞাসা করে। ৮

শয্যা (যাহার) জীর্ণ মাদুর, (সে) পালঙ্ক চায়, গোয়ালিনী-পতির কথা কত বলিব? ১০

বিদ্যাপতি বলে, প্রভু গুণবান্ শ্রীশিবসিংহ লখিমা দেবীর পতি। ১২

২১৯

ধেনু চরায়, গোকুলে বাস করে, গোয়ালার সঙ্গে হাস্য-কৌতুক করে। ২

নিজে গোপ, কি ভারি কাজ, গোপনে আমাকে বলিতেছ (তথাপি) আমার বড় লজ্জা হইতেছে। ৪

সজনি, কানাই-এর সহিত মিলিত (হইতে) বলিতেছ, গোপ-রমণীর সহিত যাঁহার কেলি। ৬

সংসারে (সাধারণ লোকে) বলে, গ্রামে বাস করিলে গোঁয়ার, আর নগরে (বাস করিলে) নাগর। ৮

গোয়াল ঘরে বসতি, গোদোহন করে, তিনি নাগরী পাইয়া কি বিলাস করিবেন? ১০

২২০

রাহুর ভয়ে আমার (মুখ) চন্দ্রের (ন্যায়) মনে করিয়া অধরে সুধা আনিয়া ধরিল। ২

জীবনের মত সন্তর্পণে আগলাইয়া রাখিব, পান করিয়া যাইও না, আমার চুরি (চুরির অপবাদ) লাগিবে। ৪

স্বভাবতঃই রমণীর বঙ্কিম স্নেহ, (তদুপরি) আননে বঙ্কিম শশিরেখা অর্থাৎ মুখে তিলক সাজান রহিয়াছে। ৬

কানাই, (আমার) ভ্রূভঙ্গিমা কি দেখিতেছ, মন্মথ নিজের ধনু আমাকে দান করিয়া গেল। ৮

কন্দর্প আমার কুচকুম্ভ সুবর্ণে নির্মাণ করিল, আলিঙ্গন করিতে মনে হইবে ভাঙ্গিয়া যাইবে। ১০

সুকৌশলী রমণী কৌতুক করিতেছে, গুণগ্রাহী প্রভু বিচার করিয়া বুঝিবে। ১২

বিদ্যাপতি বলিতেছে, বাধা দিও না, ধনি, আশার বচনে সাধ পূর্ণ কর। গরুড় নারায়ণের পুত্র লখিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ জানেন। ১৪

২২১

বলপ্রকাশে আমার বাহুযুগল চাপিয়া দিও না, কিশলয়-কান্তি মৃণাল অর্থাৎ ভুজযুগল ভাঙ্গিয়া যাইবে। ২

হরি, বল (প্রকাশ) করিও না, লোভ করিও না, অধিক আসক্তিতে সুখ-শোভা থাকে না। ৪

আপনার নয়ন-চকোর সরাইয়া লইয়া যাও, বেগে আসিয়া আমার মুখশশী পান করিবে। ৬

আমার কুচ স্পর্শ করিতে যাইও না, পর্বত সম সুবর্ণ-বাটী ভাঙ্গিয়া যাইবে। ৮

বিদ্যাপতি বলে, লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ এই রসের ভাব জানেন। ১৬

২২২

প্রথম সংসার-সার-রসের অর্থাৎ ক্রীড়া-রহস্যের দোকানের প্রথম বিক্রয় (বউনি) কি তোমার? জোর করিয়া আমার আঁচল ফিরাইও না, রস (স্তন এবং বক্ষস্থল) উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। ২

হে হরি, হে হরি, আসক্তি (অনুরাগ) ত্যাগ কর, পথে বল দেখাইও না। প্রভু, ন্যায্য মূল্যে যাহা মদনদেবের হাটে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহা কি করিয়া পুনর্বার বিক্রয় করিব? ৪

সুবর্ণ-নির্মিত সুন্দর পয়োধর নাগরের জীবনের আধার, স্পর্শ করিলেই রত্নের অধিক মূল্য থাকে না, মূর্খ কিনিতে পারে না। ৬

বিদ্যাপতি বলে, সুচেতনি, শ্রবণ কর, হরির সঙ্গে কেমন করিয়া সমান হইবে? কপটতা ছাড়িয়া (হরিকে) ভজনা কর, যাহাতে অন্তিম সময়ে হরির নিকট স্থান পাইবে। ৮

২২৩

সকল সংসারের সার সুরতরস আমার দোকানে আছে। ২

কানাই, স্পর্শ করিও না, অনুরাগবশতঃ আমার মান নষ্ট করিও না। ৪

আমার সেবা অর্থাৎ নমস্কার দূর হইতেই গ্রহণ কর, প্রথম বিক্রয় (দ্রব্য) ধারে দিব না। ৬

আমার বক্ষে হার দেখিয়া, বিশেষ (করিয়া) লোভে নিকট হইও না অর্থাৎ লোভবশতঃ অত্যন্ত নিকটে আসিও না। ৮

ক্রমে ক্রমে উচিত মিলন পাইবে, মন্মথ মধ্যস্থ (থাকিয়া) গৃহে গৃহে শান্তি (দেয়)। ১০

বিদ্যাপতি বলে, রমণী, হরির সঙ্গে নগদ (বা) ধার কেমন।

২২৪

প্রভু গুণ অগুণ তুল্য করিয়া দেখে, প্রভেদ জানে না, নিজের ছলনা কত শিখাইব, আমিই লঘু হইলাম। ২

সজনি, তোকে মনের কথা বলিতেছি, পৃথিবী ভরিয়া নাগর রহিয়াছে বিধাতা আমাকে চাতুরী করিল। ৪

পূর্ব পশ্চিম জানে না, কামকলা রস কত শিখাইব, আনন্দের সময় নিদ্রায় অভিভূত, তাহার কিছুই জ্ঞান নাই। ৬

২২৫

বঙ্কিম নয়নের তত্ত্ব জানে না, মিষ্ট বচনে কান দেয় না। ২

মদনের ভঙ্গিমায় আমি যে মনের ভাব বুঝাইলাম (তাহা) সে বুঝে না। ৪

সখি কি করিব, কোন প্রকার (উপায়), গোঁয়ার গোয়ালা আমার কান্ত মিলিল। ৬

সময় বুঝিয়া গমন করিবার ছল আনিলাম (করিলাম), হাসিয়া দেখিয়া বাহুমূল দেখাইলাম। ৮

স্তনযুগলের বসন সংবরণ করিলাম অর্থাৎ ছল করিয়া তাহা দেখাইলাম, তথাপি তাহার হৃদয় প্রকাশ হইল না। ১০

এখন বিমুখ হইলে, পরে বিদ্রূপ করিবে, তাহার সহিত সহবাসের কলা অর্থাৎ রস কি? ১২

কি করিয়া কি করিব এই শোকাকুল ভাবনায় আমার সময় কাটিতেছে, হে সখি, (আমার) জীবনের উপায় কি, বলিয়া দাও। ১৪

২২৬

রাম, তুমি বড় ছলনাময়ী, অর্ধনয়নে কানাইকে কিনিয়াছ। ২

ঋতুপতি দোকানদার অপ্রমাদী নহে অর্থাৎ ভুলিবার লোক নহে, ন্যায্য-মূল্যবাদী (জানিয়া) কামদেবকে মধ্যস্থ স্থির করিল। ৪

দ্বিজ কোকিল লেখক, মধু কালী, মধুকরের পদ লেখনী, চন্দ্র সাক্ষী অর্থাৎ কামদেবকে মধ্যস্থ করিয়া চন্দ্রকে সাক্ষী মানিয়া, কালী কলম যোগাড় করিয়া লেখাপড়া হইয়া গেল। ৬

(মান অবস্থায় বাহির হইতে) অনুনয়, কেলি-রহস্য, মান-অনুভব-প্রকাশক রসিক কবি শ্রীশিবসিংহকে বলিতেছে। ৮

২২৭

সন্ধ্যার সময় নবীন চন্দ্রের উদয় হইল, যাহাতে সূর্যেরও ভ্রম হইল অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নায়িকার আগমন হইল। কর্ণফুলরূপ চক্রের ভয়ে লুকাইয়া, রাহু দূর হইতে দেখিতে লাগিল। ২

মুখ হাতে বেষ্টন করিয়া বসিও না, তোমার সুন্দর আনন অত্যন্ত চপল হইল, কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিবে? ৪

রক্তকমলে (হাতে) যেন কমল (মুখ) বসাইল, তাহাতে নীল কমল (চক্ষু) তাহার মধ্যে তিলক পুষ্প দেখিয়া মকরন্দ (নায়ক) ধীরে ধীরে আসিবে। ৬

হস্তপল্লব লগ্ন, বিম্বফল সম অধর, দশন (পংক্তি) দাড়িম্ব বীজ, ভ্রূতে ধনুক সম হইয়া কীর অর্থাৎ নাসা নিকটে আসে না। ৮

২২৮

হে রমণি, বদন ব্যক্ত করিও না, চতুর্দিক্ উজ্জ্বল হইবে চন্দ্র মনে করিয়া সুধারসের লোভে চকোর (তোমার বদন) উচ্ছিষ্ট করিয়া যাইবে। ২

সুন্দরি, তাড়াতাড়ি অভিসারে চল, এখনি শশীর উদয় হইবে, অন্ধকার রজনীকে ত্যাগ করিবে, মদনের পসার করাইয়া যাইবে। ৪

অমিয়বাক্য ভুলিয়াও বলিও না, অন্যরূপ সুগন্ধ বুঝাইবে, পঙ্কজের লোভে ভ্রমর চলিয়া আসিবে, অধর মধুপান করিবে। ৬

তুমি রস-কামিনী, মধু (মাসের) যামিনী, প্রিয়তমের সেবা করিতে যাওয়া উচিত, কবি অভিনব জয়দেব, রাজা রূপনারায়ণের (সম্মুখে বলিতেছে)। ৮

২২৯

হে সুন্দরি, বস্ত্রে বদন ঢাকিয়া রাখ, রাজ্যে চন্দ্রের চুরি শুনিতেছি। ২

প্রতি ঘরে ঘরে প্রহরী অন্বেষণ করিয়া গিয়াছে, এখনই তোর (চুরির) দোষ হইবে। ৪

চন্দ্রচোরকে কোথায় লুকাইব? যেস্থানে লুকাইব সেই স্থানে উজ্জ্বল হইবে। ৬

হাস্যরূপ অমৃতরস উজ্জ্বল বরিষণ। বণিক ও ধনী বলিবে আমার দ্রব্য। ৮

অধরের শেষ প্রান্তে দন্তের জ্যোতি হইবে, সিন্দুরের সীমায় অর্থাৎ অধরের সীমায় যেন মুক্তা বসান রহিয়াছে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, শঙ্কাশূন্য হও—চন্দ্রে কলঙ্ক ভেদ আছে অর্থাৎ চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু তোমার বদন কলঙ্কশূন্য। ১২

২৩০

ধনি, তোর মুখশ্রী চঞ্চলতাপূর্ণ, তোকে যেন চাঁদের চুরির (অপরাধ) না লাগে। ২

কোন ব্যক্তিকেই যেন মুখ দেখাইও না, (তুমিও যেন) কাহাকেও দেখিও না, চন্দ্র মনে করিয়া রাহু মুখ গ্রাস করিবে। ৪

শুভ্র নয়ন তোর কাজলে কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে কুটিল দৃষ্টির ধার তীক্ষ্ণ তরল। ৬

ভাল করিয়া দেখিয়া, ফাঁস গুণ জুড়িয়া (ব্যাধ) তোকে খঞ্জন মনে করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। ৮

সাগরের সার অমৃত ও চন্দ্র চুরি করিয়াছে, সেই হেতু রাহু বড় দ্বন্দ্ব করিতেছে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, শঙ্কাশূন্য হও, চন্দ্রেরও কিছু কলঙ্ক লাগে। ১২

২৩১

হৃদয়ের হস্তিশালা সুবর্ণে নির্মিত, তাহাতে কুচভার স্থির স্তম্ভ। ২

লজ্জা শৃঙ্খল দ্বারা কঠিন করিয়া (বন্ধন) লুক্কায়িত রাখিবে। অপর ব্যক্তির কথায় খুলিয়া দিও না। ৪

হে সখি, অন্য ভাবনা পরিত্যাগ কর, যৌবনকেই হস্তীই অবধারণ কর। ৬

যদি মদন মদজলে উন্মত্ত হয়, প্রিয়তম অঙ্কুশ লাগাইয়া ধরিবে। ৮

যতদিন না সুমতি হয়, ততদিন আগলাইবে, হৃদয় চোর অপহরণ করিলে কি রোধ করিতে পারিবে? ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, ধীমান্ শ্রবণ কর, হস্তী মাহুতের কাছে নত হয় কে না জানে? ১২

২৩২

তনু শিরীষ ফুলে মিশিয়াছে, পয়োধরে চন্দ্ররেখা নাই, ঘাম সুগন্ধ পান করে নাই অর্থাৎ দেহ পূর্বে যেমন শিরীষ ফুলের ন্যায় কোমল ছিল সেইরূপ আছে, উহাতে কোন মলিনতা নাই, স্তনে নখ-রেখাও হয় নাই, গাত্র-ঘর্মে সুগন্ধ মুছিয়া যায় নাই। মাধুরী অর্থাৎ বান্ধুলী ফুলের ন্যায় অধর দেখিতেছি অর্থাৎ অধরের রক্তিমাও বিনষ্ট হয় নাই। মধু (ও) রাখা আছে অর্থাৎ কেহ অধরের মধু পান করে নাই। ২

রামা (তুই কি) প্রিয়তমকে বিস্মৃত হইলি? পুরুষ যেন সিংহ, সুন্দরী যেন দ্রোণলতা, স্পর্শ করিতেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ৪

যাইতেই কি মান করিয়াছিলি, কিংবা অবকাশে অন্য (মন্দ) কথা বলিয়াছিলি, অথবা তোর কান্ত শিশু, সম্পত্তি হরণ করিতে গিয়াছিলি? (এমন সময) পরিজনেরা জাগিয়া উঠিল, (তাহাতে) চোরের কালিমা লাগিল অর্থাৎ চুরি করিতে গিয়া চুরি করিতে পারিলি না। ধরা পড়িয়া চোবের কলঙ্ক লইলি। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, যুবতীশ্রেষ্ঠ শ্রবণ কর, এই রস কেহ কেহ জানে, রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর কান্ত। ৮

২৩৩

হে মাধব, উঠ, উঠ, অসময়ে শয়ন করিয়া আছ কেন? পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণ লাগিল দেখ। ২

হার গঙ্গা, (নাভি) রোমাবলী যমুনা। ত্রিবলী ত্রিবেণী, কন্দর্প দ্বিজ (সদৃশ)। ৪

সিন্দুরের তিলক সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, ধূসর (বর্ণ) চন্দ্রানন প্রকাশ পাইতেছে না। ৬

এই সময় মদন পূজা করিতেছে, গ্রাসমুক্ত হউক, রতিদান কর। ৮

কোকিল ও ভ্রমর সম্মুখে কথা বলিয়া ভ্রমণ করিতেছে। অবকাশ অল্প (কিন্তু) দান অতুল। ১০

কবি বিদ্যাপতি এই রস বলিতেছে, রাজা শিবসিংহ সমস্ত রসের নিধান। ১২

২৩৪

ত্রিবলী তরঙ্গিণী-স্থান অগম্য জানিয়া মদন দ্বারা পত্র পাঠাইল, যৌবন দলপতি তোমাকে সমরে (ডাকিবার জন্য) রতিপতিকে দূত করিয়া পাঠাইল। ২

মাধব, বালা এখন কেমন সাজিতেছে, শৈশবকালে তুমি যে তাহাকে কষ্ট দিয়াছ, সে সমস্তই প্রত্যাগমন করিবে অর্থাৎ তাহার শৈশবে তুমি রতিযুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া ছিলে, এখন সে যুবতী বলবতী, তোমাকে সে যুদ্ধে পরাস্ত করিবে। ৪

কুণ্ডল (রূপ) চক্র, তিলককে অঙ্কুশ করিয়া, চন্দন (রূপ) অভিনব কবচ (পরিধান করিয়া) চক্ষুতে গুণ দিয়া, কটাক্ষ (রূপ) শর দিয়া রমণী সাজিয়াছে। ৬

কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুন্দরী সাজিয়া (রণ-) ক্ষেত্রে চলিয়া আসিল। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর পতি। ৮

অভিসার

২৩৫

বিলাসিনী বালিকাকে কোথায় আনিব? তুমি কানাই, বরং সেই স্থানে যাও। ২

প্রথর স্নেহে রাধিকা অত্যন্ত ভীতিগ্রস্তা, কত যত্ন করিয়া তাহাকে কোন স্থানে মিলাইব? ৪

যাহার প্রতি (পক্ষে) সুরত অসার মনে হয়, সে কেমন করিয়া যমুনাপারে আসিবে? ৬

পথে কাঁটা ভুলিয়া যাইতেছ, পদ কোমল, দূর পথ। ৮

অতিশয় ভয়ঙ্কর গাঢ় অন্ধকার; কেমন করিয়া জীবনের শাস্তি স্বীকার করিবে। ১০

এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তাহার মনে ভয় (হইয়াছে)। মধু ভ্রমরের নিকট আগমন করে না। ১২

(এক) স্থানে বসিয়া আরাধ্য ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে কার্যে সাহস করিবে তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইবে। ১৪

বিদ্যাপতি বলে, মুরারি, শ্রবণ কর, সেই রমণী বিবশ হইয়া পড়িয়া আছে। ১৬

নৃপ শিবসিংহ রাণী লাখিমা দেবীর প্রতি এই রস জানেন। ১৮

২৩৬

বর্ষা রাত্রি, কোমলা রমণী, অত্যন্ত নিদারুণ অন্ধকার, পথে সহস্র নিশাচর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, ঘন জলধারা পড়িয়াছে। ২

মাধব, সে প্রথম স্নেহে শঙ্কিতা, স্বয়ং গিয়া তাহা দেখ, সেই প্রকার করিবে অর্থাৎ তুমি নিজেও সেই ঘোর অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইবে। ৪

গমনাগমনের পথে অত্যন্ত ভয়ানক বাধা, কেমন করিয়া আসিতে পারে? সুরত-রস সুকৌশলী বল্লভ, তারপর সমস্ত অসার, অর্থাৎ এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন নায়িকার পক্ষে অসার, কেবলমাত্র সার বল্লভের দর্শন। ৬

সুমুখী এই সমস্ত বিচার করিয়া মনে নিরুৎসাহ হইয়াছে, তার মনে লজ্জা নাই। কোথায় দেখিয়াছ মধু কি ভ্রমরের নিকট আপনি যায় অর্থাৎ সমস্ত স্থানে প্রেমিক প্রেমিকার কাছে যায়, কিন্তু কোথাও কি দেখিয়াছ প্রেমিকা প্রেমিকরে নিকট গমন করে? ৮

২৩৭

হে সুন্দরি, চল চল, আজ মঙ্গল (কাজ) কর, ইতস্তত: করিলে কাজ হয় না। ২

গুরুজন-পরিজনের আশঙ্কা দূর কর, সাহস ব্যতীত সিদ্ধির আশা পূর্ণ হয় না। ৪

বিনা জপে কেহ সিদ্ধি পায় না, না গেলে ঘরে নিধি (ধন) আসে না। ৬

সে অপরের স্বামী, তুমি পররমণী, আমি মধ্যে (থাকিয়া) দুই পক্ষ (হইতে) গালি (খাই)। ৮

তোমাতে তাহাতে দর্শন ইহা মনে লাগে, যে প্রকার তোমার ভাগ্য সেই প্রকার করিয়া দেখ। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, রমণীশ্রেষ্ঠ, শ্রবণ কর, যাহা অঙ্গীকার করিবে তাহাতে গালি গণনা করিবে না অর্থাৎ যাহা করিতে স্বীকার করিবে তাহা গালি খাইয়াও পালন করিবে। ১২

২৩৮

ধনি, অভিসারে চলিল, মন্মথের রাজত্বে আজ শুভদিন রীতি বিস্তার করিয়া পাইল। ২

গুরুজনের নয়ন অন্ধ করিয়া বন্ধুশ্রেষ্ঠ অন্ধকারে আসিল, তোর বাম উরু, কুচ, নয়ন স্পন্দিত হইতেছে অত্যন্ত শুভ বলিয়া বুঝিবি। ৪

কুলবতীর ধর্মের কর্মের ভয় সমস্ত গুরু (জনের) মন্দিরে রাখিয়া চল, প্রিয়তমের সঙ্গে রঙ্গ চিরদিন কর, (তোমার) কামনা-বৃক্ষ সফল হউক। ৬

মেঘে বিজলী, বিজলীতে মেঘ (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মিলন) কিঙ্কিণীর (মেঘের) গর্জন জানিবে। সকল বৃক্ষ হর্ষান্বিত হইয়া পুষ্প (সকল) বর্ষণ করিবে, শিখিকুল (ময়ূরেরা) দুই জনেরই গুণগান করিবে। ৮

২৩৯

একে মধু (চৈত্র মাসের) রজনী, (তাহাতে) সুপুরুষের সঙ্গ, আসিতে (অভিসারে গমন করিতে) আশা ভঙ্গ করিও না অর্থাৎ মাধবকে আশা দিয়াছ তুমি অভিসারে আসিবে, সেই আশা ভঙ্গ করিও না। ২

আমি কি শিখাইব, তুমিই বুদ্ধিমতী, পরের অনুরোধে কি নিজের কাজ হয়? ৪

চল চল, হে সুন্দরি, অভিসারে চল। সময় পাইলে লক্ষ উপকার সাধিত হয়।৬

তারতম্যে (সংশয়ে) কিছু কাজ সম্ভব হয় না, আশা দিয়া তোর মনে কি লজ্জা হয় না? ৮

প্রিয় গুণগ্রাহী, তুমি গুণধাম, সুপুরুষের কথা প্রস্তরের রেখা। ১০

২৪০

নূপুর রসনা দেহ হইতে ত্যাগ কর, হে যুবতি, পীত-বস্ত্র পরিধান করিয়া লও। ২

শিথিল (আলস্য) করিয়া বিলম্ব করিলে, উপহাস হইবে, মাধবের নিকট যাওয়া হইবে না। ৪

সখি, নাথের গৃহে গমন কর, অভিমত (ইচ্ছা পূর্ণ) হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬

কুসুম চন্দনে দেহ প্রসাধন কর, (তোমার) নয়ন-যুগলে কাজলের রেখা (দাও)। ৮

অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্র এখনই উদিত হইবে, জানিয়া পিশুন (মন্দমতি) জনেরা মন্দ বলিবে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, রমণীশ্রেষ্ঠ, শোন, মুরারি অভিনব নাগররূপে (আসিয়াছেন)। ১২

২৪১

চল, চল সুন্দরি, হরির অভিসারে চল রজনীর উপযোগী বেশ কর। ২

যেরূপে চন্দ্র রজনী উজ্জ্বল করিল, ঐ প্রকারে বেশভূষণ সজ্জা কর। ৪

হে ধনি, ভাবিনি, তোকে কি বলিব, নাগর নিশ্চয় তোর বশীভূত হইবে। ৬

তুমি রসিকা নাগরী, নাগর রসিক। কুঞ্জসীমায় শীঘ্র চল। ৮

একাকী কুঞ্জবনে ব্যাকুল কানাই, বিদ্যাপতি বলে, প্রয়াণ কর। ১০

২৪২

রাত্রির প্রথম প্রহর গেল। সুজনের আপন আপন গৃহে প্রবেশ করিল। ২

তমোমদিরা পান করিয়া মত্ত হইয়া এখনই মন্দ (দুষ্ট) চন্দ্র উদিত হইবে। ৪

সুন্দরি অভিসারে চল, শৃঙ্গার-রস সংসারের সার। ৬

ওখানে প্রিয় (মাধব) আশায় (বসিয়া) আছে। এখানে মদনের পাশ গ্রীবা-বেষ্টন করিয়াছে। ৮

সাহস করিলে অসাধ্য সাধন হয়, প্রথম অপরাধ এক তিল (হইলেও) কঠিন হয়। ১০

সে শ্যামবর্ণ, তুমি গৌরাঙ্গী, মেঘ ও বিদ্যুতের চুরি (গুপ্ত মিলন সদৃশ) লাগিবে (বোধ হইবে)। ১২

হাসিয়া আলিঙ্গন দিবে, হৃদয় ভরিয়া যুবতী জন্মের সুখ গ্রহণ করিবে। ১৪

সকল ভয় দূর কর, রমণী পতির মনোরথ পূর্ণ করে। ১৬

বিদ্যাপতি এই বলিতেছে, রাজা শিবসিংহ লখিমা দেবীর পতি। ১৮

২৪৩

চরণে নূপুর (তাহার) উপর সাড়ী, মুখর [illegible] করে নিবারণ করিয়া, ২

নীল বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া, অন্ধকারে প্র[illegible] করিয়া পথে চল। ৪

সমুদ্র ও কুসুমের আনন্দ রসে রসিক, কু-(অ[illegible]) গত চন্দ্র এখনই উদিত হইবে। ৬

সুমুখি, তোমার আগমন (এখানে-গমন) উচি[illegible], পিশুনের (মন্দ ব্যক্তির) নয়ন চকোরের (ন্যায়) ভ্রমণ করিতেছে। ৮

হে রাধে, অলকা তিলক অর্থাৎ কেশসজ্জা ও বিলেপন করিও না, অঙ্গে বিলেপন করিতে বাধা অর্থাৎ বিলম্ব হইবে। ১০

তুমি অনুরাগিণী, সে অনুরাগী, ভূষণের কারণে দোষ হইবে অর্থাৎ সাজ-সজ্জায় প্রয়োজন নাই। ১২

রসিক কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, (রাজা শিবসিংহ) নৃপতিকুল-সরোজের সূর্য। ১৪

২৪৪

চন্দ্রবদনা ধনি, যখন চন্দ্র উদিত হইবে, তুইবে[illegible] উজ্জলতায় সকলে দূর হইতে দেখিবে। ২

যতক্ষণ অন্ধকার প্রবল তাহা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া হে গজেন্দ্রগামিনি, চল অথবা অভিসারই উপশম কর। ৪

চন্দ্রবদনা ধনী, রজনী উজ্জ্বল, হে আমার সখি, কেমন করিয়া গমন করিবে? ৬

তোমার অঙ্গের দুর্বার পরিমল পরিজনের নিকট (প্রকাশ পাইবে); দূর হইতে দুর্জনেরা তোমার অভিসার লক্ষ্য করিবে। ৮

তোর দেহ ও নয়ন চারিদিকে চঞ্চল, তোকে লইয়া যাইতে আমার সন্দেহ হইতেছে। ১০

পরাধীন কার্যে অগ্রগামিনী হইয়া আসিয়াছি, বিফল হইলে আমায় প্রত্যাগমন করিতে লজ্জা (হইবে)। ১২

২৪৫

প্রণয়ী মন্মথের করায়ত্ত হইলে মনের পশ্চাতে দেহ। ২

ভূমিতে পদ্ম, আকাশে সূর্য, প্রেমের পথ কত দূর? ৪

বামা, বাধা করিও না (দিও না), প্রিয়জনের কামনা বিলাসিনী পূর্ণ করে। ৬

বদন জয় করিয়া ম্লান কর, (কাজেই) লজ্জায় চন্দ্র নিকটে আসে না। ৮

(চন্দ্র) পথ আলো করিতে ভয় পায়, তোমার গমন অন্ধকারেই হইবে। ১০

কাজে দ্বিধা ও হৃদয় বাঁকা করিলে বিরহের কত শঙ্কা উপজাত হয়। ১২

সুন্দরি, সাহস সকলেরই (সকল কাজেরই) সার তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কে (কাজ) করিতে পারে?

অভিসারের সকল সিদ্ধিদায়ক, রূপে নূতন কন্দর্প ১৬

রাজা শিবসিংহ রসের আধার (ইহাই) রসিক কবি কণ্ঠহার বলিতেছে। ১৮

২৪৬

অলকে মৃগমদ চন্দন (লেপন) ও মুখে তিলক করিও না। ২

সুন্দর পূর্ণিমার চন্দ্র (অর্থাৎ মুখ) তিলকে ম্লান হইবে। ৪

স্বভাবতঃই রাধা (তুমি) অত্যন্ত সুন্দরী, অধিক সাজ-সজ্জা কি করিবে? ৬

উজ্জ্বল পদ্ম-চক্ষু কাজলে মলিন করিও না। ৮

দুগ্ধধৌত (নয়ন) ভ্রমর (তুল্য), মসীতে ডুবিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে অর্থাৎ এখন তোমার চক্ষু ক্ষেত্র-দুগ্ধধৌত এবং চক্ষু-গোলক ভ্রমরের ন্যায়, চক্ষুতে কাজল দিলে মলিন হইবে। ১০

উপুড়-করা সোনার বাটীর (ন্যায়) গৌরবর্ণ স্থূল পয়োধর। ১২

(তাহাকে) চন্দন দ্বারা শুভ্র করিও না, (তাহা হইলে) হিমে (তুষারে) সুমেরু ডুবিয়া যাইবে। ১৪

বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, যেখানে সূর্য সেখানে অন্ধকার কোথায়? ১৬

২৪৭

স্বভাবতঃ বদন অমূল্য ছিল। অলক তিলক (দিয়া উহা) চন্দ্র তুল্য হইল অর্থাৎ তোমার মুখাবয়ব অতুলনীয় ছিল। অলকে তিলকে উহা কলঙ্কযুক্ত হইল।

কিসের জন্য এমন প্রসাধন করিলে, যাহাতে যে রূপ ছিল তাহাও দূরে গেল। ৪

সৌন্দর্য ছিল, কোথায় গেল? ভূষণ দিয়া দূষিত করিল। ৬

দর্শনে মুনিজনেরও আধি জন্মায়, নাগরের স্বভাবতঃই ব্যাধি হয়। ৮

উপনীত উপঢৌকন উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া লইয়া থাকে। সাক্ষাৎ হইলে মুচিবার উপায় আছে। অর্থাৎ যাহারা উপঢৌকন পাঠায় তাহারা সাজাইয়া দেয়—কিন্তু যে তুলিয়া লয় সে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখে—তখন আর সাজান থাকে না। সেইরূপ সাক্ষাতের পূর্বে প্রসাধন-সজ্জা ঠিক থাকে, সাক্ষাতের পর আলিঙ্গনে তিলক প্রভৃতি মুছিয়া যায়। ১০

২৪৮

সূর্য সিন্দুর-বিন্দু, চন্দ্র চন্দনে লিখিল। তিলক তিথি বলিয়া গেল অর্থাৎ তিলকের সংখ্যানুযায়ী তিথি হইল। বিপরীত অভিসার অমৃত-ধারা বর্ষণ করে, অলকে অঙ্কুশ করিল। ২

মাধব, সাজ সজ্জা করিবার সময় দেখা হইল। চতুর সখী নিকটে ছিল (বলিয়া) আদর করিয়া দেখিল, জিজ্ঞাসা করিল না। ৪

কেতকী-দল দিয়া, চাঁপা ফুল লইয়া, কবরীতে আনিয়া রাখিল। মৃগমদ কুঙ্কুম দিয়া অঙ্গ-রাগ করিল—চতুরা (সঙ্কেত) সময় নিবেদন করিল। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, অভয়মতি শোন, কুহূ (অমাবস্যা) সত্য সত্যই নিকট। রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ লখিমা দেবীর পতি।

২৪৯

করিবর (ও) রাজ-হংসকে গমনে পরাজিত করিয়া (রাধা) সঙ্কেত-গৃহে চলিল। নির্মল বিদ্যুদ্-দণ্ড, হেম-মঞ্জরী জিনিয়া অতি সুচারু দেহ। ২

কুন্তল মেঘ, অন্ধকার, (ও) চামর জিনিয়া; অলকা মধুকর (ও) শৈবাল জিনিয়া। ভ্রু কন্দর্পের ধনু, মধুকর, (ও) সর্প জিনিয়া, কপাল অর্ধচন্দ্র জিনিয়া। ৪

অক্ষি কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী খঞ্জন সকলকে জিনিয়া। নাসা তিলফুল, গরুড় ও চঞ্চু জিনিয়া; শ্রবণ গৃধিনী হইতে শ্রেষ্ঠ। ৬

মুখ স্বর্ণমুকুর, চন্দ্র (ও) কমল জিনিয়া; অধর বিম্ব (ফল), প্রবাল জিনিয়া; দন্ত মুক্তা, কুন্দ (ও) করকবীজ (দাড়িম্ববীজ) জিনিয়া, কণ্ঠের আকৃতি কম্বু জিনিয়া। ৮

স্তনের সাজ বেল, তালযুগল, সুবর্ণকলস, গিরি, কটোরি (বাটী) জিনিয়া, বাহু মৃণাল, পাশ ও বল্লরী জিনিয়া; মাঝা (কটি) ডমরু ও সিংহ জিনিয়া। ১০

লোম লতাগুচ্ছ, শৈবাল, কজ্জল জিনিয়া; ত্রিবলী রঙ্গিণী তরঙ্গিণী জিনিয়া। নাভি সরোবর-পদ্মদল জিনিয়া; নিতম্ব হস্তি-কুম্ভ জিনিয়া। ১২

উরুদ্বয় কদলী (ও) হস্তিশুণ্ড জিনিয়া; পদ ও হস্ত স্থল-কমল জিনিয়া; নখর করকবীজ, চন্দ্র (ও) রত্ন জিনিয়া; বচন কোকিল (ও) অমৃত জিনিয়া। ১৪

বিদ্যাপতি বলিতেছে শোন মধুরমতি (শিবসিংহের মন্ত্রী) রাধা-সৌন্দর্য অসামান্যা। রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ, একাদশ অবতার। ১৬

২৫০

আননে কুণ্ডল তিলক বিরাজিত, সিন্দুর-বিন্দু বিরাজিত (যেন) হেমলতায় বিধি, ব্রহ্মা, রবি, শশী, তারা শোভিত করিল। ২

বিশালাক্ষী চন্দ্রবদনা ধনী যেন ভ্রমরমালা-ভূষিত পদ্ম। ৪

অপূর্ব কলাবতী নারী দেখিলাম, যেন গজ-গমনা দেবপুর হইতে আসিয়াছে। ৬

সুচারু বেণী শোভিত (হইতেছে), তনুতে ফুলদলের হার; শ্যাম সর্প (বেণী) দেখিয়া কাম আঘাত করিল। ৮

বালা কন্দর্পকে শর-প্রহার করিল, কুটিল কটাক্ষ (যেন) তীক্ষ্ণ বাণ। ১০

কম্বু গ্রীবা, মৃণাল বাহু, কুচে হার বলিত, স্বর্ণ কলস (স্তন) সঞ্চিত কামদেবের ভাণ্ডারের (ন্যায়) রসে পরিপূর্ণ। ১২

গৌরবর্ণ স্তন মদনের ভাণ্ডার, যেন উপুড়করা সোনার বাটী। ১৪

শ্যামা সুনয়না অপূর্ব ভূষণসার রতিস্বরূপা। বিদ্যাপতি কবিরাজ (শ্রেষ্ঠ) বলে—সুফলে অভিসার করুক। ১৬

২৫১

মৃদুস্বরে কথা বলিলেও গুরুতর ভার অর্থাৎ উচ্চস্বরের ন্যায় শোনায়। দুস্তর রাত্রি, অভিসার দূর। ২

পথে সর্প, উপরে বৃষ্টি জানিয়া দুই কুলে কলঙ্ক স্বীকার করিলাম। ৪

পরধন অপহরণ করিতে তোর এত সাহস, কে জানে আমার গতি কি হইবে? ৬

দূতি, তোর কথায় নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। ওজন করিয়া (দেখিলাম) প্রাণের অপেক্ষা স্নেহ অধিক হইল।

তোকে কি বলিব, (আমার) দশমী দশা সম্মুখে, সুধা বলিয়া আমাকে গরল দিলি। ১০

২৫২

রজনী ছোট, রমণী অত্যন্ত ভীরু। কতক্ষণে কুঞ্জর-গমনা (রাধা) আগমন করিবে? ২

প্রবল সর্পিল পথ তাহাতে কোমল-চরণা (রাধার) কত সঙ্কট। ৪

হে বিধি, (তোমার) চরণে পরিহার করি (অর্থাৎ তোমার পদে তাহাকে সমর্পণ করি), সুন্দরী নির্বিঘ্নে অভিসার করুক। ৬

গগন মেঘাচ্ছন্ন. মহী (পথ) কর্দমাক্ত, বিঘ্ন বিস্তারিত, (তাহাতে) শঙ্কার উদ্ভব হইতেছে। ৮

দশদিক্ ঘন অন্ধকার, চলিতে (পদ) স্খলিত হয়, লক্ষ্য (করিতে) পারে না। ১০

সব যেন পালটাইয়া (অর্থাৎ ফিরিয়া) ভুলিল, আসিতে দেখিলে অনুমান হইবে যে ক্ষুদ্রকায়া রমণী

আসিতেছে অর্থাৎ রাধা যে ক্ষুদ্র তাহার সাহস এত যে বাধা বিঘ্ন কিছুই না মানিয়া পথ অতিক্রম করিতেছে। ১২

বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, প্রেমের জন্য কুলবতী পরাভব অর্থাৎ বিপদ সহ্য করে। ১৪

২৫৩*

ধনী অভিসারের (জন্য) আজ সাজিল। গুরুজন, গৃহ (ও) দ্বার চকিত হইয়া কতবার দেখিল। ২

অত্যন্ত ভয় ও লজ্জায় তনু সঘনে কাঁপিতে লাগিল। নীল নিচোলও কাঁপিল। মনে কত আশা উৎপন্ন হইয়া, মনঃসিন্ধু মনেই হিল্লোলিত হয়। ৪

মন্দ-গামিনীকে (রাধাকে) পথ দেখাইয়া চতুরা সখী সঙ্গে চলিল, গন্ধে দিকে দিকে আমোদিত করিয়া ভাবিনী অবনত মস্তকে (গমন করিল)। ৬

নবীন তমালের সঙ্গ-সুখের জন্য গমনরতা স্বর্ণবল্লীর (ন্যায়) নিপুণ রসবতী কেলি বিপিনের পথ অনুসরণ করিয়া প্রিয়তমের নয়নে মিলিল। ৮

২৫৪

সহচরীর কথা ধনী কানে শুনিল, মনের আনন্দ মুখে বলিল না। ২

সহচরী হৃদয়ের কথা বুঝিল, এমন করিয়া সাজাইল যাহাতে কিছুই লক্ষ্য না হয়, অর্থাৎ বুঝিতে পারা না যায়। ৪

শ্বেতবস্ত্রে তনু আচ্ছাদিত করিল, হস্ত ধরিয়া পবনের গতি সঙ্গে করিয়া লইল। ৬

যেমন চন্দ্র পবনে চলিয়া যায়, সেইরূপ রাধা কুঞ্জে উদিত হইল। ৮

কানাই যখন রাধার হস্ত ধারণ করিল, সুবদনা বসিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিল। ১০

পয়োধরযুগল স্পর্শ করিতে ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল। বিদ্যাপতি বলে আনন্দের পূর্ণতা (প্রাপ্ত হইল)। ১২

*কাহারও কাহারও মতে এই পদটী বিদ্যাপতির রচিত নয়... হরিবল্লভের রচিত।

২৫৫

আকাশে সূর্য কিছু কিরণ দিল। প্রদীপের শিখা ম্লান হইয়া গেল। ২

মাধব হঠ (জেদ) ত্যাগ কর, যাইতে দাও, গুপ্ত স্নেহ (গোপনে) রাখা উচিত। ৪

দুর্জনের দ্বারা পরিজনের কানে যাইবে, সমুদয় চাতুরী (নষ্ট) ম্লান হইবে। ৬

ভ্রমর কুসুমকে রমণ (উপভোগ) করিয়া তাহাকে আগুলিয়া থাকে না, কেহ স্বকৃত চুরি প্রকাশ করে না। ৮

নিজের ধন ধনী গোপন করিয়া রাখে, পরের বস্তু কেহ কি ব্যক্ত করে? ১০

চোর যদি চতুর হয়, (তাহার) চুরি শোভা পায়, আমার ঘরের পরিজন জাগিয়া উঠিবে। ১২

বিদ্যাপতি বলিতেছে, সখী সার কথা বলিতেছে, সেই জীবন যে পরের উপকার (করে)। ১৪

২৫৬

পুরজনে ও পিশুনজনে নগর পূর্ণ, অর্ধরজনী, অন্ধকার। মাধব, বাহু দ্বারা পুনরায় যমুনা-পারে ফিরিয়া যাইব অর্থাৎ সন্তরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিব। ২

এই কূলে কুলকলঙ্কের আশঙ্কা ও কূলে তোর অনুরাগ। প্রেমের জন্য পরাজয় সহ্য করিব, এই আমার অনুমান। ৪

কানাই কণ্ঠে বাহু-আলিঙ্গন ত্যাগ কর, প্রভু (স্বামী) জানিলে, উৎপাত বাড়িবে, উপহাস হইবে অর্থাৎ লোকে বিদ্রূপ করিবে। ৬

পৃথিবীতে কত যুবক যুবতী প্রেম ঘটায়, শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ পুরুষ (হওয়া) চাই—যে পূর্ব প্রেম ক্ষমা করে। ৮

আমার এক নিবেদন রাখিবে, দুই (দিকের) লজ্জা রাখিবে, পুনর্বার মিলন হইলে কখন মুখ মলিন করিবে না। ১০

কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, বালা, প্রভুকে বুঝাইয়া

চলিল, রাণী লখিমার পতি রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ১৪

২৫৭

রাত্রি শেষ হইল, পদ্ম ফুটিল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমরীকে খুঁজিতেছে। ২

প্রদীপের ও গগনের রাত্রি মন্দ হইল, যুক্তি দ্বারা বুঝিলাম প্রাতঃকাল হইয়া গেল। ৪

প্রভু, এখন আমায় ছাড়িয়া দাও, (আর) ভাল দেখায় না। মন্মথের দোহাই (দিতেছি) পুনরায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। ৬

নাগর রঙ্গে রমণীর মান রক্ষা করে, জিদ করিলে প্রভু, রস ভঙ্গ হইবে। ৮

যাহাতে চুরি শোভা পায় তাহাই করিবে, বিভোর হইয়া রস লইয়া আগ্‌লাইয়া থাকিও না। ১০

২৫৮

পরের রমণী তোর আগ্রহে কত কৌশল করিয়া আনিলাম। ২

কি প্রকারে সুন্দরী নিজ ঘরে যাইবে সে বিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা হইতেছে। ৪

(ঘরের) কাছেই ভয়ে (সে) বাহিরে দেখে না, এত দূরে অভিসারে (তাহাকে) অতি যত্নে আনিলাম। ৬

যাহার সহিত ক্ষণকাল অবস্থান মহার্ঘ, বিভাবরী অবসান হইল, মনে লজ্জা হয় না অর্থাৎ সে সমস্ত রজনী তোমার কাছে রহিল—তাহাতেও তোমার আশা মেটে না। ৮

তোর ইচ্ছা তাহার প্রাণ অর্থাৎ তোমার মিলনের ইচ্ছা হইতেছে তাহার প্রাণের আশঙ্কা হইতেছে। যাহার মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞান আছে সেই-ই নাগর। ১০

মলিন তারকা প্রভাত ব্যক্ত করিতেছে, পথে গমন করিতে কে দেখিয়া ফেলিবে। ১২

পিশুনজনেরা কাছেই বাস করিতেছে, কি ছলনা করিবে? অন্ত কি করিয়া গুরুজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? ১৪

বিদ্যাপতি তখনকার কথা বলিতেছে, আদর করিয়া লইয়া আসিয়া (রাধার) মান খণ্ডিত করিও না। ১৬

২৫৯

লোহিত লোচন বার বার ঘুরিয়া আসিল, যেন রক্ত কমল পবন পাইল। ২

আকুল কেশে বদন ঢাকিল, যেন অন্ধকার চন্দ্রকে ঢাকিল (চাপিল)। ৪

হে মাধব, কেমন করিয়া ঘরে ফিরিবে, সখীগণ দেখিয়া কৌতুক করিবে। ৬

মুক্ত নীবিবন্ধন আনিয়া মিলাইল অর্থাৎ সংযুক্ত করিল, যেন গঙ্গা উত্তর (দিকে) প্রবাহিত হইল। ৮

পয়োধর শ্রীফলে নখরেখা দিয়াছ, স্বর্ণগিরি কি পদ্মে ঢাকা পড়ে? ১০

বিদ্যাপতি কৌতুক করিয়া গাহিয়া বলিতেছে, এই রস রাজা শিবসিংহ পাইল। ১২

২৬০

তোর নয়ন আলস্যে পূর্ণ, (যেন) চকোর চন্দ্র-সুধা (পানে) মত্ত। ২

নিশ্চল ভ্রু যেন বিশ্রাম লইতেছে, (যেন) যুদ্ধ জয় করিয়া কামদেব ধনু-ত্যাগ করিল। ৪

ওরে সুন্দরি, কৌতুক করিও না, উক্তিতে গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ৬

কুচ শ্রীফলে নখাঘাতের শোভা, (যেন) স্বর্ণাচলে কিংশুক বিকসিত হইয়াছে। ৮

তিলক বহিয়া গেল, কেশ আলু থালু হইল, (যেন) কামদেব হাসিয়া উপঢৌকন পরীক্ষা করিল। ১০

২৬১

কেশ আলু থালু, কুসুম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অধর দশনে খণ্ডিত। দেখিতেছি লোচন যেন রক্তিম কমল দলের ন্যায়, (তাহাতে) মধু-লোভে ভ্রমর বসিয়া আছে অর্থাৎ রাত্রি জাগরণে চক্ষু লোহিতবর্ণ হইয়াছে। ২

কলাবতি, আজ ছলনা করিও না, লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমাকে বল, কোন নাগরের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছ। ৪

সুন্দরি, স্থূল পয়োধরে মনোহর নখরেখা হস্তদ্বারা কেন ঢাকিতেছ? মেরুশিখরে নব শশধর (নখরেখা) উদিত হইল, চুরি গোপন থাকে না। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছে, ব্যক্ত চুরি কতক্ষণ অপ্রকাশিত থাকিবে? সুলতান গ্যাসদেব জ্ঞাত আছেন, (তিনি) চিরজীবী (হইয়া) জীবিত হউন। ৮

২৬২

কেশ-পাশ বিপর্যস্ত, লজ্জায় গোপন হাসি, রাত্রি-জাগরণে মুখ উজ্জ্বল নাই। স্থূল পয়োধরে সুন্দর নখ-রেখা, (যেন) সুবর্ণ শম্ভু কিংশুক দিয়া পূজা করিল। ২

পূর্ণচন্দ্রাননা সখি, না, না, না, না করিতেছিস্। তোর সকল চরিত্র বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছি। ৪

তোর গমন আলস্যপূর্ণ, বিহ্বল বচন, মদনের ইচ্ছায় মোহপ্রাপ্তা। পুনঃ পুনঃ হাই তুলিতেছিস্, তনু রসহীন (মলিন) হইয়া গিয়াছে, (যেন) মৃণালবল্লরীকে সূর্যতাপ স্পর্শ করিয়াছে। ৬

বসন বিপরীতভাবে পরিহিত, তিলক অপসারিত, নয়নের কাজল (মিশ্রিত) জলে অধর পূর্ণ হইয়াছে। এই সকল মিলনের বিচক্ষণ লক্ষণ, কপট কতক্ষণ ধরিয়া থাকিবে? ৮

কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, ওবে যুবতীপ্রধানা প্রস্ফুটিত মালতী ভ্রমরকে পাইল। হাসিনী দেবীর পতি দেবসিংহ গরুড়নারায়ণ নৃপতি রঙ্গে ভুলিল। ১০

২৬৩*

সুন্দরি, গুপ্ত স্নেহ ব্যক্ত (হইয়াছে)। আজ, বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তোর দেহই সাক্ষী দিল। ২

সখি, তোর মুখমণ্ডল আলস্যপূর্ণ হইয়াছে। কণ্ঠ ও অধরের আকৃতি মলিন। কত রস পান করিয়া সব নীরস করিল, (যেন) রাহু চন্দ্রকে উদ্গীর্ণ করিল অর্থাৎ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ মলিন। ৪

রজনী জাগিয়া দুই চক্ষু লোহিতবর্ণ ও অলস নিমীলিত ভাব, যেন মধুকর মধুপানে মত্ত হইয়া লাল পদ্মের কোলে শয়ন করিয়া রহিল। ৬

ক্ষুধিত নখক্ষত স্তনে প্রকাশিত, তাহাতে কেশভার পতিত হইয়াছে, (যেন) অন্ধকার (কেশ) স্বীয় রিপু কলানিধি শশীকে (বদন) দেখিয়া সুমেরুতে (স্তনে) পড়িল। ৮

নব কবিশেখর দোষ জ্ঞাত হইয়াও, অঙ্গীকার করিয়া বলিতে পারিতেছে না, কত শতবার চুরি গোপন কর, একবার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ১০

২৬৪

(রাধার) আকাঙ্ক্ষা ছিল যৌবন আসিলে কত না রঙ্গ করিবে। সে সমস্ত প্রেম সীমা পর্যন্ত হইল না, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ১

তাহার উপর আরও আকাঙ্ক্ষা ছিল, এখন কি সাধ করিবে? এইরূপ হইয়াই অপরাধিনী হইল। যাহা ছিল তাহাতেও বাধা পড়িল। ৪

মাধব, এখন তবে এই বড় অপরাধ, যেখানে যাহা কিছু বলিতে বা করিতে চাও, তাহাতেই গুরুজন কষ্ট হন। ৬

সেই রমণী বিনয় করিয়া বলিতেছে। অবশ্য নিকটে আসিবে যাইবে, পাঁচ সাত দিন পথে ঘাটে চোখে দেখিয়া যাইবে অর্থাৎ গুরুজনেরা রাগ করেন সেই হেতু অভিসার হইবে না, পথে ঘাটে দেখাশোনা চলিবে। ৮

২৬৫

আহা, বিধাতা কৃপা-দৃষ্টি করিলেন (তাহাতে) মাধবের স্নেহ বাড়িল। সখি, গুরুজনের গুরুতর ভয়ে প্রাণে সন্দেহ জন্মিল। ২

দুর্জন বলবান্ সর্পের ন্যায় তীব্র বিষবৎ দুর্বাক্য উদ্গার (প্রয়োগ) করে; সেই বিষযুক্ত তীক্ষ্ণ তীর (আমার) হৃদয়ে লাগিল। ৪

* এই পদটী রায় শেখরের, বিদ্যাপতির নয়।

হায় হায়, পরিজনের পরিচয় ত্যাগ করিয়া পাশ ত্যাগ করি। সমস্ত নগরে নগরবাসিগণ গৃহে গৃহে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিতেছে।

সকল ব্যক্তিই জানে—প্রেমের প্রথম পরাজয় দুঃসহ। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছে, ধনি, মনে ভাবিয়া অপেক্ষা কর। ৮

২৬৬

মনের পিরীতি জানিয়া বাক্যে দূর হইতে স্নেহ বাড়িল। কাজ অল্প হইতে বড় দূর অন্তর, কর্মে আনিয়া পাইল অর্থাৎ কর্মফল এইরূপ করিল। ২

চরণের নূপুর ঘন-ঘন শব্দ করিতেছে, রাত্রি চন্দ্রালোকে আলোকিত। বৈরী ননদ, শুইয়াও নিদ্রা যায় না এখন আমার অনায়ত্ত (আপরাধ কি? ৪)

দূতি, কানাইকে বুঝাইয়া বলিও, আজ রাত্রিতে আসা হইবে না, মনে রাগ না করে। ৬

চরণের নূপুর কর দিয়া খুলিব, দেহে কৃষ্ণ বসন (দিব)। খেলায় কৌতুকে ননদকে ভুলাইব, যেন বিলম্ব না হয়। ৮

ওদিকে নবীন স্নেহ লাগিল, এদিকে কুলের গালি, প্রেমে সকল সামলান যায় না, বলপূর্বক নারীকে বিনাশ করে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে উদীয়মান (অরুণ) যে তাহার সেবা কর, অগ্রে মদনকে চিন্তা কর।

পিরীতির জন্য প্রাণকে উপেক্ষা করিবে এবার প্রাণ থাকুক কিংবা যাক্। ১২

২৬৭

যদি তোর ক্ষণমাত্র সময় নাই, পরকে যত্ন করিয়া বিশ্বাস দিলি কেন অর্থাৎ যদি তোর যাইবার সময় নাই তবে পরকে (মাধবের নিকট) যাইবি বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মাইলি কেন? ২

বিশ্বাস করাইয়া কেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছ? সেই সুচিত্ত অর্থাৎ সহৃদয় (মাধব) চারি প্রহর রাত্রি ঘুরিতেছিল অর্থাৎ তোমার আসিবার পথ দেখিতেছিল। ৪

যুক্ত করে, পায়ে পড়িয়া, অনুনয় করিয়া বলিবি, পূর্বের পিরীতি যেন ভুলিয়া যাইবে না। ৬

প্রথম প্রহর রজনীতে কৌতুকে কাটিল, দ্বিতীয় প্রহরে পরিজনেরা নিদ্রা গেল। ৮

নিদ্রা গিয়াছে কিনা দেখিতে অর্ধ রাত্রি হইল, তৎপরে অত্যন্ত কুজাতি চন্দ্র উদিত হইল। ১০

বিদ্যাপতি তখনকার ভাব বলিতেছে, যেজন পুণ্যবান্ সেই জন পায়। ১২

২৬৮

শয্যা ত্যাগ করিয়া সুন্দরি ক্ষণকাল বাহিরে আসে, ক্ষণে তনু মূর্ছা যায়, ক্ষণে অজস্র কাঁদে। ২

ক্ষণে বাহিরে আসিয়া অর্ধপথ চলে, দূতীর সহিত অনবরত কলহ করে। ৪

দারুণ দূতী বাদ সাধিল, রতি-সুখ-সাধ আজ আমি ত্যাগ করিব। ৬

২৬৯

শরীর পাশরাইতে অবসান হইয়া যায়, বলিতে পারি না, এখন বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া দেখ। ২

বলিতেও পারি না, সহ্য করাও যায় না, সজনি, বল, এখন উপায় কি। ৪

কোন বিধাতা আবার এই প্রেম নির্মাণ অর্থাৎ সৃষ্টি করিল, কেন আমার দেহ কুলবতী করিয়া সৃষ্টি করিল? ৬

কামদেব হাত ধরিয়া গৃহের বাহির করিয়া দেয়, মন্দিরে (গৃহে) কুলাচার রাখে। ৮

সহিতে পারি না চলিতে পারি না। খাঁচার মধ্যে সারীর ন্যায় অনবরত ফিরিতেছি। ১০

এত বিপদেও দেহ কেন প্রাণ-ধারণ করে, বিদ্যাপতি বলিতেছে—বিষম এই প্রেম। ১২

২৭০

সুন্দরি, বল, বল, ব্যাজ অর্থাৎ চাতুরী করিস্ না, আজ সমস্ত অপূর্ব সজ্জা দেখিতেছি। ২

মৃগমদ-চন্দনে অঙ্গরাগ করিতেছিস্, কোন নাগরের ভাগ্য আজ পূর্ণ হইবে। ৪

পুনঃ পুনঃ পশ্চিম দিক্ দেখিয়া উঠিতেছিস্, দিন কখন যাইবে, বেলা কত আছে। ৬

নূপুর উঠাইয়া তুলিয়া বাঁধিয়া নিঃশব্দ করিতেছিস্, অন্ধকারের ন্যায় (নীল) বস্ত্র দৃঢ় করিয়া পরিয়াছিস্। ৮

সার ত্যাগ করিয়া অকারণে মৃদু হাস্য করিতেছিস্, আমার সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিতেছে। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে শ্রেষ্ঠ রমণী, শ্রবণ কর। মনে হৃদয়ে ধৈর্য ধর, মুরারি মিলিবে। ১২

২৭১

সজনি লো, কৌতুকে (কুঞ্জ) ভবনে চলিলাম। দশজন নারীর (সখীর) সঙ্গে মধ্যস্থলে সুন্দরী (আমি) শোভিত, ঘরে (কুঞ্জে) মুরারির সহিত মিলন হইবে জানিয়া অর্থাৎ মুরারির সহিত মিলিত হইবার বাসনায় সখীগণ পরিবৃত হইয়া আমি কুঞ্জভবনে চলিলাম। ২

সজনি লো, ভূষণ লইয়া ষোড়শ শৃঙ্গার করিলাম, উত্তম রঙীণ বস্ত্র পরিলাম। (আমাকে) দেখিয়া সকলের মনে (কাম) উপজিত হইল, মুনিরও চিত্ত স্থির রহিল না। ৪

সজনি লো, নীল-বস্ত্রে তনু আবৃত করিলাম, মস্তকে সাড়ী দিয়া ঘোমটা দিলাম। প্রিয়তমের নিকটে যাইতে অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইল। ৬

সজনি লো, সখীগণ আমায় কুঞ্জভবনে দিয়া আসিলে সকল রমণী প্রত্যাগমন করিল, প্রাণনাথ আমার হাত ধরিয়া নিকটে লইল, (আমার) বস্ত্র মোচন করিয়া দেখিল। ৮

সজনি লো, নাগর সম্মুখ হইয়া প্রেম-প্রকাশ করিতে লাগিল, নূতন রসরীতিতে প্রণয় হইল, দুই জনের মন পরম উল্লসিত হইল। ১০

বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, সজনি লো, ইহাই নবরসের রীতি। দুই জনেরই উপযুক্ত বয়স, দুই জনের মনে পরম প্রীতি। ১২

২৭২

গৃহে গুরুজন, পুরে পুরজন জাগিয়া রহিয়াছে, কাহারও নয়নে নিদ্রাও লাগে নাই। ২

কোন্ প্রযুক্তিতে আমার যাওয়া হইবে, অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৪

সাহস করিয়া প্রেমভাণ্ডার রক্ষা করিতেছি, এখনও (আমার) কপালে চন্দ্রারি অর্থাৎ রাহু আসে না। ৬

বিধাতা অনুমান করিয়া (আমাদের দুই জনকে), জোড়া করিল ভ্রান্ত বিধাতা পাখা দিল না। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, যদি মনে জাগিয়া থাকে অর্থাৎ যদি সকল সময় মনে জাগিয়া থাকে তাহা হইলে (জানিবে) বড় পুণ্যে নব অনুরাগ লাভ করিয়াছ। ১০

২৭৩*

নব অনুরাগিণী রাধা, কিছুই বাধা মানে না। ২

একাকীই প্রস্থান করিল, পথ বিপথ মানিল না। ৪

উচ্চকুচের উপর ভার মনে হইয়া মণিময় হার ত্যাগ করিল। ৬

হস্ত হইতে কঙ্কণ, অঙ্গুরী (প্রভৃতি) সমুদয় পথেই ত্যাগ করিল। ৮

পদের মণিময় মঞ্জীর দূরেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১০

রজনী ঘোর অন্ধকার, কামদেব হৃদয়ে উজ্জ্বল অর্থাৎ কামদেবের প্রভায় হৃদয় প্রভাবান্বিত। ১২

বিঘ্ন প্রসারিত পথ, প্রেমের আয়ুধে (অস্ত্রে) কাটিল। ১৪

বিদ্যাপতি মনে জানে, এইরূপ আর দেখিতে পাই না। ১৬

২৭৪

গুরুজনের চক্ষু অতিক্রম করিয়া সুন্দরী পবনের ন্যায় শীঘ্র চলিল, যেন অনুরাগ পশ্চাৎ ধরিয়া চলিল, কাম হাত ধরিয়া টানিল। ২

কিবা অভিসারের নূতন রীতি, কে জানে কন্দর্প কোন রীতিতে পড়াইল, রমণী ত্রিভুবন জয় করিল। ৪

বসন সকল (ও) সকল সুন্দর ভূষণ ঘোর অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ হইল, পথে কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না। যেন ভ্রমর কালিতে ডুবিল। ৬

কবি বিদ্যাপতি বলে, চতুরের কাছে চতুরপনা কেমন করিয়া (করিবে)? লখিমাদেবীর স্বামী রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ (রসজ্ঞ)। ৮

২৭৫†

প্রেম রতন খনি রাধা রমণীশ্রেষ্ঠ, প্রিয়তমের বিরহানল জ্বালে। অন্তর জর জর, চক্ষু অজস্র ঝরিতেছে, মুখ হইতে বাণী বাহির হইতেছে না। ২

আজ হরির অনুরাগের কথা কি বলিব। তখনই

* এই পদটীকে কেহ কেহ বাঙালী বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া থাকেন।

† এই পদটী হরিবল্লভের।

কুলের ধর্ম লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া বিকল মন কাননের দিকে চলিল। ৪

গতি অত্যন্ত ধীর, চলিতে পারিতেছে না, তবুও দ্রুত চলে। হৃদয় অত্যন্ত ধক্ ধক্ করিতেছে, মুখ শশী শ্বাস লইতেছে, পরিশ্রমে যেন জল বর্ষণ করিতেছে ৬

সঙ্গিনী সহচরীদের দূরে পরিত্যাগ করিয়া রাধা কুঞ্জে একাকিনী মূর্চ্ছিতবল্লবকে দেখিয়া রূপ সুধারস পুঞ্জে তাহাকে সঞ্জীবিত করিল। ৮

২৭৬

মাধব, ধনী কত প্রকারে আসিল। প্রেম (রূপ) কাঞ্চন ভাদ্রের কুহু (অমাবস্যা) রাত্রি (রূপ) কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিল। ২

গগনের ঘন গর্জন, তাহাকে মন গণনার মধ্যে আনে না, বজ্রপাতে ভয়ে আনন ফিরায় না। তিমির (এবং নয়নের) অঞ্জন বৃষ্টিধারায় ধৌত হইয়া না যায় এই আশঙ্কা (মনে) উপস্থিত হয়। ৪

অদৃষ্টবশতঃ সর্পের মস্তকের মণি (রূপ) দীপ করদ্বারা আচ্ছাদন করিবার অভিনয় করে, যেন সজল ঘন (মেঘকে) তোমার মিলন সন্নিকট (এই ভ্রম করিয়া) সে চুম্বন দেয়। ৬

ধনী রমণী-রত্ন, নাগর ব্রজমণি রসের গুণরূপ হার পরিধান করিল। কবিরঞ্জন (বিদ্যাপতি) বলিতেছে, গোবিন্দচরণে মন রাখিলে অভিসার সফল হইবে। ৮

২৭৭

আজ রাত্রে চন্দ্র উদয় হইও না, প্রিয়কে পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিব অর্থাৎ প্রিয়কে চিঠিদ্বারা অভিসারের সময় জ্ঞাপন করিব—চন্দ্রালোকে অভিসারে গমন ভয়পূর্ণ। ২

শ্রাবণের সহিত আমি প্রীতি করিব—অভিসারের অনুরূপকে যত রীতি (পালন করিব)। ৪

অথবা রাহুকে হাসিয়া বুঝাইব—স্নিগ্ধ চন্দ্রকে পান করিয়া আর উদ্গার করিও না অর্থাৎ চন্দ্র যেন আর আলোক দিতে পারে না। ৬

হে মেঘ, তুমি কোটি রত্ন গ্রহণ কর, আজ রাত্রিকে নিবিড় অন্ধকার করিয়া দাও। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে অভিসার মঙ্গল হউক, সৎলোকে অপরের উপকার করে। ১০

২৭৮

আজ আমি হরির নিকটে যাইব, কত মনোরথ হইল। গৃহে গুরুজনের নিদ্রা নিরূপণ করিতে করিতে চন্দ্র উদিত হইল। ২

চন্দ্র, তোর বিধি ভাল নয়, এই বুদ্ধিতে তোর কলঙ্ক লাগিল, অর্থাৎ তোর বুদ্ধিহীনতার জন্য তোর কলঙ্ক মনে কিছু ভয় গণনা করিস না? ৪

পৃথিবীর রমণীদিগের মুখ জব করিয়াছিস, (তাহাদিগকে) পরাজিত করিয়া গগনে গিয়াছিস, তাহাতেও রাহুর গ্রাসে পড়িয়াছিস, তোকে কি গালি দিব? ৬

বিধি এক মাসে অর্থাৎ মাসের মধ্যে এক দিন সকল শক্তি দিয়া তোকে সৃষ্টি করে, (কিন্তু) দ্বিতীয় দিন আর পূর্ণ থাকিতে পারিস্ না—এই তোর পাপের ফল। ৮

বিদ্যাপতি বলে, যুবতি তুমি শ্রবণ কর, চন্দ্রের শাস্তি করিও না, ষোড়শ দিন চন্দ্রের আয়ত্ত, তাহার উপর রাত্রি ভাল অর্থাৎ অমাবস্যার চন্দ্র তোমার অভিসারে ব্যাঘাত দিবে না। ১০

২৭৯

গমন না করিলে প্রেম যায় এবং গমন করিলে কুল যায়, হস্তিনী চিন্তারূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইল, আমি অবলা, ব্যাধ ভয়ে ভীরু হরিণীর ন্যায় দশদিক্ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। ২

দুষ্ট চন্দ্র গমন-বিরোধী, আমার বৈরী নক্ষত্রসকল গগন ভরিয়া উদিত হইল, কে প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়া আনিবে। ৪

কুহু অর্থাৎ অমাবস্যা মনে করিয়া পথে চরণ আরোপণ করিলাম, পঞ্চদশী অর্থাৎ পূর্ণিমা আসিয়া (উপস্থিত হইল) হরির অভিসারে মদনের উদ্বেগজনক কুগত (অমঙ্গল) চন্দ্রকে নিবারণ করিবে? ৬

২৮০

প্রথম নবযৌবন, মদন বলশালী, চৈত্রমাসের রজনী ছোট। ঘরে গুরুজন জাগিয়া আছে, স্নেহ (অভিসার) রাখিতে চায়, সজনী সংশয়ে পড়িল। ২

কমল পত্রে জলের ন্যায় চিত্ত স্থির থাকে না, কখনও গৃহে, কখনও গৃহের বাহিরে (আসে), বিধি আমার বড়ই বাম, (পাছে) চন্দ্র না উদিত হইয়া পড়ে, তাই শুইতে এবং উঠিতে গগনে দৃষ্টিপাত করে। ৪

পথে পথিকের আশঙ্কা, পদে পদে পঙ্ক ধরে, নবীনা যুবতী কি করিবে? দ্রুত চলিতে চায়, পুনরায়, খসিয়া খসিয়া পড়ে, যেন জালে বাঁধা হরিণী। ৬

তাহার শত শত ব্যথা কে জানে, হরি নিকুঞ্জ বনে (আছে, সেখানে সে) কেমন করিয়া যাইবে, পঞ্চবাণ সর্বদাই পীড়া দিতেছে। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, কি করিবে, গুরুজনের নিদ্রিত কিনা তাহা নিরূপণ জন্য অশ্রুপূর্ণ বদন বস্ত্রে ঢাকিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটায়। ১০

২৮১

যেন কাজলে রাত্রিকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছ, এমন সময় (ঘরের) বাহির হওয়া শাস্তি। ২

বিদ্যুৎ তাহার বন্ধু অন্ধকারকে ত্যাগ করিল, অভিসারের আশায় সন্দেহ রহিল। ৪

বিশ্বাস দিয়া আমি ভাল করি নাই, নিকটে গমন করিয়াও কানাইয়ের বাস (গৃহ) খুঁজিতে অশক্ত অর্থাৎ পাইব না। ৬

জলদ (মেঘ) ও সাপ দুই-ই সাথী হইল, চলচ্ছক্তিহীন নিশাচর রসভঙ্গ করিতেছে। ৮

হৃদয় কামদেবের ক্রোধে অবসাদগ্রস্ত হইল, জীবন দিলেও আশা হয় না। ১০

বুদ্ধিমান্ অগমন গমন বুঝে, অর্থাৎ যাইবার ইচ্ছা প্রবল থাকিলে মতিমান্ যাইতে না পারিলেও তাহা গমনই বুঝে। কবি বিদ্যাপতি এই রস জানে। ১২

২৮২

বর্ষা আসিল ঘন অন্ধকার, মেঘ সঘনে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করিতেছে। ২

ঘন ঘন বিজলী চমকাইতেছে, দেখিতেছি, রঙ্গ (অভিসারে মিলন প্রভৃতি) বাধা পাইতেছে, পথ চলিতে পথিকের মন ভাঙ্গিয়া যায়। ৪

কি প্রকারে আমার প্রিয় আসিবে, অভিসারিণী পথ আগে আগে চলিতে পারে না। ৬

গুরুজনের গৃহ ত্যাগ করিয়া শয়ন-গৃহে যাইতেছে। তাহাতেও বধুজনের আশঙ্কা হয় অর্থাৎ এক ঘর হইতে অপর ঘরে যাইতেও শঙ্কিত হইতে হয়। ৮

নদী জোর ও অথই হইল, ভীম সলিল পথে চলিল। ১০

২৮৩

রাত্রি কজ্জল (অর্থাৎ অন্ধকার) উদ্গীরণ করিতেছে, ভীম সর্প, দুর্বার কুলিশ বর্ষিত হইতেছে। গর্জনে মন ত্রস্ত হইল, মেঘ কুপিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছে; অভিসারে সংশয় পড়িল। ২

সজনি, কথা না রাখিতে পারিলে আমার লজ্জা হয়। যাহা হইবে, ভাল তাহাই হউক, আমি সমস্ত অঙ্গীকার করিব, মনকে আজ সাহস দিলাম। ৪

নিজের অমঙ্গল গণনা প্রত্যক্ষ বলিতে অন্তঃকরণের সীমা পাই না। চন্দ্র কলঙ্ক বহন করে, রাহুর গ্রাস (ও) সহ্য করে, প্রেমের পরাজয় অল্প। ৬

সর্প চরণে বেষ্টন করিল, ধনী মঙ্গল করিয়া মানিল, নূপুরের ধ্বনি হয় না। সুবদনি, তোকে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে স্বরূপ (সত্য) বল্, স্নেহের সীমা কতদূর? ৮

ঘুরিতে ঘুরিতে একই স্থানে থাকি অর্থাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার একই জায়গায় আসি, সন্দেহ উপস্থিত হইয়া (মন) চঞ্চল হয়। হরি, হরি, শিব, শিব, যতদিন না প্রেম ঘটে, ততদিন প্রাণ যায় অর্থাৎ প্রেম ঘটিবার পূর্বেই যেন জীবন যায়। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছে, সুচেতনি, শোন, গমন করিতে বিলম্ব করিও না, রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলার ধারক। ১২

২৮৪

রজনী কজ্জলে সজ্জিত হইল। মেঘসমূহ ঘন হইয়া (বারি) বর্ষণ করিতেছে। ২

মেঘ ধারা-বর্ষণ করিতেছে, দূর পথে অভিসারে গমন করা কষ্টকর। ৪

যমুনার জল ভয়ানক, অনুরাগ (যদি) বেগে প্রবেশ করে তো তীর পাইবে না। ৬

বিজলী তরঙ্গে শঙ্কিত হয়, ইদি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তবে মঙ্গল হয়। ৮

দেব বনমালী ম্লানমুখে চিন্তা করিতেছে, এই নিশাতে কেমন করিয়া গোপী (রাধিকা) আসিবে? ১০

বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছে, তোর অপেক্ষা, কানাই, নাগরী (রাধিকা) অধিক চতুরা। ১২

২৮ *

পথ পিছল, রজনী কজ্জলের ন্যায় (অন্ধকার), মাঠে দিগ্‌ভ্রম হইয়া গেল। ২

চরণে ফণী বেষ্টন করিল, তাহাতে আশঙ্কা নাই সুন্দরীর নূপুরের হৃদয়ে (মধ্যে) পঙ্ক পরিপূর্ণ হইল। ৪

মাধব, তোর পিরীতির কথা কি বলিব, তোর অভিসারে রমণীশ্রেষ্ঠ বাঁচে না। ৬

বরাহ, মহিষ, মৃগ, দলে দলে পলায়ন করে, অনুরাগিণীকে দেখিয়া বাঘ ভয় পাইয়া পলায়। ৮

ভ্রম করিয়া ফণীর মণিদীপে ফুঁ দেয়, (এইরূপে) কত বার সর্পিণীর মুখে মুখ লাগাইল। ১০

কবিরঞ্জন বলিতেছে—আনন্দ কর, আজিকার গমনে বিলম্ব হইলে দোষ নাই। ১২

২৮৬

পথে ভয়ানক সর্প, চতুর্দিকে মেঘজাল বর্ষণ করিতেছে। ২

হে মাধব, ভাগ্যক্রমে বাহু দিয়া নদী পার হইল, ভয় কিসের, যদি অনুরাগ দৃঢ় হয়? ৪

বনে হরিণী একাকিনী ছিল, ব্যাধ (মদন) কুসুম-শরে রাত্রিতে (তাহাকে) পাইল। ৬

বিদ্যাপতি কবি বলে, রাজা রূপনারায়ণ রস জানে। ৮

২৮৭

বিধাতা কোমল পত্র কেন সৃষ্টি করিল, আমার চিন্তা প্রিয়তমের জন্য। চিন্তান্বিত হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি না, রজনী অনিদ্রায় কাটাইয়া দিই। ২

হে রমণীশ্রেষ্ঠ, কামানুরক্তা অন্ধকার রাত্রে ভয় পাও। গুরু নিতম্বের ভারে চলিতে পার না, কামের দ্বারা পীড়িত হইয়া যাও। ৩

শ্রাবণের মেঘ ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে, জল-প্রবাহ ঘুরিয়া বহিতেছে, দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হয় না। ৬

২৮৮

হে সখি, এই নিশিতে তোমা ব্যতীত আর কে অভিসার করিতে পারে। ২

বিকট সর্প ভ্রমণ করিতেছে, চতুর্দিক কর্দমে পূর্ণ হইয়াছে। ৪

ঘোর সংশয় দেখিতেছি, বিজলীর আলোকে পা বাড়াইতেছি। ৬

সুকবি বিদ্যাপতি গায়, মন্মথের প্রস্তাব মহার্ঘ। ৮

২৮৯

রাত্রে নিশাচর (ও) ভীষণ সর্প ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জলধরে উজ্জ্বল বিজলী, রাত্রি গভীর অন্ধকার, তবুও তুই চলিয়া যাইতেছিস্। সখি, তোর বড় সাহস (দেখিতেছি)। ২

সুন্দরি, সে পুরুষ রতন কোন জন, যে তের মন হরণ করিয়াছে, যাহার লোভে অভিসারে চলিয়াছিস্। ৪

অন্তরে (মধ্যে) দুস্তর নদী, সে কেমন করিয়া পার হইয়া যাইবে? আরতি (প্রেম) গোপন করিও না। তোর পঞ্চশর আছে, সেই হেতু তোর ভয় নাই কিন্তু আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। ৪

বিদ্যাপতি বলে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, সাহসের (কথা) বলা যায় না অর্থাৎ অসীম সাহস, কমলাদেবীর পতি (যিনি) অর্জুন রাজার অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করেন, (তিনি) যুবতীর গতি আছেন। ৭

২৯০

রিপু পঞ্চবাণ (মদন), সময় জানিয়া সব সৈন্য সাজাইয়াছে, পথ শূন্য দেখিয়া, মনোরথ বিফল (জানিয়া) কে জানে আজ কি হইবে। ২

যুবতী বিফল হইল। হরি, হরি, রজনীতে হরিকে ত্যাগ করিয়া, দূতী আর প্রত্যাগমন করিল না। ৪

অন্ধকার হইতেই অভিসারে সাজিয়াছে। ভোর না উদয় হইয়া যায় অর্থাৎ মাধবের অপেক্ষায় বসিয়া আছে মাধব এ পর্যন্ত আসে নাই। অনুরাগের সময় যদি মিলন হয়, তবে লক্ষ গুণ সুখকেও অল্প (মনে হয়)। ৬

২৯১

নিজের গৃহ (মন্দির) হইতে দুই চারি পা, বাড়াইতেই ঘন ঘন বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল, মহী (মাটি) জলে পূর্ণ হইল। ২

পথ বড় পিচ্ছল, নিতম্ব গুরু, কতবার পড়িয়া যাই কোন অবলম্বন নাই। ৪

---

* এই পদটী বাঙালী বিদ্যাপতির বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

বিজলী ছটা মেঘ দেখায় জলধারার অবলম্বনে উঠিতে চাই। ৬

এক গুণ অন্ধকার লক্ষ গুণ হইল, উত্তর দক্ষিণের জ্ঞান দূর হইল। ৮

হে হরি, (এই সব) জানিয়া আমার প্রতি রাগ করিও, আজিকার দেরীর জন্য দৈবকে দোষ দিও। ১০

২৯২

গমন করিয়া গৌরব হারাইলাম, অগমনে জীবন সংশয় অর্থাৎ অভিসারে গমন করিয়া গরিমা নষ্ট হয়, আর গমন না করিলেও জীবন সংশয় হয়। দিন দিন দেহ অবসন্ন হইল, তুষার (স্পর্শে) কমলের ন্যায় অর্থাৎ কমলিনী যেমন তুষার-স্পর্শে ম্লান হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের জন্য আমার দেহ অবসন্ন হইল। ২

এখনও মধুরিপু (আমাকে) স্মরণ করে না, (আমার) সুন্দরী নাম কি করিবে? অর্থাৎ আমার সুন্দরী নামের সার্থকতা কোথায় রহিল? বিনা দোষে আমাকে বিস্মৃত হইল, এই কাহিনী বহু স্থানে প্রকাশিত থাকিবে। ৪

এক দিকে কানাই, অপর দিকে সুপ্রসিদ্ধ মহদ্‌বংশ। দুই পথে চড়িয়া নিতম্বিনী কুলবালা সন্দেহের (মধ্যে) পড়িল। ৬

পঞ্চবাণ অত্যন্ত দগ্ধ করিতেছে, ধৈর্য ধরিয়া) মন স্থির কর, আঁচলে মুখ দিয়া কাঁদে, শোকাকুল চক্ষুতে অশ্রু বহিতেছে। ৮

২৯৩

আমি যমুনা-তরঙ্গ সাঁতার দিয়া আসিলাম, পথে শত সহস্র সর্পকে পার হইয়া আসিলাম। ২

রাত্রে নিশাচর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল, ভাগ্যবশতঃ কেহ আমার হাত ধরে নাই। ৪

এত করিয়া প্রাণ উপেক্ষা করিয়া আসিলাম তবু আমার মাধব দেখা হইল না। ৬

তিনি মনসিজের রীতি পাঠ করেন নাই, পিশুনের (দুর্জনের) বচনে বিশ্বাস করিয়াছেন। ৮

দূতী (ও) দম্পতী দুই-ই বোধহীন। কাজে ও আলস্যে দুই পরম বিরোধ। ১০

বিদ্যাপতি বলে, হে রমণীশ্রেষ্ঠ। শোন, ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, মুরারি মিলিবে। ১২

২৯৪

পুষ্পে সজ্জিত শয্যা, দীপ প্রদীপ্ত রহিল, অগুরু চন্দনের গন্ধ, যখন যখন তোর মিলনে সময় বৃথা হইল, তখন তখন কন্দর্প কর্তৃক নপীড়িতা হইল। ২

মাধব, তোর রাধা বেশ-ভূষা করিয়া আছে, পদ শব্দ জানিয়া চতুর্দিকে কান দেয়, প্রিয়ের লোভে লজ্জা পরিণত হইয়াছে। ৪

সুজনের নামে (এই) শ্রবণ করি, ঠিক সময় স্থান ভুলিয়া যায় না। যেন বন মধ্যে হরি প্রবেশ করিল। তোমার আগমনের আশায় তাহার কাছে নিদ্রা আসে না, চক্ষু দেউড়ীতে লাগিয়া থাকে অর্থাৎ তোমার আশায় পথ পানে চাহিয়া থাকে। ৬

২৯৫

প্রহরীরা জাগিয়া আছে, চতুর্দিকে মেঘ গর্জন করিতেছে, শাশুড়ী গৃহ ছাড়ে নাই—অর্থাৎ বাধিকার গৃহ মধ্যেই আছে। বুদ্ধিবলে কৌশলে তথাপি সে চলিল, এত বড় তোর স্নেহ অর্থাৎ অনুরাগ। ২

হে হরি তোমার দৈবের কথা আর কত বলিব, ধনী শূন্য সঙ্কেত স্থানে গমন করিল। যদি তুমি না আস তো ধনীকে জানাইলে না কেন? মালতীর মালা রাখিয়া গেলে কেন? ৪

তোমার দেখা পাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল, বৃক্ষতলে বালিকা ভিজিল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, শোন নিদ্রা হইতে জাগিতে সন্দেহ অর্থাৎ কানাই বোধ হয় ঘুম হইতে জাগে নাই। ৬

২৯৬

হে সুন্দরি, ছলনা করিও না, বল, পূর্ব (জন্মের) সুফলের জন্য কেহ কি মদনের কাজে মহাসিদ্ধি লাভ করিল? ২

কস্তুরী তিলক অগুরু (গন্ধ) প্রভৃতি মাখিয়া নীল বসন পরিধান করিয়া গুরুজনের দৃষ্টির দিকে দেখিয়া অর্থাৎ গুরুজন যাহাতে সন্দেহ না করে সেইরূপে পশ্চিম দিকে দেখিতেছে যে, কখন রাত্রি হইবে। ৪

আঁখি-পদ্ম (লজ্জায়) মুদ্রিত করিয়া বিনাকারণে গৃহে যাতায়াত করিতেছে, অত্যন্ত পুলকিত দেহে অকারণে হাসিয়া প্রফুল্ল মনে (শয্যা হইতে) জাগিয়া উঠিতেছে। ৬

বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, চতুরের সহিত শাঠ (ছলনা) সম্ভব নহে, অর্থাৎ সখী চতুরা, তাহার সহিত ছলনা করিয়া পারিবে না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলারস অবগত আছেন। ৮

২৯৭

হে সখি, আমি আজ যাইব, গৃহের গুরুজনের ভয় মানিব না, বাক্যচ্যুত হইব না, অর্থাৎ গুরুজনের ভয়ে না যাইয়া আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইব না। ২

চন্দন আনিয়া দেহে অনুলেপন করিব, গজমতির ভূষণ করিব, অঞ্জন বিহনে নয়নযুগল ধবলজ্যোতি ধারণ করিবে অর্থাৎ সেই জন্যই নয়নে অঞ্জন দিব। ৪

শ্বেত বসনে অঙ্গ আবরণ করিব, যদিও আকাশ ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র চন্দ্র উদিত হয় (তথাপি) ধীরে ধীরে গমন করিব। ৬

আমি কাহারও দৃষ্টি নিবারণ করিব না, আমি নিজেকে অন্তরাল করিব না, পরের নিকট হইতে অধিক চুরী করিবে, ইহাই স্নেহের (অনুরাগের) হৃত সামগ্রী। ৮

বিদ্যাপতি বলিতেছে, যুবতি, শোন, সাহস করিলে সকল কাজ (সিদ্ধ হয়), রসজ্ঞ শিবসিংহ সুরমা দেবীর সঙ্গে রস বোঝেন। ১০

২৯৮

আজ পূর্ণিমা তিথি জানিয়া আমি আসিলাম, (আজ) তোর অভিসার (করা) উচিত। দেহের জ্যোতি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইবে, কে প্রভেদ করিতে পারে। ২

সুন্দরি, নিজ মনে হৃদয়ে বিবেচনা করিয়া, চক্ষু প্রসারিত করিয়া জগতে দেখিলাম, তোমার তুল্য রমণী জগতে কে আছে। ৪

তুই অন্ধকারকে হিতাকাঙ্খী বলিয়া মানিস্ না, তোর মুখ তিমিরারি অর্থাৎ তোর মুখ উজ্জ্বল, অন্ধকারে তোর মুখ সকলে দেখিতে পাইবে। ধনি, স্বভাবতঃ বিরোধকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুরারির কাছে উঠিয়া চল্। ৬

দূতীর বাক্য মঙ্গল করিয়া মানিল, মদন চালক হইল, বিদ্যাপতি বলিতেছে, রমণী শ্রেষ্ঠা হরি-অভিসারে চলিল। ৮

২৯৯

এখনও রাজপথে পুরজনেরা জাগিয়া আছে, জ্যোৎস্না জগৎ-মণ্ডলে রহিয়া আছে। ২

নব নব অনুরাগ সহিতে পারে না, হায়, হায়, সুন্দরী সংশয়ে পড়িল। ৪

কামিনী কতই প্রকার (উপায়) করিল, পুরুষের বেশে অভিসার করিল। ৬

খোঁপা (পুরুষের মত) ঝুঁটি (চূড়া) করিয়া বাঁধিল, বসন অঙ্গ ছাঁদে পরিধান করিল। ৮

অম্বরে (কাপড়ে) স্তন সংবরণ হইল না, (তাহাতে) বাদ্য, যন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিল। ১০

এইরূপে ধনী কুঞ্জের মাঝে মিলিল অর্থাৎ উপস্থিত হইল। নাগররাজ (তাহাকে) দেখিয়া চিনিতে পারিল না। ১২

মাধব (তাহাকে) দেখিয়া ধাঁধায় পড়িল, স্পর্শ করিতেই হৃদয়ের দ্বন্দ্ব গেল অর্থাৎ চিনিতে পারিল। ১৪

বিদ্যাপতি বলিতেছে, রমণীশ্রেষ্ঠ, শোন, দুগ্ধ-সমুদ্রে যেন রাজহংস (গমন করিতেছে)। ১৬

৩০০

মেঘ রাহু হইয়া সূর্যকে গ্রাস করিল দিবাভাগে পথে (লোক) পরিচয় কঠিন হইল। ২

বৃষ্টি পড়ে না, অবসরও হয় না, পুরপরিজন কেহ বাহিরে গমনাগমন করিতেছে না। ৪

চল, চল, সুন্দরি, আজ গিয়া সজ্জা কর, আজ দিবা মিলন সম্পূর্ণ হইবে। ৬

গুরুজন, পরিজনের ভয় দূর কর, সাহস বিনা অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। ৮

এই সংসারে ইহাই সার দ্রব্য, এক তিলের মিলনে যাবজ্জীবন অনুরাগ (হয়)। ১০

কবি কণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলিতেছে, কোটি করিলেও অর্থাৎ অসংখ্য মিনতি-বাক্য বলিলেও দিবামিলন ঘটিবে না। ১২

৩০১

গুরুজনকে বলিয়া দুর্জনকে নিবারণ করিবে, কৌতুকে কুন্দ ফুল লইয়া খেলা করিবে। ২

কৈতবে (ছলনায়) সখীগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দিবা অভিসারে রতিকৌতুক পূর্ণ কর। ৪

হে সখি, বচন শ্রবণ কর, রাত্রিতে অতিরিক্ত অনুরাগ কিরূপে সম্পন্ন করিবে। ৬

অন্ধকূপের ন্যায় রাত্রির বিলাস, যেন চোরের মন (অন্যের) গৃহে বাস করে। ৮

লঙ্কার রাজাও (রাবণও) প্রফুল্লিত হয়, নাগর নাগরীকে পাইয়া কি করিবে। ১০

৩০২

দৃঢ় বিশ্বাসে তুমি পথ দেখাও, যমুনার তীরবর্তী কুঞ্জে বনমালী আছে। ২

সুন্দরি, মনোরথ ভঙ্গ করিও না, দিবা-অভিসারে কৌতুক দ্বিগুণ হয়। ৪

ধনি, তুমি স্বভাবতঃই পদ্মিনী জাতি, তোমার বিলম্ব করা উচিত নহে। ৬

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি অন্ন পায় না, ভোজন বিফলে দিন অবসন্ন হয়। ৮

অনুরাগ ও রতি দুই সমতুল্য নহে, গ্রহীতা আদরকে সকলের অপেক্ষা মূল্যবান্ (মনে করে)। ১০

নাগরি, গিয়া মিলিত হইয়া যদুমণিকে প্রাপ্ত হও। কবিরঞ্জন বলে, রস সমাপ্ত কর। ১২

৩০৩

জলদ ঘন বর্ষণ করিতেছে, দিবা অন্ধকার, রাত্রি ভ্রম করিয়া আমি অভিসারের সজ্জা করিলাম।

কর্মফলে আসুরিক কাজ ফলবান্ হইল। দুই দিকের সজ্জা মেঘেই রাখিল। ৪

সখি, আমি নিজে জ্ঞান (সম্বন্ধে) বলিব, দিনে যথার্থ হস্তী চুরী হইল অর্থাৎ সত্যই এইরূপ অসম্ভব হইল। ৬

আমি দূতী আমার মতি (বুদ্ধি) অল্প, দিবসকালে সে নিজের প্রিয়তমের কাছে যায়। ৮

ফুলশরের অর্থাৎ মদনের সহিত তোর অনুরাগ, দেখিতেছি জীবনে অত্যন্ত অভিসঙ্গ অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ হইল। ১০

সুবদনীর দূতীর কথায় অত্যন্ত লজ্জা হইল। পর পুরুষের মাঝে (নিকট) দিবাভাগে আগমন করিল। ১২

৩০৪

সুরত সমাপ্ত করিয়া হস্ত পয়োধরে স্থাপন করিয়া নাগর শয়ন করিল, যেন পূজারী সুবর্ণ শম্ভু পূজা করিয়া কমলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিল। ২

হে সখি, মাধব কেলি-বিলাস করিতেছে, ভ্রমরের ন্যায় মালতীকে রমণ করিয়া পুনরায় রতিরঙ্গের আশায় আগলাইতেছে। ৪

বদনমণ্ডল বদনে মিলাইয়া রাখিল, যেন চন্দ্রে পঙ্ক মিশিল, সুধা ও মধুপান করিয়া ভ্রমর ও চকোর দুই-ই আলসাযুক্ত হইল। ৬

অমৃতকর বলিতেছে, মধুরাপতি রাধাচরিত অপার, শ্রবণ কর, সুকবি কণ্ঠহার রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে বলিতেছে। ৮

৩০৫

রমণীকে মেঘরুচি বসন পরাইলাম, (তাহার) বাম হস্তে শ্বেত কমল, দক্ষিণ হস্তে পান শোভা পাইতেছে, সুন্দরী গজগমনে চলিল। ২

মাধব তোর কথায় রাধাকে আনিলাম। মাতার নিকট হইতে (তাহাকে) লইয়া আসিয়াছি, অবিলম্বে পাঠাইয়া দাও। ৪

শম্ভু-ঘরণীর গীতের সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় আনিয়া মিলাইলাম, (এখন) হরি ইন্দ্রসুত অর্থাৎ জয়ন্ত, তাহার সুত অর্থাৎ কালী ডাকিল (প্রভাত হইল) অরুণ-কিরণ অন্ধকার পান করিয়া উদয় হইল, চন্দ্র মলিন হইল। ৬

৩০৬

পরের প্রেয়সীকে চুরি করিয়া আনিলাম, তোর পূর্ব-রাগের কাতরতায় শাস্তি গ্রহণ করিলাম। ২

তোর ভয় নাই, উহার লাজ নাই, সমস্ত রজনী নিকটে রাখিতে চাস্। ৪

মাধব আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, উহাকে শীঘ্র গৃহে পাঠাও

আমার বাধা অর্থাৎ নিষেধ তুই মানিস্ না, পুনরায় দেখিবার ইচ্ছা হইবে, অর্থাৎ পুনরায় দেখিতে চাহিলে আর উহাকে লইয়া আসিব না। ৮

সে মুগ্ধা, জানিয়াও জানে না, প্রেমে প্রাণ সংশয়ে পড়িল। ১০

তুইও নাগর অত্যন্ত মূর্খ, জোর করিয়া কি সমুদ্র পার হইতে পারে? ১২

৩০৭

তারকাসকল আকাশে মগ্ন হইল, তবুও কানাই (অভিসার-শয্যা) ত্যাগ করে না—অর্থাৎ সকাল হইতে চলিল তবুও কানাই রাধাকে ছাড়ে না। ২

ছলনাপূর্বক অপরের সর্বস্ব নিজের বলিয়া দুই হাতে লুণ্ঠন করে। ৪

গলার মোতির হার টুটিয়া গেল, নখক্ষতের ধারা প্রকাশিত হইল। ৬

রাধা না, না, না, বলে, তথাপি লক্ষ কোটি সান্ত্বনা-বাক্য বলে। ৮

বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছে, এই তিনের মধ্যে দূতীই কৌশলী। ১০

৩০৮

হে হরি, হে হরি, কান ভরিয়া শোন, এখন বিলাসের সময় নয়। আকাশে তারা ছিল তাহারাও অপ্রকাশিত হইল, কোকিল ডাকা ডাকি সুরু করিয়াছে। ২

চক্রবাক, ময়ূর (প্রভৃতির) গোলমাল থামিয়া গিয়াছে চন্দ্রের ওষ্ঠ ম্লান হইল। নগরের গাড়িসকল পথে বাহির হইল, মধু কমলেতে রহিল। ৪

মুখের পান সেও ম্লান হইল, এই সময় (বিলাসের পক্ষে) অপ্রশস্ত। বিদ্যাপতি বলে ইহা ঠিক নহে জগৎ ভরিয়া নিন্দা করিতেছে। ৬

৩০৯

কুমুদের বন্ধু অর্থাৎ চন্দ্রের উজ্জ্বলতা ম্লান হইল, সূর্যের সুন্দর চাঁপার বর্ণ বিকসিত হইল অর্থাৎ প্রভাত হইল, কুঞ্জে কূজনরত পক্ষিসকল শুদ্ধ কলরবে পঞ্চম গান করিতেছে। ১

হে নাগর, নিজের গৃহে গমন করিতে দাও। যে পর্যন্ত না পথে পথিক বাহির হয় (তৎপূর্বেই) ছাড়িয়া দাও। তোমার প্রাণে লজ্জা ভয় নাই, নি[illegible] দাও। ২

চক্রবাক চক্রবাকী দম্পতী রাত্রে ঘন ঘন মূর্চ্ছনা করিয়া (অবশেষে প্রভাতের আগমনে) বিরহশূন্য হইয়া কলরব বন্ধ করিল। ৩

আঁখির কাজল যেন ধুইয়া গেল, অমৃত লইয়া যেন উজ্জ্বল করিল, হে বল্লভ, এখনও কি কাম তোমার মনোরথ পূর্ণ করে নাই? ৪

মুক্তার হার হৃদয়ে ফুটিয়া চিহ্ন হইয়া গেল। মালতী ফুলের মালা ফুলহীন হইল। ভানু* বলে, চন্দ্র সিংহ নরপতি দীর্ঘজীবী হউন।

৩১০

নাগরী রসবতী, কানাই অভিনব, রাধার মন্দিরে গমণ করিল। ২

রস-পরিবন্ধা বিদগ্ধা রমণী ধবণীর উপর শুইয়া কপট নিদ্রা যাইতেছে। ৪

তাহাতে রসাবেশে আনন্দ আসিল। কানাই (তাহার) কুচের উপর করাঘাত দিল। ৬

আলিঙ্গন দান করিয়া পুঁথি পড়াইল, অধর পান করিয়া বিরতি পড়াইল। ৮

নীবিবন্ধ খুলিয়া স্বস্তি পড়াইল অর্থাৎ স্বীকারবাক্য হইল আর সুরতি-তরঙ্গে বেদ পড়াইল। ১০

ধনী হাসিয়া লজ্জা পরিহার করিয়া বলিল, কানাইকে গুরু করিয়া আজ বলিব। ১২

বিদ্যাপতি বলে, অপরূপ মিলন, প্রেম-সরোবর দক্ষিণা দিল। ১৪

হে সখি অপরূপ রঙ্গ দেখ, মদন-তরঙ্গ কি না করিতেছে। ২

নাথের অনুরাগ যতই না বলা হয়, ধনী (নিজকে) অঞ্চলে গোপন করিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল! ৪

* বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ এই পদে 'ভানু' নামে এক কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। চন্দ্র সিংহ বাধ হয় মিথিলার উত্তরে মোরঙ্গ প্রদেশের নরপতি ছিলেন।

† এই দুইটী পদ সম্ভবতঃ বাঙালী বিদ্যাপতি রচিত।

বিদ্যাপতি সংশয়ে রহিলেন, যে চন্দ্র এবং কমল কি আজ দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গেল ! (চাঁদ এবং কমল এক সঙ্গে থাকে না—ইহাই কবি-প্রসিদ্ধি) কিন্তু আজ উভয়—কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাই-কমল একই সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। ৯-১০

৩১২

(খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে নাগর, হে চোর, তুমি চাতুরী ত্যাগ কর। তোমার সকল অঙ্গ সাক্ষী দিতেছে। ১-২

তোমার কপালে সিন্দুরের রেখা রহিয়াছে। হস্তে দর্পণ লইয়া প্রত্যক্ষ দেখ। ৩-৪

(রাত্রি-জাগরণে) তোমার চক্ষু রক্ত উৎপলের ন্যায় লাল হইয়াছে। মদন (গত রাত্রির কামকেলি) তোমার বদনে অধরের কান্তি সম্পাদন করিয়াছে অর্থাৎ (দশনক্ষত) চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। ৫-৬

সেখানে যাও, যেখানে (তোমার সেই) শ্রেষ্ঠ নারী বাস করে। ৮

৩১৩

হে হরি, তুমি আমাকে এত করিয়া বল কেন যে তুমি এবং আমি একই প্রাণ? এতদিনে সে সমস্তই বুঝা গেল। ১-২

(শ্লেষের সহিত বলিতেছেন যে, এক প্রাণ ত বটেই, তাহা না হইলে এমন হইবে কেন?) আমার নয়নজলে যত কাজল ধুইয়া গেল, সে সমস্তই তোমার অধরে লাগিয়া রহিয়াছে! (অন্য রমণীর কাজল অধরে লাগিয়া রহিয়াছে।) ৩-৪

তোমার অধরে সে রমণী দশনক্ষত দিয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যথা বাজিয়াছে আমার বুকে। ৫-৬

৩১৪

[এই পদটি কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের ৩৫১ পদ

আমি কিছু দোষ করি নাই, মিথ্যা বলিতেছি না। চন্দ্রের ভয়ে আমার আসিতে বিলম্ব হইল। ১-২

হে ধনি, আমার প্রতি ক্রোধ সংযত কর। তোমার পয়োধর-রূপ সুবর্ণের (মঙ্গল-) কলসী ও কালনাগিনী সদৃশ হারের উপরে হাত দিতেছি হাত দিয়া শপথ করিতেছি।) ৩-৪

ভুজপাশে বাঁধি জঘন পর তাবি।
পয়োধর পাথর হিয় দেহ ভাবি॥

—নঃ গুঃ পাঠ

ভুজপাশ বাঁধি জঘনতর তারি।

বেণীপুরীর পাঠ।

তোমার ভুজপাশে আমায় বাঁধিয়া জঘনের দ্বারা (তলে—বেণীপুরী) তাড়না করিও এবং পয়োধররূপ পাথর আমার বুকে চাপাইও।

ঘটয় ভুজ বন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ জাতম্॥

—গীতগোবিন্দ

উরু কারা বাঁধি রাখ দিনরাত।
বিদ্যাপতি কহ উচিত হি সাত।

—বেণীপুরীর পাঠ

উরু কারাগারে বাঁধি রাখ দিনরাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥ ৯-১০

—নঃ গুঃ পাঠ

৩১৫

তুমি রত্নপাতের জন্য হাত বাড়াইলে আবার যত্ন করিয়া মানও করিলে। ১-২

এত দারুণ মান কেন করিলে? কৃষ্ণের কাতর বচন শুনিলে না। ৩-৪

প্রভু বঞ্চিত হইয়া চলিয়া গেলেন, কলির পাপীমধ্যে তুমি স্খলিত অর্থাৎ পতিত হইলে। ৫-৬

মহাজনের বচন কখনও শুনিলে না। বাঘ কখনও (শরণাগত) বন্য পশুকে খায় না। ৭-৮

৩১৬

দূতী, সখিগণের বিবেচনায় তুমি চতুরা। তোমাকে চাতুরীময় কথা কি শিখাইব? ১-২

তুমি গিয়া শ্যামকে বামে করিয়া বসিবে এবং ইঙ্গিতে আমার প্রণাম জানাইবে। ৩-৪

৩১৮

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আমি করপল্লবে এই হরকে

পূজা করিব (ইহ হর পূজব)। তুমি নীল সাড়ী খুলিয়া দাও। (শিবপূজায় যেরূপ বিধি আছে, আমি সেইরূপ) করতলে ববম্ ববম্ শব্দে কপোল বাজাইব। তুমি কর-তালি ধ্বনি করিবে। ৩ ৪

(শ্রীরাধা বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না) তুমি স্বভাবতঃ গোয়ালা জাতি, আদি বিশ্বেশ্বর,—যিনি দেবতাদের মধ্যে প্রধান, তাঁহার মস্তক কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে ? ৫-৬

(কৃষ্ণ বলিতেছেন) যে জন ব্যাকুল হইয়াছে সে 'আদি বিশ্বেশ্বর, আদি পুরুষ প্রধান' প্রভৃতি জানে না। কবি-রঞ্জন বলিতেছেন যে কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন-দানের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ৭-৮

৩১৯

মাধব, রাধিকা শিরীষ কুসুমের মত কোমল। হে লুব্ধ মধুকর, কৌশল অবলম্বন কর এবং অবগাহন করিয়া নবীন রস পান কর। ১-২

নায়িকার এই প্রথম বয়স এবং রজনীর প্রথম প্রহরে এই প্রথম সঙ্গম। অনুরাগের প্রতি প্রতীতি মানে না অর্থাৎ অনুরাগের গাঢ়তা বুঝে না এবং কেলির নামে হয়ত কুণ্ঠিত হইবে। ৩-৪

হৃদয়ের পরিপূর্ণ আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ শয়ন করাইলেন এবং সর্বাঙ্গের বসন হরণ করিলেন। কমলের ন্যায় কামিনীকে দৃঢ়-ভাবে চাপিলেন এবং তাহাকে মেদিনীতে ফেলিয়া দিলেন। ৫-৬

শ্রীরাধা এক হস্তে অধর আবৃত করিলেন, দ্বিতীয় হস্ত নীবিতে আরোপণ করিলেন। তৃতীয় হস্ত ত নাই। (আর কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন ?) কুচযুগলে পাঁচটি করিয়া নখচন্দ্র উদিত হইল। আর কি দিয়া শ্রীমতী আত্মরক্ষা করিবেন ? ৭-৮

শ্রীমতী আকুল এবং ঈষৎ ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার নয়নকোণ জলে ভরিয়া উঠিল। ৯

গ্রীয়ার্সনের পাঠে এই অতিরিক্ত কলিগুলি আছে :—

মথমথি মীন বনশী লয়ে বেধল
দেহ দশ দিশ ফিরে ॥'
ভণহিঁ বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলি।
অসহ সহথি কত কোমল কামিনি
যামিনী জীব দয় গেলি ॥

৩২০

এমন মিথ্যা অপবাদ আর বলিও না। একে যৌবন কাল, তাহাতে কুল-মর্যাদা। ১-২

সখীর সঙ্গে কথোপকথনে রাত্রি জাগিলাম। গুরু-জনেরা জানিতে পারিলে যেন বিপরীত ধারণা না করেন। ৩-৪

ঐরূপ কথা আমাকে আর বলিবে না। রহস্যের কথা যেন সত্য না হয়। (তুমি রহস্য করিয়া কহিতেছ, অপর লোকে শুনিলে বিশ্বাস করিবে।) ৫-৬

৩২১

[প্রথম মিলনের পর রাধার অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া কোন সখী তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাধা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতেছেন।]

সখীরা যখন আপনার গৃহে গেল তখন নিদ্রায় আমার সমস্ত দেহ ভরিল। ৩-৪

সখী স্বপ্নের কথা শুন ; কাহাকেও বলিওনা। যেন হাসিতে (তামাসা করিয়া) কেহ নিন্দা না করে। ৭-৮

আমার হৃদয় মধ্যে বিষাদ উপস্থিত হইল। (বিপদে গাত্রাবরণ কষ্টদায়ক হয় বলিয়া) আমি কটি-বসন-গ্রন্থি ঘুচাইলাম। ৯-১০

আমি স্বপ্ন দেখিলাম এক পুরুষ আমার সম্মুখে আসিল। কোপে আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং (নিজ অধর নিজে দংশন হেতু) অধরে দাগ হইল। ১১-১২

তাহার ভয়ে বস্ত্র ও কেশ অন্যত্র গেল (স্খলিত হইল)। সবই এমন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল যে আমার কপালে কাজল ও মুখে সিন্দুর লাগিল। ১৩-১৪

আর কাহাকেও কহিলে (হয় ত) কেহ অপযশ ঘোষণা করিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, ইহা কে প্রত্যয় (বিশ্বাস) করিবে ? ১৪-১৫

৩২২

কেশর কুসুম দেখিয়া আমি কৌতুকে ভুজযুগলে

তাহা ঘর্ষণ (মেটল) করিলাম, (তাহাতেই) বাহুতে ও অঙ্গে রাগ-চিহ্ন হইয়াছে)। দাড়িম্বভ্রমে পয়োধরে শুকপক্ষী লুব্ধ হইয়া পড়িল (তাহার চঞ্চুতে কুচে চিহ্ন হইয়াছে)। ৫-৬

চকিত হইয়া উভয় হস্ত (উত্তোলন করিয়া) এদিক্ ওদিক দেখিলাম, সেইজন্য বেশ অন্যরূপ হইয়া গেল। ইহাতে তুই (সখী হইয়াও) শত্রুর ন্যায় আমাকে অপবাদের কথা কহিতেছিস্—ইহাই কবিশেখরের অনুমান। ৭-৮

৩২৩

খরস্রোত নদীর বেগে নৌকা ভাসিল, বালক কানাই ধরিতে (নৌকা সামলাইতে) পারে না। ১-২

সেই জন্য জলে পড়িয়া যমুনা পার হইলাম, বলয় ভাঙ্গিল, হার ছিঁড়িল। ৩-৪

এ সখি, এ সখি, মন্দ কথা বলিও না। অন্যায় (বিসহ?) কথায় কলহ বাড়ে। ৫-৬

কুণ্ডল যমুনার মাঝে খসিয়া পড়িল, তাহা খুঁজিতে সন্ধ্যা পড়িয়া (হইয়া) গেল। ৭-৮

সেইজন্য অলকের (অলিকের? =ললাটের) তিলক বহিয়া (ধুইয়া) গেল, মুখ শুদ্ধ (নির্মল) চন্দ্র (চন্দ্রের তুল্য) হইল। ৯-১০

তটিনী-তটে পথ পাই না, সেই জন্য কুচে কঠিন কণ্টক ফুটিয়া গেল। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহেন নিজ পরাজয় (মানিলাম) বচন-কৌশলে মকদ্দমা জয় করিয়াছে।

৩২৪

যেখানে কুসুম তুলিতে (পাড়িতে) গেলাম সেই খানে ভ্রমর অধর খণ্ডন করিল। ১ ২

সেইজন্য যমুনা তীরে চলিয়া আসিলাম, পবনে হৃদয়ের (বক্ষের) বস্ত্র হরণ করিল। ৩-৪

হে সখি, তোকে সত্য কহিলাম, অন্য কিছু যেন আমাকে বলিস্ না। ৫-৬

(বক্ষের বস্ত্র অপহৃত হওয়াতে) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, (তাহাতে) উজ্জ্বল সর্পের সংশয় (সর্পভ্রম) হইল। ৭ ৮

সেইজন্য ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল, (তাহাতে এখনও) হৃদয় কম্পিত হইতেছে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছে, উচিত ভাগ্য, (সমুচিত ফল হইয়াছে), বচনের পটুতায় কপট লাগিতেছে (সংশয় হইতেছে)। ১১-১২

৩২৫

ননদি, (আমার) আকৃতি (দেহ) দেখিয়া আমাকে দোষী নিরূপণ করিতেছে। বিনা বিচারে (আমাকে) ব্যভিচারিণী বুঝাইবে, শাশুড়ী রাগ করিবেন। ১-২

কৌতুকবশতঃ আমি মৃণাল হইতে পদ্ম ছিন্ন করিয়া শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম; ক্রুদ্ধ মধুকর পদ্মকোষ হইতে ধাবিত হইয়া (আমার) অধরে দংশন করিল। ৩-৪

সরোবরের ঘাটে পথের কণ্টকতরু আগে দেখিতে পাই নাই। সঙ্কীর্ণ পথে ফিরিয়া চলিলাম সেইজন্য কুচে কণ্টক লাগিল। ৫-৬

জলপূর্ণ কলসী মস্তকে স্থির থাকে না সেইজন্য (আমার) কেশপাশ আলুথালু হইল। সখীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য (দৌড়িয়া আসিতে) দীর্ঘ নিশ্বাস হইল (বহিতেছে)। ৭-৮

পথে খল ব্যক্তি আমার নিন্দা প্রচার করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, অমর্ষবশতঃ ধৈর্য রহিল না, সেইজন্য আমার কণ্ঠস্বর গদ গদ হইল। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছে, বর যুবতি, এ সকল গোপনে রাখ। ননদীর সহিত রসরীতি বাড়াইবে (তাহা হইলে) গুপ্ত ব্যক্ত হইবে না। ১১-১২

৩২৬

(ননদের উক্তি) যাহার জন্য গিয়াছিলি তাহা কোথায় আনিলি? তাহার পতির শত্রুর পিতা কোথায়? (তুই ঘটে করিয়া জল আনিতে গিয়াছিলি, জল আর ঘট কোথায়)? যেখানে অঙ্গরাগ হারাইলি (সেখানে) দুঃখে সুখে (কেমন) ছিলি, আপনার মুখে বল। ১-২

[জলের (অধি-) পতি সমুদ্র, তাহার বৈরি শত্রু অগস্ত্য; অগস্ত্যের জন্ম ঘটে।]

সুন্দরি, কান্তকে কি করিয়া বুঝাইবি? যাহার জন্ম হইতে (দিবারম্ভে) তুই গিয়াছিলি তাহার অস্তে

(দিবাবসানে) আসিলি (প্রাতে কুম্ভ লইয়া জল আনিতে গিয়াছিলি, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলি)। ৩-৪

(রাধার উত্তর) যাহার জন্য গিয়াছিলাম সে চলিয়া আসিল (জল আনিতে গিয়াছিলাম, পথে বৃষ্টি আসিল)। সে চলিয়া গেল, তাহাকে লইয়া চলিলাম (বৃষ্টি থামিয়া গেল, কলসীতে জল লইয়া গৃহে ফিরিলাম), সেই জন্য পথে অন্যায় (বিলম্ব) হইল। ৫-৬

(একটা) বৃষ ক্রীড়া করিতেছিল, সম্মুখে সর্প; (পথে আসিতে একদিকে একটা বৃষ ও অপর দিকে একটা সর্প দেখিতে পাইলাম)। যে সকলে সঙ্গে ছিল (সখীগণ) সকলে পলায়ন করিল, ভাগ্যে আছে (তাই) রক্ষা পাইয়া আসিয়াছি। ৭-৮

শ্বাশুড়ী যে দুইয়ের খোঁজ করিতেছেন তাহা আপনার সঙ্গে মিলিল কুম্ভ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া মাটীতে মিশিল, জল গড়াইয়া বৃষ্টির জলে মিশিল)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন বর যুবতি, গুপ্ত স্নেহ ও রতিরঙ্গ (অনুমান হইতেছে)। ৯-১০

৩২৭

মানশিক্ষা

ক্ষণকালের জন্য মহার্ঘ হইয়া, কিছু অরুণ নয়ন করিয়া (কৃত্রিম কোপ করিয়া), কপট মান ধরিয়া (করিয়া) সম্মান (অধিক আদর) লইবি। কষিত কনকের ন্যায় প্রেম (প্রেমকে যেন পরীক্ষা করিয়া লইবি), আবার ফিরিয়া বঙ্কিম হাসিয়া অর্ধ অধরের মধু পান (করিতে) দিবি। ১-২

ওহে চন্দ্রমুখি, ভুল করিস না, প্রিয়তমের হৃদয়ের খেদ হরণ কর, কুসুমশরের (কন্দর্পের) রঙ্গ (কেলি) সংসারের সার। ৩

বচনে যেন বশ হইবি না, সরিয়া বিভিন্ন হইবি (অঙ্গে অঙ্গে না স্পর্শ করে এরূপ ভাবে সরিয়া যাইবি); বরং সহজে শয্যার সীমা ছাড়িয়া দিবি (শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবি)। প্রথম রসভঙ্গ হইলে, লোভে তাহার মুখশোভা গেলে (অপহৃত হইলে) প্রিয়তম ভুজপাশে বাঁধিয়া গ্রীবা ধরিবে। ৪-৫

যদি নয়নকমলবর মুকুলের কান্তি ধরে (চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত হয়) সেই সময় (প্রিয়তম) খর নখরঘাত করিবে। পরম পদ লাভ তুল্য আনন্দিত হৃদয়ে চিরকাল রমণ (আনন্দ সম্ভোগ) কর, হে নাগরি, (সুরতসুখ) অমৃত মিলন। ৬-৭

সরস কবি এই সুরস কহে, হে নারি, চাতুরতর চতুরপণার সহিত পঞ্চবাণ মদনের আরাধনা কর। সকল সুজন লোকের গতি, রাণী লখিমার পতি, রূপনারায়ণ শিবসিংহ জানেন। ৮-৯

৩২৮

সজনি, আমার কথা শুন। আদর (পাইবি) জানিয়া মান করিবি। ১-২

যখন প্রিয় তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, (তখন তুই) অবনত মুখে গোপন করিয়া রহিবি। ৩-৪

যখন (তোকে) ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিবে, তখন কুটিল কটাক্ষে তাহার দিকে তাকাইবি। ৫-৬

যখন অল্প কিছু আদর দেখিবি, তখন ঢাকিবার (ছলে) কুচপ্রান্ত দেখাইবি। ৭-৮

কান্নার সুর মাখাইয়া কথা কহিবি (এবং আপনার) আদর রাখিয়া মান করিবি। ৯-১০

যখন কর ধারণ করিয়া নিকটে আনিবে, তখন আহা উহু করিয়া কথা বলিবি। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহেন—সেই 'নারী' যে মানের প্রীতি রাখিতে পারে। ১৩-১৪

৩৩০

(রাধা) কোপ করিতে চায়, (কিন্তু) চক্ষে দেখিয়া থাকে (তাহাকে দেখিয়া ভুলিয়া যায়), হাসি ধরিতে (রাখিতে) পারে না। পরুষ কথা বলিতে পারে না, মুখ অরুণ বর্ণ (কোপের চিহ্ন) থাকে না, চন্দ্র কি অগ্নির (ন্যায়) জলে? ১-২

সখি, মান করিতে জানে না, কতক্ষণ অপরে শিখাইবে? ৩-৪

না, না, না, না, না, বলিয়া প্রিয়তমকে নখাঘাত করিতে যদিও জানে তথাপি লজ্জা পায়। ভ্রূভঙ্গ (কোপচিহ্ন) করে না, অঙ্গ মোড়াইয়া ধরে না, ক্ষণমাত্রেই সুলভ হইয়া যায়। ৫-৬

আপনার বিবেচনা আছে, পরের বুদ্ধি লইবে না, কামের মায়া বিষম। বিরহে শুষ্ক হইলে অধর (পান) দিলে ভাল হয়, রৌদ্রে ছায়া সুন্দর। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, পঞ্চবাণকে পূজা করিলে দ্বিগুণ রতি হইবে। রূপিণী দেবীর পতি মন্ত্রী শ্রীবতিধর সকল কলারস জানেন। ৯-১০

৩৩১

দূরে থাকিয়া মন অন্য (প্রকার) করি, পিপাসিত নয়ন নিষেধ মানে না। ১-২

হাস্য সুধারস (সিঞ্চিত) তাহার মুখ দেখিয়া বন্ধ নীবি কত বার বাঁধিব ? ৩-৪

(তাহার মুখ দেখিলে নীবি বন্ধ থাকিলেও মনে হয় শিথিলবন্ধন হইয়াছে)।

সখি, কি করিব, কেমন করিয়া গোপন করিয়া রাখিব ? যদি (চিত্ত) স্বায়ত্ত হয়, তবে মান করি। ৫-৬

হৃদয় দুরু দুরু করে (সেই জন্য) চাপিয়া থাকি, সমুদয় শরীর কত (প্রকার) শোভা ধারণ করে। ৭-৮ হৃদয়ের উল্লাস গোপন করিতে পারি না, মুখ মুদিত করিলেও হাসি ব্যক্ত হয়। ৯-১০

ভ্রূভঙ্গে রচিতেহপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
কার্কশ্যং গমিতেপি চেতসি তনুরোমা মালাম্বতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে। —অমরু শতক

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তোর দোষ নয়, ক্ষুধিত মদন রোষ বাড়াইতেছে (অধিক কুপিত হইতেছে)। ১১-১২

৩৩২

যখন প্রিয়তমের শয্যার পার্শ্বে যাই, মনে ইচ্ছা থাকে কত রাশি রাশি মান করিব। ১-২

তাহার করস্পর্শে জ্ঞান থাকে না, নীবিবন্ধ কখন খুলিয়া যায়, কে জানে ? ৩-৪

সখি, প্রিয়তমের সহিত (প্রতি) কেমন করিয়া মান করিব ? মধ্যস্থ পঞ্চবাণ (মদন) আমার মন হরণ করে। ৫-৬

কি মান করিব ? আমার মন স্থির নয়, তরুণীর শরীর কামের আয়ত্ত। ৭-৮

৩৩৩

শ্রীরাধার মান

বড় রহস্য বুঝিয়াছি (তোমার) অরুণ লোচন রজনী জাগরণের গুরুতর (কথা) জানাইতেছে। (আমি সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছি; রাত্রি জাগরণে তোমার চক্ষু অরুণ হইয়াছে)। ১-২

রজনীজনিত গুরুজাগর রাগ কষায়িতমলস নিমেষম্। —গীতগোবিন্দ।

হরি, মিথ্যা ছলনা করিও না, যে রমণীর সহিত রজনী যাপন করিয়াছ সেইখানে যাও। ৩-৪

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং।
—গীতগোবিন্দ

তোর হৃদয় কুচ কুঙ্কুম মাখিয়াছে, যেন প্রেম (অনুরাগ) রং মাখাইয়া তোকে গৌরবর্ণ করিয়াছে। (আগে বর্ণ কালো ছিল এখন নূতন প্রেমের রং মাখিয়া গৌরবর্ণ হইয়াছ।)

অপরের ভূষণ (কুঙ্কুমাদি) তোর কলঙ্ক হইয়াছে; মন্দের সংবাসে (প্রসঙ্গ) থাকিলে মহতেরও দোষ (ভেদ) হয়। (এই সকল লক্ষণে অপরের সঙ্গে সহবাস ব্যক্ত হইতেছে।) ৭-৮

ইতর লোকের গৃহে গুড়ে পিপীলিকা লিপ্ত; আনীত অপহৃত সামগ্রী হইতে চুরি ব্যক্ত হয় (কোন ইতর লোকে যদি গুড় চুরি করিয়া আনে তাহার গৃহে পিপীলিকা হওয়াতে সে ধরা পড়ে)। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন কথা কহাও কঠিন (বাধ)। গুরুতর অন্যায় কর্ম করিলে মৌন রহিতে হয়। ১১-১২

৩৩৪

(রাধার উক্তি)

কুঙ্কুম দ্বারা নখক্ষত গোপন করিয়া আনিয়াছ, অধর ধুইয়া কজ্জল শূন্য করিয়া আসিয়াছ। ১-২

তথাপি তোর কপট বুদ্ধি রহিল না (টিকিল না) অরুণ লোচনে চুরি ব্যক্ত হইল। ৩৪

যাও যাও কানাই, অন্য কথা বলিও না, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অনুমান অধিক (যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহার অপেক্ষা অধিক অনুমান করিতেছি)। ৫-৬

(তোর) প্রকৃতি জানি, গুণশীলতা বুঝি। তোর যত মনোরথ (সমস্ত) মনসিজ-লীলা (কেবল কন্দর্প লীলাতেই তোর মনোরথ পূর্ণ হয়)। ৭-৮

চতুর জাতীয় পুরুষের ধন অপেক্ষা যৌবন (প্রিয়); কামিনী বিনা মধুরাত্রি কেমন করিয়া গেল? ৯-১০

বচনে লুকাইতেছিস (অপবাদ অস্বীকার করিতেছ) কাজে ব্যক্ত হইতেছে, তুই হাসিয়া (আমাকে) দেখিতেছিস্, আমি অত্যন্ত লজ্জা পাইতেছি। ১১-১২

মন্দ কাজ করিয়াও শপথ করিয়া রাধাকে (আমাকে) বুঝাইতেছিস, শঠের অপরাধ কেমন করিয়া ক্ষমা করিব? ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, প্রিয়তমের অপরাধ প্রকাশ করিয়া মনোরথে বাধা কবিও না। ১৫-১৬

লখিমা দেবীর বল্লভ দেবসিংহ-পুত্র রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ১৭-১৮

৩৩৫

যাও যাও মাধব আমাব প্রণাম। চতুরের কাছে চাতুরী থাকে না। ১-২

অধরের জ্যোতি যে মলিন হইয়া গিয়াছে (তাহার কারণ) তোমার অনুরূপ (মনোমত) রমণী (জ্যোতি) হরণ করিয়া লইল। ৩-৪

সিন্দুরের বিন্দু তোমার কপালে লাগিয়াছে (তাহাব কারণ) সুন্দরী নিজের অনুরাগ সমর্পণ করিল। ৫ ৬

তোমার প্রত্যেক অঙ্গে রতিচিহ্ন ব্যক্ত হইতেছে করতলে কে চন্দ্র ঢাকা দিবে? ৭-৮

৩৩৬

তোমার দুটি নয়ন অর্ধ মুদ্রিত (আর) আধ আধ কথা বলিতেছ। রতির আলস্যে শ্যাম-অঙ্গ মলিন হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমার সকল সাধ পূর্ণ হইল। ১-২

মাধব, যাও, যাও, যাও, তাহার কাছে যাও। যাহার পদের অলক্তকরেখা তোমার হৃদয় অলঙ্কৃত করিয়াছে, এখনও তাহার নাম জপিতেছ। ৩-৪

কত চন্দন, মৃগমদ এবং কুঙ্কুম তোমার কপোলে লাগিয়া রহিয়াছে। অনুরূপ দেখিয়া বিধি শাস্তি করিল, অতএব বহু ভাগ্য করিয়া মানিবে। ৫-৬

৩৩৭

তোর হৃদয় সহস্র রমণী দ্বারা পূর্ণ। (কিন্তু) তাহার স্পর্শ (সেই রমণীর সঙ্গ) ত্যাগ করিস্ না। গোকুলে সকল নারীর অপেক্ষা সেই ধনী পুণ্যবতী, তাহার ভাগ্য কি কহিব? ১-২

পদের অলক্তক চিহ্ন এবং নখ-রেখা বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে; যে যুবতীর সহিত রাত্রি কাটাইয়াছ সেই খানে বরং ফিরিয়া যাও। ৩-৪

নয়নের কজ্জল অধর হরণ করিয়াছে, অধরের রাগ নয়ন লইয়াছে। বসন বদল হইয়াছে, তাহা তিলমাত্র কৈতবের জন্য (ছলনা কবিয়া) কতক্ষণ লুকাইবে?

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, বড় অপরাধে উত্তর সম্ভব নয়। ৭

৩৩৮

যাবৎ তোমার চক্ষের সম্মুখে থাকি তাবৎ দৃঢ় অনুরাগ বুঝাও। ১-২

চক্ষের অন্তরাল হইলে সকলই অন্যরূপ, হে মাধব, কপটতার মূল্য কতক্ষণ থাকে? ৩-৪

মথুরাপতি, বুঝিলাম তোমার রীতি ভাল, হৃদয়ে কপটতা, মুখে প্রীতি কর। ৫-৬

যত বিনয় বচন, রস কৌতুক, অনুভবে আমি বুঝিলাম তাহা বিদ্রূপ। ৭-৮

হাসিয়া হাসিয়া কি সকলকে (যাহারা তোমার প্রেয়সী হয়) পরিত্যাগ কর? মধু বিষে মাখা শর প্রহার কর। ৯-১০

৩৩৯

মনসিজের বাণ আমার জ্ঞান হরণ করিল, তুই আমাকে (তোর) দ্বিতীয় প্রাণ বলিলি। ১-২

বাক্যভ্রষ্ট হইয়াছিস্ এখন (আর) কি বাকি? সম্মুখে দেখিতেছিস্, (চোখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিস্) বড় সাহস। ৩-৪

কি তোকে বলিব কানাই, তোকে কি বলিব? বার বার আমাকে কত বঞ্চনা করিতেছিস্। ৫-৬

কথা ভাঙ্গিলি (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলি), আশা ভঙ্গ করিলি, এখন কেন তুই মুখ প্রকাশ করিতেছিস্ (দেখাইতেছিস)। ৭-৮

লজ্জা দূর হইলে (তোর) জাতি (স্বভাব) চিনিলাম, গতরাত্রে অন্যত্র গিয়া প্রেম করিয়াছিলি। ৯-১০

কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যুবতী খণ্ডিতা, প্রেয়সীর বচনে কানাই লজ্জা পাইল। ১১-১২

৩৪০

পরিজন এবং পৌরজনগণের কথার রীতিতে আমার প্রেমলুব্ধমনে প্রতীতি (বিশ্বাস) হইল। ১-২

নিজের অপরাধ অন্যকে কি বলিব? কুমুদে কমলের ভ্রম হইল। ৩-৪

অনুভব করিয়া ইহাই সত্য বলিয়া বুঝিতেছি যে চক্ষু থাকিতে কূপে নিমগ্ন হইলাম। ৫-৬

মাধব, যদি তুমি স্বভাবতই বিরাগী (বিতৃষ্ণ) তবে লোচনের সীমা (লোচন সীম ?) কিসের জন্য করিলে? (আমার দিকে নয়ন দিলে কেন ?) ৭-৮

পুনরায় এমন কথা যেন বলিও না। কাহারও নিরাশায় কাহারও কৌতুক। ৯-১০

না না বলিতেছ, কোপ দেখাইতেছ। যত্ন জানাইতেছ (কিন্তু তাহা) গোপন করিতেছ। ১১-১২

প্রত্যক্ষ গোপন করিলে কে প্রতীতি করিবে? মন্মথের শরে জীবন যাউক সে বরং ভাল। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন যে এই রস অনুমান হইতেছে যে পৃথিবীতে নবীন মদন অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৫-১৬

লক্ষ্মীদেবীর কান্ত গুণনিধান রূপনারায়ণ এই রসের রসিক। ১৭-১৮

৩৪১

আদরে অধিক কাজ হয় না; মাধব, তোমার অনুরোধ বুঝিলাম। ১-২

নয়নের (কাতর) দৃষ্টি পাঠাইয়া আশা রক্ষা করিতেছ, কৌশলে কতক্ষণ কপটতা লুকাইবে? ৩-৪

যাও যাও মাধব, তুমি ত চতুর, যে উচিত জানে না তাহাকে বলিও। ৫-৬

কষ্টি পাথরে কষিয়া স্বর্ণ চিনিতে হয়, সুপুরুষের প্রেম (তাহার) প্রকৃতিতে পরীক্ষা করা যায়। ৭-৮

পরিমলে কমলের পরাগ জানা যায়, নয়নের নিবেদনে নব অনুরাগ জানা যায়। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নয়নের লজ্জা (চক্ষু-লজ্জা প্রকাশ করিতেছে), আদরে ভবিষ্যতের কাজ জানা যায়। ১১-১২

৩৪২

মাধব, তোমার স্নেহ বুঝিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি রাখিতে পারিলাম না, (এজন্য) আশাকে যাইতে দিলাম (ত্যাগ করিলাম)। ১-২

মাধব, তুমি যেন অতি গুণবান, দেখিতে অতি অমূল্য; যেমন মধুমাখা পাথর (অটল) সেইরূপ তোমার কথা। ৩-৪

এমন রীতি দিয়া আমি প্রীতি আনিলাম (যেমন আমি তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম তাহার) যোগ্য পরিণাম হইল। অমৃত বোধ করিয়া আমি লতা রোপণ করিলাম, বিষে ফলিয়া ফলিয়া গেল (সকল ফলই বিষ হইল)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সকল গুণনিধান রমাপতি শুন, যে পরবেদন জানে তাহাকে আপনার বেদনা নিবেদন করিবে। ৭-৮

৩৪৩

প্রথমে পর্বত সমান গৌরব হইল, হৃদয়ে (বক্ষে) হার অন্তরাল দিল না। ১-২

সুপুরুষের বচন (মনে করিয়া) মনোযোগ করিলাম, শেষে ভালমন্দ দুই বুঝা যায়। ৩-৪

মাধব, যাও যাও, তোমার রীতি ভাল। খলের কথায় প্রীতি পরিহার করিলে। ৫-৬

পরের কথায় কান অর্পণ করিলে, তখনি জানিলাম সময় (এই অবস্থায়) উপযোগী (যখন তুমি পরের কথায় কান দিলে তখনি বুঝিলাম সময় মন্দ হইয়াছে)। ৭-৮

হরি, এখন অস্থানে অনুরোধ পরিত্যাগ কর (এখন আমাকে অনুরোধ করিলে কি ফল?) কাহারও যেন বিধির বিরোধ (বিড়ম্বনা) না হয়। ৯-১০

রঙ্গ হইল না, আনন্দ দূরে গেল, ইহাতে আমার কিছুমাত্র খেদ নাই। ১১-১২

একমাত্র খেদ যে মন্দ লোকের সঙ্গ হইল, ভাল লোকও এখন চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিল। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছে, হরি মনে লজ্জা পাইল, কাহারও যেন মন্দ লোকের সঙ্গ না হয়। ১৫-১৬

৩৪৪

দিবানিশি কথায় কান জুড়াইলে, দীর্ঘকাল সুখ রহিবে এই জ্ঞান হইল। ১-২

এখন দিনে দিনে বুঝিলাম বিপরীত, লজ্জা হারাইয়া চিত্ত বিকল হইল। ৩-৪

বিধির বিরোধে (বিড়ম্বনায়) মন্দলোকের সহিত দেখা হইল, (সে জন্য) ভাণ্ড (অস্পৃশ্য জাতির ভোজন পাত্র) ছুঁইলাম, অথচ পেট ভরিল না। ৫-৬

লোভে যতই মন্দ কাজ কর, বিধি বাম হইলে তাহা সফল হয় না। ৭-৮

৩৪৫

উত্তমলোক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, নীচ সম্বন্ধ (নীচ কুলোদ্ভব) ব্যক্তি কি না বলে ? ১-২

আমি উত্তম কুলের গুণবতী নারী, ইহা নিজের মনে বিচার করিও। ৩-৪

সুপুরুষ জানিয়া স্নেহ বাড়াইলাম, দিনে দিনে আশা হানি করিলে। ৫-৬

জগতে কত রসবতা (রসময়) ফুল আছে, মধুকর মালতীর মধুতেই ভুলে। ৭-৮

দিন গেলে আর ফিরিয়া আসে না, অবসর অতীত হইলে পশ্চাত্তাপ থাকে। ৯-১০

৩৪৬

ঝঞ্ঝা বৃষ্টি দ্বারা আহত হইয়া স্থানত্যাগ করিলাম, মহাতরুতলে বিশ্রাম করিলাম। ১-২

তাহাতে জানিলাম আমার জীবন রক্ষা হইল। পরে ডাল ভাঙ্গিয়া কপালে পড়িল। ৩-৪

যাও যাও, মাধব, জানিয়া কি বলিব ; সমুদ্র ছিল, স্বল্প গভীর জল হইল (ভাগ্যগুণে)। ৫-৬

আমাকে যে আনাইলে, কি কাজ হইল ? গুরুজন পরিজনের নিকট লজ্জা হইবে। ৭-৮

আমার কথায় তুমি নিরুত্তর হইলে ; ঢিল ছুঁড়িলে আবার স্থান পায় (মাটিতে পড়ে)। ৯-১০

৩৪৭

এতদিন বুঝিতাম (জানিতাম) যে সুপুরুষের কথা ও চতুর্মুখ বেদে ভেদ নাই। ১-২

নিত্যই সকল কথা মনে জাগিয়া আছে, তুমি কথা ভুলিলে, আমার ভাগ্য (অভাগ্য)। ৩-৪

যাও যাও মাধব, জানিয়া কি বলিব ? সময়ের দোষে জলও অগ্নি উদ্গীরণ করে। ৫-৬

রজনীকে চন্দ্রের বান্ধব জানি, (অর্থাৎ চাঁদ রজনীকে পরিত্যাগ করে না ; সে চলিয়া গেলেও আবার ফিরিয়া আসে) ভাল লোকের হৃদয় মন্দকে ত্যাগ করে না। ৭-৮

কলিযুগের গতিকে সাধুরও মন ভঙ্গ হয়, অনঙ্গ সব বিপরীত করিবে। ৯-১০

৩৪৮

হে ধনি মানময়ী (মান) সংযত কর। আমি তোমার হেম ঘট (মঙ্গল ঘট) স্বরূপ কুচে ও ভুজঙ্গিনী (সদৃশ) হারের উপর হাত রাখিতেছি (শপথ করিতেছি)। ১-২

তোমাকে ছাড়িয়া যদি অন্য কাহাকেও স্পর্শ করি, তোমার হাররূপ নাগিনী আমাকে দংশন করিবে। ৩-৪

৩৪৯

রাত্রি জাগিয়া শিবপূজা করিলাম, সেজন্য আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। ৩-৪

(পূজোপকরণ) মৃগমদ কুঙ্কুমের দাগ লাগিয়াছে। (সারারাত্রি) মন্ত্র উচ্চারণ করিতে অধর রাগশূন্য হইয়াছে। ৫-৬

রাত্রি জাগিয়া চক্ষু লাল হইয়াছে। তাহার জন্য তুমি আমাকে চোর বলিতেছ ? ৬-৮

৩৫০

হে (সুন্দরি) মান পরিহার কর, আমার সহিত কথা কর (কও)। কন্দর্প আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, আমি তোমার শরণ লইলাম। ১-২

আজ আমাকে বিমুখ করিও না, করিও না। (আমাদের) পুনর্মিলনে অপূর্ব প্রেম হইল। ৩-৪

হে কমলবদনি, আলিঙ্গন দান কর। জগতে বিনয়ের কে না জয় স্বীকার করে ? ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি ধীরে কহিতেছেন, নরপতি শিবসিংহ বীর পুরুষ। ৭-৮

৩৫১

শরতের চন্দ্রতুল্য মুখমণ্ডল বস্ত্রদ্বারা কেন ঢাকিতেছ ? অল্পহাস্য-সুধারস বর্ষণ করিলেও নয়নের পিপাসা ছাড়িবে। ১-২

মানিনি, আপনারই মনে বিবেচনা কর, রোষ করিলে অপর লোকে নির্বোধ বলিবে। ৩-৪

স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছে। সুন্দরি, পাণিস্পর্শ রস অনুভব (করাও) মনোরথে রোষ পূর্বক বাধা করিও না (দিও না)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরযুবতী শোন, সমস্ত বিভবের সার দয়া (অর্থাৎ দয়ার ন্যায় ধন নাই), গ্রীষ্ম-কালে প্রাণারাম ছায়াযুক্ত মাস কাহার না ভাল লাগে ? ৭-৮

['ককবো' স্থলে ককরা পাঠই অধিক সঙ্গত।]

৩৫২

তোর বদন চন্দ্র, আমার নয়ন চকোর, রূপ অমৃত পান করিবে। অধর বন্ধুলী ফুল, প্রিয় মধুকর তুল্য, মধু বিনা কতক্ষণ বাঁচিবে ? ১-২

হে মানিনি, তোর মন পাষাণে গঠিত। রস লীলায় কেন হাসিয়া কিছু উত্তর দিস্ না ? (হাস, কথা কও যে) সুখে নিশা কাটিয়া যাউক। ৩-৪

পরের মুখের কথা শুনিস্ না, নিজের মনে বিবেচনা করিস্ না। রসিকের কথা বুঝিস্ না। আপনার কাজের (জন্য) আপনি উপযাচিত হইয়া বলিতে অত্যন্ত লজ্জা ও আদরহানি (হয়)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতি, মানে প্রেম নূতন হইল। লখিমাপতি রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ জানেন। ৭-৮

৩৫৩

বক্ষের উপর কি গিরিবর অথবা কনক-কটোর, অথবা বালচন্দ্র বেষ্টিত শম্ভু পূজিত হইয়াছেন তাহাই সংশয় লাগে। ৫-৬

[বালচন্দ্র—পূর্বকৃত নখাঘাত চিহ্ন।]

৩৫৪

(তোমার) বদন কমল হাসিয়া লুকাইলে, তাহা দেখিয়া আমার মন অস্থির হইল। চন্দ্র উদিত হইয়াও অমৃত মোচন করে না, চকোর কি পান করিয়া বাঁচিবে ? ১-২

মানিনি, ফিরিয়া (পুনরায়) চক্ষের মিলন দাও; সমস্ত রজনী যদি কোপেই কাটাইবে, কেলি-আনন্দ কোন সময় হইবে ? ৩-৪

তোমার নয়ন এ পথে (আমার দিকে) সঞ্চরণ করে না, এই অযুক্ত (অন্যায়) বলা যায় না। অরুণ ও কমলের কান্তি চুরি করিয়াছ, তাই কি মনে লজ্জিত হইয়া রহিয়াছ ? ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন কামিনীর কোপে মনোরথ জাগিল, (অর্থাৎ লালসা বাড়িল) জয়ন্তা দেবী যিনি শঙ্করকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তিনি ভাবে (অনুভাবে) সকল রস বুঝেন। ৭-৮

[শঙ্কর মিশ্র একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।]

৩৫৫

চতুর্দিকে জলদে যামিনী ভরিয়া গেল, ধারায় ধরণী ব্যাপ্ত হইল। ১-২

গগনের গর্জনে পঞ্চবাণ (মদন) জাগিল, সুমুখি এমন সময়ে মান উচিত নয়। ৩-৪

নাগরি, খলের কথায় রোষ করিয়াছ, পায়ে পড়িলেও পরিতোষ কর না। ৫-৬

বিধি সমুচিত বামা নাম ধরিল (দিল), আমি অনুমান করি যে এই স্থানে তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম, অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি বাম হইলে। ৭-৮

নাগরীর কথা অমৃত বলিয়া প্রতীত (মনে হয় কিন্তু) হৃদয় পাষাণকেও জিনিয়া গড়িল। ৯-১০

৩৫৬

হে ধনি, তোমার করে ধরিতেছি (মিনতি

করিতেছি), হঠ করিও না, আমার মহত্ত্ব (মর্যাদা) রাখ। ৫-৬

৩৫৭

(তোমার) বদন-মণ্ডল নীরজ (অতএব চিরস্নিগ্ধ) পদ্মের সহিত উপমিত হইতে পারে। চন্দ্র দিনে মলিন হয় (অতএব চন্দ্রের সহিত উপমিত হইতে পারে না।) অনুপম ভ্রু, সুন্দর অধর নব পল্লবের রুচি (কান্তি) জয় করে। ১-২

শুন প্রেয়সি, আমার কি গুরু অপরাধ পড়িল (হইল)? মলয়ানিল বহিতেছে, (আমার) অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে, মনোরথে বাধা করিও না। ৩-৪

৩৫৮

শর্করা শুদ্ধ দুগ্ধে পরিপূর্ণ (তাহাতে) অমৃতের সার মিশ্রিত, সেইরূপ তোর বদন; আমার এমন কর্ম যে লবণ-ধারা বর্ষণ করিতেছে। ১-২

সজনি, পিশুনের কথায় কান দিস্? বিধাতার ইচ্ছায় আমাদের দেহ বিভিন্ন (কিন্তু) তোর আমার একই প্রাণ। ৩-৪

কোপের সহিতও যদি সংবাদ পাঠাস্ (তথাপি) মন্দ কথা বলিস্ না। তোর মুখ তোরই মুখের তুল্য, চন্দ্র লবণ বৃষ্টি করে না। ৫-৬

চৌদিকে চমকিয়া লোচন চালনা করিতেছিস্, কাহারও ভয় মানিস্ না; তোর মুখের সহিত কিছু ভেদ করাইবার জন্য (বিধাতা) চন্দ্রের কলঙ্ক দিল। ৭-৮

৩৫৯

মালতি (রাধাকে সম্বোধন করিয়া), মনে অন্য মানিও না (অন্যরূপ ভাবিও না) তোমার সহিত (তোমায়) যাহা কিছু কহিলাম, তাহা সত্য কথা। ১-২

সকল পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আমি ভজনা করিলাম। তাহা কে ভঙ্গ করিবে? যদিও দুর্জন লোকে কোটি যত্ন করে তথাপি জন্ম ভরিয়া সঙ্গ (আমাদের মিলন আজীবন রহিবে)। ৩-৪

ধনি, অনুক্ষণ মনক্ষুণ্ণ করিও না, দেবতার লক্ষ দিব্য, তোমার তেমন (তুল্য) আমার দ্বিতীয় নাই, (তোমার মত আমার আর নাই) মনে দৃঢ় অভিলাষ আছে। ৫-৬

বিধির সকল দোষ, মনে রাগ করিয়াছিলাম, এক আধটা কথা কহিয়াছিলাম। সেই নাগরী গুণে জগতের শ্রেষ্ঠ যে পতির অপরাধ ক্ষমা করে। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ধৈর্য সকলের অপেক্ষা (শ্রেষ্ঠ) মন ম্লান করিও না, তোমার গুণ মনে গণিয়া প্রভু অনুগত রহিবে, অধর-মধু পান করিবে। ৯-১০

৩৬০

ক্ষুধিত ভ্রমর মধু পান করিবে তাহারই লাগিয়া কমল প্রস্ফুটিত হইল। ১-২

(প্রভাতের আগমনে) বিরলনক্ষত্র নভোমণ্ডল শোভা পাইতেছে। সেইক্ষণে কোকিলের ডাক শুনিয়া মনে হাসি পাইতেছে (যে অদ্যকার রজনী ব্যর্থ হইল) হাসি—(শ্লিষ্ট) = দুঃখ] ৩-৪

হে মানিনি, ফিরিয়া দেখ, অরুণ অন্ধকার পান করিতে লাগিল। ৫-৬

মানিনি, তোমার মান মহার্ঘ ধন, চুরি করিতে আসিলাম, আমার অনুচিত। ৭-৮

সেই অপরাধে মদন মারিতেছে, হে ধনি, তুমি হরিকে ধর এবং প্রাণ রক্ষা কর। ৯-১০

৩৬১

মানিনি, এখন মান সমাপ্ত কর, রজনী অতীত হইয়াছে, অল্প (অবশিষ্ট) রহিয়াছে। ১-২

গুণবতী হইয়া গুণ গোপন করিয়া রাখিও না, সুপুরুষকে দান করিলে অধিক ফল হয়। ৩-৪

একবার (আমার) মনের দুঃখ দেখ, প্রেমলতা ভাঙ্গিলে (ছিঁড়িলে) বড় পাপ হয়। ৫-৬

আমার লোচনভ্রমর তোমার মুখপঙ্কজে বিলাস করিবার আশা করিতেছে। ৭-৮

বিদ্যাপতি মনে বিবেচনা করিয়া এই কথা কহিতে-ছেন রসিক শিবসিংহ রাজা রস জানেন। ৯-১০

৩৬২

মানিনি কুসুমে শয্যা রচিত, মহার্ঘ মান ত্যাগ কর, জীবনে যৌবনই ধন। আজিকার রাত্রি যদি বিফলে যায়, কাল জীবন কি হইবে কে জানে? ১-২

মানিনি, ধীরে বায়ু বহিতেছে, দীপ স্থির রহে না,

আকাশ ভরা নক্ষত্র মলিন হইল। তোর মুখ দেখিয়া আমার অনুমান হয়, কিংশুক ফুলের উপর ভ্রমর (বসিয়াছে)। ৩-৪

৩৬৩

সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, পূর্বদিক অরুণবর্ণ (হইল), চন্দ্র আকাশে মগ্ন হইল। কুমুদিনী মুদ্রিত হইল, (হে) ধনি তথাপি তোমার মুখারবিন্দ মুদ্রিত (প্রভাতে কমল প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু তোমার মুখকমল প্রস্ফুটিত হয় নাই)। ১-২

বদন কমল (দ্বারা), দুই নয়ন কুবলয় (দ্বারা), অধর বান্ধুলী (দ্বারা) নির্মাণ করিয়াছে; (বিধাতা) তোমার সকল শরীর কুসুম দিয়া গড়িল, হৃদয় কি পাষাণ দিয়া নির্মাণ করিল? ৩-৪

তুমি কঙ্কন পরিতে ('পহিরহ') ইচ্ছা কর না (অসকতি), হৃদয়ে হার ভার বলিয়া মনে কর, কিন্তু পর্বতের তুল্য গুরুভার মান পরিত্যাগ করিতেছ না, এ তোমার আশ্চর্য ব্যবহার! ৫-৬

তুলনীয়:—

মেরু সম মান করি উলটি যব বৈঠলি
নাহ তব চরণ ধরি সাধে। —চন্দ্রশেখর

ধনি, দোষ পরিত্যাগ করিয়া হর্ষিত হইয়া দেখ; প্রভাত মানের সীমা (প্রভাত হইলে আর মান থাকা উচিত নয়)। বিদ্যাপতি কবি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে কহিতেছেন। ৭-৮

সুমতি উমাপতি সকল নৃপতিপতি
হিন্দুপতি রসজানে।
—পাঠান্তর

(Grierson's Twenty one Vaisnava Hymns in Asiatic Society's Journal 1884, Part I Special number) কবি উমাপতি তাঁহার পারিজাত হরণ নাটকে এই গীত নটীর মুখে দিয়াছেন।

৩৬৪

আজ তোর মুখ প্রসন্ন দেখাইতেছে না; আমার মন স্বভাবতঃ চিন্তায় বিকল (হইয়াছে)। ১-২

আগত নয়ন ফিরাইয়া লইতেছিস কেন? (এদিকে তোর দৃষ্টি আসিতেছে তথাপি অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতেছিস)। পূর্বের ন্যায় হাসিয়া উত্তরও দিস্ না। ৩-৪

হে বরকামিনী, যামিনী গেল, সাধা বাধিতে (সাধিতে) আর্তি চতুর্গুণ হইল। ৫-৬

চন্দ্রের জ্যোতি পশ্চিমে গেল (মলিন হইল) পূর্বদিক অরুণে অলঙ্কৃত হইল। ৭-৮

মানিনি, এ সময় মান কি? তিলমাত্র আড়দৃষ্টিতেও দেখিয়া যাও। ৯-১০

শয্যার সীমা ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতেছিস, এক শয্যায় প্রবাসী হইলাম। ১১-১২

পুঁথিতে আর একটি চরণ আছে:—

তাহি মনোরথ জে কর বাধা।

৩৬৫

তোর মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র, বান্ধুলী ফুলের (ন্যায়) অধর হইতে মধু ক্ষরিতেছে। ১-২

হে ধনি সুন্দরী রামা, আনন্দের অবসরে বাম হইলি? ৩-৪

কোপে মধুপান করিতে দিতেছিস না, জীবন যৌবন স্বপ্নতুল্য হইল। ৫-৬

৩৬৬

তোমার পূর্বের প্রেম দেখিয়া (তোমার নিকট) আসিলাম; আমি আসিতে তুমি মুখ ফিরাইয়া বসিলে। ১-২

প্রথম কথার উত্তরও দিলে না, নয়ন কটাক্ষে (আমার) প্রাণ হরণ করিলে। ৩-৪

তুমি শশিমুখী ধনি, মান করিও না, আমি অতি বিকল-প্রাণ ভ্রমর। ৫-৬

আশা দিয়া পুনরায় নিরাশ করিও না, প্রসন্ন হও, আমার আশা পূর্ণ কর। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সত্য কথা শুন, দুইজনের মনে বিরহের বাণে (আকুলতা) উৎপন্ন হইল। ৯-১০

৩৬৭

প্রাণবল্লভ কত কত অনুনয় করিলেন, কিন্তু সেই মানিনী কামিনী ফিরিয়াও চাহিল না। ১-২

কানাই অনেক রকম কথা বলিয়া বিলাপ করিতে

লাগিল। সে সকল শুনিয়া (রাধার) মান শতগুণ বাড়িয়া গেল। ৩-৪

বুক্ত করে দাঁড়াইলা আবার মুখ গোঁজে (মনের ভাব জানিবার জন্য, মান ভাঙ্গিল কিনা দেখিবার জন্য আবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে)। ৮

এখন দুর্জ্জয়মান, তুমি (আর) কি করিবে? (অর্থাৎ উপায় নাই।) ১০

৩৬৮

ওরে ওরে ভ্রমর, তুই আমার হিতৈষী, গজ-গামিনীর মান ভঙ্গ করিয়া তাহাকে লইয়া আয়। আজ রাগ করিয়া যদি কাল তাহার মান ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে মধুযামিনী তিক্ত হইবে। ১-২

নীরস রজনী (ত্রিযামা) যেন তিন যুগের ন্যায় মনে হইল, চক্ষের আড়াল হইলেই দেশান্তর (মনে হয়), সরোবর শুষ্ক হইয়া কমল ম্রিয়মাণ হইল, নগর উজাড় (উজলি) প্রান্তর হইল। ৩-৪

একেশ্বর মন্মথ দুই প্রাণী বধ করিতেছে—তাহাদের আপন আপন বেদনের ভেদ ঘটাইয়া। (এখন) দুইটি মন কিরূপে মিলন প্রকাশ করিবে? (মিলিত হইবে?) প্রথম নিবেদন অত্যন্ত কঠিন (দুই জনেরই মনে অনুরাগ রহিয়াছে অথচ প্রথমে কে কথা কহিবে, তাহাই লইয়া যত গোল।) ৫-৬

কবি বিদ্যাপতি গাইলেন, যাহার রঞ্জন করিবার গুণ (আছে) সেই মানের ভঞ্জন করে। পূর্ব্বজন্মের তপস্যায় লখিমা দেবী শিবসিংহ নরপতিকে পতিস্বরূপ পাইয়াছেন। ৭-৮

৩৬৯

অবনত মুখে নখদ্বারা ধরণীতে লেখে, যে শ্যাম নাম কহে তাহাকে দেখে না। ১-২

লোহিতবর্ণ বসন পরিধান করে (নীলবসন ধারণ করে না, পাছে শ্যামকে মনে পড়ে), কেশ বিগলিত (আর বেণী বাঁধে না); আভরণ ত্যাগ করিল, বেশ ঢাকিল, (কাহাকেও দেখাইতে চাহে না)। ৩-৪

সুন্দর অরুণ (লাল) কমল তুল্য মুখ নীরস (শুষ্ক) হইল। চক্ষের জলে ধরণী ভাসিয়া গেল। ৫-৬

এমন সময়ে বনদেবী আসিল, বলিল, ধনি চল: সূর্য্যোপাসনা করিবে। ৭-৮

নতমুখী (রাধা) উত্তর দিল না, বিদ্যাপতি কহেন সে (বনদেবী) চলিয়া গেল। ৯-১০

৩৭০

কোথায় অরুণ উদয়াচলে উদিত হইল, কোথায় চন্দ্র পশ্চিমে গেল, কোথায় ভ্রমর কোলাহল করিয়া সুখনিদ্রিত কমলকে জাগরিত করিল! ১-২

কামিনি (রাধা), যামিনী কোথায় গেল? দীর্ঘকাল পরে আগত হরি অতিথি হইল, অর্দ্ধ কেলিও হইল না। ৩-৪

পদ্মপত্রে (সূর্য্যের) উত্তাপ পাইল না (রৌদ্রে মলিন) হইল না)। তোমার দেহ মলিন হইল না, কৃপণের সঞ্চিত ধনের (ন্যায়) কজ্জল (ও) সিন্দুররেখা অর্পিত রহিল। ৫-৬

অরুণের জ্যোতি অধরকে ত্যাগ করে নাই (অধর ম্লান হয় নাই), হার পালটাইয়া গাঁথা হয় নাই (মিলনের কালে যদি হার ছিন্ন হইত তাহা হইলে আবার গাঁথিতে হইত), সখি অপর লোকে বলিবে হয় তুই মূঢ়া কিম্বা তোর নাথ মূর্খ। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহেন মন প্রসন্ন নাই, হৃদয়ে চিন্তা বিস্তারিত রহিয়াছে; পালটিয়া (পুনর্ব্বার) প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিয়া কেলি রচনা করিবে (তখন) দম্পতীর উচিত বিহার হইবে। ৯-১০

৩৭১

তুই সঙ্কেত কথা কহিলি কেন? অর্থাৎ রাধাকে মিলন সঙ্কেত করিয়া অপরের সহিত (অপর রমণীর সহিত) যামিনী যাপন করিলি। ৩-৪

৩৭২

মাধব, তোমার শরীর নিতান্তই কঠিন। (মাধব, নিপট কঠিন মন তোর—পাঠান্তর) হাতে হাতে (অর্থাৎ কিছুক্ষণ পূর্বে) আমি কথা শিখাইলাম আমার কথা রাখিলে না। ১-২

তুমি অতি লম্পট, প্রেমের রীতি না জানিয়া (যাহা শিখাইলাম তাহার) বিপরীত করিলে। হাতের লক্ষ্মী

পায়ে ঠেলিলে, (এখন) কি করিয়া আনিয়া মিলাইব? ৫-৬

বিলাস রজনী (বাসক) জাগিয়া অগ্নিতুল্য (মান) উৎপন্ন হইল, রাত্রি জাগিয়া কাটাইল। তোমার কথায় আর একবার আমি যাইব, যদি তোমার ভাগ্য-গতিতে মিলিত হয়। (অর্থাৎ যদি সে আসে) ৭-৮

ভূপতিনাথ দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক (অনুভব করিলেন), অন্তরে হাস্য উৎপন্ন হইল। ৯-১০

৩৭৩

অধিক অনুরাগে আপনি প্রবাল চিনিতে পার না, কত কুকথা বল, পরের প্রেয়সীকে আনিয়া আপনার রমণীকে রাগান্বিত করিয়া সন্তপ্ত কর ১-২

কানাই, তুই বড় লোক, ভয়শূন্য, হাসিয়া হাসিয়া সেই কাজ করিস যাহাতে কুলকলঙ্ক হয়। ৩-৪

যাহা যাহা তোর গুরুগণ নিবারণ করে তাহাতেই তোর জেদ্ (তুই সেই সকল কর্ম্ম করিতে চাহিস্), চক্ষে দেখিয়া যে কাজ করা যায় না, কোন্ অন্ধ তাহা পারে? ৫-৬

সেখানে দীর্ঘ সমাগম চাহিস্। এত বড় তোর লোভ, পরের ভূষণে পরের বৈভবে কতক্ষণ শোভা হইবে? ৭-৮

কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, দূতীর বচনে কানাই লজ্জা পাইল। যাহা হইল (হইয়া গেল তাহা গেল), এখন মনোযোগ কর (সাবধান হও)। ৯-১০

৩৭৪

মাধব, ইহা উচিত বিচার নহে। যাহার কাম-কলা তুল্য এমন রমণী সে কি ব্যভিচার করে? ১-২

প্রাণের অপেক্ষা অধিক করিয়া হৃদয়ের হারসম তাহাকে মানিবে; অপরের দিকে চাহিবে ইহা কোন প্রবৃত্তি? (চাহিলে) উহার মনে কি হইবে? ৩-৪

কৃপণ পুরুষকে কেহ ভাল বলে না, জগৎ ভরিয়া (সকল লোকে) উপহাস করে। নিজ ধন থাকিতে উপভোগ করিবে না কেবল পর (ধনের) আশায় (পরধনে লুব্ধ হইয়া আপনার ধন উপভোগ করিবে না)? ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মথুরাপতি শুন, ইহা অনুচিত কাজ। ভিক্ষা করিয়া বিত্ত আনিব—সে যদি নিত্য হয় তবে আপন (বিত্ত) কি কাজে লাগিবে? ৭-৮

৩৭৫

দুই হাত জুড়িয়া কত মিনতি করিতে লাগিল, (কহিল) শীঘ্র রাধাকে লইয়া আইস। ১-২

চন্দন, চন্দ্র ও পবন রিপুতুল্য হইল, বৃন্দাবন অরণ্য হইল। ৭-৮

(মাধব) ছলছল (অশ্রুপূর্ণ) লোচনে ও বদনে রোদন করিতে লাগিল, (বৃন্দার) চরণ ধরিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, (কহিতে লাগিল) হায় সে ধনী আর আমায় দেখিবে না (আমার দিকে চাহিবে না); সিংহ ভূপতি (এই) রস গাহিতেছেন। ৯-১০

৩৭৬

চন্দনপঙ্ক, মৃগমদ, পদ্ম কর্পূর (রাধার অঙ্গভূষণ সমূহ) দেখিয়া করপল্লবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধরণীতে অবশ হইয়া পতিত হয়। ৩-৪

(মাধব) অত্যন্ত কাঁপিতেছে (তাহাতে) মসৃণ মুক্তামালা ছিঁড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। (তাহাতে মনে হইল) যেন তমাল তরুবর পবনে আন্দোলিত হইয়া পুষ্প মোচন করিতেছে। ৭-৮

সুন্দরি, মানমান ত্যাগ করিয়া চল, যেখানে রসিকরাজ সুপুরুষ (মানত্যাগ করিয়া মাধবের নিকট চল)। ৯

সুকবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) অত্যন্ত শ্রুতি সুখকর সরস দণ্ডক ছন্দ কহিতেছেন। ৯-১০

৩৭৭

নিরবধি বিলাপ করিতেছে। ৮

তোর সেই পুরুষ-বধ লাগে। ১২

৩৭৮

তোমার বিচ্ছেদ রূপ বেদনায় আমার সুন্দর মাধব বাতুল (পাগল) তিনি কখনও অচেতন, কখনও সচেতন কখনও তোমার নাম করিতেছেন। ১-২

হে সুন্দরি, তোর দেহ (হৃদয়) বড় কঠিন। কাহাকে

গুণ বলে, কাহাকে দোষ বলে, তাহা না বুঝিয়া জগতে যে প্রেম দুর্লভ, তাহা ত্যাগ করিলি। ৩-৪

তোর কথা কহিতেই জাগে (জাগরণে তোর কথা বলে) এবং শয়নে (স্বপ্নে) তোকেই দেখে। ঘর বাহির করে, ধৈর্য ধারণ করে না (তোর) পথ পানে চাহিয়া রোদন করে।

তুলনীয় চণ্ডীদাস :

ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়। ৫-৬

একান্তে কত প্রবোধ দিই, মানে না। ভোজন পান করে না। কাষ্ঠ মূর্তির ন্যায় (নিস্পন্দ হইয়া) রহিয়াছে—ইহা কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন। ৭-৮

৩৭৯

চোখের জল আঝোরে ঝরিতেছে, চন্দ্র দেখিলে তাপ বোধ করে। (চাঁদ দেখিয়া) তোমার মুখ মনে পড়ে, (আর) মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়। ১-২

সুন্দরি তোমার কঠিন মান পরিত্যাগ কর। বিরহ পুরুষের (পক্ষে) দুঃসহ, দারুণ, এবার প্রাণ রক্ষা কর। ৩-৪

তোমার শরীর মনে করিয়া কুসুমিত লতা ধরিয়া আলিঙ্গন করে। এবং তাহার স্পর্শে মাধব বিষণ্ণ হইয়া মদনবাণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ৫-৬

শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল শয্যা রচনা করিয়া কামশরে হতচেতন হয় এবং চন্দনানুলেপন গরলের অধিক মনে করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহে। ৭-৮

৩৮০

হে মানিনি, আজ (এমন দিনে) যদি বল্লভকে উপেক্ষা করিবে (তাহা হইলে) একান্তই কাঁদিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, প্রেমের রীতি এই যে প্রার্থীকে ত্যাগ করা উচিত নয়। ১৩-১৪

৩৮১

উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া জগৎ ভ্রমণ করে, (কিন্তু) কোন কুসুমে রমণ করে না, পরিমল ত্যাগ করে। যাহার যেখানে পিরীতি, তাহা বিনা স্থিতি হয় না। স্নেহ বিষম বিচার করে না (স্নেহাস্পদ হইতে ভিন্ন বস্তু তাহার ভাল লাগে না)। ১-২

মালতি, তোর অভাবে ভ্রমর কাতর, বনে অনেক কুসুম, সকলের প্রতি মন বিরক্ত, কোথাও মকরন্দ পান করে না। ৩ ৪

চন্দ্রের সুধাসদৃশ যে বিমল কমল মধু (মালতীর) প্রেমের নিকট তাহাও ভ্রমরের ভাল লাগে না, হৃদয়ের সদৃশ জন (মনের মানুষ) যতক্ষণ না দেখে ততক্ষণ সকল অন্ধকার (সগর আঁধার)। ৫-৬

৩৮২

যিনি গোবর্দ্ধন পর্বত বাম করে ধারণ করিয়া গোকুলকে (বিপদ সাগরে) পার করিলেন, তিনি এখন বিরহে এত কৃশ হইয়াছেন যে করের কঙ্কনও গুরুভার বলিয়া মনে করিতেছেন। ৩-৪

শ্রেষ্ঠ চরণযুগলে যে কালীয় দমন করিল এখন সে ভুজঙ্গ ভ্রমে ভুলিয়া হৃদয়ে হার ধারণ করে না। ৫-৬

সহজে চাতক তাহার ব্রত ছাড়ে না (মেঘবারি পান রূপ), নদীতীরে (পিপাসা নিবারণ করিতে) বসে না নব জলধর বর্ষণ বিনা তাহার (নদীর) জল পান করে না। ৭-৮

যদি দৈব বশে অধিক পিপাসা হয়, তাহা হইলে অল্প জল পান করিয়া আবার (মেঘের দিকে) দেখে। তখনও তোর নাম স্মরণ করিয়া শতগুণ অশ্রু প্রবাহিত হয়। ৯-১০

৩৮৩

যাবৎ প্রিয়তম হাসিয়া সরস কথা বলে তাবৎ সে বল্লভ তুই প্রেয়সী। ১ ২

যদি নিঠুর কথা বলে তাহা হইলে সকল প্রেম দূরে যায়। ৩ ৪

হে সখি, অপূর্ব রীতি, কোথাও এমন পিরীতি দেখি নাই! ৫-৬

যে প্রিয়তম (তোকে) দ্বিতীয় প্রাণ (করিয়া) মানে, তাহার কথায় এত অভিমান? ৭-৮

তেমন স্নেহ যাহাতে সন্তাপ স্থির (নিবৃত্ত) হয়; কে (তাহার) মধুর আলাপে বশ হয় না? ৯-১০

নিজের দোষ জানিয়াও বলপূর্বক পরিত্যাগ করিতেছ। হাসিয়া দুইটা মিষ্ট কথা বল না কেন? ১১-১২

নিষ্ঠুরে, অত্যন্ত অনুরক্ত নাথের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে ভজনা করিস্ না কেন? পিশুনের উৎসাহ কেন বাড়াস্? ১৩-১৪

৩৮৪

গগন মণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে কত দৃষ্টি নিবারণ করিবে? যখন যেমন থাকিবে সেইরূপ কাটাইবে, যেদিকে (বায়ু) বহিবে সেই দিকে পৃষ্ঠ দিবে। (মিথিলায় চলিত কথায় বলে যখন যে দিকে বাতাস বহিবে সেই দিকে পিঠ দিবে, অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় পড়িবে, তখন সেইরূপ কাটাইবে)। ১-২

সজনি, উপকার বড় বস্তু (সামগ্রী), যাহার বচনে পরের হিত হয়, তাহার জীবন সার (সার্থক)। ৩-৪

সাধুগণ পরের হিতের জন্য ধনপ্রাণ গণনা করে না; পিপাসিত রাহু চন্দ্র গ্রাস করে (কিন্তু চন্দ্র) ক্ষীণ (অথবা) ম্লান হয় না। ৫-৬

জীবন স্থির নয়, যৌবন স্থির নয়, এই সংসার স্থির নয়। অতীত অবসর আর পাওয়া যায় না, কীর্তি অমরত্বের সার। ৭-৮

কোথায় রাঘবরাজার ঘরণী (সীতা), কোথায় লঙ্কাপুরে বাস; কোথায় হনুমান সাগর বন্ধন করিল কিছু ত্রাস গণনা করিল না (আশঙ্কাকে গ্রাহ্য করিল না)। ৯-১০

যখন যাহার (পক্ষে) বিধাতা বাম হয়, সকল (তাঁহার) লীলা বিবেচনা করিবে। কবি বিদ্যাপতি কহেন, অধিক আপদে ধৈর্য্য করিবে। ১১-১২

৩৮৫

চাঁদের সুধাসম বচন বিকাশ, ভাল লোক তাহাতেই বিশ্বাস করে। ১-২

ভাল মন্দ সকল লোকে বলে (বুঝে) নিম খাইলে (তিতায়) মুখ বাঁকা হয়। ৩-৪

হে সখি সুন্দরি, সার কথা শুন, যে নারী কলহ কারিণী সে কি ভাল হয়? ৫-৬

যে যেমন (যত) হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখে, তাহার তেমন গৌরব হয়। ৭-৮

হে সখি, ধৈর্য্য সাধনা করিলে গৌরব হয়, প্রভুর শত অপরাধ ধরিতে নাই। ৯-১

যদি হৃদয়ে মিলনের ইচ্ছা থাকে (তাহা হইলে) অবশ্য লজ্জা উঠাইয়া রহিবে (লজ্জা প্রকাশ হইবে না)। ১১-১২

অনুগত ব্যক্তি কাঁচা (মৃত্তিকা নির্মিত) ঘটে (পাত্রে) ভোজন করে, নাগর হৃদয়গত প্রেম লক্ষ্য করে (অনুগত ব্যক্তিকে যেমন কাঁচা ঘটে ভোজন করাইলে সে বিরক্ত হয় না, সেইরূপ প্রেম প্রকাশ না করিলেও সুনাগর হৃদয়গত প্রেম লক্ষ্য করে)। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার কহিতেছেন, মধুর বচন সকলের অপেক্ষা সার (শ্রেষ্ঠ)। ১৫-১৬

৩৮৬

দুর্জ্জনের দুর্নীতি মন্দ পরিণাম, সেজন্য অবশ্য বিবাদ করিও না। ১-২

বলপূর্বক যদি স্নেহের শেষ কর (স্নেহ নষ্ট কর) স্ফটিকের ভগ্ন বলয় কে জোড়া দিবে? ৩-৪

সজনি, আপনার মনে অবধারণ কর, নখ ছেদন করিবার তরে কে কুঠার আনে? ৫-৬

যত্নপূর্বক রত্ন সেইরূপে গোপনে রাখিবে যাহাতে পরবশ (পরের হস্তগত) না হয়। ৭-৮

সুনাগরের দোষ প্রকাশ করিবে না, অনুনয় বিনয় করিয়া নিজের আশা রক্ষা করিবে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সংশয় ত্যাগ কর, সুপ্রভু চিরদিন অনুগত (অনুবন্ধ) থাকে না। ১১-১২

৩৮৭

উত্তম নাগর বলিয়া স্নেহ বাড়াইলাম, উপযুক্ত সময়ে (তাহার) মহত্ত্ব বুঝিলাম। কলুর বলদের (পক্ষে) গোয়ালঘর ভাল দেখায়, পালঙ্ক শোভা পায় না। ১-২

দূতি, তোর ব্যবহার বুঝিলাম, সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া নাগর খুঁজিলি, একেবারে মূর্খ পাইলি। ৩-৪

গুঞ্জা আনিয়া তুই মুক্তার সঙ্গে গাঁথিলি, মন্দ অনুক্রম

করিলি। কাঞ্চনের অপেক্ষা অধিক করিয়া বলিলি, কাচের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইল। ৫-৬

সকলের নিকট শুনিলাম সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য আমি স্নেহ ঘটনা করিলাম। ফলের জন্য তরু অবলম্বন করিলাম, (এখন) ছায়ারও সন্দেহ হইল। (ছায়াও মিলা ভার হইল) ৭-৮

৩৮৮

হৃদয় কুসুমতুল্য, বাণী মধুর, তোমার নিকটে সুপুরুষ জানিয়া আসিয়াছিলাম। ১-২

এখন কেন ইহার (পুনর্মিলনের) জন্য যত্ন করিতেছ? কোন মুগ্ধা অগ্নিকে আলিঙ্গন করিবে? ৩-৪

যাও যাও দূতি, লজ্জায় কি বলিব, বার বার যেন এমন কাজে আসিও না। ৫-৬

নয়ন-তরঙ্গে অনঙ্গ জাগাইয়া অবলা মারিবার উপায় জানে। ৭-৮

দৃঢ় আশা দিয়া মন বিপরীত রূপ করিয়া দেয়, গেলে শীঘ্রই লাঘব পাইতে হয়। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন চতুরে, নাগর জানিয়া লাঘব করে না। ১১-১২

৩৮৯

আমার সাক্ষাতে হরির প্রসঙ্গ করিও না (তাহার কথা আমাকে বলিও না); আমি মাধবের তরে নাগরী হই নাই। ১-২

যাহার মর্মে (হৃদয়ে) সুন্দরী নারী বাস করে তাহার সহিত দুই চারি দিবসের প্রীতি? (যদি মাধব আমাকে শ্রেষ্ঠ নারী জানিয়া আমার প্রতি সেরূপ অনুরাগ পোষণ করিত তাহা হইলে কি দুই চারি দিনে আমাকে ভুলিতে পারিত?) ৩-৪

প্রথমে এ সকল কথা বুঝি নাই, রূপ দেখিয়া ভুলে পড়িয়া গেলাম (ভুলিয়া গেলাম)। ৫-৬

অন্য ভাবিতে বিধি অন্য ফল দিল (ভাবিলাম এক, বিধাতা ফল দিল আর); হার ভ্রমে ভুজঙ্গ হইল (হার মনে করিয়া মাধবকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ভুজঙ্গ হইয়া আমার বক্ষে দংশন করিল।) ৭-৮

হে সখি, হে সখি যদি প্রাণ থাকে (যদি এত যন্ত্রণা পাইয়াও জীবন না যায় তাহা হইলে) হরির দিকে চাহিয়া জল (পর্য্যন্ত) পান করিব না। ৯-১০

কানাইয়ের রীতি (স্বভাব) যদি আমি জানিতাম তবে কি তাহার সহিত চিত্ত বাঁধিতাম (তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতাম)? ১১-১২

হরিণী (ব্যাধের হস্তে) কুটুম্বের (অপর হরিণীর) নিগ্রহ জানে, তথাপি ব্যাধের গীত শুনিতে সাধ করে। (মাধব অপর রমণীকে যন্ত্রণা দিয়াছে জানিয়াও তাহার চাটুবাক্যে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি।) ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, জল খাইয়া (তাহার পর) কেন জাতি বিচার করিতেছ? (মাধবের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এখন সে ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া কি হইবে)? ১৫-১৬

৩৯০

সখি, বুঝিলাম কানাই মূর্খ: পিতলের তাড় কোন কাজে শোভা পায়? উপরে চকমক সার। ১-২

আমি মনে করিয়াছিলাম, গেলেই ভাল হইবে, আমার জ্ঞান ছিল (কানাই) সুপুরুষ। সখি, তোর কথায় চক্ষে দেখিয়া অমৃতভ্রমে বিষপান করিলাম। ৩-৪

পশুর সঙ্গে সে জন্ম কাটাইল, সে রতিরঙ্গ কি বুঝিবে? আজ মূঢ় গোপের সঙ্গে মধুযামিনী আমার পক্ষে নিষ্ফল গেল। ৫-৬

তোর কথায় আমি কূপে লাফাইয়া পড়িলাম। সেইজন্য (তাহাতে) অপথে গেলাম; চন্দন ভ্রমে শিমুল আলিঙ্গন করিলাম, হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিল। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হরি বহুবল্লভ, অত্যন্ত অপমান করিল। লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ রস জানেন। ৯-১০

৩৯১

সে শঠের গুণে শ্রেষ্ঠ, গুরুগণ গুরুতর (বিরক্ত), (এই দুই) গণনায় সমুদ্র তুল্য হইয়াছে। ১

৩৯২

মধুর ন্যায় বচন, বজ্রের ন্যায় (কঠোর) মন—প্রথমে জানিতাম না, আপনার চতুরপনা খলের হাতে দিলাম, গুরুগৌরব দূরে গেল। ১-২

হে সখি, প্রেমের পরিণাম মন্দ, বড় মনে করিয়া (মাধবকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া) জীবন পরাধীন (তাহার অধীন করিলাম), (তাহাতে) কোথাও (আমার) শান্তি নাই। ৩-৪

ঢাকা কূপ দেখিতে পাই নাই, বেগে ধাবিত হইয়া চলিলাম, তখন ভাল মন্দ (লঘু গুরু) কিছু বিচার করিলাম না, এখন পশ্চাত্তাপ হইতেছে। ৫-৬

এতদিন আমি অন্য জ্ঞানে ছিলাম, এখন তলাইয়া (উত্তমরূপে) বুঝিয়াছি। আপনার মস্তক (মুণ্ড) আমি আপনি কাটিয়াছি, এখন গিয়া কাহার দোষ দিব? ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনে অন্য ভাবিও না, জগতের লোক কে না জানে যে প্রেমের কারণ জীবন উপেক্ষা করে? ৯-১০

৩৯৩

প্রথমে চাঁদের কলা (হাতে) আনিয়া দিল, এক হস্তে শৈল-শিখর আচ্ছাদন করিল (হৃদয়ে অসীম আশা জাগাইয়া দিল) ১-২

তুলনীয়:

যখনে পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা।

—চণ্ডীদাস।

বাসি কুসুমে কি মালা গাথে? ৪

কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া কি হইবে? ৬

জলে ও তৈলে গাঢ় প্রীতি নয়। ৮

বিষপূর্ণ ঘট উপরে দুধের উপঢৌকন। ১০

তোমার চাতুরী গ্রাহকের নিকট বিক্রয় কর গিয়া। গুপ্ত প্রেমের এই পরিণাম। ১১-১২

[এই পদ জ্ঞানদাসের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।]

৩৯৪

সকলেই প্রেমের গুণ (প্রশংসা) কহে, যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হয় (শ্লেষ)। ১-২

আমি যদি জানিতাম যে এই পিরীতি দুর্নিবার, (তাহা হইলে) পাপের সীমায় কেন যাইব? ৩-৪

জল পান করিয়া পরে জাতির বিচার করিতেছ? (পিরীতি করিয়া এখন পিরীতির দোষ দেখিলে কি হইবে)? ৭-৮ [৩৮৯ পদের ভণিতা দ্রষ্টব্য।]

৩৯৫

দূতী কানাইয়ের (প্রদত্ত) তৃণ (দীনভাব চিহ্ন) ও কেশ (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) তাহার (মানিনীর) অগ্রে ধরিল। কিন্তু তাহাতেও সুধামুখীর অনুরাগ হইল না। ৩-৪

৩৯৬

মাধব, শুন, রাধা স্বাধীন (তোমার সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য) হইল। কতপ্রকার যত্নপূর্বক বুঝাইলাম, তবু ধনী (আমার কথার) উত্তর দিল না। ১-২

তোমার নাম, যদি শুনে (তাহা হইলে) দুই হস্তে কর্ণ রোধ করে। যে তোমার প্রীতি নূতন নূতন করিয়া মানিত, সে এখন (তোমার কথা) জিজ্ঞাসা করে না। ৩-৪

তোমার কেশ (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ), কুসুম (উপচার স্বরূপ), তৃণ (অপরাধ স্বীকার পূর্বক দন্তে তৃণ ধারণের চিহ্ন), তাম্বূল (অনুরাগের উপচার) রাধার সম্মুখে রাখিলাম; কমলমুখী কোপে ফিরিয়া চাহিল না, বিরাগে (বিদ্বেষ হেতু) মুখ ফিরাইয়া বসিল। ৫-৬

মনে হয় তাহার হৃদয় বজ্রসার (সেইরূপ কঠিন)। মান কেমন করিয়া মিটাইবে? বিদ্যাপতি এখন সমুচিত বচন কহেন, (হে) কানাই, আপনি যাও, (তুমি আপনি গিয়া রাধার মানভঞ্জন কর)। ৭-৮

৩৯৭

পূর্বপ্রেমের (কথা বলিতে) গমন করিলাম, উত্তর দেয় না, অনুকূল বচন প্রতিকূল বলিয়া গ্রহণ করে (ভাল বলিলে মন্দ বুঝে)। ১-২

হে হরি, প্রেম দেখাইয়া রমণী রাগ করিয়াছে (প্রেমে সে মানিনী), গজগামিনী আমা হইতে আসিবে না (আমি তাহাকে আনিতে পারিব না)। ৩-৪

গিয়া সাধ্য-সাধনা কর, নিকটে থাক, সব চেয়ে চক্ষুলজ্জা বড় (তুমি সর্বদা নিকটে থাকিলে তাহার চক্ষুলজ্জা হইবে, মান ভাঙ্গিতে পারে। ৫-৬

যাহা কিছু কহিল তাহা লইয়া রহিয়াছি (আমিই জানি), নিজে গেলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নারীর (এইরূপ) স্বভাব, রুষ্ট রমণীকে পুণ্যবান পুনরায় প্রাপ্ত হয়। ৯-১০

৩৯৮

মাধব, (রাধা) দুর্জয় মানিনী হইয়াছে দেখিতেছি। (তাহার) বিপরীত (অদ্ভুত) চরিত্র দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। (কারণ) অর্ধবাক্য ও জিজ্ঞাসা করিল না। ১-২

তোমার শ্যামরূপের কথাটিও শুনে না তোমার রূপ বৈরি বলিয়া মনে করে তোমার (অনুগত) লোকের সঙ্গে কথা কহে না; তাহাকে কি প্রকারে লইয়া আসিব? ৩-৪

সুন্দর নীল বসন, হাতের (কৃষ্ণবর্ণ) কাঁচের চুড়ী, পেরোজের মালা খুলিয়া ফেলিল। হস্তিদন্তের চুড়ী হাতে (পারিল), সুন্দর মুক্তার মালা (পরিল), লাল রঙের সাড়ী পরিধান করিল। ৫-৬

বক্ষের উপর (মৃগমদের) কৃষ্ণবর্ণ চিত্র ছিল, চন্দন লাগাইয়া দিয়া মিটাইল, মৃগমদের তিলক, চক্ষুর প্রান্ত (কজ্জল) ধুইয়া ফেলিল। মুখ হইতে কেশ সরাইয়া ঢাকিল। ৭-৮

চারু চিবুকের উপর ভ্রমর-শিশু-নিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ একটি তিল ছিল, তৃণের অগ্রে চন্দন লইয়া রঞ্জিত করিয়া সুন্দরী তাহাকে ঢাকিল। ৯-১০।

(আকাশে) মেঘ দেখিয়া চাঁদোয়া দিয়া ঢাকিয়া দিল। শ্যামা সখী আর নিকটে নাই (তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে)। তমাল তরু চূণে লেপন করিয়া সাদা করিয়া দিয়াছে। ময়ূর ও পিক দূরে বাস করিতেছে। (ময়ূরের কণ্ঠ তোমার ন্যায় এবং কোকিলের স্বর তোমার বাঁশীর ন্যায় বলিয়া।) ১১-১২

ধনি মধুকরের ভয়ে চম্পক তরুর তলে গিয়া অশ্রুজলে নয়ন পরিপূর্ণ করে। নিজের কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ দর্পণে দেখিয়া সেই দর্পণ আছাড়িয়া ফেলিল এবং (তখনি) তাহা চূর্ণ হইয়া শতখণ্ড হইল। ১৩-১৪

[চাঁপা ফুলে ভ্রমর যায় না—কবি-প্রসিদ্ধি]

এক পণ্ডিত (স্ফুটবাক্) শুকপক্ষী তোমার গুণগ্রাম বলিত, তাহা শুনিয়া (সে) ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাকে পিঞ্জর হইতে স্ফটিক হর্ম্যতলে ছুঁড়িয়া ফেলিল —আমি দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিলাম। ১৫-১৬

তাহার মান মেরু পর্বতের সমান, কোপ (তাহা অপেক্ষাও বড়) সুমেরুর ন্যায়; আমি ধূলার সমান হইয়া গেলাম। কবি-চম্পতি কহেন, কানাই, রাইয়ের মান ভাঙ্গিতে স্বয়ং যাও ১৭-১৮

৩৯৯

ধনী বসিয়া রহিল. কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, (আমাকে দেখিয়া (বাহিরে আসিল না,) অত্যন্ত বিরোধী (ক্রুদ্ধ) হইয়া, না না না করিয়' (বলিয়া) আমার হাত দূর করিয়া গেল (ঠেলিয়া দিল)। ১-২

মাধব, রমণী কেন রোষ করিল, বল। কত যত্ন করিয়া (তোমার) প্রেয়সীকে প্রবোধ দিলাম, নিকটেও আনা হইল না (আমার নিকটেও আসিল না)। ৩-৪

তাহার গৌরবর্ণ কলেবর (ও) মুখচন্দ্র রোষে অন্য শোভা (প্রাপ্ত) হইল; কাম যেন রূপ দেখিবার ছলে কনকলতায় (দেহে) নব রক্তোৎপল দিল (ফুটাইল ৫-৬

নয়নের অশ্রুধারা ছিন্নহারের ন্যায় কুচপর্বতের উপর আছাড়িয়া পড়িল। কনক কলস করিয়া মদন অমৃত পূর্ণ করিল, অধিক কি উথলিয়া পড়িল? ৭-৮

স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ
পয়োধরোৎসেধ নিপাত চূর্ণিতাঃ
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে
চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ॥

—কুমার সম্ভব

৪০০

গগনের চাঁদ হাতে ধরিয়া দিলাম, কত নীতি-কথা বুঝাইলাম; যত কিছু কহিলাম সব এরূপ হইল (যেন) চিত্রিত পুত্তলীর সমান রীতি (আমার কথায় কোন কথা কহিল না, চিত্রিত পুত্তলীর ন্যায় স্থির হইয়া রহিল)। ১-২

অবুঝকে বুঝাইতে (নিজেকে) অবুঝ মনে হয়, কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইব? ৪

যেমন চন্দ্র হিমবৃষ্টি করিলে কমলিনীর প্রাণে সহে না। ৬

৪০১

যুবতী স্নানকেলি করিয়া সানন্দে যমুনাতীরে উঠিল শৈবালের (সেমার) মত কেশপাশে (জলবিন্দু থাকাতে)

যেন হার জড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে যেন দলে দলে চাঁদ (জলবিন্দুগুলি) উঠিয়াছে। ১-২

মানিনি, তোর নির্মাণ অপূর্ব! আমার এইরূপ ভ্রম হইতেছে যেন পঞ্চবাণ মদনের সেনা সাজিল। ৩-৪

পূর্ণিমা শশী আনিয়া তাহার কনকবর্ণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা (তন্মধ্যে) যাহা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তাহার দ্বারা তোমার মুখসার (বিধাতা) সৃষ্টি করিল। যাহা উদ্বৃত্ত হইল কাটিয়া ফেলিয়া দিল, সেই সকলে তারা উৎপন্ন হইল। ৫-৬

উদ্বৃত্ত স্বর্ণ আবার একত্র করিয়া দুইটি রম্ভা তরু (দুইটা রম্ভা) সৃষ্টি করিল, যাহার ছায়া-স্পর্শ করিয়া রসিক (নাগর) ত্যাগ করিল। সকল গর্ব টুটিয়া গেল। ৭-৮

৪০২

সজল পদ্মপত্র শয্যায় বিছাইয়া দেয়, স্পর্শে শুকাইয়া যায়। চন্দন হিতকর নয়, চন্দ্র বিপরীত, কোন উপায় করিবে? ১-২

সজনি, দৃঢ় করিয়া জান, তোমা বিনা কানাইয়ের অঙ্গ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, বিরহে তাহার মুখ মলিন হইল। ৩-৪

কারণিকে (রোগীকে) বৈদ্য নিরাশ হইয়া ত্যাগ করিল, অন্য কোনও উপায় নাই। এই ব্যাধির ঔষধ তোমার অধরামৃতের ধারা। ৫-৬

৪০৩

মাধবকে বধ করিলে কি সাধ সাধন (পূর্ণ) করিবে? ২

চাঁদ (কৃষ্ণপক্ষে) দিন দিন ক্ষীণ হয়, সে আবার পালটিয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে (কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্ল পক্ষে চাঁদের কলেবর বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু এ যেন কৃষ্ণপক্ষের পর আবার কৃষ্ণপক্ষই ফিরিয়া আসিতেছে, কৃশতা আরও বাড়িতেছে। ৩-৪

আরও বলি অঙ্গুরী বলয় হইয়াছে। কতবার ভাঙ্গিয়া গড়াইব মনে করে। [কুসুম বলয়া পুন ফেরি। —পাঠান্তর] ৫-৬

৪০৪

নারঙ্গী ছোলঙ্গীর মত কুঁড়ি অবস্থায় যখন ছিল তখন কাম অঞ্চল ফেলিয়া সাজাইল (শোভা সম্পাদন করিল)। [কোরি কি বেলী—কুঁড়ির সময়।] ১-২

এখন তালফল তুল্য হইল, কোথায় অল্পমূল্যে লইয়া যাইবি? ৩-৪

তালফলাদপি গুরুমতি সরসং।
কিম্ বিফলী কুরুষে কুচকলসম্॥

—গীতগোবিন্দ ৯ম সর্গ

সেই কানাই, সেই আমি (দূতী), সেই ধনী রাধা (তুমি)। পূর্ব্ব প্রেমে বিঘ্ন করিস্ না। ৫-৬

(মাধব) তোর গুণ গ্রহণ করিয়া (স্মরণ করিয়া) জাতকী কেতকী সরস মাল্যকুসুমে মালা গাঁথিতেছে। ৭-৮

তোর সরসতা নীরসতা (দোষ গুণ) অন্য কে বুঝিবে? নির্বোধের মত কোথায় (লইয়া) যাইতেছিস? ৯-১০

[বিমানে—বিমনা হইয়া অর্থাৎ নির্বোধের মত।]

কবি বিদ্যাপতি সরস গান করিতেছেন, পুণ্যবতী রসিকের স্নেহ পায়। ১১-১২

৪০৫

তুমি একে নাগরী সকলগুণে গরীয়সী, চতুর (বুদ্ধিমতী) রমণী সমাজে বাস কর। নিজের হিত নিজে বুঝ না। হঠকারিতা করিয়া সমস্ত কার্য নষ্ট করিলে। ১-২

সুন্দরি নাগের প্রতি এ কি রোষ করিতেছ? নিকটে আনিয়া দুইটা কথা জিজ্ঞাসা কর (তাহা হইলেই) গুণ কি দোষ জানিতে পারিবে। ৩-৪

অপরাধ (যদি) জান, তবে দশটা গালি দিও। পিরীতি ভাঙ্গিলে কিসের জন্য? পিরীতি ভাঙ্গিতে যে উপদেশ দিল, তার মুখে আগুন (জ্বালিয়া) দিই। ৫-৬

৪০৬

কোকিলকুলের কলরব (যেন) বাহিরে ঢক্কা নিনাদ হইতেছে, মঞ্জরী সমূহে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, সে যেন গুর্জ্জরী গাহিতেছে। ১-২

মনে মালিন্য, প্রাণ দিগন্তরে, ইহাতে কি লজ্জা হয়

না? বিরহিণী জনের মৃত্যুর কারণ স্বরূপ চন্দ্র ব্যক্ত হইল। ৩-৪

সুন্দরি, এখনি রোষ ত্যাগ কর, তুমি কামিনী-শ্রেষ্ঠ, এই মধুযামিনীতে অকারণে (মাধবের) দোষ দিও না। ৫-৬

কমলের অপেক্ষা কোমল কলেবর বেদনা সহ্য করিতে পারে না, চন্দন চন্দ্র কুন্দ কুসুম তনুকে সন্তাপিত করে; মুক্তাহার ভাল লাগে না। ৭-৮

শিরীষ কুসুমের ন্যায় শয্যা বিছাইলে তথাপি নিদ্রা আসে না, আকুল কেশ ও বস্ত্র সম্বরণ করিতে পার না; গোবিন্দদেবকে স্মরণ কর। ৯-১০

৪০৭

মধুর কোকিল রব, সকল তরু লতিকা সঙ্গ করিতেছে (মিলিত হইতেছে)। বনে এমন শোভন সুরতির সময় (যে) পুণ্যবতী (সেই) রতিরঙ্গ রচনা করে। ১-২

সকলের অপেক্ষা শীতল পবন বহিতেছে, চন্দন রজঃ লইয়া আসিতেছে। মনসিজ কোন্ যুবতীর মনে (বাণ) না হানিতেছে? তাহার (মনসিজের) প্রতাপে সকলে বশীভূত হয়। ৩-৪

হায় হায়, এইরাত্রে হরিকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে হৃদয় ধরিয়া (কঠিন হইয়া) রহিয়াছ? এমন সুপ্রভুর বিনয় দেখিয়া রতিরঙ্গ করে না (এমন) কে কলাবতী জাতীয়া রমণী আছে? ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সকলের অপেক্ষা সুন্দর (এই যে) আজ (মান ত্যাগ করিয়া) মন প্রসন্ন কর। হে সুবদনি, মনে (তাহার) গুণ বিচার করিয়া রসিক শিরোমণির সহিত মিলিত হও, পুণ্যবলে (যুবতী) সু-প্রভুর সঙ্গপ্রাপ্ত হয়। ৭-৮

[এই পদ হরিপতির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।]

৪০৮

মানিনী, এখন মান উচিত নহে। এখনকার লক্ষণ (দেখিয়া) এরূপ বোধ হয় যে মদন জাগিয়া উঠিল। ১-২

রজনী শীতল, জ্যোৎস্না চকমক করিতেছে, এমন সময় আর নাই। এই অবসরে প্রিয়-মিলনে যেমন সুখ— যাহার (যে রমণীর) হয় সেই জানে। ৩-৪

অলি অতিশয় আনন্দ সহকারে (রভসি রভসি) বিলাস করিতে করিতে মধুর ফুলমধু পান করিতেছে। সকলে আপনার প্রভুকে ভোজন করাইল (বিলাস সম্ভোগে তৃপ্ত করিল), কেবল তোমার যজমান ক্ষুধিত (অতৃপ্ত)। ৫-৬

ত্রিবেণীর (ত্রিবলী রেখার) তরঙ্গে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে (হার ও রোমাবলী) পয়োধররূপ শম্ভু নির্মিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। (এখানে দান করিলে মহা-পুণ্য অতএব) তোমার পতি যখন কাতরভাবে দান প্রার্থনা করিতেছেন, তখন হে ধনি, সর্বস্ব দান কর। ৭-৮

দীপের শিখা দেখিয়া মন স্থির থাকিতেছে না, নিজের মন স্থির কর। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মদন-বেদনা সঞ্চিত (অপূর্ণ) রাখিলে অতি ক্লেশদায়ক হয়। ৯-১০

৪০৯

(হে) বিমল কমলমুখি, মান করিও না, তোমার মুখ চন্দ্রের তুল্য হইবে (এখন তোমার মুখ চন্দ্রের অপেক্ষা সুন্দর, মান চিহ্ন মুখে হইলে চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কিত হইবে)। ১-২

কাম ছল পূর্বক কনকাচল আনিয়া দুইটি করিয়া (দুই করে) তোমার বক্ষস্থলে বসাইয়া দিয়াছে বোধ হয় (জানী)। ৩-৪

(একটি কনকাচলকে দুই করিয়া বসানো হইয়াছে) সেই পাপের শাস্তি স্বরূপ তোমার কটিদেশ ক্ষীণ, সেই জন্য হংসের লঘুগতি অপেক্ষাও (তোমার গমন) অতি হীন (লঘু)। ৫-৬

এই ধনে যখন যুবরাজ (মাধব) সুখী হয়, তখন বসনে ঢাকিবার তোমার কি প্রয়োজন? ৭-৮

তুমি যদি হাসিয়া আলিঙ্গন করও অধরমধু দান কর (তাহা হইলে) কখন নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িবে তাহা কেহ জানিবে না। ৯-১০

৪১০

অঞ্চলে পয়োধর গোপন রাখিতেছ কেন? বর্দ্ধিত বস্তু কোথায় তিরোহিত হইবে? ১-২

প্রেম হইয়াছিল (কিন্তু) হঠকারিতার জন্য তাহা

নষ্ট হইল। এখন নয়নের কাজল (অশ্রুধৌত হইয়া) তোমার মুখ কালিময় করিয়া দিয়াছে। ৩-৪

সেই দুঃখে দেহ আর বশে নাই, (ফলে) ক্ষত স্থানে লবণ-প্রয়োগ (কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা) তুল্য স্নেহ হইল। ৫-৬

যদি একবার কথা কও, তাহা হইলে নব রত্ন (নব নিধি) এক সঙ্গে বিধাতা মিলাইয়া দিবে। ৭-৮

৪১১

বল্লভকে নিকটে পাইয়া যে জন বঞ্চিত করে, তাহার বড়ই অভাগ্য। ২

সূর্য্য যে কমলের বন্ধু তাহা সকলেই জানে। কমলের জীবন স্বরূপ জল। (সেই জল শুকাইয়া) যখন (কমল) পঙ্কবিহীন হয় তখন সূর্য তাপ দিয়া তাহাকে শুষ্ক করে। সে সময়ে জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে বাঁচাইতে হয়। ৩-৪

প্রাণনাথ কাছে থাকিলেই যে সমস্ত সুখপ্রদ সম্পদ অনুকূল হয়, তাহার বিহনে সেই সমস্ত সম্পদ্ ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ করে। ৫-৬

৪১২

সমস্ত অবয়ব নয়নে শোভা পায় (সমুদায় দেহ, সমুদায় ইন্দ্রিয় নয়নে একীভূত হয়) অহর্নিশি আকুল হয় (কখন তোমার সহিত) মিলন হইবে। ১-২

লজ্জায় ব্যক্ত করে না (কিন্তু) হৃদয় অনুভব করে (জানে)। প্রেম অধিক কিম্বা লঘু, অপরে তাহা কি জানিবে? ৩-৪

সজনি, তোর জ্ঞানের (কথা) কি কহিব, কানাই (তৃষ্ণার) জল চাহিয়া জলকণা পাইল। ৫-৬

বাহিরে যাইয়া অপরকে যদি এই সম্বাদ কহি, হে সুমুখি (তাহা হইলে) প্রেমে প্রমাদ হইবে। ৭-৮

যদি তাহার জীবনে তোর কাজ থাকে, গুরুজন পরিজনের লজ্জা ত্যাগ কর। ৯-১০

দণ্ড হইতে দিবস হয়, দিবস হইতে মাস হয়, মাস গিয়া বর্ষের নিকট উপস্থিত হয় (বর্ষ হয়) ১১-১২

তোমার মান তুমিই শীতল কর অন্যের প্রাণে যে দুঃখ তাহা কেহ বুঝাইতে পারে? ১৩-১৪

৪১৩

পূর্ব্ব প্রেমের বিশ্বাসে যৌবন লোভে ভ্রমর ফিরিয়া আসিল। পিপাসিত হইয়া অনেক কুসুমের মধুপান করিয়া তোমার নিকট হইতে উপবাসী যাইবে? ১-২

মালতী, হৃদয় প্রকাশ কর (মানত্যাগ কর), ভ্রমর কতদিন তিরস্কার পাইবে (ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইবে) অধিক উপেক্ষা ভাল নয়। ৩-৪

দেখিতেছি, জগতে প্রাণ দিয়াও কে কাহার অভিমত না রাখে? যে সময়ে (যথা সময়ে) বিলাস করে না, তাহার ধন আর জীবনে কি করিবে? ৫-৬

সুকবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সকল কুসুমে ভ্রমর মধু ন করে। ৭

৪১৪

(মাধবের) এই জ্ঞান ছিল যে স্নেহ বাড়াইবে, (তাহার) প্রাণ তোর নিজের অধীন (সম্পূর্ণ তোর অধীন) করিবে। ১-২

মালতি, উদাস হইলি ভাল হইল, মধুকর পুনরায় তোর কাছে আসিবে না। ৩-৪

আমার ইহাই অনুতাপের (বিষয়) হইল, গিরি (তুল্য) যৌবন অস্থানে গেল (নষ্ট হইল)। ৫-৬

অগ্রেই নিজের ব্যবহার বুঝাইয়াছ, নিজের (তোমার) পরিণাম অসার দেখাইতেছে। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মন দিয়া সেবা কর। ৯-১০

[গজসিংহ সম্ভবতঃ শিবসিংহের বংশীয় কেহ ছিলেন। শিবসিংহের মাতার নামও হাসিনী।]

৪১৫

চতুরা দূতী তখন মনে মনে বিচার করিয়া (রাধার সঙ্গে আর কথা না কহিয়া) ললিতার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। ৬

এই লঘু দোষে যখন রোষ করিতেছিস্ (তখন) তোকে কে চতুরা বলে? ৮

ভূপতিনাথ কহিতেছেন যখন (রাধা) হাত ছাড়িয়া ফেলিল, তখন (দূতী) রোষপূর্বক বলিল। ১২

৪১৬

অখিল (জগজ্জনের) লোচনের অন্ধকার ও তাপ

বিনাশকারী ও আনন্দের নিদান চন্দ্র উদিত হয়, (তাহাতে) একমাত্র পদ্ম যদি মুখ মলিন করে (প্রস্ফুটিত না হয়) তাহার জন্য চন্দ্রকে নিন্দা কর? ১-২

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।—কুমারসম্ভব।

সুন্দরি, তোমার বুদ্ধি বিবেচনা বুঝিলাম। সকল গুণ ত্যাগ করিয়া এক দোষ ঘোষণা কর, শেষে (অন্তে) জাতি গোয়ালিনী (যাহার জাতি ভাল নয় তাহার কাছে আর কি আশা করা যাইতে পারে)? ৩-৪

অন্তর আহিরিণি জাতি—পাঠান্তর।

সকল জীবগণ মৃদু সুগন্ধবহ সুশীতল সমীরণের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে; যদি (সেই সমীরণের) স্পর্শ প্রদীপের জ্যোতি নাশ করে, তবে পবনকে নিন্দা করিবে? ৫-৬

স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলের শরীরের (পক্ষে) যাহা সুখপ্রদ, তাহার স্পর্শে যদি কাগজ পত্র নষ্ট হয়, তাহার জন্য জলের নিন্দা করিবে? ৭-৮

ভ্রমর সকল ফুলের মন তুষ্ট করিয়া নিশায় যদি কমলের সঙ্গে থাকে, এবং যদি একমাত্র চম্পককে চুম্বন না করে, তাহার জন্য ভ্রমরকে নিন্দা করিবে? ৯-১০

৫ × ৫ × ১০ × ৪ × ৮ × ২ = ১৬০০০

কবি চম্পতি বলেন কানাই, তোর বিরহে অত্যন্ত আকুল, তুমি ষোড়শ সহস্র রমণীর মধ্যে বিষাদ বা লজ্জা পাইতেছ না? ১১-১২

৪১৭

তোমার (দূতীর) কথা অমৃত তুল্য, তাহাতে আমার মতি ভুলিল। ভাল মন্দ হয় কোথায় দেখিয়াছ? সাধু ব্যক্তির পক্ষে চুরি সাজে না। ১-২

সজনি, এখন আর কি বলিব? ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া যে কাজ না করে পশ্চাতে (তাহার) পশ্চাত্তাপ হয়। ৩-৪

আপনার হানি, কুলের অগৌরব তখন কিছু বিবেচনা করিলাম না। মনে মন্মথের বাণ লাগিল, আমি ভবিষ্যৎ হারাইলাম। ৫-৬

যতই যত্নে কেহ বিক্রয় করুক না কেন, গুঞ্জা কি কেহ ক্রয় করে? পরের কথায় কূপে লম্ফ প্রদান করে এমন মতিহীন কে (আছে)? ৭-৮

নাগর ভ্রমর সকলেই বলে, হে ধনি, আমার মনে জানিয়াছি (যে সে কথা মিথ্যা); পড়িয়া বিবেচনা করিয়া আমি সব ভুলিলাম, তোর কিছু দোষ নাই। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যুবতী, তুমি শুন, হৃদয়ে দুঃখ করিও না। রসিক রাজা রূপনারায়ণ (শিব সিংহ) যেন নব চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেন। ১১-১২

৪১৮

ষোড়শ সহস্র গোপীর মধ্যে (আমাকে) রাণী করিবে; হে সখি (আমাকে) আনিয়া পাট মহিষী করিবে। ১২

যত অতিরিক্ত (বাড়াইয়া) বলিয়া পাঠাইল, তাহার উচিত বিবেচনা রহিল না (সে সকল পূর্ণ করিবার কথা মনে রহিল না)। ৩-৪

সজনি, কানাইয়ের পরোক্ষে কি কহিব, বড় লোকের দোষ হইলেও বলিতে নাই। ৫-৬

এখন যদি আমার নীতি-বুদ্ধি অপহৃত হইল, জানা চোরের চুরিতে কি করিব? ৭-৮

পূর্ব্বাপর নাগরের কথায় দূতীর বুদ্ধি শেষ হইল। ৯-১০

৪১৯

সুবর্ণ-জ্যোতি (যুক্ত) কুসুমের বিকাশ (দেখিয়া) রত্ন ফলিবে বলিয়া (মনে) আশা বাড়াইলাম। ১-২

তাহার (সেই বৃক্ষের) মূলে দুধের ধারা দিলাম (দুগ্ধ সিঞ্চন করিলাম); ফলে কিছুই দেখিনা, (কেবল) ঝনঝনি সার। ৩-৪

সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে মুক্তা ভবিষ্যতি
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাচ্চ ঝনঝনায়তে॥

আমি জাতিতে গোয়ালিনী (ও) বুদ্ধিশূন্য। মন্দ লোকের (কুজনক) প্রীতি মরণ অধীন (করে)। ৫-৬

বিদ্যাপতি এই অনুমান করেন, কুকুরের লাঙ্গুল সমান হয় না (যাহার মন স্বভাবতঃ বক্র তাহাকে সরল করিবে কিরূপে?) ৯-১০

৪২০

প্রথম আদরে যত আনন্দ হইল, শুভাশুভ গণনা করিলাম না; মধুর বচন মধুভ্রমে পান করিলাম, বিষতুল্য পরিণাম হইল। ১-২

হে সুন্দরি, নাগর ভ্রমর সম্বন্ধে আমার কত মনোরথ ছিল। যাবৎ রস পায় তাবৎ বশে থাকে; বিনা দোষে পরিহার করে। ৩-৪

আনন্দের সময় কি না অঙ্গীকার করে, কত না প্রবন্ধ বলে, অবসরের সময় দেখিয়াও দেখে না, ফলে সকল সংশয় জানা যায় (শেষে আর কোন সংশয় থাকে না)। ৫-৬

৪২১

কপটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না, অমৃত ভ্রমে আমি বিষ খাইলাম। ১-২

এখন কি কেহ প্রতীতি করিবে? কালো কখনও সরল চিত্ত হয় না। ৩-৪

হে সখি, কানাইয়ের কেন প্রশংসা করিতেছ, বচন সুধা সম, হৃদয় পাষাণ। ৫-৬

মদনের শরে চঞ্চল (আমি) মুগ্ধের ন্যায় (যখন) জালবদ্ধ, (সেই) অনুরাগের সময় কি না বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন? ৭-৮

সখি, মাধব নাম বলিতেই ভাল, (কিন্তু কাজে কিছু নয়); মহৎ ব্যক্তি কি শেষ পর্যন্ত কথা (প্রতিশ্রুতি) ত্যাগ করে? ৯-১০

অনুভব করিয়া যত্ন দূর করিল, ভুক্ত কুসুমকে কি ভ্রমর অনুসন্ধান করে? ১১-১২

বিদ্যাপতি (সখীভাবে) কহিতেছেন সখী তুমি মূঢ়া, চতুরের নিকট চুরি কোথায় থাকে (চতুরের নিকট কেমন করিয়া গোপন করিবে)? ১৩-১৪

৪২২

সজনি, চন্দন বৃক্ষ ভ্রমে আমি সেবা করিয়াছিলাম (মনে করিয়াছিলাম) সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। কান্তের দর্শন স্পর্শন হইল, পরিণামে শিমুল বৃক্ষ হইল। ১-২

সজনি একই নগরে বাস করিয়া মাধব পরনারীর বশীভূত হইল; আমি এরূপ কলাবতী রমণী, (আমার) গুণগৌরব দূর হইল। ৩-৪

একটা অভিনব কমলকে (আমাকে) নিমপত্রের ঠোঙ্গায় নিক্ষেপ করিল; সে ফল সেখানেই শুকাইল, নীবার (তৃণ) কুসুম (পররমণী) প্রস্ফুটিত হইল। প্রিয়তম রূপ গুণ বর্জ্জিতা অপর রমণীতে অনুরক্ত হইয়াছেন। ৫-৬

এতদিন সেখানে যাপন করিয়া আজ বিধিবশে এখানে আসিয়াছে; কেমন করিয়া (তাহার সহিত) মিলিত হইব আমার মন বুঝিয়া পায় না। ৭-৮

বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছেন, সজনি, উচিত সময়ে গুণরাজ আসিতেছেন। সজনি, উঠিয়া মন ভরিয়া আনন্দ প্রকাশ কর, আজ নাথ ঘরে আসিবেন। ৯-১০

৪২৩

হে সখি, আর কথা বলিও না। ভালয় ভালয় আমি অল্পে চিনিলাম কানাই যেমন কুটিল। ১-২

কঠিন কাঠের উপরে গুড় মাখাইয়া (মুখে মিষ্ট কথা কহিয়া) মোয়া করিল (খাইতে গেলেই দাঁতে লাগে)। স্বর্ণ কলস বিষে পুরিয়া উপরে দুধের পুর দিয়া রাখিল (বিষকুম্ভং পয়োমুখম্)। ৩-৪

কানাই সুজন, আমি দুর্জন, তাহার বচন যাউক। হৃদয় এবং মুখ সমান, এমন লোক কোটীতে একজন পাওয়া যায়। ৫-৬

যে ফুল ত্যাগ করিতেছে সেই ফুলেই পূজা করিতেছে, আবার সেই ফুলেরই বাণ ধারণ করিতেছে—(একই দ্রব্য পরস্পর বিরুদ্ধ কার্যের উপাদান)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, কৃষ্ণের বচনও ঐ প্রকারের (ঐরূপ স্বভাবের)। ৭-৮

৪২৪

সজনি, অনুচিত প্রস্তাবে আমাকে প্রবোধ দিও না। যেখানে ছিঁড়িয়া জোড়া দেওয়া যায় সেখানে গ্রন্থি পড়িয়া যায় (একেবারে মিলিয়া যায় না)। আলোক ও অন্ধকার পরম বিরোধী (সুতরাং তাহার সহিত আমার মিলন হওয়া অসম্ভব)। ১-২

সলিল ও তৈল স্বভাবতঃ শীতল ইহা সকলে জানে। তাহাদিগকে তপ্ত করিয়া যদি যত্ন পূর্বক মিশান (জোড়া দেওয়া) যায়, তাহা হইলেও আর তেমন রস হয় না (মেশে না)। ৩-৪

কুলশশাতে (কুলরূপচন্দ্রে) নীল (কৃষ্ণ) বর্ণ লাগিলে (কুলে কলঙ্ক হইলে) কিপ্রকারে পূর্বের সহজ উৎপন্ন হয়? (একবার কলঙ্কিত হইলে কি কুলের নির্মলতা আর ফিরিয়া আসে)? অচেতন (মূর্খ ব্যক্তি) অনুভব করিয়াও আবার অনুভব করে, পতঙ্গ (পুনঃ পুনঃ) অগ্নিতে পড়ে। ৫-৬

৪২৫

প্রথমেই (আমাকে) হৃদয়ের হার করিল, বলিত, "তুমি আমার জীবন আধার।" ১-২

এমন প্রেমেও বলপূর্বক প্রতিবন্ধ করিল, যেমন শঠ কর্তৃক হাতের স্বর্ণ (অপহৃত হয়)। ৩-৪

হে সখি, হরির সহিত স্নেহ বাড়াইয়া যত অনুতাপ (হইল) তাহা কহা যায় না। ৫-৬

খল দূতী হইতে ইহা হইল, অস্থানে পর্বততুল্য গৌরব গেল। ৭-৮

আমারই বুদ্ধির দোষের কথা এখন কি কহিব, তেলা-কুচা ফলকে পটল বলিয়া চিনিলাম। ৯-১০

৪২৬

পরিমলের লোভে ধাবমান হইলাম, নিকটে যাইতে পারিলাম না। মধুসিন্ধুতে এক বিন্দুও (মধু) দেখিলাম না, এখন লোকের উপহাস (রহিল)। ১-২

সখি, এখন ভ্রমর (মাধব) পরবশ হইল, কোন বিচার করে না; ভালয় ভালয় বুঝিলাম, অল্পে চিনিলাম তাহার হৃদয় বজ্রসার। ৩-৪

কমলিনীকে (আমাকে) এড়িয়া (ঘৃণাপূর্বক পরিহার করিয়া) কেতকীর বহু সৌরভ দেখিয়া (তাহার নিকট) গেল। কণ্টকে কলেবর পীড়িত হইল, মুখে ধূলি মাখিল। ৫-৬

> গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
> পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
> অন্ধীভূতকুসুমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্ন পক্ষঃ
> স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ
>
> —ভ্রমরাষ্টক

ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুভব করিয়া (নূতন নূতন সুখলাভ করিয়া) তিনি আসুন, (মনে) যেন দুঃখ না থাকে; একরস পুরুষ অর্থাৎ যাহার ভিন্ন ভিন্ন অনুভব হয় নাই সে দোষ আর গুণের ভেদ জানে না। ৭-৮

৪২৭

মধুকর মালতীর মধু পান করে, যদি গুণনিধান হয় (তবেই) সুপুরুষ। ১-২

অবুঝ বুঝে না, ভালকেও মন্দ বলে, ভেক কুসুমের মকরন্দ পান করে না। ৩-৪

> দুরাদ্ধাবতি পদ্মার্থং মধুলোভান্মধুব্রতঃ।
> ভেকস্তন্নহি জানাতি তন্মূর্ধ্নি পাদমুৎসৃজেৎ॥
>
> —ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

হে সখি, আপনার বিবাদ (দ্বন্দ্ব) কি কহিব, স্বপ্নেও যেন কুপুরুষের সঙ্গ না হয়। ৫-৬

(যদি) নিত্য দুগ্ধ সিঞ্চন করিয়া পাট কর (তথাপি) করেলা স্বভাব তিক্ততা ত্যাগ করে না। ৭-৮

যতই যত্নপূর্বক গুণ উৎপাদন কর, হৃদয়শূন্য ব্যক্তি কথা বুঝে না। ৯-১০

মন্দ ব্যক্তি রত্নভেদ জানে না, মন্দস্বভাব বানরের মুখে পান শোভা পায় না। ১১-১২

৪২৮

সমুদ্রের নিকট রত্ন-ভাণ্ডার প্রার্থনা করে। চাঁদ সমস্ত সংসারে অমৃত দেয়। ১-২।

যে নাগর হয় তাহার নিকট চাহিয়া কি হইবে? যাহার যাহা থাকে, সে তাহাই দেয়। ৩-৪

সজনি, আপনার জ্ঞানের কথা কি কহিব, পরকে অনুরোধ করিলে মান কোথায় থাকে? ৫-৬

না পাইলে তাহারও দূরে যায় (আরও মান হানি হয়), দুই দিক হইতে অনুতাপ জানায় (পাইতে হয়) ৭-৮

পাইলে (প্রার্থনা করিয়া পাইলে) কেহ কি অমর হয়? কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন এবং শত কুলিশের ন্যায় (অসহ্য) হয়। ৯-১০

৪২৯

সখি, পামরের কথা কি কহিব, পাথর ভাসিল, সোলা তলাইয়া গেল। ১-২

চম্পক চন্দন ও রসাল তরু ছেদন করিয়া (তাহার

স্থলে). শিমুল, জিয়ন্তী ও মন্দার (কণ্টকবৃক্ষ) রোপণ করিল। ৩-৪

ছেদশ্চন্দন চূত চম্পকবনে
রক্ষা করীর দ্রুমে
হিংসা হংসময়ূর কোকিলকুলে
কাকেষু লীলারতিঃ।

—নীতিরত্ন

গৃহস্থ বিবেকশূন্য, দরিদ্র প্রবীণ হইল। ৯

চোর উজ্জ্বল (যশপূর্ণ) হইল, সাধু ম্লানযশ হইল। ১০

বিদ্যাপতি কহেন, বিধাতার অনুবন্ধ, (ইহা) শুনিয়া গুণিজনের চিত্ত সংশয়াকুল হয়। ১১-১২

৪৩০

দশ দিক শূন্যপ্রায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া অধিক পিপাসিত হইল। ভাগ্যহীন জন ধনী ব্যক্তির নিকটে আদর অনুভব করে (প্রাপ্ত হয়) না। ১-২

হে সজনি, ভ্রমণকারীর নাম লইও না, বিধির দোষে সন্তোষই উচিত হয়, জগতে এই পরিণাম বিদিত। ৩-৪

আতপে তাপিত হইয়া শীতল জানিয়া মলয় গিরির ছায়া সেবন করিলাম। আমার এমনি কর্ম (অদৃষ্ট) সেও দূরে গেল, দাবানল দগ্ধ করিল। ৫-৬

কত দুঃখে আজ সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইলাম, সমুদ্র জল লবণাক্ত হইল। সুকবি কণ্ঠহার কহিতেছেন, এমন সময় ধৈর্যে স্থিত হয়। ৭-৮

৪৩১

যে নাগর হয়, তাহাকে দেখিতেই জানা যায়, যাহার চৌষট্টি কলার জ্ঞান (আছে)। ১-২

চেষ্টা করিয়া সত্য নিরূপণ করিতে হয়, নানা উপায় করিলে কাষ্ঠও রস দেয়। ৩-৪

কেহ বলে মাধব, কেহ বলে কানাই, আমি অনুমান করিলাম সম্পূর্ণ পাষাণ। ৫-৬

(রাধা দূতীকে শিক্ষা দিতেছেন যেন এই কথা মাধবকে বলে) দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইতে তোর অনুরাগ দূতী হইতে (দূতীর কথায়) তাহার (রাধার) মনে জাগিতেছে। ৭-৮

কোথায় আমি ধনি (রমণী), কোথায় গোয়ালা, জলের কুসুম ও স্থলের কুসুমে কেমন মালা হয়? ৯-১০

দীপের জ্যোতি পবন সহে না, কাচ স্পর্শ করিলে মুক্তা মলিন হয়। ১১-১২

এই সকল কহিয়া (আমার) প্রণাম কহিবে, অবসর পাইয়া আমায় উত্তর দিবে। ১৩-১৪

পরধনে সকলে লোভ করে, যদি আয়ত্ত হয় (তাহা হইলে) প্রেম করে। ১৫-১৬

নাগরীজনের বিলাস (বাসনা) অনেক। কথায় কেন আশা দিয়া গেল? ১৭ ১৮

৪৩২

জন্ম হইয়া যদি আবার (জন্ম) হয়, যেন কেহ যুবতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। ১-২

যুবতী হইয়া যেন রসবতী হয় না, রস বুঝিয়া যেন কুলবতী হয় না। ৩-৪

বিধাতা, তোর নিকট একমাত্র এই ধন প্রার্থনা করি, অবসানে (শেষাবস্থায়) যেন স্থিরতা দিবে। ৫-৬

যেন নাগর ও রসাধার স্বামী (বল্লভ) মিলে, আমার প্রিয় যেন পরবশ না হয়। ৭-৮

প্রিয় যদি পরবশ হয় তাহা হইলেও যেন কিছু বিচার রাখে—(তাহার দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা লোপ না পায়।) (দোষ গুণের বিচার থাকিলে সে বুঝিবে,) কোন নারী (তাহার গলার) হার (স্বরূপ) হইতে পারে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, উপায় আছে, (এই) দ্বন্দ্ব-সমুদ প্রাণ দিয়া পার হইবে। ১১-১২

৪৩৩

মন্দ কর্ম (গোপন করিবার নিমিত্ত) শপথ করিয়া কত মিথ্যা কহে, (পর) ক্ষণে আবার তখনি আমার প্রতি রাগ করে। ১-২

মা গো, আমি দুর্জনের সহিত যাইব না, যাহার রঙ কালো, সে (কখনও) সবলচিত্ত হয় না। ৩-৪

তাহার রূপ অবলোকন করিব না, চক্ষু থাকিতে কেমন করিয়া কূপে পতিত হইব? ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি আনন্দে গাইতেছেন, মল্লিক বহারদীন এই ভাব বুঝেন। ৭-৮

৪৩৪

প্রেম তরুবর আপনি বাড়িল, কিছু কারণ ছিল না (অকারণে); শাখা পল্লব কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশ দিকে গেল। ১-২

হে সখি, দুর্জ্জনের দুর্নীতি পাইয়া (সেই কারণে) যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে (পড়িয়া) শুকাইয়া গেল। ৩-৪

কুলের ধর্ম প্রথমেই সমাপ্ত হইল; তাহা কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মায়ের মত মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি। ৫-৬

[অলি আএল—ওলি (ওর)=সমাপ্তি আসিল।]

এরূপ (এই অবস্থায়) দেহ, গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া (অনুরোধে) রাধা আপনি আসিবেন (অর্থাৎ তাহার মানভঙ্গ হইবে।) ৭-৮

৪৩৫

(দূতীর উক্তি)

গগন মণ্ডলে দুইয়ের ভূষণ হইয়া চন্দ্র একা উদিত হয়—চকোরী গিয়া অমৃত পান করে, কুমুদিনী আনন্দিতা হয়। ১-২

মালতি (রাধা), কেন এমন রোষ করিতেছিস্? ভ্রমর একা, কুসুম অনেক, (তাহাতে) তাহার কোন দোষ? ৩-৪

জাতকী, কেতকী, নবীনা পদ্মিনী সকলে (ভ্রমরের) সমান অনুরাগ, তাহাদিগের অবসরে (অনেকের মধ্যে) তোকে ভুলিয়া যায় না ইহাই তোর বড় ভাগ্য। ৫-৬

নূতন আনন্দরস পাইলে কাহার বিবেক থাকে? বিদ্যাপতি কহেন, পরের হিত করে তেমন (জন) হরিই একা। ৭-৮

৪৩৬

সমুদ্র ও সুমেরু দুই সার বস্তু, সকলের অপেক্ষা ব্যবহার অধিক গণনা করি (উত্তম ব্যবহার সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। ১-২

মালতি, তুমি যদি অধিক উপেক্ষা কর, ভ্রমর এখনই কমলিনীর নিকট যাইবে। ৩-৪

অবসর (সুযোগ) পাইয়া কত ছলনা কর, হস্ত দ্বারা দ্বারদেশ ঢাকা যায় না। (তাহার ভাল না লাগিলে সে চলিয়া যাইবে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।) ৫-৬

কুচযুগল কাঞ্চন কলস সমান, মুনিজন দেখিলেও জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ধ্যান ভঙ্গ হয়। ৭-৮

তুমি শ্রেষ্ঠ নাগরী, আপনি বুঝিয়া দেখ। কাহাকে প্রেম দিলে অধিক পুণ্য হয়! ৯-১০

৪৩৭

মহাদেবি, পূর্বে শুনিয়াছি যে নৌকা বোঝাই করিয়া সোনা আনা হইত। (কিন্তু) যে সমীরণ গগন স্পর্শ করিয়া (ব্যাপিয়া) বিরাজ করে, তাহাকে কুলোয় ভরিয়া কে আনিতে পারে? ১-২

সুন্দরি, এখন দেহের কি দেখিতেছ? (শ্রীকৃষ্ণ বিহনে তোমার দেহের মূল্য কি)? হাটের গৃহ যেমন হট্টপতি বিনা অর্থশূন্য, নিরর্থক (তেমনই)। ৩-৪

দুই চারিদিন থাকিলে পথ-অপথের পরিচয় হয়। সুরতরস ক্ষণমাত্র পাইবে, যাবজ্জীবন কলঙ্ক থাকে। ৫-৬

৪৩৮

তৃণ এবং তুলা—তাহা হইতেও লঘু হইয়া তুমি আপনাকে ভারী (গরবী) মনে করিতেছ। যে থাকিতেও বলে 'নাই', সে সবার চেয়ে লঘু। ১-২

সজনি, এমনি তোর জ্ঞান! যৌবন-রত্ন তোর নিজের অধীন, কেন দান করিস্ না? ৩-৪

যাবৎ সে যৌবন তোর নিজের অধীন, পর তাবৎ (তোর) বশীভূত হইবে; যৌবন গেলে, বিপদ হইলে কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না। ৫-৬

এই পৃথিবীতে অর্দ্ধ জীবন অনিশ্চিত, যৌবন অল্পকাল স্থায়ী; ইহাতে যাহারা বিলাস না করে, তাহাদের হৃদয়ে শেল থাকে। ৭-৮

ধনি, তোর ধন তোরই থাকিবে, অপরে নির্ধন

হইবে (তাহার হৃদয় তুই হরণ করিবি), কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তোরই দানের ধর্ম হইবে। ৯-১০

৪৩৯

যখন তোকে কানাই আনিয়া দিলাম, মনে হইল যেন (তোর) চতুর্গুণ মূল্য পাইল (বাড়িল)। ১-২

এখন দিনে দিনে প্রেম অল্প (হ্রাস) হইল, অপরাধ করিয়া কত কথা বলিবে? ৩-৪

সুন্দরি, এখন তোর মনে লজ্জা হয় না? হাতের কঙ্কনেই যখন দেখা যায় তখন আরসীর কাজ কি? (তুমি যে লজ্জার কাজ করিয়াছ, তাহা অনায়াসেই হাতের কঙ্কনেই দেখিতে পাইবে, আরসীর খোঁজে বেশীদূর যাইতে হইবে না।) ৫-৬

পুরুষের স্বভাব স্বভাবতই চঞ্চল, মধু পান করিয়া দশ দিকে ধাবিত হয়। ৭-৮

তুমি একেবারেই আশা ত্যাগ কর (মাধব আসিয়া যে আবার তোমার সাধ্য সাধনা করিবে সে আশা ত্যাগ কর), কূপ (তৃষ্ণার্ত্ত) পথিকের নিকট আসে না। ৯-১০

মান গেলে অধিক সঙ্গ (মিলন) হয়, বড় করিয়া (নিজেকে বড় করিয়া) কি রঙ্গ উৎপন্ন করাইবে (কি আনন্দ হইবে)? ১১-১২

৪৪০

তোর বিরহে যখন (মাধব) প্রাণত্যাগ করিবে, তখন তুই কাহার সহিত (উপর) মান সাধিবি (করিবি)? ৫-৬

এখন যদি মাধবের সহিত মিলিত না হও (মান ত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন না হও), তাহা হইলে বিদ্যাপতি কথা কহিবে না। (আর কিছু বলিবার নাই, বিদ্যাপতির কথা ফুরাইল)। ৯-১০

৪৪১

একদিন কিম্বা তিলার্ধ যৌবন রাখিতে পারিবে? (যে ক'দিন যৌবন আছে তাহার বেশী একদিনও থাকিবে না) দিন সব চলিয়া যাইবে। ভাল মন্দ সকলই সঙ্গে চলিয়া যাইবে (কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।) পরোপকারই লাভ। ১-২

সুন্দরি, তুমি হরিবধের ভাগী-হইলে। তোমার কাল-বিরহের জন্য নিশিদিন তাহার কিছু ভাল লাগে না। ৩-৪

(গোকুলপতি) বিরহ সিন্ধু মধ্যে ডুবিতেছে তুই গুণবতী ধনী, তোর কুচকুম্ভে (তাহাকে) দিতে দিয়া গোকুল-পতিকে উদ্ধার কর (এবং) ত্রিভুবন ভরিয়া যশ গ্রহণ কর। ৫-৬

লক্ষ লক্ষ নাগরী যে দিন কানুকে দেখে সে দিন শুভ করিয়া মানে, বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তোর অভিমানের জন্য সে আকুল (হইয়াছে)। ৭-৮

৪৪২

এখন আমি তাড়িত হইলাম, অস্থির চিত্তের (কার্যে) মধ্যস্থ লজ্জা পায়। ৩-৪

বারা, কথা (প্রতিশ্রুতি) বিস্মৃত হইলে, সখি কত কত স্থানে (কতবার) বুঝাইল। ৫-৬

পরের বিপত্তিতে রঙ্গ (আনন্দ) নাই, কুসুমিত কাননেই মধুকরের শব্দ (সমাগম) হয়। ৭-৮

কিরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছ? চৈত্র মাসের রাত্রি অত্যন্ত ছোট হইল। ৮-১০

৪৪৩

জগতে কমল ও ভ্রমর অনেক আছে, যাহার বিবেক (আছে) সেই সকলের অপেক্ষা বড়। ১-২

মানিনি, শীঘ্র অভিসার কর, অবসর অল্প, উপকার অনেক (অল্প অবসরের মধ্যে অনেক উপকার হইতে পারে।) ৩-৪

মধু দিলে না, কি অভাব ছিল? (যাহা) পরহিতের জন্য, সে-ই সম্পত্তি (যথার্থ সম্পত্তি)। (নিজের সম্পত্তি দিয়া যদি পরের উপকার না করিতে পারিলে ত এমন সম্পত্তিতে কাজ কি)? ৫ ৬

তুমি (তাহাকে) অত্যন্ত গঞ্জনা দিলে, (তাহাতে তাহার) যাবজ্জীবন ক্লেশ হইল (রহিবে)। ৭ ৮

তুমি মন্দ নও, তোমার কাজ মন্দ, মন্দের সঙ্গে (পড়িলে) ভাল ও মন্দ হয়। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, দূতী গোপনে কহিল, নিজ ক্ষতি বিনা পরের হিত হয় না। ১১-১২

৪৪৪

যৌবন স্থির নয়, দেহ স্থির নয়, বল্লভের সহিত স্নেহ স্থির থাকে না। ১-২

এই সংসার স্থির জানিও না, একমাত্র পরোপকার স্থির থাকে। ৩-৪

সুন্দরি, শুন শুন, মান করিয়াছ তোমার জ্ঞানের কি প্রশংসা কর? ৫-৬

অঙ্গীকার করিয়া হরিকে গৃহে আনিলে, এমন স্নেহ করিলে যে মূল (শুদ্ধ) ভাঙ্গিয়া গেল। ৭-৮

আর্ত্ত হইয়া আনিয়া রঙ্গে ব্যাঘাত করিলে, দড়ী ও গুড়ের সদৃশ সঙ্গ হইল (গুড়ে সূতা মিশানো থাকিলে যেমন তাহা অব্যবহার্য হয়, তেমনই তোমাদের মিলন হইল)। ৯-১০

হরি ব্যবহার বুঝিয়া বিমুখ হইয়া চলিল। এখন কবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) কি গাহিবে?

৪৪৫

অধর চাহিলে নিকটে নিস্‌না (চুম্বন দান করিস্ না), ধরিলে হাত মুচড়াইয়া দিস্, সুপ্রভুর সঙ্গে প্রেম করিলি না, কেলি রতি ভাঙ্গিলি তোর তুল্য পাপিনী নাই। ১-২

মানিনি, এখনও ফিরিয়া চল, প্রিয়তমের পায় পড়, সকল অপরাধ মিটুক। ৩

কৈতব করিয়া তুই হাসি গোপন করিলি কেন, কেন তোর ভ্রু উঁচু হইল (ভ্রু উচ্চ করিয়া রোষ প্রকাশ করিলি কেন)? প্রিয়তমের সহিত তুই পরুষ কথা কহিলি কেন, তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িল না? ৪-৫

সুরসের জন্য প্রিয়তমকে হৃদয়ে আরাধনা করিবে, বিরসের আশ্রয় লইবে না। (হৃদয়ে বিরক্তিকে স্থান দিবে না), বিষতরুর পল্লব মেলিলেই অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া দিবে। ৬-৭।

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতি, শুন শুন, শেষ পর্যন্ত (দীর্ঘকাল) কে মান করে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ। ৮-৯

৪৪৬

সুখে কুসুম-শয্যায় শয়ন করিস্ না, নয়নে অশ্রু মোচন করিস্। যেখানে নারী অসহিষ্ণু সেখানে পুরুষ-ভূষণ (গুণবান পুরুষ) কি করিবে? ১-২

রাই, বলপূর্বক স্নেহ ভাঙ্গিস্ না, কানাইয়ের শরীর দিন দিন দুর্বল হইতেছে, তোরও প্রাণসংশয়। ৩-৪

পরের কথা হিত মানিস্ না, সুরত তত্ত্ব বুঝিস্ না, তুই যদি মনে বুঝিয়া মৌন করিস্ (তাহা হইলে) কান্তকে গোপনে লইয়া আসি। ৫-৬

প্রিয়তমকে কিছু কিছু আশা দিবি, অত্যন্ত কোপ করিবি না, অর্দ্ধেক যত্নে (অল্প যত্নে) কথা বলিবি, গোপনে সঙ্গ করিবি। ৭-৮

দিন দুই চার পরে কিছু নব অনুরাগ হইবে, (যে) শেষ পর্যন্ত প্রথম প্রেম ধরিয়া রাখে ম্লান হইতে দেয় না সেই কলাবতী নারী। ৯ ১০

৪৪৭

(ভ্রমর) কণ্টকদোষে কেতকীর সহিত রোষ করিয়া বলপূর্বক তোমার নিকট আসিল। অস্থানে (অযথা সময়ে) অধিক ক্রোধ করিয়া, ভ্রমরকে উপেক্ষাবাক্য বলিয়া তুমি ভাল কর নাই। ১-২

জাতকি (রাধাকে সম্বোধন করিয়া), একটা বড় অনুচিত (কর্ম) হইল। তুমি নিজের মধুসার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, ভ্রমর উপাসিত গেল। ৩-৪

ভ্রমর সেও মধুসার-অভিজ্ঞ, অত্যন্ত অভিমানের নিকেতন, (অভিমান জনিত) গুরুত্ব ছাড়িয়া আর আসিবে না, দেখাও সন্দেহ হইল। ৫-৬

সে সুচতুর গুণ-নিকেতন, সকল কুসুমেরই রসগ্রহণ করে, যে নাগরী তাহার চতুরপনা বুঝে সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না। ৭-৮

৪৪৮

ভ্রমর ভ্রমণ করিতে করিতে যদি ভুলিয়া থাকে, অন্য লতার নিকটে যায় নাই। অথবা (তুমি যদি) রোষরূপ দোষের বশীভূত হইয়া থাক (তাহা হইলে) হৃদয়ের ঔদাস্য দূর কর। ১-২

যদিও চন্দ্র সরোবরের (সকল ফুলকে) নিজ করে সমান স্পর্শ করে, কুমুদিনীর শশী, কুমুদিনী শশীর জীবন কে না জানে? ৩-৪

যেমন তোমার মন তাঁহারও তেমন, বলিয়া কত বিশ্বাস করাইব? জগতে সকলেই বিদিত আছে যে সকলের অপেক্ষা মনই মনের সাক্ষী। ৫-৬

৪৪৯

তুই বিচার না করিয়া মান করিলি, এখন কি প্রতিকার করিব? ১-২

(মাধবের প্রেম) রত্ন হারাইলি। মানকে যত্ন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলি, ৩-৪

মহাজনের মুখের কথা শুনিলি না, বনের বাঘকে সাধিলে সে কি খায় না? (বিপদ ডাকিয়া আনিলে কাহার না বিপদ হয়?)

৪৫০

একবার চলিয়া আসিস্ আবার চলিয়া যাস্, কিছু বলিতে চাহিস্ (অথচ) বলিতে লজ্জা পাস্ ১-২

আশা দিয়া কেন হরণ করিয়া নিস্? অর্দ্ধ কথা (কহিয়াও) উত্তর দিস্ না। ৩-৪

শোন দূতি আমি তোকে সত্য বলিতেছি, তোর সঙ্গ হইতে আমার প্রতি কপট (আচরণ) হইল ৫-৬

তাঁহার (মাধবের) কথা কিসের জন্য বলিস? যে হৃদয় জুড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে অগ্নি জ্বালাস্? ৭-৮

তাঁহার কৌশল, দোষ আমার (সে চাতুরী করিবে, আর অপরাধ হইতে আমার হইবে)! (সে সকল) কথা কহিলে রাগ বাড়ে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন ইহা রস; লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ। ১১-১২

৪৫১

কূপের জল বাহির করিলে অধিক হয়, নাগরের গুণে নাগরীর অনুরাগ বাড়ে। ১-২

কোকিল কাননে শ্রেষ্ঠ সময় (বসন্ত) আনে, বর্ষাকালে দর্দ্দুর বিহার করে। ৪-৫

সজনি, অহর্নিশি রোষ পরিহার কর, তুমি তোমার দোষ জান না। ৫-৬

ছয় ঋতু ও বার মাসের মিলনে (সর্বদা) নাগর রঙ্গে (আনন্দে) কেলি চায়। ৭-৮

সেইরূপে তাহার (প্রেমের) পরিমাণ করিবে, যেন মন্দ কথায় তাহার বিরতি না হয়। ৯-১০

আমার কথায় রোষ দূর কর, হৃদয় খুলিয়া হৃদয় পরিতোষ কর। ১১-১২

৪৫২

সুন্দরি, যদি দৃষ্টির সীমায় (যাউক), এই তোর মতি (যদি তোর এই ইচ্ছা যে মাধব তোর সম্মুখে না আসে) তবে আবার কেমন করিয়া তাহাকে দেখিতেছিস? ১-২।

সখি, এমন রোষ কর কেন? সখি, আমি কি বলিব? তোর দোষ। ৩-৪

এমন অবস্থাতে এমন ব্যবহার! পরকে যে পীড়া দেয় তাহার জীবনে ধিক! ৩ ৪

সংসার বুঝিয়া ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে (জানিতে পারিবে যে) কুম্ভকার (ঘট) গড়িয়া তলায় সূতা দিয়া (তাহা) কাটিয়া ফেলে। (অতি যত্নে প্রেম করিয়া আবার তাহার লাঘব করিতে হয়)। ৭-৮

গুণ-নিধির সঙ্গে যদি থাকে (তবেই) গুণ, বিদ্যাপতি কহেন, ইহা বড় কৌতুক। ৯-১০

৪৫৩

সখি নিজের বুদ্ধিহীনতার (কথা) কি বলিব! সারা রাত্রি মানে কাটাইলাম। ১-২

যখন আমার মন প্রসন্ন হইল (মানের অবসান হইল) তখন দারুণ অরুণ উদয় হইল। ৩-৪

গুরুজন জাগিয়া উঠিল; কেলি করিব কি? তনু ঢাকিতে আমি আকুল হইলাম। ৫-৬

অধিক চতুরপনা (করিতে গিয়া) নির্বোধ হইলাম; লাভের লোভে মূলধনের ক্ষতি হইল। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এমন সুসময়ে নিজের মতি-দোষে রোষ করা উচিত নয়।

৪৫৪

শোকে শোকে দেহ ক্ষীণ করিও না। ভ্রমর মালতী বিনা থাকে না (আবার সে আসিবে)। ১-২

তাহাতে তোমাতে সম্বন্ধ আবার বাড়িবে, নিরাশার কথা বলিও না। ৩-৪

হে রাধে, ধৈর্য্য ধর, বল্লভ আসিবে, উৎসাহ কর। ৫-৬

পিশুনের কথায় রোষ বাড়ে, কালের দোষ নিবারণ করিতে পার না। ৭-৮

সুজনের কথায় স্নেহ ভাঙ্গে না (বিচলিত হয় না)। হাতে পাষাণের রেখা মুছা যায় না।

৪৫৫

গোকুলচাঁদ আমার চরণনখরের শোভা বর্দ্ধন করিয়া ভূতলে লুটাইলেন। (আমার পদতলে পতিত হইলেন।) ১-২

[ইহার অন্য একটি অর্থ কেহ কেহ করেন—যে গোকুলচাঁদের চরণ নখ (কত) রমণীর আনন্দ বর্দ্ধন করে (চরণ নখ রমণীরঞ্জন চাঁদ) সেই গোকুলচাঁদ ভূতলে লুটাইয়া গেলেন।

গোবিন্দ দাস যে পদে বিদ্যাপতির এই পদটির অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার ভাব শেষোক্ত অর্থ কতকটা সমর্থন করে:

যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটী কাম
সো মঝু পদতলে ধূলি লোটায়ল
পালটি ন হেরল হাম॥]

রোষরূপ অন্ধকার যে এত শক্ত তাহা কি জানি? সেই অন্ধকারে) রত্ন দেখিয়া গৈরিক বলিয়া মনে হইল। ক্রোধান্ধ হইয়া মাধবকে আমি রত্ন বলিয়া চিনিতে পারি নাই, গেরি মাটী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম।) ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রাই ধনি শুন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। ১১-১২

৪৫৬

যে ভাব ছিল তাহা রহিল না, যে কথা বলা যায় তাহা ফিরিয়া আসে না। ১-২

রোষ বিস্তার করিয়া (চঢ়াএ?=চড়াইয়া) হাসি বাড়াইলাম। (অধিক হাস্যাস্পদ হইলাম) রুষ্ট হইলে বড় প্রয়াসে মান ভাঙ্গে। ৩-৪

মা গো, কেমন করিয়া সে হরি ফিরিবে? ৫

নারী স্বভাবে আমি মান করিলাম, পুরুষ বিচক্ষণ কেনা জানে? (তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে আমি আদর-সাধে মান করিয়াছি) ৬-৭

আদরের বিষয়ে আমার হানি বা লোকসান হইল, বচনের দোষে প্রেম ভাঙ্গিয়া গেল। ৮-৯

নাগর ও নাগরীর হৃদয়ের মিলন, পঞ্চবাণের (মদনের) বলে কেলি ফিরিবে। ১০-১১

আমার অনুনয় রোদন করিয়া বুঝাইবে, বচনের কৌশলে কি না হয়? ১২-১৩

৪৫৭

হরি বড় গর্বিত, গোপ যুবকদের মধ্যে বাস করে। এরূপ করিবে (এমন কৌশলের সহিত কার্য করিবে) যাহাতে শক্ত না হাসে। ১-২

ভাল সময় বুঝিয়া দেখা করিবে। সখি, আজ তোমার চাতুরী বুঝিব। ৩-৪

প্রথমে শ্যামকে বামদিকে রাখিয়া (পার্শ্ব ফিরিয়া) বসিবে (সম্মুখে বসিবে না); সঙ্কেতে আমার প্রণাম জানাইবে। ৫-৬

কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উলটাইবে। তুমি কোন কথা কহিবে না, শুধু হাত উলটাইবে, তাহাতে বুঝাইবে যে আমার অবস্থা ভাল নয়।) ৭

হে চতুরে, শুন, বচন-বিন্যাস করিও না। ৮

হে ধনি, হরি যদি পুনর্বার তোমায় জিজ্ঞাসা করে, ইঙ্গিতেও আমার বেদনা (আমি যে যাতনা ভোগ করিতেছি) জানাইবে না (আমি কুশলে নাই, এই সঙ্কেত করিয়া ক্ষান্ত রহিবে)। ৯-১০

যখন দেখিবে, তাহার হৃদয়ে বড় অনুরাগ (আমার জন্য সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে) তখন তাহাকে (এরূপ করিয়া) জানাইবে (যাহাতে তাহার) হৃদয়ে লাগে (সে শুনিয়া যেন বিচলিত হয়)। ১১-১২

সকল সখীগণের মধ্যে তুমি চতুরা। তোমাকে কথার চাতুরী কি শিখাইব? ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কবি এই রস কহেন, প্রাণ যাউক, তবু (পুনু) মান রহুক। ১৫-১৬

৪৫৮

সেই সখী দূর হইতে নাগরকে দেখিয়া ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল (ও) ফিরিয়া দেখিতে লাগিল (এরূপ ছলনা করিল যেন সে ফুল তুলিতে আসিয়াছে, নাগরের নিকট আসে নাই)। ৩-৪

(তাহাকে দেখিয়া) নাগর তথায় আসিল (ও তাহাকে কহিল) সখি, কি করিতেছ, কেন আসিয়াছ? আমার কথা কিছু শুন, তুমি যদি সেই মানিনীর নিকট বল (যাহাতে তাহার মানভঙ্গ হয়)। ৫-৮

(এই কথা) শুনিয়া সে সখী নাগরের নিকট (নাগরকে) কহিল। বিদ্যাপতি কহেন, আশা পূর্ণ হইল। ৯-১০

৪৫৯

হরি আমাকে তোমার প্রিয় সহচরী মনে করেন, সেই জন্য আজ আমাকে পাঠাইলেন। সুজন (হরি) বিনয় (করিয়া) যত কহিল (তাহা) কত কহিব? তুমি উত্তরে কিছু বল। ১-২

সুহিত বচন মানিযা লও (আমার কথা শুন)। গুণবতি, শুন শুন মাধবের (সহিত) মিলিত হও; যৌবনধন অস্থির জানিবে। ৩-৪

আপনার আপনার গুণ সকলেই (অপর) সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বিবেচনা করে), নিজের কাচকেও সোনা বলে। কিন্তু পৃথিবীতে তাহাকেই সকলের অপেক্ষা গৌরববতী গণনা করি যে পরের গুণে প্রেম করে। ৫-৬

কত উপদেশ দিতেছি, কত প্রবোধ দিতেছি, তথাপি নিবৃত্ত (রোধ) হইতেছ না; তোমাকে বলি, মালতী ফুল প্রস্ফুটিত দেখিয়া (লখি) ভ্রমর (যখন আকৃষ্ট হয় তখন তাহাকে) কে নিরোধ করিবে? ৭-৮

দূতীর বচন শুনিয়া, প্রিয়তমের গুণসমূহ গণিয়া (স্মরণ করিয়া) তাহার অঙ্গে (প্রেম) ভাব প্রসারিত হইল। কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন, রোমাঞ্চ কলেবরে উত্তর দিয়া লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল (শরীরের পুলক-রোমাঞ্চই উত্তরস্বরূপ হইল, লজ্জাবশতঃ মুখে আর কোন উত্তর দিল না)। ৯-১০

৪৬০

সখিগণের সমাজে ধনি মানিনী হইল। অনুনয় করিতে (মাধবের) লজ্জা উৎপন্ন হয়। ১-২

প্রীতির আর্তি বিরতি (বিরাম=বিলম্ব) সহ্য করে না। দুজনে ইঙ্গিতের ভঙ্গীতে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। ৩-৪

রাই সুচতুরা এবং, কানু চতুর; মনের অভিমান মনেই সমাধা (নির্বাহ) করিল। (সখিগণের সম্মুখে মুখের কথায় কিছু ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ করিলেও মনে মনে অভিমানের সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন করিলেন।) ৫-৬

মুরারি যখন অধরে মুরলী ধরিলেন (বাঁশীতে তাঁহার অনুরাগ ব্যক্ত করিবেন বলিয়া), তখন ধনি কবরী খুলিয়া বাঁধিয়া ঠিক করিতে লাগিলেন (উপেক্ষা ভরে)। ৭-৮

যখন মুরারি নিজের নূপুর (হস্তে) ধরিলেন (পদ-ধারণচ্ছলে), তখন বরনারী সখীকে লক্ষ্য করিয়া অন্যত্র চলিলেন (পদধারণ নিবারণ করিবার জন্য)। ৯-১০

হরি যখন ধনির পায়ে (চূড়ার) ছায়া ফেলিলেন, (চরণে শির লুটাইবার ছলে) তখন ধনি কর দ্বারা চরণ ঢাকিয়া সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট হইল। ১১-১২

কবিশেখর কহেন, চতুর বুঝে, পঞ্চবাণ (মদন) ইঙ্গিতে রস প্রসারিত করিল। ১৩-১৪

৪৬১

সকলে সকলকে বলে, সহিতে পার না? (সহ্য করিতে না পারিলে কি প্রেম থাকে)? যতদিন জীবন থাকে ততদিন যোগাইতে থাক (প্রেম যাহাতে থাকে, সেইরূপ কর)। ১-২

খল পড়শীর (পরসি) কথায় কান দিও না। সুজনের প্রেম জীবনাবধি থাকে। ৩-৪

[এই পর্যন্ত সখীর উক্তি]

আমি স্বপ্নেও দেবতাকে স্মরণ করি না (সর্বদা তোমাকেই স্মরণ করি), এমন প্রেম কেহ না ভাঙ্গিয়া দেয়। ৫-৬

[পুনশ্চ সখীর উক্তি]

আপনার গৃহে লুকাইয়া থাকিবে (প্রেম আপনার

মনে গোপন করিয়া রাখিবে), পাছে খলের কৌশলে স্নেহ টুটিয়া যায়। ৭-৮

অপ্রসন্ন বুঝাইয়া (হইয়া কথা কহিও না, ঝিঁঝি পোকা মুখের সুখে পট্টবস্ত্র কাটে। শুধু (মুখের দোষে অমূল্য প্রেম নষ্ট হইতে পারে।) ৯-১০

৪৬২

প্রিয়তম, এতদিন শীতল সৎস্বভাবে তোমার আমার যে (এক) হৃদয় ছিল, দুর্জ্জনের অনিষ্টকর কথায় (আমার) মিনতি দূর করিলে, কানে ধরিলে না। ১-২

আমার পক্ষে ভাল হইল, পরোক্ষে উহাও (আমার সম্মান) গেল, দেহ বিকল করিয়া কি ফল? সরস প্রেম যাহা একবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা যদি জোড়া দেওয়া যায়, (তাহা হইলে) যত্ন করা যায়। ৩-৪

হে কানাই, শুন, যত্নলব্ধ বস্তু কে ত্যাগ করে? ৫

যৌবন দশ দিন মাত্র তাহাও পরবশ। মনকে জিজ্ঞাসা কর, ইহার কি উপায় করিবে? তোমার প্রসাদরূপ বিষাদ (জনিত) নয়ন জল (মিশ্রিত) কজ্জলই আমার সার (উপকার) হইল। ৬-৭

তাহাতে (আমার নয়নজলে সিক্ত কজ্জলে) তুমি মসি করিবে, মদনের পাশে বসিয়া লিখিয়া লিখিয়া দেখাইবে। তাড়, হার ও চন্দনলেপ পরিলাম (সেবা করিলাম), কিন্তু আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে (কিছুই ভাল লাগিতেছে না)। ৮-৯

মাধব, কামিনীর কেলি ও কুমুদিনীর সহিত চাঁদের (সম্বন্ধ এক) মনে হয়। প্রভু, তুমি দূরে দূরে রহিয়াছ, তথাপি কি বুঝিয়াছ দর্শনে কত আনন্দ? ১০-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে বরযুবতি, লখিমা দেবীর পতি সুষমা দেবীর বল্লভ রূপনারায়ণ পৃথিবীতে মদনের সমান। ১২-১৩

৪৬৩

[১৩২ এবং ১৩৪ পদ দ্রষ্টব্য]

বসনে সমস্ত শরীর আবৃত করিবে। দূরে থাকিবে যেন বেশী কথা বলিবার সুযোগ না হয়। ৫-৬

মানও করিবে, কিছু প্রীতিও রাখিবে। এরূপ ভাবে রস রক্ষা করিবে যেন পুনঃ পুনঃ আসেন। ১১-১২

৪৬৪

সুন্দরী (গোরি) অঞ্চলে মুখ ঢাক, রাহু যেন চন্দ্রকে চুরি করে না। ১-২

রাজা শুনইছে চাঁদকি চোরি।—পাঠান্তর।

—(পদকল্পতরু)

ঘরে ঘরে প্রহরী খুঁজিয়া গেল। নাগরি, এখনই তোমাকে হয়ত দেখিয়া ফেলিবে। ৩-৪

সুধামুখি, হাসিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশ করিও না। ধনি, তোমার মূল্যবান কথা (বাণিক ধ্বনি) অল্প অল্প বলিবে। ৫-৬

চাঁদে এবং তোমাতে প্রভেদ (শুধু) কলঙ্ক। চাঁদ কলঙ্কযুক্ত, তুমি নিষ্কলঙ্ক। ১১-১২

৪৬৫

৩৯২ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৬৬

এই পদটী বিরহের। পদকল্পতরুর ৩য় খণ্ডে ১৬৪২ পদ দ্রষ্টব্য।

৪৬৭

মদন আমার শরীরকে কত দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু আমি একটী রমণী, আমিত শিব নহি। (শিব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি মদনের কোপ থাকিতে পারে।) ১-২

আমার শিরে জটা নাই ইহা বেণীবিন্যাস মাত্র; তাহাতে যে মালতীর মালা জড়ানো আছে, উহা গঙ্গা নহে। আমার কপালে চন্দ্র নাই, উহা মোতির গুচ্ছ। আমার ভালে (তৃতীয়) নয়ন নাই, উহা সিন্দুরবিন্দু। আমার কণ্ঠে মৃগমদ লেপন রহিয়াছে, উহা ত (নীলকণ্ঠের) বিষ নহে। আমার বক্ষেত সর্পরাজ নাই, উহা মণির হার; আমার পরিধানে বাঘছাল নাই, নীল পট্টশাড়ী মাত্র। এখানে আমার হস্তে নরকপাল নাই, ইহা কেলিকমল। অঙ্গে ভস্মও নাই, ইহা চন্দনানুলেপন মাত্র। বিদ্যাপতি কহিতেছেন এইরূপ ভঙ্গি সুন্দর। ৩-১২

[এই পদটীর সহিত ২০ সংখ্যক পদের অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। ভাব একই ভাষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।]

৪৬৮

মিলনে ব্যবধান ঘটিবে এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে চীর (বস্ত্র), চন্দন এবং হার পরি নাই। সেই প্রিয় এখন নদী গিরি ব্যবধানে চলিয়া গিয়াছে। ১-২

যাক বিরহ ভয়ে উর হার ন দেলি।

—পাঠান্তর।

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
অধুনাচাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥

—মহানাটকম্।

প্রিয়তমের গর্বে আমি কাহাকেও গণনা করিতাম না। সেই প্রিয় বিনা আমাকে কে কি না কহে? ৩-৪

পূর্ব-জন্মে বিধির লিখিতে ভুল হইয়াছিল। প্রিয়তমের দোষ নাই, (আমার) কর্মে যাহা ছিল (তাহাই হইল)। ৭-৮

অন্য (রমণীর) অনুরাগে প্রিয় অন্যত্র গেল। প্রিয়ের বিরহে পঞ্জর শতছিদ্র হইল (প্রিয়তমের বিরহে আমার হৃদয় জর্জরিত হইল)। ৯-১০

৪৬৯

যে দিন মাধব প্রয়াণ করিলেন, (সেদিনকার) সকল কথা মনে হইল। (বিদায়ের কথা শুনিয়া) মনে দুঃখ বাড়িল এবং নয়নে ধারা বহিল। ১-২

(মাধব) আমার নিকটে আসিয়া দিব্য করিয়া শপথ করিল (কাল নিশ্চয়ই আসিব)। আমার হাত ধরিয়া মস্তকে ঠেকাইল, সে সব অন্য অর্থাৎ বিফল হইয়া গেল। ৩-৪

তাহার পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার চিত্ত আকুল হইল। (দীর্ঘ দিন হইয়া গেল, আবার) মাধবী লতায় ফুল ফুটিয়াছে। কুঞ্জে কুঞ্জে (আবার) কোকিল গান করিতেছে এবং যত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। ৫-৬

নাগর কোন নগরে নাগরী পাইয়া বিভোর হইয়া রহিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতী, তোমার নাগর চোর (তোমার হৃদয় চুরি করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।) ৭-৮

৪৭০

মাধব, যদি তুমি গিয়া সেই বালাকে না দেখ, তাহা হইলে আজ (অথবা) কাল সে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ১-২

ধরিবার শক্তি গিয়াছে, সে ধরণী ধরিয়া উঠে (অমনি উঠিবার শক্তি নাই, এতই দুর্বল।) প্রতি রজনী জাগিয়া কাটায়। জগৎ তাহার (কামের) অগ্নিতে ভাবিয়া গেল ভাবিয়া চমকিয়া উঠে এবং শিব শিব বলে। ৫-৬

শম্ভো শঙ্কর চন্দ্রশেখর হর
শ্রীকণ্ঠ শূলিন্ শিব!
ত্রায়স্বেতি পরন্তু পঙ্কজদৃশা
ভর্গস্তু চক্রে স্তুতিঃ।

—রসমঞ্জরী

কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন কি যে উপায় করিব তাহা বুঝিতে পারি না। বিধাতা এইমাত্র দশমী দশা অর্থাৎ মৃত্যুদশা সৃষ্টি করিয়াছেন, এইবার মনোযোগ কর। ৭-৮

চিন্তাঽত্র জাগরোদ্বেগ তানবং মলিনাঙ্গতা
প্রলাপ ব্যাধিরুন্মাদ-মোহ-মৃত্যুর্দশা দশ।

[পদটি দূতীর উক্তি]

৪৭১

তুমি (তাহাকে) বিস্মৃত হইলে (অথবা ত্যাগ করিলে) এবং বিধি তাহাকে উপেক্ষা করিলেন (বিহি কটাবলী), সে নির্মাল্যের মালা (উৎসর্গীকৃত ও পরে উপেক্ষিত) হইল। ২

সে যে সোহাগিনি দেহলি লাগনি
পহু নেহারই তোরা।—পাঠান্তর (পদকল্পতরু) ৩

তোমার বংশীরব যে দিক পরিত্যাগ করিয়াছে কাজেই তাহার দেহ অত্যন্ত ম্লান (হইয়া গিয়াছে) স্বর্ণকার কষ্টি পাথরে কসিয়া (যেন) একটি সোনার রেখা ফেলিয়া গিয়াছে। ৫-৬

সে আলুলায়িত কুন্তল সংবৃত করে না, ধনি এতই দুর্বল (অবশ)। সখিগণের মধ্যে তাহাকে দেখিলাম—রুক্ষ, ক্ষুধার্ত ও দুঃখে ম্রিয়মাণা। ৭-৮

সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়ে এবং সখীর আলিঙ্গন প্রার্থনা করে। যাহার ব্যাধির ঔষধ পরের অধীন, তাহার জীবন কিসের জন্য? ৯-১০

বিদ্যাপতি শপথ করিয়া বলিতেছেন যে আরও অপূর্ব কথা (আশ্চর্যের বিষয়) এই যে, তোমার চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে (তোমারই) ভ্রম হইয়াছে—অর্থাৎ তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজেই কৃষ্ণ— এইরূপ ভ্রম হইতেছে। ১১-১২।

মুহুরবলোকিতমণ্ডন লীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।—গীতগোবিন্দ

বিদ্যাপতির অন্য একটি পদেও এইরূপ ভাব আছে।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাই।

৪৭২

আনন্দের যে অবধি বা সীমা হইল, তাহার কথা কি বলিব? দীর্ঘ দিন (কাল) পরে মাধব আমার গৃহে আসিয়াছেন। ১-২

৪৭৩

[এটি মানের পদ]

কেলিকদম্বে (অন্য রমণীর সহিত) বিলাস পরিত্যাগ করিবে। নিজ গুরুজনের আশা (সংস্রব) দূর করিবে। ৩-৪

ঐরূপ (রক্ষা-) কবচ যদি হস্তে ধারণ কর (অর্থাৎ আমার নিকট শপথ গ্রহণ করিয়া তাহা কবচের ন্যায় রক্ষা কর তাহা হইলেই) তোমার সহিত মর্মকথা হইতে পারে। ৯-১০

৪৭৪

আজ গোকুলে নন্দকুমার আসিলেন (স্বপ্নে দেখিলাম), কত যে আনন্দ হইল তাহা কে বলিতে পারে? ১-২

৪৭৫

১২০ সংখ্যক পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৭৬

রাই দাঁড়াইয়া রহিল, অগ্রসর হইল না, কাঞ্চনে গঠিত মূর্তির ন্যায় পশ্চাতেও চলিল না। ৩-৪

ঠাঢ়ি ভেলানি ধনি অংগো ন ডোলে।
হেম মুরতি সঞে মুখহু ন বোলে।
—বেণীপুরী ৭৭ পদ

[ধনি দাঁড়াইয়া রহিলেন অঙ্গ নিশ্চলভাবে রহল যেন হেমমূর্তি, মুখে কথা নাই।]

৪৭৭

(আমার) গলার মোতির হার ছিঁড়িয়া গেল এবং (আমার) সুরঞ্জিত অধর যেন রক্তে ভরিয়া গেল (আরও লাল হইয়া উঠিল) ৩-৪

[রাধার প্রতি সখীর উক্তি] ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন হে সুন্দরি, এখন (আজ) কর্তব্য এই, অনলে পুড়িলে পুনরায় অনলেরই প্রয়োজন হয় (অনলেই সে যাতনা জুড়াইতে হয়।) ৯-১০

৪৭৮

হে সখি, আমায় আর (সেখানে) লইয়া যাইও না। কারণ আমি অতি বালিকা, নাথ অতি কামার্ত্ত। ১-২

অহে সখি অহে সখি লএ জনি জাহ।
হাম অতি বালিক আকুল নাহ॥
—বেণীপুরী ৭৪ পদ

অপ্রস্ফুট পদ্মে যেন ভ্রমর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ৪

দুর্বল দেহে আমি বসন দিয়া ঢাকিলাম। পদ্মের উপর জল যেমন টলমল করে (আমার দেহ তেমনি হইল) ৫-৬

মা গো, জীবনের শাস্তি কি সহ্য করা যায়? কোন বিধাতা এই পাপিনী রজনী সৃষ্টি করিলেন? (এমন রাত্রি যে, প্রভাত হয় না।) ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সে সময়ে মনে হইল, প্রভাত কখন হইবে তাহা কোনও সখী কি দেখিতেছে? ৯-১০

৪৭৯

[৫৭ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য]

বিদ্যাপতি দূতীর কথায় বলিতেছেন, যে অঙ্গ বিকাশোন্মুখ তাহাকে রোধ করা যায় না। (যৌবন উদ্গমে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা) ১১-১২

[গীত চিন্তামণিতে একটি অতিরিক্ত কলি আছে

পীন পয়োধর দুবরি গাতা।
সুমেরু উপরে জনু কনক লতা॥

বয়ঃসন্ধির এই পদটির আরম্ভই এই কলি হইতে।]

৪৮০

কুচযুগল মনোহর গিরি জানিয়া এবং নিজ বক্ষে পাছে প্রবেশ করে (এই ভয়ে) প্রভু হস্ত প্রদান করিল। ১-২

নিজের ভাব আমাকে অনুভব করাইয়া ঐরূপে কি যে সুখ পাইবে, তাহা বুঝি না। ৭-৮

৪৮১

যদি নয়ন না থাকে (অন্ধ হয়), তবে সে ব্যক্তির সুন্দর কুল, স্বভাব, ধন যৌবনে কি লাভ ? যদি দীনজনে করুণা না থাকে, তবে দান-ব্রত জপ-তপ থাকিয়া কি লাভ ? ১-২

হে সখি. বুঝিয়া আমাকে কটু কথা বল। তেমন একটি গুণ থাকিলে বহু দোষ নষ্ট হয় আর একটি দোষে বহু গুণ নাশ করে। ৩-৪

তুলনীয় :—

> একোহি দোষো গুণ-সন্নিপাতে
> নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে
> নূনং ন দৃষ্টং কবিনাহি তেন
> দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশি-নাশী।

গরল সহোদর যে চন্দ্র তিনি গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিলেন এবং সেই পাপে রাহু তাহাকে বদনে গ্রাস করিয়া উদ্‌গীরণ করে। (গরল ও চন্দ্র সমুদ্র-মন্থনে এক সঙ্গে উত্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য সহোদর বলা হইয়াছে।) বিরহে হুতাশন স্বরূপ (যন্ত্রণা দায়ক), পদ্মের বিনাশক (চন্দ্রোদয়ে পদ্ম নিমীলিত হয়)—(এ সকল দোষ সত্ত্বেও) স্বভাবের গুণে শশী উজ্জ্বল। ৫-৬

পরসুতের অনিষ্ট করে, নিজ সুতের প্রতিও যত্ন করে না, কাকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। কোকিলের সে সকল দোষ ঢাকিয়াছে, তাহার একগুণে—সে মধুর স্বরে গান করে। ৭-৮

হে সখি, কানুর প্রীতি কি কহিব ? সবগুণের মূলই অমূল (মূল্যহীন, একটিও গুণ নাই) বংশী স্পর্শ করিয়া শত শত শপথ করে, অথচ তাহার একটিও সত্য হয় না। ৯-১০

(আমাকে) পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও কোলে করিয়া চুম্বন করে এবং সঙ্কেত করিয়া বিশ্বাস উৎপাদন করে, পরে অন্য রমণীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া আমাকে নৈরাশ্যে পাতিত করে। ১১-১২

(তাহার) প্রতি-অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া আমার অগ্নিদাহের অধিক যন্ত্রণা হয়। বিদ্যাপতি (সখীভাবে) কহিতেছেন যে প্রাণ গেলেও আর হরির সঙ্গে মিলিব না। ১৩-১৪

৪৮২

রাধা মাধব রত্নমন্দিরে সুখে পালঙ্কে উপবিষ্ট (বাস করিতেছে), রসের কথায় কথায় দারুণ কলহ উপস্থিত হইল, তাহাতে কান্ত রোষ করিয়া চলিল। ১ ২

নাগরী নাগরের অঞ্চল হস্তে ধরিয়া হাসিয়া অর্দ্ধ (অল্প) মিনতি করিল, নাগরের হৃদয়ে (কটাক্ষে) পঞ্চশর হানিল, পয়োধর দর্শন করাইয়া মন চঞ্চল করিল। ৩-৪

রোষ সমাপন করিয়া পুনরায় কৌতুক বাড়িল, মদন মধ্যস্থ হইল। বিদ্যাপতি এই কহেন, (তখন) সুযোগ জানিয়া রাধা মানবতী হইল। ৭-৮

৪৮৩

আজ আমার কোন অপরাধ পড়িল (হইল)? হরি অর্দ্ধ-লোচনে আমাকে দেখিল না (আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিল না)। ১-২

অন্য দিন (হরি আমার) কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া আসিত, বহুবিধ বচনে প্রেম বুঝাইত (প্রকাশ করিত)। ৩-৪

মনে হয়, প্রভু রাগ করিয়াছে, পুরুষের হৃদয় এমন হয় না। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছে, সত্য কথা শুন, প্রেম বাড়িল, মান ডুবাইয়া গেল। ৭-৮

৪৮৫

শুনিলাম (তুমি) চন্দন তরু, তাহা শুনিয়া গমন করিলাম, (মনে করিলাম) তনুর মদন-তাপ ছাড়িবে। আর্ত্তি বশতঃ আসিলাম, তাহাতে ম্রিয়মাণ হইলাম, পূর্ব্বের পাপ কে জানে ? ১-২

মাধব, তোমার দর্শনের জন্য বার বার আসি (কথার) উত্তর পাই না, বিরহ রসের ভাগী হইলাম। ৩ ৪

যখন তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম, গুরুজনেরা তখন জানিল। তুমি সুপুরুষ প্রভু, আমি তো লঘু হইলাম, এখন কোথাও আদর (সম্ভ্রম) নাই। ৫-৬

৪৮৬

সেই কানাই সেই আমি সেই মদন, অতীত ছাড়িয়া এখন অন্য রঙ্গ (আমাদের পূর্বের সে প্রেম বিস্মৃত হইয়া কানাই অন্য রমণীতে অনুরক্ত হইয়াছে)। ১-২

অতীত প্রেমের সাধ কি কহিব, আগেকার (বর্তমান) প্রেম এখন অর্দ্ধমাত্র দেখিতেছি (পূর্বে যে প্রেম ছিল এখন তাহার অর্দ্ধমাত্র অবশিষ্ট আছে)। ৩-৪

বিশ্বাস দিয়া প্রতিশ্রুত কথা বিস্মৃত হইল, সেই অনুরাগ-যুক্ত হৃদয় উদাস হইল। ৫-৬

কবি বিদ্যাপতি এই রস কহিতেছেন, এই রস জানে এমন রসিক ব্যক্তি বিরল। ৭-৮

৪৮৭

মাধব, (অঙ্গীকৃত) বচন পালন করিও। তোমাকে মহৎ জানিয়া শরণ অবলম্বন করিয়াছিলাম। সাগর সুগভীরই হয় (অর্থাৎ যাঁহারা মহৎ তাঁহাদের প্রকৃতি কখনও চপল বা লঘু হয় না। ১-২

[সতাল—গভীর ; চলিত কথায় একতাল, দুইতাল জল বলা হয়।

গ্রীয়ার্সন সতালের অর্থ করিয়াছেন হ্রদ ; নগেন বাবুও সেই অর্থ ধরিয়াছেন।]

ভুবন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তোমার যশ, চৌদিকে তোমার মহত্ব (শুনিতে) পাইলাম ; (তোমার) গুণগৌরব চিত্তে অনুমান করিয়া বুঝি (কিন্তু) মহিমা কহা যায় না। ৩-৪

প্রথমে সকলেই বিনয় জানায়, পরিণামে ফল জানা যায় ; মহৎ ব্যক্তির বচন কখনও বিচলিত হয় না। উপমা নিশাপতি হরিণ (চন্দ্র যেমন কলঙ্ককে কদাপি ত্যাগ করে না, মহৎ ব্যক্তি সেইরূপ প্রতিশ্রুত কথাকে কখনও ত্যাগ করে না)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন বরযুবতি, এই গুণ অপর কাহারও নাই। লখিমা দেবীর পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন। ৭-৮

৪৮৮

মাধব, তোমার জ্ঞানের (কথা) কি কহিব? (তোমাকে) যখন সুপ্রভু বলিয়াছিলাম তখন (তুমি) রাগ করিয়াছিলে, হস্ত দ্বারা দুই কর্ণ আবৃত করিয়াছিলে। ১-২

(তাঁহার) যাইবার সময় আসিল (তবুও আমার) নিদ্রাভঙ্গ হইল না, সেই জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করাও হইল না। আমার সমান এমন ভাগ্যহীনা রমণী (আর কে আছে ?) হস্ত হইতে স্পর্শমণি চলিয়া গেল। ৩-৪

যদি আমি জানিতাম প্রভু এমন নিষ্ঠুর (তাহা হইলে কুচকাঞ্চন-গিরির সন্ধিস্থলে কৌশলে তাহার কণ্ঠল বাহুলতা (দিয়া) দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম। ৫-৬

এই কথা যখন স্মরণ করি তখন যেন মৃত্যু (মরণের সমান) হয়, হৃদয়ে যেন পাষাণ পড়ে। গৌরীর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন। ৭-৮

[এই পদ বিদ্যাপতির কি না তাহাতে সংশয় আছে।]

৪৮৯

প্রভু, ছোট লতিকা আনিয়া রোপণ করিলে, প্রত্যহ যত্নপূর্বক (তাহাতে) জলসেচন করিবে বলিয়া। ১-২

সেই হেতু (তোমার যত্নে) সে (প্রেম-লতিকা) বাড়িল ; তোমাকর্তৃক বিস্মৃত হইলে (তুমি যদি তাহাকে ভুলিয়া যাও তাহা হইলে) কে (তাহাকে) ভাল বলিবে ? ৩-৪

মাধব, তোমার অনুরাগ বুঝিলাম, (আমাকে) দেখিবামাত্র নয়ন নিরোধ করিলে (ফিরাইয়া লইলে)। ৫-৬

একই গৃহে বাস করিয়া দর্শন নিষেধ (তোমাকে দেখিতে পাই না), প্রভু, কি অপরাধ কিছুই বুঝি না। ৭-৮

সুপুরুষের কথা সকল রকমে (সবহু বিধি) পূর্ণ হয় ('মুর' না হইয়া 'পূর' হইলেই অধিকতর সঙ্গত হয়) অমর্ষ (ক্রোধ) বিমর্ষকে দূর করে না। ৯-১০

৪৯০

যেখানে প্রেম-রঙ্গ সেখানেই (দৌরাত্ম্য—প্রেমে

কলহ হইয়াই থাকে) গুণবান আবার ফিরিয়া প্রীতি করে। ১-২

সকলের কাছে এরূপ ব্যবহার শুনি, হার ছিঁড়িয়া গেলে আবার গাঁথে। (কোপ অথবা মানান্তে আবার মিলন হয়)। ৩-৪

হে কানাই, হে কানাই তুমি চতুর, (সকল) ভুলিয়া কোপ শেষ (সমাধান) কর। ৫-৬

প্রেমের অঙ্কুরে তুমি জল দিলে, দিনে দিনে বাড়িয়া মহাতরু হইল। ৭-৮

সপত্নী থাকিতেও তোমার গুণে গণনা করিলাম না (সপত্নীর যন্ত্রণা সহ্য করিলাম)। বিষবৃক্ষও রোপণ করিয়া কাটে না (অতএব প্রেমের অমৃত-তরু ছেদন করা কর্ত্তব্য নয়)। ৯-১০

যে স্নেহ প্রাণের সীমায় উৎপন্ন হইল, তাহা দুর্জ্জনের কথায় দূর করিও না। ১১-১২

তোমার আমার স্নেহ জগতে বিদিত হইল, (বিধাতা) এক প্রাণ দুই দেহ করিল। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, উদাসীন হইবে না, মহৎ লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়। ১৫-১৬

ভণই বিদ্যাপতি ন কর উদাস

—বেণীপুরীর পাঠ

৪৯১

ঘোর (অন্ধকার) যামিনী, আকাশে মেঘ গর্জন করিতেছে। রত্নের জন্য (অপহরণ করিবার লোভে) চোরও ভ্রমণ করিতেছে না। ১-২

এমন সময় (এমন অন্ধকার যে,) নিজের দেহ নিজেই দেখিতে পাই না, নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম। ৩-৪

(হে) মাধব, এক মুহূর্ত্তের তরে মান পরিত্যাগ কর, তোমার লাগিয়া প্রাণ সংশয় পড়িল (হইল)। ৭-৮

সেই কারণে (তোমার বিরহে প্রাণ সংশয় বলিয়া) দুঃসহ যমুনা নদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম। ৭-৮

(হে মাধব) অনুমতি দাও, পঞ্চবাণ যুদ্ধ করুক। নগরে তোমার তুল্য আর নাগর নাই। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নারীর স্বভাব, আপনার অভিলাষ উক্তি দ্বারা (স্পষ্টরূপে) জানায়। ১১-১২

৪৯২

সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিলাম। বিশ্বাস দিয়া (প্রতিশ্রুত হইয়া) ভুলিয়া যাইও না। ১-২

নিজে (তুমি) সুচতুর, গোপনে কি কহিব, তেমন করিবে (যাহাতে) উপহাস না হয়। ৩-৪

হে কানাই, তোমার বচন অমূল্য, যাবজ্জীবন কথা প্রতিপালন করিবে। ৫-৬

ভাল লোক ও তাহার বচন দুই সমতুল্য (বচনের স্থলে রতন পাঠ হইলে বোধ হয় সুসঙ্গত হইত) অনেক লোকেই রত্নের মূল্য জানে না। ৭-৮

আমি অবলা তোমার হৃদয় অগাধ, মহৎ হইয়া (তুমি যখন মহৎ তখন) সকল অপরাধ ক্ষমা করিও। ৯-১০

বিদ্যাপতি প্রকাশ্য (জানা) কথা গোপন করিয়া কহিতেছেন, সুপুরুষের স্নেহের অন্ত হয় না। ১১-১২

৪৯৩

সখে, পায় পড়িয়া মিনতি করি, যতই আমার অনুচিত হউক, স্নেহে ব্যাঘাত করিও না, জীবন যৌবন অচিরস্থায়ী। ১-২

হে গুণনিধি, ফিরিয়া এস, তুমি গুণরসিক, বরং প্রাণে শান্তি দাও। ৩

আমার মনে এইরূপ হয় তুমি নিজে তরুণ, আপনাকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার মনে কি (ব্যথা) লাগিল, কিম্বা ইহা মদনের কৌশল (চক্রান্ত)? ৪-৫

তোমার হৃদয় কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন, দীনের প্রতিও তোমার দয়া নাই। কংস-নারায়ণ গাহিতেছেন, কানাই আমার প্রতি নির্ম্মম। ৬-৭

৪৯৪

তুমি কুলের ঠাকুর, আমি কুলনারী, রাজার অন্যায় কর্ম্মে কোন নালিশ হয় না। ১-২

খল ব্যক্তিগণ মাথা নাড়িয়া হাসিবে, বড় লোকের কথা অনেক দূর যায়। ৩-৪

সখে, আমার কথা শুন শুন, অযোগ্য প্রস্তাবে অপযশ. ভার অঙ্গীকার করিও না। ৫-৬

প্রত্যহ প্রতীতি (আমাকে বিশ্বাস) করিয়া নিকটে আসিয়া থাক, আমিও মহৎ বলিয়া (তোমাকে) বিশ্বাস করিলাম। ৭-৮

এখন মনে ভাবিয়া দেখিলাম কাজ ভাল হয় নাই। হাত (বাহু) কি চোখের ঢাকিতে পারে? ৯-১০

৪৯৫

আশা দিয়া আজ উপেক্ষা করিতেছ, হৃদয়ে বিচার কর কাহার লজ্জা। ১-২

আমি অল্পজ্ঞান অবলা, অপর লোকে তোমার রসিকতার নিন্দা করিবে। ৩-৪

সুপ্রভু জানিয়া আমি পদসেবা করিলাম, এখন আমার প্রাণ থাকে কি যায় (সংশয়স্থল)।

অমৃত বিচার করিয়া পান করিলাম, হলাহল হইবে ইহা কে জানে? ৭-৮

চিনি খাইতে দাঁত ভাঙ্গে এমন কথা কোথাও শোনা যায় না। ৯-১০

৪৯৬

বর্ষা রজনীতে আমি তোর সুন্দর গৃহে (কুঞ্জ-ভবনে) চলিয়া আসিলাম ; ধরণীতে কত সর্প চরণে দলন করিয়া ছিলাম (দেহে দমসল), অন্ধকার অতি নিবিড়। ১-২

নিজ সখীর মুখে তোর প্রেম (প্রেমের কথা) কহিতে শুনিয়া আমি অবলা, মদনের প্রহার সহ্য করিতে পারিলাম না। ৩-৪

হে নাগর, আমার মনে এই অনুতাপ, সাহস করিয়াও সিদ্ধি পাই না, এমন আমার পাপ। ৫-৬

তোমার মত গুণ-নিকেতন প্রভু আমাকে অবজ্ঞা করিল, আমিও সকল নাগরীকে শিখাইব যেন অভিসার না করে। ৭-৮

কত নাগর গুণশ্রেষ্ঠ, (কিন্তু) সকলে গুণধাম নয় ; তোমার সমান (নাগর) জগতে দ্বিতীয় নাই সেই জন্য আমি স্নেহ ঘটাইলাম। ৯-১০

কেলি-কুতূহল দূরে থাকুক, দর্শনও সন্দেহ। যামিনী চতুর্থ প্রহর প্রাপ্ত হইল (অবসান হইল), এখন নিজের গৃহে যাই। ১১-১২

আমার সহচরীরা সকলে (এই কথা) জানিবে, বড় শাস্তি হইবে। অত্যন্ত কঠিন (ও) নিষ্ঠুর বিধাতা, (আমি এখন) হৃদয় ফাটিয়া মরি। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহেন যুবতি, শুন আশার শেষ নাই, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ দীর্ঘজীবী হউন। ১৫-১৬

৪৯৭

হে মাধব, ক্রূরতা (কুলে) করিয়া ভালই করিলে। কাচ ও কাঞ্চন দুই তুল্য করিয়া হিসাব করিলে? রত্নের মূল্য জান না। ১-২

তোমার আমার প্রেম যতদূর উৎপন্ন হইল (বাড়িল) এখন সে স্থান (বিষয়) স্মরণ কর ; এখন তুমি পর রমণীর রঙ্গে ভুলিয়াছ ; আমি হাসিলেও তুমি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখ (অর্থাৎ আমার দিকে চাহিয়া দেখ না)। ৩-৪

আমি অবলা কুমারী আমার এমন কর্ম (কপাল) সেই জন্য তুমি ভুলিলে, দুষ্ট লোকের কথা যদি কানে রাখিলে (তুলিলে), বিচার করিয়া শাস্তি করিলে না। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন সুন্দরী, চিত্তে শঙ্কা মানিও না ; সখি, প্রতিকূল দিবস (সময়) সর্বক্ষণ রহে না, চন্দ্রেও কলঙ্ক লাগে। ৭-৮

৪৯৮

তোমাতে আমাতে যতদূর প্রেম উৎপন্ন হইল, সেই সমস্ত আনুপূর্বিক ঘটনা স্মরণ করিবে, এখন পর রমণীর রঙ্গ-রসে ভুলিয়াছ, আমি কোন কলায় ন্যূন? ১-২

হে ভ্রমর-শ্রেষ্ঠ, আমার কথায় (পক্ষ হইতে) কানাইকে বলিবে, বিরহের তত্ত্ব যদি কন্দর্প বুঝায় (তবে) অধিক বুঝাইয়া কি ফল? ৩-৪

সাধুজন তুলনা করিবার সময় সকলের অপেক্ষা ধৈর্য্য ধন (গুণ) শ্রেষ্ঠ করিয়া সুমেরুর তুল্য বলেন। তুমি লোভে নিজের বচন-ভ্রষ্ট হইলে, এখন কে গৌরব ধারণ করিবে? ৫ ৬

পুরুষের হৃদয় আর জল স্বভাবতঃ চঞ্চল ; চেষ্টা করিয়া বাঁধিয়া স্থির করিতে হয়। যদি বাঁধে ছিদ্র থাকে,

তাহা হইলে সহস্র ধারা বয়, উচ্চে থাকিলে নীচ পথে যান। ৭-৮

নব-কবিশেখর বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যেখানে শাহ হুসেন মালতী শ্রেণীর (নায়িকাগণের) ভ্রমরতুল্য নাগর সেখানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় (নাগর) কোথায়? ৯-১০

[এই হুসেন শাহ কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। পাঠান নরপতি প্রসিদ্ধ হুসেন শাহ বোধ হয় বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন না।]

৪৯৯

(সখীর উক্তি) কুন্তলের কুসুম নির্মাল্য (বাসি) হয় নাই, নয়নের কজ্জল অধরে যায় নাই (আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া কুসুম মলিন হয় নাই, চুম্বনে নয়নের কজ্জল অধরে লাগিয়া যায় নাই)।

পয়োধরে নখক্ষত নাই, কেমন করিয়া কামের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিল (কামের সহিত যুদ্ধ করিল না)? ৩-৪

(রাধার উত্তর) হে সখি, হে সখি, পুরুষ অজ্ঞান, ভুজঙ্গ বলায় (লোকে বলে পুরুষ ভুজঙ্গের ন্যায় তীব্র), (কিন্তু) রঙ্গ জানে না। ৫-৬

দূর হইতে শুনা যায় যে, পঞ্চবাণের সময়। প্রত্যক্ষ না চাহিয়া কে অনুমান করে? (অর্থাৎ প্রত্যক্ষে দেখিতেছি যে, মদনের কোনই প্রভাব নাই।) ৭-৮

নিকটে উপস্থিত হইলাম, এই শাস্তি হইল। অনুতাপ রহিতেই রাত্রি পোহাইল। ৯-১০

৫০০

আদরপূর্বক আনিয়া নিবারণ করিয়া রাখিলে (তাহাকে প্রণয় প্রকাশের অবসর দিলে না), মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্চল পরিত্যাগ করিলে না। ১-২

সুদৃঢ় (কবরী-বদ্ধ) কেশ খুলিয়া বাঁধিলে না, হে সুন্দরি, সকল রস গোপন করিয়া রাখিলে। ৩-৪

রাই, এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, ভাল হইল না, যত্নপূর্বক কানাইকে আনিলাম, তোমার দোষে গেল। ৫-৬

গুণবান্ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে থাকিয়াও পথ ভুলিয়া গেলাম, আমার অঞ্চল হইতে হীরক হারাইয়া গেল। ৭-৮

সখীকে সমর্পণ করিতে দ্বেষ হইল, যাহা যায় তাহা বড় ভাগ্যে পাওয়া যায়। ৯-১০

৫০১

এত দিন নূতন রীতি ছিল। যেমন জলের (সহিত) মীনের (প্রীতি—যখন আমাদের নূতন প্রেম হয় তখন তিলার্ধও বিচ্ছেদ হইত না)। ১-২

(আমাদের) মধ্যে একটি কথায় মতভেদ হইল, প্রভু হাসিয়া উত্তর দিল না। (একটি সামান্য কথায় রাগ হইল, তাহার পর আমার কথায় প্রাণনাথ হাসিয়া একবার উত্তরও দিল না)। ৩-৪

কানাই (আর আমি) একই পালঙ্কের উপর, (তথাপি) আমার পক্ষে দূরদেশ মনে হইল (কানাই, রাগ করিয়া আমার পালঙ্কেই শয়ন করিয়া রহিল আমার মনে হইল যেন সে দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে)। ৫-৬

যে বনে কেহ নড়ে না (চলে না) সেই বনে প্রিয়তম হাসিয়া কথা কহিতেছে (আমার উপর রাগ করিয়া সে গহন বনে চলিয়া গিয়াছে; যেখানে অপর লোকে যাইতে ভয় পায় সেখানে সে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে)। ৭-৮

যোগিনীর বেশ ধারণ করিব, আমি প্রভুর অনুসন্ধান করিব। ৯-১০

বিদ্যাপতি এই কথা কহিতেছেন, সুপুরুষ অত্যন্ত ক্লেশ দেয় না। ১১-১২

৫০২

অমৃত-তুল্য বচন মনে অনুমান করিয়া, তোমাকে সুপুরুষ জানিয়া নিকটে আসিলাম। ১-২

তাহার পরিণাম কিছু কহা যায় না; প্রভু প্রদীপ নিভাইয়া শয়ন করিয়া রহিল। ৩-৪

হে সখি, প্রভুর গর্ব সহ্য করিয়া, কুলিশ তুল্য হৃদয়, (তাই) ফাটে না। ৫-৬

কর যুগলে স্পর্শ করিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। তথাপি প্রভু নিদ্রা-স্বভাব ত্যাগ করে না। ৭-৮

হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল, জাগাইতে নিদ্রা গেল (আবার নিদ্রিত হইল), জাগান হইল না। ৯-১০

৫০৩

আপনি আসিলাম, অকাজ করিলাম; মান হারাইলাম লজ্জা অর্জন করিলাম। ১-২

আদর (সম্ভ্রম) হারাইল। মুখের শোভা গেল; মাণিকে দরিদ্রের লোভ সাজে না। ৩-৪

হে সখি, হে সখি, তোকে কি বলিব, কালের দোষে আমার দুর্দশা হইল। ৫-৬

হরি শয্যার নিকটে (আমার) মুখ দেখিল না, রোষে চরণ দিয়া প্রদীপ নির্বাণ করিল। ৭-৮

যামিনীর যাম বসিয়া কাটাইলাম। বিধাতা (যখন) বাম (তখন) ভাবিয়া কি করিব? ৯-১০

৫০৪

দিনে দিনে সুপুরুষের স্নেহ বাড়ে, অনুদিনে যেরূপ চন্দ্রলেখা (বাড়ে)। ১-২

যে আদর ছিল তাহারও অর্দ্ধ (হইয়াছে), আরও পশ্চাতে (ভবিষ্যতে) কি বাধা (দুর্ঘটনা) হইবে! ৩ ৪

বিধিবশে যদি অনুগতির বাধা হয়, তথাপি সুপ্রভু অপরাধ ধরে না। ৫-৬

কত সাধ ছিল মনোরথ পূর্ণ হইবে; সখি, এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমস্তই বাধা হইল। ৭-৮

অভিমত পূর্ণ হইবে বলিয়া কল্পতরু সেবন করিলাম। তাহার দোষ নাই, আমি অভাগিনী। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন চতুরে, মথুরাপতি তোমার গুণ জানিয়া (আবার) আসিবে। ১১-১২

৫০৫

প্রথম প্রেমে হরি যাহা বলিল (তাহার) অর্দ্ধও (পূর্ণ) হইল না। যাহা জন্ম ভরিয়া থাকিবে বলিল তাহা দিনে দিনে দূর হইল। ১-২

আমার কিছু কি অবিনয় বাড়িল (হইল)? কিম্বা অপর প্রেয়সী (অথবা) পিশুনের কথায় প্রিয়তম কান দিল? ৩ ৪

সজনি, মাধব মূঢ় নয়, আমার কর্ম্মের দোষে প্রেমে অনেক পরাভব পাইলাম। ৫-৬

সুরতরু সম জানিয়া হরিকে কত যত্নে সেবা করিলাম। কত বলিব, অনুভবে কপটধাম হইল, এখন আর কি করিব? ৭-৮

আমার হৃদয়ে অনুমান লইল (হইল) সুপ্রভুর বচন বজ্ররেখা তুল্য। আপনার ভাষা (কথা) বলিয়া বিস্মৃত হয় ইহাতে অন্যে কি বলিবে? ৭-৮

যত মন দিয়াই মিনতি করি, প্রিয়ের কথায় পশ্চাত্তাপ পাই। ১-২

ধন ধৈর্য ও সত্য পথ পরিহার করিয়া (তোমার সেবা করিলাম) কর্ম্মদোষে কনকও কাচ হইল। ৩-৪

নিষ্ঠুর বল্লভের সঙ্গে স্নেহ ঘটাইলাম, মনোরথ পূর্ণ হইল না, সন্দেহও ছাড়িল না। ৫-৬

সুপুরুষ মনে করিয়া মানধন গেল, হৃদয়ে মনোরথ মলিন হইল। ৭-৮

যদি প্রভু দোষ গুণ বিচার না করে, বড় হইয়া পিশুনের পসার বাড়াইয়া দেয়। (খললোকের প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিল, তাহাদের কথায় কান দিয়া)। ৯-১০

পরিজনের চিত্তে হিতের প্রস্তাব (হিত করিবার ইচ্ছা) নাই। ধর্ষণে প্রাণ কোথায় না ধাবিত হয়? ১১-১৩

আমি এই উপায় অবধারণ করিলাম, বরং জীবন দিয়া বিরহসিন্ধু পার হইব। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরনারী শুন, ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, মুরারির সহিত দেখা হইবে। ১৫-১৬

৫০৭

জীবনে কত না সঙ্কট পড়ে কত না রত্ন মিলে! বিধি ভাল মন্দ যাহাই করুক, উত্তম লোক সত্য ছাড়ে না। ১-২

সজনি, গিয়া কানুকে বুঝাও। উচিত কথা বলিলে যাহা হয় হউক, দৈন্য বলিও না। ৩-৪

যেমন সম্পত্তি, তেমনি আসক্তি, পূর্বে এইরূপ ছিল। মান ও প্রাণ দুইয়ের মধ্যে যে প্রাণ রাখে, তাহার অপেক্ষা মরণ ভাল। ৫-৬

৫০৮

ঐ রসে বিভোর হইয়া গুরুজনের কত গঞ্জনা দুর্জনের কত কথা (নিন্দা)—কিছুই গণনা করিলাম না। ১-২

কুলবতীর রীতি যাত্রার লাগিয়া ছাড়িলাম, সে এখন ভুলিল (ত্যাগ করিল), আমার অভাগ্য। ৩-৪

সখি, স্মরণ করিয়া করিয়া মুরারিকে বলিও সুপুরুষ দোষ বিচার করিয়া পরিত্যাগ করে। ৫-৬

সহচরি আরও দেখ যে মতিমান হয়, সে কি পিশুনের কথায় কান দেয়? ৭-৮

মধুর বচন বলিয়া কানুকে বুঝাইবে, দোষ দেখিয়া রাগ—ইহাই কর। (এহি কর বোধ দোখ অবগাই) ১১-১২

তুমি চতুরা সখীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি কি জানি? বিদ্যাপতি কহিতেছেন—এই রসের কথা। ১৩-১৪

৫০৯

সবখানে দুর্জনের কথা থাকে না (ঠিক হয় না।) পরিণাম পর্যন্ত (দেখিলে) বুঝিতে বাকী থাকে না। ১-২

যত বিচার করিবে, ততই দূরে যাইবে। (দুর্জনের কথা যত বিচার করিবে, তত মিথ্যা বলিয়া মনে হইবে) ঘরে দীপ জ্বালিলে অন্ধকার থাকে না। ৩-৪

সখি আমার এই মিনতি মুরারিকে কহিবে, সুপ্রভু দোষ বিচার করিয়া রোষ করে। ৫-৬

(বলিও) সে নাগরী, তুমি গুণনিধান, অল্প কারণে বহু অভিমান (সাজে না)। ৭-৮

পূর্বের পরিপাটী (পূর্বে কেমন সুন্দরভাবে প্রেম হইয়াছিল) ভুলিলে কেন? লতাকে (প্রেম-লতাকে) লালন পালন করিয়া (শেষে) কাটিলে কি ফল? ৯-২০

৫১০

মধুরজনী (তাহার) সঙ্গে কাটাইব, মনে কত আশা ছিল। বিধির বিড়ম্বনায় সমস্ত নষ্ট হইল, বহু শক্রজন হাসিতেছে। ১-২

হে সুন্দরি, কান্ত বিশেষ (প্রভেদ, তারতম্য) বুঝে না। খলের বচনে উচিত (যাহা কর্ত্তব্য) ভুলিয়া গেল, যাহা অন্যায় তাহাতেও নিরপেক্ষ (রহিল)। যাহা অনুচিত, (খলের কথায়) তাহারও প্রতিবিধান করিল না। ৩-৪

কত গুরুজন, পরিজন, প্রহরী জাগিয়া আছে, (তথাপি) এত সাহস করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম (অভিসারে), এইরূপ (গাঢ়) অনুরাগ ছিল। ৫-৬

৫১১

জাতকী, কেতকী কুন্দ, সহকার—যাহার প্রতি তাকায়, তাহারই গৌরব (যে ফুলে ভ্রমর যায়, সেই ফুলের গৌরব) ১-২

সব ফুলেরই পরিমল (আছে) সব ফুলেরই মধু আছে—অনুভব না করিলে ভাল মন্দ বুঝা যায় না। ৩-৪

হে সখি, তোমার বাক্য সুধামাখা (সুধায় ডুবানো), ভ্রমরের ছলে (দৃষ্টান্তে) প্রাণনাথকে বুঝাইবে। ৫-৬

অথবা আমার মিনতিতে বশীভূত (আয়ত্ত হইবে না; (কারণ) ভ্রমর নীরস কুসুম আগলাই থাকে না। ৭-৮

বৈভব গেলে ভালও মন্দের মত দেখায় (আমার সুদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন আমার ভাল কথাও মন্দ শুনাইবে) নিজের ব্যর্থতা (পরাভব) ঘটে এবং অপরে উপহাস করে। ৯-১০

৫১২

দুইটি মন মিলিত হইলে প্রেমের অঙ্কুরে দ্বিপত্র ত্রিপত্র হইল, শাখা পল্লব ফুলে ব্যাপ্ত হইল, দশদিকে (তাহার) সৌরভ গেল। ১-২

হে সখি, এখন কি কৃষ্ণ আসিবে? প্রেমের আশায় অবিবেচনাপূর্বক বাদ সাধিল কপটকে কে বিশ্বাস করিবে? ৩-৪

সুপ্রভু জানিয়া তুমি আনিয়া মিলাইলে; সোনায় মোতি গাঁথিলে। অন্ধ বিধাতা, সোনা ঝুটা (অন্ধ বিধাতার দোষে সোনা ঝুটা হইয়া গেল), (প্রেম তরুর) ছায়াও সতীনের মত পরিত্যাগ করিল। ৫-৬

৫১৩

প্রভুর বচন পাথরের রেখা ছিল (পাথরের রেখার ন্যায় অটল)। হৃদয়ে ধারণ করিলাম যে প্রভেদ (অন্যথা) হইবে না। ১-২

নাগর ও ভ্রমর—দুইয়ের রীতি এক। রস লইয়া তিক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করে। ৩-৪

সে প্রথমে বলিল 'তুমিই প্রাণ', শেষে পথের সন্ধানও রাখে না (এ পথই ভুলিয়া গিয়াছে) ৫-৬

যৌবন পর্যন্ত অনুবন্ধ রাখে। ভবিষ্যৎ বিষয়ে অধিক প্রবন্ধ (যত্ন দেখায়।) (আগে যে ফুল আছে, তারই দিকে অধিক মনোযোগ দেয়) ৭-৮

সে (ভ্রমর) বসিয়া কত মনোযোগ দেয় (যত্ন করে), অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মধুপান করে। ৯-১০

উড়িবার সময় ভর দেয় না (জানিতে দেয় না) সম্ভাষণও করে না। অগ্রে যে কুসুম আছে তাহাতেই অধিক অভিলাষ। ১১-১২

কি বলিব মা, অনেকেই বুঝে নাগর এবং ভ্রমর দুই-ই বিবেচনাশূন্য। ১৩-১৩

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরনারি শুন, মুরারি প্রেমের রসে বশীভূত হয়। ১৫-১৬

৫১৪

আমি কি সাঁঝের একেশ্বরী তারা, অথবা ভাদ্র-চতুর্থীর চাঁদ। এ দুইয়ের মাঝে আমার মুখ কোনটি? যে প্রভু একবার হাসিয়া (আমার মুখ) দেখে না।

[সন্ধ্যার একতারা এবং ভাদ্র চতুর্থীর নষ্টচন্দ্র দেখিতে নাই] ১-২

সখি, সখি, কৃষ্ণকে বল বল কপট করিও না আমার কি অপরাধ পড়িল? (কানাইকে সত্য বলিতে বলিও, আমার কি দোষ?) ৩-৪

(বলিও) আমি কখনও তোমার আনুগত্য ভুলি নাই (কখনও) মন্দ বলি নাই। স্বামার সঙ্গে প্রেমকে অনুরঞ্জিত করিয়াছি (বাড়াইয়াছি), (যেমন) চন্দ্রের সন্নিধানে কুমুদিনী (সেইরূপ) ৪-৫

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরযুবতি শুন, লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ মেদিনীতে মদনের সমান।

৫১৫

সকলে তাহাকে শ্যাম শ্যাম বলিয়া বলায়, (কিন্তু) শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না। আমার এমন প্রেমে বিধাতা ব্যাঘাত দিল, দ্বিগুণ দুরাশা (নিরাশা) রহিল। ১-২

হে সখি, কি কহিব, কহা যায় না, মন্দ সময়ের ফল গণনা করা যায় না, অস্থানে (অকারণে) কানাই কুপিত। ৩-৪

যদি ভ্রমেও কখনও তিনি লঘু বাক্য বলিয়াছেন, আমি তাহাতে জলে স্থলে (অর্থাৎ সর্বত্র) বেদের ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। সেই অনুপম প্রীতি পরাধীন হইল (শ্যাম অন্য রমণীতে অনুরক্ত হইল) জন্য ভাবিয়া খেদ থাকে। ৫-৬

যাহাতে এরূপ হয় (দীর্ঘকাল খেদ হয়) সেরূপ করিবে না, কবি রুদ্রধর ইহা কহিতেছেন। ৭-৮

৫১৬

যদিও চন্দ্র জলদ রুচি ধারণ করে (মেঘাবৃত হয়) তথাপি কুমুদকে আনন্দ দেয় (চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইলেও কুমুদিনী বিকসিত হয়) যদি বিধি বামও হয় (তথাপি) সুপুরুষের বচন কখন বিচলিত হয় না। ১-২

মালতি, তুই ম্লান হইতেছিস কেন? কুসুমের মধুপান (হইতে) বিরত করিয়া আমি ভ্রমরকে (মাধবকে) আনিয়া দিব। ৩-৪

দুই চারিদিন অপরের প্রীতি সম্পাদন করিবে (তাহার পর) তোর সৌরভ স্মরণ করিবে। অপরের কথায় সে অনায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে (পরবশ হইয়াছে) সে সহজে ভুলিয়া যায় না। ৫-৬

৫১৭

যত যত অগ্নি জ্বলিবে সুবর্ণ (তত) অধিক নির্ম্মল হয়, নাগর কৌতুক করিয়া কোপ করিয়া অধিক প্রেম করে। ১-২

সজনি, মনে রোষ করিও না, বল্লভ আর্ত্ত হইয়া যাহা কিছু বলে তাহাতে তাহার দোষ নাই। ৩-৪

তোমাকে কত না অনায়ত্ত (অপরের বশীভূত নহে) দেখাইল, কত না দিব্য করিল। (তাহাতেও তুমি মান পরিত্যাগ করিলে না।) (কৃষ্ণ) অনঙ্গ নহে, (অর্থাৎ তাহার ত দেহাভিমান আছে) ভুজঙ্গ নহে যে বায়ু পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে! (তাহার যখন দেহ আছে তখন সে রসান্বেষণে আবার তোমার নিকট আসিবে।) ৫

সরস কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন, রস অবসান হয় নাই। ৭

৫১৮

(লোকের) দিন ভাল (কিংবা) মন্দ সব সময়ে থাকে না। বিধাতা (সব সময়ে) অনুকূল বা (সব

সময়ে) প্রতিকূল থাকে না। সম্পদ ও বিপদের ঠাঁই (কালে) যে ধৈর্য্য ধারণ করে, সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ। ১-২

মাধব, সকল অবধারণ করিয়া বুঝিলাম, যশ ও অপযশ দুই চিরকাল থাকে। আর (সব) দুইচার দিন থাকে। ৩-৪

আপনার কর্ম্ম আপনি ভোগ করি, বিধাতার কার্য্য রোধ করা যায় না, কাতর পুরুষ অবসন্ন-হৃদয় হইয়া মরে, সুপুরুষ অবসাদ সহ্য করে। ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, তিন ভুবনের মধ্যে এমন (শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়) আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই। লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ। ৭-৮

৫১৯

(রাধার উক্তি) যে বিদেশে বাস করে সে বরং ভাল, পথিক জনের নিকটেও তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যায়। ১২

প্রিয়তমের নিকটে বাস করিয়াও জিজ্ঞাসা করে না (কোন সংবাদ লয় না), এমন বিরহদুঃখ কেহ কি সহ্য করিতে পারে? ৩-৪

(সখীর উত্তর) ধনি, ধৈর্য ধর তোমার প্রিয়তম রসিক, অবশ্যই একদিন হাসিয়া (তোমাকে আনন্দ) দিবে। ৫-৬

(রাধার উক্তি) মধুর (আশ্বাস) বাণী কানে শুনি না, এখন নিশ্চিত আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস বুঝেন। ৯-১০

৫২০

মুখকমল করতললগ্ন, নয়নে নীর বহিতেছে, আভরণ, কুন্তল (ও) বস্ত্র বা মন সম্বন্ধে চেতনা নাই। ১-২

তোমার পথ চাহিয়া চাহিয়া চিত্ত স্থির নহে, পূর্ব প্রেম স্মরণ করিয়া শরীর দগ্ধ হইতেছে। ৩-৪

হে মাধব, (তুমি) কেমন করিয়া মান সাধিবে? বিরহিণী যুবতী (তোমার) দর্শন মাগিতেছে। ৫-৬

কমল জলমধ্যে, সূর্য গগন মধ্যে, চাঁদ কুমুদের অন্তরে (মধ্যে) কতদূর! ৭-৮

মেঘ গগনে গর্জ্জন করে, ময়ূর পর্বতশিখরে (তবু মেঘ দেখিয়া ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে), প্রেম কতদূর (-গামী) কয়জন জানে? ৯-১০

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্॥—কালিদাস

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, (ইহা) বিপরীত মান (মান নায়িকার হওয়া সম্ভব, নায়কের নহে), (দূতী কর্তৃক কথিত) রাধার বচনে কানাই লজ্জিত হইল। ১১ ১২

৫২১

ধনযৌবন রস রঙ্গ দশ দিন তড়িত-তরঙ্গের মত দেখায় (সেইরূপ শোভাশালী ও ক্ষণস্থায়ী)। ১-২

সুঘটনাও বিধি কুঘটিত করে, বিধাতা বক্র (হইলে) কি না করে? ৩-৪

মাধব, তোমার এই রীতি ভাল নহে, অবুঝ হইয়া পূর্ব প্রীতি দূর করিও না। ৫-৬

সুপ্রভুর পাশে (সহিত) সমাগম স্মরণ করিয়া সচকিতে আশা (পথ) দেখিতেছে। ৭ ৮

নয়ন জলধারা মোচন করে, বশে মন নাই, তার পরে না। ৯-১০

লক্ষ যোজন (দূরে) চন্দ্র বাস করে, তথাপি কুমুদিনী আনন্দ (প্রকাশ) করে ১১-১২

যাহার সহিত যাহার রীতি, দূর হইতে দূরে গমন করিলে দুই গুণ প্রীতি (হয়)। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, প্রতিশ্রুত কথা সুপ্রভু পালন করে। ১৫-১৬

লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ (রস) জানেন। ১৭-১৮

৫২২

বড় জন যখন প্রীতি করে কোপবশতঃ প্রেমরীতি পরিত্যাগ করে না। ১-২

কাক (ও) কোকিল এক জাতি, ভীমরুল ও ভ্রমর (দেখিতে) এক রকম। ৩-৪

স্বর্ণ ও হরিদ্রায় কত প্রভেদ (যদিও তাহাদের বর্ণ এক প্রকার); গুণেতেই উচ্চ ও নীচ বুঝিতে হয়। ৫-৬

মণি কর্দম মিশ্রিত হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ যায়? ৭-৮

কিমপৈতি রজোভিরৌর্বরৈ
রবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা। —মাঘ

বিদ্যাপতির (কথায়) মনোযোগ কর, সুপুরুষ শেষ পর্যন্ত (ক্লেশ) দেয় না ৯-১০

৫২৩

প্রথমে তোমার প্রেমগৌরবগর্বে বাতুল হইল, অধিক আদরের লোভে লুব্ধ হইল, সেই জন্য রতি-কেলিতে বঞ্চিত করিল। ১-২

মাধব, এক অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়া তাহাকে দেখ। তোমা বিনা যদি অমৃত পান করে, তথাপি রাই বাঁচিবে না। ৩-৪

কাল পরশু যে মধুর ছিল সে আজ তিক্ত হইল! (তিক্ত বলিয়া যদি ত্যাগ কর তাহা হইলে) অন্যে বলিবে যে পুরুষ নির্দয়, হঠাৎ (অকারণে) পিরীতি ত্যাগ করে। ৫-৬

তুমি যদি এখন তাহাকে ত্যাগ করিবে, ইহাতে অধিক মর্যাদা কি? তোমার বিহনে যখন জীবন ত্যাগ করিবে, সে বধ কাহাকে লাগিবে? ৭-৮

রাজপণ্ডিত কহিতেছেন, শত্রুও এক অপরাধ ক্ষমা করে, সিংহ ভূপতি জানেন যদুপতি রসিক, রাধা রমণী (সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা করা কর্তব্য)। ৯-১০

৫২৪

কোথায় গুঞ্জা কোথায় ফুল, কোথায় গুঞ্জা রত্নের তুল্য হয়। (কতএ কাচ রতন তূল—বোধ হয় অভিপ্রেত) ১-২

যে আবার (জিনিষের) ঠিক মর্ম জানে, সে রত্ন ছাড়িয়া কাচ কেনে না। ৩-৪

হে সুন্দর, উত্তর দাও, কোন কোন গুণে প্রেম পরীক্ষা করে?৫-৬

অনেক দিবস মান করিয়াছ, মধু ছাড়িয়া অন্ন দান মাগিতে নাই। ৭-৮

মুরারি এমন মুগ্ধ, অমৃত ছাড়িয়া গব্য ভোজন করে। ৮-১০

৫২৫

তোমার বিশ্বাসে (আশায়) কুসুমে শয্যা পূর্ণ করিল। বসন্তের রাত্রি, চন্দ্রের তেজ। ১-২

উৎকণ্ঠিত মন কোথায় না ধাবিত হয়? শূন্য নয়ন দশ দিকে ঘুরিয়া আসে। ৩-৪

হায় হায়! তোমার দর্শনের জন্য নাগরী রজনী জাগিয়া কাটাইল। ৫-৬

সুপুরুষ হইয়া রাগ করে না, মহৎ হইয়া কপট (হয়) এ বড় দোষ। ৭-৮

বিদ্যাপতি গুরু (মূল্যবান্) কথা কহিতেছেন, যে কুল রক্ষা করে সে অমূল্য। ৯-১০

৫২৬

রসিকের কথাই নাগরীর সর্বস্ব। ভাল লোক আদর করিয়া আনিয়া পরিত্যাগ করে না। ১-২

হৃদয়ে কপট, বচনে প্রিয়, ইক্ষু আপনার রসে ফাটিয়া যায়। (ইক্ষু কঠিন কিন্তু যখন ফাটিয়া পড়ে, তখন মধুর রস বাহির হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের কঠিন হৃদয় কিন্তু বচন মধুর।) ৩-৪

সখি, দেব (প্রভু) যখন ভুলিয়া গেল, তখন তাহাকে কি বলিবে? তোমার রূপে জগতে কে লুব্ধ না হয়? ৫-৬

পা ধুইয়া রোষে খায় না (অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু রাগে খাইল না;) অন্ধের হস্তে কিছু দিলে তাহাও হারাইয়া যায়। ৭-৮

তুমি কলাবতী সে অবিবেক, ভেক কমলের অমৃত রস পান করে না। ৯-১০

অকুলীনের সহিত সদ্ভাব করিলে। তাহা হইলে চতুরপনা কোথায় সাজে? ১১-১২

তোমার হৃদয়ে অভাব ছিল না, অগ্নি শীতল হয় কোথায় শুনিয়াছ? ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, কত শাস্তি সহিবে? যাহার যে স্বভাব তাহা বিচলিত হয় না। ১৫-১৬

৫২৭

পূর্ণিমার চন্দ্র যাহার মুখমণ্ডলের সেবা করে (ভৃত্যরূপে), নব অরবিন্দ যাহার নয়নের (নিকট)

নির্মঞ্ছন মাত্র (ফুল দিয়া আলাই বালাই দুর করিয়া যে ফুল ফেলিয়া দেওয়া হয়) ১-২

অধরের তুলনায় বান্ধুলী ফুলের স্তবকও নির্মাল্য (পূজার পরে যে ফুল পরিত্যক্ত হইয়াছে); তুমি কোথায় অমৃতের শলাকা (বর্ত্তি পাইলে (যাহার জন্য এত রূপবতী শ্রীরাধাকে উপেক্ষা করিলে)? ৩-৪

কলাবতী তোর রতির আশায় আসিল, তুই কোন অপরাধে (তাহাকে) পরিহার করিলি? ৫-৬

মদনের ধনু যাহার ভ্রুযুগলের (অনুচর), কোকিলের পঞ্চম গান যাহার সুমধুর কণ্ঠস্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, যাহার দর্শনানুরাগ তুমি প্রয়াগতীর্থ মনে করিয়া অনলঝম্প করিলে (অর্থাৎ আগুনে ঝাঁপ দিবার মত আবেগে নিমজ্জিত হইলে) ৭-১০

[প্রয়াগ বা ত্রিবেণী সঙ্গম = ভ্রূভঙ্গী, কলকণ্ঠ ও মনোহর রূপ]

তোর ভঙ্গুর ভাব অনুভব করিয়া আমার হৃদয় সংশয় ত্যাগ করে না। ১১-১২

সে কি অরসিকা, কিম্বা তুই কামনালেশশূন্য অথবা তোর স্বভাব অবসানশীল (অধিকদিন তোর মনের এক ভাব থাকে না)? ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সন্দেহের কথা বলিও না, সুপুরুষের বচন পাষাণের রেখা। ১৫-১৬

সৌভাগ্যে অগ্রগণ্য লখিমাদেবীর বল্লভ নৃপ শিবসিংহ দেব এই রস জানেন। ১৭-১৮

৫২৮

প্রথমে কত যত্ন প্রকাশ করিলে, সেই জন্য পরনারীকে আনিলাম। বলিলে এক, পরিণতি হইল অন্য, এখন চরম সীমা হইল। ১-২

মাধব, এখন তোর রীতি বুঝিলাম এবার বলপূর্বক চৈতন্য হইল, পুনর্বার প্রতীতি করিব না। ৩-৪

পথ চাহিয়া, শূন্য সঙ্কেত-স্থানে সুন্দরী নাগরী নিশি জাগিয়া রহিল; যাহা ফলে নির্বাহ করিতে পার না, তাহা কিসের জন্য কর? ৫-৬

৫২৯

যে বুদ্ধিমান, তাহাকে নিবেদন করিতে (জানাইতে) হয়, জলের গুণেই ফল হয় (অর্থাৎ রসিক জনের নিকট মনোবাঞ্ছা জানাইলে তাহাতেই ফল আছে)। ১২

তোর কথায় (প্রেম) সমাপন করিলাম, কাহারো মুখ বেদ উচ্চারণ করে না। ৩-৪

তুই বহুবল্লভ, আমিই নির্বোধ; তাহারও কুলধর্মের হানি হইল। ৫-৬

তোর জন্য যাতায়াত করিলাম; অনায়াসে রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। ৭-৮

সকল কাজ সংশয়পূর্ণ এবং বাধিত হইল। এখন আর তাহাকে বলিয়া কি লাভ হইবে? ৯-১০

বিদ্যাপতি কবি-কণ্ঠহার কহিতেছেন, দূতীর সকল কথাই সার (সত্য) হইল। ১১-১২

৫৩০

তোমাতে ও তাহাতে উচিত প্রেমই হইল! (প্রেম) (মাঝে হইতে) আমাকে অপমান করিয়া গৃহে পাঠাইলে। ১-২

আমারও মতি অপথে গেল, দূতী দুধের মাছি হইল। (তুলিয়া ফেলিয়া দিলেই হইল!) ৩-৪

মাধব, কি বলিব, ভাল হইল, আমার যাওয়া আসা দূর হইল। ৫-৬

প্রথমে মধুর কথায় বলিলে, "তুমি সাবধান, তুমি চতুর"। ৭-৮

কাজ হইয়া গেলে রোষ বুঝাইতেছ (দেখাইতেছ) আপনার (আমার নিজের) দোষ, কহিয়া কি বুঝাইব? ৯-১০

৫৩১

বচন রচনা দিয়া (অনেক রকম কথা বলিয়া) রাইকে আনিলাম, সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ভুলিলে? ১-২

তুমি বড় নাগর, সে বড় মুগ্ধা, বিষের সহিত মিশাইয়া অমৃত পান করাইয়াছ। ৩-৪

যাও যাও মাধব, বেশ তোমার কাজ, যাহা বল তাহা সমস্তই ছলনা। ৫-৬

সুপুরুষ জানিয়া (রাধা) বিশ্বাস করিল, আকাশ-কুসুমে কে বিশ্বাস করে? ৭-৮

পুরুষ নিঠুর হৃদয় পরিচয় হইল (জানা গেল) পরের ধনের জন্য আপনারও (ধন) দূরে গেল। ৯-১০

আপনার মনে বিবেচনা করিল না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না, আপনার চরণে আপনি ঘা (কোপ) দিল। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ১৩-১৪

৫৩২

পরের নারীকে কত কঠিন দুস্তর (পথ) উত্তীর্ণ করাইয়া আনিলাম। ১ ২

তোমার (মাধবের) পক্ষে সেখানে (ফিরিয়া) যাওয়া সম্ভব (হইতে পারে), কিন্তু সে (সুকুমারী) এখন কোথায় ফিরিয়া যাইবে? ৩-৪

মাধব এমন উক্তি করিও না, আবার দূতীকে পাঠাইতে চাহিও। (আর দূতী যাইবে না) ৫-৬

আনিয়া ভুলিয়া যাও (এমনি তোমার) ভোলা ভাব, তোমার মন অত্যন্ত নির্লজ্জ। ৭ ৮

হাতের রত্ন কেহ কি ত্যাগ করে, কে তোমাকে নগরের নাগর বলে? ৯-১০

৫৩৩

সেখানে ধনী নিজ প্রিয়তমের নিকটে ছিল, এখানে তোর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আসিল। ১-২

এখানে অথবা ওখানে একও হইল (রহিল) না (পতির প্রেম হারাইল তোরও অনুরাগ পাইল না), মদন আনিয়া আহুতি করিয়া দিল (অগ্নিতে দগ্ধ করিল)। ৩-৪

শুন, মাধব, আমার বচন শুন, মূর্খ নিধি পাইয়া ত্যাগ করে। ৫-৬

তোর গুণসমূহ কহিয়া, কত অনুরোধ করিয়া, বুঝাইয়া (উহাকে) নিজ প্রিয়তমের নিকট হইতে আনিয়াছি। ৭-৮

তোর স্নেহ এমন (অত্যন্ত) শিথিল বুঝিলাম, এখন (তাহাকে) আনিতে আমার সন্দেহ হইবে। ৯-১০

এবার যদি আনিয়া পরিত্যাগ কর তাহা হইলে অপরেও অভিসারের কথা ছাড়িবে (অর্থাৎ আর বলিবে না) ১১-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন মুরারি, (আগে) দোষ বিচার করিয়া পরে ধনিকে পরিত্যাগ করিতে হয় করিও। ১৩-১৪

৫৩৪

মাধব, সুন্দরীর মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছে। ১-২

যে ঘরের বাহির হইতে পলায় (ভয় পায়), (আসিতে) তাহার সাহস কহা যায় না। ৩-৪

একে রাত্রি অন্ধকার (তাহাতে) পথ পিচ্ছিল, কুচযুগল কলসী করিয়া যমুনা পার হইল। ৫-৬

মেঘ বর্ষণ করিতেছে, সকল মহী (সমস্ত পৃথিবী) (জলে) পূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিষধর সরীসৃপ (সহসহ) বিচরণ করিতেছে। ৭-৮

এমন ভয়ানক রাত্রি গণনা করিল না, জীবনের অপেক্ষা অধিক কি শাস্তি? (অভিসারের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত) ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন দুইজন মনে বুঝিযাছে। কমল কি ভ্রমরের জন্য বিকসিত হয না? ১১-১২

৫৩৫

মাধব, সুমুখীর সমাধান (মনস্কামনা পূর্ণ) কর। সুন্দরী তোমার অভিসারে যত (সহ্য) করিয়াছে, অপর কোন কামিনী সেরূপ করিতে পারে? ১-২

মেঘ বর্ষণ করিতেছে, ধরণী জলে পূর্ণ হইয়াছে। রজনী ভয়ঙ্করী, তথাপি ধনি তোমার গুণ মনে গণিয়া (স্মরণ করিয়া) চলিল; তাহার সাহসের সীমা নাই। ৩-৪

যাহার মন গৃহভিত্তিতে চিত্রিত ভুজঙ্গপতি (অজগর) দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাসিত হয়, সেই সুমুখী ভুজঙ্গের মাথার মণি হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া (পাছে আলোকে অপর কেহ অভিসারিণীকে দেখিতে পায়) হাসিতে হাসিতে তোমার পাশে আসিল। ৫-৬

হেরিয়া ফণি মণি দীপ জনু জানি
বাম কর দেই ঝাঁপিয়ে। —গোবিন্দদাস

নিজ প্রভু পরিহার করিয়া, বিষম নদী সন্তরণ করিয়া, (নিজের) শ্রেষ্ঠ কুলের গঞ্জনা স্বীকার করিয়া, নারী-শ্রেষ্ঠ তোমার অনুরাগের মধুর মদে মত্ত হইল, কিছু গণনা করিল না। ৭-৮

এই রসে রসিক, কুতূহলী, জ্ঞাতা সুকবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন, কাম (ও) প্রেম দুই একমত হইয়া থাকিলে কখন কি না করাইতে পারে? ৯-১০

৫৩৬

[এই পদের প্রথম পংক্তি ২৮৯ সংখ্যক পদের প্রথম পংক্তির সহিত অভিন্ন]

নিশীথে নিশাচর ভ্রমণ করিতেছে, ভীম ভুজঙ্গ, গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, দুস্তর যমুনা নদী, তাহা বাহুদ্বারা-উত্তীর্ণ হইয়া আসিল, এতই তোর (প্রতি) স্নেহ। ১-২

চাহিয়া হাস, সম্মুখে শশী উদিত হউক, অমৃতের ধারা বৃষ্টি হউক। ৩

কত না দুর্জন, কত প্রহরী, অনুরাগের শত্রু। যুবতী-শ্রেষ্ঠ কাহারও কিছু ভয় গণনা করিল না, ইহার পর কি অভাগ্য (হইতে পারে)? ৪-৫

৫৩৭

অগুরু অঙ্গলেপন মুছিয়া মৃগমদ রস গলাইয়া অঙ্গে অনুলেপন করিল। অন্ধকারে মিলিয়া চলিল, (নীল) কাচে মসীরেখার ন্যায় নিমেষে অলক্ষ্য হইল। ১-২

হে মাধব, হরষিত হইয়া ধনিকে দেখ, যেন মহীতলে চন্দ্র কলঙ্ক মিটাইয়া উদিত হইল, শশিমুখী পরম শঙ্কিতা হইয়া ঘরে গুরুজনকে দেখিয়া কতবার ফিরিয়া গেল। ৩-৪

তোমার গুণসমূহ কহিয়া, সুমুখীকে বিশ্বাস দিয়া অশক্য (অসাধ্য) সাধন করিলাম। সেইরূপ করিয়া পাঠাইবে যাহাতে তুমি পরের ধন বিনাপ্রয়াসে প্রাপ্ত হও (রাধা অনুরাগিনী হইয়া আবার স্বয়ং আসে)। ৫-৬

মহামতি মদনকে শতজন্ম জপ করিয়াছ (মদনের তপস্যা করিয়াছ), আজ বিধাতা সফল করিল।

বিদ্যাপতি কংসনারায়ণ ও সুরমা দেবীর সম্মুখে কহিতেছেন। ৭-৮

৫৩৮

হে গুণবতি রাধে, (আমার) কোন অপরাধে পরিচয় পরিত্যাগ কর? (কথা কহিতেছ না)। ১-২

গগনে কত তারা উদিত হয়, চাঁদের আর অন্য (দ্বিতীয়) নাই। ৩-৪

একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি।

—চাণক্য।

অন্য বিশেষ করিয়া কি কহিব, লক্ষ লক্ষও (তোমার তুলনায়) গণনা করি না। ৫-৬

শুনিয়া ধনির মন ও হৃদয় আকুল হইল এবং উভয়ে মনে মনে পরিতৃপ্ত হইলেন। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন মিলন হইল। শুনিয়া সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। ৯-১০

৫৩৯

[৪৭৩ পদের টীকা দ্রষ্টব্য। সামান্য পাঠভেদ আছে।]

৫৪০

কুলকামিনী হইয়া কুলটা হইলাম, ভবিষ্যৎ কিছু গণনা করিলাম না। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার অধীন হইলাম, এখন তুমি প্রবস্তু (প্রতিকূল) হইয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে। ১-২

মাধব, প্রেম যেন পুরাতন না হয়, নব অনুরাগ শেষ পর্যন্ত রাখিবে, যাহাতে আমার সম্মান না নষ্ট হয়। ৩ ৪

সুমুখীর কথা শুনিয়া মনে বিবেচনা করিয়া মাধব অপরাধ অঙ্গীকার (স্বীকার) করিল। কবি বিদ্যাপতি কহেন, সুপুরুষের সহিত প্রেম শেষ পর্যন্ত বাধা রহিত হয়। ৫-৬

৫৪১

মাধব, জগতে কে না জানে, যদি কেহ আর্ত্তিতে আকুল হইয়া আসে, বড় (মহৎ ব্যক্তি) প্রতিকার করে। ১-২

আমি ভাবিনী (প্রেমবতী-নায়িকা) ভাদ্র নিশীথে সুপুরুষ জানিয়া আসিলাম, তুমি সুনাগর, গুণের শ্রেষ্ঠ, সকল কামনা পূর্ণ হইবে। ৩-৪

মনে কত মনোরথ ছিল, সকল তোমায় নিবেদন

করিব, পূর্ব পুণ্যের পরিণাম (ফল) পাইলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জিজ্ঞাসা কর না। ৫-৬

আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলে, মন ব্যাকুল হইল। যখন পরের মঙ্গলে তুমি উদাসীন, তখন কি যুগ উলটিয়া গেল না? (অর্থাৎ যেন কত যুগ পরিবর্তন হইল) ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই কথা শুনিয়া হরি হসিত বদনে ধনিকে দেখিলেন এবং সেই রস (প্রসিদ্ধ শৃঙ্গার রস) দান করিলেন। তখন সুন্দরীর সর্বাঙ্গ পুলকে (রোমাঞ্চে) ভরিয়া গেল। ৯-১০

৫৪২

মাধব আসিয়া যে গৃহে রাধা আছেন (তাহার) কবাট মুক্ত করিলেন, বস্ত্র খুলিয়া অর্দ্ধ মুখ দেখিলেন, যেন অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইল। ১-২

রাধা সলজ্জ বচনে মাধবকে কহিলেন, যৌবন, রূপ, কলাগুণে কোন নাগরী আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ৩-৪

আমি কর্পূর খণ্ড (চীর কপূর) দিয়া পান সাজিলাম। পায়সও পক্বান্ন (রাখিলাম)। সকল রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। আমার গর্ব টুটিয়া গেল। ৫-৬

তুমি চঞ্চল চিত্ত, বিশ্বাসযোগ্য (থপলাখিত) নহ, তোমার মহিমা (প্রকৃতি) অতি গম্ভীর (দুর্বোধ্য)। তোমার কুটীল কটাক্ষ, মৃহু মৃহু হাসিয়া নিরীক্ষণ কর। তোমার ভিতরেও শ্যাম শরীর (কালো)। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, মনে অন্যরূপ মানিওনা (শ্যামকে কুটীল মনে করিও না)। রাজা শিবসিংহ লখিমা দেবীর বল্লভ। ৯-১০

গ্রীয়ার্সন এই পদের নিম্নলিখিত পাঠ ধরিয়াছেন :

অথ বিরহান্ত

রাধাকৃষ্ণ বিলাপ

মাধব জাএ কেবাড় ছোড়াওল
জাহি মন্দির বসু রাধা।
চীর উঘারি অধর মুখ হেরল
চান উগল ছবি আধা॥
চীর করপুর পান হম বাসলি
আওর সাঁঠল পকমানে।
সগর রৈনি হম বেসি গমাওলি
খণ্ডিত ভেল মোর মানে॥
মেথুরা নগর অটকি হম রহলহুঁ
কিঅ ন পাঠাওল দূতী।
মানিক এক মানিক দস পথরল
ওতহি রহল পহু সুতী॥
কমল নয়ন কমলা পতি চুম্বিত
কুম্ভকরণ সম দাপে।
হরিক চরণ ধ্যায় গাবথি বিদ্যাপতি
রাধাকৃষ্ণ বিলাপে॥ ৭৭ নং

৫৪৩

প্রেম দুজনের সকল (ব্যবহার) গুণ করিয়া দিল। (অর্থাৎ প্রেমের জন্য উভয়ে উভয়ের সকলই গুণ দেখিলেন এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন) মদন উভয়ের নয়নে যুগলকর অর্পণ করিলেন (মদনের প্রভাবে উভয়ের চক্ষে উভয় অতুলনীয় হইলেন)। ৩-৪

মুদল নয়ন যুগল কর দেল।

—পাঠান্তর।

৫৪৪

কানাই অমৃত সরোবরে ডুবিল। ২

(কানাই) যখন আলিঙ্গন চাহে; সুবদনীর তনু প্রেম ভরে যেন স্তম্ভিত হইল। ৩-৪

কানাই কোলে আগুলাইল, সঙ্কীর্ণ রস নির্বাহ করিল। ৭-৮

কানাই অল্প অল্প বদন চুম্বন করিলেন (তাহাতে) হৃদয় সরস বিরস (যুগপৎ হর্ষ ও রোষ) হইল এবং চক্ষু অশ্রুভার যুক্ত হইল। ৯-১০

সাহস করিয়া পয়োধরে হস্তার্পণ করিল, তখনও মনে কাম হইল না। ১১-১২

যখন নীবিবন্ধ ছিঁড়িল তখন হরির সুখজনক অল্প কন্দর্পের উদ্রেক হইল। ১৩-১৪

তখন নাথের কিছু সুখ (হইল); বিদ্যাপতি কহেন, সুখ কি দুঃখ (বুঝিতে পারি না)। ১৫-১৬

৫৪৫

মানিনীর দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ হইল। ২

দুইজনের মনের মধ্যে মনসিজ প্রবেশ করিল। (দুইজনের হৃদয় কন্দর্পের অধীন হইল)। ৬

৫৪৬

শাশুড়ীর কথায় আমি (যোগীকে দিবার জন্য) ভিক্ষা লইয়া গেলাম; আমার মুখ দেখিয়া (যোগী) গদ্‌গদ হইল। ৫-৬

(যোগী) কহে, তোমার মানরত্ন আমাকে (ভিক্ষা) দাও (আমি অন্য ভিক্ষা লইব না), তখন আমি বুঝিতে পারিলাম সেই সুকপট (মাধব)। ৭-৮

তখন যাহা কিছু কহিল (এখন) কহিতে লজ্জা (হয়); নাগররাজ কেহ জানিল না (চিনিতে পারিল না)। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহেন, (হে) সুন্দরি রাই, (তাহার) সে চাতুরী তুই কি বুঝিবি? ১১-১২

৫৪৭

জটিলা শাশুড়ী তখন চীৎকার করিয়া বলিল, বধূ (এত) সময় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন? ললিতা কহিল, অমঙ্গল শুনিল (সেই জন্য) সতী (রাধা) পতিভয় (পতির অমঙ্গল) নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছে। ১-২

(ললিতার কথা) শুনিয়া জটিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, (বধূর) কি অমঙ্গল ঘটিল? (হে) যোগি, বধূর হাত ধরিয়া দেখ, কি অমঙ্গল আমাকে কহ। ৩-৪

যোগেশ্বর পুনরায় বধূর হাত ধরিয়া (দেখিয়া কহিল) বনদেবতা কুশল করিবেন! (হাতের) এই একটি রেখা বক্র ও শঙ্কাযুক্ত, বনে পশুপতির সেবা (পূজা) কর (তাহা হইলে ভাল হইবে)। ৫-৬

(যোগী কহিতেছে) পূজার মন্ত্রতন্ত্র অনেক আছে, এ (ইহ) তাহার কিছুই জানে না। জটিলা কহে, অন্য গুরু কোথায় পাইব, তুমি ইহাকে বীজ মন্ত্র দান কর। ৭-৮

জটিলা (এই কহাতে) দুইজনে গৃহে প্রবেশ করিল দুইজনে এক ঠাঞি (একত্র) হইল। মন্মথ দুই জনকে মন্ত্র পড়াইল, দুইজনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ৯-১০

পরে (পুন) দুইজন ঘর হইতে বাহির হইল, জটিলার সঙ্গে (যোগী) কথা কহিল যখন এই গোরী (সুন্দরী) (পশুপতি) অর্চনায় যাইবে (তখন) বিশ্ববাদের ঘরে রাখিয়া (যাইবে)। ১১-১২

(যোগী) এই কহিলে (পর) সকলে গোরীর চরণে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিল। বিদ্যাপতি কহেন, নটবর শেখর মনস্কামনা সাধিয়া চলিল। ১৩-১৪

৫৪৮

আমি অতি মানিনী হইয়াছিলাম। নাগর নাগরী হইয়া (সাজিয়া) আমার মান ভাঙ্গিল ১-২

বক্ষে পয়োধর করিয়া (কৃত্রিম পয়োধর গড়িয়া) হার পরিল। ৭

চলিবার সময় প্রথমে বামপদ (ভূমিতে) ফেলিল; চলিবার (সময় প্রথমে বামপদ উত্তোলন করা স্ত্রী-লক্ষণ)। (নাগরের নাগরী রূপ দেখিয়া) কন্দর্প ফুল-ধনুহস্তে (শর নিক্ষেপ সার্থক হইবে ভাবিয়া) নাচিতে লাগিল। ৯-১০

সেই তনুর সরস স্পর্শ যখন হইল, মানের গর্ব রসাতলে গেল। ১৩-১৪

নাসা স্পর্শ করিয়া (বিস্ময় লক্ষণ) আমি সংশয়ে রহিলাম। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সে সংশয় এতক্ষণে দূর হইল।

৫৪৯

মুকুট খুলিয়া ফেলিয়া সাঁথি সামলাইল (ঠিক করিল) কেশে বেণী রচনা করিল। ২

(মকর) কুণ্ডল খুলিয়া কর্ণফুল (লবঙ্গ) পরিধান করিল; কুঙ্কুম পঙ্কে শরীর ভরিল। ৪

(নাসা) বেসর দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, শতেশ্বরী (হার) পরিল। করকমলে সোনার চুড়ী (পরিল) ৫-৬

কাঁচলীর মধ্যে বদরীফল ভরিল, কুচের আরম্ভ মাত্র, এইরূপ বুঝাইল। (বর নাগর) লাল রঙের শাড়ী পরিল চোখে বঙ্কিম চাহনির শোভা (খেলিল) ৭-৮

শ্যামা বা কোকিলের (শ্যাম) কণ্ঠধ্বনি তুল্য (অথবা শ্যাম মিলনের পক্ষে হিতকর) সপ্তস্বরা বীণা লইয়া শুভ অনুকূল যাত্রা করিল। প্রথমে বাম চরণ তুলিয়া সুন্দর স্ত্রীলোকের গমনের লক্ষণ অনুকরণ করিল ৯-১০

ঐরূপভাবে যেখানে সুন্দরী একাকী দাঁড়াইয়া আছে

(সেখানে) উপনীত হইল। যন্ত্র তন্ত্র হস্তে লইয়া ঠিক করিতে লাগিল; কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। ১১-১২

তখন (সে) সুমধুর বীণা বাজাইতে লাগিল, (রাধা) তাহাকে প্রসন্ন হইয়া মণির মালা দিল। (রাধা মনে মনে কহিলেন) আমার যন্ত্রকুশল মোহন (কানাই) যন্ত্র এইরূপ মধুর (রসাল) বাজায়। ১৮

(আমার) নাম সুখময়ী, (ধাম) মথুরা, যদুকুল, (সেখানে) গুণী লোকের প্রতি রাজা পীড়ন করে। (সেইজন্য এখানে আসিতে হইয়াছে) ২২

ধনি বলিল তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রসন্ন হইলাম, যাহা ইচ্ছা (পুরস্কার) প্রার্থনা কর। সুন্দরি, আমার মনোভীষ্ট যখন জানিতে চাহিলে (তখন) মানরত্ন আমাকে (পুরস্কার) দেও। ২৩-২৪

(রাধা) হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া (মাধবের দিকে) পৃষ্ঠ দিয়া বসিল, কানাই ধনীকে কোলে করিল। ২৫

মান টুটিল, কত কৌতুক বাড়িল, ভূপতি বলেন, কে তাহার সীমা করিবে? ২৬

৫৫০

সখি, কৌতুকের সীমা কি কহিব? অলক্ষ্যে হাতে হাতে আমার সর্ব্বস্ব মান-রত্ন চুরী গেল। ১-২

মুক্ত কুন্তলভার (লইয়া) যখন আমি অবনত মুখে বসিয়াছিলাম, বক্ষের বসন সরিয়া গিয়াছিল, পায়ে সুতা ধরিয়া মুক্তামালা গাঁথিতেছিলাম। ৩-৪

লঘু লঘু পদক্ষেপে নূপুর পরিত্যাগ করিয়া সে (ধৃষ্ট) (ঢীঠ) কেমন করিয়া আসিল? সখীগণকে মাথার দিব্য দিয়া, (আমাকে বলিতে) নিষেধ করিয়া আমার পিঠের কাছে লুকাইয়া রহিল। ৫-৬

মৃগমদচন্দনের (গন্ধে) মন চঞ্চল হইল, গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া (আমি ফিরিয়া) দেখিতে, চিবুক চিকুর ধরিয়া মুখ সম্মুখে ফিরাইয়া মুখের সীমায় (অধরে) চুম্বন করিল। ৭-৮

ঘন ঘন চুম্বন করিয়া, দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়া রহিল। কবিশেখর কহেন, মদন শয়ন করিয়া আছে, চমকিয়া যেন জাগিয়া না উঠে! ৯-১০

৫৫১

[প্রথম দুইটি কলি কবির উক্তি; তাহার পরের দুইটি রাধার]

সকল সখীরা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। সুবদনার চিত্ত চমকিত হইল (একাকী মাধবের নিকটে রাখিয়া চলিয়া গেল বলিয়া) ১-২

নাসিকা স্পর্শ করিয়া সংশয়ে রহিল (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়)। বদনচন্দ্রে মন্দ মন্দ হাসি। ৩-৪

আমার তেমন মান কোথায় গেল? ৬

৫৫২

যে রমণী প্রিয়তমের উপর কোপ করে (তাহাকে) ধিক। যে সকল কুলকামিনী প্রেম লোপ (করে), (তাহাকে ধিক্) ১-২

ভাল লোকের মধ্যে অপযশ প্রচারিত হয়, প্রিয়-তমের মন হইতে অন্তরিত হয়। ৩-৪

একটি তারা কেহ দেখে না, আকাশে উঠিলে অমঙ্গল গণনা করে। ৫-৬

আপনার সুখ হরণ করিয়া মান করিও না, কবিবর বিদ্যাপতি এই কহিতেছেন। ৭-৮

৫৫২

কুসুমবাণের বিলাসকানন (তুল্য) কেশে সিন্দুর রেখা, যেন নিবিড় রুচির নীরদে অরুণ আপনার দেহ প্রদর্শন করিতেছে। ১-২

আজ ত্রিভুবনসার গজেন্দ্রগমনা যুবতী দেখিলাম। যেন কামদেবের বিজয়লতা বিধির সংসারে বিহার করিতেছে। ৩-৪

শারদ শশধর সদৃশ সুন্দর বদন, চঞ্চল লোচন; নির্ম্মল সোনার কমলে চড়িয়া যেন খঞ্জন-মিথুন খেলা করিতেছে। ৫-৬

নব পল্লব (তুল্য) মনোহর অধর, দশন দাড়িম্ব-জ্যোতি যেন সুধারসসিক্ত বিমল প্রবাল-দলে (অধরে) গজমুক্তা ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ৭-৮

মত্ত কোকিল বেণু বীণানাদ ত্রিভুবনে (যাহা) শোভিত হইতেছে, মধুর হাসিতে (সে সকল) সাজাইয়া আনিয়া বচন বিলাস করে। ৯-১০

সুমেরু তুল্য পয়োধর, (তদুপরি) মহামূল্য মুক্তাহার, হেমনির্মিত কৈলাসে যেন নির্ম্মলধার গঙ্গা। ১১-১২

করভের কোমল শুণ্ডের (ন্যায়) সুশোভন জঙ্ঘাযুগলের আরম্ভ, মদন মল্লব্যায়ামের জন্য সুবর্ণের স্তম্ভ (দ্বয়) গঠিয়াছেন। ১৩-১৪

এই সুকবি কণ্ঠহার (শ্রীমতীর) রূপ যথাযথ ভাবে গাহিলেন, লখিমাদেবীর কান্ত রাজা শিবসিংহ জানেন। ১৩-১৪

৫৫৩

কুন্দ ও ভ্রমরের মিলনতুল্য নয়নে অনঙ্গ জাগিবে, ভঙ্গিম অঙ্গ-বিভঙ্গে আশা দিয়া অনুরাগ বাড়াইবে। ১-২

হে সুন্দরি, উপদেশ ধরিয়া ধরিয়া (বুঝিয়া) সুললিত বাণী শুন শুন, কিছু নাগরীপনা কহিতে (শিখাইতে) চাই, কহিলে চতুরা বুঝে। ৩-৪

কোকিলকূজিত কণ্ঠে বসাইবে, ঋতুরাজের শোভা বর্দ্ধন করিবে, মধুর হাসির দ্বারা মুখমণ্ডলকে মণ্ডিত করিবে, একঘড়ি (কিছুক্ষণ) লজ্জা ত্যাগ করিবে। ৫-৬

গাঢ় আলিঙ্গনে ছল করিয়া কাতরতা প্রদর্শন করিবে, কোপ করিয়া (যখন) প্রবোধিত হইল মনে করিবে, (তখন) কিছুক্ষণ মান করিবে না। ৬-৮

অর্দ্ধ-মুদিত লোচনে দেখিয়া, (নাগরের) তুল্য স্বেদযুক্ত অঙ্গ দেখাইবে, প্রিয়তমকে নখাঘাত করিয়া মণিবন্ধ ছাড়াইবে, সুরতে কেলি বাড়াইবে। ৯-১০

একবার যে মন্মথ যুদ্ধ করিয়াছে তাহাকে যে (রমণী) রসের কথা কহিয়া আবার যুদ্ধ করাইবে, যে ভাব (রতি) শেষ হইয়াছে, যে রমণী তাহা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবে, সেই নারী কলাবতী (রসজ্ঞা) ১১-২১

শৃঙ্গার রস সরস কবি গাহিলেন, সকল রসজ্ঞ বুঝে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর কান্ত। ১৩-১৪

৫৫৪

সুন্দরী সখীগণের সঙ্গে ছিল। হঠাৎ কামিনীর অঙ্গ বিবসন হইয়া পড়িল। ১-২

ধনি বসন না দেখিয়া মুখ অবনত করিল এবং নিজ ভুজবল্লীতে কতবার লজ্জা নিবারণ করিতে চাহিল। ৩-৪

মন্মথের পাশ (ভুজযুগল) যেন জল (স্বেদবিন্দু) দিয়া দৃঢ় করিল। কাম (শিবের প্রতি পূর্ব্বের) ক্রোধে যেন শম্ভুকে বাঁধিল। ৫-৬

বিধাতা চন্দ্রমণ্ডল ও মুখশশী দুই তুলাদণ্ডে ওজন করিবেন মনে করিলেন। ৭-৮

গুণের ভারে আনন (মুখশশী) নত হইল (বেশী ভারি হইল)। সেইজন্য চন্দ্র চমকিত হইয়া তখন আকাশে গেল (পলায়ন করিল)। ৯-১০

৫৫৫

রাধার মুখের দিকে (কৃষ্ণ) চাহিয়া রহিলেন। (সাত্ত্বিক) ভাবে অঙ্গ পূর্ণ হইল। তিনি ধ্যান ধরিয়া (অনিমিষে) রহিলেন। ১-২

[অশ্রু, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, পুলক প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব]

(রাধা) কৃষ্ণের অধরসুধা পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। (ইহা) দেখিয়া সখীগণ (আনন্দের আতিশয্যে বাঁচে কি না বাঁচে (জীবন জীব) (অথবা) সখীগণের প্রাণ বাঁচিল (জীবন জীব) ৩-৪

৫৫৬

যে সুন্দর মুখ জগতে অতুলনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহার প্রসাদে কাম জগৎ জয় করে। ১-২

সে মুখ কি এই দর্পণে প্রতিফলিত হইল? নিজের পরাভব নিজেই ঘটাইলে? (দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া ভুলিলে, কিন্তু ঐ প্রতিবিম্ব কি তোমার মুখের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে?) ৩-৪

তুমি অতি রসিক; লক্ষ (রমণীর প্রাণ) বধ করিতে তুমি সমর্থ। (দর্পণে) নয়নকটাক্ষ (দেখিয়া) তুমি অবশ হইলে? ৫-৬

যাহার যে গুণ সে তাহা জানে না। লৌহকার কি (তাহার নির্মিত) কৃপাণের গুণ চিনে? ৭-৮

৫৫৭

দুজন দুজনের মুখ দেখিয়া সংশয়ে পড়িলেন। রাই বলেন এ তমাল; কৃষ্ণ বলেন, এ চাঁদ। ১-২

দুজনের দেহ চিত্রিত পুত্তলির ন্যায় (স্থির) রহিল। জানিনা কেমন প্রেম, কেমন ইহাদের স্নেহ! ৩-৪

সখি, দুজনের ব্যাপার দেখ দেখি। নিজের নিকটেই অথচ কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। ৫-৬

ধনি বলেন, আমি সমস্ত কাননময় শ্যাম দেখিতেছি। আমার দশা কি হইবে, সে কি তাহা ভাবিবে? ৭-৮

নাগর কানাই চমকিত হইয়া দেখিতেছেন, প্রতি তরুতলে রাই দাঁড়াইয়া আছেন। ৯-১০

যখন দুজনে দুজনের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া জানিলেন, তখন দুজনের হৃদয়ে প্রেমবন্যা প্রবেশ করিল। ১১-১২

৫৫৮

দুইজনের রসপূর্ণ তনু, গুণের সীমা নাই; দুইজনের যোগ লাগিল, জোড়া ভাঙ্গে না। ১-২

কে না কত রকম উপায় (দুরভিসন্ধি) করিল, দুইজনের (মধ্যে) ভেদ (বিবাদ) করাইতে পারিল না। ৩-৪

সকল পৃথিবীময় খুজিলাম, দুগ্ধ ও জলের তুল্য (এমন) স্নেহ দেখি নাই। ৫-৬

যদি কেহ কখনও অগ্নির মুখে আনিয়া দেয় (আগুনে দুধ ও ক্ষীর বসাইয়া দেয় এবং) দণ্ড দিয়া জল শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করে, তখনই ক্ষীর তাপে উথলিয়া পড়ে এবং বিরহবিচ্ছেদ-ভয়ে পূর্বেই (অগ্নিতে) ঝাঁপ দেয়। ৭-১০

যদি কেহ তাহাতে জল আনিয়া দিল, বিরহ বিচ্ছেদ তখনি দূরে গেল (দুধ উথলিয়া পড়িবার সময় জল দিলে আর দুধ পড়িয়া যায় না, যেন জলের মিলনে দুগ্ধ তৃপ্তি লাভ করে)। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন সুন্দর স্নেহ এইরূপ, রাধা-মাধবে এইরূপ প্রীতি। ১৩-১৪

৫৫৯

রাধার মুখ দেখিয়া কানাই আনন্দিত হইল। যেমন চন্দ্র দেখিয়া জলধি উচ্ছলিত হয়। ১-২

কতই অভিলাষ (ও) কৌশল করিয়া রাধা ও কানাই কুসুমশর মদনের সহিত যুদ্ধ করিল। ৩-৪

(উভয়ের) তনু পুলকে পূর্ণ হইল, হৃদয়ে উল্লাস (উল্লাসে হৃদয় পূর্ণ হইল)। চক্ষু ঢুলু ঢুলু, লঘু লঘু হাসি (দেখা দিল)। ৫-৬

দুইজনে অত্যন্ত বিদগ্ধ, প্রেম অসীম, রসের আবেশে নিজ (নিজ) দেহ বিস্মৃত হইল। ৭-৮

আলিঙ্গন-কেলিতে হার ছিন্ন হইল। মৃগমদ ও কুঙ্কুমের পরিমল দূর হইল। ৯-১০

ক্ষুধার্ত ভ্রমর (মাধব) অধরমধু নিঃশেষে পান করিয়া মতোয়ারা (হইল), কুসুম নিষেধ করিল না। ১১ ১২

৫৬০

রাই যখন হরির মুখপ্রান্ত দেখিল (লজ্জায় মুখের দিকে চাহিতে পারিল না) তখন নয়নযুগল ছল ছল হইল। ১-২

যখন প্রভু কাচুলির পাশ স্পর্শ করিলেন, তখন সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ হইল। ২-৩

মদনের উদ্দেশে মনোরথ পূর্ণ করিল। কবিশেখর বলিতেছেন, উৎকৃষ্ট প্রীতি।

৫৬১

হে সখি কানুর সঙ্গে প্রীতির (বিষয়) কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? এক জীবন, বিধাতা ভিন্ন ভিন্ন দেহ গড়িয়াছেন। ১-২

কওয়া কথা কতবার জিজ্ঞাসা করে। আমার মুখ দেখিয়া কি পায়, বুঝিতে পারি না। ৩-৪

ঘুমের আলস্যে যদি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করি, মানের ভয়ে (আমি রাগ করিয়াছি এই ভয়ে) মাধব ত্রাসিত হয়। ৫-৬

(বঁধুর) বক্ষঃস্থল ব্যতীত শয্যার স্পর্শ পাই না। (আমার) চর্বিত পান ব্যতীত পান খায় না। ৭-৮

(আমি) অন্যের সঙ্গে কথা কহিলে প্রাণে সহ্য করিতে পারে না। অন্যকে যদি সম্ভাষণ করি, তাহা হইলে (তাহার) জ্ঞান লুপ্ত হয়। ৯—১০

কবিরঞ্জন বলিতেছেন, শুন বরনারী, তোমার প্রেম-রসে মুরারি মুগ্ধ। ১১-১২

আমার দর্শন ও স্পর্শ ব্যতীত জীবন থাকে না (এই-রূপ) মনে করে, আমা ব্যতীত পিপাসায় জলপান করে না (পানি নাহি পীব) ১৩-১৪

৫৬২

অলক্ষ্যে গোপ (কৃষ্ণ) আসিল (আবার) চলিয়া গেল, বস্ত্র সরিয়া খসিয়া পড়িল, সামলান গেল না। ১-২

সে আমার অর্দ্ধমুখ দেখিল, চকোর চন্দ্রকে উচ্ছিষ্ট করিয়া চলিয়া গেল। ৩-৪

কানাই আমাকে দেখিল, আমি লজ্জিত হইলাম। তখনকার লজ্জা এখনও যায় নাই। ৫-৬

অর্দ্ধেকের অধিক অঙ্গ সঙ্কুচিত হইল, ভগ্ন মৃণাল দ্বিগুণ ভগ্ন হইল। ৭-৮

চন্দনে তনু লেপন করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম, বিরহের যাতনায় নিদ্রা হয় না। ৯-১০

রসের তত্ত্ব যদি কেহ বুঝে, অভিনব জয়দেব সেই ভাব কহেন। ১১-১২

৫৬৩

কাননে কানাই (আসিয়াছে এই কথা) আমি কানে শুনিলাম, (অমনি) আর এক রকম হইয়া গেল (আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম) যখন কানাইকে দেখিলাম মদন আমাকে হরণ করিল (আমার জ্ঞান হরণ করিল), তাহার বুদ্ধিকে কি কহিব ? (ভাল করিয়া রূপ দেখিতে দিল না)। ১-২

কর্পূরমিশ্রিত চন্দন (চন্দ্র = কর্পূর) আমি অঙ্গে লেপন করিলাম, তাহাতে অত্যন্ত তাপ (দাপ) বাড়িল। অধরের লোভে বিষধর (বেণী) নামিয়া আসিল, সাপকে আবার ধরিতে চাহিলাম। (বেণী মুক্ত হইয়া মুখের নিকট পড়িল আবার হাতে ধরিয়া তুলিয়া বাঁধিলাম)। ৩-৫

বিদ্যাপতি কহিতেছেন দুইজনের পুলকিত মন, মধুকর কেলিলুব্ধ (হইয়াছে)। কোমল কামিনী অসহ্য (মদনানল) কত সহ্য করিবে? যামিনী জীবন দিয়া গেল (রজনীতে মিলন হইল)। ৫-৬

প্রথম দুইটি কলির পর গ্রীয়ার্সনের অতিরিক্ত পাঠ—

সাত পাঁচ হম লীখি পাঠাওলি
বহুবিধি লিখনি বনাঈ।
সে পুনি নাথ পাঁচ কয় রখলহি
দুই ফেরী দেলহি মেটাঈ॥

মৈথিল পণ্ডিতদের সহায়তায় গ্রীয়ার্সন ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :

সাত = বিষ খাই মরব (৭ অক্ষর)
পাঁচ = নহি আয়ব (৫ অক্ষর)

অর্থাৎ না আসিলে বিষ খাইয়া মরিব তিনি পাঁচ রাখিয়া দিলেন (নহি আয়ব) কিন্তু দুই (নহি) মুছিয়া দিলেন। অর্থ হইল আয়ব।

৫৬৪

মুরারি উদ্যানে একটি ফলগাছ আনিলেন, (তাহাতে) যত্নপূর্বক সুবচন (স্বরূপ) জল সেচন করিলেন। ১-২

(বৃক্ষের) চারি পাশে শীলতার আলি বাঁধিলেন (তাহাতে) বৃক্ষ জীবন অবলম্বন করিল (বাচিল) এই নিশ্চিত করিলেন। ৩-৪

তাহাতে (সেই গাছে) অভিনব প্রেম (স্বরূপ) ফল ফটিল, লক্ষ স্বর্ণেও যাহার মূল্য হয় না ৫-৬

অতি অপূর্ব ফল পরিণত হইল; দুই জীব (রাধা ও মাধব) ছিল, এক হইয়া গেল। ৭-৮

দুষ্ট লোক (স্বরূপ) কাট উহাতে (ফলে) লাগিল না; সাহস করিয়া ফল দিল (ফল ফলে পরিণত হইল), বিধি নির্বাহ করিয়া দিল। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহেন, যত্নে (যত্ন করিয়া) যাহা ফলবান হয়, তাহাই সুন্দর। ১২

৫৬৫

সে অঙ্গনে আসিল, (তাহাকে দেখিয়া) আমি গৃহে চলিলাম (ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলাম)। ৩-৪

অঞ্চল প্রান্ত বিস্রস্ত (অধক) হইল। আমার বেণী খুলিয়া গেল। ৫-৬

ধৃষ্ট, চোর, নাগর স্বর্ণের কটোর (বাটী) পাইল। ৭ ৮

তাহাই (হেম কটোর) ধরিতে ধাবিত হইল এবং নখের আঘাতে (তাহা) ভাঙ্গিল। ৯-১০

চকোর চাঁদের উপর পতিত হইল এবং প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়িয়া গেল। ১১-১২

৫৬৬

ধরণীতে প্রবেশ করি যদি প্রকাশ (অবকাশ) পাই (দ্বিধা হয়)। ৬

(বিরলবসনা আমি) করদ্বারা কুচ ঢাকিতে গিয়া

অসমর্থ হইলাম। যেন মলয়পর্বতের চূড়া, বরফে ঢাকা পড়ে না। ৭-৮

চতুরের নিকট কি চাতুরী করিবে? ১২

৫৬৭

আমি একাকিনী হার গাঁথিতেছিলাম। আমার কুচযুগলের বসন স্রস্ত হইয়া খসিয়া পড়িল। ১-২

সেই সময় হাসিয়া হাসিয়া কান্ত আসিলেন। কুচ আচ্ছাদন করিব অথবা (শিথিল) নীবিবন্ধন বাঁধিব (এই গোলে পড়িলাম) ৩-৪

সুন্দরি, আজিকার কৌতুকের কথা কি বলিব? আমার যে লজ্জা প্রায় গিয়াছিল, প্রভু সেই লজ্জা রক্ষা করিল। ৫-৬।

ভাবভরে আমার সকল শরীর (স্তম্ভিত) হইল। কত না যত্ন করিয়া স্থির রাখিব, বল? ৭-৮

ব্যস্ত হইয়া আমার কুচ চাপিয়া ধরিল, (তাহাতে) সকল শরীর কত (নব নব) ভাব ধারণ করিল। ৯-১০

তখন উল্লাস গোপন করিতে পারি না। যেন মুদিত কমল হাসি ব্যক্ত করিতেছে। ১১-১২

বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ:—

একলি আছিনু হাম গাথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ লাজ রসাতলে গেল॥
করে কি বুতায়ব দুবহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমকি কাজ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

৫৬৮

(রাধা সখীকে কহিতেছেন), মাগো মা, আজিকার লজ্জা তোকে কি বলিব; জল দিয়া ধুইলেও যায় না। ১-২

(আমার) বিপুল নিতম্ব অতি ব্যক্ত হইল। ফিরিয়া কেশপাশ তাহার উপর দিলাম (দিয়া ঢাকিলাম) ৭-৮

(আমার) কুচযুগলের উপর (কৃষ্ণ) যখন দৃষ্টি দিলেন তখন বক্ষ মুড়িয়া হরির দিকে পৃষ্ঠ দিয়া বসিলাম। শঠ কানাই হাসিয়া মুখ ফিরাইল (আমাকে বিদ্রূপ করিবার ছলে)। ৯-১০

ধৃষ্ট মাধব হাসিয়া মুখ ফিরাইল। এক অঙ্গ ঝাঁপিতে গিয়া অন্য অঙ্গ ঝাঁপিতে পারা যায় না। ১১-১২

আবার ফিরিয়া কেন জলে প্রবেশ করিলি না? ১৪

৫৬৯

আমার প্রিয়তম বিদগ্ধ (কিন্তু) বিধি আমায় প্রতিকূল। ২

দারুণ শাশুড়ী সেই সময় জাগিয়া রহিল। ৪

আমার ঘর অন্ধকার, সখি কি বলিব প্রিয়তম (আমার) পার্শ্বে লাগিল (শয়ন করিল) (কিন্তু) কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ৫-৬

আমার হৃদয় (অনুরাগে) ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল (কিন্তু বঁধুর সঙ্গে) কথা কহিতে পাইলাম না। এই বড় মনের দুঃখ চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। ৭-৮

মুখ ফিরিয়া প্রিয়তমকে কেন হৃদয়ে করিলি (বক্ষে লইলি) না? ১০

৫৭০

শাশুড়ী কোলে আগলাইয়া ঘুমায়। তাহাতে (তথাপি) রতি-শঠ (মাধব) চুপি চুপি পৃষ্ঠে থাকে (আমার পৃষ্ঠের নিকট চুপি চুপি আসিয়া শয়ন করে)। ১-২

কতপ্রকার সংকেত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চাহে। আজিকার চাতুরী থাকে কি যায়! (ধরা পড়িতে হয় কি না, সন্দেহ-স্থল) ৩-৪

হে অবোধ নাথ, আর্ত্তি করিও না। এখন কথা কহা যায় না। (শাশুড়ী জাগিবে) ৫-৬

সঘনে নিশ্বাস সম্মুখের দিকে যায় না (তাহা হইলে শাশুড়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে)। হাস্য কিরণে দশন বিকশিত হইল (অন্ধকারেও হাসিতে দশন দেখা গেল)। ১১-১২

৫৭১

স্বপ্নে কুপুরুষের সহিত শয়ন করিলাম। ২

বড় সুপুরুষ বলিয়া ধাইয়া আসিলাম। অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিলাম। ৩-৪

আমাকে জাগাইল তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে এই রস বুঝিতে পারা যায় না। ভেক কুসুমমধুর কি জানে?

দূরাদ্ধাবতি পদ্মার্থং মধুলোভান্মধুব্রতঃ।
ভেকস্তন্নহি জানাতি তন্মূর্দ্ধ্নি পাদমুৎসৃজেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ১২৬ অঃ

[রাধা স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে মাধব আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন; নিদ্রাভঙ্গের পর কিছু দেখিতে পাইলেন না। সেই কথা সখীকে বলিতেছেন।]

৫৭২

দর্শনের জন্য লোচন দীর্ঘ (দূর পর্য্যন্ত) ধাবিত হয়; যেন দিনমণি কমলকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। ১-২

কুমুদিনী ও চন্দ্র একত্র স্থিতিপ্রাপ্ত হইল। কপটে মদনের বিকাশ (আবির্ভাব) গোপন করি। ৪-৪

সজনি, আজ মাধবকে দেখিলাম, লজ্জা মহিমা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ৫-৬

নীবি স্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, (আমার) দেহ (তাহার) দেহের শরণে লুকাইল। ৭-৮

আপনার হৃদয় অন্যকে বুঝানো যায়? সকল দিকে একা কানাইকে দেখি। ৯-১০

৫৭৩

যখন শয্যাপার্শ্বে যাই (তখন মাধব) মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসে। ১-২

তখন এমন ভাব উৎপন্ন হয় (যেন) জগৎ কুসুমশরে পূর্ণ। ৩-৪

সখি, কেলি বিলাসের (কথা) কি কহিব, প্রিয়তমের উল্লাসে আমি অনায়ত্ত হইলাম। ৫-৬

নীবি খুলিয়া দেয়, হার কাড়িয়া লয়, সীমা লঙ্ঘন করে মন বিকৃত (আকুল) করে। ৭-৮

প্রাণে স্নেহজাল বাড়ায়, সেই সঙ্গে অধরসুধা পান করে। ৯-১০

হরষিত হইয়া হৃদয়ের (বক্ষের) বস্ত্র হরণ করে, স্পর্শে শরীর অবশ করে। ১১-১২

তখন এইরূপ সাধ উৎপন্ন হয়, সম্মতিও দিই না, বাধাও দিই না। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহেন, হে চতুরে, নাগরীর কথা অমৃতমিশ্রিত। ১৫-১৬

৫৭৪

প্রথমেই চুরি করিয়া (গোপনে) নিকটে আসিল, ত্রাসে অঙ্গে অঙ্গ লুকাইল (আমি ভয় পাইয়া তাহার ক্রোড়ে লুকাইলাম)। ১-২

বাহির হইয়া (তাহার আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া) (নিজের অঙ্গ) দেখি, যেন চন্দ্রের ক্ষীণ রেখা। ২-৩

সজনি, পুরুষের কাজ কি কহিব, কৌশল করিতে তাহার লজ্জা নাই। ৫-৬

ইহা হইতে নারীর পাপ অধিক যে পরপুরুষের কলঙ্ক গণনা করে না। ৭-৮

এক ক্ষণে (মুহূর্ত্ত মাত্রে) সকল প্রকার রঙ্গ সাঙ্গ হইয়া যায়, যাহার যেমন স্বভাব সে সেইরূপ করে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ক্ষোভ করিও না, অবসর পাইয়া তোমার কামনা পূর্ণ কর। ১১-১২

৫৭৫

কুসুম শয্যায় একাকিনী শয়ন করিয়া ছিলাম, ফুলবাণ হস্তে কেবল মদন দোসর ছিল (আমার চিত্তে কন্দর্প জাগরিত হইয়াছিল)। ৩-৪

কুন্তল লইতে কুসুমমাল্য হরণ করিয়া লইল, আবার (তাহার বিনিময়ে) আমাকে বর্হ (ময়ূর পুচ্ছ) ও মালা দিল। ৯-১০

নাসিকার মুক্তা, কণ্ঠের হার কত কৌশলে যত্নপূর্ব্বক খুলিল। ১১-১২

প্রভু কাঁচলি খুলিতে বিহ্বল হইল, মন্মথ জাগিল, চোরকে বাঁধিয়া ফেলিল (অর্থাৎ চোর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল)। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তুমি রসবতী, প্রভু সব রস জানেন। ১৫-১৬

৫৭৬

হরি হার ধরিল, রাধা চমকিয়া পড়িল (উঠিল)। অর্দ্ধ (হার) মাধবের হস্তে, অর্দ্ধ কণ্ঠে রহিল। ১-২

ধনী কপট কোপে (মাধবের দিকে) দৃষ্টি ফিরাইল। হরি (রাধার) চন্দ্রমুখ দেখিয়া হাসিতে লাগিল। ৩-৪

মধুর হাসি গুপ্ত হইল না, তখন সুমুখী মুখচুম্বন দিলেন। (রাধা যে কপট কোপ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মুখের হাসি গোপন করিতে পারিলেন না, তখন সুমুখী হরিকে মুখচুম্বন দিলেন)। ৫-৬

করে কুচ ধারণ করিতে নারী (রাধা) আকুল হইল (তাহা) দেখিয়া মুরারি অধর-মধু পান করিল। ৭-৮

চামরের ন্যায় চিকুর হইতে কুসুমের ধারা ঝরিতে লাগিল। (আলিঙ্গনে রাধার মস্তক হইতে কুসুম খসিয়া পড়িতে লাগিল)। যেন অন্ধকার পান করিয়া নব তারা-রাজি বমন করিতে লাগিল। ৯-১০

৫৭৭

প্রথমেই কুচকুম্ভ স্পর্শ করে, অধর পান করিতে আরম্ভ করে। ১-২

তখন পুলকে পূর্ণ হইয়া মদনের পূজা করে। নীবিবন্ধ না খুলিলেও (আপনা আপনি) খুলিয়া যায়। ৩-৪

হে সখি, লজ্জায় তোকে কি বলিব, কানাইয়ের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্ না। ৫-৬

কেশভারে হার জড়াইয়া যায়, পীনপয়োধরে নখক্ষত লাগে। ৭-৮

বাহুর বলয় আলিঙ্গনের ভরে ভাঙ্গিয়া যায়, আপন অঙ্গ আপনার আয়ত্ত নয়। ৯-১০

৫৭৮

প্রথমেই সরস পয়োধরকুম্ভ স্পর্শ করিয়া আর্তিবশতঃ কত না আলিঙ্গন করে! ১-২

অধরে সুধারস দেখিয়া লুব্ধ হয়, দরিদ্রের হাতে রত্ন শোভা পায় না। ৩-৪

সজনি, কি কহিব, কহিতে লজ্জা হয়, আজ কানাইয়ের আয়ত্তে পড়িলাম। ৫-৬

নীবি স্রস্ত হইয়া কোথায় গেল, আপনার অঙ্গ অনায়ত্ত হইল। ৭-৮

হাত দিয়া কুচ গোপন করি, বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাকা যায় না। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সন্দেহ করিও না, হে সুন্দরি-স্নেহ মধুর অপেক্ষাও মধুর। ১১-১২

৫৭৯

রাধা ও মাধব পুনঃ পুনঃ কত প্রকারে আলিঙ্গন করে। যেন মেঘ ও বিদ্যুতের দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল। ১-২

মন্মথের ফাঁদ বদনে বদন ধরিল (মন্মথ বদনের ফাঁদ পাতিয়া আর একখানি বদন ধরিল) কিম্বা এক ঠাই যুগল চাঁদ বাঁধিয়া ফেলিল। ৩-৪

কেশ তিমিররাশি বিস্তার করিয়া ঘিরিয়া রহিল, ঘন ও দামিনীর রণে যে জয় লাভ করিবে তাহার উদয় প্রচার করিবে। ৫-৬

(এই রণে) অধর রাগযুক্ত এবং কুচ অতি কঠিন। বদন খণ্ডনের দণ্ড লাগিল (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বদন খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিলেন)। ৭-৮

মদন-মহোদধি হিল্লোলে উছলিয়া উঠিল। যেন দুই সমুদ্রের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। ৯-১০

৫৮০

জাগাইবার ভয়ে মৃদু মৃদু হস্তের স্পর্শে বসন দূর করিল। কনক কলসী ব্যক্ত হইল দেখিয়া নিজ মনোরথ পূর্ণ হইল। ৫-৬

প্রদীপের আলোয় হঠাৎ জাগিলাম এবং ভ্রমে কহিলাম 'চোর'। ভয়ে চোরের পার্শ্বে আঁধারে প্রবেশ করিলাম তখন সে (চোর) আমাকে কোলে করিল। ৭-৮

৫৮১

(আমার) কুন্তল-ভার প্রিয়তমের মুখ ঢাকিল, (যেন) ঘন অন্ধকার চাঁদকে ঘেরিল। ৩-৪

হে সখি, রজনীতে যাহা ঘটিল, তাহা কি বলিব, কামের কার্যে লজ্জা লজ্জা পাইল। ৫-৬

স্বভাবতঃ মাধবের নূতন নূতন প্রেম হস্তীর দন্ত যেন স্বর্ণে জড়াইল (হস্তীর দন্ত সুবর্ণ দিয়া বাঁধিলে যেমন সুন্দর হয়, নব নব প্রেমে সেইরূপ আনন্দ হইল)। ৭-৮

নিবিড় আলিঙ্গনে স্বেদজাল বিগলিত হইল শ্যাম এবং গৌরবর্ণের মধ্যে রেখামাত্র (স্বেদজালের) ব্যবধান রহিল। ৯-১০

৫৮২

বিধাতা ত্রিভুবনজয়কারি অপূর্ব্ব রূপের ধাম সুন্দরীকে গড়িয়াছেন। ১-২

শীলতার (নম্রতার) শীতল স্বভাবে যেরূপ থাকে তাহাতেই শোভা পায়। ৩-৪

মুখে মধুর বচন সিঞ্চন করে (কহে) ঈষৎ হাসিয়া যেন অমৃতের তরঙ্গ প্রসারিত করে। ৫-৬

দেখিতেই প্রাণ হরণ করে; প্রসন্নমনে আলিঙ্গন দান করে। ৭-৮

(তাহার) রতিরঙ্গরীতি কি কহিব! নিরন্তর বর্দ্ধিত প্রেম আরও বর্দ্ধিত হয়। ৯-১০

বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, গুণবান (পুরুষ) পুণ্যফলে গুণবতী ধনী পায়। ১১-১২

৫৮৩

দূরেই উরু স্থান গ্রহণ করিয়া রহিল, চরণ স্থলকমলের উপমা প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ পা উঠিল না, চলিবার শক্তি রহিত হইল)। ১-২

স্বেদবিন্দুতে দেহ পরিপূর্ণ হইল। সৌদামিনী-রেখায় মুক্তা ফলিল। ৩-৪

সঙ্কেত-নিকেতনে মুরারিকে দেখিয়া নারী আপনার অধীন রহিল না (আত্মহারা হইল)। ৫-৬

গৌরবর্ণ পয়োধর রোমাঞ্চিত হইল, দগ্ধ মদন তোর অঙ্গে (যেন) পুনরায় অঙ্কুরিত হইল (শিবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত মদন যেন তোর পুলক রোমের আকারে পুনরায় জীবিত হইয়া অঙ্কুরিত হইল।) ৭-৮

কথা কহিতে স্বরভঙ্গ হইল, কদলী-পত্রের ন্যায় অঙ্গ কাঁপিতেছে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কবিবর এই গাহিতেছেন, সকলের অধিক কন্দর্পের ভাব হইল।

৫৮৪

৬। সুপুরুষ নাহ তোহে মিলল মুরারি

—পাঠান্তর।

৫৮৫

কনক ধরাধরতুল্য সুন্দর পয়োধরে নাগর হস্তার্পণ করিল আমার মুখচন্দ্র স্বেদবিন্দুতে পূর্ণ হইল, কথা কহিতে কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইল। ১-২

সখি, আজিকার কৌতুক কি কহিব! (আমার) তনু পুলকিত হইল, চরণ চলে না, হেরিয়া আমার লজ্জা হরণ করিলেন। ৩-৪

হৃদয়ে হৃদয় দিয়া প্রভু নির্দয় হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দিলেন (করিলেন)। (আমার) নীবিবন্ধ শিথিল হইল, হার ছিন্ন হইল, কে জানে কেমন মন হইল। ৫-৬

যখন বঁধু হাসিয়া, আমার মুখচন্দ্র দেখিয়া, অধর-মধু পান করিল তখন আমার চৈতন্য হইল। কবি বিদ্যাপতি বুঝেন, শ্রীশিবসিংহ রস জানেন। ৭-৮

৫৮৬

সখি, সন্ধ্যার সময় যমুনাতীরে, উপবনে, কদম্বতরুতলে, কানাই আমাকে অঙ্কে করিয়া সম্মুখ মদনযুদ্ধ করিল, তাহার তুলনা কি কহিব! ১-২

মিলের জন্য ও মধুর প্রয়োগে কানরা, কানরি এরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধবলি সাওলি আওবি আওবি
কুকরি চলত কানরি

—নসির মামুদ (পদকল্পতরু)

কানাই আমাকে মিলিল (আমার সহিত তাহার দেখা হইল), (এ) কথা অন্যত্র বলিও না। বক্ষের বসন হরণ করিয়া, করে কেশ ধরিয়া (আমার) মুখ দেখিয়া অধর (মধু) পান করিল। ৩-৪

বার বার বিহ্বল হইয়া আমার কুচ স্পর্শ করিল, (নির্ধন যেন) সোনার বাটী পাইল। ৫-৬

ওরে যুবতি, যুক্তি (মর্ম কথা) বুঝিতে পারিয়াছিস্? মথুরাপতি দ্বিতীয় ভ্রমর, তোর অনুমানে (কথার অনুসারে) বিদ্যাপতি কহিতেছেন। রায় শিবসিংহ লখিমা দেবীর বল্লভ। ৬-৭

৫৮৭

চপলা যেন মেঘকে ঢাকিল, চন্দ্র (রাধার মুখ) নীল পদ্মকে (মাধবের মুখ) (ঢাকিল)। ২

ফণী (রাধার বেণী) মণিবর (মুক্তা) উদ্‌গীরণ করিতেছে, শিখিনী (মাধবের চূড়া) দেখিয়া অন্যত্র গেল। চূড়া খসিয়া পড়িল। সুমেরুর উপরে গঙ্গা কেবল তরল হইল। কুচের উপরে মুক্তাহার চঞ্চল হইল। ৩-৪

কিঙ্কিণী ও কঙ্কন (রাধার) মধুর ধ্বনি করিতেছে, নূপুর তাহা হইতেও অধিক। সুকাম-নৃত্য সমস্তই শীঘ্রগতি। এইরূপে সমস্ত শোভা পাইতে লাগিল। ৫-৬

নিজ পরিজনের (সখীর) নিকট গোপন কর না, ইহাই অনুমানে বুঝি। বিদ্যাপতিকৃত এই গীত তাঁহার (নন্দনন্দনের) কৃপায় হয়ত কোনজন গান করিবে!

৺সতীশচন্দ্র রায় অর্থ করিয়াছেন : (এই গীত) বিদ্যাপতির রচিত, তাঁহারই কৃপাতে (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক?) কোন ব্যক্তি (ভাষান্তরে?) ইহা গান করিতেছেন। এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে বক্তব্য, বিদ্যাপতির পদ ভাষান্তর করিয়া এভাবে অন্য কেহ তাহার সঙ্গে নিজের ভণিতার ইঙ্গিত করিতে পারেন না। ভাষান্তরে বিদ্যাপতির ভণিতাই স্থির রাখা সঙ্গত।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন (এই চরণে বোধ হয় পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে) বিদ্যাপতিকৃত এই গান তাঁহার কৃপায় কে না জানে? নগেন্দ্র বাবুর পাঠ :—

'বিদ্যাপতিকৃত কৃপায়ে তাহার
কে ন জানে ইহ গান॥' ৭-৮

৫৮৮

আজ আমার সরম ভরম সব দূরে গেল। সে (কানাই) আপনার মনোরথ পূর্ণ করিল। ১-২

আজিকার বিলাস (কেলি) সমস্ত বিপরীত হইল। ৩-৪

(যেন) জলধর (কৃষ্ণ) উলটিয়া পৃথিবীতলে পড়িল এবং তাহার উপরে সুন্দর পর্বতযুগল (পয়োধর) উথিত হইল। ৫-৬

আমি মরকতনির্মিত দর্পণ দেখিয়া উচ্চ নীচ বুঝিতে না পারিয়া সেইখানে পড়িয়া গেলাম। (কৃষ্ণের বক্ষে পতিত হইলাম) ৭-৮

পরে অনুমান করিলাম যে (মরকত দর্পণ নহে) নাগর কৃষ্ণ বটে। তাহার কথা শুনিয়া (সন্দেহের) শেষ হইল (সন্দেহ মিটিল)। ৯-১০

সে আবার বিবস্ত্রাকে (আমাকে) বস্ত্র দিল, লজ্জায় তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইলাম। ১১-১২

(সে আমাকে) মৃদুবীজন করিতে আমি নিদ্রিত হইলাম। ১৫

৫৮৯

কুচযুগ-রূপ চারু পর্বত হৃদয়ে পড়িতেছে জানিয়া প্রভু হস্ত দিল (হাত দিয়া ঠেকাইল)। ৩-৪

মুখে ঘামবিন্দু (উদিত হইয়া) সুন্দর শ্রী হইয়াছে কনককমলে যেন মুক্তা ফলিয়া গেল। ৭-৮

প্রভুর মুখের কথা (তিনি যাহা কহিলেন) বলিতে পারি না। চক্ষে চক্ষে মিলিতে দুই জনের মুখে হাসি (দেখা দিল)। ৯-১০

বিদ্যাপতি রসময় বাণী কহিতেছেন, নাগরী প্রিয়তমের অভিমত জানিয়া রমণ করে। ১১-১২

৫৯০

আলুথালু কেশপাশ মুখ শোভা বেষ্টন করিল। রাহু যেন চন্দ্রমণ্ডলে লুব্ধ হইয়া (অগ্রসর হইতেছে)। শ্রমজল-বিন্দু মুখের শোভা বিধান করিল। যেন মদন মোতি লইয়া চন্দ্রের পূজা করিয়াছে। ১-২

বিদ্যাপতিকৃত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থেও এই ভাব আছে :—"সখে মূলদেব অদৈকা রাজপুত্রী দুরগমন-পরিশ্রান্তা মত্তগজগামিনী মুক্তাফলৈঃ পূজিতচন্দ্রমণ্ডল-মিব শ্রমজলবিন্দুভিরলংকৃতং মুখং দধানা পত্যুঃ পশ্চাৎ গচ্ছন্তী ময়া দৃষ্টা।"১৪

৫৯১

চিকুর গলিত (মুক্ত) হইয়া মুখমণ্ডলে মিলিত (হইল), মেঘমালা (কেশ) চন্দ্রকে (মুখকে) বেষ্টন করিল। ১

সুন্দরি, তোর মুখ মঙ্গলদায়ক; বিপরীত রতিসময়ে যদি তুই (আমাকে) রক্ষা করিস (তাহা হইলে) হরি হর বিধাতা কি করিবে (তাহাদের কি প্রয়োজন)?

রতি বিপরীত সময়ে যদি রাখবি অর্থাৎ তত্ত্রসং যদি

স্তুগমসি তদা হরিহরাদয়ঃ কিং করিষ্যন্তি কিমুত তবাধীনোঽহম্—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা। ৩-৪

আলোলমলকাবলিং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎ কুণ্ডলং।
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং শীকরৈঃ॥
তন্ব্যা যৎ সুরতান্তভান্ত-নয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে।
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভি র্দৈবতৈঃ॥
—অমরু শতক।

বিলুলিতা আলোল অলকাবলীশোভিত চঞ্চল কুণ্ডল-ধারী, অল্প অল্প ঘর্মবিন্দুতে কিঞ্চিৎ তিরোহিত-নয়ন, তন্বীর মুখ তোমাকে চিরদিন রক্ষা করুক, হরিহরব্রহ্মাদি দেবতার কি প্রয়োজন?

একতিল জঘন সঘন রব করিতে (মদনের) সৈন্যের ভঙ্গ হইল। বিদ্যাপতি কবি ঐ রস গাহিতেছেন যমুনায় (মাধবের অঙ্গে) গঙ্গার তরঙ্গ (রাধার দেহ) মিলিল। ৭-৮

পদকল্পতরুর পাঠ:—

তলে একু জঘন সঘন রব করইতে হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি-পতি ও-রস গাহক যামুনে মীলল গঙ্গ তরঙ্গ॥

৫৯২

হে সখি, কি কহিব কিছু (বাক্য) স্ফূর্তি হয় না। নিকটে কি দূরে, স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, (তাহা) কহিতে পারি না। ১-২

বিদ্যুল্লতার তলে জলদ সাজাইল, ভিতরে সুরসরিৎ ধারা (মুক্তাহার)। চঞ্চল (আন্দোলিত) কেশ (রাধার মুখ শশী (ও) (ললাটের) সিন্দূর বিন্দু গ্রাস করিল (আচ্ছাদন করিল), চারিদিকে (মস্তকের মালা ছিন্ন হইয়া) কুসুম খসিয়া পড়িল। ৩-৪

বসন খসিয়া পড়িল, কুচগিরি উলটাইল, ধরণী (যেন) আনন্দে দুলিতে লাগিল। খরতর বেগে সমীরণ (নিশ্বাস) সঞ্চরণ করিল, ভ্রমরীগণ (অলঙ্কারসমূহ) রব করিতে লাগিল। ৫-৬

প্রলয় পয়োধিজলে দেহ ঝাঁপ দিল (কিন্তু) ইহা যুগের অবসান নহে। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বিপরীত (রতির) কথা কে বিশ্বাস করিবে? ৭-৮

৫৯৩

কুন্তলভার আলুলায়িত। (যেন) মূর্তিমতী শৃঙ্গার-লক্ষ্মীর অবতার। শৃঙ্গারলক্ষ্মী মূর্তিমতী স্বয়ং অবতীর্ণা (রাধামোহন ঠাকুর)। ১-২

৫৯৪

কেশের কুসুম মুক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, (যেন) অন্ধকার পূজা সমাপন করিয়া তারাপুঞ্জ ত্যাগ করিল (পূজার পর যেরূপ নির্মাল্যের ফুল পড়িয়া থাকে সেইরূপ) অন্ধকার (কেশ) পূজা সমাপন করিয়া নক্ষত্র (ফুল) ফেলিয়া দিল। ১-২

পয়োধরে মনসিজের আধি (অধিকার বা আক্রমণ) দেখিয়া শম্ভু সমাধি ধারণ করিয়া অধোগতি হইয়াছেন। ৩-৪

নারী শ্রেষ্ঠ বিপরীত রমণ করিতেছে, মুরারি রতিরস-লালসায় মুগ্ধ হইল। ৫-৬

নাথের লোচন নিমীলিত দেখিয়া কলাবতী চুম্বন-কেলি করিতেছে। ৭-৮

তাহাদের রূপের তুলনা (পরস্পর) তাহারাই। দুজনের যেমন স্বভাব, সেইরূপ মূল্য (আদর) হইল। ৯-১০

৫৯৫

বস্ত্র হরণ করিতে লজ্জা দূরে গেল, প্রিয়তমের কলেবর (আমার) বস্ত্র হইল। ১-২

নতমুখে প্রদীপ দেখিতে লাগিলাম, নয়ন মুদিত কমলের মধুপান করিল। ৩-৪

মন্মথ (রূপ) চাতক লজ্জা পায় না, অবসর পাইয়া অত্যন্ত উন্মত্ত হইল। ৫-৬

যে সকল (কথা) স্মরণ করিয়া মনে লজ্জা হয়, যত সব বিপরীত কাজ সে তাহাই করে। ৭-৮

হৃদয়ের আকুলতায় আমার অন্তর কম্পিত হয়, তোকে বলিয়াছি, আর কি বলিব। ৯-১০

৫৯৬

অলকের ভারে মুখ ঢাকে, যেন চন্দ্রমণ্ডলে অন্ধকার মিলিত হয়। ১-২

বিলোল হার লম্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে, আনন্দিত মদন (যেন) হিন্দোলা (দোলনা) খেলিতেছে। ৩-৪

প্রিয়তমের অভিমত মনে অবধারণ করিয়া নারীশ্রেষ্ঠ বিপরীত রতিতে অনুরক্ত হইল। ৫-৬

কিঙ্কিণীমালা মধুর বাজিতে লাগিল, যেন মদন-রাজের জয়তূর্য্য (বাজিতেছে)। ৭-৮

হর্ষপূর্ব্বক দেখিয়া অধর মধু পান করে, কুসুমশর কঠিন জীবকেও নম্র করে। ৯-১০

৫৯৭

সখি, রসিক যুগলের রস-রঙ্গ দেখ, পক্ষান্তরে আকাশ (বসন) নাই, অথচ মেঘও বিদ্যুৎ পরস্পর মিলিয়া রহিয়াছে। ১-২

রাধার বদনের মধুর মধু মাধব (আপনার) মুখরূপ পানপাত্র ভরিয়া আনন্দপূর্ব্বক (পান করিতেছে)। সরোবর নাই, অথচ চন্দ্ররসে (কৃষ্ণের মুখচন্দ্ররসে) ভিজিয়া কমল কি প্রস্ফুটিত হইল? ৩-৪

তুঙ্গ পয়োধর-কুম্ভ উরস্থল ত্যাগ করিয়া অদ্ভুত রীতিতে বিরাজ করিতেছে; ধরা নাই, অথচ কনক ধরাধর (পয়োধর) জলদ (শ্যামতনু)-ভয়ে ভীত হইয়া নমিত হইয়াছে। (বিপরীত রতি) ৫-৬

৫৯৮

সুবদনীর গৌরদেহ অমৃতের (খনি)। নাথ শ্যাম সুন্দর। জলদের উপরে তড়িৎ খেলা করিতেছে। সত্যই সেইরূপ আকার। ১-২

পৃষ্ঠের উপর ঘন কৃষ্ণ বেণী দেখিয়া মনে হয় যেন সুন্দর সুবর্ণপত্র (পৃষ্ঠ) করে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবাণ কন্দর্প (আত্মপরাজয় স্বীকার স্বরূপ) বচনা লিখিয়া দিতেছে। ৩-৪

অনশ্বরস্বর্ণপত্রং করে গৃহীত্বা লিখনং নিজ-পরাজয় সূচকং ব্যলিখত পঞ্চবাণঃ— (রাধামোহন)।

জনু উজর হাটক পাট করে গহি। —পাঠান্তর।

যদুপতি রসিক, রাধা রমণী (রসিকা), সিংহ ভূপতি কহিতেছেন। ৭-৮

মিথিলার লোচন কবির 'রাগতরঙ্গিনী'তে এই পদ প্রায় একই আকারে পাওয়া যায়।

'রাগতরঙ্গিনী'-গ্রন্থের পাঠান্তর :—

গোরদেহ সুচার সুবদনি
শ্যাম সুন্দর নাহ।
জনি জলদ উপর তলিত সঞ্চর
সরূপ ঐসন আহ॥
পীঠি পরু ঘনশ্যাম বেণী
দেখি ঐসন ভান।
জনি অজর হাটক পাট করেঁ গহি
লিখনি লিখু পচবান॥
জঘন সঞ্চর খন ন থির রহ
মণিক মেখল রাব।
জনি মদন রায় দোহায় দয় দয
জঘন তসু জস গাব॥
রমণি নহি অবসাদ মানয়
রয়নি করু অবসান।
ওজে রমণি রাধা রসিক যদুপতি
সিংহ ভূপতি ভান॥

৫৯৯

রাত্রি শেষ হইল, অল্প (অবশিষ্ট) রহিল; রমণী-রমণের রতিরসের সীমা রহিল না। ১-২

নাগর সুমুখীকে নিরীক্ষণ করিয়া মুখচুম্বন করিল, যেন চন্দ্রবিম্ব কমলের মধুপান করিল। ৩-৪

দৃঢ় আলিঙ্গনে দেহ রোমাঞ্চিত (হইল), যেন দুইজনের স্নেহ পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইল (যেন আবার নূতন প্রেমোদ্গম হইল)। ৫-৬

দুইজনের মিলনের অপূর্ব্ব (কথা) কি কহিব, দুইজনে দুইজনের অভিমত কাজ করিল। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহেন, রসের অন্ত নাই, (কারণ) যুবতী গুণবতী (ও) কান্ত কলাময়। ১১-১২

৬০০

হরির বক্ষের উপর বালা শয়ন করিল। (মনে হইল) যেন (কেহ) চম্পকমালা দিয়া কালিন্দীর পূজা করিয়াছে। ১-২

কানু ধনির ভুজ যুগলের মধ্যস্থল ধরিল, মনে হইল যেন মধুকর-সজ্জা কমল বেষ্টন করিল। ৩-৪

রতিরসালসে দুইজনের দেহ বিহ্বল হইল। শ্যাম এবং কিশোরীর ভেদ কিছু রহিল কি? ৫-৬

৬০১

তরুবর লতাকে ধরিয়া যেমন চাপিয়া ফেলে, হে সখি, আমাকে সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিল। ১-২

আমি নিদ্রামগ্ন, কেমন করিয়া নিদ্রা রোধ করিব? কানাই সারা রজনী কেলি চায়। ৩-৪

মালতীর রসে ভ্রমর যেরূপ বিলাস করে জান, সেইরূপ (আমার) অধর পান করিল। ৫-৬

কাননে কুন্দ ফুল ফুটিয়া গেল, মালতীর মধুতে মধুকরের ভুল হয়। ৭-৮

সরস কবি কণ্ঠহার মধুসূদন ও রাধার বনবিহার প্রস্তাব করে (কহেন)। ৯-১০

৬০২

দুইজনের সংযুক্ত চিকুর মুক্ত হইল, দুইজনে দুইজনের বলাবল বুঝিল। ১-২

উভয়ের কেলি সমান সমান ফলিল, সুরতসুখে বিভাবরী গেল। ৭-৮

উভয়ে শয্যায় বস্ত্র সাবধান করে না, উভয় পিপাসিত, জল পান করিতেছে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সংশয় গেল, মদন দুইজনকে জয়পত্র দিল (স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে জয়পত্র লিখিয়া দিল)। ১১-১২

৬০৩

নাগরের ক্রোড় পূর্ণ করিয়া রাই বিলাস করিতে লাগিল। সুখের সীমা রহিল না। ১-২

রাই ধনি রঙ্গিনী (কৌতুকময়ী)। রসে অবগাহন করিয়া হরির সঙ্গে বিলাস করিল। ৩-৪

হরি (আপনার) মানস (অভিলাষ) সিদ্ধ করিলেন। শ্যাম বিলাস করিতে লাগিলেন এবং রাধা পরাজিত হইলেন। ৫-৬

৬০৪

নীলপদ্ম ও চন্দ্র একসঙ্গে মিলিত হইল। ২

রাইয়ের পয়োধরে প্রিয়তমের হস্ত শোভা পাইল, (যেন) মদনরাজ কুবলয় দ্বারা শম্ভুর পূজা করিল। ৭-৮

কবিশেখর নব মেঘে স্থির বিদ্যুৎ প্রকাশিত দেখিয়া নয়নের আনন্দে বলেন। ৯-১০

৬০৫

[এই পদটি রাধার উক্তি] শ্যামবর্ণ পুরুষ আমার ঘরে অতিথি, বিভাবরী সঙ্গে গেল। কাঁচা শ্রীফলে (পয়োধরে) নখমূর্ত্তি দিলেন, কিংশুক ফলের কুঁড়ি হইল। [পখুরিয়া—কলি (ফুলের) কুঁড়ি।] ১-২

সেই প্রিয়তম কিংশুক-কলিকা (রক্তবর্ণ নখক্ষত) দিয়া গেল, আমি নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। ৩-৪

নবশশিতুল্য অনুরাগের অঙ্কুর (নখচিহ্ন) আমি অঞ্চলে গোপন করিয়া রাখিলাম। হে সখিজন! আমার চক্ষু কাজলে কাল ছিল, দৃষ্টি যেন মলিন না হয় (রতিরণে শ্রান্তিবশতঃ) ৫-৬

নূতন প্রেম বর্দ্ধিত হইলে সংসারের সীমা (সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ); কেমন করিয়া গোপন হইবে? মদনরূপী ব্যাধ কর্তৃক কুরঙ্গিনীরূপিনী আমার রঙ্গ নষ্ট হইল। (মদনের উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই কারণে আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই)। ৭-৮

(অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে) আমি চারিভাবে পূর্ণ হইলাম, তাহার সেবার সংবাদ আমার হইল না অর্থাৎ সেবা যাহা মনে ছিল তাহা বলিতে পারিলাম না। কৃষ্ণরূপ (শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণতুল্য) শ্রীশিবসিংহ দেব আসিয়াছেন, কবি অভিনব জয়দেব (কহিতেছেন)। ৯-১০

৬০৬

মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমীর দিনে পূর্ণ গর্ভ (প্রাপ্ত হইল) নবম মাসের পঞ্চম দিন বড় কান্দাইল। অত্যন্ত যন্ত্রণা, বড় দুঃখ পাইল। বনস্পতি (স্ত্রীলিঙ্গে) ধাত্রী হইল, প্রসবকালে অত্যন্ত দুঃখ ও পীড়া হইয়াছিল। ১-২

[নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন 'এই পদে গজাইলি ও রুআই শব্দের অর্থ করিতে পারা গেল না।' গজাইলির অর্থ বেণীপুরী করিয়াছেন 'পূর্ণগর্ভা হইল'। নবম মাস পঞ্চম দিনে প্রকৃতি পূর্ণ গর্ভ প্রাপ্ত হয় বটে। চৈত্র বৈশাখ বসন্তকাল ধরিলে জ্যৈষ্ঠ হইতে গণিয়া মাঘ মাস নবম মাসও বটে।]

'পঞ্চমহু কআই' স্থলে পঞ্চম হকআই—
পাঠান্তর (বেণীপুরী)
= পঞ্চম দিন হইলে পর।

শুভক্ষণ বেলা, শুক্লপক্ষ, সূর্য্যোদয় সময়ে ষোড়শ (অঙ্গ) সম্পূর্ণ বত্রিশ সুলক্ষণে ঋতুরাজ জন্ম লইল। ৩-৪

যুবতীগণ হরষিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, শিশু বসন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মধুর মহারসযুক্ত মাঙ্গলিক গীত গান করিতে লাগিল, মানিনীর মান উড়িয়া গেল (ভঙ্গ হইল)। ৫-৬

মলয়ানিল বহিল, শিশুকে (ওত) বায়ু হইতে অন্তরাল করা উচিত। (সেইজন্য আকাশে) নবীন মেঘ প্রকাশিত হইল। মাধবী ফুল মুক্তার তুল্য হইল। তাহারা (সম্বর্দ্ধনার জন্য) ফটক (বন্দনবারা Gate) নির্মাণ করিল। ৭-৮

পীতবর্ণ পাটলি ফুল 'মহুয়রী' গান ধরিল, ধুতুরা তূর্য্যবাদক হইল। নাগেশ্বরকলি তাহার সহিত তাল রক্ষা করিয়া শঙ্খধ্বনি করিল। ৯-১০

[মহুয়রী= গীত বিশেষ (বেণীপুরী)]

কমলকলি হইতে মধুকর মধু লইয়া শিশু (বসন্ত)কে দিল, পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া (বালকের) কটিতে সূতা বাঁধিল এবং কিংশুক ফুল বাঘনখ করিল। ১১-১২

যুবজন হৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশুক জালে।
—গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ।

[বঘনাহী—শিশুর অমঙ্গল নিবারণার্থ বাঘনখ পরাইবার রীতি আছে।]

নব নব পল্লবের শয্যা বিছাইল (বালকের জন্য), মস্তকে কদম্বের মালা দিল। (তাহাতে) ভ্রমরী বসিয়া ঘুম পাড়ানি গান করিতে লাগিল। চক্রাকার (পূর্ণ) চন্দ্র দেখাইল। ১৩-১৪

[হরউদ—(শিশু) পালনের গীত—বেণীপুরী]

রাশি নক্ষত্র স্থির করিয়া কনকবর্ণ কেশরপত্রে লিখিল। কোকিল গণিত শাস্ত্র ভাল গণিতে জানে, ঋতু বসন্ত নাম রাখিল। ১৫-১৬

বালক বসন্ত তরুণ (যুবক) হইয়া ধাবিত হইল, সকল সংসার বাড়িতে লাগিল। ১৮

দক্ষিণ পবন কিসলয় ও কুসুম-পরাগ বহন করিয়া অঙ্গে মাখাইয়া দিল, মঞ্জরীর সুললিত হার হইল, নব কজ্জল লইয়া চক্ষে অঞ্জন দিল। ১৯-২০

বিদ্যাপতি কবি গান গাহিতেছেন, হে যুবতি, নব বসন্ত-ঋতু অনুসরণ কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের মনে সকল কলা শোভা পায়। ২১-২২

৬০৭

তরুণি, লজ্জা ত্যাগ কর, নৃত্য কর। বণিকরাজ বসন্ত ঋতু আসিল। ১-২

হস্তিনী, চিত্রিণী, পদ্মিনী নারী, গৌরী, শ্যামাঙ্গিনী, বৃদ্ধা, বালিকা সকলে একরূপ (বসন্ত আগমনে সকলে আনন্দিত হয়)। ৩-৪

বিবিধ প্রকার শৃঙ্গার করিয়াছে, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গ্রীবায় হার ঝুলিতেছে। ৫-৬

কেহ অগুরু চন্দন ঘসিয়া বাটীতে ভরিতেছে, কাহারও কোচড়ে (অঞ্চলে) কর্পূর তাম্বূল। ৭-৮

কেহ অঙ্গে কুঙ্কুম মর্দন করিতেছে, কাহারও ভাল মুক্তাসাজ চাই। ৯-১

৬০৮

মলয়ানিলে সহকার শাখা দুলিতেছে, কোকিল কল রবে মদনের ভাষা বলিতেছে। ১-২

হেমন্ত উভয়ের (কোকিলের ও বসন্তের) গৌরব হরণ করিয়াছিল, ভ্রমর ঘুরিয়া মধু পান করিতেছে। ৩-৪

বসন্ত ঋতুতে রঙ্গ লাগিয়াছে, তরুণী এবং কান্ত আনন্দিত। ৫-৬

সারঙ্গিনী (মৃগী) কৌতুকে কামকেলি করিতেছে। মাধব নাগরীদিগের সহিত মিলিত হইতেছে। ৭-৮

৬০৯

চল বসন্ত ঋতু দেখিতে যাই, যেখানে কুন্দ কুসুম কেতকী হাসিতেছে। ১-২

যেখানে চন্দ্র নির্মল, ভ্রমর কালো, রজনী উজ্জ্বল, দিন অন্ধকার। ৩-৪

চন্দ্রোদয়ে রাত্রি উজ্জ্বল, মলয়ানিল প্রবাহিত হয় [বলিয়া বসন্তকালে দিনমান ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন থাকে।]

মুগ্ধা মানিনী মান করিতেছে, মদনকে শত্রুরূপে [দেখি]তেছে। ৫-৬

সরস কবি কণ্ঠহার কহিতেছেন, মধুসূদন (ও) রাধা [সহ] বিহার করিতেছেন। ৭-৮

৬১০

ঋতুপতি বসন্ত রাজা আসিলেন। অলিকুল মাধবীর দিকে ধাবিত হইল (রাজার আগমনবার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইয়া প্রথমেই বসন্তের প্রিয়তমা মাধবী লতার দিকে গমন করিল) ১-২

সূর্য্যের কিরণ পৌগণ্ড-দশা প্রাপ্ত হইল। (শৈশব অতিক্রম করিল) কেশর কুসুম হেমদণ্ড ধরিল।

দিনকর কিরণ ভেল পয়গণ্ড

—নগেন্দ্র গুপ্তর পাঠ

[গণ্ড = অশ্বের ভূষণ। পয়—অব্যয়, পাদপূরণে। এখানে বসন্তের রাজোচিত সাজসজ্জা বর্ণিত হইতেছে সুতরাং নগেন বাবুর ধৃতপাঠ অসঙ্গত নহে।]

তুলনীয়ঃ—

মদনমহীপতি কনকদণ্ডরুচি

কেশর কুসুম বিকাশে—গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ

নব পীঠল বৃক্ষের পত্র রাজাসন হইল। ৫

আম্রমুকুল শিরোভূষণ হইল। ৬

শিখিকুল (রাজসভার নর্ত্তকীর ন্যায়) নৃত্য করিতেছে। অন্য দ্বিজকুল (পক্ষীরা—অন্য অর্থে ব্রাহ্মণগণ) আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতেছে। ৯-১০

কুসুমপরাগের চন্দ্রাতপ (বসন্তের রাজ সভায়) উড়িল। মলয়ানিলের সহিত তাহার প্রীতি হইল (অর্থাৎ চন্দ্রাতপ যেমন বাতাসে উড়িতে থাকে, কুসুমরেণুর আচ্ছাদনও সেইরূপ মন্দ মলয়ানিলে উড়িতে লাগিল) ১১-১২

তরু কুন্দলতার নিশান ধরিল, পাটল (পাটলী ফুল) তূণ ও অশোক পুষ্পসমূহ বাণ হইল। ১৩-১৪

তুলনীয়ঃ—

মিলিত শিলীমুখ পাটলি-পটল

কৃতস্মরতূণ বিলাসে।

—গীতগোবিন্দ

কিংশুক ও লবঙ্গলতাকে এক সঙ্গে দেখিয়া শীতঋতু আগেই রণে ভঙ্গ দিল। [কিংশুক শীতের শেষ ভাগে ফুটিতে আরম্ভ করে এবং বসন্তেরও মাঝামাঝি পর্য্যন্ত থাকে। লবঙ্গ লতায় ফুল ফুটে বসন্তকালে। কবির অভিপ্রায় এই যে, যখন শীতের অনুগত কিংশুক, বসন্তের অনুগত লবঙ্গলতার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছে তখন আর জয়ের আশা নাই মনে করিয়া শীতঋতু প্রথমেই পলায়ন করিল।] ১৫-১৬

হেরি শিশির রিপু আগে দিল ভঙ্গ

—পাঠান্তর।

(শীতের হস্ত হইতে) উদ্ধার পাইয়া পদ্ম প্রাণ পাইল, আপনার নবপত্রে (বসন্তের সৈন্য সামন্তকে) আসন দান করিল। ১৯-২০

নব বৃন্দাবনের রাজা বসন্ত বিহার করিতেছেন। বিদ্যাপতি বলেন সময়ের সার (বসন্ত সকল ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ২১-২২

৬১১

নওল কিশোর (কৃষ্ণ) বিহার করিতেছেন [নওল কিশোর = যিনি চির কিশোর ও চির নূতন।] ১

নব যুবতীগণের চিত্ত উন্মত্ত করে। (তাহারা) নব রসের (লোভে) কাননে (কৃষ্ণদর্শনে) ধাবিত হয়। ৬

(বৃন্দাবনের) যুবরাজ নূতন, নব নাগরীরাও অতি নূতন, নূতন নূতন প্রণালীতে তারা (কৃষ্ণের সহিত) মিলিত হয়। নিত্য ঐরূপ নূতন নূতন খেলা (রসক্রীড়া) দেখিয়া বিদ্যাপতির মন মত্ত হয়। ৭-৮

৬১২

নৃত্যের গতিভঙ্গী (পদক্ষেপ) মধুর, নটশেখরের (কৃষ্ণের) সহিত নটীনীগণ মধুর। ৯-১০

৬১৩

সকল রস-ভূষিত বসন্ত আসিল। কুসুম আনন্দিত হইল। ফুল্ল মল্লিকার মধু ক্ষরিত ভ্রমর পান করিয়া গেল। ১-২

ভাবিনি, এখন কি সমাধান করিবে? না না করিয়া পরিজনদিগকে প্রবোধ দিতেছ, এখন অন্য লক্ষণ দেখিতেছি। ৩-৪

নখের রক্তরাগদ্বারা পয়োধরের পূজা হইয়াছে, (যাহা) গুপ্ত (ছিল) (তাহা) প্রত্যক্ষ হইয়া গেল! সুমেরু-শিখরে শশধর উদয় হইল, দশ দিক্ উজ্জ্বল হইল। ৫-৬

বিনা কারণে কুন্তল কেমন করিয়া আকুল হইল, এই যুক্তি ভাল নয়। কুঙ্কুমের চুরি ভাল প্রকাশ পাইয়াছে, স্কন্ধ হইতে মোছা হয় নাই। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে যুবতী-শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রত্যক্ষ পঞ্চবাণ। ৯

৬১৪

অভিনয়, কোমল, সুন্দরপত্র, সমস্ত বন রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিল। [বাত=বাতা=রক্ত।] ১-২

মলয় পবন নানারূপে বহিতেছে, কুসুম আপনার রসে আপনি মাতিয়াছে। ৩-৪

দেখিয়া মাধবের মনে উল্লাস হইল, বৃন্দাবনে বসন্ত ব্যক্ত হইল। ৫-৬

সহকার-শাখায় কোকিল ডাকিতেছে, মদন জগতে নূতন অধিকার পাইয়াছে। ৭-৮

(বসন্তের) দূত (পাইক) মধুকর মধুপান করিতেছে, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মানিনীর মান খুঁজিতেছে। (দৌত্য করিবে বলিয়া) ৯-১০

দিকে দিকে ভ্রমিয়া, বিপিন দেখিয়া, হৃষ্ট মাধবকে রাস (বাসন্ত রাসের সময় আগত) বুঝাইতেছে। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই রস গাহিতেছি, ইহা রাধামাধবের অভিনব ভাব। ১৩-১৪

৬১৫

✓ লতা তরুবরকে (আচ্ছাদন করিয়া) (লতামণ্ডপের সৃষ্টি করিল) মণ্ডপকে জয় করিল; নির্ম্মল শশধর ভিত্তি ধবল করিল, জ্যোৎস্নালোকে যেন চুণ ফিরাইয়া দিল)। ১-২

মৃণালের উত্তম আলিঙ্গন হইল, পল্লব রক্তবস্ত্র পরিধান দিল। ৩-৪

হে সখি, স্থিরচিত্তে দেখ, বনস্থলীতে আজ বসন্তের বিবাহ। ৫-৬

ভ্রমরীগণ হুলুধ্বনি দিতেছে, পুরোহিত কোকিল মন্ত্র পড়াইতেছে। ৭-৮

ভ্রমর-গায়ক-রাস-গোষ্ঠ্যাং

—শ্রীমদ্ভাগবত

মকরন্দ হস্তোদক নীর করিল। চন্দ্র ও ধীর সমীরণ বরযাত্রী হইল। ৯-১৯

কনকবর্ণ কিংশুক ফুলের বৃক্ষ তোরণ নির্মাণ করিল। বেল ফুল লাজ ছড়াইল। ১১-১২

কিংশুক ফুল সিন্দুর দান করিল, মানিনীর মান যৌতুক পাইল। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কবি দৃঢ় করিয়া কহেন, রেণুকাদেবীর কান্ত মন্ত্রী মহেশ অভিনব নাগর বসন্তকে বুঝেন। ১৬-১৮

৬১৬

কলাবতী (রাধা) শ্যামের সঙ্গে আনন্দে মাতিয়া নৃত্য করিতেছে (আর) করতালি দ্বারা তালব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছে। ২

নৃত্যগীতে অত্যন্ত উচ্চ শব্দ হইতে লাগিল। ৪

বলয়ানাং নূপুরানাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
স প্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ত্রয়স্ত্রিংশ অঃ

(নৃত্যগীতের) শ্রমভরে কবরীসমূহ মুক্ত হইয়া দুলিতে (লাগিল), মালতী-মালা (ছিন্ন হইয়া) মুক্তা (মালতী ফুল রাশি মুক্তার ন্যায়) ছড়াইয়া পড়িল। বসন্ত সময়ের রাসরস বর্ণনে বিদ্যাপতির চিত্ত ক্ষুব্ধ হইতেছে (বর্ণনায় অসামর্থ্য হেতু)। ৭-৮

[বিদ্যাপতি এখানে জয়দেবকে অনুসরণ করিয়া বাসন্ত রাস বর্ণনা করিয়াছেন, শারদীয় মহারাস বর্ণনা করেন নাই]

৬১৭

বসন্ত রাত্রে রাসের রসময় আনন্দরসের মধ্যে রসিক-শ্রেষ্ঠ (মাধব) বিরাজ করিতেছেন। ১-২

রসবতী রমণীরত্ন, রাই ধনি, রসিকের সহিত রাসরসে অবগাহন করিতেছেন। ৩-৪

(রঙ্গিনীগণ) থাকিয়া থাকিয়া রসবন্ত রাগ সৃষ্টি

করিতেছে। বসন্ত রতিরসের উদ্দীপনকারিণী রাগিণী-গণের রমণ (বল্লভ)। [কথিত আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই রাসলীলায় ষোড়শসহস্র গোপীগণ কর্তৃক ষোড়শ সহস্র রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল।]

রবাব, মহতী (বীণা) ও কপিনাশ (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) বাজিতেছে। রাধারমণ মুরলী বাজাইতেছেন। ৯-১০

৬১৮

মলয়পবন বহিতেছে, বসন্তের বিজয় কহিতেছে (ঘোষণা করিতেছে)। ১-২

ভ্রমর রোল করিতেছে, পরিমলের সীমা নাই। ৩-৪

ঋতুপতি রঙ্গ দিল, হৃদয়ে আনন্দ হইল। ৫-৬

মিলিত হইয়া অনঙ্গমঙ্গল (গান করিতে করিতে) কামিনী কেলি করুক। ৭-৮

তরুণী তরুণের সঙ্গে রজনী রঙ্গে কাটাইবে। ৯-১০

বিরহীর বিপদের জন্য কিংশুক ফুলে অগ্নি জ্বলিল (প্রস্ফুটিত হইল)। ১১-১২

কবি বিদ্যাপতি কহেন, মানিনীর জীবন (বসন্তের প্রভাব) জানে। ১৩-১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ রুদ্রসিংহ মেদিনীতে কল্পতরু। ১৫-১৬

৬১৯

বসিবার জন্য অভিনব পল্লব দিল, ধবল কমল মাঙ্গলিক ঘট হইল। ১-২

মকরন্দ মন্দাকিনীর (গঙ্গা) জল করিল, অরুণ অশোক দীপ আনিয়া দিল। ৩-৪

সখি, আজ দিবস পুণ্যময়, বসন্তরাজের বরণ করি। ৫-৬

পূর্ণচন্দ্র ভাল দধি হইল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া (মঙ্গল-কার্যে সকলকে) আহ্বান করিল। ৭-৮

কিংশুক কুসুম সিন্দুর রঙের দীপ্তি পাইল, কেতকীর ধূলি (পরাগ) পট্টবস্ত্র বিস্তার করিল। ৯-১০

বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার কহিতেছেন, শিব অবতার শিবসিংহ রস বুঝেন। ১১-১২।

৬২০

দক্ষিণ পবন বহিতেছে, চারিদিকে শব্দ হইতেছে। সে (দক্ষিণ পবন) দেশ (প্রবাসদেশ) বাণীর ছলা কহিতেছে। ১-২

মন্মথের অন্য সাধনা নাই, সে মানিনীর মান নিঃশেষ করিল (মদনের উৎপাতে মানিনীর মান একেবারে দূরীভূত হইল)। ২-৪

সখি, শীত বসন্তের বিবাদ, জয় পরাজয় কে বিচার করিবে? ৫-৬

দিবাকর দুই দিকের (পক্ষের) মধ্যস্থ হইল, দ্বিজবর কোকিল সাক্ষ্য দিল। ৭-৮

নবপল্লব জয়পত্রের তুল্য হইল, মধুকরমালা অক্ষর-পংক্তি। ৯-১০

বাদী (বসন্ত) হইতে প্রতিবাদী (শীত) হীন, শীত শিশিরবিন্দুনাদে পরিণত (অতিক্ষুদ্র) হইয়া অন্তর্হিত (অস্ত) হইল। ১১-১২

অনুপম কুন্দকুসুম বিকশিত হইয়া সতত বসন্তের জয় ব্যক্ত করিতেছে। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কবি এই রস কহেন, রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ১৫-১৬

৬২১

[ভণিতা রাধামোহন ঠাকুরের রচিত। তিনি বিদ্যাপতির পদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়া পূরণ করিয়া দিয়াছেন]। ৮-৯

৬২২

সরোবরতীরে সুরতপরিশ্রমে (কাতরশরীর)। অরুণোদয়ের আরম্ভে শীতল পবন বহিতেছে। মধুনিশার ধ্বনি নিদ্রিত হইল, নিঠুর গোবিন্দ আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াও গেল না। ১-৪

(জানিতে পারিলে) যাইবার সময় গাঢ় আলিঙ্গন দিতাম, যেমন জোয়ার পাড়ের উপর পড়িয়া পড়িয়া (উদ্বেলিত হইয়া) খেলা করে। ৫-৬

যাহা যাহা করিতাম, সে সকল মনে জাগিতেছে, অনুরাগ অনুশয়- (আশা) বিহীন হইল। ৭-৮

৬২৩

হে সখি, বল্লভ বিদেশে যাইবে, আমি কুলকামিনী

(তাহাকে আমার) কহা অনুচিত, তুমি উহাকে উপদেশ দাও। ১-২

বিদেশে যাইবার এ সময় নয়। দুর্জন আমার দুঃখ বুঝিবে না। তাই তোমাকে প্রিয়তমের (নিকট) পাঠাইলাম (লগমেলি)। ৩-৪

কিছুদিন (এখানে) নিবাস করুক। আমি যেরূপ পূজা করিলাম (ভজিলাম) সেইরূপ ভোগ করিব। পরের (শত্রুর) বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করুক। ৫-৬

(সে) কেন (আমার) বধভাগী হইবে? যখনই উনি যাইবেন আমি মনে চিন্তা করিব, (তখনই) অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া আমি মরিব। ৭-৮

৬২৪

যখন দক্ষিণ পবন ধীরে বহে (বহিবে), মঞ্জরী হইতে মকরন্দ ঝরিবে (অর্থাৎ যখন বসন্তাগম হইবে) তখনই মনকে দমন করিবে, চক্ষুকে নিবারণ করিবে (কোন যুবতীর প্রতি চাহিবে না)। ১-৪

হে প্রিয়তম, যদি তুমি বিদেশে যাইবে আমার উপদেশ ধরিবে। ৫-৬

মধুকর যদি রব করে, যদি পিক পঞ্চম গায়, তখনি অনুমান করিবে (যে বসন্ত আসিয়াছে), বরং শ্রবণ মুদিয়া থাকিবে। ৭-১০

পরস্ত্রীকে তিক্ত মানিবে, ধৈর্য্য-দ্বারা কন্দর্পকে জয় করিবে। ১-২

নিজের প্রাণ রক্ষা করিবে। আমাকে জলদান করিবে (আমি যখন থাকিব না, তখন আমাকে এক অঞ্জলি জল দিও)। ১৩-১৪

সুকবি-কণ্ঠহার কহিতেছেন, কামের প্রহার কে সহ্য করে (করিতে পারে)? ১৫-১৬

৬২৫

হে কান্ত, বিদেশে গমন করিও না, পুণ্যবান বসন্ত ঋতু প্রাপ্ত হয়।১-২

কোকিলের কলরবে চুতলতা পূর্ণ হইল, যেন মদন আপনার দূত পাঠাইল। ৩-৪

কোন মানিনী এখন মান করে? বিরহে পঞ্চবাণ বিষম হইল। ৫-৬

মলয়ানিল পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া বহিতেছে। পঞ্চশর মদন শত্রুভাব স্মরণ করিয়া পীড়ন করিতেছে। ৭-৮

ধনী বিরহে বিশীর্ণ, কিছু ভাল লাগে না, সখী কুঙ্কুম চন্দন লেপন করে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কণ্ঠহার কহিতেছেন, হরি ও রাধা বনে বিহার করেন। ১১-১২

৬২৬

মাধব, তুমি বিদেশে যাইও না। আমার রঙ্গ রংস্য (তুমি) লইয়া যাইবে আমার জন্য কি উপহার (সন্দেশ) আনিবে? ১-২

বনে (গোকুল ও মথুরার মধ্যস্থিত বনে) গমন করিয়া অন্যমতি হইবে, (হে) পতি, আমাকে ভুলিয়া যাইবে। হীরা মণি মাণিক্য একটিও চাহিব না, প্রভু, তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব। ৩-৪

প্রভু যখন গমন করিলেন, তখন চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তাহার দিকে ভাল করিয়া দেখিলাম না। একই নগরে বাস করিয়া প্রভু পরবশ হইল, কেমন করিয়া আমার মন (মনসাধ) পূর্ণ হইবে? ৫-৬

প্রভু সঙ্গে (থাকিলে) কামিনী অত্যন্ত সোহাগিনী (হয়), যেমন চন্দ্রের নিকট তারা। আপনার হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ কর। ৭-৮

৬২৭

কানাইয়ের দুই হাত ধরিয়া যত্নপূর্বক আপনার মাথায় রাখিল (মাথায় হাত দিয়া মাধবকে শপথ করাইল)। ৯-১০

৬২৮

যে জন মনের মধ্যে থাকে সে দূর নয়, যেমন সূর্য্য কমলিনীর বন্ধু। ১-২

এমন কথা সকলে বলে, আমার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না। ৩-৪

যাহার স্পর্শ-বিশ্লেষ হইলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, বক্ষের মৃগমদ শোভা পায় না, সে যদি দূরে বাস করে, হে হরি! (একথা) শুনিলেই ত্রাস হয়। ৫-৬

৬২৯

তবুও তুমি গোপন করিতেছ, তোমাকে কি বলিব? করতলে কি বজ্র নিবারণ করা যায়? ৬

হে সখি, মৌনের সীমা হইল (আর গোপন করিলে

কোন ফল নাই)। প্রিয়তম আমাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইবে। ৭-৮

সময় শেষ হইল (আমার যাহা হইবার তাহা হইল) আর (বলিয়া) কি ফল? এখন প্রেমের যাহা সমুচিত তাহাই করা করা কর্তব্য। ৯-১০

৬৩০

পিঞ্জরে শুক রোদন করিতেছে। ৩

কানু যখন বাধা হইবে, তখন বিরহের ব্যথা জানিবে। ৯-২০

৬৩১

সখীগণের সঙ্গে যেখানে ফুলবাড়ী (পুষ্পবাটিকা করিয়াছিলেন। ৯

কানাই সেইখানেই কৌতুক করিয়া লুকাইয়া আছেন। ১২

৬৩২

কাল সন্ধ্যার সময় প্রিয়তম কহিল মথুরায় যাইব। আমি অভাগিনী জানিলাম না, (তাহা হইলে) যোগিনীর বেশে সঙ্গে যাইতাম। ১-২

(আমার) হৃদয় অত্যন্ত কঠিন যে, এখনও বাহির হইয়া যায় না। ৩

সখি, রাত্রিতে বল্লভ একশয্যায় (আমার সহিত) বিভোর হইয়া শয়ন করিয়াছিল, কোন সময় ত্যাগ করিয়া গেল, জানিলাম না; চক্রবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল। ৪-৫

আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। সখি, মিনতি করিতেছি, আমার দেহ অগ্নিতে সাজাইয়া দাও (আগিহর সাজি) ৭-৮

বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, তোর প্রিয় আসিয়া মিলিবে, লখিমা দেবীর সুন্দর পতি রাজা শিবসিংহ ভুলিয়া যান না। ৮-৯

৬৩৩

দশদিকে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমরী বিলাপ (করুণা) করিতেছে, হায় দেবি, আজ কি হইল! প্রিয়তম (আমাকে) ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া হৃদয়ের অন্তর করিত না, (সে) কে জানে কোন দিকে গেল! ১-২

বল্লভের নবস্নেহ স্মরণ করিয়া আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব। ৩

একই গৃহে বাস করিয়া প্রিয়তম আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না (কথা কহে না) আমার পক্ষে সমুদ্র পার (চলিয়া গিয়াছে), আমার এই যৌবনের চিহ্ন স্বরূপ দুই পয়োধর লাখের (লক্ষ রমণীর) পয়োধরা-তরুণ; সে কি এখন মূর্খে স্পর্শ করিবে? ৪-৫

ছোট ছোট মুক্তা ক্রয় করিয়া, পট্ট (রেশমের) সূত্র দিয়া প্রিয় আমার জন্য হার গাঁথিল। সে আমার জন্য লক্ষ হার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ হার গাঁথিল, সে কি এখন মূর্খে ছিঁড়িয়া ফেলিবে? ৬-৭

হে পথিক ভাই, যে দেশে আমার নাথ বাস করেন, সংবাদ ল ও। আমার দুঃখ-সুখ প্রিয়তমকে কহিও, (বলিও) সুন্দরী অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে। ৮ ৯

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে যুবতী, এখন চিত্তে উৎসাহ কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর সুন্দর বল্লভ। ১০-১১

৬৩৪

হে সখি কাহার নিন্দা করিব? আমারই অভাগ্য প্রিয়তমের কোনও দোষ নাই। ৩-৪

৬৩৫

প্রিয়তম খঞ্জন পাখী ছিলেন, আমি খঞ্জনা ছিলাম (উভয়ে এক সঙ্গে আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতাম)। (আমার) প্রিয়তমকে কে বাঁধিল, সন্ধান জানি না। ৩ ৪

প্রিয়তম শ্যাম তরু ছিলেন, আমি ছিলাম লতা। সেই (আমার আশ্রয়) কে ভাঙ্গিল, এ বিচার বুঝি না। ৫-৬

৬৩৬

সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, সদয় সুদৃঢ় স্নেহ (জানিয়া) স্বামীর সেবা করিলাম। তাহারা সকলে (পাছে) এই রত্ন পায় (এই ভয়ে) আমার ঘুম আসে না। ১-২

পুরুষের কথা শোন। এই জগতে এমন কেহ নাই যে পর-বেদন জানে। ৩-৪

এমন হিতৈষী মিত্র কেহ নাই, যে তোমায় বুঝায় যে

তুমি লক্ষ কোটি লোকের প্রভু, সকলের আশা তুমি পূর্ণ কর, আমাকে ভুলিয়া যাও কেন? ৫-৬

৬৩৭

কোন দোষে প্রিয়তম বিদেশে গেল জানি না, অনুক্ষণ শোকে তনু শেষ হইল। ১-২

নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিনাম না, প্রথম প্রেমে বিধাতা বাধা করিল (বাদ সাধিল)। ১ ২

একবার যদি দৈব প্রসন্ন হয় দরিদ্রের ধনের মত (দরিদ্র যেমন করিয়া ধন পাইলে রাখে) আমি গোপন করিয়া রাখিব। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন শুন, বরনারি, ধৈর্য ধরিয়া থাক, মুরারি আসিবে। ৭-৮

৬৩৮

সখি, দারুণ নিষ্ঠুরহৃদয় কান্ত বিদেশে রহিল, আমার হিতৈষী এমন কেহ গমন করে না যে (তাহাকে) উপদেশ দেয়। ১-২

হে সখি, হরি ত্যাগ করিয়া গেল, নিজের দোষ বুঝি না। হায়, কর্ম্মের কুগতিতে এইরূপ হইল, কাহার প্রতি রোষ করিব? ৩-৪

দেখ, আমার (মনে) ছিল, হরির সঙ্গে দিন দিন স্নেহ বাড়িবে, এখন নিজের মনে অবধারণ করিলাম প্রভু কপটের গৃহ (কপটতার আধার)। ৫-৬

৬৩৯

নয়নের অন্তরাল হইলেই মনে হইত যে বিরহে প্রাণ রহিবে না। ১-২

সে এখন দেশান্তরে গেল, মন্মথ মদন রসাতলে গেল। ৩-৪

কোন দেশে বাস করিল, কোন নারীতে অনুরক্ত হইল, নিষ্ঠুর মুরারি স্বপ্নেও (আর আমাকে) দেখে না।

অমৃত সিঞ্চিত তুল্য কথা কহিতেন, মধুরপতি জানিয়া (তাঁহার কথায়) বিশ্বাস হইল। ৭-৮

আমার (ধারণা) ছিল, স্নেহ ভাঙ্গিবে না, যাইবে না দিনে দিনে বুঝিলাম কপট স্নেহ। ৯-১০

৬৪০

আমার এমন অদৃষ্ট হইল প্রভু দূরদেশে গেল। ১-২

কথায় আশা দিয়া গেল (বলিল) আমি তোমার কাছে আসিব। ৩-৪

কত অপরাধ করিয়াছি, প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ হইল। ৫-৬

কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সুপুরুষ শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ দেয় না। ৭-৮

৬৪১

এত দিন হৃদয়ে হর্ষ ছিল, এখন সব দূরে গেল। দরিদ্রের রত্ন হারাইল, জগৎ শূন্য হইল। ১-২

নির্দ্দয় বিধি কোন দোষে মনের মধ্যে দুঃখ দিল? মনে হয় গরল গ্রাস করি, (কিন্তু), আত্মহত্যা পাপ। ৩-৪

জীবন মৃত্যুতুল্য মনে হয়, মরণ সুন্দর (বিবেচনা হয়)। আমার দুঃখ কে বিশ্বাস করিবে? বিরহিজন শুন। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সুন্দরী ধৈর্য্য ধর, অচিরে তোর প্রিয়তম আসিবে, মনের দুঃখ পরিহার কর। ৭-৮

৬৪২

এক দিকে বিষম কুসুমশর, অপর দিকে গুরু গরিমার (বংশমর্যাদার) ভয়। ৭-৮

কেমন করিয়া শীল (সম্ভ্রম) রাখিব? সেই হরি বুঝিল না যে আমার কি দোষ? ৯-১০

৬৪৩

পূর্ব্বে যাহা যাহা অপূর্ব হইয়াছিল, সময় দোষে তাহাও দূর হইল। ১-২

(যখন) প্রভু কুগত, (তখন) কাহাকে কহিব? যে যেমন করে সেইরূপ ভোগ করে। ৩-৪

সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া কবি-কণ্ঠহার (সখীভাবে) এই কথা কহিতেছেন। সখি, সকল অবস্থায় ধৈর্য্যই সার। ৫-৬

৬৪৪

আমি পূর্ব-প্রেমে মুগ্ধ ছিলাম, (আমার) জ্ঞান ছিল যে প্রিয়তম আমার আয়ত্ত (বশীভূত)। ১-২

হে সখি, স্বামী (প্রভু) অকস্মাৎ চলিয়া গেল, প্রাণ দিয়া আরাধনা করিলেও আপনার হইল না। ৩-৪

যাইবার সময় ভাল মন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না মনে মনেই সংশয় বাড়াইয়া গেল। ৫-৬

সুপুরুষ জানিয়া আমি মিলন করিলাম, অনুভবের সময় পরাভব পাইলাম। ৭-৮

এক তিল মাত্র প্রাণ রহিয়াছে, যেমন তৈল-শূন্য প্রদীপ (ক্ষণকাল) জ্বলে। ৯-১০

(কবির উক্তি) চন্দ্রবদনি, অন্য (কথা মনে করিয়া) শোক করিও না, তোমার গুণ স্মরণ করিয়া কানাই আবার আসিবে। ১১-১২

৬৪৫

যে পদ-পঙ্কজের আশায় আনন্দে দুই কুলকমল (পিতৃকুল ও স্বামিকুল) ত্যাগ করিলাম। প্রভুকে ছাড়িয়া যে কোনও দিন থাকিতে হইবে, কল্পনা করি নাই। মরণের ত্রাসও গণনা করিলাম না। ১-২

সজনি, মুরারি নিষ্ঠুরহৃদয়। এখন ঘরে যাইতে স্থান পাই না, পরিজনেরা গালি দেয়। ৩-৪

গগনের চাঁদ কি হাত দিয়া ঢাকা যায়? সমস্ত নগরে (আমার কলঙ্ক) প্রকাশ হইয়াছে। অমৃত-ঘট বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলাম, গরলের ধারা পাইলাম। ৫-৬

৬৪৬

[৫০৬ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সামান্য পাঠভেদও লক্ষণীয়।]

৬৪৭

যত্ন করিয়াও যাহা নির্বাহিত হয় না, হে কানাই, তুমি তাহাও অঙ্গীকার করিয়াছিলে। ১-২

সে সকল বিনা কারণে ভুলিলে, মধ্যস্থ মকরকেতু মরিল। (অনেক সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে যখন কলহ হয়, তখন মধ্যস্থ বিপন্ন হয়। তোমার আমার মধ্যে মিলন ঘটাইয়াছিল মদন। এখন তোমার উপেক্ষায় সেই মধ্যস্থই মারা পড়িল।) ৩-৪

কপট করিয়া কত হিতকথা কহিতেছ, মহৎ ব্যক্তির (অঙ্গীকৃত) কথা ছাড়া বড় অনুচিত। ৫-৬

আমি অবলা, এবং জীবন দিয়া, (প্রাণত্যাগ করিয়া) শিব শিব বলিয়া দুঃসহ দদা উত্তীর্ণ হইব (এই যাতনা হইতে মুক্ত হইব)।

[অন্তকালে শিব শিব বলিয়া মরিব, যাহাতে মদনের পীড়া আর কখনও সহ্য করিতে না হয়।] ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সহিয়া লও, সুপুরুষের কথা পাষাণ-রেখা (মাধব অঙ্গীকার রক্ষা করিবে, ভুলিবে না)। ৯-১০

৬৪৮

(আমার) বালিকা বয়সে গৃহ ছাড়িয়া গেল, প্রিয়-হৃদয়ের মনে ঐ সন্দেহ (তাহার মনে আছে আমি এখনও বালিকা আছি)। ১-২

তাহার মনে সেই জ্ঞান (ভাব) আছে, এখানে অন্য সময় হইল (এখানে আমি যুবতী হইয়াছি)। ৩-৪

ত্বরিত সংবাদ পাঠাইব, এখন বিদেশ উচিত নয় (এখন বিদেশে বাস করা উচিত নয়)। ৫-৬

তাহার যৌবন, রূপ, স্নেহ স্মরণ করিয়া দেহ ক্ষীণ (হইল)। ৭-৮

কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, অচিরে প্রতীকার (সমাধান) হইবে। ৯-১০

৬৪৯

সকলে শ্রেষ্ঠত্ব পায় না, বিধি যাহাকে (কৃপা) দৃষ্টি করে (সেই পায়)। আপনার বচন যে প্রতিপালন করে, সেই সকলের অপেক্ষা বড়। ১-২

সজনি, সুজন পুরুষের স্নেহ অক্ষয়। স্বর্ণের সহিত কিম্বা পাষাণরেখার সহিত উপমিত করিব? ৩-৪

সে (স্বর্ণ) যদি অগ্নি আনিয়া জ্বালাই, তথাপি পরিবর্তিত হয় না; ইহা (পাষাণরেখা) যদি বলপূর্বক অসিদ্বারা কাটা যায় তাহা হইলেও স্থান ত্যাগ করে না (মুছিয়া যায় না)। ৫-৬

গরলে অমৃত সিঞ্চন করিলেও শীতল হইতে পারে না, যদিও চন্দ্র অধিক কুপিত (হয়) তাহা হইলেও ক্ষার (লবণ) বর্ষণ করে না। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহেন, সকল গুণনিধান রমাপতি শুন,

আপনার বেদন তাহাকে নিবেদন কর যে পরবেদন জানে। ৯-১০

৬৫০

প্রথম প্রীতির সময় প্রাণ অন্তর (তখন পরস্পরের প্রাণ স্বতন্ত্র আছে ইহাও অসহ্য বিবেচিত হইত), তখন এইরূপ রীতি (ছিল)। সে এখন দেখিয়াও দেখে না, (আমি তাহার নিকট) নিমের মত তিক্ত হইলাম। ১-২

সজনি, শত পঞ্চাশ (বর্ষ সে) বাঁচিয়া থাকুক, সহস্র রমণীর সহিত রজনী যাপন করুক, আমার তাঁহারই আশা। ৩-৪

অনেক যত্নে গৌরী আরাধনা করে, স্বামীর সোহাগ প্রার্থনা করে, তথাপি আপনার কর্ম্ম ভোগ করে, যাহার যেমন ভাগ্য (সে সেইরূপ ফল পায়)। ৫-৬

সময় অতীত হইলে (যদি) মেঘ বর্ষণ করে, সে জল ধারায় (কি ফল হইবে)? শীত সমাপ্ত হইলে যদি বসন পাই তাহাতে কি কিছু উপকার হয়? ৭-৮

রজনী গেলে (অবসান হইলে) প্রদীপ রচনা করিলে, দিবসান্তে ভোজন করিলে (কি ফল হইবে)? যুবতীর যৌবন গেলে প্রীতিতে কান্ত কি ফল পাইবে? ৯-১০

ধন থাকিতে যে ভোগ করে না তাহার মনে পশ্চাত্তাপ হয়। যৌবন জীবন বড় পর (নিরাপন—আপন নয়) গেলে ফিরিয়া আসে না। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহেন, শুন যুবতি, চতুর সময় বুঝে। (সময় মত চতুর কান্ত আসিবে)। ১১

৬৫১

লোচন ধাইয়া আবার ধাবমান হইল (পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিতেছে), হরি আসিল না। শিব শিব জীবনও যায় না, আশায় জড়াইয়া রাখিয়াছে। ১-২

মনে হয় যেখানে হরিকে পাই, সেখানে উড়িয়া যাই প্রেম স্পর্শমণি জানিয়া আনিয়া বক্ষে রাখি। ৩-৪

স্বপ্নে সাক্ষাৎ পাইলাম, রঙ্গ বাড়িল, তাহাও বিধি নষ্ট করিল, নিদ্রা হারাইলাম (আর নিদ্রা হয় না যে হরিকে স্বপ্নে দেখিব)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, ধনি, ধৈর্য কর (ধর) শীঘ্র তোর বল্লভ আসিবে মনোরথ পূর্ণ হইবে। ৭-৮

৬৫২

সখীগণের গণনা করিতে (সখীগণের নাম মাধবকে বলিবার সময়) আমার নাম লইও। প্রিয়তম রসিক (চূড়ামণি), (কিন্তু) বিধাতা আমার (প্রতি) বাম। ৩

দুর্লভ অরুণ করে যেন (আমার উদ্দেশে) (এক অঞ্জলি) জল দান করে। ৬

এ জন্মে ইহাই আমার প্রণাম ৯

অবসর জানিয়া সংবাদ চাহিও ১০

৬৫৩

হে সখি, আমার প্রিয়তম কোন দেশে (গিয়াছেন)? তাহা কহ, তাহা বল। তাঁহার কুশল সংবাদ শুনিতে (না পাইয়া) মদন শরানলে আমার এই তনু জর্জরিত হইল। ১-২

প্রিয়তম যদি আমাকে ত্যাগ করিল, তবে বেশ-বিন্যাসে (শিঙ্গারে) আর কি কাজ? সমস্ত যমুনার জলে ফেলিয়া দেও। ৬

৬৫৪

আমার (তুল্য) দ্বিতীয় অভাগিনী হয় নাই। ১

এই পদের পর আর দুইটি চরণ আছে—

মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।

ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥

ভাষা আদৌ বিদ্যাপতির নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল

৬৫৫

গুরুজনের সঙ্গত্যাগ করিলাম, দুই কুল (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল) কলঙ্কে পূরিল। ৩-৪

এই পরিণাম গণনা করি নাই (শেষে যে এমন হইবে তাহা বুঝি নাই। ৮

ইহাতে কি অনুযোগ করিব (কাহার দোষ দিব)? আপনার কর্ম্মের (কপালের) দোষ। ৯-১০

কানাইকে শীঘ্র মিলাইব। ১২

৬৫৬

চন্দ্রকিরণ শীতল (কিন্তু আমি) উত্তাপে দগ্ধ হইলাম; বসন্ত কাল হইল। প্রাণকান্ত কাকমুখেও একটু সংবাদ পাঠাইলেন না। আমি কি উপায় করি? মদন দুঃসহ। ১-২

কি ক্ষণে বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হইল, (আর ফিরিয়া চাহিল না। ৪

এত দিন আমার তনু সাধে সাধিলাম (যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলাম) এখন আপনার নিদান বুঝিলাম (আর আশা নাই)। ৬

অবধির আশা (যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি ফিরিয়া আসিবেন সেই আশা কথার কথা হইল), সমস্ত কাহিনী (কথা মাত্র) হইল, পাপ প্রাণ (আর) কত সহিবে? ৬

বিদ্যাপতি কহেন, মাধব নিঠুর, দুঃখ কাহাকে বুঝাইব? প্রিয়তমের দারুণ বিচ্ছেদ (বিরহ) বাডবানলের অপেক্ষা অধিক অসহনীয় হইল। ৭-৮

৬৫৭

স্বর্গের কল্পতরু যদি ছায়াদানে বিরত হইল, চন্দ্র যদি অগ্নি বর্ষণ করিল (আমার) দিনের (দুর্দিন) ফলে সূর্য শীত নিবারণ করিল না, কিসের জন্য বাঁচিয়া থাকিব? (আমার সর্বগুণাধার বল্লভ যখন এইরূপ ব্যবহার করিলেন, তখন বাঁচিয়া কি ফল? ১-২

বিদ্যাপতি প্রমাণ (সত্য) কহিতেছেন, বিধি কি এমনই বিপরীত হইলেন?

৬৫৮

মোহন মধুপুরে গেল, আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। যে সকল গোপী সৌভাগ্যবতী ছিল (তাহাদিগকে) বিস্মৃত হইলেন। ১-২

আপনার ঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। (নিদ্রিত অবস্থায় মুষ্টি শিথিল হওয়াতে) হস্ত হইতে পরশমণি ছাড়িয়া গেল, কে (চুরি করিয়া) আপনার করিয়া লইল? ৩-৪

কত কহিব, কত স্মরণ করিব, আমি গ্লানিতে পূর্ণ হইতেছি, অপরের ধনে ধনবতী (হইয়া) কুব্জা রাণী হইল। ৫-৬

গোকুলচন্দ্র চকোর হইল, চন্দ্র চুরি গেল (কৃষ্ণচন্দ্র চকোর হওয়ায়, চাঁদ আর চাঁদ রহিল না, কাজেই চাঁদ চুরি গেল দুজনের জোড় (রাধা ও মাধব) বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিল (গেল)। জীবনে সন্দেহ পড়িল। ৭-৮

কাক নিজের ভাষায় বল যে আমার প্রভু আসিবে সোনার বাটী ভরিয়া ক্ষীর খাঁড় ভোজন (করিতে) দিব ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, (আমি এই) গাহিলাম, নারি, ধৈর্য ধর, গোকুল শোভন হইবে, মুরারি আবার ফিরিয়া আসিবে। ১১-১২

৬৫৯

যখন প্রথম সমাগম (মিলন) হইল, হঠাৎ রাত্রি কাটিয়া গেল ১-২

নবীন প্রেম, নবীন অনুরাগ (আমার), বিনা (স্বল্প) পরিচয়ে রস প্রার্থনা করে। ৩ ৪

শৈশবে প্রভু ত্যাগ করিয়া গেল, যৌবন উপনীত হইল ৫-৬

কান্ত বিহনে আর বাঁচিব না, বিরহে জীবন অন্ত হইল। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সুপুরুষ গুণনিধান। ৹-১০

৬৬০

হরি হরি, কাহাকে এই (দুর্দশার) সংবাদ বলিব। সেই প্রেম স্মরণ করিয়া করিয়া আমার দেহ ক্ষীণ হইল। জীবনে আর কি সাধ আছে?

আমি পূর্বে (নাথের) প্রিয়তমা রমণী ছিলাম এখন তাঁহার দর্শনেই সন্দেহ। ভ্রমর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া, সকল কুসুম উপভোগ করে (কিন্তু) কমলিনীর স্নেহ ত্যাগ করে না। ৫-৬

আশা নিকটে করিয়া জীবন কত রাখিব? এখন সে চলিয়া যাইবে ৭

৬৬১

কি দোষ কি গুণ বুঝিতে পারিতাম না। ৬

এখন আমি তরুণী (যুবতী) হইয়াছি, রসের কথা

বুঝি। (কিন্তু) এমন একজনও নাই যে প্রিয়তমের নিকট (এই সংবাদ) বলে। ৭-৮

৬৬২

চার দিন (কিছু দিন) রূপ যৌবন ছিল, তাহা দেখিয়া মুরারি আদর করিল। ১-২

এখন কুসুম গন্ধশূন্য (ও) রসশূন্য হইয়াছে, জলবিহীন সরোবরকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না। ৩ ৪

সখি, আমি রোদন করিয়া যে মিনতি করিতেছি তাহা (তাঁহার নিকট) বলিবে। সুপুরুষের বচন নিষ্ফল হয় না। ৫-৬

যাবৎকাল ধন আপনার হাতে থাকে তাবৎকাল (অপরলোকে) নিকটে থাকিয়া আদর করে। ৭-৮

সকল হইতেই ধনীর আদর হয় (সকলেই ধনীর আদর করে), নির্ধন বেচারাকে জিজ্ঞাসা করে না। ৯-১০।

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যদি শীলতা রক্ষা করে (তাহা হইলে) জগতে যদি জীবিত থাকে তবে তাহারা নবনিধি (নয়টি রত্ন—নানা সুখ) প্রাপ্ত হয়। ১১-১২

৬৬৩

প্রথমে প্রিয়তম আমার মুখে মুখ দিয়া থাকিত, এক তিলও আমার অঙ্গ ছাড়িত না। অপূর্ব প্রেমরূপ রজ্জুতে (আমাদের উভয়ের) অঙ্গ গাঁথিল এখন আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া (চলিয়া গেল।) ১

অঙ্গুলের আংটী বাহুটী (বাহুর অলঙ্কার) হইল। ৫

৬৬৪

কালিকার সীমা করিয়া প্রিয় গেল (বলিয়া গেল কল্য আসিব), কল্য লিখিতে ভিত্তি ভরিয়া গেল। (বহুসংখ্যক কল্য অতীত হইয়া গেল)। ১-২

সকলে বলে প্রভাত হইল। (কিন্তু) হে সখি, বল বল, কাল কবে? (রাত্রি প্রভাত হইলেই ত কাল হয়। কিন্তু তিনি ত আসিলেন না, তবে কাল কবে হইবে?) ৩-৪

মথুরাপুরের রমণীগণ নিবারণ করিয়া রাখিল। ৮

৬৬৫

প্রেমের অঙ্কুর জন্মিতেই আত (আতপ—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা; শোকে 'প' স্খলিত হইয়াছে—'অঙ্কুরোধস্তাৎ' অর্থ-আতপতাপে শুষ্ক) হইল। যুগল পল্লব হইল না। প্রতিপদের চাঁদ যামিনীতে যেমন উদিত হয়, (আমার ভাগ্যে সেইরূপ) সুখের কণিকা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। ১-২

হে সখি এখন মাধব আমার প্রতি নিষ্ঠুর। (নচিলে) অবধি ভুলিয়া থাকিবে কেন? ৩-৪

কানুর পিরীতি অনুভব করিয়া অনুমান করিতেছি বিধি দুর্ঘটনা নির্মাণ (করিয়াছেন)। (কৃষ্ণ যে আমাকে এত ভাল বাসিতেন, তাহা অনুভব করিয়া বুঝিতেছি যে বিধাতাই এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছেন। তাহার কোনও দোষ নাই।) ৬

৬৬৬

আমাকে ত্যাগ করিয়া আমার প্রিয় বিদেশে গেলেন; (আমার এই) বালিকা বয়স কেমন করিয়া কাটাইব (এই অল্প বয়সে বিরহিণী হইলাম, কেমন করিয়া কাল কাটাইব)? ১-২

(আমার যৌবনাগমে) এখন শয্যা পরিমলযুক্ত হইল, ফুলের সুগন্ধ হইল। (কিন্তু) কোথায় আমার ভ্রমর উপবাসী রহিল? ৩-৪

স্মরণ করিয়া চিত্ত স্থির থাকে না, মদন তনু দহন করে, শরীর দগ্ধ হয়। ৫-৬

কবি বিদ্যাপতি জয়রাম (নামক কোনও বন্ধু)কে কহিতেছেন, দৈব বাম হইলে নাথ কি করিবে? ৭-৮

৬৬৭

কমলিনী ভ্রমরকে আপনার মুখের মধু পান করাইয়া সন্ধ্যাকালেই (তাহাকে) লুকাইয়া রাখিল। [ভ্রমরা স্থলে ভ্রমরা হইবে বোধ হয়]। ১-২

শয্যা পরিমলযুক্ত হইল, ফুল বাসগৃহ হইল। (কিন্তু) আমার ভ্রমর কত উপবাসী রহিল, তাহাই মনে করিয়া ভ্রমরী ভ্রমণ করিয়া করিয়া বল্লভের খোঁজ করিতেছে। মধুকর মধুপান করিয়া পদ্মে শয়ন করিয়া আছে। ৩-৬

ফুল সে কহে না (ভ্রমর কোথায় আছে বলিয়া দেয়

না), সূর্য্যও উদয় হয় না (সূর্য উদয় হইলে কমলিনী বিকশিত হইবে, সুতরাং ভ্রমরকে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না)। জীবন হইতে স্নেহ চলিয়া যায় না। ৭-৮

সখি, (আমার) পতির কথা (সংবাদ) কেহ বলে না; রজনী সমাগত হইল, প্রভাত ও হইয়া গেল (কিন্তু বল্লভ আসিলেন না)। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন ভ্রমরী, তোর গতি নিজেরই নগরীতে আছে। ১১ ১২

৬৬৮

সজনি, বিনাদোষে প্রিয় (আমাকে) পরিত্যাগ করিয়া গেল। (আমার) যৌবন জন্ম বিফল হইল ১-২

সখি, আমার মত কর্মহীনা ভাগ্যহীনা দ্বিতীয়া রমণী জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই। ৩-৪

হরির সঙ্গে যত আনন্দ করিয়াছিলাম, বিচ্ছেদে সে সকল বিষতুল্য হইল। ৫-৬

নিরবধি বিরহ-পয়োনিধিতে মগ্ন হইয়া (রহিয়াছি), বিধি কেন (আমায়) মরণ দিল না? ৭-৮

বিরহে তনু অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছে, কত মনোরথ মনেই রহিল। ৯ ১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতি, শীঘ্রই মথুরাপতি মিলিবে। ১১-১২

৬৬৯

হরি মধুপুর চলিয়া গেলেন, আমি কুলবালা (অতএব উপায় হীনা)। মালতীর মালা (উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়া) যেরূপ অপথে পড়ে (আমার সেই দশা।) ১-২

কি বল, কি জিজ্ঞাসা কর? প্রিয় সজনি শুন, (হরি বিনা) এই দিন রজনী আমি কেমন করিয়া কাটাইব? (তাই আমাকে বল।) ৩-৪

(যেদিন হইতে মাধব গিয়াছেন সেইদিন হইতে আমার) নয়নের নিদ্রা চলিয়া গিয়াছে, মুখের হাসি গিয়াছে, সুখ প্রিয়তমের সঙ্গে গিয়াছে, (শুধু) দুঃখ আমার নিকটে (রহিয়াছে)। ৫-৬

৬৭০

আমি অবলা, দুঃখ সহ্য করা যায় না (একে) দারুণ বিরহ (তাহাতে) মদন সহায়। ৩-৪

৬৭১

বল্লভের দর্শন-সুখে বিধাতা বাদ সাধিলেন, (সেই আশা) বিনা অপরাধে অঙ্কুরে ভাঙ্গিলেন। ১-২

হৃদয় অন্য (করিল এক) বিধি অন্য করিল (করিল আর)। ৫

শ্রবণে শ্যাম-নাম গান করুক (এবং তাহা শুনিতে শুনিতে) আমার কঠিন প্রাণ বাহির হউক। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যে নারী সুপুরুষে প্রেম (সমর্পণ করে) তাহার প্রেম মরণ অবধি বিস্তৃত হয়। (মৃত্যু পর্যন্ত সে প্রেম পরিত্যাগ করে না)।

৬৭২

যেখানে দারুণ চন্দ্র বাস করে (সেই মন্দ জলধির জল পুড়িয়া (শুষ্ক হইয়া) যাক্। ১-২

(তাহার) বচনে (বচনহি) কে প্রত্যয় করিবে? পঞ্চবাণ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে না। (অর্থাৎ তিনি কথা দিয়া গেলেন অথচ আসিলেন না, কিন্তু মদন বিলম্ব করিতেছে না) আমাকে তাপ দিতে ত্রুটি করিতেছে না। ৩-৪

কামিনী প্রিয়তমের (অবর্ত্তমানে) বিরহিণী, কেবল কথাই রহিল। ৫-৬

অবধি (ফিরিয়া আসিবার নির্দিষ্ট সময়) সমাপিত (অতিক্রান্ত) হইল, কেমন করিয়া হরি বাকাশঙ্ক হইল? ৭-৮

নিষ্ঠুর পুরুষের প্রেম যুবতী জীবন দিয়া কেমন করিয়া সাঁতার (সন্তরণ) দিয়া পার হইবে।

মৈথিল পুথিতে 'র' এবং 'ব' এর মধ্যে বেশী প্রভেদ নাই যথা ভাদব = ভাদর।]

পুরুষের পিরীতি নিষ্ঠুর, যুবতীর প্রাণ পর্য্যন্ত সন্তাপিত করে। ৯-১০

চকোর (তুল্য) নয়ন নিশ্চল, অশ্রু বহিয়া বহিয়া পড়িতেছে। ১১-১২

পথ হেরিয়া হেরিয়া থাকি, প্রিয়তম অবধি বিস্মৃত হইল। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কবি গায়িলেন, পুণ্য ফলে সুপুরুষ কি না পায়? ১৫-১৬

৬৭৩

কেহ সুখে নিদ্রা যায়, কেহ দুঃখে জাগিয়া থাকে। আপনার আপনার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ্য। ১-২

অবলা কি করিবে! হার সাবধানে রক্ষা করে না। একই নগরে বহুবিধ ব্যবহার। ৩-৪

মঞ্জরী ভাঙ্গিয়া ভ্রমর মধুপান করে তাহা দেখিয়া পথিকের (প্রবাসীর) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

কান্ত কান্তার মনোরথ পূর্ণ করে, বিরহিনী বিরহে ব্যাকুল হইয়া ঝুরিতেছে। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহেন, রূপিনী দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। ৯-১০

৬৭৪

সজনি, চন্দ্র উদিত হইল, আমি দেখিলাম, দেখিয়া মন বিকল হইল। বিধাতা এমন নির্দ্দয় (যে) সে প্রভু বিদেশে রহিল। ১-২

কেশ ও বেশ বিন্যাস করিলাম, যূথী পুষ্প সঞ্চয় করিলাম, বল্লভের বিরহে কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, এখন জীবনে কি কাজ! ৩-৪

অধরে এবং অঙ্গে রস উৎপন্ন হইতেছে, ইহা বিরহের আধি। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছেন, ঔষধেও ব্যাধি আরোগ্য হয় না। ৫-৬

৬৭৫

যে ক্ষুদ্র লতা কানাই লাগাইয়া গেলেন, জল দিয়া দিয়া কিছু বাড়াইয়া গেলেন। ১-২

সে এখন কুসুমে পূর্ণ হইল, দশ দিকে পরিমল প্রসারিত হইল। ৩-৪

হে পিক, প্রিয়তমকে সুললিত কথায় বলিবে, রভসের অবসর দুর্জ্জয় (দুরজয়?) জানিবে। ৫-৬

নিশ্চয় অবধারণ করিবে যে বিলম্ব সহিবে না, প্রস্ফুটিত ফুলে মধু বসিয়া থাকে না (অধিক ক্ষণ থাকে না)। ৭-৮

৬৭৬

কত কত (দীর্ঘ) বিরহে আমার (জীবন) তিক্ত হইল। গরল ভক্ষণ করিয়া আমি মরিব, আমার চিতা সাজাইয়া দাও। ১-২

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিব, মনের সাধ সাধিব, আমার দুর্লভ প্রভু সুলভ হইবে, বিধি অনুকূল হইবে। ৩-৪

আমি কি পত্র লিখিয়া পাঠাইব, তোকেই বা কি সংবাদ কহিব? যখন আমার দশমী দশা (মৃত্যু-দশা) হইবে তখন সব বিবাদ ঘুচিবে। ৫-৬

সুন্দরি, আরও বলিও যে পুরুষ স্বভাবতঃই ভুলিয়া যায়। হে পুরুষ, শুনিয়া লও, নারীকে পরীক্ষা করিয়া প্রেম বাড়াইতে হয় (যার তার সঙ্গে প্রেম করা অনুচিত।) ৭-৮

যখন পঞ্চশরে মর্ম্ম বিদ্ধ করিবে (তখন) জ্ঞান স্থির থাকিবে না; সুতীর্থে মজ্জন করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া যেন জলদান করে। (এক অঞ্জলি জল দেয়)। ৯-১০

বিদ্যাপতি কবি কহেন, সুন্দরি, বিরহ অবসান হইবে, কানাই জলনিধি-ময় (সমুদ্রের ন্যায় গভীর), তোমাকে কামনাময় মহাসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া (শীতল করিবে)। ১১-১২

৬৭৭

যে দেশে পিক নাই, মধুকর গুঞ্জন করে না, কাননে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না। ছয় ঋতু ও মাসের ভেদ জানে না (এবং) মদন স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। ১-২

হে সখি, সেই দেশে আমার প্রিয়তম গেল, যেখানে রসময়ী বাণী জানে না, শুনিতে পাই প্রেম বড় অল্প। ৩-৪

যেখানে কথা স্পষ্ট করিয়া কহিলেও বুঝে না, ইঙ্গিতে কি কাজ করিবে? কেমন করিয়া সেখানে, নির্গুণ সমাজে বল্লভ নির্ভয়ে অনুরক্ত আছে? ৫ ৬

আমি আপনাকে ধিক্ করিয়া মানিলাম, তাঁহার মহত্ত্ব কি কহিব? আমি কি সকলের অপেক্ষা মূঢ়া রমণী অথবা কানাই রতিবিরত! ৭-৮

৬৭৮

প্রথমেই যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিধি স্নেহ বাড়াইল আমার কোন দোষ পাইয়া (সে স্নেহ) এখন হঠতা-পূর্ব্বক বিনষ্ট করিল? ১-২

হে সখি, আমার প্রস্তাব করিয়া হরিকে বুঝাইবে। তাঁহার বিরহে আমি মরিয়া যাইব, স্ত্রীবধ কাহাকে লাগিবে? ৩-৪

জীবন স্থির নয়, যৌবন তাহার অপেক্ষাও অল্প (স্থির) আপনার বচন নির্ব্বাহ করিবে, (কথা রাখিবে) তাহার শেষ (নাশ) করিও না। ৫-৬

৬৭৯

হে ভ্রমরবর, প্রিয়তমকে কহিবে, যেন সে দেশে ফিরিয়া আসে। আসিয়া আপনার ভাবিনীকে দেখিবে, এবং তাহার পর বিদেশে যাইবে। ১-২

শৈশব সময় বহিয়া গেল, অঙ্গে যৌবন বাস করিল। সে ও শীঘ্র চলিয়া যাইবে, আমার আশা অপূর্ণ থাকিবে। ৩-৪

নিত্য শোকে তনু ক্ষীণ, নলিনী-পত্রে শয়ন করি। চাঁদ এমন শীতল ছিল, সেও যেন অঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া দেয়। ৫-৬

সকলের অপেক্ষা মন্মথ মন মথিত করে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমার বল্লভ বিদেশে বাস করিতেছে, সেইজন্য যৌবন কাল হইল। ৭-৮

৬৮০

[৪৬৮ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

৬৮১

সজনি, অশ্রুজল সিঞ্চন করিয়া আশালতা লাগাইলাম, সে ফল (পয়োধর) এখন তরুণ হইল, অঞ্চলের তলে প্রবেশ করে না (ঢাকা পড়ে না)। ১-২

হে সজনি, প্রভু কাঁচা ছাঁচ দেখিয়া গেল। কাজেই তাহার মন কুজ্ঝটিকাবৃত (মলিন) হইল, কিন্তু দিনে দিনে ফলে যে তরুণত্ব হইল, সে এখনও বুঝিতে পারিল না। ৩-৪

সজনি, সকলের (অপর রমণীগণের) পতি বিদেশ-বাসী, (তাহারাও) স্নেহ (প্রেম) স্মরণ করিয়া আসিল (গৃহে ফিরিয়া আসিল)। আমার পতি এমন নির্দয় (যে) তাহার মনে প্রেম বাড়ে না। (বিদেশে বাস করিলে প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় কিন্তু আমার পতির তদ্বিপরীত ঘটিয়াছে)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আমি এই গাহিলাম, সজনি (রাধা সম্বোধনে) উচিত সময়ে (তুমি তরুণী হইয়াছ জানিয়া) গুণবান্ (মাধব) আসিতেছেন। উঠিয়া মন ভরিয়া আনন্দ কর, এখনি নাথ ঘরে আসিতেছেন। ৭-৮

৬৮২

কেতকীপত্র আন, মৃগমদ মসী (ও) নখ লেখনী (হউক)। ১-২

সব আমার নামে লিখিবি, সকল ঠাঁই আমার মিনতি দিবি (জানাইবি)। ৩-৪

সখি, গিয়া নাথকে জানাইবি, হাতে করিয়া লিখন তাহার হাতে দিবি। ৫-৬

(আমার পক্ষ হইতে লেখ) প্রিয়তম, তোর নাম লইতে আমার স্বর গদগদ করে। ৭ ৮

তোমার অন্তর (ব্যবধান) না হয়, সেইজন্য বক্ষের হার দূর করিতাম। ৯-১০

এখন নবগিরি সিন্ধু (ব্যবধান) হইল, সুবন্ধু এখনও বুঝিল না।

তুলনীয়ঃ সোঅব নদীগিরি আঁতর ভেলা।—(৪৬৮ পদ) ১১-১২

বিধাতা যাহা করেন তাহার উপায় নাই (বিধাতাকৃত শাস্তি) তীক্ষ্ণ শরের (ন্যায়) বিদ্ধ (বিদীর্ণ) করে। ১৩-১৪

সুকবি-কণ্ঠহার কহিতেছেন, কামের প্রহার কে সহ্য করিবে? ১৫-১৬

৬৮৩

গুরুজন এবং পরিজনেরা—কে আমাকে গঞ্জনা দেয় না? কে আমার অপযশ করে না? আমার কলঙ্ক যশ করিয়া মানিলাম, হৃদয় অন্য (পর) ভাবিল না। ১-২

৬৮৪

হে সখি, আমার কথায় কানাইকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমার শপথ রহিল, ভুলিয়া যাইও না, অবসর পাইয়া ত্যাগ করিয়া গেল। ১-২

উঁহার সহিত হঠকারিতা করিয়া (কাহারও কথা না শুনিয়া) প্রেম সংঘটন করিলাম, হিত উপদেশ লইলাম না। তালবৃক্ষের ছায়াতলে বসিলাম, যেমন উচিত তাহা হইল (তালবৃক্ষের ছায়ায় বসিলে রৌদ্রের

উত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, মস্তকে তাল পড়িবারও সম্ভাবনা থাকে)। ৩-৪

একে আমি সকলের অপেক্ষা মূঢ়া নারী, দ্বিতীয়তঃ স্বভাবতঃ মতিহীন, আপনার দোষ, বিধাতাকে কি কহিব? ইঁহাকে (মাধবকে) চেনা হয় নাই (বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ চিনিতে পারি নাই)। ৫-৬

সামান্য লোকের কথা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা হয় না (নির্বাহিত হয় না), আপনার ব্যবহার ধরে। পূর্বকথা (যাহা অতীত হইয়াছে) দূর করিয়া উপস্থিত (যাহা বর্ত্তমান) চিত্তে ধারণ করে, যেমন বড় ইক্ষু (ইক্ষুর গোড়া ফেলিয়া দিয়া অগ্রভাগ রোপণ করে)। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, চিত্তে অন্য মানিও না। (এরূপ মনে করিও না)। ৯

৬৮৫

কাননে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ময়ূর কেকারব করিতেছে, অবধি নিকট হইল, কান্ত অনেক দূরে। ১-২

মধুপুর কত দূর, সখি, জানিয়া বল, যেখানে পদ্মপাণি মাধব বাস করে। ৩-৪

শুনিয়া (মধুপুর কতদূর শুনিয়া) হৃদয়ে আঘাত লাগিল, আমার দেহ কাঁপিতেছে, স্নেহ স্মরণ করিয়া গরল বিষ গলিতেছে (স্নেহের স্মৃতি বিষতুল্য মনে হইতেছে)। ৫-৬

৬৮৬

নমিত অলকে বেষ্টিত মুখমণ্ডল শোভা পাইতেছে, রাহু যে শশিমণ্ডলের লোভে বাহু প্রসারিত করিল। ১-২

মদনের শরে সে মূর্চ্ছিত হইল। বালার চিত্তে চেতনা রহিল না। (চিত চেত ন বালা)। সেই ধনিকে দেখিলাম যেন বাসি নির্মাল্যের মালার মত পড়িয়া রহিয়াছে। ৩-৪

ঘন কৃষ্ণবেণী কুচকলসে লুটাইয়াছে, যেন স্বর্ণগিরির উপর কৃষ্ণসর্পিনী শয়ন করিয়াছে। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ভাবিনী মনে স্থির থাকে না (বিরহে অস্থিরচিত্ত হইয়াছে)। ৭

৬৮৭

প্রিয়বিরহিনী অতি মলিনা নায়িকা কেমন করিয়া বাঁচিবে? নির্দ্ধারিত সময়ে (যদি) মাধব না আসে (তাহা হইলে) বিষপান করিবে। ১-২

চন্দ্র (যেন) উত্তাপতপ্ত-রবির কিরণ। তাহার চরণ স্পর্শ (ঈষৎ স্পর্শ) অতি ভয়ঙ্কর। দেহ দিন দিন অবসন্ন হইতেছে। স্নেহের ইহাই সীমা (অবধি)। ৩-৪

যামিনী জাগিতে এক একটি প্রহর এক এক যুগ মনে হয়। সন্ধ্যায় শশী উদয় হইলে ধরণীতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহেন, মদনের (পরাক্রম) সকলেই জানে (কিন্তু) জগতে কেহ যেন বিরহযন্ত্রণা অনুভব না করে। ৭-৮

৬৮৮

সজনি, কোন গুণে প্রভু পরবশ হইলেন? (এখন) তাঁহার ভাল মন্দ (গুণ) বুঝিলাম। তিনি বিনা (তাঁহার বিরহে) কন্দর্প আমার মন মথন করিতেছে (আমাকে ক্লেশ দিতেছে), নিশিতে চন্দ্র আমার দেহ দহন করিতেছে। ১-২

দুষ্ট লোকে (তাঁহার) শত নিন্দা করিলেও তাঁহার তুল্য আমার অন্য (কেহ) নাই। কতই যত্নের সহিত মুছাইলে (ও) পাষাণ-রেখা মুছে না। ৩-৪

দুর্জ্জনে যে কটু কহে তাহাতে আমার মন বিরত (অনুরাগ বিরত) হয় না। চন্দ্র রাহুকর্তৃক পরাভব অনুভব করিয়া হরিণ চন্দ্রকে ত্যাগ করে না। ৫-৬

সজনি যদিও সূর্য জল শোষণ করে তথাপি কমল পঙ্ক পরিত্যাগ করে না। যে যাহার সঙ্গে (যাহাতে) অনুরক্ত হইয়াছে (তাহার প্রতি) বিধি বাম হইয়া কি করিবে? ৭-৮

মোদবতী দেবীর কান্ত রসজ্ঞ রাজা শিবসিংহ মন দিয়া রস বুঝেন। ৯-১০

৬৮৯

এই জগতে নারীজন্ম লইলাম, প্রথম বয়সেই বিরহ হইল। ১-২

কেন (বিধাতা) আমাকে (জন্ম দিল, আমার অত্যন্ত (কঠিন) দুর্ভাগ্য হইল। ৩-৪

কমলিনী আপনি প্রস্ফুটিত হইল, সেই ফুলে ভ্রমর লুব্ধ হইল। ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, পূর্বের (পূর্বজন্মের) উচিত ফল পাইল। ৭-৮

৬৯০

আমার মাধব দূরদেশে চলিয়া গেল, সখি, কেহ (তাহার) কুশল-সংবাদ (আমাকে) কহে না। ১-২

লক্ষ ক্রোশ (দূরে) বাস করুক, যুগ যুগ জীবিত হউক (যেখানেই থাকুক চিরজীবী হউক)। উহার কি দোষ, আমারই অভাগ্য। ৩-৪

আমার কর্মফলে বিধি বিপরীত হইল, মাধব পূর্বপ্রীতি ত্যাগ করিল। ৫-৬

হৃদয়ের বেদন বাণের তুল্য, (কিন্তু) একের দুঃখ অপরে জানে না। ৭-৮

কবি বিদ্যাপতি জয়রামকে (জয়রাম নামক কোনও ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া) বলিতেছেন যে দৈব (যাহা) লিখিল (এত দিনে সেই) প্রতিকূল ফল পরিণত (হইল)। ৯-১০

৬৯১

মাধব যেখানে অবসর (সুযোগ পাইল), সেখানে (গেল) আমার নাম কি ভুলিয়া গেল? ১-২

এখন কি উপায় করিব? অপযশে সংসার ভরিয়া গেল। ৩-৪

(এখন) সকলে অবকাশ (সুযোগ) পাইল, জগৎ ভরিয়া নিন্দা হইতেছে। ৫-৬

সখী সকলের সঙ্গে (সাক্ষাতে) কিরূপে আমার মস্তক উপরে রহিবে? (নিন্দা ও তজ্জনিত লজ্জার ভারে অবনত হইবে)। ৭-৮

আমার কর্ম ও ধর্ম বাম (প্রতিকূল), সকল (নিন্দা প্রভৃতি) তাহার পরিণাম। ৯-১০

কাল যাহাকে দেখিয়া হাসিয়াছিলাম (অবজ্ঞা করিয়াছিলাম) সে (আজ) করতালি দেয় (করতালি দিয়া আমাকে উপহাস করে)। তুঃ—যাহারে ছুইলে সিনান করিতাম সে মোরে দেখিয়া হাসে।—চণ্ডীদাস ১১-১২

বিদ্যাপতি (এই) কথা কহিতেছেন, অচিরে (বিরহের) শেষ করিবে (হইবে)। ১৩-১৪

৬৯২

হে ধনি, সে বিদেশে অপর নারীর রসে রসিক (অনুরক্ত), আমি কুলবতী নারী। তিনি পুনরায় নিজের আলয়ে কুশলে আসিবেন, (কিন্তু) আমাকে প্রাণে মারিয়া গেলেন। ১-২

প্রবাসী (পথিক) প্রিয়তমকে মন দিয়া কহিবে, যৌবন বলপূর্বক চলিয়া যায়। ৩

যদিও আসিতে (বলা যায়) তথাপি অতীত (বিজয়ী) বসন্ত আর আসিবে না। ৪

অবধি বহিয়া যায়, জীবন থাকে না, ফিরিয়া আর মিলন হইবে না

জল প্রবাহিত হইলে নিরোধ করিয়া, (এবং) অবসর উত্তীর্ণ হইলে দানে কি ফল? যদি (সে) আপনি না জানে অন্য ভাল লোককে (যেন) জিজ্ঞাসা করে। ৬-৭

বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিলেন, রসজ্ঞ রস বুঝে, লখিমা দেবীর সুকান্ত রূপনারায়ণ নাগর বটে। ৮-৯

৬৯৩

হে সখি, মোহন মধুপুরে বাস করিলেন, আমিও তাঁহার নিকট যাইব। ১-২

হে সখি, কুব্জার সহিত স্নেহ রাখিলেন, আমাকে ত্যাগ করিলেন। ৩-৪

হে সখি, কত দিন (তাঁহার) পথ চাহিব? যমুনার ঘাট শূন্য হইল (কারণ আমি ও সখীগণ আর যমুনার ঘাটে যাই না)। ৫-৬

হে সখি, সেইখানেই আবার গিয়া থাকুন, একবার দর্শন দিন। (একবার আমাকে দর্শন দিয়া ফিরিয়া গিয়া সেইখানেই থাকুন) ৭-৮

বিদ্যাপতি স্বরূপ কহিতেছেন, হে সখি, (রাধা সম্বোধনে), মনুষ্য জন্ম অনুপম, (কারণ তাঁহার সহিত মিলন এই মনুষ্য-জন্মেই ঘটিতে পারে)। ৯-১০

৬৯৪

বিরহ (কাতর) সুন্দরী শয়ন-গৃহে গেল। (কহিল) বিধাতা (আমার ললাটে) কি লিখিয়া দিল। ১-২

চমকিয়া উঠিল, মস্তক অবনত করিয়া বসিল, চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিল। ৩-৪

(স্বপ্নে) প্রেমের (প্রিয়) বন্ধু, তিনিও চলিয়া গেলেন। প্রভুর দুই কর আমার খেলনা ছিল (স্বপ্নে তাঁহার হাত দুইটি লইয়া কত আদর করিয়াছি)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, অপূর্ব প্রেম, যেমন বিরহ বাড়িতেছে, তেমনি প্রেম বাড়িতেছে। ৭-৮

৬৯৫

করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে, (যেন) অভিনব অরবিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে। (চিন্তান্বিত বলিয়া সুন্দরী করতলসংলগ্ন-কপোল হইয়া রহিয়াছেন)। ১-২

অহর্নিশ অশ্রুধারা ঝরিতেছে, যেন খঞ্জন মুক্তাহার গিলিয়া উদ্গীরণ করিতেছে। ৩-৪

শশিমুখী কি করিবে, আর কি বা বলিবে ? বিনা অপরাধে কানাই বিমুখ হইল। ৫-৬

বিরহে খিন্নতনু শীর্ণ হইল ; কুসুম শুকাইয়া (কেবল) সুবাস মাত্র রহিয়াছে। ৭-৮

শোকে শোকে প্রাণে সংশয় পড়িল (প্রাণ সংশয় হইল), পঞ্চবাণ (মদন) কখন উপশম করে না (মদন বেদন কখন নিবারিত হয় না)। ৯-১০

৬৯৬

যেদিন মাধব চলিয়া গেল, সে সকল কথা (পূর্ব কথা) উথলিল। ১

সে সকল কথা (শুনিয়া) আমার হৃদয়ে করুণা বাড়িল, চক্ষে অশ্রু ঝরিল। ২

কানাই (আমার) নিকটে আসিয়া দিব্য করিয়া শপথ করিল (বার বার শপথ করিল, ফিরিয়া আসিবার দিন স্থির করিল) ; (আমার) হাত ধরিয়া (তাহার) মাথায় স্পর্শ করাইল, সে সকল অন্য (ব্যর্থ) হইয়া গেল। ৩-৪

নাগর কোন নগরে নাগরী পাইয়া বিহ্বল (ভোর) হইয়া রহিল ; বিদ্যাপতি কহেন, শুন যুবতি, তোমার নাগর চোর (তোমার হৃদয় চুরি করিয়া অন্য কোন নাগরীর মন চুরি করিতে গিয়াছে)। ৭-৮

৬৯৭

বন্ধুকে করজোড়ে নিবেদন করিবে। প্রেমের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া কি ফল হইল ? ৫-৬

সখি, যদি বল তুই অজ্ঞানী (আমাকে নির্বোধ বল), আমি (তাহাকে) আপনার জানিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম। ৭-৮

যাহার পিরীতি সে ব্যক্তি অন্ধ (Love is blind)১০

৬৯৮

মন অন্য রমণীর অধীন হইল, এইজন্য বিদেশে (রহিলেন) ; চন্দ্রকে দেখিয়া দেহ দগ্ধ হইয়া উঠে। ১-২

মদনের বেদনায় মানস অস্ত হইতেছে ; কান্ত বিদেশে, কাহাকে দুঃখ কহিব। ৩-৪

(তাঁহার) স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহ ভাল লাগে না, কোকিল (ও) ভেকের রব দারুণ (মনে হয়)। ৫-৬

(পূর্ব প্রেম) স্মরণ করিয়া আজ নীবিবন্ধ খসিতেছে, বড় মনোরথে ঘরে প্রাণনাথ (আমার) নিকটে নাই। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সত্য কথা শুন, নৃপ রাঘব নব পঞ্চবাণ (কন্দর্পের নবীন পরাক্রম) বুঝেন। ৯-১০

৬৯৯

প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরে মোচড়াইলে কোন্ উপায়ে বাঁচিব ? ২

তৈলবিন্দু যেমন জলে বিস্তারিত হয়, (অল্প হইতে হইতে শেষে অদৃশ্য হয়) এইরূপ তোমার (তোর) অনুরাগ। ৩

জল বালুকায় যেমন মুহূর্তে শুকাইয়া যায়, তোমার সোহাগ ও তেমনি। ৪

কুলকামিনী ছিলাম, তাহার বচনে লুব্ধ হইয়া কুলটা হইয়া গেলাম। ৫

কানুর সহিত প্রেম বাড়াইয়া আপন হস্তে আমি আপনার মাথা মুড়াইলাম (আপনার কলঙ্ক ও অপমান আপনি ডাকিয়া আনিলাম)। ৬

চোরের রমণী যেমন বসনে মুখ ঢাকিয়া মনে মনে কাঁদে (আমাদের প্রেমের কথা গোপনে রাখিতে হয়, সুতরাং আমার যাতনা প্রকাশ করিবার উপায় নাই)। ৭

দীপের লোভে পতঙ্গ যেমন ধাবিত হইল, সে ফল ভোগ করিতে হইবে (তাহাকে দগ্ধ হইতে হইবে)। ৮

যে পরবশ হয় সে আপনার কর্মদোষ আপনি ভোগ করে। ১০

১০০

আমার প্রিয়তমের কাছে কে পত্র লইয়া যাইবে? হৃদয় অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতে পারে না, শ্রাবণ মাস হইল। ১-২

প্রিয় বিনা একাকিনী, ভবনে আর থাকাও যায় না। সখি, অপরের দারুণ দুঃখ জগতে কে বিশ্বাস করে? ৩-৪

হরি আমার মন হরণ করিয়া লইয়া গেল, আপনার (তাহার নিজের) মনও গেল (সেও কুব্জা ও অপর নারীদিগের অধীন হইল); গোকুল ত্যাগ করিয়া মধুপুরে বাস করিয়া কত অপযশ লইল। ৫-৬

বিদ্যাপতি গাহিলেন. ধনি, প্রিয়তমের আশা ধর (তাহার আশা ত্যাগ করিও না), তোমার মনোরঞ্জন এই কার্তিক মাসে আসিবেন। ৭-৮

১০১

ভাবিনি, ভাল হইল (শ্লেষ), বিধাতা বিমুখ হইল। যে প্রেম সুখদায়ক কল্পতরুর ন্যায় সেই (প্রেম) দুঃখদায়ক হইল। ১-২

তোর গুণ স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শূন্য (হইল), অশ্রু চক্ষু ঝাঁপিয়া রহিল। হরি হরি! জলধর গগন ভরিয়া গর্জন করিতেছে, এখন আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। ৩-৪

যত যত্নই করি, সব বিফল হয়, তোমার সহিত মিলন হয় না। বিরহাগ্নি দগ্ধ করিতেছে, তথাপি জীবন রহিয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বড় লজ্জা। ৫-৬

(আমার) মানস নিবিড় প্রেমরসের বশীভূত হইয়া লক্ষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, পুরুষের (যে) কঠিন হৃদয় কোন্ যুবতী (একথা) না কহে? ৭-৮

১০২

সজনি, কি কহিব; আমার প্রথম বয়স, প্রভু (আমাকে) ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। আমি কত ধৈর্য বাঁধিব (ও) তাঁহার বিহনে (বিরহে) ক্লেশ সহ্য করিব? ১-২

তাঁহার ফিরিয়া আসিবার নির্দিষ্ট সময় অতীত হইল, মেঘে সূর্য ঢাকিল। শীত (শিশির) বসন্ত ও গ্রীষ্ম (ঋতু) (অতীত) হইল, বর্ষা প্রবেশ লইল (পৃথিবীকে অধিকার করিল)। ৩-৪

চারিদিকে ঝিল্লী ঝঙ্কার করিতেছে, পিক সুন্দর গান করিতেছে। (আমার) মর্মে মদন শরাঘাত করিতেছে, আমি কানে কত শুনিব? ৫-৬

হে সজনি, কুসুমশয্যা ভাল লাগে না, চন্দন ও বস্ত্র বিষতুল্য (বোধ হয়)। যদিও সমীরণ অত্যন্ত শীতলতা বহন করে (তথাপি) মন ও বাক্য শরীর হইতে উড়িয়া গিয়াছে (আপনা-হারা হইয়াছি)। ৭-৮

হে সজনি, (রাধা সম্বোধনে) বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আমি এই গাহিলাম, ধনি, মনে আনন্দিত হও। প্রভু সুদিন দেখিয়া আসিবে, মন উদাস করিও না। ৯-১০

১০৩

সখীর (পরিজনের) কর ধারণ করিয়া, দ্বারে মুখ দিয়া, পথ চাহিয়া রোদন করে। কেহ কহে না, মধুপুর ছাড়িয়া কবে মুরারি আসিবে। ১-২

কাহাকে দিয়া সংবাদ পাঠাইব, কে বুঝাইবে (যে) প্রিয়তম, তোর কঠিন হৃদয়। ৩

প্রিয়তম স্নেহ বিস্মৃত হইল, দেহ অবসন্ন হইল, কত সন্তাপ সহিব। কালি কালি করিয়া, মদনকে আগে করিয়া গ্রীষ্ম বর্ষা আসিতেছে। ৪-৫

১০৪

বারিধর (পয়োধর) গর্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল, ধরণী দীর্ণ হইল। বল্লভ বিদেশে নবনাগরীতে রত, আসিবার (তাঁহার ফিরিয়া আসিবার) আশা গেল ১-২

সজনি, এখন আমি মদনের আধার (আশ্রয়), শূন্যমন্দির, বর্ষারাত্রি, কামিনী কি উপায় করিবে? ৩-৪

লঘু নদী গুরু হইয়া বাড়িল, নিম্নস্থান অগাধ হইল।

পথিক কেমন করিয়া আপনার ঘরে আসিবে, সকলেরই স্বাভাবিক বাধা হইল। ৫-৬

প্রিয়তম এই ছলনা করিয়া গেলেন, (যে) সময় মত আসিয়া মিলিব। আমাকে ববং মদন (অতনু) দেহশূন্য করিয়া ছাড়ুক (মদনের তাড়নায় আমি দেহত্যাগ করি), সে সুখে রাজ্যভোগ করুক। ৭-৮

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, তোর গুণ স্মরণ করিয়া কানাই আবার আসিবে। ৯

১০৫

গগনে (মেঘ) ঘন ঘোর গর্জন করিতেছে, হে সখি, আমার প্রাণনাথ কখন আসিবেন? ১-২

কন্দর্প উদয় হইলেন, হে সখি, এখন আমার প্রাণ বাঁচিবে না। ৩-৪

কি উপায় করিব? হে সখি, (আমার) যৌবন (আমার) প্রাণবধের কারণ হইল। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে সখি (রাধা সম্বোধনে) পুরুষ (পুরুষের প্রতি) বিশ্বাস কর। ৭-৮

১০৬

দর্শনের জন্য নিত্য কামের পূজা করে, অনুক্ষণ তোর নাম জপ করে (রাধা সখীকে কহিতেছেন, এই কথা গিয়া মাধবকে বলিও)। ১-২

আষাঢ় মাসে অবধি সমাপ্ত হইল, এখন দিন দিন জীবন গাঢ় (কঠিন) হইতেছে। ৩-৪

সখি, বল্লভকে আমার এই সংবাদ কহিবে, সকলের অপেক্ষা (বিরহিনীর পক্ষে) মেঘের সময় বড় দুঃসহ। ৫-৬

একে অবলা, তাহাতে পঞ্চবাণ কুপিত, মর্ম লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করে। ৭-৮

তোর গুণে প্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে, দেখ পরের বেদন পর জানে না। ৯-১০

১০৭

বিরহদশায় যে কি দুঃখ (তাহা) কাহাকে বলিব? যে তাহার কথা আমাকে বলে (এমন কাহাকেও দেখি না)। ২

যৌবন বন হইল, তাহাতে বিরহ হুতাশন (দাবানল) হইল। মন্মথ তাহার অধিকারী হইল। (মন্মথের প্রতাপে বিরহদাবানল যৌবনরূপ বন দগ্ধ করি।) বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বর্ষার এই আঁধার নিশিতে সে দুঃখ কত সহ্য করিব? ৫-৬

১০৮

সজনি, আজ শমনের দিন (মৃত্যু আগত)। ৩

দারুণ পাপিয়া (তাহার) পিউ পিউ রবে (পিউ—প্রিয়) আমার প্রিয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়; ভুলিয়া ভুলিয়া বার বার তাহাকে কোল দিই (আলিঙ্গন করিতে যাই)। ৬

বৃষ্টি যেন অগ্নিদাহ (জ্বলন্ত শিখা) বর্ষণ করিতেছে; জানিলাম জীবনের শেষ (হইয়াছে)। ৭

১০৯

প্রভু কি পিশুনের কথায় কান দিল, কিম্বা পর-কামিনী তাহার জ্ঞান হরণ করিল? ১-২

প্রভু কি পূর্বের স্নেহ বিস্মৃত হইল, কিম্বা জীবনের কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইল? ৩-৪

আমার (বিপক্ষে) মিথ্যা কথা শুনিলেন, অথকে ঘরে বাঁধিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। ৫-৬

কিসের জন্য কান্ত দিগন্তরে গেল, শীতল রজনী ঘন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। ৭-৮

হে কলাবতি, আমার কান্তকে কহিবে, বর্ষাকালে মূর্খ বিদেশে বাস করে। ৯-১০

সকল প্রবাসীর এক স্বভাব, বিদেশে গিয়া আর ফিরিয়া আসে না। ১১-১২

কন্দর্প মর্মে শরাঘাত করিতেছে, বসন্তের অপেক্ষাও বর্ষা প্রবল। ১৩-১৪

১১০

✓ সখি, আমার দুঃখের শেষ নাই। এই ভরা বাদল, ভাদ্র মাস, আমার গৃহ শূন্য (প্রাণকান্ত গৃহে নাই) ১-২

মেঘ চারিদিক ঝাঁপিয়া গর্জন করিতেছে এবং সারা ভুবনে বর্ষণ করিতেছে। কান্ত প্রবাসী, কাম দারুণ, সঘনে তীক্ষ্ণ শর হানিতেছে। ৩-৪

কীর্তনানন্দে এস্থানে আর দুইটি পংক্তি আছে:

দরক দামিনি ফিরি চৌদিগ
অম্বুধর গরজন্তিয়া।

কি-এ কামিনী সমন মনসিজ
খড়্গা খরতর হস্তিয়া ॥

কত শত কুলিশ-পতনে আনন্দিত ময়ূর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মত্ত দাদুরি ও ডাহুকী ডাকিতেছে (আমার) জীবন ফাটিয়া যাইতেছে। ৫-৬

দিক্ ব্যাপিয়া অন্ধকার, ঘোর রজনী, বিদ্যুৎসমূহ অস্থির (হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে); বিদ্যাপতি (সখী-ভাবে) বলিতেছেন হরি বিনা কেমন করিয়া দিনরজনী যাপন করিব? ৭-৮

কীর্ত্তনানন্দের পাঠ—

তিমির ভরি অতি ঘোর যামিনি
দরকে দামিনি পাতিয়া।
ভনই সেখর কইসে নিরবহ
সে হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

৭১১

কোকিলকে আমি তাড়াইয়া দিব, ভ্রমরদলকে করকঙ্কণ বাজাইয়া নিবারণ করিব, (কিন্তু) ধবলা গিরি হইতে জলদ আসিয়া যখন বর্ষণ করিবে তখনকার কোন্ উপায়? ১-২

গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে শুনিয়া মন শঙ্কিত, বর্ষার মেঘ ডাকিতেছে। দক্ষিণ পবন সৌরভে যদি সঞ্চরণ করিবে, (তাহা হইলে) দুই জন মনে মনে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে? ৩-৪

সে (মেঘ গর্জ্জন প্রভৃতি) শুনিয়া যদি জীবন রাখিবে, (হে) যুবতি, বিদ্যাপতির কথা শুন। রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন, মদনকে বুঝাইয়া (তোমার প্রিয়তমকে) আনিয়া দিবেন। ৫-৬

৭১২

তপনের তাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হইবে (তাহা হইলে) বারিদ মেঘে কি করিবে (অঙ্কুর রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া গেলে বৃষ্টিতে কি হইবে)? এই নব যৌবন বিরহে কাটাইব (তাহার পর) সেই প্রিয়তমের স্নেহ কি করিবে? ১-২

হায় হায়, কোন দৈব এই দুরাশা (ঘটাইল)? ৩

চিন্তামণি যখন নিজগুণ ত্যাগ করিবে (তখন) আমার কি কর্মদোষ (ও) অভাগ্য! ৬

পর্বত সেবা করিয়া আশ্রয় পাইবে না (ইহাতে) বিদ্যাপতি বিস্মিত হইলেন। ৮

৭১৩

কোন দিকে কোকিলের রব তূর্য্যনাদের মত (শোনা যাইতেছে)। মত্ত মধুকর দশ দিকে ধাবিত হইতেছে। ১-২

অপরে নির্ধন হইলে কেহ বুঝে না, নমিয়া নমিয়া (ভ্রমর) মানিনীর মান লুণ্ঠন করিতেছে। ৩-৪

হে সখি, আমার কপাল কি কহিব? বিনা কারণে মন্মথ আক্রমণ করিতেছে। ৫-৬

আম্র বৃক্ষ নব নব কিশলয়-শোভিত (যেন মদনের) বহু-সংখ্যক নূতন ধ্বজা ধরিয়াছে। ৭-৮

(ধনুকে) গুণ টানিয়া কুসুম শর (আঘাত করিতেছে), প্রাণ হরণ করে না, বিরহ দেয়। ৯-১০

দক্ষিণ পবন কে নাম রাখিল, অনুভব হয়, সেও বাম হইল। ১১-১২

বিরহিণীকে বধ করিবার, জন্য মন্দ সমীরণ (বহিতেছে), বিকচ পরাগ অগ্নি জ্বালিতেছে। ১৩-১৪

৭১৪

বিপত্র অপত্র তরু পুনরায় নূতন নূতন পত্র পাইল। বিরহিণীর চক্ষে বিধাতা অবিরল বর্ষার সৃষ্টি করিলেন। ১-২

সখি, অন্তরের বিরহানল নিত্য বাড়িতে থাকে, হরি বিনা লক্ষ উপচারেও হৃদয়ের দুঃখ মিটে না। ৩-৪

পাপিয়া পিউ পিউ ডাকিতেছে, হৃদয়ে দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। কুদিনে হিত ব্যক্তিও অহিতকারী হয়, ইহাই জগতের স্বভাব (অন্য সময় পাপিয়ার রব আনন্দ-দায়ক, কিন্তু এক্ষণে ক্লেশকর)। ৫-৬

কবি বিদ্যাপতি গাইলেন, তোর দুঃখ মিটিবে। প্রিয় নন্দকিশোর হরষিত চিত্তে আসিবেন। ৭-৮

৭১৫

সহকারের সৌরভে গগন ভরিয়াছে, ভ্রমর ভ্রমরী কলহ করিতেছে। ১-২

লোভের জন্য একসঙ্গে থাকিয়াও (ভ্রমর ভ্রমরী) কলহ করিতেছে, কারণ অধিক পিপাসিত, কিন্তু মধু অল্প। ৩-৪

তাহা দেখিয়া ঋতুপতি চলিয়া আসিল, আমার মনে যাহার শঙ্কা ছিল। ৫-৬

কোকিল কোমল মঞ্জরী খায়, মানিনীর মান পান করিয়া (নিঃশেষ করিয়া, ভঙ্গ করিয়া) সে তৃপ্ত হয় না। ৭-৮

যাবৎ অঙ্গ তরুণতা প্রাপ্ত হইল না তাবৎ সে কান্ত দিগন্তর গেল (যৌবন আসিবার পূর্বেই কান্ত দেশান্তরে গেল)। ৯-১০

অমঙ্গলকারী বিধাতা পরহিতে সর্বদা বিমুখ, পরস্পরের অভিমত এমন দুই জন এক স্থানে থাকে না (থাকিতে দেয় না)। (যখন অস্ফুট যৌবন তখন অতৃপ্ত-কাম কান্ত আমার সহিত কলহ করিত, এখন আমার যৌবন-সমাগম হইয়াছে, সে প্রবাসে, ইহা সমস্তই বিধাতার কৌশল, কারণ সে পরের সুখ দেখিতে পারে না)। ১১-১২

কন্দর্প ধন, কুল-ধর্ম চুরি করে, আমার মুগ্ধ প্রিয়তমকে কেহ (তাহা) বুঝায় না। ১৩-১৪

৭১৬

প্রিয়তম পরম আনন্দে কহিয়া গেল, বসন্ত-রজনী আবার রঙ্গে একসঙ্গে কাটাইবে। কোকিল পঞ্চম গাহিতেছে, তথাপি সুবন্ধু আসিল না, উত্তম ব্যক্তির বচনের ব্যতিক্রম হয় না। ১-২

সময় বৃথা হইল। ৩

কান্ত এখনও আসিল না, পরিণাম ভাল নহে, আমার পক্ষে পশ্চিমে সূর্য উদয় হইল। সহকারের সৌরভে দিক্ (পূর্ণ হইল), নিশা চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল, বৃক্ষতল মধুকর ছাইল। ৪-৫

এই রস হৃদয়ে ধরি (হৃদয়ে প্রেম সঞ্চিত রহিয়াছে), তথাপি হরি আসে না, যদি সে পূর্ব প্রেম বিস্মৃত হইয়া থাকে (তাহা হইলে আসিবে না)। ৬

কবি বিদ্যাপতি কহেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনোরথ মানিনীর (পক্ষে) কল্পতরু (কল্পতরু হইতে যেমন ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মানিনীর মনোরথ পূর্ণ হয়)। মহাদেবী লখিমাদেবী শ্রীশিবসিংহদেবের চরণ-কমল সেবা বরণ করেন। ৭-৮

৭১৭

শীতকাল গিয়া বসন্তও গেল, (মেঘ) গর্জন করিতেছে (বর্ষা আসিল), কান্ত ঘরে আসিল না। ১-২

সে বিদেশীয় ধনের ব্যবসাদার, আমার বক্ষে হার ভার হইল (সে বিদেশে অপর রমণীর প্রেমে কাল যাপন করিতেছে, শোকে, বিরহে আমার কণ্ঠের হারও গুরুভার বোধ হইতেছে)। ৩-৪

প্রভু গুণিজন (গুণবান) হইয়া ভোলা হইলেন (ভুলিয়া গেলেন), আমার আকুল হৃদয় ত্যাগ করে না (আমার প্রাণত্যাগ হয় না)। ৫-৬

হে সখি, হে সখি, তোকে কি কহিব, নাথ ভাল করিয়া (সম্পূর্ণরূপে) আমাকে ভুলিল। ৭-৮

কুসুমের মধু নিজ তনুতে ভ্রমণ করে (কুসুমের মধু কুসুমেই থাকে, ভ্রমর তাহা পান করিতে আসে না)। গগনে চন্দ্র অগ্নি (তুল্য) হইয়া উদিত হইল। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহেন, যতক্ষণ দেহে তিল (মাত্র) শ্বাস থাকে (ততক্ষণ) পুনর্বার প্রভুর সহিত মিলন হইবার আশা। ১১-১২

৭১৮

কাননে কাননে কুন্দফুল (ফুটিয়াছে), ফিরিয়া ফিরিয়া ভ্রমর তাহাতে ভুলিতেছে। ১-২

পুণ্যবতী তরুণী প্রিয়তমের সঙ্গ পায় (মিলন হয়), বৎসরে বৎসরে ঋতুরাজ বসন্ত আসে। ৩-৪

রাত্রি ছোট হইল, দিবস বাড়িয়াছে, যেন কামদেব তরবারি নিষ্কাশিত করিয়াছেন। ৫-৬

মলয়ানিল যুবতীর মান পান করিতেছে (পান করিয়া মান নিঃশেষ করিতেছে; মলয়ানিল বহিলে যুবতীর মান আর থাকিতে পারে না)। বিরহিণীর বেদনা কেহ জানে না। ৭-৮

বিদ্যাপতি বসন্ত ঋতুর (কথা) কহেন, জ্ঞান দেবীর কান্ত কুমার অমর। ৯-১০

৭১৯

উন্মত্ত ভ্রমর ফিরিয়া ফিরিয়া কাননে কাননে নাগ-কেশর পুষ্পে বিচরণ করিতেছে। ১-২

আমার মনে হইল, কাহাকে কহিব, দুর্নিবার বসন্ত ব্যক্ত হইল (প্রকাশ পাইল)। ৩-৪

চন্দ্র উদয় হইয়া চণ্ডাল হইল, দ্বিজশ্রেষ্ঠের ধর্ম ভুলিয়া গেল (চন্দ্রের ধর্ম শীতল করা; এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমা করা; তাহা না করিয়া চন্দ্র চণ্ডালের ন্যায় আমাকে যাতনা দিতেছে) [চন্দ্রের এক নাম দ্বিজরাজ] ৫-৭

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সোনমতী দেবীর কান্ত রসজ্ঞ রাঘব সিংহ বুঝেন। ৭-৮

৬২০

ললিতা লতা যেরূপ তরুর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ যুবতী প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছে। ১-২

আজ আমার মন স্থির থাকিতেছে না, মধুকর মদনের সংবাদ কহিতেছে। ৩-৪

সরস কবি (বিদ্যাপতি) কহিতেছেন, অর্জ্জুন নামে ত্রিপুরসিংহের পুত্র রস উত্তম জানেন। ৫-৬

৭২১

সরোবরে মজ্জিত হইয়া সমীরণ কেবল কমল-পরাগ বিকীর্ণ করে। কোকিল মাধবী পুষ্পের মধু পান করিতে পারে না (সেই জন্য) উপরাগ (মৃদু ভর্ৎসনা) দেয় (করে)। ১-২

সজনি, বল্লভের সহিত আমার দৃষ্টি মিলাইলে তোর দাসী হইব। ৩-৪

পাটলী পুষ্পের পরিমলে আশা পূর্ণ করিয়া মধুকর গীত গান করে। জ্যোৎস্নারাত্রি আনন্দ বাড়ায় (কিন্তু) আমার প্রতি সকলই বিপরীত। ৫-৬

চতুরে, তোকে কহিতেছি, (আমার) হৃদয় বাউল, অপর কাহাকেও কহিও না, মাধব বিনা (কি) মধুরজনী যাইবে, মীন কি জল বিনা বাঁচে? ৭-৮

কবিবর বিদ্যাপতি এই গাহিতেছেন, রসজ্ঞ (ব্যক্তি) উপদিষ্ট হও, গুণাদেবী রাণী কান্ত অর্জ্জুন রাজার চরণ সেবা করেন। ৯-১০

৭২২

মলয়ানিল হিমশিখরে গেল, কিন্তু প্রিয়তম নিজ দেশে আসিলেন না। ২

চন্দন ও চন্দ্র শরীর অধিক উত্তপ্ত করে, উপবনে অলিকুল কলরব করিতেছে। ৩

(এই সময়) অনিমেষ নয়নে নাথের মন নিরখিত (নিরখিয়া) নয়ন তৃপ্ত হয় না, অবনার কঠিন প্রাণ বলিয়াই এই সুখের সময় এত সঙ্কট সহ্য করে। ৫-৬

হিমে (শীতকালে) কমলিনীর ন্যায় দিন দিন তনু ক্ষীণ হইতেছে। জানি না, শেষ পর্যন্ত জীবন থাকিবে কি না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জীবনে ধিক ধিক, মাধব অকরুণ কান্ত। ৭-৮

৭২৩

মাধব (বৈশাখ) মাস মাধব তিথি (একাদশী) ছিল, প্রভু অবধি করিয়া গেলেন (যাইবার সময় বলিয়া গেলেন আমি নির্দিষ্ট দিনে নিশ্চিত ফিরিয়া আসিব)। কুচযুগ শম্ভু স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, তাহাতে আমার প্রতীতি হইল। ৩-৪

অবধির (নির্দিষ্ট সময়ের) সীমা হইল; সময় ব্যাপ্ত হইল (নির্দিষ্ট দিনের পরও অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে) জীবনের মধ্যকাল (যৌবন) আশায় হরণ করিল (বৃথা আশায় যৌবন কাটিল)। তখনকার (যৌবনের) বিরহে যুবতী বাঁচে না, মাধবমাস কি করিবে?

ক্ষণ ক্ষণ করিয়া দিবস অতিবাহিত করিলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বর্ষ কাটিল, এখন কোন আশায় জীবন (ধারণ করিব)? ৫-৬

আম্রবৃক্ষ মঞ্জরিত হইল, আমার মন বিষাদে নিমগ্ন, কোকিলের শব্দ ভাল লাগে না। এমন বয়সে প্রভু (আমাকে) ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেল, কুসুম (নিজের) মকরন্দ পান করিল (কুসুমের মধু কুসুমেই রহিল, ভ্রমর পান করিতে আসিল না)। ৭-৮

কুঙ্কুম চন্দন (লেপন করিলে মনে হয় যেন) অগ্নি লাগাইলাম (অগ্নিতুল্য দাহন করে); কে কহে চন্দ্র শীতল? অনেকের প্রভু বিদেশে থাকে, বিপত্তিকালে ভালমন্দ চেনা যায় (প্রভু ভাল হইলে বিরহক্লিষ্ট প্রিয়ার ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসে)। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, হরির চরণ সেবা কর। পরাধীন হইয়া অন্যস্থানে রহিয়াছে, তাহাতে প্রিয়তমের দোষ দিবে না। ১১-১২

৭২৪

আষাঢ় মাসে উন্নত নবমেঘ, প্রিয়তমের বিরহে সহায়শূন্য হইয়া রহিয়াছি। সখি, কোন দিক্ পূর্ব, সে কোন দেশ? আমি সেখানে যোগিনীর বেশ করিব (যোগিনীর বেশে তথায় গমন করিব)। সখি, আমার প্রিয়তম দূর দেশে গেল, যৌবন শল্যের সংবাদ দিয়া গেল (অর্থাৎ শল্যতুল্য হইল)। ১-৬

শ্রাবণ মাসে ঘন বারি বর্ষণ করিতেছে, পথ দেখা যায় না, নিশি অন্ধকার। চারিদিকে বিদ্যুৎরেখা দেখিতে পাই, সখি, তাহাতে কামিনীর জীবন সন্দেহ হয়। ৭-১০

ভাদ্রমাসে ঘন ঘোর বৃষ্টি হইতেছে, সকল দিকে দর্দুর ও ময়ূর রব করিতেছে। গুণবতী রমণী চমকিয়া চমকিয়া প্রিয়তমের ক্রোড়ে প্রবেশ করে, বক্ষে লগ্ন হইয়া শয়ন করে। ১১-১৪

আশ্বিন মাসে চিত্ত আশা ধারণ করে (মনে হয় প্রিয়তম ফিরিয়া আসিবেন); নাথ নিষ্করুণ, হিত হইল না (নাথ ফিরিলেন না)। সরোবরে চক্রবাক্, হংস খেলা করে, আশ্বিন মাস বিরহিণীর বৈরী হইল। ১-১৮

কার্তিকে কান্ত দিগন্তরে বাস করেন। প্রিয়তমের পথ দেখিয়া দেখিয়া নিরাশ হইলাম। সুখে সকলের সুখরাত্রি হইল, আমাকে স্বামী দুঃখ-শাল দিয়া গেল। ১৯-২২

অগ্রহায়ণ মাসে জীবনের অন্ত, এখনও নির্দয় কান্ত আসিল না। আমি একেশ্বরী রমণী শয়ন করিয়া জাগিয়া থাকি, নাথ আসিতে আসিতে অগ্নি আমাকে খাইয়া ফেলিবে (তত দিনে আমি পুড়িয়া ভস্ম হইব)। ২৩-২৬

পৌষ মাসে ক্ষীণ দিন, রাত্রি দীর্ঘ, প্রিয়তম বিদেশে (আমার) কান্তি মলিন হইল। চারিদিকে দেখি, রোদন করিয়া শোক করি; নাথের বিচ্ছেদ যেন কাহারও না হয়। ২৭-৩০

মাঘ মাসে ঘন তুষার পড়ে, দৃঢ় কাঁচলি, স্তনহার উন্নত। পুণ্যবতী প্রিয়তমের ক্রোড়ে শয়ন করিল, বিধি-বশে দৈব আমার প্রতি বাম হইল। ৩১-৩৪

ফাল্গুন মাসে নারীর মন উচাটন হয়, বিরহে বিদীর্ণ হইয়া পথ দেখিতেছি, মত্ত পিক আসিয়া পঞ্চম গায়, তাহা শুনিয়া কামিনীর প্রাণ সন্তাপিত হয়। ৩৫-৩৮

চৈত্রমাসে প্রিয়তমের প্রবাস চতুর্গুণ (ক্লেশদায়ক), মালী কুসুম-বিকাশের (সময়) জানে (চৈত্র বসন্তের মধু মাস, এই সময়ে যে নারীর বিরহে অধিক যন্ত্রণা হয়, তাহা পুরুষের জানা কর্তব্য)। ভ্রমর ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মধু পান করে, প্রভু নাগর হইয়া অচতুর হইল। ৩৯-৪২

বৈশাখের খর উত্তাপ মরণতুল্য, কামিনী এবং কান্তকে পঞ্চবাণ শরাঘাত করে। শীতল ছায়া নাই, বারিবর্ষণও হয় না। আমি যে অভাগিনী পাপিনী নারী। ৪৩-৪৬

জ্যৈষ্ঠ মাসে উজ্জ্বল নূতন রঙ্গ, কান্ত কামিনীর সঙ্গ চাহে। রূপনারায়ণ (শিবসিংহ) আশা পূর্ণ করিবেন, বিদ্যাপতি বারমাস কহিতেছেন। ৪৭-৫০

৭২৫

(বসন্ত আসিয়াছে) এখন যদি গিয়া কৃষ্ণকে সংবাদ দাও, আমার মনে এরূপ লইতেছে (যে) আসিবে। ৬

এই সুখসময়ে সেই অমার নাথ কাহার সহিত বিলাস করিবে, তাহা কে কহিবে? ৭-৮

৭২৬

বনে বনে ময়ূরের (কেকা) শব্দ শুনিয়া আমার মন্মথবেদনা (বিরহ) বাড়িতেছে। ছার প্রথম আষাঢ় আসিল, এখন গগনে গভীর (গর্জন) হইতেছে। ১-২

ওরে সখি, মোহন বিনা দিবস রজনী কেমন করিয়া কাটিবে? ৩

শ্রাবণ আসিল, সুন্দর বর্ষণ করিতেছে, সুন্দর মেঘ বারি (বর্ষণ করিতেছে) পঞ্চশরের (মদনের) তীর ছুটিতেছে, বিরহিণী নারী কেমন করিয়া বাঁচে? ৪-৫

বিনা-মাধব ভাদ্র আসিতেছে, কাহাকে এই দুঃখের কথা বলি। নির্ভয়ে ডাহুকী ডর ডর শব্দ করিয়া ডাকিতেছে, মদনের ধনু ছুটিতেছে। ৬-৭

আশ্বিন হইল (আসিল), আকাশ ঘন ঘন রোলে গর্জন

করিতেছে, সিংহ ভূপতিকে (শিবসিংহকে) এইরূপ চাতুর্মাস্যের কথা (কবি) কহিতেছেন। ৮-৯

৭২৭

আমার দুই চারিটি কথা শুনাইবি (নিম্নের চারি চরণে সেই কয়েকটি কথা বলিয়া দিতেছেন)। ২

আমার মনে ছিল যে স্নেহ ছুটিবে না। ৫-৬

সুপুরুষের বচন পাষাণে রেখার (সমান)।

বিদ্যাপতি (সখীভাবে) বলিতেছেন হে সখি, মনে দুঃখ করিও না, মাধব আসিবেন। ৭ ৮

ভণিতার পাঠান্তর—

বিদ্যাপতি কহ রাই।
কানু সমুঝাইতে হম যাই॥

৭২৮

করে কপোল ন্যস্ত করিয়া কত দিন বহিব? রবি থাকিতে কমলিনী ম্লান হয়। ১-২

নিজের উক্তি ও যুক্তি প্রকাশ করিয়া কহিবি, 'তোর প্রেয়সী ধনী এখন বাঁচিবে না'। ৩-৪

আভরণ ভূষণ ছড়াইয়া গেল (পড়িল), কনকলতা (হইতে) যেন ফুল ঝরিয়া গেল। ৫-৬

বসন খুলিয়া দৃষ্টি ভরিয়া দেখিলাম (যেন কেহ) কুসুমের রস গালিয়া (গারি) সীঠা (অবশিষ্ট) ফেলিয়া দিয়াছে।

৭২৯

সজনি, কে বলে মাধব আসিবে? বিরহসমুদ্রের পার কি প্রাপ্ত হইব (আমার বিরহের কি অবসান হইবে)? আমার মনে বিশ্বাস হয় না। ১-২

(সে আসিবে এই আশায়) এখন তখন করিয়া দিবস কাটাইলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস গেল, মাস মাস করিয়া বৎসর অতিবাহিত হইল, (এখন) জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। ৩-৪

চন্দ্র-কিরণে যদি পদ্মকে জ্বালাইল, তাহা হইলে (পরে) বৈশাখ মাস আসিয়া কি করিবে? ৫-৬

রৌদ্রতাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হয়, তাহা হইলে জলবর্ষী মেঘ কি করিবে (অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া গেলে পর তাহাতে জল দিলে কি হইবে)? এই নবযৌবন বিরহে কাটাইব (তাহার পর) প্রিয়তমের সে স্নেহ কি করিবে? ৭-৮

হৃদয়আনন্দকারী সেই ব্রজনন্দন শীঘ্র (তোমার) নিকটে আসিবে। ১০

৭৩০

(৬৯৬ সংখ্যক পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সামান্য পাঠান্তর লক্ষণীয়)।

সখি, এখনও নাথ আসিল না। দ্বিতীয় (তাহার উপর) বসন্ত অগ্রসর হইল, মদনের দাহ কে সহ্য করে? ৫-৬

৭৩১

আজ আমি জানিলাম, হরি বড় মন্দ; বলিল, তোর মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র (তুল্য)। (বিরহের বিহ্বলাবস্থায় রাধা বলিতেছেন, যেন এইমাত্র মাধবের সহিত তাঁহার কথা হইতেছিল)। ১-২

একদিন (মাত্র) পূর্ণ হইয়া দিনে দিনে ক্ষীণ হয়, তাহার সহিত হরি আমার তুলনা করিল? ৩-৪

চিত্তে দ্বন্দ্ব (সংশয়) গণনা করিয়া (রাধা) অধোমুখে বসিলেন; একে বিরহিণী, দ্বিতীয় (তাহার উপর) চন্দ্র দহন করিতেছে। ৫-৬

নয়নে অশ্রু বহিতেছে, কপোল করলগ্ন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া কত লাস্ত কথা কহিতেছেন। ৭-৯

সখী অবধির আশা দিয়া চেতনা উৎপন্ন করিল, (কিন্তু) বসন্ত শত্রুকে (মনে করিয়া) ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ৯-১০

৭৩২

যখন হরি আসিবে, (তাহার) চরণ ধারণ করিয়া রহিব, অরবিন্দ (আমার করপদ্ম) দ্বারা (মাধবের চরণ) চন্দ্র পূজা করিব। উত্তম কুসুমশয্যায় সুরত ক্রীড়া করিব, উভয়ের মন আনন্দিত হইবে। ১-২

সই, সই, আমার প্রাণনাথকে কে নিবারণ করিল? (আসিতে দিল না), জীবনকে কত বিশ্বাস দিব (প্রাণনাথ আবার আসিবেন, এই বিশ্বাসে কতদিন জীবন ধারণ করিব)? ৩

দিবসে (তাঁহার পথ) দেখি, রজনী শত্রু হইল, কুসুমশরের ভাব বিষম, নয়নে অশ্রু গলিতেছে, মূর্ছিত

হইয়া ধরণীতে পড়িতেছি, নির্দ্দয় কান্ত আসে না। ৪-৫

সময় মাধবমাস, প্রিয়তম বিদেশে বাস করিতেছে; সে দেশে কি বসন্ত হয় না? পুষ্পিত কদম্ব গাছ, সেই হাট বাট আছে, আমার প্রিয়তম তাহাও দেখিল না। ৬-৭

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, তোমার জীবনাধার আছেন। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতার। ৮-৯

১৩৩

চন্দন দুঃসহ শর (তুল্য) হইল, (অঙ্গের) অলঙ্কার (দুর্বহ) ভার হইল। হরি হরি! স্বপ্নেও গিরিধারী গোকুলে আসিল না। ১-২

গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত পাঠে আছে—

"সপনহুঁ নহি হরি আয়ল রে
গোকুল গিরিধারী।"

কদম্বতলে (রাধিকা) একাকিনী দাঁড়াইয়া মুরারির পথ দেখিতেছে। হরি বিনা (তাহার) হৃদয় দগ্ধ হইল, শাড়ী মলিন হইল। ৩-৪

হে উদ্ধব, তুমি যাও যাও, তুমি মধুপুরে যাও। চন্দ্রবদনী বাঁচিবে না, (তাহার) বধ কাহাকে লাগিবে? (হে উদ্ধব, তুমি মধুপুরে গিয়া মুরারিকে বল, চন্দ্রবদনী তাঁহার অদর্শনে বাঁচিবে না, তাহার বধপাতক তাঁহাকে লাগিবে)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতী নারি, তনু ও মনের (সহিত) শুন, হরি আজ গোকুলে আসিতেছে, শীঘ্র শীঘ্র পথে চল (তাহার প্রত্যুদ্গমন করিবে)।

"তন মন দে"—গ্রীয়ার্সনের পাঠ। ৭-৮

১৩৪

মাধব, সুন্দরী [illegible]চক্ষের জল পীন পয়োধরে ধারা রচনা করিল। ১-২

উচ্চে ছিল, নীচে ধাবিত হইল, কনকভূধর (পয়োধর) ভাসিয়া গেল (অশ্রুধারা বক্ষস্থল হইতে পয়োধরে প্রবাহিত হইয়াছে)। ৩-৪

ছিল ত্রিবলী, নদী হইল, যেন জল বাড়িয়া উপচাইয়া (উবটি) পড়িল। ৫-৬

স্বভাবতঃই পরবশ প্রেম সঙ্কটপূর্ণ। পাতকের ভয়ে ভীত জনের ভোজনপ্রাপ্তির ন্যায়। ভোজনে লোভ আছে, অথচ পাতকের ভয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ৭-৮

তোর পিরীতি রীতি বহু দূরে গেল, কুলবতী কুল হইতে (ত্যাগ করিয়া) কুলটা হইল। ৯-১০

১৩৫

কৃশ ভুজ (হইতে মুক্ত হইয়া) ভূষণ ক্ষিতিতলে মিলিল (পড়িল)। "কনকবলয়-ভ্রংশরিক্তঃ প্রকোষ্ঠঃ" —মেঘদূত। ৮

মুখ অবনত করিয়া গ্রীবা নিরীক্ষণ করে (কত কৃশ হইয়াছে, তাহাই দেখে)। ক্ষিতি লিখিতে (দিবস গণনা করিতে) অঙ্গুলি ছিন্ন হইল। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তাহার চরিত্র উচিত (বিরহের অবস্থায় যাহা ঘটে, সকলই ঘটিতেছে) সেই সকল গণনা করিয়া ধনি মূর্ছিত হইল। ১১-১২

১৩৬

নয়নের নীরে নদী বহিতেছে, তাহার তীরে পড়িয়া রহিয়াছে। ১-২

সকল সময় ভ্রমজ্ঞান; এক জিজ্ঞাসা করি, অন্য কহে (এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে আর এক উত্তর দেয়) ৩-৪

মাধব, রাহী (রাধা) দিনে দিনে (কৃষ্ণপক্ষের) চতুর্দশীর চন্দ্র অপেক্ষাও ক্ষীণ হইল। ৫-৬

কোন সখী উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, কেহ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছে। ৭-৮

কেহ চন্দ্রকরের আশা করিতেছে (যদি জ্যোৎস্না-স্পর্শে ব্যাধির উপশম হয়), আমি তোর কাছে দৌড়িয়া আসিলাম। ৯-১০

কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই শুনিয়া শার্ঙ্গপাণি হরি পূর্ব স্নেহ স্মরণ করিয়া, হর্ষিতচিত্তে গৃহে চলিলেন। ১১-১৪

'পদকল্পতরুর' পাঠে কিছু প্রভেদ আছে। ভণিতা—

নৃপতি সিংহ কবি ভান।
মনে শুনি বুঝহ সেয়ান॥

পদামৃত-সমুদ্রে—

নৃপতি শিবসিংহ কবি ভান।

৭৩৮

এই বলিয়া সেই সখী কানুর নিকটে গেল। (এবং) প্রেমের সকল রীতি (অবস্থা) দুঃখিতভাবে বলিল। ৫-৬

মাধব (এই কথা) শুনিতেই ধনির নিকটে আসিলেন। বিদ্যাপতি কহেন, অধিক আনন্দ হইল। ৭-৮

৭৩৯

মাধব, সেই অবলাকে (বিরহে) পাগলিনী দেখিলাম। কোকিলের শব্দে (তাহার) মদন জ্বালা বাড়িয়া গেল, তাহাতে দিনে দিনে (রাধা) ক্ষীণা হইতেছে। ১-২

বিদেশে গিয়া পর্যন্ত সংবাদ নাই, ব্রজবালা কেমন করিয়া বাঁচিবে? ৩

তৃতীয় চরণের পর পাঠান্তর—

সে হেন সুনাগরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহে বিখ জ্বালা ॥ ক
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পায়ই
সোই লুঠত মহীঠামে।
পুনমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পকদামে ॥ খ
সোই অবধি দিন বহু আশোয়াসলুঁ
তেঁই ধনি রাখত পরাণে।
ভনই বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে ॥

ক। 'সে হেন সুনাগরী' ইত্যাদি কলির স্থলে 'তো-বিনু সুন্দরি, ঐছন ভেলহি, যৈছে নলিনী পবপালা।'
—পাঠান্তর।

নলিনীপর পালা—নলিনীর উপর শিশির পড়িয়াছে; তোর বিরহে সুন্দরী এমন হইয়াছে যেমন পদ্মের উপর তুষারপাত (সেইরূপ মৃতপ্রায়) হইয়াছে। ৪।

খ। 'উর বিনু' ইত্যাদি কলির স্থলে—

সকল রজনি ধনি রোই গোঙায়ই
সপনে না দেখয়ে তোয়।
ধৈরয কৈছে ধরব বরকামিনি
অনিমিখে তুয়া পথ জোয় ॥ —পাঠান্তর

৭৪০

শ্রাবণ-মেঘমালার মত (তাহার) নয়নে অবিরত অঝোরে বারি ঝরিতেছে। ২

পূর্ণিমার চন্দ্র-বিনিন্দিত সুন্দর মুখ এখন (প্রতিপদের) শশিরেখার ন্যায় হইয়াছে। ৩

উপবন দেখিয়া (উপবনে তোমার সহিত মিলন হইত তাহাই স্মরণ করিয়া) মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সখীদিগের সঙ্গে চিন্তামগ্ন হইয়া থাকে। ৫

৭৪১

এখন সে বিপরীত (যাহা ছিল, তাহার উল্টা) হইয়াছে। তাহার দেহ মলিন, যেমন দিবসে চন্দ্র-লেখা মলিন (হয়)। ৫-৬

৭৪২

হে মাধব প্রবাসী কঠিন হৃদয়। তোমার প্রেয়সীকে আমি দীনা দেখিলাম, (তুমি) এখনি গৃহে ফিরিয়া যাও। ১-২

চন্দ্র দেখিয়া মুখ নীচু করে। (অনত কর আনন—পাঠান্তর; মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লয়)। (এবং তোমার) পথ চাহিয়া কাতরোক্তি করে। ৩

নয়নের কজ্জল দিয়া রাহুমূর্তি চিত্র করে (লিখই) তাহার শরণার্থী হইয়া থাকে (চন্দ্রের ভয়ে)। ৪

রহত (রাহুক?) করুণাপথ হেরি—পাঠান্তর।

দশনখে (অনেকগুলি) সর্পের চিত্র আঁকে (সর্প বায়ু ভক্ষণ করে, দক্ষিণ পবনের বিনাশের জন্য সর্পের চিত্র অঙ্কিত করে)। ৬

মীনকেতনের ভয়ে শিব শিব শিব বলিয়া গৃহে ধরণীতে লুণ্ঠিত হয়। কররূপ-কমল ও কুচ-শ্রীফল দিয়া আপনার দেহ দ্বারা শিব পূজা করে। ৭-৮

নয়ন-নীর লেই সজল কমল দেই—পাঠান্তর।

পরভৃতের (কোকিলের) ভয়ে হস্তে পায়স লইয়া বায়সকে নিকটে আহ্বান করে। রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ বিরহের শান্তি (প্রতিকার) করিবেন। ৯-১০

৭৪৩

মাধব, বিরহিণী বামাকে (রাধিকাকে) দেখিলাম।

অধরে হাসি নাই, সখী-সঙ্গে বিলাস (রহস্যালাপ) নাই, অহর্নিশি তোমার নাম জপ করিতেছে। ১-২

শরচ্চন্দ্রের (ন্যায় তাহার) মুখ (পাণ্ডুবর্ণ ও মলিন) সে মধুর (অস্পষ্ট) ধ্বনি করিতেছে মাত্র (কথা কহিতে পারিতেছে না)। কোমল রক্তপদ্ম ম্লান হইল।

['কুম্ভিলায়ল' অর্থ গ্রীয়ার্সন করিয়াছেন 'প্রস্ফুটিত হইল' (blossomed), নগেন বাবু অর্থ করিয়াছেন শৈবালাচ্ছন্ন (কুম্ভিকা—শৈবাল, পানা) এই অর্থের অনুকূলে তিনি তুলনার জন্য শকুন্তলার 'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যম্' তুলিয়াছেন। কিন্তু বিরহবর্ণনায় রাধার রূপের প্রসঙ্গ সঙ্গত মনে হয় না। ৭৩২ সংখ্যক পদে 'কুম্ভিলায়' শব্দের অর্থ তিনি 'ম্লান হয়' লিখিয়াছেন। সেই অর্থ এখানেও সঙ্গত।] ৩-৪

বক্ষের হার ভার (বোধ) হইল, সুমুখীর নয়ন (নয়নের অশ্রু) রুদ্ধ হয় না। সখীরা আসিয়া রঙ্গ করিয়া (তাহাকে লইয়া) খেলা করিল, (কিন্তু) তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। ৫ ৬

চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম মুছিয়া ফেলিল, সমস্ত তোমার জন্য ত্যাগ করিল; যেন জলহীন মীনের মত ফিরিতেছে (ছট্‌ফট্‌ করিতেছে), অহর্নিশি জাগিয়া রহিয়াছে। ৭-৮

দূতীর উপদেশ শুনিয়া তিনি গুণশালিনীকে (রাধাকে) স্মরণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ধাইয়া চলিলেন। কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন, মোদবতীর পতি মাধবসিংহ গতি (আশ্রয়)। ৯-১০

৭৪৪

নয়নের অশ্রুতে তটিনী নির্মিত (হইয়াছে), কমলমুখী তাহাতে স্নান করিতেছে। ১-২

মাধব, তোমার রাই যদি একবার তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া পান করে, (তাহা হইলে) বাঁচিবে। ৩-৪

মুক্ত কবরী উল্‌টাইয়া বক্ষে পড়িতেছে, যেন স্বর্ণগিরিতে (পয়োধরে) চামর (ধরই) ধরিয়াছে। ৫-৬

৭৪৫

মরকত-নির্মিত হর্ম্যতলে সেই বিরহক্ষীণ দেহে শুইয়াছিল, মদন যেন নিকষপাষাণে (কষ্টিপাথরে) কনক-রেখা করিয়াছে। ৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, (হে মাধব) সেই কুলবতীর জীবন-সংশয় জানিবে। ৮

৭৪৬

সুন্দরী একে পাতলা (কৃশাঙ্গী), তাহাতে দুঃখকাতরা, আরও দুঃখ বিরহের জ্বালা। জল দিয়া প্রাণ কত রক্ষা করিব, মন্মথ বালাকে গ্রাস করিতেছে। ১-২

মাধব, তোমার অনুরাগ ভাল নয়। আপনার প্রাণপ্রিয়, যাহার সহিত হৃদয় ভাগ হইয়াছে, তাহার দুঃ তোমাকে লাগে না? ৩-৪

করে ধরিয়া মস্তক গ্রহণ করিয়া (মাথায় হাত দিয়া), কাহাকেও কিছু না কহিয়া, বিরহে ক্ষীণ হইয়া ঘন রোদন করে। সুন্দরীর বিরহ ব্যাধি হইয়াছে, তুমি ব্যতীত কোন ঔষধ আছে? ৫-৬

৭৪৭

(এই পদের প্রথম দুই পংক্তি ৭৪৪ পদের ন্যায়) ১-২

হে হরি, সরস মৃণাল জপমালা করিয়া (রাধা) অহর্নিশি তোমার নাম জপ করে। ৩-৪

(হে) কানাই, ধনী (রাধা) বৃন্দাবনে তপ করিতেছে, হৃদয়বেদীতে মদনানল জ্বলিতেছে। ৫-৬

জীবন ইন্ধন করিয়া, স্মৃতিকে অগ্নি করিয়া হোম করিতেছে, তুমি (তাহার) বধের ভাগী হইবে। ৭-৮

সুন্দর চিকুর গুছাইয়া হস্তে লইয়াছে, পয়োধর-ফল উপহার দিতেছে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন মুরারি, সুন্দরী নারী তোমার পথ দেখিতেছে। ১১-১২

৭৪৮

(তাহাকে) দেখিলে কেহ নিজ দেহ ধারণ করে না (অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়ে)। ৬

মুক্ত বেণী মাথায় সম্বরণ করে না (বাঁধে না)। ৮

চৈতন্য আছে কি মূর্ছাগত বুঝিতে পারি না, ঘোর বিরহজ্বরে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতেছে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহেন (তোমার) নিষ্ঠুর শরীর (মাধব) জগজ্জন (দুর্লভ) প্রেম এখন ত্যাগ করিল। ১১-১২

৭৪৯

অকস্মাৎ গৃহের বাহির হইল, চারিদিকে ভ্রমরের ঝঙ্কার শুনিল। ১-২

মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল, কেশের দিকে মন নাই, বস্ত্রের দিকে মন নাই। ৩-৪

কোন সখী বেণী গুছাইয়া দিতেছে। কেহ ধূলি ঝাড়িয়া দিতেছে, কেহ চন্দনের গন্ধ লেপন করিতেছে। ৫-৬

পাঠান্তর—

কেহ সখি বেনি ধুন কেও ধুরি ঝাব।
কেও চান্দনে অবগজ্ঞাএ সিঙ্গার॥

কেহ মুখ কানের তলায় লাগাইয়া মন্ত্র বলে (তাহার চৈতন্য উৎপাদনের জন্য), কেহ ডাকিনী বলিয়া কোকিল তাড়াইয়া দেয়। ৭-৮

ওরে কানাই, কি কৌতুকে ডুবিয়া আছিস্, মদন-ভুজঙ্গ তোর প্রেয়সীকে দংশন করিল। ৯-১০

বিদ্যাপতি এই রসের ভাব কহিতেছেন, গারুড় (সাপের ওঝা) একমাত্র কানাই। ১১-১২

৭৫০

গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে, ধরণী অবলম্বন করিয়া (বাধা) উঠিতেছে, মদনের পঞ্চশর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া গেল। সুমুখীর দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, আজিকার দিন বাঁচিবে, কালি কি হইবে, কে জানে? ১-২

মাধব, মন দিয়া সুবাণী (সত্য কথা) শুন, কু-জন (কেহ সেখানে আছে কিনা) দেখিয়া সখীদিগের নিকট কিশোরী যাহা কিছু কহে (যাহা কহে তাহা বলিতেছি)। ৩-৪

পাঠান্তর—

কহ্নাই অবহু বিসর সবে বোস।
পুরুষ লাখ এক লেখবা পারএ
নারিক চারিম দোস॥

আমি কি সন্ধ্যার একেশ্বরী তারা, (অমঙ্গল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে নাই), (কিম্বা) ভাদ্রচতুর্থীর চন্দ্র (নষ্ট-চন্দ্র), এমনি করিয়া (সেইরূপ) প্রিয়তম আমার মুখ মানিল (আমার মুখ দর্শন করে না); আমার প্রতি (পক্ষে) জীবন অত্যন্ত মন্দ (হইল)। ৫-৬

পাঠান্তর—

কী হমে সাঁঝক এক সরি তারা
ভাদব চউঠিক সসী।
এহি দুহু মাঝ কওন মোর আনন
জে পিআ হসি না হেরসী॥

বামগতিতে (পরম্পরা ভাবে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে) তিনি যত সংবাদ পাঠাইলেন, সে সব বলিয়া বলিয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথির চন্দ্রের স্থান আমার দশমী দশা হইল। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ মনে অন্য মানিও না। ৯

প্রথম ৪ চরণ দূতীর উক্তি, পঞ্চম হইতে অষ্টম চরণ রাধার উক্তি।

৭৫২

কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদ (যাহা সহজেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না) যেন অনুক্ষণ ক্ষয় হইতেছে, রাই এইরূপ ভাবে বাঁচিয়া আছে। ২

সরস চন্দন পঙ্ক এবং পঙ্কজের স্পর্শ যেন অগ্নি মনে করে। ৫

মালতীমালার স্পর্শে তনু কম্পিত হয়, ভূপতিকে (কবি) এইভাবে কহেন। ৮

৭৫৩

চক্ষের জলে ঘর বাহির পিচ্ছিল, সকল সখীর চক্ষে অশ্রু। পিছলিয়া পিছলিয়া পড়িয়া যায়, তবুও সুমুখী মনে তোর মিলনের আশা করিয়া বেগে ধাবমান হয়। ১-২

উহার কি হইবে কে জানে। (হে) সুজন পুরুষ, আমার বচন মনে ধর, ভবনে প্রস্থান কর (গৃহে ফিরিয়া যাও)। ৩-৪

যে ধনী এতদিন তোর নাম শুনিলে আনন্দ পূর্বক প্রাণ নিবেদন করিত, সুবদনী ক্ষণে ক্ষণে তাহাতেও যেন শিথিল (তাহা স্মরণ করিয়াও অবশ) হইয়া পড়িতেছে। অনুমান হয় (দেখিলে বোধ হয়) যে চোখের জলে ভাসিতেছে। ৫-৬

মনে মনে বুঝিয়া কহিতেছি, যাবৎ না পিক গান করে (হে) প্রভু, তাবৎ চল (বসন্তাগমের পূর্বে চল) (কারণ তাহাকে যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি সে আর অধিক দিন বাঁচিবে কিনা সন্দেহ)। বিদ্যাপতি কহেন কবি বড় চতুর, সময়ে (উপযুক্ত সময়ে) সমাধান (বিরহ দূর) করিবে। ৭-৮

১৫৪

অঙ্গবস্ত্র, কুসুম (মাল্য) মলিন, মুখ করতললগ্ন, নয়নে অশ্রু বহিতেছে। ১-২

মাধব, তাহাকে কি কহিব ? রাই তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া মুগ্ধা (জ্ঞান-শূন্যা) হইল। ৩-৪

বক্ষে কৃষ্ণ বেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে কৃষ্ণ সর্পিনী (রহিয়াছে)। ৫-৬

কোন সখী নিশ্বাস (বহিতেছে কি না) দেখে, কেহ নলিনী-দলে বাতাস করে। ৭-৮

কেহ বলে, হরি আসিল ; (তোমার) নাম স্মরণ করিয়া বস্ত্র সম্বরণ করিয়া (রাধা) উঠিল। ৯-১০

সুকবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন, নিজ সখীকে বিরহ-বেদনা বুঝাইবে (তাহা হইলে দুঃখের লাঘব হইবে)। ১১-১২

১৫৫

চন্দ্রকে সূর্য (বলিয়া) দেখে। নিশাকালে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করে। ৩-৪

গুরুজনের নয়ন এড়াইয়া ধনি তোমার পথ নিরীক্ষণ করে। ৭-৮

দূতীর বচনে কানাই লজ্জিত হইল (লজ্জায় মৌন হইল)। ১২

১৫৬

গিয়া রাইকে দেখ না (অর্থাৎ দেখ)। ২

শয্যায় স্থির হয় না (স্থৈর্য্য বান্ধে না)। ৪

সে (দেহ ঘর্মাক্ত হইয়া) গলিয়া গলিয়া যাইতেছে। ৮

তাহাকে দেখিয়া সখী জ্ঞান হারাইল। (মুর্চ্ছিত হইল,) প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। ১১-১২

কখন এমন মুর্চ্ছিত হয়, যামিনী দিবস জানে না (সমস্ত দিন রাত্রি মুর্চ্ছিতাবস্থায় থাকে)। ১৫-১৬

ভূপতি তোমাকে কি বলিবে ? (সখীভাবে বলিতেছেন) আর আমাকে দেখিতে পাইবে না (আর আমি তোমার নিকট আসিব না)। ১৭-১৮

১৫৭

শুন মাধব, আমার কথা শুন, তোমার দর্শন বিনা কিশোরী যেমন (আছে সেই কথা শুন)। ১-২

তাহার দেহ শয্যায় মগ্ন (লীন) হইয়াছে, অমা তিথিতে (রাত্রে) যেমন শশি-রেখা (লীন হয়)। ৩-৪

সখীজন আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিল (পাছে) আপনারই নিশ্বাসে উড়িয়া যায়। ৫-৬

হরি হরি, শিব শিব, এই মাত্র বলিয়া তোর প্রেয়সী ধরণীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ৭-৮

এখন সে তোর জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার মরণে (তুমি) বধভাগী হইবে। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহেন, কে ত্রাণ করিবে ? তোর দর্শন জীবন (রক্ষার) এক (মাত্র) শেষ উপায়। ১১-১২

১৫৮

সুপুরুষের প্রেম (ও) উত্তম রমণীর অনুরাগ বহু দিন লাগিয়া (বহুকাল ব্যাপিয়া) দিনে দিনে বাড়ে। ১-২

হে মাধব মথুরাপতি নাথ, আপনার বচন আপনি পূর্ণ কর (আপনার কথা আপনি পালন কর)। ৩-৪

কমলিনী ও সূর্য্যের পরস্পরের প্রতি অনুভাব (প্রীতি) ; ভ্রমর ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মদনের গুণগান করে। ৫-৬

বিদ্যাপতি এই রসের কথা কহিতেছেন, শ্রীহরিসিংহ দেব এই রস জানেন। ৭-৮

১৫৯

মুক্ত কেশ রাহুর তুল্য, (তাহার ভয়ে) সুধাকর (মুখ) কামিনীর ক্রোড়ে রোদন করিতেছে। ১-২

ওরে কানাই, আসিয়া দেখ, তুমি মধ্যস্থ হইয়া বড় বাদ (বিবাদ) ছাড়াইয়া দাও (রাহু ও চন্দ্রের বিবাদ মিটাইয়া দাও)। ৩-৪

দুই অঞ্জলি ভরিয়া (যুক্ত করে) দুই শিব পূজা করিতেছে (বক্ষের উপর দুই হস্ত যুক্ত করিয়াছে) ; (রাধা শিবপূজা করিয়া কহিতেছে) কামদহনে আমার প্রাণ রক্ষা কর। ৫-৬

যদি তুমি না যাও, অপযশ হইবে, শশধর-কলা গগনে চলিয়া যাইবে (রাধা প্রাণত্যাগ করিবে)। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হরি মনে মনে হাসিতেছে, (বিরহ) রাহুকে ছাড়াইয়া (রাই) চাঁদকে থাকিতে দিবে। ৯-১০

৭৬০

ক্ষণে শীতে সন্তাপিত করিতেছে, (ক্ষণে) (বিরহ) অনল দাহ করিতেছে, কেমন করিয়া উপশম হইবে সন্দেহ ছাড়ে না (কোন উপায়ে উপশম হইবে নির্ণয় করা যায় না)। ১-২

অভ্যস্ত ভূষণও ভার মানে, দেহ মাত্র শোভাসার রহিয়াছে। ৩-৪

হে হরি, সুন্দরী বালা কিছু সংবাদ দিল (পাঠাইল), শীঘ্র অবধারণ কর। ৫-৬

চন্দনে অগ্নি (তুল্য) বেদনা (যাতনা) অনুভব করে অহর্নিশি জাগিয়া তোমার পথ দেখে। ৭-৮

মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল, সেই জন্য তাপিত করিতেছে (তাহার মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল সেই জন্য প্রতিশোধের অবসর পাইয়া তাহাকে চন্দ্র তাপিত করিতেছে) এই প্রস্তাবে কি হইবে (এই অবস্থায় পড়িয়া তাহার কি হইবে)? ৯-১০

সুন্দরী রোদন করিয়া গদ্গদ স্বরে নব অক্ষরে গোপনে যাহা কিছু সংবাদ দিল (তোমাকে জানাই-তেছি)। ১১ ১২

তাহার অবসাদ কহিতে পারি না (বর্ণনা করিতে পারি না)। দ্বিতীয় পদে সকল সংবাদ আছে (কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড়—ইহাতে সকল সংবাদ আছে, অর্থাৎ তুমি না গেলে আর কোনও উপায়ে তাহার সন্তাপের উপশম হইবে না)। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এই রসের আভাস—অবুঝ বুঝে না, মতিমান বুঝে। ১৫-১৬

রাজা শিবসিংহ প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি পুণ্যবান (ও) লখিমা দেবীর পতি। ১৭-১৮

৭৬১

প্রথমেই রঙ্গ রহস্য উৎপন্ন করিয়া প্রেমের অঙ্কুর বাড়াইয়া গেলে। ১-২

সে এখন দিন দিন তরুণ হইল, সেই তরুবরে মন্মথ বাস লইল। ৩-৪

মাধব, সুন্দরী নারীকে বিস্মৃত হইলে কেন? মহৎ ব্যক্তি দোষগুণ বিচার করিয়া পরিহার করে। ৫-৬

পিকের পঞ্চম স্বরের সঙ্গে মদনবাণ [illegible] হই-তেছে। স্বর গদ্গদ, ঘন নিশ্বাস প্রাণ কাঁপিতেছে। ৭-৮

দুই নয়নসরোজে অশ্রু বহিতেছে, কজ্জল গলিয়া গলিয়া বক্ষে পড়িতেছে। ৯-১০

তাহাতে সুন্দর পয়োধর কনকবর্ণে রঞ্জিত হইল, (যেন) মৃগমদে স্বর্ণশম্ভু পূজা করিল। ১১-১২

উত্তম পুরুষের বচন এবং সুপ্রভুর স্নেহ পাষাণে রেখার (ন্যায়) কখন বিচলিত হয় না। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহেন শুন নারীশ্রেষ্ঠ, মনে ধৈর্য্য ধর, মুরারি আসিবে। ১৫-১৬

৭৬২

মাধব, শুন শুন অকাজ (অন্যায় কাজ) হইল। গৃহাভ্যন্তরে বিরহিণী ক্রন্দন করিতেছে। ১-২

সোনার পুতুল যেন ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। ৪

দারুণ প্রেম বাড়ে (ও) পুনরায় বধ করে। ৬

৭৬৩

(রাধার) পূর্বে ভ্রম ছিল যে আমার সহিত তাহার কলহ হইলেও প্রিয়তম (মাধব) চলিয়া যাইবে না। রাত্রে জাগিয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রিয়তম নিজের হস্তের অঙ্গুরী দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১-২

কানাই, তোমার বিরহে দিন, বর্ষ গণনা করিয়া দিনে দিনে রমণীর তনু শেষ হইল। ৩

মূর্খ পরের বেদনা বুঝে না, পুরুষ চপলমতিও আপনার হয় না। রভসের সময়ে কথা পড়িল (কেলির সময়ে পরিহাস করিয়া কথা বলিলাম) সে তাহা সত্য বলিয়া লইল, (এখন) যুবতী নিরাশ্রয়া হইয়া পড়িল। ৪-৫

৭৬৪

নব কিশলয়-শয়নে শুইয়া আছে, দিনরাত্রি বুঝিতে পারে না, চন্দ্র সূর্য্যের বিশেষ জানে না, চন্দনকে শান্তি মনে করে। ১ ২

বিরহানল মনে অনুভব করে, পরকে কহা যায় না। বালা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া (কৃষ্ণপক্ষের) চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ৩-৪

মাধব, রমণী মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, আজ পর্যন্ত আমি আশায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, ইহার পর তুমি জান। ৫-৬

কোথাও কুসুম, কোথাও সৌরভ, কোথাও (কোকিল প্রভৃতির) রবে পূর্ণ। দারুণ ইন্দ্রিয়, যেখানে নিষেধ কর সেখানে সেখানে ধাবিত হয়। ৭-৮

যে তনু বসন্তের রোষে মদনশর দগ্ধ করিল; নিজের বল্লভ যদি আয়ত্ত হয়, তবু পরের দোষ দেয় (এখানে বল্লভ অনায়ত্ত কাজেই সকলে পীড়া দিতেছে)। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন তুমি যুবতী, পুণ্যফলে (বল্লভের) সঙ্গ থাকে, যাহার কান্ত দিগন্তরে থাকিয়া স্মরণ করে না, তাহার রূপেই বা কি আর গুণেই বা কি? ১১-১২

V

৭৬৫

মাধব, জানিলাম রাই আর বাঁচিবে না। সুন্দরী যাহার যাহা লইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে। ১-২

কামপীড়া পাইয়া (বিরহব্যথিত হইয়া) শরতের চাঁদের ন্যায় মুখ চাঁদকে ফিরাইয়া দিল, লোচন-লীলা হরিণকে (ফিরাইয়া দিল); কেশপাশ চমরীকে সমর্পণ করিল। ৩-৪

দাড়িম্বকে শোভা, বান্ধুলিকে অধর-রুচি এবং সৌদামিনীকে দেহকান্তি সমর্পণ করিল, সখী কাজলের ন্যায় (মলিন) হইয়াছে। ৫-৬

ভ্রূভঙ্গ দেখিয়া অনঙ্গ (পরাভব মানিয়াছিল) (এখন তাহাকে সেই) ধনু দিল, কোকিলকে কথা দিল, কেবল তাহার দেহ প্রীতিমাত্র লইয়া রহিল, এই সকল জানিয়া আসিলাম। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনে শোক করিও না। ৯-১০

৭৬৬

ভ্রমণ করিয়া কত পুরুষ কত কলাবতী নারী দেখিলাম। প্রাণ হইতে প্রেম পলকে উৎপন্ন হয় তাহা সকলে বিচার করিয়া বুঝে। ১-২

তাহার আশায় দেখিয়া দেখিয়া আমার জ্ঞান রহিল না, যাহাকে বধ করিবে সে যেরূপ করুক, তুমি ছাড়া (তাহার) অন্য কেহ নাই। ৩-৪

মাধব, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, সে তোমার বিরহ পাইয়া এখন মরণ শরণ জানিয়াছে। ৫-৬

ধরণীতে শয়ন, মুদ্রিত নয়ন, মলিন নলিনী তুল্য। কত যত্নপূর্বক বলিয়া তোর ধনীকে বসাইলাম। ৭-৮

তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না, অর্দ্ধেক কথাও শুনে না, তোকে স্মরণ করিয়া সখা মোহপ্রাপ্ত হইল, বিধি-বশে বাধা পাইল (দুঃখ পাইল)। ৯-১০

সখীর (পক্ষে) প্রীতির গুণে বিপরীত হয় (প্রীতিতে হয় ত তাহার প্রাণ যায়), হে নাথ, তাহাকে বিস্মৃত হইও না। সময়ের দোষে কি না সম্ভব, প্রেম প্রাণই চাহিতেছে। (প্রেমের জন্য সে প্রাণ দিতেছে)। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন তুমি যুবতী, রস অবসান হয় নাই। লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শ্রীশিবসিংহ জীবিত হউন। ১৩-১৪

৭৬৭

পদ্ম বিনা সরোবর, সরোবর বিনা পদ্ম, কিংবা পদ্ম সূর্য বিনা (শোভা পায় না); যৌবন-শূন্য দেহ, দেহ-শূন্য যৌবন অথবা প্রিয়তম দূরে থাকিলে যৌবন (শোভা পায় না)। ১-২

সখি, বিধাতা আমার প্রতি বড় বিরুদ্ধ (বিমুখ), মদন বড় বেদনা দিতেছে, আমার প্রিয়তম কথা ছাড়িল (আসিব বলিয়া আর আসিল না,) এখনও (আমাকে) প্রবোধ দিতেছ? ৩-৪

চৌদিকে ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে, কুসুমে কুসুমে রমিতেছে, মঞ্জরীর (মধু) নিঃশেষ করিয়া পান করিতেছে। ধীর পবন বহিতেছে, পিক কুহু কুহু গাহিতেছে, শুনিয়া বিরহিণী কেমন করিয়া বাঁচিবে? ৫-৬

যত (যেরূপ) প্রেম ছিল, আমার ধারণা ছিল ভাঙ্গিবে না (প্রেমের হ্রাস হইবে না), বড় (মহৎ ব্যক্তি) যাহা বলে সকল স্থির (কখন বাক্য-লঙ্ঘন হয় না)। এমন কে বলে (এমন কথা কেহ বলে

না) সমুদ্রের জল নিজ সীমা ত্যাগ করিয়া কখন উদ্বেলিত হয় ? ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে কমলমুখি, রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এবং তোমার গুণগ্রাহক প্রিয় (দুইজনের) একজনও স্বভাবতঃ ভোলা নহেন। ৯-১০

৭৬৮

হে সখি, মাধবকে কোথাও দেখিতে পাই না। শরীর কাঁপিতেছে, মানস স্থির নয়, অবধি (মাধবের ফিরিবার দিন) আজ নিকট হইল। ১-২

(আজ) মাধব মাস (বৈশাখ) ও মাধব তিথি (শুক্লা একাদশী) হইল। প্রিয় (যে) অবধি (সীমা নির্দিষ্ট) করিয়া গিয়াছিলেন। (আমার) কুচযুগশম্ভু স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তাহাতে আমার প্রতীতি হইল। ৩-৪

মৃগমদ, চন্দন, পরিমল, কুঙ্কুম এবং চন্দ্র—কে শীতল বলে ? প্রিয়তমের বিচ্ছেদে (চন্দ্র) যেন অনল বর্ষণ করিতেছে, বিপত্তিকালে ভালমন্দ চিনিতে পারি। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠে, আজ মনে শোক করিও না, প্রিয়তমের বিরহক্লেশ মিটিবে, বল্লভের সহিত বিলাস করিবে। ৭-৮

৭৬৯

আমার যত অবিনয় (অপরাধ) হইল, সকল ক্ষমা করিবে, চিত্তে আমার নাম স্মরণ করিবে। আমার মত দ্বিতীয়া অভাগিনী যেন না হয়, তাঁহার মত প্রভু কামনা করিলে (যেন) মিলে। ১-২

মাধব, আবার সখী সেবা নিবেদন করিল (পূর্বোক্ত কথা রাধা দূতীকে দিয়া মাধবকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। পরের কথাও রাধার)। সহস্র যুবতীর সঙ্গে সুখে রঙ্গে বিলাস করিবে, আমাকে জল-অঞ্জলি দিবে। ৩-৪

পূর্ব প্রেম নিত্য স্মরণ করিবে, যত স্মরণ করিবে, (যেন) শেষ না হয়। যদি শরীর থাকে, কি না ভোগ করে, রমণী শতসংখ্যা মিলিবে। ৫-৬

প্রেয়সীর সংবাদ শুনিয়া হরি বিস্মিত হইলেন, সেই সময়ে পদব্রজে চলিলেন। বিদ্যাপতি কবি কহেন, রাজা রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর সুশরণ। ৭-৮

৭৭০

বিধাতা ঘট নির্মাণের বিধি জানিয়া কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া সাজাইল। ১-২

কুচ শ্রীফলের চাঁচ পুরিয়া (ঢালিয়া) বনদেব বাটি কুঁদিয়া বসাইল। ৩-৪

আমি বিশেষ করিয়া কি কহিব, তুমি শীঘ্র গিয়া দেখিয়া নিরূপণ কর।

নয়ন দুটি কমলের ন্যায় বিকসিত হইয়াছে ; চাঁদও বিরহের ভাব ত্যাগ করিল (অর্থাৎ কমল-বিকাশ সত্ত্বেও চাঁদ মলিন বা অস্তমিত হয় নাই)। ৭-৮

দিবানিশি তোমার পথ দেখিতেছে, যেন হরিণী যূথভ্রষ্ট হইয়াছে। ৯-১০

৭৭১

যেমন যেমন চন্দ্র পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই কলাবতী ক্ষীণ হইয়া গেল। ৩-৪

নীলপদ্মের দ্বারা যখন বাতাস করা যায়, তখন (এত কাতর হইয়া পড়ে যে) হৃদয়ে ভয় থাকে যে উড়িয়া না যায়। ৫-৬

৭৭২

সুজন (আপনার) কথা যত্নে পরিপালন করে, কুলবতীকে গালি (অপযশ) হইতে রক্ষা করে। প্রভু যদি (সমস্ত) বর্ষ বিদেশে যাপন করিবে (তাহা হইলে) শ্রেষ্ঠ নারীর কি হইবে ? ১-২

কানাই, সুন্দরী বার বার সংবাদ পাঠাইল, আজ (অবধি) শেষ হইল। ৩

সহকার মুকুলিত, পিক কোলাহল করিতেছে, ভ্রমর মধুপান করিতেছে। মধুযামিনী কেমন করিয়া যাপন করিবে, তোমার বিহনে প্রাণত্যাগ করিবে। ৪-৫

কুচের শোভা দূরে গিয়াছে, দেহ অতি ক্ষীণ হইয়াছে, নয়নে জলধারা বহিতেছে। বিরহ পয়োধি, তাহাতে কাম নৌকা, আশা কর্ণধার। ৬-৭

৭৭৩

মাধব, সেই বেদনা-কাতরার কথা কি কহিব ? যাহার কাতরতা শুনিয়া এমন নাগর নাই যে না কাঁদে। ১-২

কাল পূর্ণিমা নিশি, সে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? চাঁদের ছটার ন্যায় ধনি ঝরিয়া পড়িবে। (পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রাই-চাঁদও অস্তমিত হইবে।) ৫-৬

৭৭৪

যদি ভ্রমর ধুতুরা ফুলে অনুরক্ত হয় (তাহা হইলে) মালতীর নাম দূরে গেল। ৩-৪

চকোর যদি যেখানে সেখানে মেঘের (জল) পান করিবে (তাহা হইলে) সহজেই চাঁদের আদর অল্প হইবে (চাঁদের আদর কে করিবে?) ৫-৬

৭৭৫

(৪৭০ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)

৭৭৬

সহজেই (একে) বিরহিণী, জগতের মধ্যে দুঃখিনী (তাপিনী) (তাহার উপর) মদনের শরধারা (যন্ত্রণা) শত্রু। ৪

গৃহের বাহিরে (যাতায়াত) করাও সংশয় (অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে), সহচরীরা শেষ গণনা করিতেছে (মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতেছে)। ৬

খেদ (তাহার খেদের কথা) কি কহিব যেন হৃদয় (অন্তর) ভেদ করিয়া ঘন ঘন উত্তপ্ত শ্বাস বহিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, একমাত্র আশাপাশে সেই কলাবতীর জীবন-বন্ধন রহিয়াছে (আশাপাশে বদ্ধ না থাকিলে এত দিনে দেহ হইতে প্রাণ মুক্ত হইত)। ৭-৮

ভনই বিদ্যাপতি সুন সুন মাধব
কহ কিছু কর অবধানে।
দুধক পুত কতহু করি রাখব
নিরবধি চুম্বন দানে॥—পাঠান্তর
(কীর্তনানন্দ)

দুধের ছেলেকে দুধের পরিবর্তে শুধু চুম্বন দিয়া কতক্ষণ রাখিব? ৯-১০

৭৭৭

মাধব, তোমাকে কত প্রবোধ দিব? (কত বুঝাইব?) তাহার দেহ-দীপ্তি গেল, হার ভার হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে জন্ম যাইতেছে। ৩-৪

অঙ্গুরী বলয় হইল, কাম পরাইল, তোর নবীন প্রেম দারুণ। সখীরা সাহস করিয়া ছুঁইতে পারে না, সূতার ন্যায় দেহ (হইয়াছে)। ৫-৬

কাল রাত্রিশেষে দেখিয়া আসিলাম, (বিরহের) নবমী দশা হইয়াছে। আজ এতক্ষণ সমস্ত দিন গেল, ভাল মন্দ (বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে) বিধাতাই জানে। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, লখিমাদেবীর বল্লভ সুপুরুষ-শ্রেষ্ঠ (গরুঅ) রসিকরত্ন শিবসিংহ নরপতি কেলিকল্প-তরু (রূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৯-১০

৭৭৮

[এই পদটীর সঙ্গে ৪৭১ পদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়]

ওই অভাগিনী দ্বারে দাঁড়াইয়া তোমার পথ দেখে। লোচন নিশ্চল, কথা শুনে না, নিরন্তর অশ্রু বহিতেছে। ১-২

মাধব, কেন বালাকে বিস্মৃত হইলে? ওই নব-নাগরী গুণে অগ্রগণ্যা, (কিন্তু) নির্মাল্য-মালা হইল। ৩-৪

রুক্ষ, ক্ষুধিতা, দুঃখিনীকে সখীদিগের সঙ্গে দেখিলাম। মুক্ত কবরী সামলাইয়া বাঁধে না, সুন্দরী এরূপ অবশ। ৫-৬

তুমি ভুলিয়া গেলে, (সে) অপথে পড়িল, দেহ দুর্বল, মলিন। যেন স্বর্ণকার কষ্টিপাথরে কষিয়া স্বর্ণের রেখা রাখিল। ৭-৮

দিনে পাঁচ সাতবার অশন দিতাম, সে এখন জল (পর্যন্ত) পান করে না। গিয়া অধর-অমৃত পান করাও, তবে যদি বাঁচে। ৯-১০

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করিয়া পড়িয়া যায়, সখী দৌড়িয়া গিয়া দেখে। যাহার ব্যাধির ঔষধ পরের অধীন, তাহার কি উপায়? ১১-১২

মাধব, তোমারই প্রজ্বলিত অগ্নি। শীঘ্র গিয়া নির্বাণ কর (নহিলে) হত্যা লাগিবে (বধের ভাগী হইবে)। ১৩-১৪

পঞ্চানন কহিতেছেন মন্দ বিরহ-ব্যাধির ঔষধ মুখ, যখন হরির দর্শন পাইবে (মুখ দেখিবে) তখন আধি মুক্ত হইবে। ১৫-১৬

[এই পদ বঙ্গ-দেশে অনেক বিকৃত হইয়াছে]

৭৭৯

বিধিবশে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিল, দর্শনের সাধ হইল, সময়গুণে মধু মেলে না, সৌরভে কে বাধা দিবে? (মধু সকলে না পাইতে পারে, কিন্তু সৌরভ সকলেই উপভোগ করে)। ১-২

মাধব, তোমার স্নেহ কঠিন, তোমার বিরহ-ব্যাধিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, তাহার জীবন সন্দেহ। ৩-৪

জগতে কত না অগ্রগণ্যা নাগরী আছে এবং তাহাদের মধ্যে কত গুপ্ত প্রেম আছে, কিন্তু সহস্র সুবর্ণ দিলেও কি সে রভস-রস (কেলিরস) পাইবে? ৫-৬

৭৮০

পদ্মপত্রে কতবার শয়ন করাইব, (অঙ্গে) কত চন্দন দিব, কত পদ্মপত্র অঙ্গে দেওয়াইব (বুলাইব), তাহাতে হুতাশনের আশঙ্কা হয় (অগ্নিতুল্য মনে করে)। ১-২

নূতন মদনের প্রতাপ হইতে তরুণীকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? ৩

চিন্তাতে করতললগ্ন বদন, তাহা দেখিয়া আমার মনে হয়, ঈষৎ (দর) লোভে বিধাতা চন্দ্র ও কমলের অপূর্ব মিলন ঘটাইল। ৪-৫

দরহাসি মুখে যেন প্রফুল্ল বান্ধুলি।

—কাঞ্চী কাবেরী

দারুণ মদনের (পীড়নে) তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া মূর্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়ে। তুমি পুরুষোত্তম, ত্রিভুবনে সুন্দর, আর অকারণে অপযশ লইও না। ৬-৭

৭৮১

(সর্বদা) করতললগ্ন মুখের সৌন্দর্য নাই, যেন দিবা-ভাগে ক্ষীণ চন্দ্র। প্রকৃতি স্থির নাই, নয়নে অশ্রু বহিতেছে, (যেন) কমল হইতে মধু ক্ষরিতেছে। ১-২

হে মাধব, তোমার গুণে সুন্দরী মলিন (হইয়াছে), দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, মদন পীড়ন করিতেছে, হরি হরি নাম লইতেছে। ৩-৪

চন্দনের নিন্দা করে, ভূষণ পরিহার করে, চন্দ্রকে যেন অগ্নি মনে করে। এখন ধনী দশমী দশা প্রাপ্ত হইল, তুমি বধের ভাগী হইবে। ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, প্রবাস মন্দ হইলে স্নেহ বাড়াইয়া কি হইবে? ৭

৭৮২

আজ রাধাকে যেমন দেখিলাম, (তাহা) বলিলে কে প্রত্যয় করিবে? ৪

পঞ্জরের বন্ধন যেন (দীর্ঘ শ্বাসে) খসিয়া যাইতেছে, কম্বুগ্রীবার (ভার) ধারণ করিতে পারিতেছে না। ৭

নব কিশলয় চন্দনানুলিপ্ত করিয়া (তাহাতে) সখী-গণ শয়ন করাইল। (কিন্তু) যেন আগুনের অপেক্ষা অধিক জ্বালা হইল। কি ঘর কি বাহির—সর্বদা যাতায়াত করে, দিবানিশি জাগিয়া (পথ) নিরীক্ষণ করে। ৭-৮

৭৮৩

তোমার আগমনের অবধি (সীমা) সফল হইল না। (যে দিন আসিবে বলিয়াছিলে, সে দিন চলিয়া গিয়াছে, তুমি আসিলে না) দিনে দিনে রেখা (দিতে দিতে) ভিত্তিগাত্র ভরিয়া গেল। ১-২

তাহা মুছাইয়া কেহ উহাকে (রাধাকে) শুনায় না, কেহ (কোন সখী) মুখে সিঞ্চন করিবার জন্য জল লইয়া ধাবিত হয়। ৩-৪

মাধব, কমলমুখীর কি হইবে? সকল সখী যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছে। ৫-৬

কাহারও (হাতে) নলিনীপত্র, কাহারও চন্দন; কেহ বলে নন্দনন্দন আসিল। ৭-৮

কেহ শীতল মৃণাল (রাধার) বক্ষে ধরে, কেহ চন্দ্র-কিরণ হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখে (চন্দ্রকিরণে বিরহ ব্যাধি বাড়ে)। ৯-১০

কেহ বস্ত্র দ্বারা মলয় পবন নিবারণ করে, কেহ নব কিশলয় দূরে ফেলিয়া দেয়। ১১-১২

ভ্রমরের ধ্বনি শুনিয়া কেহ (রাধার) কর্ণরোধ করে, কেহ করতালি দিয়া কোকিল খেদাইয়া দেয়। ১৩-১৪

কেহ কেহ দিগন্তে কান্তের (তোর) অন্বেষণ করিতে গমন করে, হে হরি, কেহ কেহ তোর গুণ গ্রথিত করে। ১৫-১৬

অবুঝ সখীরা পীড়া জানে না, রোগের লক্ষণ এক রকম, ঔষধ করে আর এক রকম। ১৭-১৮

পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্রের পাঠ :—

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ।
ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ॥
তাহি মেটি কেহো উন শুনায়।
বদন সেঁচই কেহো জল লেই ধায়॥
কি করব মাধব কমল মুখি।
যতনে জিয়াওল সকল সখি।
কাহুক নলিনী কাহুক চন্দনা।
কেহো কহে আওল নন্দক নন্দনা॥
সরস মৃণাল হৃদয়ে ধরে কোই।
চান্দ কিরণে কেহো রাখএ গোই॥
কেহু মলয়ানিল বারই চীরে।
কেহু করই নব কিশলয় দূরে॥
মধুকর ধ্বনি শুনি কেহো মুদে কান।
করতল তালে কেহো কুকিল খেদান॥
কাগজ দিকহি কোন কোন যাম।
কেহো কেহো হরি তুয়া গুণ পরথাম॥
বীর নারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয় নারায়ণ ইহ রস গান॥

মৈথিল পুথিতে এইরূপ :—

গমন দিবস সোঁ তিথি লিখি লীখি
পরতহ ভীতি ভরিয়ে গেলি রেখী॥
সে হে রে মিটিএ মিটি উন পুরাবে।
বদন সিঁচিএ লাগি জল লয় ধাবে॥
কাহুকা নলিনি দল কাহুকা চাননে।
কেও বোল আয়ল নন্দনন্দনে॥
মধুকর ধুনি সুনি কেও মুন কানে।
করতল তাল কোকিল খেদ আনে॥
কি হোইতি অগে সখি কমল মুখী।
জতনই জিয়াবহু সবহু সখী॥
অবুঝ সখীজন ন বুঝথি আধী।
আন ঔষধ কর আন উপাধী॥
সিতল পনারী হৃদয় ধরু থোয়।
চান কিরণে কেও করে ধরু গোয়॥

মৈথিল পদে ভণিতা নাই। পদকল্পতরুর ভণিতা বিকৃত।

মৈথিল পদে এক সখী অপর সখীর নিকটে রাধার অবস্থা বর্ণন করিতেছে, পদকল্পতরুর পাঠে দূতী মাধবের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছে। মোটের উপর পদকল্পতরুর পাঠ উত্তম।

৭৮৪

অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী মাধব (তদ্ভাবাপন্ন) হইল। আপনার গুণে লুব্ধ হইয়া (আপনার প্রতি আপনি অনুরক্ত হইয়া) আপনার ভাব স্বভাবতঃই বিস্মৃত হইল। ১-২

মাধব তোমার প্রেম অপূর্ব (যাহাতে এরূপ আত্মবিস্মৃতি হয় যে নিজের স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া যায়)। আপনার বিরহে আপনার তনু জর জর (মাধবের এবং রাধার উভয়বিধ বিরহ স্বয়ং অনুভব করিতেছে), বাচাই সংশয়। ৩-৪

বিহ্বল হইয়া কাতর দৃষ্টিতে সহচরীকে দেখিতেছে, জলে চক্ষু ছল ছল (করিতেছে)। ৫

(আপনাকে মাধব মনে করিয়া রাধা বিরহে) অনুক্ষণ রাধা রাধা বলিতেছে, আধ আধ কথা কহিতেছে। ৬

যখন রাধার ভাব তখন মাধবকে ডাকিতেছে, যখন মাধবের ভাব তখন রাধাকে ডাকিতেছে। ৭

দারুণ প্রেম তথাপি ভাঙ্গে না, বিরহের ব্যথা বাড়ে। ৮

কাষ্ঠখণ্ডের দুই দিকে অগ্নি লাগিলে সেই (কাষ্ঠখণ্ড মধ্যস্থ) কীটের আকুল প্রাণ যেমন দগ্ধ হয় (দুই দিকের অগ্নি রাধা ও মাধব উভয়ের বিরহতুল্য, রাধা একাকিনী সেই দ্বিমুখ অগ্নির মধ্যে দগ্ধ হইতেছে), কবি বিদ্যাপতি কহেন, (হে) বল্লভ, সুধামুখীকে (রাধাকে) এইরূপ দেখিয়া (আসিলাম) ৯-১০

৭৮৫

হে সখি, নাগরীজন-কর্তৃক বন্দিত হইয়া ঋতুরাজ আজ বিরাজ করিতেছে। দেখিতেছি, নূতন বর্ণে ও

নূতন পত্রে কুসুমিত উপবন স্বভাবতঃ শোভিত হইয়াছে। ১-২

আহা, কুসুমিত কাননে কোকিল রহিয়াছে, মুনির মনেও বিষাদ উপস্থিত হয়। ৩-৪

উন্মদ বসন্ত-সময় আসিল, মদন দারুণ, কান্ত নিঠুর। ৫-৬

মালতীর মধু সঞ্চিত হইলে মধুকর অতিমত্ত হইয়া মধুর রব করে। (এমন) সময় কান্তের কিছু সংবাদ নাই, আমিই বিধিবশে বঞ্চিত। ৭-৮

এই সংসারে সেই (রমণী) নাগর (কর্তৃক) বঞ্চিত, এই ঋতুতে যে পতির সঙ্গে বিহার করে না। ৯-১০

হার অত্যন্ত ভার হইল, কন্দর্প পীড়ন করিতেছে, সখি, চন্দ্র সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব পাপে—কন্দর্পের যত সন্তাপ তাহা মন জানে। ১১-১২

মদন শর সন্ধান করিয়া, মারিয়া দগ্ধ করিতেছে। চন্দনে দেহ চতুর্গুণ দগ্ধ হইতেছে। ১৩-১৪

কামিনি, ধৈর্য কর, সকল জ্বালা আধি-ব্যাধি যাইবে, সুপ্রভু গৃহে শীঘ্র আসিবে, যামিনী সুফলে যাইবে। ১৫-১৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ধৈর্য ধর, যামিনী সুফলে শেষ হইবে। ১৭-১৮

৭৮৬

(প্রিয়তমের আগমনের আশায) তিমির দশ দিক ছাড়িল (আঁধার কাটিয়া গেল)। আজ দীর্ঘ হইয়া দিন বাড়িল (দীর্ঘ দুঃখ-রজনীর অবসানে)। ১-২

আজ পরিজনের কথা (গঞ্জনা) অকথ্য হইল (বলিবার যোগ্য নহে, অর্থাৎ সে সকল ভুলিয়া গিয়াছি), উচিত (অভ্যস্ত) ব্যথায় আর্তি থাকে না (যে ব্যথা এত দিন ধরিয়া পাইয়াছি, তাহা আর পীড়া দিতেছে না)। ৩-৪

হে সখি, হে সখি, সুসময় পরিণত হইল, প্রিয়তম নিকটে আসিল, নয়নের মিলন (হইবে)। ৫-৬

বিরহে দগ্ধমন কতদূর ধাবিত হইল; হে সখি! প্রার্থিত মনোরথ কে পায়? (কাহার সফল হয়? অর্থাৎ সকল সময়ে সকল মনোরথ সিদ্ধ হয় না)। ৭-৮

(দর্শন হইবে এই আশায়) কতক্ষণ কণ্ঠাগত প্রাণ রাখিব? আশা-বন্ধনে মন সাক্ষী পড়িল (আশার বন্ধনে মন সাক্ষীর স্বরূপ হইল) ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন সজনি, যতদিন বল্লভ (নিকটে) ছিলেন না, ততদিন রজনী (সুখ-বঞ্চনা) মহার্ঘ ছিল। ১১-১২

৭৮৭

মাধব আমাকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে বিশাম (বাস) করিলেন। নয়নে মঘা-অশ্লেষার ন্যায় বর্ষণ হইয়া গেল (মঘা ও অশ্লেষায় অধিক বৃষ্টি হয়) ১-২

কতদিন পরে হরি অতিথি হইলেন, বসিতে রত্ন-সিংহাসন দিলাম। ৩-৪

(আমার নিকট), কাঁচা ফল আছে (আর কোথায়ও) (পক্ব ফল) খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রভুর দৃষ্টিতে মধুরসের (আশায়) আমার জীবন (বয়স) কাঁচা হইল। ৫-৬

সে শুনিয়া ক্রোধ করিয়া চলিয়া গেল; হাসিয়া হাসিয়া রাধা তাহাকে লুব্ধ করিয়া রাখিল। ৭-৮

কাঁচা শ্রেষ্ঠ ফল বরং তুমি খাও, আমি দুঃখ সহিব, তুমি বিমুখ (হইতে) চাহিও না। ৯-১০

আমার অঙ্গনে চন্দনের গাছ হইল, তাহার উপর ভ্রমর উপাসিত হইয়া পড়িল। ১১-১২

বিদ্যাপতি কবি জয়রামকে বলিতেছেন, দৈব প্রতিকূল হইল, প্রাণনাথ কি করিবে? ১৩-১৪

৭৮৮

মালতি, তুমি উচিত বলিয়াছ, সজনি (রাধা), তোমার মুখ এমন মন-মরা (বিষণ্ণ) কেন? ১-২

সজনি, কি দেখিয়া ভ্রমর পলাইল? বিরহিণীর হৃদয় কঠিন।

সজনি, চাঁদ কুমুদিনীকে ত্যাগ করিল। হরি (তোমাকে) ত্যাগ করিয়া মধুপুর গেল। শূন্য ভবন দেখিয়া জীবন উপেক্ষা করিলাম। দগ্ধ দৈব (পোড়া কপাল) কি দুঃখ দিল! ৩-৪

সজনি, কমল-নয়ন আসিলেন না, কত দিন আশায়

থাকিব? সজনি, মণিময় হার ভার হইল, (সখী বলিতেছে) মন যেন উদাস করিও না। ৫-৬

সজনি, তাহার জন্য কত অভিলাষ করিব? বহু দিন সে বিশ্বাস (প্রতিশ্রুতি) দিয়াছে। বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, হে সজনি, ইহাই পরম অভাগ্য। ৭-৮

১৮৯

সজনি, আমার তরুণ বয়স অতীত হইল, প্রভু আমার নাম ভুলিয়া গেলেন। কুসুম ফুটিয়া ফুটিয়া ম্লান হইল, ভ্রমর বিশ্রাম লইল না (তাহাতে বসিল না।) ১-২

সজনি, সীঁথার সিন্দূর ভাল লাগে না, (এই বলিয়া) ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উঠিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, দৈব কত প্রতিকূল হইল। ৩-৪

সজনি, কোকিল কুহুধ্বনি শুনাইল, নয়নজল ঢরকি পড়িল। অর্দ্ধরস চলিয়া গেল, সতীনের দারুণ ব্যথা দিয়া গেল। ৫-৬

সজনি, যুগল নয়ন এবং মন বিকল হইল, জ্ঞান স্থির থাকিতেছে না। বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, সজনি, ইহাই দুঃখের চরম। ৭-৮

১৯০

সজনী ভাগ্যে ঘন কৃষ্ণ কেশ ছায়া (ছাহ?) করিল। সহজেই আমাব দেহ দুর্বল। প্রভুর প্রথম মিলনে অধিক সন্দেহ (ভয়) বাড়িল। ১-২

সজনি, দূর হইয়া বসনে মুখ ঢাকিয়া শয়ন করিলাম। অভিনব কেলির নামে না না করিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম। ৩-৪

সজনী, চক্ষু জলে ভবিয়া বলিলাম, শপথ করাই হইল (অর্থাৎ পুনঃপুনঃ কেলির ভয়ে শপথ করিতে লাগিলাম।) পুরুষ নারীর দুঃখ জানে না। কেবল আপনার সুখই চায়। ৫-৬

সজনি নূপুর খসাইয়া ফেলিয়া দিল। (আমার) বসনের শেষ পর্যন্ত হরণ করিল। নাগর ভাবে (অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে) পরিপূর্ণ হইয়াছিল (পরের পংক্তি বোধ হয় বিকৃত হইয়াছে) ৭-৮

বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, কেহ যেন প্রেম না করে। ইহার ভাব আমি কি বলিব? যে শুনিবে সেই দুঃখ পাইবে। ৯-১০

১৯১

[এই পদটি প্রহেলিকা]

মাধব, মাধব, ইহার সমাধান কর। তোমার বিহনে ভুবন—ঋতু (১৪+৬=বিশ=বিষ) পান করিবে ১-২।

প্রথম (ক), পঁচিশ (ম), আঠাইশ (ল)=কমল। হিম (শীত) (হেম-হিম?) বদন হইতে কমল হরিয়া লইল (বদন কমল মলিন হইল) ৩-৪

পঁচিশ (ম), আঠার (দ), বিশ (ন) তনু জ্বালায় (মদন শরীর দগ্ধ করে)। ক্ষিতিসুতের তৃতীয় (অর্থাৎ বৃহস্পতি—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি) প্রাণে পীড়া দেয়। (বৃহস্পতি গ্রহ সকলের দিকে উচিত হয়, এই জন্য বিবহিণী রমণীর পক্ষে পীডাদাযক—Grierson's Chrestomathy—Vocalubary ১৮৮ পৃঃ) ৫-৬

সেইদিন হইতে মাধব প্রেম ভুলিয়া গেল, যে দিন মীন সিংহের গৃহে গেল। ৭-৮

সুমরিঅ মাধব ও দিন সিনেহ।
জে দিন সিংহ গেল মীনক গেহ॥

(সিংহ আদ্য অক্ষর ম-যুক্ত বস্তু, মীন আদ্য অক্ষর প-যুক্ত বস্তু বুঝায়, অতএব সিংহ=মস্তক, মীন=পদ) তাহা হইলে জে-দিন...ইত্যাদির অর্থ হইবে=যে দিন তোমাব মস্তক আমার পদতলে লুটাইয়া দিয়াছিলে—গ্রীয়ার্সনের ব্যাখ্যা)।

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যে বুধজন হয়, সে অক্ষর গণনা করিয়া বিশেষ কহিতে পারিবে (বুঝিতে পারিবে) ৯-১০

১৯২

হে সুন্দরি, তাহাকে কি বিস্মৃত হওয়া যায়? ১

হাত ধরিয়া মথুরায় যাইবার অনুমতি মাগিবার সময় সেখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ২

অন্য রমণীর সঙ্গে রাজসম্পদেও আমি বিরাগীর মত। ৬

দুই এক দিবসে নিশ্চয় আমি যাইব (এই বলিয়া) রাইকে প্রবোধ দিবে। বিদ্যাপতি কহেন, চিত্ত সেইখানে রহিল। প্রেমে গিয়া মিলিত হইবে। ৭-৮

১৯৩

হে বামা, তোমার শপথ করিতেছি। সেই গুণবতীর গুণ গণিয়া গণিয়া আমার কি অবস্থা (গতি) হইয়াছে, তাহা জান না। ১-২

সকল রাত্রি (আমি) কাঁদিয়া কাটাইয়াছি, সঘনে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছি। আবার কি নয়নে নয়নে দেখা হইবে? আমার আশা কি আর পূর্ণ হইবে? ৫-৬

১৯৪

এক তিলমাত্র শয্যায় অন্তরাল হইলে জীবন (তাহা) সহ্য করিতে পারে না। দুই দেহ ভিন্ন থাকে না। মাঝখানে রোমাঞ্চ ব্যবধান হইলে মনে হয় যেন পাহাড় পর্বত অন্তরাল হইয়াছে, এইরূপ ভাবে নিশিদিন থাকে। ১-২

তিল এক নয়ন······পাঠান্তর (পদকল্পতরু

সজনি, কিরূপে কৃষ্ণ জীবন ধারণ করিবে? রাই দূরে রহিল, আমি মথুরা রহিলাম এত কি প্রাণে সহ্য হয়? ৩-৪

কবিশেখর বলিতেছেন, অনুভব করিয়া জানিলাম যে মহতের পিরীতিও মহৎ। ৮

১৯৫

দক্ষিণ পবন ধীরে বহিতেছিল, উত্তম সরস বসন্ত-সময় পাইলাম (পাইয়া নিদ্রিত হইলাম)। স্বপ্নে এক পুরুষ মূর্তি (আমাকে) কহিল, মুখ হইতে বস্ত্র দূর (মোচন) কর (আমি তোমার মুখ দেখি)। ১-২

(স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ কহিল) যদিও বিধি যত্ন দিয়াছেন (করিয়াছেন) (তথাপি) চন্দ্র তোমার মুখের তুল্য হয় নাই। কতবার (চন্দ্রকে) কাটিয়া (বিধি) নূতন করিয়া গড়িল, তথাপি (তোমার মুখের সহিত) তুলনা হইল না। ৩-৪

কমল (তোমার) লোচনের তুলা হইতে পারে নাই। জগতে কে না জানে? আত্ম-অপমানে পঙ্কজ (পঙ্কবাসী) হই সে আবার জলে গিয়া লুকাইল। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যুবতী শ্রেষ্ঠ শুন, এই সকল (রূপ লক্ষণ) লক্ষ্মীর সমান। লখিমা দেবীর পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে (কবি এই কথা) কহিতেছেন। ৭-৮

১৯৬

হে সখি, রজনীর বৃত্তান্ত তোমাকে কি বলিব? স্বপ্নে নাগরেন্দ্রকে দেখিলাম। ১-২

১৯৭

সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকটে আসিল; সে সময়কার হৃদয়ের আনন্দের (কথা তোমাকে) কি বলিব! ১-২

ধনুর্গুণ দেখি না (শর) সন্ধানও দেখি না, (অথচ) চারিদিকে কুসুম-শরের (মদনের) বাণ পড়িতেছে। ৩-৪

বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত; যেন চন্দ্র উদিত হইল, (তাহা দেখিয়া) সমুদ্র উদ্বেলিত হইল (সেই অর্ধচন্দ্র-সদৃশ নয়ন দেখিয়া প্রেম-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল।) ৫-৬

আলিঙ্গনের সময় চমকিয়া উঠিলাম (আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল); (তখন) শূন্য শয্যা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহেন, শুন, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ তাহা মনে পূর্ণ হইবে। ৯-১০

১৯৮

করে কুচমণ্ডল ঢাকিয়া রহিলাম, কমলে (করকমলে) কনকগিরি ঢাকা হয় (পড়ে) না। ১-২

হর্ষের সহিত (মাধব আমার) মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিল, আমার পুলকাঙ্কিত দেহ কত ভাব ধরিল। ৩-৪

তখন হরি আমার অঞ্চল হরণ করিল, রসভরে নীবি-বন্ধন খসিয়া গেল। ৫-৬

সখি, আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, তখনকার কৌতুক কহিতে লজ্জা (হয়)। ৭-৮

আনন্দাশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া গেল; প্রেমের অঙ্কুর পল্লবিত হইল। ৯-১০

বিদ্যাপতি স্বপ্নের স্বরূপ কহিতেছেন, রূপনারায়ণ ভূপ রস বুঝেন। ১১-১২

৭৯৯

স্বপ্নে হরিকে দেখিলাম, রঙ্গ উপজিল। তনু পূর্ণ হইল, অনঙ্গ জাগিল। ১-২

মুখ মিলাইয়া অধর-রস লইল, নিশা অবসান হইলে কানাই কোথায় গেল? ৩-৪

বিধাতা আমার নিদ্রা কেন ভাঙ্গিল, (শুধু) ভ্রম হইল, সুরত-সুখ হইল না। ৫-৬

মালতী রসিক ভ্রমরকে পাইল, আমার কর্মদোষে বিয়োগ হইল। ৭-৮

নির্ধন অনেক যত্নে ধন পাইল, অঞ্চল হইতে রত্ন খসিয়া পড়িল। ৯-১০

৮০০

আমি ঘরে নিদ্রিত ছিলাম, গলায় মুক্তামালা ছিল। রাত্রি যখন প্রভাত হয়, সেই (সময়) আমার প্রিয়তম আসিল। ১-২

কৌশল করিয়া কম্পিত হস্তে বক্ষের হার সরাইল, করপঙ্কজ বক্ষে স্থাপন করিয়া আমার মুখচন্দ্র দেখিতে লাগিল। ৩-৪

কোন শত্রু (আমার) অভাগ্য করিল, আমার নিদ্রা পলাইল। গুণময় গোবিন্দকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি গাইলেন, ধনি, মনে ধৈর্য ধর, সময় পাইয়া তরুবর ফলে, কতই জল সিঞ্চন কর (সময়ে মাধব আসিবে এখন উতলা হইও না)। ৭-৮

৮০১

হে সখি, স্বপ্নে প্রিয়-মুখারবিন্দ দেখিলাম, সেই সময়ে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ১-২

আজ সগুণ (শুভ) ফল সত্য হইবার সম্ভব। (কারণ) বারে বারে আমার বাম নয়ন নাচিতেছে। ৩-৪

অঙ্গনে বসিয়া কাক সগুণ (শুভ) কহিতেছে। দিনের পরিপাকে (দুর্দিনের অন্তে) বিরহ ভগ্ন (শেষ) হইবে। ৫-৬

অলক্ষিত চন্দ্র (তুল্য) প্রিয়কে আজ দেখিব। কবিবর বিদ্যাপতি ইহা কহিতেছেন। ৭-৮

৮০২

আমার অঙ্গনে চন্দনের বৃক্ষ, তাহাতে বসিয়া (চড়িয়া) কাক মুহু মুহু ডাকিতেছে। হে বায়স, যদি প্রিয়তম আজ আসে ত তোমার চঞ্চু সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিব। ১-২

সখি, ঝুমরি লোরি গান কর। মদন-আরাধনে যাইব। ৩

[ঝুমরি লোরি সঙ্গীতের প্রকার ভেদ]

চৌদিকে চম্পক মল্লিকা ফুটিয়াছে, চাঁদে রাত্রি উজ্জ্বল। কেমন করিয়া মদনের আরাধনা করিব, বড় রতি-শাস্তি হইবে।

বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, তোমার প্রভু গুণের নিধান বটে। ভোগীশ্বর রাও সকল গুণে অগ্রগণ্য পদ্মা দেবীর বল্লভ। ৬-৭

৮০৩

উত্তম সুরভি সময়ে মলয়ানিল বহিতেছে, সহকারের সার সৌরভ। কাহারও বিপদ, কাহারও সম্পদ, সংসারের নানা গতি। ১-২

কোকিল পঞ্চম রাগে বল্লভের গুণ স্মরণ করাইতেছে, আমার নাথ কুশলে আসিবেন। আজ পর্যন্ত আমি আশাতেই ছিলাম, স্মরণ করিয়া স্থান (গৃহ) ত্যাগ করিলাম না। ৩-৪

ভ্রমর দেখিয়া ভয়ে (আমার) ভাব (আগমনের আশা-জনিত উল্লাস) পলাইল। কাম শরাসন গ্রহণ করিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপনারায়ণের নাম শ্রীশিবসিংহ দেব। ৫-৬

৮০৪

মেঘ গগন ছাড়িল, বর্ষাকাল অতীত, মিনতি (প্রার্থনা) করি (মাধব) এখানে আসিবে, যিনি বিনা (যাঁহার বিহনে) ত্রিভুবন তিক্ত (অপ্রিয়)। ১-২

এস, সুমতি সাঙ্গাতিনি, পথ নিরীক্ষণ করি যাই। সব দিন কুদিন রহে না, সুদিবসে মন হর্ষিত হয়। ৩-৪

শ্যাম-চন্দ্র উদয় হইল, চন্দ্র আকাশে ফিরিয়া গেল। এই মাত্র প্রিয়তমের আসিবার (সংবাদ পাইয়া) বিরহিণীর শ্বাস ফিরিল (যেন তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল)। ৫-৬

শয়ন করিয়া (বিরহিণী রাধা) দূরে দেখিবে, যতদূর হৃদয় ধাবিত হয়। কি করিবে, হৃদয় আকুল, অগ্নি বায়ু পায় না (বায়ু না পাইলে যেমন অগ্নি নির্বাপিত হয়, সেইরূপ রাধা মাধবের অদর্শনে ম্রিয়মান হইয়াছে)। ৭-৮

বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন, রসিক রস জানে। মন্ত্রী মহেশ্বর সুন্দর, রেণুকা দেবীর কান্ত। ৯-১০

৮০৫

মান দূরে করিয়া (কানাইকে) আলিঙ্গন করিব, ঐ রসে পূর্ণ হইব এবং চক্ষু মুদ্রিত করিব। ৭-৮

৮০৬

রসিক যখন অঙ্গনে আসিবে (তখন) আমি (তাহার দিকে না গিয়া) ঈষৎ হাসিয়া ফিরিয়া চলিব। ১-২

রসনাগরী রমণী (রাধা) মনে কত যুক্তিই কল্পনা করিতেছে। ৩-৪

এখন সে (আমার) অঞ্চল ধরিবে, আমি চলিয়া যাইব, (সে আমাকে) অনেক যত্ন করিবে। ৫-৬

আবেশে আঁচরে পিয়া ধরবে—নগেন্দ্রবাবুর পাঠ।

হঠ (মাধব) যখন (আমার) কাঁচলি ধরিবে, তখন কুটিল কটাক্ষ হানিয়া করে কর নিবারণ করিব। ৭-৮

প্রিয় যখন কেলি মাগিবে (তখন) মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া না না বলিব। ৯-১০

'মুখ বিহসি নহি বোলবি তবহি'—পাঠান্তর।

ভ্রমর (মাধব) স্বভাবতঃই সুপুরুষ, আমার মুখকমল-মধু পান করিবে। ১১-১২

তখন আমি জ্ঞান হারাইব (আর আমার চৈতন্য থাকিবে না); বিদ্যাপতি কহেন, তোমার চিন্তাকে ধন্য। ১৩-১৪

৮০৭

প্রিয় যখন আমার এই গৃহে আসিবে (তখন) নিজ দেহে সমস্ত মঙ্গল (মঙ্গলাচার) করিব। ১-২

কুচযুগ সুবর্ণ-কলস (রূপে) রাখিব। চক্ষুতে কাজল দিয়া দর্পণ ধরিব (নির্মল চক্ষু দর্পণ হইবে। আমার নেত্রমুকুরে প্রিয় আপনার মুখ অবলোকন করিবে)। ৩-৪

আমি আপনার অঙ্গে বেদী রচনা করিব। কেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝাড়ু করিব (কেশপাশ ঝাড়ু হইবে।) ৫-৬

আমার গুরু নিতম্বরূপ কদলী রোপণ করিব। তাহাতে কিঙ্কিণি (রূপ) আম্র পল্লব দুলাইয়া দিব। ৭-৮

দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্টৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ ॥
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥

—অমরুশতক।

সকল দিক হইতে কামিনীর ঠাট আনিব (সকল প্রকার কলাকৌশল প্রদর্শন করিব), চৌদিকে চাঁদের হাট বিস্তার করিব (রূপ বিস্তার করিব)। ৯-১০

৮০৮

হরি যখন গোকুলপুরে আসিবেন, ঘরে ঘরে নগরে বিজয়তূরী বাজিবে। ১ ২

জগদ্বন্ধু ভদ্র-কর্তৃক সঙ্কলিত 'মহাজন পদাবলী'তে এই স্থানে দুইটি অতিরিক্ত চরণ আছে—

রসাবেশে মাধব নাগরী ঠাট।
চৌদিকে বেঢ়ব চাঁদ কি হাট ॥

মুক্তাহার আলিপনা দিব। ৩

চুম্বনরূপ সহকার-পল্লব (অধর-পল্লব) দিব। মাধবের সেবা করিয়া মনোরথ (বর) লইব। ৫-৬

সহকার পল্লব চুচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি ॥

—পাঠান্তর।

(চুচুকং তু কুচাগ্রং স্যাৎ—রাধামোহন ঠাকুর)

ধূপ (নিজের অঙ্গসৌরভ), দীপ (রূপ, অঙ্গকান্তি) নৈবেদ্য (উপভোগ) প্রিয়তমের সম্মুখে রাখিব। ৭

ধূপ দীপ নৈবেদ্য ইত্যত্র ধূপঃ স্বাঙ্গসৌরভঃ প্রদীপোহত্র নিজাঙ্গকান্তিঃ নৈবেদ্য উপভোগাতিরেক ইতি তু বৈষ্ণবার

উক্তমিতি জ্ঞেয়ং অন্যথা পূর্বাপর-বাক্য-বিরোধঃ স্যাৎ।

বিদ্যাপতি কহেন, এই রসতত্ত্ব মূর্খে বুঝে না, গুণবান্ বুঝে। ৯-১০

আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে।
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ভাগে॥
—পাঠান্তর।

ইহ রস ভাগে—ভাগ্যেন অয়ং রসো ভবতি।
রাধা মোহন

৮০৯

দুঃসহ বিরহ-দিবস অতীত গেল, প্রিয়তমের দর্শনে অনুপম প্রীতি। ১-২

এখন নয়নে কর্পূরাঞ্জন তুল্য চন্দ্র অনুকূল লাগিতেছে (বোধ হইতেছে)। ৩-৪

[চন্দ্রের এক অর্থ কর্পূর]

কোকিল আসিয়া পঞ্চমে গান করুক, মধুকর লতিকা পাইয়া গুঞ্জন করুক। ৫-৬

ত্রিবিধ সমীরণ নিরন্তর বহুক। কবিবর বিদ্যাপতি ধীরে কহিতেছেন। ৭-৮

৮১০

যে দুঃখদায়ক সে সুখ দিবে। অবলা জনের (জন হইতে) আশীর্বাদ গ্রহণ করুক।

আমার প্রিয় অন্য পাড়ায় আসিল (পাড়ায় অপরের গৃহে আসিল আমি সংবাদ পাইলাম); বিরহব্যথা যেন লক্ষ ক্রোশ (দূরে) গেল। ৩-৪

(আজ) সহস্র চন্দ্র উদয় হইলে ক্ষতি (ছতি) নাই কুদিবসে হিত অহিত কাজ করে (চন্দ্রোদয় হিতকর কিন্তু বিরহে আমার চক্ষে অমঙ্গলকর বোধ হইত)। ৫-৬

গৃহে গৃহে আজ সর্বক্ষণ উৎসব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, মন নির্ব্যাজ (হইল)। ৯-১০

৮১১

হে সখি, আজিকার আনন্দের সীমা কি বলিব? (সীমা নাই) দীর্ঘদিন পরে মাধব আমার গৃহে আসিলেন। ৫-৬

[শ্রীচৈতন্য যখন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আগমন করেন, তখন আচার্য এই কলিটি গান করিয়াছিলেন।

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন।
আচার্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ৩য় পরিচ্ছেদ]

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর—পাঠান্তর
(পদকল্পতরু।)

৮১২

বিধি আমার প্রতি প্রসন্ন হইল, হরি আমাকে দর্শন দিল। রঘুপতি দরশন দেল।—গ্রীয়ার্সনের পাঠ। ১-২

মদন জাগিয়া উঠিল, জ্ঞান বশে রহিল না। ৫-৬

বিদ্যাপতি এই কথা কহিতেছেন, সুপুরুষ কখনও শেষ পর্যন্ত ক্লেশ দেয় না। ৭-৮

৮১৩

আজ রজনী আমি ভাগ্যে (সৌভাগ্যে) কাটাইলাম, প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দেখিলাম। জীবন যৌবন সফল করিয়া মানিলাম; দশদিক্ নির্বন্দ্ব (প্রসন্ন) হইল। ১-২

আজ আমার গৃহ গৃহ বলিয়া মানিলাম। আজ আমার দেহ দেহ হইল (প্রিয়তমের বিলাসে)। আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সকল সন্দেহ দূর হইল। ৩-৪

সে কোকিল এখন লক্ষ ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র উদয় হউক (কোকিলের কণ্ঠধ্বনিতে ও চন্দ্রের আলোকে পূর্বে আশঙ্কা হইত, এখন আর তাহাদিগকে ভয় করি না)। ৫

(মদনের) পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক, মলয় পবন মন্দ (ধীরে ধীরে) বহুক (তাহাদিগকেও আর কোন ভয় নাই)। ৬

এখন আমার যখন প্রিয়ের সঙ্গ হইবে (তাঁহার সহিত মিলন হইবে) তখনি দেহ (নিজের বলিয়া) মানিব। ৭

বিদ্যাপতি কহেন, ধনি, অল্প ভাগ্যবতী নও, তোমার নূতন (চির নূতন) স্নেহ ধন্য ! ৮

৮১৪

সুপুরুষের (সহিত) মিলন হইলে জন্ম কৃতার্থ হয়, সেই দিবস (সার্থক) যাহাতে মন ভঙ্গ হয় না। ১-২

হৃদয়ের আনন্দ মুখে প্রকাশ (হয়), সূর্যের তেজে কমল বিকশিত হয়। ৩-৪

সখি, কুদিবস গেল, ভাল হইল, হরি-নিধি মিলিল, সকল সিদ্ধি হইল। ৫-৬

একদিকে মণিময় নবনিধি ও সুবর্ণ, অন্যদিকে সুপুরুষের প্রেমের নূতন রস। ৭-৮

নিক্তিতে তৌল করিয়া বিচার করিলে প্রীতি অধিক (ওজনে) হয়, কে না জানে ? ৯-১০

জগতে প্রীতির তুল্য দ্বিতীয় কিছু নাই যাহার সহিত আপনার প্রাণের তুলনা দিই। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহেন, রীতির উপমা নাই, দম্পতীর প্রীতি অচল। ১৩-১৪

৮১৫

তৃষিত চাতক যেন নব মেঘের সহিত মিলিত হইল। ক্ষুধার্ত চকোর যেন চাঁদের সহিত কেলি করিতেছে। ৫-৬

দাবানলে প্রাণ যেন দগ্ধ হইয়াছিল। ঐ প্রকার (দুঃখে) অমৃত (সরোবরে) স্নান হইল। ৭-৮

৮১৬

রে পরম প্রিয় সজনি, সুপুরুষ গুণাগ্রগণ্য কলাসাগর নাথ কোন দিন নয়নগোচর হইবে (কোনদিন সে আসিবে) ? ১

যখন মধুসূদন ভবনে আসিবে, দূরে থাকিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইবে। সকল দোষ ত্যাগ করিয়া (মাধবের সকল অপরাধ ভুলিয়া) সম্যকরূপে ভূষণে সাজিব। ২

রসিক ব্রজপতি লজ্জায় নত হইয়া যখন নিকটে আসিবে এবং হৃদয়ে প্রবেশ করিবে (বক্ষে আসিবে) কামের কৌশলে (চতুরপনায়) তখনও কোপ (মান) রূপ কজ্জল শোভা পাইবে (কোপ কটাক্ষ চোখে আনিব) ৩

কখন কণ্ঠে কোকিলের ধ্বনি, কখন মুহুর্মুহু কপোত-কণ্ঠরব, নখাঘাত, কলা আসন কিছু ভুলিব না। ৪

কখন করে গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে আনিব (গ্রীবালিঙ্গন করিব)। কখনও কৌতুকে কিঞ্চিৎ কোপ (প্রকাশ করিয়া) রসরক্ষা করিয়া ক্রোধ করিব। ৫

তখন সময় বুঝিয়া মহার্ঘ হইয়া আবার তাহার বশে (সাজ্বি) আসিব।

[হাতীকে বশ করা অর্থে 'সাজ্বি' শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়।] ৬

বচন ছলে যখন সাধ (আকাঙ্ক্ষা) মানিবে (প্রকাশ করিবে), তখনই বুঝিব যে মদন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৭

এই কথা বলিতে, এক সখী শীঘ্র আসিল এবং অমৃত-তুল্য কথা কহিল যে, সুন্দর চতুর কানাই গৃহের নিকটে আসিল। ৮

রাধা হরষিত হইয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছে, বিধি কি শীঘ্র সাধ পূর্ণ করিবে! চকোর শরচ্চন্দ্র প্রাপ্ত হইল, সিংহভূপতি গাহিতেছেন। ৯

৮১৭

অধরে মিষ্ট সুধা, দুধের ন্যায় ধবল দৃষ্টি, মধুতুল্য মধুর বাণী, অত্যন্ত প্রার্থিত হইয়াও যাহা যত্নে পাওয়া যায় না, বিধি তোকে সকলি আনিয়া দিল। ১-২

ভাবিনি, ভাব জানাইয়া মান করিও না। তোর গুণে লুব্ধ হইয়া অনেক দিনের পর প্রবাসী সুপ্রভু মাধব আসিল (এতদিন প্রবাসে থাকিয়া গৃহে আসিল)। ৩-৪

যাহার গুণ স্মরণ করিয়া শোক করিতে (দেহ) মলিন হইল, রজনী জাগিয়া যাপন করিলে, কানাইয়ের তুল্য অনুরাগী প্রিয় রত্ন বিধির কৃপায় তোকে মিলিল। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গুণবতী বল্লভের অপরাধ ক্ষমা (মার্জনা) করে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর আরাধ্য। ৭-৮

৮১৮

যাহার লাগিয়া চন্দন বিষ হইতেও তীব্র হইল, যাহার জন্য চন্দ্র অগ্নি হইল; যাহার লাগিয়া দক্ষিণ পবন শর হইল, যাহার লাগিয়া মদন বৈরী হইল। ১-২

সেই কানাই কতদিন পরে তোর অতিথি, হাসিয়া তাহাকে দেখিস্ না? প্রেম সুধা জানিয়া (প্রেমামৃত অবগত হইয়াও) হৃদয়ের দ্বার বলপূর্বক ঠেলিস্ না। ৩-৪

রোদন করিয়া অশ্রুতে চক্ষু আতুর হইল, রজনীর যাম যুগের (তুল্য) গেল। মুক্ত চিকুর (ও) বস্ত্র সম্বরণ করিতিস্ না, দেহে হার ভার হইল। ৫-৬

তোর তপ (ফলে) তরুণ কানাই করুণাবশতঃ (কৃপা করিয়া) আসিল, কেন মান বাড়াস্? কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, যাহা মনেও ছিল না তাহাও সম্পন্ন হইল। ৭-৮

৮১৯

কতদিন হইতে মনোরথ ছিল, হরির সহিত স্নেহ বাড়াইব। সে সকল সফল হইল, বিধি অভিমত দিল, (মাধব) সহজে (আপনি) আমার গৃহে আসিল।

সখি, জন্ম কৃতার্থ হইল, বদন নিরীক্ষণ করিয়া, অধরমধু পান করিয়া হরি আলিঙ্গন দিল। ৩-৪

হর্ষিত হইয়া পীন পয়োধর স্পর্শ করিল, হস্তদ্বারা নীবিবন্ধ খুলিল। তনু পুলকে পূর্ণ হইল, কুসুমধনু মদন আনন্দিত; (সকলে) সুললিত গান করিতেছে। ৫-৬

বিদ্যাপতি কবি কহেন, ধনি, তুমি পুণ্যবতী, সকল গুণে গুণবতী। ৭-৮

৮২০

তোর মুখ শরচ্চন্দ্রের তুল্য বিরহের অন্ধকার ত্যাগ করিল। ১-২

অমিল (যাহা এতদিন মিলে নাই) অত্যন্ত নিকটে দৃঢ়ভাবে মিলিয়াছে, পূর্বের পুণ্য আজ পরিণত হইল (ফল প্রসব করিল)। ৩-৪

সুন্দরি, দেখ, আমার কথা শুন। তোমার মনের সুলভ লজ্জা পরিহার কর। ৫-৬

রসবতী মালতীর উত্তম অবসর হইয়াছে। ক্ষুধিত ভ্রমর মধুর মধু পান করুক। ৭-৮

ঋতুপতির সঙ্গে অতিথি (প্রিয়তম) আজ উপনীত। আপনার অঙ্গীকার নির্বাহ কর। ৯-১০

হে সুমুখি, সুপুরুষ সুনারী পাইল। দৈব উচিত বিচার করিয়া মিলাইল। ১১-১২

৮২১

সেই বিধি বহুদিন পরে নির্বাধ (বাধারহিত) হইল। (মিলনে বাধা ঘটায় নাই) দুজনের কামলিপ্সা পূর্ণ করিল। ১-২

বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কুমুদিনী ইন্দুকে (পাইল)। (সেই চন্দ্র দেখিয়া) সখীগণের আনন্দ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। ৭-৮

৮২২

দুইজনের (পরস্পরের) দুর্লভ দর্শন উভয়েব হইল। ১

শ্যামরত্ন রমণীরত্নের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। ৪

৮২৩

গীত-চিন্তামণিতে গোবিন্দদাসের পদে এই পদের প্রথম চারিটি চরণ আছে। অবশিষ্ট এই—

নিরসি অধরমধু পিবি অগেয়ান।
মদন মহোদধি ডুবল কান॥
ঘন ঘন চুম্বই নাহ বয়ান।
সরসি চান্দ মিলল এক ঠাম॥
নিবিড় আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ।
অপরূপ রতি কেলি মনসিজভঙ্গ॥
দূরে গেল ময়ুর শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুরূপ নিছনি গোবিন্দ দাস॥

৮২৪

যাইবামাত্র নবীনহাস্য বদনে উদিত হইল। তাহাদের ঈষৎ রোমাঞ্চসকল উদ্‌গত হইল ৭-৮

৮২৬

সেই প্রিয়ের গুণ কহা যায় না (বলিয়া শেষ করা যায় না।) দরিদ্র যেমন স্বর্ণ (পাইলে) এক তিলও ছাড়ে না, সেইরূপ ভাবে কেলিরসে রজনী কাটায়। ১-২

মৃণাল ও চম্পকদামের তুল্য (আমার) দেহ (নিজের) হৃদয় ব্যতীত শয্যা স্পর্শ করিতে দেয় না (আমাকে বক্ষস্থল হইতে কখনও নামায় না)। ৪

৮২৭

সজনি, মাধব-রজনী (বৈশাখ-রাত্রি) শীতল চন্দ্র আবার কোথা হইতে আসিবে; গোবিন্দ অনেক পুণ্যে মিলে, মুখচন্দ্র দেখিয়া, মুখ দিয়া কতবার অধর-অমৃত পান করিল ও মদনকে বাঁচাইল। ১-২

হরি গোপনে প্রবাল রত্নের হার দিল, সেই নিধি নির্ধনের ন্যায় প্রাণের মত (করিয়া) রাখিব। কবি বিদ্যাপতি গাইলেন, বড় পুণ্যে পুণ্যবান্ পায়, মানস পূর্ণ হইল, বিধাতা সকল কলুষ হরণ করিল। ৩-৪

৮২৮

যদি আমি জানিতাম তাঁহা হইতে মদন-ব্যাধি উৎপন্ন হইবে, (তাহা হইলে) বাহুপাশ লইয়া বাঁধিতাম, অভিমত সাধন করিয়া হাসিতাম। ১-২

(তাহার) সম্মুখে ফিরিয়া হাসিয়া দেখিতাম; সখি, দেহের যাতনা দূর করিতাম। কন্দর্পের শর সহ্য করিতাম না, আমি (তাহার সহিত) অভেদ (হইয়া) রহিতাম। ৩-৪

প্রসন্ন হইয়া রতিসজ্জা করিতাম, লজ্জা নিবারণ করিয়া কথা কহিতাম, আলিঙ্গন করিয়া গান করিতাম, গুণ অবধারণ করিয়া ধ্যান করিতাম। (ভবিতহুঁ—ভাবিতাম) ৫-৬

অযশকে সুযশ করিয়া গণনা করিতাম, উপহাস গুণিতাম না, মনেও হরিকে পরিহার করিতাম না, মনকে উদাস করিতাম না। ৭-৮

নারীর অভিমত মনোরথে শত শত রহস্য নিরূপণ কর। কবি বিদ্যাপতি গাইলেন, শিবসিংহ ভূপ রস বুঝেন। ৯-১০

৮২৯

কানাই কুঁদা (চাঁচা) সোনা, আমি কষ্টি-পাথর তুল্য। নিজের হৃদয়ে কষিয়া বুঝিলাম, বড়ই বহু-মূল্যবান্। হে সখি, সুপ্রভুর সমাগম-সুখ কহা যায় না, মনে করি, মন হইতে ছাড়ি না, হৃদয়ে লাগাইয়া রাখি। ৩-৪

পূর্বে আমি গৌরীর পূজা করিয়াছিলাম (সেই) পুণ্যে স্নেহ পরিণত হইল, যদিও দুই দেহ (তথাপি) জীবন একই মানি। ৫-৬

লক্ষ্মীনারায়ণ নৃপ কহেন, তুমি গুণবতী নারী, যাহার সহিত স্নেহ বাড়াইবে সে দেব মুরারি।

৮৩০

কে আমার দূর হইতে দূরে যাইবে? মধুপুরে সহস্র সতীন বাস করে। ১-২

আপনার হাত হইতে নিধি গিয়াছিল। দশ যুগ জপ করিয়া আজ সিদ্ধি হইল। ৩-৪

সখি, কুদিবস গেল, ভাল হইল, চন্দ্র ও কুমুদে দর্শন হইল। ৫-৬

কোথায় দামোদর দেব বনমালী, কোথায় আমি মূঢ়া গোপী! ৭-৮

আজ অকস্মাৎ দুই দৃষ্টিতে মিলন হইল, হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া দেবতা দক্ষিণ (প্রসন্ন) হইল। ৯-১০

৮৩১

যদি ক্ষিতির রেণু গণনা করা যায়, দুই হস্তে যদি সমুদ্রের জল সেচন করা যায়, পূর্বের সূর্য যদি পশ্চিমে উদিত, হয় তথাপি সুজনের পিরীতি বিপরীত (বিচলিত) হয় না। ১-৪

> উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ-বিভাগে
> বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে।
> প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
> ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাপি ॥

—পদ্যসংগ্রহ

দাবানল যদি শীতল হয় ও হিমগিরি উত্তপ্ত হয়, চন্দ্র যদি বিষ ধারণ করে ও সর্প সুধা ধারণ করে।

বিদ্যাপতি বলেন, রাজা শিবসিংহ অনুগত জনকে পরিত্যাগ করিবার কথা কখনও চিন্তা করেন না। ৯-১২

৮৩২

(মাধব, তুমি আমার) হস্তের দর্পণ, মস্তকের ফুল, চক্ষের অঞ্জন, মুখের তাম্বূল। ১-২

হৃদয়ের কস্তূরী (লেপন), কণ্ঠের হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার। ৩-৪

তুমি পাখীর পাখা, মৎস্যের জল, জীবের বায়ু; আমি তোমাকে (এইরূপ) জানি। ৫-৬

মাধব তুমি কেমন, তুমি আমায় বল। ৭

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, দুইজনে দুইজনের (পক্ষে এইরূপ) হয়। (মাধব তোমার নিকট যেমন অনুপম, মাধবের নিকট তুমিও সেইরূপ অনুপম)। ৮

৮৩৩

সখি, আমার অনুভব (সম্বন্ধে) কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই পিরীতির অনুরাগের কথা বলিতে প্রতি মুহূর্তে নূতন হয়। (বলিয়া শেষ করা যায় না) ১-২

(মনে হয়) আমি জন্ম অবধি রূপ দেখিলাম, কিন্তু নয়ন তৃপ্ত হইল না (আশা মিটিল না)। সেই মধুর বাণী শ্রবণে শুনিলাম কিন্তু শ্রুতিপথ স্পর্শ করে নাই (শুনিয়াও মনে হয়, ভাল করিয়া শোনা হয় নাই)। ৩-৪

কত চৈত্ররজনী কেলিরসে যাপন করিলাম, কিন্তু কেলি কিরূপ তাহা বুঝিলাম না (সাধ মিটিল না)। লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিলাম, তবু হৃদয় জুড়াইল না (নিয়ত বক্ষে ধারণ করিয়াও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না)। ৫-৬

কত বিদগ্ধ (রসিক) জন এই রসে নিমগ্ন (থাকিলেও) কাহারও অনুভব হইতে দেখিলাম না। (কেহই পরিতৃপ্ত নহে) বিদ্যাপতি বলিতেছেন, প্রাণ জুড়াইতে লক্ষের মধ্যে একজনও মিলিল না (প্রাণ জুড়াইয়াছে, সাধ মিটিয়াছে, এমন একজনও দেখিলাম না)। ৭-৮

বিদ গধ জন রস অনুমোদই অনুভব কাহনা দেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে মিলয়ে কোটিমে একি ॥

এই পদ এই আকারে ৺সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বহরমপুর হইতে আনীত একখানি হস্তলিখিত পুথিতে প্রাপ্ত হন। পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির নাম নাই।

৮৩৪

শুন রসিক (মাধব), এখন বিপিনে বাঁশী বাজাইও না। ১-২

বার বার (তোমার) চরণারবিন্দ গ্রহণ করিয়া দাসী হইয়া থাকিব। কি ছিলাম কি হইব, সে কে জানে? বৃথা কুলের হাসি (পরিহাসের কারণ) হইব। ৩-৪

এরূপ অনুভব (হইতেছে), মদনভুজঙ্গ আমার হৃদয়ে দংশন করিয়া গেল। নন্দ-নন্দন, তোমার শরণ ত্যাগ করিব না, বরং জগতে আমার দুর্যশ (কলঙ্ক) হয় (হউক) ৫-৬

বিদ্যাপতি কহেন, শুন রমণীমণি, তোর মুখ শশীকে জয় করিয়াছে; গোয়ালিনি (রাধা), ধন্য ধন্য তোর ভাগ্য, হৃদয়ে উল্লাস করিয়া হরিকে ভজনা কর। ৭ ৮

৮৩৫

যত্নে যত ধন পাপের দ্বারা সঞ্চয় করিলাম, পরিজনেরা মিলিয়া খাইতেছে। মরণের সময় (আগত) দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করে না; কর্মই সঙ্গে চলিয়া যায়। ১-২

[অভিপ্রায় এই যে হরিভজন ভুলিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিলাম, তাহা পাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।]

জন্ম অবধি আমি তোমার পদসেবা করি নাই, যুবতীতে আমার মতি মিলিল (আসক্ত হইল)। ৫-৬

যুবতি মতিময় মেলি—পাঠান্তর।

(যুবতী আমার সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে)

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এইরূপ মনে গণনা করি [হেন মনে গণি—পাঠান্তর] এখন কহিলে কি কোনও উপায় হইবে? (সারাজীবন ভজিলাম না, বৃথা কাটাইলাম এখন এই শেষ সময়ে হরি আমায় উদ্ধার কর, হরি আমায় উদ্ধার কর—বলিলে কি ফল হইবে? ৭

(তাহাকে বঞ্চিত করিলে যেমন গৃহস্থ লজ্জিত হয় সেইরূপ) তোমার দেখিয়া লজ্জা হয়। (অর্থাৎ অন্তিম সময়ে তোমার কৃপাপ্রার্থী হইলে তুমি তাহাকে বঞ্চিত

করিতে পার না, তাহা হইলে তোমারই লজ্জা হয়)। ৮

সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে।—পাঠান্তর

(সন্ধ্যার সময়ে যদি কেহ ভিক্ষা করিতে গমন করে, তাহার যেমন অবস্থা হয়, অর্থাৎ ভিক্ষাও মিলে না, গৃহস্থও উপহাস করে, তেমনই আমার অবস্থা দেখিয়া তোমারই লজ্জা হইবে)। সন্ধ্যার সময় বেতন (সেবকাই) মাগিতে তোমার পায়ের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা হইতেছে। সারাদিন কোনও কাজ না করিয়া যদি কোনও ভৃত্য সন্ধ্যার সময় গিয়া প্রভুর নিকট বেতন প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহার যেমন লজ্জা হয়, আমার অবস্থাও সেইরূপ)

৮৩৬

তিল তুলসী দিয়া আমার দেহ (তোমাকে) সমর্পণ করিলাম নাথ, আমার প্রতি দয়া ছাড়িও না। ২

যখন তুমি বিচার করিবে, (আমার) দোষ গণনা করিতে গুণের লেশও পাইবে না। তুমি জগতে বলাইয়া থাক যে তুমি জগতের নাথ। এই ছার (অধম) জগতের বাহির নহে (অর্থাৎ তুমি যখন জগৎকে ত্রাণ করিবে তখন আমাকেও তরাইতে হইবে) ৩-৪

তোমার পদপল্লব অবলম্বন করিলাম। (কারণ ভবসিন্ধু পার হইবার অন্য উপায় নাই) হে দীনবন্ধু (আমাকে ঐ পদপল্লব) এক তিল (তিলেকের জন্য) দান কর। ৮

৮৩৭

উত্তপ্ত বালুকারাশি যেমন জলবিন্দু শুষিয়া লয় (তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, সুতমিত্র ও রমণীগণ (আমাকে) সেইরূপ (গ্রাস) করিয়াছিল। তোমাকে ভুলিয়া তাহাতে মন সমর্পণ করিলাম, এখন আমার কি উপায় হইবে? ১-২

মাধব, পরিণামে আমার আশা নাই। ৩

আমি অর্ধজন্ম (জীবন) নিদ্রায় কাটাইলাম বার্ধক্যও শৈশবে আরও কত দিন গেল। ৫

কত চতুর্মুখ ব্রহ্মা মরিয়া মরিয়া যায়, তোমার আদি অবসান নাই, তোমা হইতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই প্রবেশ করে যেমন সমুদ্র তরঙ্গ-সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া আবার সমুদ্রে বিলীন হয়। ৭-৮

আদি এবং অনাদির নাথ বলাও (লোকে বলে), এখন তরাইবার ভার তোমার। ১০

৮৩৮

ক্ষেত করিলাম (শস্য জন্মাইলাম)। রক্ষক লুটিয়া লইল, ঠাকুর সেবা ভুলিল (সেবা বৃথা গেল)। বাণিজ্য করিলাম, লাভ পাইলাম না, অন্ন যাহা ছিল তাহাও কমিয়া গেল। ১-২

রাম-ধনের (রামরূপ পরমার্থের) বাণিজ্যে সুদে অনেক লাভ আছে। ৩

আমি মুক্তা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্ণ লইয়া বাণিজ্য করিলাম, মন্মথ চোরকে পুষিলাম। (এই সব) মনে গণিয়া, পরীক্ষা করিয়া আমি পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু আমার মনে ধন্দ লাগিল। ৪-৫

এই সংসার হাট করিয়া মানিবে, সকলে বণিক ও বাণিজ্যকর। যে যেমন বাণিজ্য করে সে সেরূপ লাভ পায়, সুপুরুষ (লাভ করে), মূর্খ মরে। ৬-৭

বিদ্যাপতি কহেন শুন মহাজন, রামভক্তিতে লাভ আছে। ৮

৮৩৯

বয়স (জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা) ছাড়িয়া কোথায় গেলে? তোমার সেবা করিতে জন্ম রহিল, তথাপি আপনার হইলে না। ১-২

শৈশবদশায় মাতার মধুর ক্ষীর খাওয়াইলে, (যৌবনাবস্থায়) দুই শ্রীফলের ছায়ায় কোমল কাঁচা শরীর শয়ন করাইলে। ৩-৪

দাঁত পড়িয়া মুখ ফোকলা হইয়া গেল, সব দর্প দূর হইল। কঞ্চুকমুক্ত সর্পের ন্যায় (সেইরূপ হীনবীর্য হইয়া) বসিয়া বসিয়া ত্রিভুবন দেখিতেছি। ৫-৬

চক্ষু জ্যোতিহীন, দূরে দেখিতে পাই না, বনে কাশ-কুসুম ফুটিয়া গেল (মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়া গেল),

দুই হাতে ধরাধর (?) ধরিয়া (শরীরের) তলা হইতে উপরে উত্থিত কাসি নিবারণ করি। ৭-৮

৮৪০

মাধব, তোমার প্রশংসা কত করিব ? কাহাকে তোমার তুল্য কহিব ? কহিতে অধিক লজ্জা হয়। ১২

যদিও চন্দনের সৌরভ অতি দুর্লভ, সে আবার কঠিন কাঠ। যদিও চন্দ্র জগতের প্রভু, তথাপি সে একপক্ষমাত্র উজ্জ্বল। ৩-৪

মণিতুল্য দ্বিতীয় আর নাই, তাহার নাম পাথর, স্বর্ণকদলী ছোট বলিয়া সেইখানে লজ্জিত হইয়া থাকে আর কি বলিব ? ৫-৬

মনে অনুমান হইতেছে, হে মাধব, তুমি এক তোমার সদৃশ। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সজ্জনের সহিত স্নেহ কঠিন। ৭-৮

৮৪১

হরির বক্ষঃস্থল মরকত-নির্মিত দর্পণের জ্যোতি (ধারণ করে); ধনি তাহাতে আপনার ছায়া (মূর্তি) দেখিতে পাইলেন (দেখিয়া মনে করিলেন যে অপর কোনও রমণী কৃষ্ণের বক্ষে বিহার করিতেছেন)। ১-২

কবিরঞ্জন কহিতেছেন, ইহা দৈবের রীতি। মন্মথ যে সাজিলেন, ইহা দৈবকৃত। ৭-৮

৮৪২

(৪৬০ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৮৪৩

(৩৫৪ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৮৪৪

চকোর ও ভ্রমরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিল। ভ্রমর বলিল (রাইয়ের মুখ) কমল, চকোর বলিল—না, ও চাঁদ। ৩-৪

বিধাতা (মধ্যস্থ-রূপে দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য) উত্তম কাজ করিলেন, ভুরুর মধ্যে সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ৫-৬

সীমা ভাগ করিয়া দিলেন, বিরোধ মিটিয়া গেল। অর্ধেক কমল (ভুরুর নীচের অর্ধ পদ্মের ন্যায়) এবং অর্ধেক চাঁদ (ভুরুর উপরের অংশ ললাট চন্দ্রের ন্যায়)।

৮৪৫

এই পদটি দূতী এবং রাধার উক্তি প্রত্যুক্তি।

(রাধার উক্তি) দূতি, আমাকে সত্য কথা বলিবে। আমি নিজের কাজে তোমার ভূষণ রচনা করিয়া তোমাকে সাজাইয়া পাঠাইলাম। মুখের তাম্বূল দিয়া, অধর সুরঞ্জিত করিয়া (পাঠাইলাম), তাহা ধূসর হইল কেন ? ১-৩

(দূতীর উক্তি) তোমার গুণ বর্ণনা করিতে জিহ্বা চালনা করিতে হইল সেইজন্য (মুখ) মলিন হইয়া গেল। ৪

(রাধার উক্তি) আমি নিজ হাতে (তোমার) সীঁথি সাজাইলাম তাহা এমন বিশ্রী হইল কিরূপে ? ৫

(দূতীর উক্তি) তোমার জন্য (কানুর) পায়ে পড়িতে (হইয়াছিল) তাহাতে কেশ আলুথালু হইয়াছে। ৬

(রাধার উক্তি) বিনাশ্রমে (তোমার বুক) ধকধক করিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ। ৭

(দূতীর উক্তি) তোমার কথা তাহাকে বলিয়া তাহার কথা (উত্তর) লইয়া শীঘ্র গতিতে তোমার নিকট আসিলাম (সেইজন্য)। ৮

(রাধার উক্তি) নিজের বস্ত্র (তাহাকে) দিয়া, তাহার বস্ত্র পরিয়া কিরূপে আসিলি ? ৯

(দূতীর উক্তি) গেলাম কি না গেলাম, যদি এই সন্দেহ কর, সেইজন্য তোমার প্রতীতি হইবে বলিয়া (বস্ত্র) আনিলাম। ১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বরযুবতি, শুন, কহিতে কলঙ্ক (ধাঁধার) হয়। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ বুঝেন, দূতীর ব্যাপার এই। ১১-১২

তুলনীয় :—

কস্মাৎ দূতি শ্বসসি বিষমং সত্বরাবর্তনেন।
ভ্রষ্টো রাগঃ কিমধরপুটে ত্বৎকথাজল্পনেন ॥
লুপ্তো রাগঃ কিমু কুচতটে তৎপদে লুণ্ঠনেন।
বাসস্তস্য স্থয়ি কথমিদং প্রত্যয়ার্থং তবৈব ॥

৮৪৬

তাহার লোহিত নয়নযুগল অর্ধ-নিমীলিত, তাহার (নয়ন) পংক্তি (নিদ্রাবেশে) ঢুলুঢুলু। মনে হইতেছে যেন নির্মল রক্ত-উৎপলের মধ্যে ভ্রমর মত্ত হইয়া রহিল। ১-২

মাধব, কেমন করিয়া আমার নিকট গোপন করিবে? অঙ্গের সাক্ষী অঙ্গকে অনুরঞ্জন (চিহ্নিত) করিয়াছে। জগৎ ভরিয়া (তাহা) ব্যক্ত হইতেছে। ৩-৪

(তোমার) শরীর অতি ক্ষীণ হইয়াছে, পৃষ্ঠে কঙ্কণের চিহ্ন হইয়াছে, তাড়ের চিহ্ন (তাহার) দুইপাশে রহিয়াছে। নিবিড় আলিঙ্গনে হারের চিহ্ন (তোমার) কণ্ঠের নিকট শোভা পাইতেছে। ৫-৬

এই সমস্ত বিভূষণ (তোমার) অঙ্গে প্রসারিত হইয়াছে (তাহারা সমস্তই বলিয়া দিতেছে)। (তোমার) অধরে (কিন্তু) কথা মিলাইয়াছে (অব্যক্ত হইয়াছে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আর কি বিচার কর? চোর যেন সিঁধে ধরা পড়িয়াছে। ৭-৮

৮৪৭

[৩৪৯ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কিছু পাঠান্তর আছে।]

৮৪৮

যে (মদন) অনঙ্গ ছিল, (তাহার) অঙ্গ হইল (এবং) সে ধনুঃশর হাতে লইয়াছে (অবলা-বধের জন্য) নির্দয় নাথ (অনঙ্গের ভয়ে) ভাগিয়া পলায়ন করিল। (অনঙ্গ) আমার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে (আমাকে জ্বালাইবার জন্য)। ২

(মদন) যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিরহ ভোগ করিল, শিবের তৃতীয় নয়ন-বহ্নি ভস্মসাৎ করিল (সেই কুল পরিত্যাগ করিয়া মদন এবার) হরি-কুলে জন্ম লাভ করিয়াছে—শুধু আমার বধের জন্য। ৩-৪

এক বেরি হরে ভসম কএলাহে
দুসহ লোচন আগী।—পাঠান্তর

৮৭৩ (নগেন্দ্রগুপ্ত ৬৫৫, সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)

৮৪৯

সজনি, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। দারুণ বর্ষা, জীবনের মধ্যে ব্যবধান হইল, নাথ দূর দেশে রহিলেন। ১-২

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, ধনি, উত্তপ্ত (অস্থির) হইও না, কৃষ্ণ শীঘ্র আসিবেন। ৬

৮৫০

সে যে সময়ে আমার নিকটে ছিল, তখন আমি ভালমন্দ কিছুই মনে গণিলাম না (কি ভাল কি মন্দ বুঝিতে পারি নাই) ৩-৪

৮৫১

হে সখি, আমার নিদ্রা শত্রু লইল। আমার দেহ মদনের তীক্ষ্ণ শরে জর্জরিত, গোবিন্দ ছাড়িয়া চলিলেন। ১-২

যে পথে আমার প্রাণবল্লভ গেলেন, সে পথের শোভার বলিহারি যাই। (কারণ) চাঁপা নাগেশ্বর প্রভৃতি অসংখ্য ফুল (সেই পথের দু'ধারে) ফুটিল। কোকিল ঘন রব করিল। ৩-৪

এদিকে মানস-গঙ্গা, ওদিকে যমুনা, মাঝে চন্দন ও খর্জুর বৃক্ষ। ৫

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ (জানেন যে) যেখানে গুণ, সেখানেই দোষ। ৮

৮৫২

আমি শিব নহি, যুবতীজন হই। ২

(আমার অঙ্গে) এ ভস্ম নয়, মলয়াচলজাত চন্দন। এ বাঘছাল নয়, নেতের বসন (রেশমী বস্ত্র)। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন ওহে হর-অরি, আমি ত্রিপুরারি নহি, (অতএব) বুঝিয়া (তোমার) বাণ নিক্ষেপ কর। ৭ ৮

৮৫৩

হে মাধব, একবার মনোযোগ করিয়া শুন, ধনির প্রাণ গহনে (বিপদসঙ্কুল অরণ্যে) পড়িয়াছে। অতিশয় বিরহে সে শশিমুখী বিকল হইয়াছে। দিনমানে দীপ যেরূপ মলিন, সেইরূপ দেখাইতেছে। ১

ধনি ভূতলে লুণ্ঠিতা, ধূলিতে ধূসর, বসন সংবরণ করে না। শ্রাবণ মাসে যেরূপ বর্ষণ করে, চোখের জল সেইরূপ (বহিতেছে) ২

তীব্র দীর্ঘশ্বাসে কুচকুম্ভের উপর বসন স্থির থাকিতেছে না (খসিয়া পড়িতেছে)। মনে হয় যেন কনকগিরি-শিখরে শারদ মেঘ (অতএব লঘু) পবনে কম্পিত হইতেছে। ৩-৪

(তাহার) দেহ সূর্যকিরণতপ্ত কুমুদিনীদলের ন্যায় মলিন হইয়াছে। ভ্রমে হারকে বিষধর সর্প মনে করিয়া ত্যাগ করিল। এবং (তাহার) জীবনে সন্দেহ হইল। ৭-৮

সখিগণ এত চন্দন সিঞ্চন করে (কিন্তু) গরল সমান (মনে করিয়া) ভীত হইয়া উঠে। কেহ বলে চন্দন প্রভৃতি হিতকর হইবে, কেহ বলে ঐগুলি পীড়াদায়ক হইবে। শেখর বলেন, বিপরীত (অর্থাৎ যাহা হিতকর, তাহাই পীড়াদায়ক) ৯-১০

৮৫৪

শীতল চন্দ্র দেখিয়া (রাধা) ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠে, নয়ন দিয়া অবিরল জলধারা বহে। হরি হরি বলিয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিতা হয়, সখীদের প্রবোধে কান পাতে না। ১

হে মাধব, রাধাকে সেইরূপ দেখিলাম। অত্যন্ত বিষম তীক্ষ্ণ (মদন-) শরাঘাতে দেহ জর্জরিত, বলিলে কে বিশ্বাস করিবে। ২

(অতঃপর ৭৮২ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৮৫৫

[৪২৯ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

৮৫৬

হে সুন্দরি, সে বিদগ্ধ সুজন। আমি কানাইয়ের হৃদয় সমস্ত জানিয়াছি, তোমাকে তিলেকের জন্যও সে বিস্মৃত হয় নাই। ১-২

ঐ দিন আমি মথুরায় গিয়াছিলাম, পথে দর্শন হইল, হরি তোমার কুশল পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিলেন। জলে তাহার লোচন ভরিয়া গেল। ৩-৪

৮৫৭

[৮০৫ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য]

৮৫৮

[৩২৫ ও ৩২৬ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

১-২। হে সখি, কেমন করিয়া কান্তকে বুঝাইব? যাহার (দিবসের) জন্ম (প্রভাত) হইতে আমি গেলাম, তাহার (দিবসের) অন্তে (সন্ধ্যায়) আসিলাম। ১-২

তাহাতে আমার কি অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে? ৪

যাইয়া কমলের নাল ছিঁড়িতে লাগিলাম, স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম (অবশেষ—অভিষেক, স্নান)। (যখন পুকুরে স্নান করিতেছিলাম, তখন জল উছলিয়া পড়িল (splashed)। তাহাতে মধুকর (আমার দিকে) ধাবিত হইল এবং আমার অধর দংশন করিল। ৫-৬

কলসী ভরিয়া (মাথায়) লইলাম, তাহাতে বুকে (দীর্ঘ) শ্বাস লইতে হইল। কেশপাশ খসিয়া পড়িল। দশজন সখী আগে ও পশ্চাতে চলিল—সেইজন্য (তাহাদের ধরিয়া লইতে) ঘন ঘন নিঃশ্বাসে (শ্বাসে) বাক্‌রোধ হইল। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, শুন বরযুবতি, এসকল মনে গোপন করিয়া রাখ। দিন দিন ননদীর সঙ্গে প্রীতি বাড়াইবে যেন (গোপন) কথা ব্যক্ত না হয়। ৯-১০

৮৫৯

[৫২১ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

দিন দশ দেখিঅ তলিত তরঙ্গে—৫২১ পদের পাঠ; তুলিত তরঙ্গে—গ্রীয়ার্সন অর্থ করিয়াছেন, দুজনের মনে কিছু দিনের জন্য সমান অনুরাগ দেখা যায়। ২

৮৬০

মহাদেব কোন বনে বাস করেন? কেহ তাহার উদ্দেশ দেয় না। ১-২

তপোবনে মহেশ বাস করেন এবং ভয়ঙ্কর (ভৈরব) ক্লেশ করেন। ৩-৪

(তাহার) কানে কুণ্ডল এবং হস্তে চক্র, সেই বনে প্রিয়তম মধুর বচন বলিতেছেন। ৫-৬

যে বনে শরবন (reeds) (বাতাসে) কম্পিত হয় না, সেই বনে প্রিয়তম হাসিয়া কথা বলিতেছেন। ৭-৮

একটি কথায় (আমাদের) মতান্তর হইল, প্রভু উঠিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। ৯-১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, রাধাকৃষ্ণের লীলা (বলার) গান কর। ১১-১২

৮৬১

১৯=ধ

২৭=র

২৫=ম

=ধরম। ১-২

প্রিয় আমার নিকট যাহা সঁপিয়া গেলেন (ধরম)। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, হায়, আর তাহাকে দেখিতে পাইব না। ৩-৪

অন্যের (অধর্মের) প্রবেশ বড় অনুচিত। অধর্ম তাহার খোঁজে আসিল। [গ্রীয়ার্সনের অর্থ ভিন্ন রূপ]৫-৬

হে মাধব, আমার দোষ দিও না। কতদিন উহার ভরসা রাখিব ? ৭-৮

বিদ্যাপতি অক্ষর গণনা কর ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার মর্ম বলিতে পারেন।

৮৬২

[৭৫৪ পদ দ্রষ্টব্য]

বক্ষের উপর কৃষ্ণ বেণী (আসিয়া পড়িয়াছে) কমল-কোষে যেন কৃষ্ণবর্ণ মধুমক্ষিকা বসিয়াছে। 'কারি লগেনা'র অর্থ গ্রীয়ার্সন করিয়াছেন Black bee। ৫-৬

পূর্বপদে (৭৫৪) 'কারি নাগিনী' পাঠ আছে। ৫-৬

৮৬৩

(আমাকে বলিল) আমি মথুরানগরে কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি দূতী পাঠাইলে না কেন ? ৫

আমি একটি মাণিক, দশটি মাণিক ছড়ানো রহিয়াছে, (সেইজন্য) প্রভু সেখানেই শুইয়া রহিলেন। ৬

কমললোচন কমলাপতি (নারায়ণ) কর্তৃক চুম্বিত (এবং) কুম্ভকর্ণের ন্যায় বলে আলিঙ্গিত (হইলেন।) হরির চরণ ধ্যান করিয়া বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের বিলাপ গান করিতেছেন। ৭-৮

৮৬৪

[২৯৬ পদ দ্রষ্টব্য]

৮৬৫

নন্দের নন্দন কদম্বের তরুতলে (বসিয়া ধীরে ধীরে মুরলী বাজাইতেছেন। সঙ্কেত-সময় (জানিয়া) কুঞ্জে বসিলেন এবং বারে বারে সংবাদ (বংশীধ্বনি) পাঠাইতে লাগিলেন। ১২

হে শ্যামলি (সুন্দরি), তোমার জন্য মুরারি অনুক্ষণ বিকল (ব্যাকুল)। ৩

শীতে সুখোষ্ণ সর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখ-শীতলা।
তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী॥

—মেঘদূত

যমুনার তীরে উপবনে উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃপুনঃ ফিরিয়া দেখিতেছেন। বনমালী গোরস বিক্রয় করিতে যাইতে আসিতে গোপরমণীদের জনে জনে (তোমার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ৪-৫

তুমি বুদ্ধিমতী, মাধব ও সুমতি ; (অতএব) আমার কিছু বচন শুন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন (সখীভাবে) নন্দকিশোরকে বন্দনা কর। ৬-৭

৮৬৬

তাহাকে অপূর্ব দেখিলাম। কনক-লতায় কি চন্দ্র উদিত হইল ? আমার এইরূপ মনে হইল। ১-২

ত্রিবলী-রেখার মাঝে নাভিসরোবর গোপন করিয়া তাহার নারি বাঁধিল। তন্বীর গুরুভার জঘন সম্বল রহিল, পরদুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না। ৩-৪

৮৬৭

তুমি কেন হৃদয়ে দুঃখ কর ? এখনই সেই সুপুরুষ আপনি আসিয়া মিলিবেন। ৩-৪

অদ্ভুত (উদ্ভট) প্রেমে অনুরাগ করিতেছ, নিত্য নিত্য ঐ প্রকার (প্রেম) তোমার হৃদয়ে জাগে। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহেন, ধৈর্য ধারণ কর। সুজন কখনও স্নেহ ত্যাগ করে না। ৭-৮

৮৬৮

মদনের শরধারা অবিরল (আমার উপর) পড়িতেছে আমার এই একা দেহ কত সহিবে ? ১-২

স্বপ্নেও যদি তিলেকের (জন্য) তাঁহার সঙ্গে (আর) রঙ্গ (কেলিকৌতুক হইত) ! (কিন্তু তাহা হয় না কেননা) আমার নিদ্রা তাঁহার সঙ্গে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। যে দিন হইতে প্রিয়তম বিদেশে গিয়াছেন, সেই দিন হইতে নিদ্রাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কাজেই স্বপ্নেও তাঁহার দর্শন দুর্লভ)। ৩-৪

নয়নকে নিন্দ গেও বয়ানক হাস

—বিদ্যাপতি।

৮৬৯

(সে) নবমী দশা (মোহ) দেখিয়া ফেলিয়া গেল (মূর্ছিত অবস্থায় ফেলিয়া গেল) ; দশমী দশা (মৃত্যু দশা) আসিয়া উপগত হইল। ১-২

সে অপযশের অপকার (দোষ) অর্জন করিল। আমার জীবন যম (রূপ) বণিক অঙ্গীকার করিল। (জীবনরূপ পণ্য কবিতে স্বীকার করিল)। ৩-৪

এখন কানাই সুখে বিদেশে বাস করুক। স্মরণ করিয়া জলের অঞ্জলি দিয়া যেন সংবাদ দেয় (আমার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দান করে)। ৫-৬

মলয়ানিল বহুক, মকরন্দ ঝরুক, দশ সহস্র চন্দ্র উদিত হউক, কমল-বনে ভ্রমর কেলি করুক, এখন আমার আর কি ভাল মন্দ (ক্ষতিবৃদ্ধি) হইবে ? ৮-১০

বিদ্যাপতি কহেন, কান্ত নির্দয় ; ইহা অপেক্ষা জীবনের অন্ত (মৃত্যু) বরং ভাল। ১১-১২

৮৭০

কমল শুকাইল, ভ্রমর আসে না। পথিক পিপাসিত, জল পায় না। ১-২

দিন দিন সরোবর অগভীর হইল, এখনও পৃথিবী ভরিয়া বারিবর্ষণ হইল না। ৩-৪

তুমি যদি সময় উপেক্ষা করিয়া বারিবর্ষণ কর, (তাহাতে কি ফল পাইবে ?) দিবসে দীপ জ্বালিয়া কি ফল পাইবে ? ৫-৬

বিদ্যাপতি অসময়ের (মন্দ সময়ের) কথা কহিতেছেন, মূর্ছিত ব্যক্তি এক অঞ্জলি জলে বাঁচে। ৭-৮

৮৭১

সুমুখী প্রেয়সী মিলনের জন্য কুসুমে শয্যা রচনা করিল, চন্দন ও পঙ্কজ (তাহাতে দিল)। কত মধুমাস বিলাসে কাটাইল, এখন পরকে কহিতে লজ্জা হয়। ১-২

সখি হে, এমন দিন যেন কাহাকেও না জানিতে হয়। কল্পতরুতলে সুখে জন্ম কাটাইলাম (এখন) ধুতুরার তলে নির্বাহ করিতে (কাল কাটাইতে) হইতেছে। ৩-৪

দক্ষিণ পবন সৌরভ উপভোগ করিল, অমৃত রস-সার পান করিল। কোকিল-কলরবে উপবন পূর্ণ হইল, সে বিকার (ভাব-বিকার) উৎপন্ন করিল। ৫-৬

ভ্রমর পত্রের সহিত ফুল আগুলাইল (আবেগভরে) তরুতলে বাস লইল। সে ফল কাটিয়া কীট উপভোগ করিল, ভ্রমর উদাসীন হইল। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, কলিযুগের (এই) পরিণাম কেহ যেন চিন্তা না করে, (চিন্তায় ফল নাই) জন্মান্তরে কৃত নিজ কর্ম নিজে ভোগ করে। ৯-১০

৮৭২

কুন্দ-কুসুমে পূর্ণ শয্যা সুশোভিত, চন্দ্র কিরণে রাত্রি উজ্জ্বল। এক তিলের জন্য সুপ্রভুর সমাগম পাইলাম, মাস বর্ষ (ব্যাপিয়) শান্তি হইল। ১-২

হরি হরি ! আবার কিরূপে মধুপুরে ফিরিয়া যাইব ? আবার কিরূপে মুরারির সহিত দেখা হইবে ? হরিণীর মত চিন্তাজালে পড়িলাম, বিরহিণী নারী কি করিবে ? ৩-৪

এক ভ্রমর ভ্রমণ করিয়া বহু কুসুমে রমণ করে, কোথায়ও কেহ বাধা করে না। বহু বল্লভের সঙ্গে স্নেহ বাড়াইলাম, আমারই কেবল অপরাধ পড়িল ! ৫-৬

দিনে দিনে মদন ব্যাধের অধিক হইল এবং দারুণ হইল। আরও কত বর্ষ আশায় কাটাইব, জীবনে সংশয় পড়িল। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বর-যুবতি শুন, মনে চিন্তা ত্যাগ কর, অচিরে হরি আসিবেন, ধৈর্য ধারণ কর, সুদিনে ভাগ্যের পরিবর্তন হইবে। ৯-১০

৮৭৩

(৮৪৮ পদের সহিত তুলনীয়)

সহকার মঞ্জরিতে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। কোকিল পঞ্চম গান করিতেছে। দক্ষিণ পবন বিরহ-বেদনা বহিয়া (আনিতেছে), নিষ্ঠুর কান্ত আসে না। ১-২

সখি, সেইরূপ উপায় কর মধুমাসে যদি মাধব আসে (তাহা হইলে) বিরহ বেদনা যায়। ৩-৪

'অছল অঙ্গজ ভেল অনঙ্গজ' এই পংক্তির অর্থ হয় না। ৮৪৮ পদের পাঠ—

অনঙ্গ যে ছিল অঙ্গ ভৈগেল
ধনুশর করি হাথ।
নাহ নিরদয় ভাজি পলাওল
চড়ল হামারি মাথ॥

[যে অনঙ্গ ছিল, সে অঙ্গ যুক্ত হইল। হাতে ধনুঃশর লইয়া (ধাবিত হইল,) নির্দয় নাথ পলাইয়া গেলেন, (যে মদন) আমার মাথায় চড়িল।] ৫-৬

একবার হর দুঃসহ লোচনাগ্নির দ্বারা ভস্ম করিয়াছিলেন, পুনবার বিরহীকে বধ করিবার জন্য গোপকুলে জন্ম লইল। ৭-৮।

ওরে বিধাতা, যদি তোকে পাই, বাঁধিয়া অন্ধকূপে নিক্ষেপ করি, যাহার নাথ বিচগণ নয় তাহাকে রূপ দিস্ কেন? ৯-১০

অন্যের পক্ষে রূপ মঙ্গল করে, (কিন্তু) আমার (পক্ষে) কাল হইল। দিন দিন দুঃখ সহ্য কবিতে পারি না, অধিক ভার হইল। ১১-১২

৮৭৪

নব অনুরাগ প্রথম উৎপন্ন হইতে (তোমার) মনে হইত তাহার (রাধার) সম্মুখে প্রাণ ধরি (উৎসর্গ করি)। ১-২

এখন দিনে দিনে প্রেম পুরাতন হইল, উপযুক্ত কুসুমের সৌরভ অন্যরকম বোধ হয় (সে সৌরভ আর সৌরভ বলিয়া মনে হয় না) ৩-৪

হরিকে আমার মিনতি কহিবে, পূর্ব প্রীতি ভুলিয়া না যায়। ৫-৬

রভস-কেলির সময়ে প্রিয়তম যত কহিয়া গেল, তাহার অর্ধেকের অর্ধেকও দূরে গেল (সফল হইল না)। ৭-৮

৮৭৫

(৭৪২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)

৮৭৬

(৭৬৫ পদ তুলনীয়)

৮৭৭

প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ মূর্ছিত হয় এবং অস্থির হইয়া পড়ে। ৩-৪

কত কত লক্ষ্মী পদতলে নির্মঞ্ছিত হয় (তুলনায় নির্মঞ্ছন হইবার যোগ্য হয়)। ঐ পদপঙ্কজ অহর্নিশি কোলে জড়াইয়া (আগুলাইয়া) রাখি, মনে এই অভিলাষ করি। ৫-৬

৮৭৮

দক্ষিণ পবন মৃদু মৃদু বহিতেছে। (যদি) কখনও প্রভুর সহিত মিলন হইত! ১

আম্র-মঞ্জরীর মধু শেষ হইল (বসন্ত চলিয়া গেল) তথাপি প্রভু ফিরিয়া আসিল না। ২

দীপ জ্বলিয়া বাতি জ্বলিয়া গেল (শেষ হইল) তথাপি প্রিয়তম আসিল না। ৩

বিদ্যাপতি বলিতেছেন ও গাহিতেছেন, (উচিতী-) যোগগায়িকাদের অন্ত পাওয়া গেল না। ৪

৮৭৯

আমি অবলা একাকিনী। শশীকে গুণ জানিয়া সেবা করিলাম। আমার নিকট হইতে অনেক কুব্যবহার হইয়াছে। (কিন্তু) সুপুরুষ পিরীতি পরিত্যাগ করে না। ১-২

ডিঙ্গি (নৌকা) নদীর মাঝখানে ডুবিল। (এখন) জাহাজ লইয়া (আমাকে) পার কর।

বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ সুস্থানেই বাস করে। ৩-৪

৮৮০

প্রভু তুমি সুরধুনীর ধারা। পতিতকে উদ্ধার কর।

দূর হইতে গঙ্গাকে দেখিলে শরীরে পাপ থাকে না। ১-২

(তোমাকে) সুরসরিৎ জানিয়া সেবা করিলাম, এইরূপ স্পর্শমণি পাইব বলিয়া। ৩-৪

৮৮১

মাধব, তোমার গুণ আজ বুঝিলাম। ৫×১০×১০×১০০=৫০০০০ শপথ করিলেও তাহাতে কি কাজ হয়? তুমি যখন আসিবে না, তখন অধিক শপথে কি ফল? ১

৪০−৪=৩৬; ৩৬×¼ (চৌঠাঈ)=৯ নব; (নূতন)।

সে হম সে পহু মোরা

—পাঠান্তর (গ্রীয়ার্সন)

(কিন্তু) কপট কানাই কেলি জানে না. জন্মের শেষ করিয়া দিল (আমাব জীবন ব্যর্থ করিল) ২

৬০−১০=৫০; ৫০ বিন্দু বিবর্জিত=৫ পঞ্চজনের (লোকের) উপহাস কে সহ্য করিবে? প্রভুর উপেক্ষা (নিষেধ) কে সহ্য করিবে? আমি বিষ খাইব। ৩

দুই বুন করব গরাসে

—গ্রীয়ার্সনের পাঠ।

০০০০০০০০০=নৌ বুন্দা; নব বাম কর=নয়টি শূন্যের বামে ৯=নবপদ্ম; আমার প্রাণ নব পদ্মের ন্যায়(বিকসিত হইয়াছিল), সেই হরষিত মুখের দিকে চাহিতে পারি না—কে (তাহার) কারণ জানে না? ৪

বিদ্যাপতি বলেন বরযুবতী শুন, তাহাতে কে বাধা (প্রদান) করে না? ৫

তাহি করথি কেঅ বাধা

—গ্রীয়ার্সনের পাঠ।

কমল এবং নাল পৃথক হইলে (কোনটিও বাঁচে না) (এই শিক্ষা) নিজের কথায় নিজেই শিখাইল। ৬

৮৮২

মাধব এখন শয্যা দূর কর। হে যদুনন্দন, কিছুদিন ধৈর্য ধারণ কর, আমি নিজেই আসিয়া রস দিব। ১

কাঁচা কমল ফুল-কলিকা ভাঙ্গিও না (তাহাতে) অধিক উদ্বেগ হইবে। এইরূপ বয়সে (প্রণয়ের) রীতি (রিতু) করা ঠিক হয় না। আমার উপদেশ গ্রহণ কর। ২

জলধরকে (শশধর?) রাহু যেমন গ্রাস করে, সেরূপ জ্ঞান করিও না। হে মাধব, আর কিছুদিন যাইতে দেও, তখন রসদান (সম্ভব) হইবে। ৩

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মধুরপতি (বৃন্দাবনেশ্বর) শুন, (সুরেসে?) ধৈর্য ধারণ কর। সময় হইলে তোমার সহিত সঙ্গম হইবে, হে রাজন্! এখন হঠকারিতা পরিত্যাগ কর। ৪

৮৮৩

পথে যাইতে যাইতে রাধাকৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন হইল (উভয়ের দেখা হইল)। দুইজনের মনে মনসিজ সন্ধান (শরলক্ষ্য) করিল। ১-২

রসিকা সঙ্গিনীরা সকল রস জানে। বঙ্কিম নয়নে (উভয়কে) সাবধান করিয়া দিল। ৫-৬

রাজপথে দুজন মিলিয়া (উরঝাই—মিশিয়া) চলিলেন (অপরিচিতের ন্যায়)। কবিশেখর বলিতেছেন যে দুজনই চতুর। ৭-৮

৮৮৪

তুলনীয়:

কানুক প্রেম গোপনে পুন রাখবি
বেকত করবি কুলাচার।
... ...
ভাব অঙ্কুর যদি হোয়ব অন্তর
অনতহি দেয়বি চিত।

—গোবিন্দ দাস ৫-৮

৮৮৫

ভয়রূপ গড় (দুর্গ) ভাঙ্গিল। অঙ্গে (রস) সমাধান করিল। সকল সম্মান রাখিল। ৮

কবিশেখর কহিতেছেন, অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে যেন অল্প আহার করিল। (করু জনু থোর অহারে) ৯-১০

এইরূপে দুই জনের মন পুনঃপুনঃ অস্থির হইতে লাগিল এবং অধিক (মদন) বিকার হইল।

৮৮৬

নয়ন ও বসন অন্যপ্রকার (দেখিতেছি), কাহিনী বলিতে পংক্তি (শৃঙ্খলা) ভুলিয়া যাইতেছ। ৩-৪

তোমার গৌরবর্ণ পয়োধর রক্তবর্ণ হইয়াছে। নখের আঁচড় হাত দিয়া ঢাকিতেছ। ১১-১২

অতএব বুঝি তোমার মন অন্যমনস্ক (বিতথ) দেখি। ব্যক্ত করিয়া কহ না দেখি। ১৫-১৬

৮৮৭

তোমার অঙ্গে পীত বসন কেন? (বাস বদল হইয়াছে)। কুচযুগল কি শুকপক্ষীতে দংশন করিয়াছে? ১-২

তোর অধর বিম্বফল, কে রস নিঃশেষ করিয়া লইল? ৩-৪

এই রস কাহিনী (সখী) কহিতে, ভারতীর নিকট যাহা বলিতে হইবে (রাধা) তাহা রচনা করিতে লাগিল। ৯-১০

৮৮৮

মেঘযুক্ত গগনে নক্ষত্র পাঁতি দেখিয়া রাত্রি শেষ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিল না। ৩-৪

৮৮৯

সহচরী ও অনুচরীরা অনুমান করিয়া বাহির দুয়ারে লগ্ন হইয়া বচন সন্ধান বুঝিল (কেহ কথা কহিতেছে কি না দেখিল)। ১-২

পথের কণ্টক (বিঘ্ন) সমস্ত দূর হইল। একমাত্র মন্মথ শূর (নির্ভয়ে) জাগিয়া আছে। ৫-৬

নগর নিশ্চল হইল, পথ নির্জন হইল, দুজনের নয়নে কপাট লাগিল (নিদ্রায়) ৭-৮

কবিশেখর কহেন, বিস্তর পথ, সুন্দরি, অভিসার কর, আর ভয় নাই। ৯-১০

৮৯০

(জ্যোৎস্নাভিসারে) কুন্দ কুমুদ গজমোতির হার কুচভার ঢাকিয়া হৃদয়ে পরিধান করিল। ১-২

কুঞ্জেশ্বরের সহিত নিকুঞ্জে মিলিত হইল। ৭

৮৯১

কাজরের কান্তি হরণ করে এইরূপ (অন্ধকার) বিশাল রজনী, সেই (রূপ) রজনীতে ব্রজবালা অভিসার করিল। ১-২

নবনব রঙ্গিনী (রঙ্গরসময়ী) সঙ্গিনী দুজন দুজন (জোরা) করিয়া চলিতেছে। সকলেই নব অনুরাগময়ী এবং নব (অননুভূতপূর্ব) রসে বিহ্বলা। ৯-১০

(অভিসারে যাইতে) অঙ্গের আভরণ ভার বোধ করিল। (শীঘ্র যাইতে পারিবে এই আশায়।) ১১-১২

যত্নে দুস্তর নগর হইতে বাহির হইল। শেখর (সখীভাবে) আভরণ বহন করিয়া পশ্চাতে যাইতেছেন (যেসকল আভরণ গমন-সুবিধার জন্য শ্রীমতী খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন)। ১৫-১৬

৮৯২

হে সুবল সখা, কি করিব আমাকে বল। কলাবতী কেন আসিবার সীমা লঙ্ঘন করিতেছে? (নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি কেন আসিতেছে না?)

স্বজনের সঙ্গে কি প্রীতি বাড়িল? (এবং) সেইজন্য ধনি গৃহ ত্যাগ করিল না?

৮৯৩

রজনী শেষ (দেখিয়া) বর নাগর ও নাগরী শয্যার মাঝে বসিল। (তাহা) দেখিয়া সখী ত্বরা করিয়া গৃহের মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া (গিয়া) উপবেশন করিল। ১-২

সহচরীরা দুজনের মুখ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া পুলক-রোমাঞ্চিত কলেবরে চাহিয়া রহিল। (রাধা) পীত বসন লইয়া নিজের তনু আবৃত করিল সুন্দরী লজ্জায় লজ্জিত (মৌন) হইল।

৮৯৪

(বিদায়বেলা সমাগত দেখিয়া) বিচ্ছেদ (ভয়ে) দুজনের প্রাণ বিকল হইল। ১-৪

নিঃশব্দে শয়ন করিল (কিন্তু) নিদ্রা আসিল না। বিয়োগ-ব্যাধি সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইল (সর্বশরীর বিচ্ছেদ-ভয়ে কাতর হইল)। ৫-৬

প্রেম সর্বদা পরবশ (পরের অধীন) (তাহার) ভঙ্গ নাই (অন্যথা হয় না।) ১০

৮৯৫

(বিদায়ের বেলা) ভিত্তি (গাত্রে)-র চিত্রের ন্যায় দুজনে (স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া) রহিল। প্রেমসুধার সমুদ্র যেন উছলিয়া উছলিয়া পড়িতে লাগিল (অশ্রুরূপে), চৈতন্য অচেতন হইল (জ্ঞান রহিল না)। ৭-৮

৮৯৬

কুলবতী রাধিকা কাননে আসিয়া কাতরভাবে চকিত নয়নে দশদিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল (কোথায় কৃষ্ণ আছেন তাহা দেখিবার জন্য)। ১-২

ভাবিনী মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রায় শেষাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ৪

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ৫-৬

সূর্যের মন্দিরে (সূর্য পূজার জন্য) আসিল। ৭

৮৯৭

হরিণ-নয়নী ধনী চকিত দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে (এখনও কেন প্রাণনাথ আসিতেছেন না বলিয়া) অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। সকল স্বজন, তনু, মন, জীবন বিধি (যেন সমুদায়) সপত্নী করিয়া দিয়াছে। (অর্থাৎ বোধ হইতেছে যেন আজ সকলই শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।) ১-২

অতিশয় সৌরভযুক্ত (বিখ্যাত) কুল গুণ গৌরব (ধনি) বাম পায়ে ঠেলিল। দারুণ প্রেম স্থৈর্য মানে না, পলকে পলকে অস্থির হয়। ৫-৬

৮৯৮

আজ (বর্ষায়) গগনে দারুণ নিবিড় মেঘ পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। বজ্রপতনে ঝন-ঝন শব্দ হইতেছে পবন তীব্রবেগে ঝাপ্‌টা দিতেছে (বলগই) ১-২

তুলনীয়—

সজনি মঝু পরীখন কর দূর।
কৈসে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।—গোবিন্দ দাস। ৫-৬

আমার এই গুরুজনের দারুণ নয়ন অন্ধকারে ঢাকিয়াছে। ৮

এখন শীঘ্র করিয়া চল, কি আর বিচার করিতেছ? আমার জীবন অগ্রসর হইয়াছে (মিলনের জন্য ছুটিয়াছে((সখীরূপা) কবি শেখরের উপদেশে অভিসার কর। এই সকল বিস্তৃত বিঘ্নরাশি (তোমার) কি করিবে?৯-১০

৮৯৯

হে সখি, এখন কি উপায় করি? (এই বর্ষায়) যেন হরি-অভিসারে বাধা জন্মাইবে। ৩-৪

অন্তরে শ্যাম-চন্দ্র প্রকাশিত হইয়াছেন (এই ঘন তিমিরে পথ দেখাইতেছেন)। মন্মথ নিজে (মনোরথের) রজ্জু গ্রহণ করিয়াছেন। ৫-৬

কি প্রকারে কৃষ্ণ সঙ্কেত (-কুঞ্জে) একাকী কাল কাটাইবেন? সেই কথা স্মরণ করিয়া আমার অস্থির প্রাণ জর্জরিত হইয়াছে। ৭-৮

আমার মন পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছে (মিলন হইবে বলিয়া)। ১৫

৯০০

সূর্যের তাপে মহীতল উত্তপ্ত হইল, তপ্তবালুকা অগ্নি-দাহের ন্যায়। ভাবিনী মনোরথে চড়িল ও পথ চলিল। বালুকার তাপ ও সূর্যের তাপ কিছুই জানিল না। ১-২

অনুরাগিনী কত কত বিঘ্ন জয় করিল ও মন্মথের তন্ত্র সাধন করিল। গুরুজনের নয়ন (দিবাভিসারে) নিবারণ করিবার জন্য সুবদনী মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। ৭-৮

৯০১

সজনি, আমার এই ভাগ্য বুঝিতে পারি না। আমার আকুল চিত্তে সে জাগ্রত আছে। (তাহাকেই সর্বদা মনে পড়ে)। ১-২

রাই কথায় নিজ জন বলিয়া (আমাকে) বলে না। (কিন্তু) আমি তাহাকে (আমার) জীবন ব্যতীত আর কিছু বলি না। ৩-৪

সে আমার প্রসঙ্গে (কথায়) কান দেয় না। কিন্তু আমার মুখে সে ভিন্ন অন্য কাহারও কথা স্ফুরে না। ৫-৬

৯০২

[৪৩২ পদ দ্রষ্টব্য]

৯০৩

গোকুলে দেব-দেয়াসিনী আসিল। নগরে ঐ প্রকার চীৎকার করিয়া (ঘোষণা হইল)। কানাই লাল বস্ত্র ও জটাজুট (মস্তকে) পরিয়া দরজার মধ্যে দাঁড়াইল। ১-২

আমার বধুর রীতি (স্বভাব) যেন অন্যরূপ দেখি, এই কথা বলিয়া নিজ গৃহে লইল। ৪

তখন কহিল অতনু (মদন) দেব ইহাকে পাইয়াছে, হৃদয় মধ্যে কাল (যম) প্রবেশ করিয়াছে। নির্জনে সেই মন্ত্র (দ্বারা) যদি ঝাড়ি, তাহা হইলে 'ভাল' হইবে (আরোগ্য লাভ করিবে।) ৭-৮

৯০৪

সুন্দরি, তোমার গুণের কথা কি বলিব? এই পাঁচ-বাণ (মদন)কে তুমি অল্পে জয় করিলে। এক তোমার নয়ন-কোণে গুরুতর ধনু (কটাক্ষ) আর এক তোমার প্রত্যক্ষ ঈষৎ হাসি (ইহার দ্বারাই তুমি মদনকে জয় করিয়াছ)। ৫-৮

৯০৬

হে সখি, আমি অবলা, (তাহার) গুণের কি জানি? ১

(আমার মুখের দিকে) অলক্ষিতে (চোরি) চাহিয়া অলকা সাজাইয়া দেয় এবং তিলক রচনা করিয়া দেয়। ১৩-১৪

[অলকা=চূর্ণ কুন্তল; অলিক=ললাট, 'অলিকে তিলক দয়' হইলেই সুসঙ্গত হয়]

৯০৭

গুরুজন জাগিল; প্রভাত হইল; (তখন) চরণ-নখরের চিহ্ন দেখিয়া (আমার) বদন (ভয়ে) অন্যরূপ হইল। ৩-৪

চরণ লখন হেরি আন বয়ান—পাঠান্তর।

গুরুজনের ভয়ে (কৃষ্ণের) পদচিহ্ন (গোময়ের দ্বারা) লেপন করিতে চাহি কিন্তু বি-রীতি অর্থাৎ অনভ্যাস বশতঃ লেপিতে পারিলাম না।

সম্ভ্রম উপস্থিত হইল; চিত্ত (সংশয়ে) ঘুরিতে লাগিল কি যে উপায় করি, কিছুই বুঝিতে পারি না।) (কিন্তু) (আমার) চোখের জল সেই ভয় ভাঙ্গিয়া দিল। (চোখের জলে চরণ চিহ্ন ধুইয়া গেল)। ৯-১০

শুধু দেহমাত্র প্রসারিত (প্রকাশিত) রহিল (মন সেই মনোচোরের পথে প্রয়াণ করিয়াছে)। কবিশেখর প্রেমের গতি দেখিয়া এই কথা বলিতেছেন। ১৩-১৪

৯০৮

সম্বর আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লুকাইলাম। (বসনে আচ্ছাদন করিলাম। ৬

মন্মথ জাগিল; চোরকে বাঁধিয়া ফেলিলাম (বাহু বন্ধনে)। ৭

৯০৯

বালা নিদ্রায় বিভোর হইল। নিশায় বাসর জাগিতে দুর্বলা হইয়া পড়িয়াছিল। ১-২

বিদ্যুল্লতাবলীর ন্যায় (গৌরবর্ণা) রামা রতিশ্রমে শ্যামবর্ণা (মলিন) হইয়াছে। ৩-৪

কবিশেখর রায় বলিতেছেন—ধর্ম ও লজ্জা রক্ষা করিয়া ঐ রস নির্বাহ করে। ৯-১০

৯১০

যামিনী (যখন) অর্ধেকের অধিক [অতীত] হয় [তখন] লজ্জা দূর করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ৫-৬

সখীগণ তাহাকে যত প্রবোধ দেয়, বিরহতাপ-তাপিতা তাহাতে প্রবোধ মানে না। ৭-৮

সখিগণ পরবোধয় জায়।
তাপিনি তাপ ততহিঁ তত তায়॥
—বেণীপুরী ৫২

অর্থাৎ তাপিনী ততই তাপে জ্বলিতে থাকে।

৯১১

হে ঘনকেশ-শোভিনি দেবি, প্রকাশিতা হও। তুমি একে বহু, আপনাতে সহস্রধারিণী, অরিরঙ্গে পূর্ণকারিণী। [শত্রুর সহিত রণরঙ্গে সহস্র সৈন্যদ্বারা রণস্থল পূর্ণ-কারিণী]। ১-২

তোমার কজ্জল [নির্মিত] রূপকে কালী কহে

উজ্জ্বলরূপে তুমি বাণী [বাগ্‌বাদিনী]; সূর্য্যমণ্ডলে [তোমার রূপকে] প্রচণ্ড বলে; জলে [জলের মধ্যে] তোমাকে গঙ্গা বলে। ৩-৪

ব্রহ্মার গৃহে তুমি ব্রহ্মাণী, নারায়ণের গৃহে কমলা। তোমার উৎপত্তি কে না জানে? ৫-৬

কবিবর বিদ্যাপতি এই গায়িলেন, হাসিনী দেবীর পতি রাজা দেবসিংহ গরুড় নারায়ণ যাচকজনের গতি। ৭-৮

৯১২

জয় ভগবতী, জয় মহামায়া, ত্রিপুর সুন্দরী দেবী, দয়া কর। ১-২

তোমার তনুকান্তি দাড়িম্ব ফুলের ন্যায়, [রূপ দেখিয়া মনে হয়] যেন তখনই রবি উদিত হইল। ৩-৪

হস্তে ধনু শর পাশ অঙ্কুশ; তেত্রিশ কোটী দেবতা মস্তক নত করে। ৫-৬

জ্যোৎস্না তোমার উপমা প্রাপ্ত হয় না। কাম-রমণীকে [রতিকে] দাসী পদ দিয়া থাকে। অর্থাৎ তোমার রূপ পরমরূপবতী রতিকে দাসী করিতে পারে। ৭-৮

৯১৩

হরি, হর ও ব্রহ্মা (তোমার তত্ত্ব) অনুসন্ধান করিয়া ভ্রমণ করেন। একজনও তোমার আদি মর্ম (তত্ত্ব) জানে না। ৩-৪

৯১৪

সুমেরু-শিখর-বাসিনী, জ্যোৎস্না বিনিন্দিত চারুহাস্যময়ী যাহার দশনাগ্রভাগের বঙ্কিম বিকাশ চন্দ্রকলার সহিত তুলনীয়। ১

ভীতভক্ত ইত্যাদি ভীত ভক্তের ভয় দূরীকরণে পটু এবং বলশালিনী (যিনি)।

[পাটলা—দুর্গার এক নামও বটে।] ২

ভক্তিনম্র ইত্যাদি ভক্তিবিনম্র সুরাসুরের যিনি অধিপতি (মহেশ্বর) (তাঁহার) মঙ্গলের (আয়তন) নিলয়। ৩

অষ্টভৈরবী যাঁহার সঙ্গিনী, নিজ করে কর্তিত (অসুর) কপাল সমূহের মালাধারিণী, দানবদের শোণিত এবং মাংসের দ্বারা যিনি আনন্দে পারণা [উপবাসের পর প্রথম ভোজন] করেন। ৫

৯১৫

হর ভাল, হরি ভাল, তোমার লীলা ভাল। ক্ষণে পীত বসন, ক্ষণে বাঘছাল। ১-২

ক্ষণে গোকুলেতে গাভী চরাও, ক্ষণে ডমরু বাজাইয়া ভিক্ষা মাগ। ৫-৬

ক্ষণে গোবিন্দ হইয়া (বৃন্দাবনে) মহাদান লও, ক্ষণে ভস্ম মাখিয়া কাঁধে ঝোলা ঝুলাও। ৭-৮

একই দেহ, দুই বাসস্থান লইয়াছ; ক্ষণে বৈকুণ্ঠ, ক্ষণে কৈলাস। ৯-১০

বিদ্যাপতি এই অদ্ভুত (বিপরীত) কথা বলিতেছেন —যে নারায়ণ, সে-ই শূলপাণি। ১১-১২

৯১৬

[এই পদে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে।] অর্ধেক (গৌরী) চেতন (অর্থাৎ চৈতন্যরূপিনী) অর্ধেকের (হর) মতি ভোলা (ভোলানাথ), অর্ধেক (গৌরীর) পট্টবস্ত্র, অর্ধেক (হরের) মুঞ্জের (তৃণের) দড়ি। ৭-৮

অর্ধেক (হর) যোগী, অর্ধেক (গৌরী) ভোগ-বিলাসের (অধিষ্ঠাত্রী)। অর্ধেক (গৌরী) বসন-পরিধানা, অর্ধেক (হর) দিগম্বর।

অর্ধেক (হরের ভালে) চন্দ্র, অর্ধেক (গৌরীর ললাটে) সিন্দূরের শোভা। অর্ধেক বিরূপ (বিরূপাক্ষ), অর্ধেক (গৌরী) জগমনোলোভা। ১১-১২

কবিরত্ন বলিতেছেন, বিধাতা জানিয়া একপ্রাণকে দুই ভাগ করিল। ১৩-১৪

৯১৭

এখানে কোথা হইতে যতি আসিল? গৌরী তপে (মগ্ন) আছে। কন্যা রাজকুমারী সাপ দেখিয়া ভয় পাইবে। ১-২

আমি জটাজুট ছিঁড়িয়া দিব, থলি ছিঁড়িয়া ফেলিব। যদি নিষেধ না মান, অপমানিত হইবে। ৪

হে হর, তোমার তৃতীয় নয়নে বিষম অগ্নি জ্বলিতেছে। আমার উমা কোমল, যেন দেখিতে না পায়। ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জগন্মাতা শুন, ও উন্মত্ত নহে; ত্রিভুবনের দাতা।

৯১৮

অতিথি আসিল, ভবানি, বসিবার জন্য বাঘ ছাল আনিয়া দেও। ১

বৃষ চড়িয়া বৃদ্ধ আসিল। ধুতুরা এবং গাঁজা খাইতে উঁহার ভাল লাগে। ২-৩

কবি বিদ্যাপতি বলেন ও বৃদ্ধ নহে, জগতের কিষাণ (কৃষক) বটে। ৮-৯

৯১৯

ওমা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বল। ওই তপোবনে তপস্বী আমাকে ফুল ছিঁড়িতে দিল। ১-২

অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম ছিঁড়িলাম, যেখানে যত ছিল। তিন নয়নে আমাকে ক্ষণেক দেখিল যেখানে আমি বসিয়া ছিলাম। ৩-৪

গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শশী শোভা পাইতেছে। ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজাইয়া তপস্বী এখানে আসিল। ৫-৬

শিরে সুরসরিৎ, হস্তে একটি কমণ্ডলু এইরূপে তপস্বী (কপাল) ভ্রমণ করিতেছে। বৃষভে চড়িয়া, বিভূতির ফোঁটা করিয়া দিগম্বর আসিল। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলেন, গৌরীমাতা, স্বামীর নিন্দা করিও না। তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর, ভুক্তি ও মুক্তি-দাতা। ৯-১০

৯২০

আজ অকস্মাৎ ভেকধারী (ভিক্ষুক) আসিল। কুমারী আহারেপেযোগী ভিক্ষা লইয়া চলিলেন। ১-২

ভিক্ষা লয় না, ক্রোধ বাড়ায়, মৃদু মৃদু হাসিয়া মুখ দেখে। ৩-৪

এইখানে সখীর সঙ্গে বেশ ছিল, ঐ যোগী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ৫-৬

ওরে ভেকধারী তোমার গুণপনা দূরকর, রাজকুমারীর প্রতি নজর দিলে কেন? ৭-৮

কেহ বলে, কাহাকেও দেখিতে দিও না। কেহ বলে ওঝা আনা চাই। ৯-১০

কেহ বলে এই যোগীকেই আনিয়া দেও, উঁহার অভয় পাইলে ববং ভবানী বাঁচিবে। ১১-১২

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, চন্দল দেবীর পতি বৈজল দেবের সেবাই আমার অভিমত। ১৩-১৪

৯২১

হে মেনকা, যোগীকে আমার মনে ভাল লাগে। বৃষভে চড়িয়া বিভূতি লাগাইয়া আসিল। ১-২

ডমরু বাজাইয়া আমার মন হরণ করিল। ৩

সেই নাথ জরাশূন্য (অর্থাৎ চিরযৌবনশালী) পতি, (তাঁহার) সুন্দর দেহ আমার চিত্ত হইতে ছুটে না, কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানে বোধ হয়। টোনা=মন্ত্র; তুলনীয়

বঙ্গালে কা জাদু টোনা ঢ়ঁঢ় ঢুঁঢ় শিখতি।
অইসি মোহনি ভাল সনমকজানে ন দেতি।
হিন্দী গান।

ত্রিনয়নে এক অগ্নির জ্বালা, ললাটে চন্দ্রের তিলক, (গলায়) স্ফটিকের মালা। ৬-৭

ঐ সিংহেশ্বর নাথ আমার পতি। বিদ্যাপতি কহেন, গৌরীহর আমার গতি। ৮-৯

৯২২

সিন্দুর ও পিঠালি দিয়া মঙ্গল দ্রব্য সাজাইলাম। তোমাকে ভাল সমর্পণ করিলাম! তুমি ছাইতে ভস্মে) সাজিলে! ১-২

হে দিগম্বর হর, তুমি ফিরিয়া যাও। আমার ঈশ্বরীর যোগ্য বর তুমি নও। ৩ ৪

হর অপেক্ষা গৌরী গৌরবে অধিক। তবে তোমার জপমালা দিয়া কাজ কি? (অর্থাৎ তুমি যাও।) ৫-৬

সম্ভ্রমের সহিত তোমার নয়ন (পানে) চাহিবে। (কিন্তু) হিমগিরি কন্যা কেমন করিয়া অগ্নি সহ্য করিবে? ৭-৮

তোমার ললাটে নয়নানলরাশি জ্বলিতেছে,

(তাহাতে) গৌরীর মুকুট ঝলসিয়া যাইবে, পট্টবাস জ্বলিয়া যাইবে। ৯-১০

বড় সুখে শাশুড়ী (যখন) মাথায় স্ত্রী-আচার করিবেন, তখন সুরধুনীর স্রোতে (তাঁহার) ওষ্ঠ পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। ১১-১২

সখীরা (যখন) কেলি-আলাপ করিবে, (তখন) (তোমার দেহ হইতে) সর্প-বাহির হইয়া ফোঁস ফোঁস করিবে। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহেন, যুক্তি বুঝ, আমি শিব ও শক্তির মিলন করাইব। ১৫-১৬

৯২৩

দশদিকে জটাজুট ঝুলাইয়া দিয়া বৃষভে চড়িয়া আসিয়া উপনীত হইল। ১-২

দূর হইতে মেনকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বরযাত্রী, কে জামাই? (অর্থাৎ বুঝা যায় না) ৩-৪

কণ্ঠে বাসুকীরাজ আসিলেন। তিনি বরযাত্রী, ঈশ্বর জামাই। ৫-৬

হর এমনই ঠাকুর, সম্পতি অল্প, ভস্মের ঝোলা উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছেন। ৭-৮

হর (বিবাহের) বিধি (কিছু) করে না কিন্তু পাশার সারি খেলে [এবং] সাপের সঙ্গে শিব হুড়াহুড়ি করে। ৯-১০

হর পরমান্ন [খিরি] খায় না, গাঁজায় অবসান [অর্থাৎ গাঁজা পাইলেই হইল], এমন উন্মত্ত জামাই কে খুঁজিয়া আনিলেন? ১১-১৪

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, ইহাই রস কহি; ও উন্মত্ত নয়, জগতের (কিষাণ) কৃষক।

৯২৪

শিব চৌদ্দ ভুবনের শোভন (শোভা স্বরূপ)। গৌরী রাজার কুমারী; মেনকা দেখিয়া হর্ষ-প্রাপ্ত হইলেন, যেন ইন্দ্র আসিলেন। ৩-৪

হিমবানের শরীর পুলকে পূর্ণ হইল, (কহিলেন) আমার জন্ম সফল; হরি ও ব্রহ্মা দুই জনে বসিলেন। আমি হরকে গৌরী দান করিলাম। ৫-৬

নারদ তম্বুরায় মঙ্গল গান করিতেছেন আরও কত না নারী (অনেক রমণী মঙ্গল গাইতেছেন।) বাসর ঘরে কামিনীরা কৌতুক করিয়া কৌশলে সকলে সকলকে গালি দিতেছে। ৭-৮

বিদ্যাপতি গৌরী-পরিণয় বলিতেছেন, কৌতুক বর্ণনা করা যায় না। সাপের ফোঁস ফোঁসানিতে সেখানে বস্ত্র ফেলিয়া নারীরা পলায়ন করিল। ৯-১০

৯২৫

উন্মত্ত আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করে না। শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কত বিপরীত ব্যবহার করে। ১-২

[শিরস্থিত] গঙ্গাজলে নৃত্য ভূমি সিঞ্চিত হইল। হর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন। ৩-৪

গৌরী শীঘ্র ধরিতে গেলেন (শিবের) করকঙ্কণ ফণী ফোঁস করিয়া উঠিল। ৫-৬

সকলে সর্বত্র বলিল, গিরির জামাই হর রাগ করিয়া বৃষে চড়িয়া যাইতেছে। ৭-৮

জামাইয়ের পরিধানে বাঘছাল, চরণের ঘুঙুরও বাজিতেছে, (গলায়) মুণ্ডমালা।

বিদ্যাপতি শিবের লীলা কহিতেছেন গৌরীর সহিত হর আশা পূর্ণ করুন। ১১-১২

৯২৬

কোথায় জটাধর, আর কোথায় পয়োধর? (গৌরীর সুগঠিত দেহ)। সুশোভনার (সুন্দরীর) ভাল বর মিলিল। নারী (মহাদেবের) অর্ধাঙ্গ ধারণ করিল (অর্ধাঙ্গিনী হইল), গৌরী অধিক গুণের লোভে নিজের গালি (কলঙ্ক) গণনা করিল না।

সমসধর (সমস্যা = জটিলতা; জটা?)

ওহে শিব শম্ভু, শিব শম্ভু তুমি, তুমিই পঞ্চবাণকে বধ করিয়াছিলে। ৩-৪

(শিবের উত্তর) গঙ্গার জন্য (আমি) গিরিজাকে মানাইলাম (সপত্নী দেখিয়া গিরিজা মান করিয়াছিল) দেখি, কিসের জন্য আমাকে মন্দ বলিতেছ? (আমার অপরাধ কি?) ফণী চরণে নামিয়া গিয়াছে (এবং) মণিময় ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে (সুতরাং সর্পের ভয় নাই)।

চন্দ্র যবে (আমার ললাটে) খিল খিল করিয়া হাসিতেছে (গৌরীর আগমনে আনন্দে)। ৪-৫

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন ত্রিলোচন, তোমার পদপঙ্কজে আমার প্রণাম। চন্দন দেবীর পতি বৈদ্যনাথ (আমার) গতি। নীলকণ্ঠ হর (আমার) দেবতা। ৬-৭

৯২৭

প্রথমবার শঙ্কর শ্বশুর-বাড়ী গেলেন। বিনা পরিচয়ে উপহাস পড়িল (লোকে উপহাস করিতে লাগিল) ১ ২

যেখানে বসিলেন, কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না। নির্ধনকে কে কোথায় আদর করে? ৩-৪

হিমালয় (গিরিরাজ) মণ্ডপে বসিয়া কৌতুক অনুভব করিলেন। বৃদ্ধ তপস্বীকে দেখিয়া সকলে আসিল। ৫-৬

তাহা শুনিয়া গৌরী মস্তক অবনত করিলেন মা তাকে কে বলিবে (এই) তোমার জামাই? ৭-৮

শরীরে সর্প, কক্ষে ঝুলি, (এমন) প্রকৃতির উদ্দেশ কে জানে? ৯-১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সহজ কথা কহি, আড়ম্বরে সর্বাপেক্ষা আদর বেশী। (যেখানে আড়ম্বর, সেখানেই আদর)। ১১-১২

৯২৮

অঞ্জলি ভরিয়া ফুল ছিঁড়িয়া আনিলেন। ভবানী শম্ভু আরাধনে চলিলেন। ১-২

আমি জাতি যূথী ছিঁড়িলাম, আরও বিল্বপত্র। মহাদেব, উঠ, প্রভাত হইয়াছে। ৩ ৪

যখন হর ত্রিনয়নে দেখিলেন, সেই অবসরে গৌরীকে মদন পীড়ন করিল। ৫-৬

করতল কম্পিত হইল, কুসুম ছড়াইয়া পড়িল। শরীরে বিপুল রোমাঞ্চ হইল, বসন দিয়া ঝাঁপিলেন। ৭-৮

ভাল হর, ভাল গৌরী, উত্তম ব্যবহার। মদন-বিকারে জপতপ দূরে গেল। ৯-১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এই রস গান করি, হর-দর্শনে গৌরীকে মদন সন্তাপিত করিতেছে। ১১-১২

বাণী (সরস্বতী) মাগী খুঁজিয়া আনিলেন। ভবানী শম্ভু-আরাধনে চলিলেন। ১-২

অর্ক (আকন্দ) ধুতুরা-ফল যাহা আমাকে সরস্বতী খুঁজিয়া দিল। জগতে জন্ম লইয়া ভয় আমাকে ত্যাগ করিল। ৩-৪

যম-কিঙ্কর আমার অঙ্গে কি করিবে? আমি অপরাধী হইলেও শিবের (বলিয়া = বলীর) সঙ্গে থাকি। (অর্থাৎ যম কিঙ্কর আমার কিছুই করিতে পারিবে না)। ৫-৬

হে হর, আমি যে সব (কাজ) করিলাম, সব আমার দোষ, সে সব তোমারি ভরসায় করিলাম। ৭-৮

বিদ্যাপতি কহেন, শঙ্কর শুন, অন্তকালে যেন আমাকে বিস্মৃত হইও না। ৯-১০

৯৩০

আমার প্রতি মহেশ রাগ করিয়াছে। (এই বলিয়া) গৌরী বিকল মনে (মহেশের) অনুসন্ধান করিতেছেন। ১-২

হে পথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এইরূপে কি একজন বৃদ্ধকে যাইতে দেখিয়াছ? ৩-৪

অঙ্গে অনুপম বিভূতি, সেই যোগীর স্বরূপ কত কহিব? ৫ ৬

বিদ্যাপতি তাহাতে কহিতেছেন, গৌরী হরের জন্য উন্মাদিনী হইলেন। ৭-৮

৯৩১

কেহ নগ্নকে দেখিয়াছে? ভিক্ষা মাগিয়া অঙ্গনে অঙ্গনে ফিরিয়া বেড়ান। ১ ২

হে বিধাতা, উন্মত্ত উগনাকে কেহ দেখিয়াছে? (তিনি) গৌরীর নাথ, অভয় বরদাতা। ৩-৪

বিভূতিভূষণ, বিষ আহার করে, কণ্ঠে বাসুকী, শিরে সুরসরিৎধারা। ৫-৬

ভূতের সঙ্গে কেলি করে, শ্মশানে থাকে, হর ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর, কেবা জানে? ৭-৮

৯৩২

আমার উগনা কোথায় গেলেন ? শিব কোথায় গেলেন, কি হইল ? ১-২

বটুয়াতে ভাঙ নাই, রাগ করিয়া বসিলেন। খুঁজিয়া আনিয়া দিলে হাসিয়া উঠিলেন। ৩-৪

যে আমাকে উগনার উদ্দেশ দিবে তাহাকে হস্তের কঙ্কণ দিব। ৫-৬

নন্দন-বনে মহেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল, গৌরীর মন হরষিত হইল, ক্লেশ মিটিল। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, উগনা হইতেই কাজ (তাঁহাকেই আমার প্রয়োজন), ত্রিভুবনের রাজ্য আমার হিতকর নহে। (ত্রিভুবনের রাজ-সিংহাসন আমি চাহি না।) ৯ ১০

৯৩৩

পেষা ভাঙ এই রকম (পড়িয়া) রহিল। উন্মত্ত যতিকে কি লইয়া মানাইব (শান্ত করিব)? ১-২

অন্যদিন আমার পতি ভাল ছিলেন। আজ কে (তাঁহার) উন্মত্ততা বাড়াইয়া দিল ? ৩-৪

অপরের ভাল নিজের ক্ষতি, কোথাও ঠোকর লাগিয়া পড়িলে বিপদ হইবে। ৫-৬

বিদ্যাপতি বলেন, সতি, শুন, এই পাগল ত্রিভুবনের পতি। ৭-৮

৯৩৪

আমার ভোলা নির্ধন, আপনি ভিখারী, (কিন্তু) অল্প দান করেন না (অনেক দান করেন)। ১-২

কৌপীন পরিলেও হরকে ঈশ্বর বলে, প্রার্থী জন কোটী কোটী ধন পায়। ৩-৪

সকলে বলে ঐ হর জগতের কিষাণ (কৃষক), বৃদ্ধ বলদের ককুদ্ ও কাঁধে ঝুলি। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, উহাকে জিজ্ঞাসা কর কি লইয়া বহু পুত্র পরিজন পালন করিবেন। ৭-৮

৯৩৫

হে ত্রৈলোক্যনাথ, কে তোমাকে উন্মত্ত করিল ? নিত্য অঙ্গ লেপন (করি) (কিন্তু) নিত্য ভস্ম মাখে। ১-২

পাটপট্টবসন খুলিয়া ফেলিয়া দেয়। নিত্য বাঘ-ছাল ঝাড়িয়া পরে। ৩-৪

অশ্ব ছাড়িয়া বৃষভের পিঠে বসে। চোখে দেখিয়া লজ্জায় মরি। ৫ ৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গৌরি, শুন। হর উন্মত্ত নহে, তুমিই ভোলা মেয়ে (শিবকে ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই)। ৭-৮

৯৩৬

হরের পঞ্চ বদন, ভস্মে ধবল। তিন নয়ন, (তাহার) একটিতে অনল জ্বলিতেছে। ১-২

দুঃখে ভবানী বলেন, জগতের ভিখারী আমার স্বামী হইল। ৩-৪

বিষধর ভূষণ, দিগম্বর, বিত্ত নাই (অথচ) ঈশ্বর, নাম উগনা। ৫-৬

হর নির্ধন নহেন (তিনি) জগতের স্বামী। ৮

৯৩৭

হে শিব, সুখের লাগিয়া তোমার সেবা করিতে আসিলাম। বিষম নয়নে অনুক্ষণ অগ্নি জ্বলিতেছে। ১-২

বৃষভ আগে পলাইল, নাগ পাতালে প্রবেশ করিয়া লুকাইল। ৩-৪

চন্দ্র উঠিয়া আকাশে গেল। গৌরী গিরিরাজের নিকটে চলিল। ৫-৬

উচিত (কথা) বলা যায় না, উন্মত্তকে কোন উপায়ে বুঝাইব ? ৭-৮

দাস বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গৌরীশঙ্কর আশা পূর্ণ করিবেন। ৯-১০

৯৩৮

শিব, আমি বার বার তোমাকে বলি, মন দিয়া কৃষি-কার্য কর। শঙ্কা-রহিত হইয়া তুমি ভিক্ষা কর, (তাহাতে) গুণ-গৌরব দূরে যায়। ১-২

নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, আদর অনুকম্পা করে না। তুমি শিব অর্ক ও ধুতুরা ফুল পাইলে, হরি চাঁপা ফুল পাইল। ৩-৪

হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল (লাঙ্গল) বানাইল,

ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া (তাহার) ফাল তৈয়ার কর। হে হর, (আমার) ধুবন্ধুর বৃষকে লইয়া জুড়িয়া দাও। গঙ্গার ধারায় (ক্ষেতের) পাট কর। ৫-৬

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মহেশ্বর শুন, এই জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। এখন যাহা হইবার তাহা হউক, ওখানে (পরলোকে) শরণ দিও। ৭-৮

৯৩৯

আমার পাগলকে কেহ কোথায় যাইতে দেখিয়াছ ? (সে) বৃষভে চড়িয়াছে, বিষ ও ভাঙ্গ খায়। ১-২

তাহার) চক্ষু নিশ্চল, মুখে লালা চুয়াইতেছে (চুয়াই ?) পাগল বিশ্বম্ভর পথে চলিতে (দেখিয়াছ) ? ৩-৪

পথে যাইতে কেহ কোথায় (উঁহাকে) ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে ! এখন ঐ বাতুল আমা-বিনা একাকী ৫-৬

(এক) হস্তে ডমরু, (অন্য) হস্তে লৌহের চিমটা। যুগ যুগ ধরিয়া যোগ করিয়া করিয়া মাথায় কৃমি কীট ভরিয়াছে। ৭-৮

(তাহার) অষ্টাঙ্গ অজগর চাটিতেছে। শিরে জটায় সুরসরিৎ, যাহাকে গঙ্গা বলে। ৯-

বিদ্যাপতি বলেন, হে শম্ভুদেব, অবসর হইলে আমার কথা অবশ্য স্মরণ করিও ১১-১২

৯৪০

বিকট জটা-সমূহ, বক্ষে অজগর, দিক-বসন, কিছুই লোকলজ্জা নাই। হাঁ মা, (পথে কোনও রমণীকে সম্বোধন করিয়া) কোন পথে আসিতে আমার পাগলের দেখা পাওয়া যাইবে ? ১-২

ত্রিপুর দহন করিয়া ভস্মে ঝুলি ভরিল। বেশ বুড়া বলদে আরূঢ়। তিন নয়ন, (তাহার) একটি অনলপূর্ণ, শিরে সুরসরিৎ জলধারা (বর্ষণ করিতেছে।)

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ওই উন্মত্তের সন্ধানে গৌরী বিকলমতি (চঞ্চল) হইয়াছে।

৯৪১

হে উন্মত্ত, তোমাকে কে (এমন) বুদ্ধি দিল ? সুন্দর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে বাস করে। ১-২

অমিয় পান কর না, বিষ পান কর। ৩

চন্দন ভাল মনে কর না, (তোমার) ভূষণ ভস্মরাশি, মণি পর না। ফণী কেমন ভূষণ ? ৪-৫

অশ্ব, গজ, রথ ত্যাগ করিয়া বৃষভে আরোহণ, পালঙ্কেও শয়ন করনা। ভূমিই (তোমার) শয্যা। ৬-৭

বিদ্যাপতি বলেন, (সমস্ত) বিপরীত কাজ। নিজে ভিখারী, সেবককে রাজ্য দান করে। ৮-৯

৯৪২

বিকট জটা বাঁধে, তাহাতে চাঁদের ফোঁটা (শশিলেখা) আছে। ১-২

কত যুগ সহস্র বয়স অতীত হইল, উন্মত্ত মহাদেব সুমত (সুবুদ্ধি) হইলেন না। ৩-৪

মস্তকে ভস্ম মিশাইয়াছে, সহজে ত্যাগ করিতে পারে না (জটার ভিতর হইতে ভস্ম সহজে পরিষ্কার করা যায় না)। ৫-৬

৯৪৩

উমা আজি ভাল পরিপাটী শুনি। ইঁদুর আমার ঝুলি কাটিয়া দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ১-২

ঝুলি কাটিয়া ইঁদুর জটা কাটিয়া খায়। মাথায় বসিয়া গঙ্গার জল পান করে। ৩-৪

বেটা কার্ত্তিক এক ময়ূর পুষিয়াছে। সেটা দেখিয়া আমার অজগর ভয়ে কাঁদে। ৫-৬

গৌরি, তুমি যে বড় মোটা এক সিংহ পুষিয়াছ, তাহাকে দেখিয়া আমার বৃষটা ভয় পায়। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বাঁশের শিঙা (বাজাইয়া) তপোবনে (মহাদেব) থিঙ্গা তিঙ্গা করিয়া নাচিতেছেন। ৯ ১০

৯৪৪

হর বুড়া বয়সেও ব্যসন ছাড়িল না। বৃষ দৌড় করাইয়া কি ফল ? হর, ভাগ্যে (তোমার) আঘাত লাগে নাই ; আজ কি হইত কে জানে ? ১-২

বৃষ পলাইল, কে জানে কোথায় গিয়াছে ! হাড়মালা কি হইল ? ডমরু ফুটা হইয়া গেল, ভস্ম ছড়াইয়া গেল, অপথে (বিপথে) সম্পত্তি দূর হইল। ৩-৪

হে শিব, আমি তোমাকে বারণ করি, তাহা নিজের হঠকারিতায় তুমি মান না। সারা জগতে সকলের নিকট শুনি, ঘরণীর কথা কেহ ঠেলে না। ৫-৬

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মহেশ্বর শুন, ইহা জানিয়া তোমার নিকট আসিলাম, হে শিব, তোমার নিকট বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, অন্যের কিসের ভয়?

৯৪৫

আমি নিত্য যাই, ভিক্ষা মাগিয়া আনি। (গণেশ) কখনও আমার সঙ্গে যায় না। ১-২

ঝুলিও লইবার অবসর নাই। অন্যের আশায় উপবাসী থাকিবে। ৩-৪

হে গৌরি, আমার দোষ কি? গণেশ বসিয়া খায়, (তাহার) কি ভরসা। ৫-৬

স্থূল উদর, মাটীতে নড়িতে পারে না। শিব, আমার বালককে (তুমি) দেখিতে পার না। ৭-৮

বরং তাড়াইয়া দাও, বাহির হইয়া যাক্, আমার নামে ভিক্ষা মাগিয়া খাউক। ৯-১০

লোক সকল খুঁজিয়া দেখ। মানুষের উপরে রমণী কেমন করিয়া হয়। ১১-১২

আপনার পুত্রকে কাজ জানাও না (কাজ করিতে বল না)। নিষ্ঠুর হইয়া আমার সহিত বকাবকি করিতেছ! ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহেন, হে দেবাদিদেব, এমন কাজ কর যাহাতে কেহ না হাসে। ১৫-১৬

গণপতিকে দেখিতে কাজ (সিদ্ধি) হয়, রাজা শিব-সিংহের একচ্ছত্র রাজ্য। ১৭-১৮

৯৪৬

জন্মাবধি ঘরে ঘরে ভ্রমণ করেন, তাঁহার আবার বিবাহ কি? তাঁহাকে এখন গৌরীর বর করিব, ইহা কেমন করিয়া হয়? ১-২

কোথায় বাড়ী, কোথায় অঙ্গন, কোথায় বাপ, কোথায় মা, কোথায় বিশ্রাম-স্থান, এমন জামাই কে করে? ৩-৪

এই অ-সুজনের (সঙ্গে সম্বন্ধের কথা) কে করিল? ইঁহার পরিবার কেহ নাই। যে ইঁহার সহিত নির্বন্ধ করিল, সেই পঞ্জীকারকে ধিক্! ৫-৬

[পঞ্জীয়ার—ঘটক]

যাঁহার কুলে একজনও পরিবার নাই, ভূত বেতাল (যাঁহার) পরিজন। দেখিয়া দেখিয়া হৃদয় আকুল হয়, হৃদয়ের শাল কে সহ্য করে? ৭-৮

বিদ্যাপতি বলেন, সুন্দরি, মনে ধৈর্য ধারণ কর, যাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইবে, সেই তাহার বর হয়। ৯-১০

৯৪৭

মা গো, হেমন্তগিরি এমন উন্মত্ত বর আনিয়াছে, দেখিয়া দেখিয়া হাসি পাইতেছে; এমন উন্মত্ত বর, চড়িবার ঘোড়াও নাই, যেখানে ঘোড়া নানা রকম সাজ পরিয়া থাকে [Grierson দ্রষ্টব্য]। ১-২

যিনি বৃষের পৃষ্ঠে বাঘছালের জিন করিয়াছেন, সাপ দিয়া তাহাকে আঁটিয়া বাঁধিয়াছেন; যিনি ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজাইতেছেন, যাঁহার অঙ্গে খট্ খট্ করিয়া শব্দ হয়। ৩-৪

যিনি ভকর ভকর করিয়া ভাঙ গেলেন, যাঁহার গাল চটর পটর শব্দ করে; যাঁহার চন্দনের প্রতি অনুরাগ নাই, কপালে ভস্ম লাগান। ৫-৬

ভূত পিশাচের অনেক দল সৃজন করিলেন। মস্তক হইতে গঙ্গা বহিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন, মেনকা শুন, দিগম্বর বাতুল (ভঙ্গ)। ৭-৮

৯৪৮

(৯৪৫ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৯৪৯

অপরে বলিবে কুল হীন ছিল, সেইজন্য এতদিন কুমার (অবিবাহিত) ছিল। ১-২

হে শিব, তোমার আমার বয়স হইল, এখনও (কার্তিকের) বিবাহের উপায় চিন্তা কর না। ৩-৪

ভাল শিব, ভাল শিব, ভাল (তোমার) ব্যবহার। তোমার চিত্তে চিন্তা নাই যে ছেলে কুমার (অবিবাহিত রহিল)। ৫-৬

হর হাসিয়া বলিলেন, ভবানি শুন, জানিয়া শুনিয়াও কেমন করিয়া অজ্ঞানী হও। ৭-৮

দেশে দেশে ঘুরিয়া কুমারী খুঁজি। উহার তুল্য রমণী আমি দেখিতে পাই না। ৯-১০

ইহা শুনিয়া কার্ত্তিকের মনে লজ্জা হইল। মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। ১১-১২

বিবাহ করিব না, কুমার থাকিব। মা, কোন্দল করিও না, আমার শপথ। ১৩ ১৪

বিদ্যাপতি কহেন, এ ভাল হইল, কার্ত্তিকের কথায় কোন্দল দূরে গেল। ১৫-১৬

হে হর, জগৎ ভ্রমণ করিয়া অভয় বর দিও, মহত্তক মহেশ্বর (রাজমন্ত্রী) যেন জীবিত থাকেন। ১৭ ১৮

৯৫০

লক্ষ্মী ও ভবানী বসন্ত ঋতুতে খেলা করিতেছেন। (লক্ষ্মী) ভ্রূকুটী করিয়া দেবীকে (ভবানীকে) অনবরত (বিদ্রূপ) করিতেছেন। ১-২

কোন্ অজ্ঞান 'ঈশ্বর' নাম রাখিল। অশ্ব ছাড়িয়া বৃষভে জিন দেন (আরোহণ করেন)। ৩-৪

অঙ্গে জটা ও ভুজঙ্গম চায়। হে গৌরি, এমনি উন্মত্ত তোমার বর। ৫-৬

(পার্বতীর উক্তি) মৎস্য, কচ্ছপ, ব্যাধ, বরাহ, বামন ও কুব্জ তোমার বর। ৭-৮

বলির নিকট দক্ষিণা চাহেন, তবু তুমি তাহাকে নিবারণ করিলে না! ৯-১০

(লক্ষ্মীর উক্তি) কুলবিহীন তপস্বীর বেশ, গৌরি, তাহার সঙ্গে তুমি দেশে দেশে ভ্রমণ কর। ১১-১২

তোমার সুর ও মুনির লজ্জা নাই, স্বামীকে নাচাইয়া লাভ কি? ১৩-১৪

(গৌরীর উক্তি) সমুদ্রের কন্যা. তোমার জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া গোয়ালা কানাইকে বিবাহ করিয়াছ। ১৫-১৬

সর্বদা যমুনার তীরে থাকে, পররমণীর বসন হরণ করে। ১৭-১৮

শিবশঙ্কর ও মুরারি দুইজনেই হাসিতেছেন, দুই জনের (লক্ষ্মী ও গৌরীর) ভাল বিবাদ হইতেছে। ১৯-২০

হরি হরের দাস, জয়দেব বলিতেছেন নারায়ণও হরি আশা পূর্ণ করুন। ২১-২২

৯৫১

সোনার ঝুলি সিন্দুরে ভরিল। ভস্মে ঝুলি ভরিল। বৃষ, সিংহ, ময়ূর ও মূষিক চারিটি (বাহনে) সাজ দেওয়া হইল। ১-২

ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজিল। ঈশ্বর ফাগ খেলিতেছেন। একদিন ভস্ম ও সিন্দূর দুইয়ের খেলা (হইল)। ৩-৪

সন্ধ্যায় গৌরী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সিন্দূরে ভরিয়া দিলেন। ঈশ্বর নারায়ণকে ভস্মে ভরিয়া দিলেন। পীত-বসন (ভস্মে) ডুবাইলেন। ৫-৬

একে ত উলঙ্গ, তাহাতে আবার উন্মত্ত, ঈশ্বর ধুতুরা খায়, আবার উন্মত্ত হইয়া ফাগ খেলে ও খেলায় (খেলিতে বাধ্য করে) কিছু বলা যায় না। ৭-৮

গরুড়-বাহন নারায়ণ, মহেশ বৃষে চড়েন। বিদ্যাপতি কহেন, কৌতুকে গাইলেন একসঙ্গে হরিহর দেশে দেশে ফিরিতে থাকুন। ৯-১০

৯৫২

হে হর, তুমি ত্রিভুবনের নাথ। আমি নিকদ্দেশ (নিকৃষ্ট) অনাথ। ১ ২

নৌকা স্রোতের মাঝে ভাসিল, হে ভৈরব, তুমি হা'ল ধর (কর্ণধার হও)। ৩-৫

৯৫৩

হে শিব-শঙ্কর, তোমার শরণাগতির ভাল ফল হইল। এখানে এইরূপ সঙ্গতি, পরলোকে কি গতি হইবে? মনোরথ মনেই রহিল। ১-২

তুমি প্রসন্ন হইলে অমূল্য ধন পাইব। এই আশায় জন্ম বহিলাম। যম-সঙ্কটে যেন (আমাকে) উপেক্ষা করিও না, বড় প্রয়াসে তোমার সেবা করিলাম। ৩ ৪

শ্রবণ নয়ন গেলে (এবং) তনু অবসন্ন হইলে যদি

তুমি প্রসন্ন হও। তখন অশ্ব-গজ-মণি-ধনে কি করিব? এই শোকে মন ব্যাকুল। ৫-৬

ইন্দ্র, চন্দ্র, গণেশ, কমলাসন হরি, সকল দেবতাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। বাণ-মহেশ্বর প্রভু ভক্ত-বৎসল, ইহা জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। [বিদ্যাপতির নিবাস স্থল বিসফী হইতে উত্তরে ভেড়বা নামক গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। সেই মন্দিরে গিয়া বিদ্যাপতি পূজা করিতেন, প্রবাদ আছে।] ৭-৮

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আমার মন (মনোরথ) পূর্ণ কর, যমের ভয় ছাড়ুক; আমার দুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ। তোমার প্রসাদে সব হয়। ৯-১০

৯৫৪

হে হর, গোসাঞি নাথ, তোমার শরণ (গ্রহণ) করিলাম। পূর্বে যাহা কিছু করিলাম, তাহা ধরিও না, সে সকল ভুলিয়া যাও! ১ ২

দেহ কপটের মধ্যে পড়িল, মদনরূপ গ্রাহ (হাঙ্গর) গ্রাস করিল; ভাল মন্দ কিছুই গণিলাম না। মোহাচ্ছন্ন হইয়া জন্ম বহিয়া গেল। ৩-৪

উচিত করিলাম, অনুচিত হইল, মনে মনে পশ্চাত্তাপ হইতেছে। এখন কি করিব, মস্তক কাঁপাইব। যে দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না। ৫-৬

পথে অপথে চরণ চালাইলাম, ভক্তিতে মন দিলাম না পর-রমণী ও ধনে মানস বাড়িল (চিত্ত ধাবিত হইল), জন্ম বিফলে গেল। ৭-৮

চরিত্র চাতুরীপূর্ণ, মন ব্যাকুল,—সেইরূপ আমার অনুবন্ধ ছিল। পুত্র কলত্র সহোদর বান্ধব—অন্তকালে সবই সংশয় হইল (কেহ কাহারও নয়)। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে শঙ্কর শুন, তোমার সেবা করিলাম। এখানে যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর, কিন্তু ওখানে (পরকালে) শরণ দিও। ১১-১২

নেপালের পুথির ভণিতা—

ভনে বিদ্যাপতি শুন মহেসর
ত্রৈলোক আন ন দেবা।
চন্দল দেবি পতি বৈদ্যনাথ গতি
চরণ সরন মোহি দেবা॥

৯৫৫

বর বাউরা (পাগল) সকল নারী উমাকে দেখিয়া দুঃখ করিতেছে। মস্তকে সাপের মণি বিরাজিত, শিরে বহু ধারায় গঙ্গা (বহিতেছে), বিশাল ললাটে সুধাকর, ত্রিপুরারি শূলপাণি! ১-২

বৃষভ-বাহন, দিগম্বর, ভূত বেতাল পরিজন, আকন্দ ধুতুরা বিষ আহার্য, ভাং (বিজয়া) প্রাণের আধার (অত্যন্ত প্রিয়)। ৩-৪

ঋষি-পত্নীরা রাঙ্গার নিকটে বলিতেছেন, কন্যা কুমারী থাকিল; পাত্র পাত্রীর যোগ্য বর নহে; পাত্রী অত্যন্ত সুকুমারী। ৫-৬

জগজ্জননী জননীর নিকট বলিতেছেন, আমার চিন্তা ছাড়িয়া দেও। যেখানে যাইব, দুঃখ সুখ (সব খানেই) আছে; (অদৃষ্টে) যাহা লেখা আছে, তাহা মুছা যায় না (মেটল)। ৭-৮

৯৫৬

শুনিলাম, হর বড় সুন্দর। পরে দেখিলাম, ভয়ঙ্কর বিভূতি। শুনিলাম, হর রথের উপরে আসিতেছেন, পরে দেখিলাম, বুড়া বলদের উপরে। ১-২

শুনিলাম (তাহার পরিধানে) পট্টবস্ত্র। পরে দেখিলাম, ছেঁড়া বাঘছাল। শুনিলাম, গলায় মোতির মালা লইয়া (আসিবে), পরে দেখিলাম, রুদ্রাক্ষের হার ধারণ করিয়াছে। ৩-৪

বিদ্যাপতি এই বলিয়া গান করিলেন, গৌরী তাহার উচিত বর পাইল। ৫-৬

৯৫৭

হে মেনকা, জামাই দেখ, শিবের মাথায় জটা বাহির হইয়াছে, ওগো মা, তাহার উপরে সর্পের ঘটা। ১-২

জটায় আকর্ষী লাগাইয়া দিল। তাহার টানে সুর-সরিৎ বাহির হইয়া গেল। ৩-৪

বেদীতে খই ছড়াইয়া দিল, ক্ষুধার্ত সর্প তাহা বাছিয়া বাছিয়া খাইল। ৫-৬

বাটা ভরিয়া কষায় মিশ্রিত করিল (অঙ্গলেপনের জন্য) (কিন্তু) উন্মত্ত মহাদেব (অঙ্গে) ভস্ম লাগাইলেন। ৭-৮

বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, ওগো মা, গৌরীর সঙ্গে বর বাসর ঘরে গেলেন। ৯-১০

৯৫৮

(গৌরীর উক্তি) হে নাথ, আজ এক ব্রতে মহাসুখ লাগিবে (আনন্দ হইবে)। তুমি শিব নটবেশ ধর (এবং) ডমরু বাজাও। ১-২

(শিবের উক্তি) গৌরী তুমি নাচিতে বলিতেছ (কিন্তু) আমি কেমন করিয়া নাচিব? আমার চারিটী জিনিষের চিন্তা আছে, কি উপায়ে (তাঁহারা) বাঁচিবে? ৩-৪

অমৃত চুয়াইয়া ভূমিতে ঝরিয়া পড়িবে, বাঘাম্বর জাগিবে (অমৃত পাইলে বাঁচিয়া উঠিবে)। বাঘাম্বর বাঘ হইবে। বৃষকে খাইয়া ফেলিবে। ৫-৬

শির হইতে সাপ সর সর করিয়া দশদিকে যাইবে, কার্ত্তিক ময়ূর পুষিয়াছে, সে (ময়ূর) ধরিয়া ধরিয়া (সাপ) খাইবে। ৭-৮

জটা হইতে উছলিয়া গঙ্গা ভূমির উপর ছড়াইয়া পড়িবে। সহস্র মুখ ধারা হইবে, তাহাকে সামলান যাইবে না। ৯-১০

মুণ্ডমালা ছিঁড়িয়া পড়িবে এবং শ্মশান জাগিবে (মৃত জীবিত হইবে)। গৌরি, তুমি পলাইয়া যাইবে, নাচ দেখিবে কে? ১১-১২

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমি গান করিয়া শুনাইলাম, গৌরীর মান-রক্ষা হইল এবং চারি চিন্তাকেও বাঁচাইল। (অর্থাৎ নাচিতেও হইল না, আর মহাদেবের বিপদেও পড়িতে হইল না)। ১৩-১৪

৯৫৯

আমি যোগিনী, ত্রিহুতের যোগ লাগাইয়া দিব। আমার চক্ষুকে শিখাইয়াছি, আমার নাম জগ-মোহিনী। ১-২

আরসিতে কজ্জল বানাইলাম, তাহাতে আঁখির অঞ্জন করিলাম। তাহাতে দুই আঁখি অঞ্জনযুক্ত করিয়া জামাইকে আপনার বশ করিলাম। ৩-৪

কণ্ণকি ঝুণকি (নাচিতে নাচিতে) ঝি চলিত, জামাইকে দেখিত। পাগড়ীর পেঁচ খুলিয়া হৃদয়ের নিকট রাখিত। ৫-৬

বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিলেন, ফল পাইল, আমার যোগ (জোগ) অত্যন্ত প্রভাবশালী, শয্যায় রহিবে (যাইতে পারিবে না)। ৭-৮

৯৬০

মেনকার উক্তি

আমি আজ এই অঙ্গনে থাকিব না, হে মা, যদি বুড়া জামাই হয়। এক শত্রু হইল—বিধি বিধাতা। দ্বিতীয় শত্রু, ঝিয়ের (কন্যার) পিতা। তৃতীয় শত্রু হইল নারদ বামুন—যে বুড়া জামাই আনিল। ১-২

প্রথমে বাদ্য ডমরু ভাঙ্গিব, দ্বিতীয় মুণ্ডমালা ছিঁড়িব, বলদ খেদাইয়া বরযাত্রী তাড়াইয়া দিব। ঝি লইয়া পলাইয়া যাইব। ৩ ৪

ধুতী লোটা পাজি পুথি—এ সকল ছিনাইয়া লইব। যদি নারদ বামুন কিছু বলে, (তবে) দাড়ি ধরিয়া টানিয়া দিব। ৫-৬

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, আপনার জ্ঞান দৃঢ় কর (মতি স্থির কর), শুভ শুভ করিয়া শ্রীগৌরীর বিবাহ হউক। গৌরী হর এক সমান (তুল্য)। ৭-৮

৯৬১

নির্মোহ (মমতাশূন্য) হরকে বর করিব না। তাহার অঙ্গে এক বিঘৎ প্রমাণ কাপড় নাই, বাঘের ছাল কক্ষের তলে রহিয়াছে। ১-২

বনে বনে ফিরে, শ্মশান জাগায়; ঘর অঙ্গন সে কবে বানাইল? শাশুড়ী শ্বশুর নাই, ননদ (কিম্বা) বড় জা নাই, কাহার কাছে গিয়া ঝি বসিবে? ৩-৪

বুড়া বলদ অস্থি-চর্ম-সার, সাদা রঙ (গৌর)। সম্পত্তি—ভাঙ্গের ঝুলি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মেনকা

শুন, শিবের মত দানী (দানশীল) জগতে কে কবে আছে? ৫-৬

৯৬২

আমার বুড়া যতী কোথায় গেল? পেষা ভাঙ্গ সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ১-২

অন্য দিন আমার পতি ভাল ছিল। আজ কে বিপদ লাগাইয়া দিল? ৩-৪

একা আমি কিরূপে খুঁজিতে যাইব? হোঁচট খাইয়া পড়িলে আমার দুর্গতি হইবে। ৫-৬

নন্দন-বনে মহেশের সঙ্গে দেখা হইল। গৌরী হর্ষিত হইলেন, দুঃখ দূরে গেল। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে সতি, শুন, এই যোগীই হইল ত্রিভুবনের পতি। ৯-১০

[এই পদের ২-৪, ৯-১০ পংক্তি ৯৩৩ সংখ্যক পদের অনুরূপ। ৭-৮, ৯৩২ সংখ্যক পদের অনুরূপ।]

৯৬৩

হে মা, আমি এক যোগী দেখিলাম, অদ্ভুত। রূপ বর্ণনা করা যায় না। ১-২

পঞ্চ বদন, তিন বিশাল নয়ন, বসন-বিহীন বাঘছালের আবরণ। ৩-৪

শিরে গঙ্গা বহিতেছে, চান্দের তিলক শোভা পাইতেছে। স্বরূপ দেখিয়া দুঃখ সংশয় ঘুচিয়া গেল। ৫-৬

যে যোগীর লাগিয়া ভবানী (এতকাল) রহিল, মৈনাক কোন গুণ জানিয়া বর আনিল? ৭-৮

কুল নাই, শীল নাই, বাপ মা নাই, তাহার (হিনক? বয়স চার লক্ষ যুগ। ৯-১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, এই যোগী হইল ত্রিভুবনের দানী (দাতা)। ১১-১২

৯৬৪

হে শিব, কি উপায়ে পারে (ভবপারে) উত্তীর্ণ হইব? কুসুম তুলিব, বেলপাতা ছিঁড়িয়া আনিব, গৌরীর সঙ্গে সদাশিবের পূজা করিব। ১-৩

বৃষে চড়িয়া শিব শ্মশানে বেড়ান, পেটে ভাঙ্গ, পরের খ দু জানে না। ৪-৫

জপতপ নিত্যদান করিলাম না। অন্য (বিগর্হিত) কাজ করিতে তিনপোয়া (জীবন) অতীত হইল। ৬-৭

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ, শুন, (আমাকে) নির্ধন জানিয়া (জানিকে) ক্লেশ হরণ কর। ৮-৯

৯৬৫

যখন দেখিলাম যে হর গুণের সাগর, সকল মনোরথ সব রকমে পূর্ণ হইল। ১-২

বুড়া যতী, হর বৃষভে চড়িল। কাণে কুণ্ডল শোভিতেছে, গলে গজমোতি। ৩-৪।

মহাদেব চৌকীর উপর বসিলেন। মৌলি (মস্তক) ভরিয়া জটা ছড়াইয়া পড়িল। ৫-৬

(বিবাহের সময় সকলে বলে) এই বিধি কর, ঐ বিধি কর। (কিন্তু) হর (কোনও) বিধি করে না, হঠ ধরে (জেদ করিয়া বসে)। ৭-৮

বিধি করিতে করিতে ঘুমে খসিয়া পড়িল। ফণী সব্ সর্ করিয়া খসিয়া পড়িল। শ্রীগৌরী হাসিলেন। ৯-১০

ইহাঁকে কেহ কিছু বলিও না, পূর্বের লিখন ছিল (বলিয়া) ইনি আমার প্রভু (বর) হইয়াছেন। ১১-১২

কবি বিদ্যাপতি গায়িলেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন। ১৩-১৪

৯৬৬

হে হর, আমার (প্রতি) মমতা যেন বিস্মৃত হইও না। আমি পরম অধম ও পতিত নর। তোমার মত অধমের উদ্ধার-কর্তা আর নাই। আমার মত পতিত জগতে আর নাই। ১-২

যমদ্বারে আমি কি জবাব দিব, যখন আমার নিজের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিবে। যখন যমকিঙ্কর ক্রোধে লইয়া যাইবে, তখন কে রক্ষা করিবে? ৩-৪

সুকবি বিদ্যাপতি পবিত্র চিত্তে শঙ্করের বিপরীত (স্বভাবের) কথা বলিতেছেন। হে শূলপাণি, মস্তক নোয়াইলাম, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-স্বরূপ চরণ দয়া করিয়া দাও। ৫-৬

৯৬৭

এত জপ তপ আমি কিসের জন্য করিলাম? নিত্য

দানই বা কেন করিলাম? আমার কন্যার এই বর হইবে, আর প্রাণ রহে না। ১-২

হরের বাপ মা নাই, সহোদর ভাইও নাই। আমার কন্যা শ্বশুরের ঘরে গিয়া কাহার কাছে বসিবে? ৩-৪

(গৌরী) ঘাস কাটিয়া লইবে, বৃষ চরাইবে, ভাঙ ধুতুরা কুটিবে; একপলও গৌরা বসিতে পাইবে না, তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিবে। ৫-৬

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা, শুন, আপনার জ্ঞান দৃঢ় কর, ইনি তিন লোকের ঠাকুর, গৌরী দেবী জানেন। ৭-৮

৯৬৮

হে ভোলানাথ, আমার দুঃখ কখন হরণ করিবে? দুঃখে জন্ম হইল, দুঃখেই কাল কাটাইব, স্বপ্নেও সুখ হইল না। ১-৩

অক্ষত, চন্দন আর গঙ্গাজল, বেলপত্র তোমাকে দিব।৪-৫

এই ভবসাগরে কোথায়ও ঠাই নাই (অগাধ), হে ভৈরব, আসিয়া (আমার) কর ধারণ কর। ৬-৭

বিদ্যাপতি বলেন, আমার গতি ভোলানাথ। আমাকে অভয় বর দাও। ৮-৯

৯৬৯

এই রকম পাগল যোগী এই প্রকারে বিবাহ করিতে আসিল। বৃষ টপর টপর করিয়া আসিল, মুণ্ডমালা খটর খটর (শব্দ করিল)। ১-২

শিব ভকর ভকর করিয়া ভাঙ খায়, ডমরু করে লইল, আলিপনা মুছিয়া দিল, ঘট ভাঙ্গিল, চৌমুখ দীপ কিরূপে জ্বলিবে? ৩-৪

মেনকা কন্যা লইয়া মণ্ডপে বসিলেন, (বলিলেন) সখি, গীত গাহিও না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা, শুন, ইনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর। ৫-৬

৯৭০

[৯৫৮ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

প্রথম দুই পংক্তি ৯৫৮ পদের অনুরূপ।

আজ তুমি নাচিতে বলিতেছ, সে ভাল নয়। সর্বদা এই দুঃখ হয় যে কি প্রকারে বাঁচিব। ৩-৪

যে যে দুঃখ আমার হয়, তাহা কাহাকে বুঝাইব? ৫

(গৌরীর উক্তি) তুমি (বউরা) জগতের নাথ, (তোমার) কি দুঃখ লাগে? ৬

(শিবের উক্তি) নাগ ভূমিতে পড়িয়া পৃথিবীময় লোটাইবে। গণপতি (?) ময়ূর পুষিয়াছে, সে (ময়ূর) ধরিয়া ধরিয়া (সাপ খাইবে)। ৭-৮

৯৫৮ পদের অনুরূপ। ৯-১০

রুদ্রাক্ষ ছিঁড়িয়া পড়িবে (এবং) শ্মশান জাগিবে (জগাবত)। গৌরীর দুঃখ হইল। বিদ্যাপতি গাহিলেন। ১১-১২

৯৭১

হে মা, আমার যোগী জগতের সুখদায়ক। কাহাকেও দুঃখ দিল না। ১-২

এই যোগীকে ভাঙ ধুতুরা খাওয়াইয়া ভুলাইয়া ধন লইল। ৩

হে মা, কার্ত্তিক ও গণপতি দুইজন বালক, জগতে (জগভরি) কে না জানে? তাহাদের আভরণ কিছু নাই, এক রতি সোনাও কানে নাই। ৪-৫

অন্যের ছেলের আভরণ সোনা রূপা, নিজের (আভরণ) রুদ্রাক্ষের মালা। নিজের সুতের জন্য কিছু জুটে নাই, অন্যের জন্য অনেক জিনিস (জঞ্জাল)। ৬-৭

একক্ষণে দেখিয়া কোটী ধন দান করিতে পারে, সেই দেব অল্প ধনে ধনী নহে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মেনকা শুন, দিগম্বর (একেবারে) ভোলা। ৮-৯

৯৭২

যোগী ভাঙ খাইয়া সদানন্দ হইয়াছে ও বিভোর হইয়া গিয়াছে। সকলকে শাল-দোশালা অঙ্গাবরণ দেয়, (আর) নিজে মৃগচর্মে (অঙ্গ) আচ্ছাদন করে। ১-২

ভোলা সকলকে ভাল পক্কান্ন খাওয়াইবে, নিজে ভাঙ ধুতুরা খায়। কেহ ভোলাকে অক্ষত চন্দন দিয়া অর্চনা করে, কেহ বেলপত্র দিয়া অর্চনা করে। ৩-৪

শিবের সঙ্গে যোগিনী-প্রেতিনীর সঙ্ঘট্ট, ভৈরব মৃদঙ্গ বাজায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জয় জয় শঙ্কর, পার্বতী তোমার সঙ্গিনী। ৫-৬

৯৭৩

(রাবণের উক্তি)

হে মা, আমি যদি জানিতাম যে ভোলা এমন প্রতারক, তাহা হইলে রামের গোলাম হইতাম। ভাই বিভীষণ অনেক তপ করিয়াছিল, (তাই) রামের নাম জপ করিল। ১-২

(বিভীষণ) পূর্ব পশ্চিম এক দিকেও গেল না, এইস্থানে অচল হইয়া রহিল। আমি বিশ হস্তে, দশ মাথায় (শিবকে) পূজা করিলাম, গাল ভরিয়া ভাও দিলাম।৩-৪

ইহার পরে বেণাপুথীতে নিম্নলিখিত পংক্তিটি আছে :

নীচ উঁচ শিব কিছু নহি গুণলহিং।
হরষি দেলহিং রুড়মাল গে মাঈ ॥

একলক্ষ পুত্র, সওয়া লক্ষ নাতি, কোটী সুবর্ণের দান (সব দিলাম)। শিব গুণ দোষ কিছুই বুঝিলেন না। রাবণের নাম রাখিলেন (না)। ৫-৬

সুকবি পবিত্রমতি বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ, করজোড় করিয়া তোমাকে বিনয় করি। হব গুণ দোষ মনে আনে না, সেবকের ক্লেশ হরণ করে। ৭-৮

৯৭৪

শিবশঙ্কর হরিবংকর বিবাহ করিতে) চলিল। ডমরু করে লইল, বিভূতি (ভস্মাবলেপন) ভয়ঙ্কর। ১-২

হর নগরের নিকট আসিয়াছে, শুনিতে পাইল। সকল রাজা রূপ দেখিতে চলিল, দেখিয়া লুব্ধ হইল। ৩-৪

মেনকা সকল গায়নীকে লইয়া স্ত্রী-আচার করিতে চলিল। নাগ ফোঁস করিয়া উঠিল, (সকলে) দূরে পলাইল। ৫-৬

এমন উন্মত্ত বর কাহার? বক্ষে বিষধর (সর্প)। গৌরী বরং কুমারী থাকুক, অন্য বর করিব (অন্য বরের সহিত বিবাহ দিব।) ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমি গান করিয়া শুনাইলাম। হর সুন্দর বর; সব কাজ শীঘ্র কর। ৯-১০

৯৭৫

(জানকী বন্দনা)

হে নরনাথ, সতত তাহাকে (সীতাকে) ভজনা কর। যার জনক জননী নাই, তাহাকে। ১-২

বাপের বাড়ীতে (নৈয়র) বাস করে। শ্বশুরের নাম (প্রসিদ্ধ) জননীর মাথায় চড়িয়া (পৃথিবীর মাথায় পা দিয়া) শ্বশুরের গ্রামে গেলেন। ৩-৪

শ্বাশুড়ীর কোলে জামাই শুইল। সম্বন্ধ যাহাকে বিলায়, তাহার সহিত (সম্বন্ধ) হয়। ৫-৬

যাহার গর্ভ হইতে সে বাহির হইল, আবার ফিরিয়া সেখানেই চলিয়া গেল (ভূতলে প্রবেশ করিল)। ৭-৮

সুকবির ভাষায় বিদ্যাপতি বলিতেছেন, কবিকে কবি বলেন, কবি (তাহা) বুঝেন। ৯-১০

৯৭৬

বড় সুখ সারে তোমার তীর প্রাপ্ত হইলাম। নিকট (তীর) ছাড়িতে নয়নে অশ্রু বহিতেছে। ১-২

হে বিমল-তরঙ্গে, পুণ্যবতি গঙ্গে, করজোড়ে বিনয় করি, যেন পুনরায় দর্শন হয়। ৩-৪

জননি, (জানী), আমার এক অপরাধ ক্ষমা করিবে, তোমার জল (আমি) পদে স্পর্শ করিলাম। ৫-৬

জপতপ যোগধ্যানে কি করিবে ? (তোমার জলে) একবার স্নান করিলেই জন্ম কৃতার্থ হইবে। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, তোমাকে নিবেদন করি, অন্তকালে আমাকে বিস্মৃত হইও না। ৯-১০

৯৭৭

সুরসরিৎকে সেবা করিয়া আমার কিছুই হইল না। পুণ্যবতী গঙ্গাকে ভগীরথ লইয়া গেলেন। ১-২

যখন মহাদেব গঙ্গা দান করিলেন, জটা শূন্য হইল, ও চাঁদ মলিন হইল। ৩-৪

বণিক, তুমি হাটবাজার উঠাও, এই পথে সুরসরিতের ধারা আসিবে। ৫-৬

(বণিকের উত্তর) ছোট খাটো ভগীরথ, ধুচুনীর মত মাথা; সে কি গঙ্গার ধারা আনিতে পারে ? ৭-৮

৯৭৮

ব্রহ্ম-কমণ্ডলুরূপ বাসভবনে সুখে বাস কর—সমুদ্ররূপ নাগরের গৃহবাসিনী। পাপরূপ মহিষ বিদীর্ণ করিবার জন্য তুমি বীচিমালা-রূপ তরবারি ধারণ কর। ১-২

তোমার তীর সুর-মুনি মনুষ্য-কর্তৃক রচিত পূজার কুসুমে বিচিত্রিত। ত্রিনয়নের (শিবের) মস্তকের জটানিচয় চুম্বন করায় তোমার জল বিভূতি-ভূষিত হইয়া শ্বেত হইয়াছে। ৫-৬

হরিপাদপদ্ম-বিগলিত মধুর ন্যায় (তোমার বারির দ্বারা) সুরলোক পবিত্রীকৃত। বিলাসময়ী অমর-পুরীতে বাসস্থান দান করিয়া তুমি (জীবের) শোক বিনাশ কর। ৭-৮

তোমার স্বাভাবিক দয়া গুণ পাতকীজনের নরক বিনাশ (দূর) করিতে নিপুণ। রুদ্রসিংহ নৃপতির (অভীষ্ট) বরদাতা (গঙ্গার) গুণ কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছেন। ৯-১০

৯৭৯

(প্রহেলিকা)

কুসুমিত কানন-কুঞ্জে বসিয়া (রাধা) নয়নের কাজল গুলিয়া মসী করিল। ১-২

নলিনীদলপত্রে নখ দিয়া লিখিল। সাতটি অক্ষর লিখিয়া (মাধবকে) পাঠাইল। ৩-৪

প্রথম লিখিলেন, প্রথম বসন্ত (বসন্তের প্রথম মাস চৈত্র, চৈত্রমাসের আর এক নাম মধু— অর্থাৎ 'মধু' এই দুই অক্ষর প্রথমে লিখিলেন)। দ্বিতীয় (তাহার পর) তৃতীয়ের অন্ত লিখিলেন। (বসন্তের পর তৃতীয় ঋতু বর্ষা) বর্ষাশেষে হস্তা নক্ষত্র; 'কর' অর্থে হস্ত। 'মধু' এই দুই অক্ষরের পর লিখিলেন 'কর' = মধুকর। ৫-৬

বসন্তের অনুজ (চৈত্রের পর বৈশাখ—নামান্তর মাধব) লিখিতে পারিলেন না। প্রথম পদ (অক্ষর) জীবনের অন্ত (ম প্রথম অক্ষর—মরণ শব্দের আদ্যক্ষর) (মাধব লিখিতে না পারিয়া মধুকর লিখিলেন।)

'মধুকর মীলব' এই সাতটি অক্ষর লিখিয়া রাধা পাঠাইয়াছিলেন। ৭-৮

বিদ্যাপতি (সঙ্কেত) অক্ষর লিখিলেন। বুধজন হয়, তবে ইহার বিশেষ (সন্ধান) করিতে পা[illegible] ৯-১০

প্রভু আমাকে, ক (প্রথম) ট (একাদশ) [illegible] শাতি) দিয়া গেলেন। সে ও কত দিন গেল। ১-২

ঋতু (৬) অবতার (১০) = ১৬ বৎসর আমার বয়স হইল। তবুও আমার প্রভু দর্শন দিলেন না। ৩-৪

চাঁদের কিরণ আমি সহ্য করিতে পারি না, শীতল চন্দন আমার ভাল লাগে না। ৫-৬

৯৮২

নবছবি (চন্দন) তিলকের (শিবের) রিপু শর অর্থাৎ মদন, তাঁহার সখা (বসন্ত): বসন্ত যামিনীতে কামিনীর কোমলকান্তি, (মদন পীড়া দিতেছে)। সুনাসীর জনক যে সূর্য, তাহার পুত্র কর্ণ; কর্ণের শত্রু অর্জুন; তাঁহার স্ত্রী সুভদ্রা; তাঁহার সহোদর কৃষ্ণ (সেই মদনের) শান্তি করুক। ১-২

মাধব, রমণী তোমার গুণে লুব্ধ হইয়াছে। মরাল-গামিনীর তনু অনুদিন ক্ষীণ হইতেছে। ৩-৪

দনুজ (অর্থাৎ রাক্ষস) দমন = বিষ্ণু, তাঁহার রমা = লক্ষ্মী; তাঁহার ভবনে = কমলবনে যাঁহার জন্ম ব্রহ্মা; তাঁহার বাহন = হংস)

দক্ষিণ হরি (পবন) হইতে দুঃখ পাইবে। এই সকল তোমার জন্য সহ্য করে। একবার নিয় (পঞ্চশর × ৪ সাগর? = ২০) খাইবে, তুমি তাহার বধের ভাগী হইবে। ৬

ভ্রমর শব্দে বিষাদ বাড়ে, কোকিলের রব শুনিয়া অনুতাপ হয়। অমৃততুল্য অদিতি-তনয় = দেবতা; তাঁহাদের ভোজন = অমৃত) যাহার সুন্দর কান্তি, তাহার এখন দশমী দশা লাগিবে (মৃত্যু হইবে)। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলেন, অবলাজন মনে করিয়া নিজে গৃহে গমন করা সমুচিত। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ, লখিমা লক্ষ্মীর ন্যায় দেহবিশিষ্টা। ৯-১০

৯৮৫

(৮৮১ পদ দ্রষ্টব্য)

৯৯৯

পিতার বচনে বল্কল পরিয়া বনে (কাল) ক্ষেপণ করিল, জন্ম দুঃখে দুঃখে গেল। সীতার শোকে স্বামী সন্তাপিত হইল, বিরহে তনু ক্ষীণ হইল। ১-২

রাঘব মনে জাগিতেছে, রামচরণে চিত্ত লাগিয়াছে। ৩-৪

কনক-মৃগ মারিয়া বিরাধ ও বালিকে বধ করিল, বানর-সেনা সংগ্রহ করিল। রাম সেতুবন্ধ দিলেন ও লঙ্কা লইলেন, রাবণকে মারিয়া ফেলিলেন। ৫-৬

দশরথনন্দন দশানন-নাশনকে ত্রিভুবনে কে না জানে? কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সীতাদেবীর পতি রামের চরণ (আমার) গতি। ৭-৮

১০০০

কুসুমরস-পানে মধুকর অতি আনন্দিত, কোকিল পঞ্চম গান করে। ঋতু বসন্ত, বল্লভ বিদেশে। হে সজনি, মন দশ দিকে ধাবিত হইতেছে (উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে)। ১-২

তৈল, তাম্বুল (শীতে), রৌদ্র এবং নিশাকালে আনন্দময় সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিলাম। হে সজনি, প্রিয়তমের সঙ্গ স্মরণ করিয়া হেমন্তে অফুরন্ত বিরহ প্রাপ্ত হই। ৩-৪

ময়ূর, দর্দুর অহর্নিশি রব করিতেছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতেছে। হে সজনি, রঘুবর-বিনা বিষম বর্ষা ঋতু বিরহিণীর জীবনান্ত করিতেছে। ৫-৬

হে সুমুখি, ধৈর্য ধারণ করিলে সকল সিদ্ধি মিলে, কত সুবাণী শুন, তোমার গুণ জানিয়া রঘুবর রাম শিশিরের (শীতকালের) শুভদিনে আসিবেন। ৭-৮

১০০১

(বিক্রমের উক্তি)

সত্য কথা বলিতেছি, শুকপক্ষীর কুটিল মুখ বেদনার দুঃখ বুঝে না। চক্রবাক্ বিরহ-বেদনায় দগ্ধ হয়, করুণা সহ্য করে, অন্যে কে স্বরূপ কহিবে? ১-২

হরি হরি, আমার উর্বশীর কি হইল? খুঁজিতে ধাবিত হইতেছি, কোথাও পাই না। কতবার মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছি। ৩-৪

গিরি, নদী, তরুবর, কোকিল, ভ্রমরবর, হরিণ, হস্তী, চন্দ্র সকলের পায়ে পড়িতেছি, (কিন্তু) সকলেই নির্দয় হইল, কেহ তাহার নাম কহে না। ৫-৬

তরঙ্গিনী তীরে মধুর মধুর ধ্বনি শুনিয়া নূপুরের রব মনে করিয়া ভ্রমণ (গমন) করিলাম। (কিন্তু) আমার কর্মদোষে (তাহা) কলহংসের নাদ হইল, নয়নে অশ্রু মোচন করিতেছে। ৭ ৮

হরি হরি! কেমন করিয়া সে প্রসন্ন হইয়া মিলিবে? কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন, লখিমাদেবীর পতি সকল সুজনের পতি রাজা শিবসিংহ রস জানেন। ৯-১০

১০০৩

হে মা, বল্লভ এখনও আসিল না। হে সখি, যে দেশে (তিনি গিয়াছেন সে দেশে) মনোভবের প্রভাব নাই। ১-২

১০০৪

গৌরবর্ণ পয়োধরে সুন্দর নখরেখা (তাহার উপর) মৃগমদ-পঙ্ক লিপ্ত রহিয়াছে। যেন সুমেরু (শিখরে) শশিখণ্ড উদিত হইল (এবং) জলদ-জালে তাহাকে ঝাঁপিয়াছে। ১-২

হে অভিসারিণি, কিসের লাগিয়া কপটতা করিতেছ? কোন পুরুষের গুণে তোমার মন লুব্ধ হইয়াছে? রজনী জাগিয়া যাপন করিয়াছ? ৩-৪

কি কারণে অধর ধূসর (মলিন) হইল? কাহাকে অনুরাগ দিয়াছ? যেন দুধের স্পর্শে প্রবাল ধবল হইল, অরুণের বর্ণ মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় হইয়া গেল। ৫-৬

নবীন পদ্মের নাল গজে দলন করিয়া ফেলিয়া দিল, অথবা সূর্য-কিরণে স্পর্শ করিল (আতপ-তাপে ঝামর হইল)—ঐরূপ অঙ্গ দেখিতেছি, কপট করিও না (সত্য বল) (যাহা) ব্যক্ত (তাহা) কোন উপায়ে গোপন করিবে? ৭-৮

দশ-অবধান কহিতেছেন, পুরুষের প্রেম মনে করিয়া

প্রথম সমাগম হইল। হে ভাবিনি, আলমশাহ প্রভুকে ভজিয়া থাক, (যেমন) কমলিনী ভ্রমরে ভুলিয়া থাকে। ৯-১০

মৈথিল পুথিতে টীকা আছে, "বিদ্যাপতিকাঁ উপাধি দশাবধান छल যে দিল্লী দরবারসে ভেটল छल"—বিদ্যাপতির উপাধি দশাবধান ছিল যাহা দিল্লী দরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে বন্দী শিবসিংহকে দিল্লীর বাদশাহ বিদ্যাপতির গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া মুক্ত করিয়া দেন। এই প্রবাদের যাথার্থ্য কতক এই পদ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। আলমশাহ কে ঠিক বলিতে পারা যায় না। 'আলমশাহ' নাম ও উপাধি দুই-ই হইতে পারে। 'আলমশাহে'র বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'নরপতি'।

পদকল্পতরুর প্রথম শাখার দশম পল্লবে এই পদ ভণিতাশূন্য আকারে আছে।

অভিসারিণী কপট করহ কপি লাগি।
কোন পুরুখ হেন হরল তোহারি মন
রজনী গোঙাঅলি জাগি॥
জনু পন্নাগী গজগে জল ঢালয
পরশল সুরকিল মনে।
ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু
বেকত লুকাঅত কোণে॥
ভুধক পরশে পঙার ধবল ভেল
অরুণ কিরণ কোন কেল।
গোয় পয়োধর নখরেখ সুন্দর
পঙ্কজে মৃগমদ ভেল॥

বিদ্যাপতির অনেক পদের অর্থ যে ইদানীং এদেশের লোকে বুঝিতে পারিত না তাহা এই পদের পাঠ-বিকৃতি হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। অনেক স্থলের অর্থ একেবারেই গ্রহণ করা যায় না। 'ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু' এই চরণে 'নাত' শব্দ মৈথিল 'লাথ' শব্দ। 'কপট' ও 'লাথ' উভয় শব্দের অর্থ এক।

১০০৫

হে সজনি, হেঁট হইয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতেছ। তোমার কুচকমল ভ্রমর দেখিল, মদন জাগিয়া উঠিল। ১-২

ভাবিনি, তুমি যদি গৃহে যাইবে, কোন্ সময় আসিবে? যদি এই সঙ্কটে জীবন রক্ষা পায়, তাহা হইলে নয়নের মিলন (দেখা) হইবে। ৩-৪

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বিধি যাহা চাহেন সেই সেই লীলা করেন। রাজা শিবসিংহের বন্ধন মোচন হইলে তখন সুকবি জীবন প্রাপ্ত হইলেন। ৫-৬

১০০৬

নীল কলেবর, পীত বসন ধর, ধবল চন্দনের তিলক শোভিত। (যেন) কৃষ্ণ-বর্ণ মেঘে সৌদামিনী মণ্ডিত ও তাহাতে শশিকলা উদিত হইয়াছে। ১-২

হরি হরি! অন্যত্র যেন প্রচার করিও না। স্বপ্নে আমি নন্দকুমারকে দেখিলাম। ৩-৪

উত্তর

পূর্বে দেখিয়াছ, স্বপ্নে দেখ নাই, এইরূপ বুদ্ধি করিও না, রস শৃঙ্গারের পরে কে পায়, মনোভবের সিদ্ধি অমূল, (অর্থাৎ তাহার মূল নাই)। ৫ ৬

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে বরযুবতি, মর্মকথা সকলই জানিলাম। শিবসিংহ তোমার মনে জাগিল, ভ্রমে কানাই কানাই করিতেছি। ৭-৮

১০০৭

২৯৩ লক্ষ্মণ নরপতি (লক্ষ্মণাব্দ), ১৩২৪ শকে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র-মিলিত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় (জাউলসী—যাইবার সময়, অর্থাৎ দিবাবসান-কালে) দেবসিংহ পৃথিবী ছাড়িয়া সুর-রাজের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইলেন। দুই সুলতান (রাজা) এখন শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন, তপন-শূন্য জগৎ অন্ধকারে ভরিল (রাজা দেবসিংহের মৃত্যুতে প্রজার হৃদয় শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তপনরাজ অস্তমিত হওয়াতে জগৎ অন্ধকারাবৃত হইল)। পৃথিবীর রাজা পুরুষদিগের মধ্যে পুণ্যবল দেখাইল; সত্যবলে দেবসিংহ গঙ্গায় মিলিতকলেবর হইয়া সুরপুরে চলিলেন। এদিকে যবনের সৈন্যসকল চলিল (আসিল), একদিক হইতে যমরাজের (সৈন্য) আসিল, শিবসিংহ গুরুতর প্রতাপ (প্রকাশ) করিয়া উভয় দলের মনোরথ পূর্ণ হইতে (দিলেন না);

(অর্থাৎ পিতাকে অন্তিমকালে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া যম-ভয় নিবারণ করিলেন ও যবন সৈন্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন)। কল্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া দিক্ পূর্ণ হইল, আকাশে সুন্দর দুন্দুভি-ধ্বনি হইল। বীর-শিরোমণিকে দেখিবার জন্য দেবতাগণ আকাশ পূর্ণ করিয়া শোভিত হইলেন। আরম্ভ অন্ত্যেষ্টি (আদ্য) শ্রাদ্ধ-যজ্ঞের তুলনায় রাজসূয় অশ্বমেধ বা কোথায়? পণ্ডিতের ঘরে আচারের এবং যাচকের ঘরে দানের প্রশংসা হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবিবর এই গান করিতেছেন, মানবের মনে আনন্দ হইল। শিবসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, (লোকে) উৎসবে বিষাদ ভুলিয়া গেল।

১০০৮

গাঢ়, কঠিন, দুরস্থ, দুর্গম, গড় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বাদশাহের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত সমর দৃষ্ট হইল। ১

ঢোলের তরল নিঃস্বন শব্দিত হইল, ভেরী, ডঙ্কা, শঙ্খ, নিনাদিত হইল। ত্রিভুবন নিকেতন কেতকী-তুল্য (সৌরভে) পূর্ণ হইল। ২

পর্বত হইতে প্রবাহিত জলের (ন্যায়), বায়ুমধ্যে গরুড় রাজের (ন্যায়) প্রয়াণ করিল, সূর্যের তেজ-তুল্য প্রতাপ গ্রহণ করিল। ৩

স্বর্ণগিরি সুমেরু কাঁপিল, ধরণী পূর্ণ হইল, আকাশে গর্জিল। হস্তী, অশ্ব, পদাতিকের পদভর কে সহ্য করিবে? ৪

তরবারি-রঙ্গে তরলতর বিদ্যুদ্দামছটা তরঙ্গিত হইল, ঘোর ঘন-সংঘাতে বর্ষাকালের (ন্যায়) দৃষ্ট হইল। ৫

কোটি অশ্বের পদাঘাতে (ধরণী) চূর্ণ হইল, বিষম শর-আসারে অষ্ট দিগ্বিদিক পূর্ণ হইল, (যেন বৃষ্টি) ধারায় ধরণী পূর্ণ হইল। ৬

অন্ধ-কূপে কবন্ধ নিক্ষেপ করিল, শৃগাল রব করিতে লাগিল, রুধিরমত্ত প্রেত, ভূত, বেতাল বাছিতে লাগিল (শব বাছিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল)। ৭

পার হইয়া (সমরাঙ্গন উত্তীর্ণ হইয়া) শত্রুকে গঞ্জনা করিল, ভূমি-মণ্ডল মুণ্ডে মণ্ডিত করিল, চারু চন্দ্রকলা-তুল্য সুকৃতির কীর্তি তুলিল। ৮

রামরূপে স্বধর্ম রক্ষা করিল, দানধর্মে দধীচিকে জয় করিল, সুকবি নবজয়দেব (বিসফী গ্রামের দানপত্রে বিদ্যাপতির 'কবি অভিনব জয়দেব' উপাধি আছে) কহিল। ৯

দেবসিংহ নরেন্দ্রের নন্দন, শত্রুনরপতিকুল নির্মূলকারক সিংহসম শিবসিংহ রাজাকে সকল গুণের নিধান গণনা করিবে। ১০

১০০৯

বত্রিশ বৎসর পরে শ্যামবর্ণ শিবসিংহ রাজাকে আমি স্বপ্নে দেখিলাম। ১-২

অনেক প্রাচীন গুরুজন দেখিলাম, এখন আমি আয়ু-বিহীন হইলাম। (মৃতব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলে মৃত্যু সন্নিকট হয়, ইহাই প্রবাদ।) ৩-৪

নিজের লোচন-নীর সংবরণ করি, কাহারও কাল স্থির রাখে না। ৫-৬

বিদ্যাপতির সুগতির এই প্রস্তাব (সুগতির এইমাত্র ভরসা); করুণা রস (তাহার) স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে? (ভগবান্ করুণাময়, তিনি তাঁহার করুণাময়ত্ব ত্যাগ করিতে পারিবেন না, আমাকে নিশ্চয়ই করুণা করিবেন)। ৭-৮

১০১০

দুল্লহি (কন্যার নাম) তোমার মা কোথায়? এখন তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে বল (কহুন)। ১-২

সংসার-বিলাস বৃথা বলিয়া বুঝুক, পলে পলে নানা প্রকারের ত্রাস। ৩-৪

মা বাপ যদি সদ্‌গতি পায়, সন্ততির (তাহাতে) অনুপম সুখ হয়। ৫-৬

বিদ্যাপতির আয়ু কার্ত্তিক শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে অবসান জানিবে। ৭-৮

এই পদ কবির রচিত কিনা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু ইহাতে তাঁহার দেহান্তের তিথি নির্দেশ করা হইয়াছে, অতএব ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে

১০১১

তুমি জলধর, স্বভাবতঃই জলের রাজা। আমি চাতক, কেবল জলবিন্দুর প্রয়োজন। ১-২

হে জলদ, জল দিয়া আমার প্রাণ রাখ। সময়মত দিলে সহস্র লক্ষ হয়। ৩-৪

চাঁদ (আপনার) তনু দেয়, রাহু পান করে, কখনও কলা ম্লান হয় না। ৫-৬

বৈভব গেলে বিবেক থাকে,—লক্ষের মধ্যে সেরূপ একজন পুরুষ হয়। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সেই দূতী যে দুইজনের মিলন করায়। ৯-১০

১০১২

পশ্চিম সাগরে সূর্য অস্ত গেল। দূর পথ হিংস্রজন্তু-সমাকুল। ১-২

নদী ত্যাগ করিয়া নাবিক ঘরে গেল। পথিকের গমন-পথ সংশয় হইল। ৩-৪

পথিক, অন্যত্র প্রবাস কর। আমি একাকিনী রমণী, কান্ত নিকটে নাই। ৫-৬

একে চিন্তা, (তাহাতে) আবার মন্মথ শোষণ করিতেছে। কাহার দোষে আমার দশমীদশা (মৃত্যু-দশা)? ৭-৮

আমার সখীজন রাত্রে জাগিতেছে না। সকল নগরে অনুক্ষণ চোর ভ্রমণ করিতেছে। ৯-১০

তুমি তরুণ, আমি বিরহিণী নারী। উচিত কথাতেও কুলের গালি (নিন্দা) উৎপন্ন হয়। ১১-১২

বামার বচন বাম পথে ধাবিত হয়। নিজের মনোরথ (অনুসারে) যুক্তি বুঝায়। ১৩-১৪

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, নারী চতুরা, (এইরূপ) অনুমান হয় যে দুই দিক রক্ষা করিল। ১৫-১৬

১০১৩

আপনার গৃহে বসিয়াছিলাম, ঘরে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। সেই সময় প্রথম পথিক আসিল, দেবতা বর্ষণ করিতে লাগিল। ১-২

কে জানে খল পড়শী কি বলিবে? বচনের (নিন্দার) অবকাশ (সুযোগ) হইল। ৩-৪

ঘর অন্ধকার, নিরন্তর ধারা (বর্ষণ হইতেছে) দিবসেও রজনী মনে হয়। কাহাকে বলিব, কে বিশ্বাস করিবে? জগতে পঞ্চবাণ বিদিত। ৫-৬

১০১৪

প্রত্যহ বিদেশে পরের আশা, বিমুখ করিও না, অবশ্য বাস দিও। ১-২

সখি, এইখানে (পথিকের নিকট) প্রিয়তমের কথা জানিও। ৩-৪

হে ননদ, ভালমন্দ মনে অনুমান করিয়া পথিককে ভাঙ্গা (মন্দ) কথা বলিও না। ৪-৫

পা ধুইবার জল, আসন দিবে, মধুর বচনে সৎকার করিও। ৬-৭

(ননদ বলিতেছে) সখি, এতদূর যাওয়া অনুচিত (পথিকের সহিত অত ঘনিষ্ঠতা করা ভাল নহে)। এখন অধিক বড়াই করিতেছ (কিন্তু পরে যখন নিন্দা হইবে, তখন পস্তাইবে)। ৮-৯

১০১৫

কমল-দল মুদিত হইল, মধুপ ঘরে চলিল, বিহঙ্গ নিজ কুলায়ে গেল। হে পথিকজন, মন স্থির কর, গ্রাম দূরে, মধ্যে বড় প্রান্তর। ১-২

ননদ রাগ করিয়া আছে, প্রভু পরদেশে বাস করেন, শাশুড়ী নিকটেও দেখিতে পান না। সমাজ নিষ্ঠুর, জিজ্ঞাসায় উদাসীন (জিজ্ঞাসা করে না)। ব্যাজে (ভঙ্গীতে) আর কি কহিব? ৩-৪

চারু চন্দন, চম্পক, ঘন চামর (বাতাসের জন্য) অগুরু কুঙ্কুমে গৃহ সুবাসিত; পরিমল-লোভে পথিক নিত্য আসে, সেইজন্য উদাসযুক্ত (ঔদাস্যপূর্ণ) কথা বলি না। ৫-৬

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, পথিক, কথা শুন, মনে বুঝিয়া অবধান কর। ৭

১০১৬

পথিক, অন্যত্র যাইও না। আমার নাথ দূর দেশান্তরে বাস করেন। ১-২

আমি সকলেরই অনুগত, তুমি সন্ধ্যাবেলায় কোথায় যাইবে? ৩-৪

এই স্থান বাসাশূন্য; এই গ্রামে যাহারা বাস করে, তাহারা সকলেই পরদেশী। ৫-৬

কোটাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। চোরাই মাল পাইলেও নৃপতি সুবিচার করে না। ৭-৮

আমার ভয় কি? পুর-পরিজন সকলেই আমার নিকট আত্মীয়। ৯-১০

বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, অবলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনের কথা বলিবে। ১১-১২

১০১৭

আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিয়াছেন। নিকটে একটিও পড়শী বাস করে না। ১-২

আমা ছাড়া বাড়ীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাশুড়ী ভিন্ন কেহ নাই, সে ও কিছু জানে না। চোখে রাতকানা; কানেও শুনে না। ৩-৪

পথিক, জাগিয়া থাক, নিদ্রায় বিভোর হইয়া থাকিও না। রাত্রি আঁধার, গ্রামে বড় চোর। ৫-৬

বালা যাহং মনসিজভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়-প্রকম্পা।
গ্রামশ্চৌরৈবৎযমুপহতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি ॥
শৃঙ্গার-তিলক।

কোটাল ভ্রমেও পাহারা দেয় না, কেহ কাহারও বিচার করে না। ৭-৮

রাজা অপরাধীর শাস্তি করেন না, যত মহৎ পুরুষ (রাজপুরুষ) আমার স্বজাতি। (তাহাদের হইতে কোনও ভয় নাই)। ৯-১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এই রস গান করি, অবলা উক্তিতে ভাব জানায়। ১১-১২

১০১৮

বল্লভ নিঠুর বিদেশে বাস করে। চতুর পড়শী আমার নিকটে নাই। ১-২

ননদী বালিকা, কথা বুঝে না। প্রথম সাঁঝে (সন্ধ্যা হইতেও) শাশুড়ী দেখিতে পায় না। ৩-৪

আমি ভরা যুবতী, রজনী অন্ধকার। স্বপ্নেও কোটাল সহরে ভ্রমণ করে না। ৫-৬

হে পথিক, অন্যত্র ভ্রমিয়া বাসস্থান লও। আমার সে রকম দ্বিতীয় গৃহ নাই (যেখানে তোমার বাসা হইতে পারে)। ৭-৮

বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং
স্থাতুমস্মদ্ গৃহে।
সায়ং সম্প্রতি বর্ততে পথিক হে
স্থানান্তরং গম্যতাম্ ॥
শৃঙ্গার-তিলক।

একেশ্বর জানিয়া চোর চলিয়া আসিবে। আমার সম্পত্তি আমাকেই আগলাইতে হয়। ৯-১০

সুকবি বিদ্যাপতি বিচার করিয়া বলিতেছেন, বিরহিণী নারী পথিককে বুঝাইতেছে। ১১-১২

১০১৯

শাশুড়ী জরাতুরা হইল; ননদী ছিল, সেও শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। ১-২

তেমন কাহাকেও দেখি না, যে রজনী জাগাইয়া সম্ভাষণ করে। ৩-৪

এই পুরে এমন ব্যবহার, কাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না। ৫-৬

প্রাণনাথকে বলিবে, আমি একাকিনী রমণী কতদিন থাকিব। ৭-৮

পথিক আমার কান্তকে কহিবে, রসবন্ত (পুরুষ) আমার ন্যায় রমণীকে পরিত্যাগ করে না। ৯-১০

বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন যে ভ্রমণ করিয়া করিয়া বিরহিণী পথিককে বুঝাইতেছে। ১১-১২

১০২০

আমি একাকিনী, প্রিয়তম গ্রামে নাই। সেইজন্য স্থান দিতে আমার দ্বিধা হইতেছে। ১-২

যদি কেহ পড়শিনী কাছে থাকিত তাহা হইলে আর কোথারও বাসস্থান দেওয়াইতাম। ৩-৪

যাও, যাও পথিক, পথের মধ্যে (রাস্তায়) যাও; বাস করিবার নগর (খুঁজিয়া) অন্যত্র যাও। ৫-৬

দূরে প্রান্তর, সন্ধ্যার সময় সমাগত (অতএব যদি কোথায়ও আশ্রয় পাইতে চাও, তবে বিলম্ব করা উচিত নয়), তোমাকে পরদেশবাসী অভ্যাগত দেখিতেছি (অজানা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে)। ৭-৮

যামিনী ঘোর জলধরে ভিন্ন (বিদ্ধ) হইয়াছে। যাহার ঐরূপ (মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বাহির হইতে হয়) তাহার পরিচ্ছেদ (জীবনান্ত) হয়। ৯-১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, নাগরীর রীতি (এই), ছলযুক্ত কথায় প্রীতি উৎপন্ন করে। ১১-১২

১০২১

আমার গৃহে ঘরণীর লেশ নাই। সেইজন্য (গৃহকে) প্রবাস বলিয়া মনে করি। ১-২

নানা রত্ন আমার হাতে আছে। সেবক চাকর কেহ সঙ্গে নাই। ৩-৪

(আমি) স্বভাবতঃ ভীরু (ও) নির্বোধ। রাত্রি জাগিয়া কে আগ্‌লাইবে? ৫-৬

বসিয়া কাহার সঙ্গে (কাল) কাটাইব? (আমার) এক দোষ (আছে), সন্ধ্যায় রাতকাণা হই। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, রসিক-স্বভাব নাগর পথিক উক্তি শেষ করিল। ৯-১০

১০২২

(পথিকের উক্তি) সুন্দরি, তুমি সুবুদ্ধি ও চতুরা। পিপাসায় মরি, জল পান করাও। ১-২

(পরকীয়ার উত্তর) তুমি কে, কাহার কুল কি জানি? পরিচয় বিনা আসন ও পানীয় দিব না। ৩-৪

(পথিকের উক্তি) আমি পথিকজন রাজার কুমার; স্ত্রীর বিয়োগে সংসারে ভ্রমণ করিতেছি। ৫-৬

(নায়িকার উত্তর) এস, বস, জল পান কর, তুমি যাহা খুঁজিবে, তাহা আনিয়া দিব। ৭-৮

আমার শ্বশুর ও ভাসুর বিদেশে গিয়াছেন। স্বামী সাথ তাহার উদ্দেশে গিয়াছেন। ৯-১০

ঘরে শাশুড়ী অন্ধ, চোখে দেখিতে পান না। আমার বালক আছে, সে কথা বুঝে না। ১১-১২

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, অপূর্ব প্রেম, যেমন বিরহ হয়, তেমনই স্নেহ। ১৩-১৪

১০২৩

আমার প্রিয়তম বালক, আমি তরুণী। কোন্ তপ-ভ্রষ্ট হইয়াছি যে জননী (জননীর তুল্য) হইলাম। ১-২

সখি, দক্ষিণ-দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিলাম। প্রিয়তমকে দেখিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। ৩-৪

প্রিয়কে কোলে করিয়া বাজারে চলিলাম। হাটের লোক জিজ্ঞাসা করে (ক্রোড়স্থ বালক) তোর কে হয়? ৫-৬

আমার দেবরও হয় না, কিম্বা আমার ছোট ভাইও নয়। আমার পূর্ব জন্মের লিখন ছিল, আমার স্বামী (হইয়াছে)। ৭-৮

হে পথের পথিক, তুমি আমার ভাই। আমার সংবাদ আমার বাপের বাড়ী লইয়া যাও। ৯-১০

বাবাকে বলিও যেন ধেনু গাই কিনেন, দুধ পান করাইয়া জামাইকে পোষণ করেন। ১১-১২

(পিতার উক্তি) আমার টাকা নাই, ধেনু গাই নাই, কোন্ উপায়ে বালক জামাই পুষিব? ১৩-১৪

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন ব্রজনারি, ধৈর্য ধরিয়া থাক, মুরারি আসিবেন। ১৫-১৬

১০২৪

শুন বাল্যসখি, আমার অঙ্গনে পাকুড় গাছ আছে। পরম হরি (শব্দমাত্র), সখি, (আমার গৃহে) পটুয়া (পটোয়া—পাটোয়ার) আসিল। ১-২

ভাই পটুয়া, হিত নীতি-কথা শুন। একটা কাঁচুলি বুনিয়া দাও। ৩-৪

(পটুয়ার উক্তি) যদি আমি কাঁচুলি বুনিয়া দি, বিনুনির মূল্য কি দিবে? ৫-৬

রাত্রে খাইবার জন্য লাড়ু দিব। ননদ বিনুনির মূল্য দিবে। ৭-৮

কাঁচুলি পরিয়া আমি হাটে গেলাম। চোর কাঁচুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। ৯-১০

বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন, রাজা শিবসিংহ গুণ জানেন। ১১-১২

১০২৫

আমাকে অঙ্গনে চন্দনের গাছ, সৌরভে পঞ্চাশ (অর্থাৎ বহুসংখ্যক) ভ্রমর আসে। ১-২

ওরে ভ্রমর, কপাট খুলিও না। অঞ্চলে পদ্মকুমার (শিশু) শয়ন করিয়া আছে। ৩-৪

সখা (আমার) সঙ্গেই শয়ন করে, ভাসুর বাহির দ্বারে (শয়ন করিয়া আছেন), কেমন করিয়া বাহির হইব? নূপুর বাজিবে। ৫-৬

পায়ের নূপুর জীবনের কাল হইল। লঘু লঘু পা ফেলিলেও ঝম ঝম্ করিয়া উঠে। ৭-৮

মা বাপ এই নূপুর গড়াইয়া দিয়াছেন, (সেইজন্য) নূপুর ভাঙ্গিতে প্রাণ আকুল হয়। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, লখিমা-বল্লভ শিবসিংহ রাজা এই রস জানেন। ৯-১০

ভনই বিদ্যাপতি কি করতি লাজে
কিছু ন বিঘিন অনুরাগক কাজে॥

—পাঠান্তর।

১০২৬

আমি বৃদ্ধা কুটনী রমণী। বয়স ও বাসস্থান বিচার করিয়া কহি না। ১-২

কাহাকেও পান দি, কাহাকেও সঙ্কেত-পূর্বক আহ্বান করি। কত লোককে ডাকিয়া অপমান করিয়াছি। ৩-৪

আমার কত প্রমাদকন্যা হইল। হায়! যৌবন কোথায় চলিয়া গেল! ৫-৬

কপোল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (বসিয়া গিয়াছে), অলক ভরিয়া সাজিলাম। নিস্তেজ চোখে কাজল পরিলাম। ৭-৮

শুভ্র কেশে কুসুম বাস করিল (পক্বকেশে কুসুম দিয়া সাজিয়াছি)। অধিক বেশভূষায় অধিক উপহাস। ৯-১০

স্তন-যুগল লম্বমান হইল। গুরু নিতম্ব কোথায় চলিয়া গেল। ১১-১২

যৌবন শেষ হইল, অঙ্গ শুকাইল। পশ্চাতে দেখি, উন্মত্ত অনঙ্গ (বিদ্রূপ করিয়া) গড়াইয়া পড়িতেছে। ১৩-১৪

থাকিয়া থাকিয়া সকলের সাক্ষাতে ঘোমটা খসিয়া পড়ে। ডাকিলে কখনও কখনও লজ্জা আসে। ১৫-১৬

বিদ্যাপতি কহেন, এক ছিটাও রস নাই। দেব-সিংহ দেব হাসিনী দেবীর পতি। ১৭-১৮

১০২৭

কোথা হইতে শুক (জামাই) আসিল, স্নেহ লইল। কোথায় বাসস্থান লইল, কোথায় অমৃত-ফল ভোজন করিল। ১-২

অমুক গ্রাম হইতে শুক (জামাই) আসিল, স্নেহ লইল। অমুক গ্রামে বাসস্থান লইল ইত্যাদি। ৩-৪

কে এখানে পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিল, কে টিয়া পুষিল? কে তাহাকে অমৃত-ফল ভোজন করিতে দেয়? অমুক বাবা পিঞ্জরা নির্মাণ করিল ইত্যাদি। অমুক শাশুড়ী অমৃত-ফল ভোজন করিতে দেয়। ৫-৬

এমন শুক পুষিও না, শুক স্নেহ লাগাইয়া উড়িয়া আপন গৃহে যায়। ৯-১০

বিদ্যাপতি গাহিলেন, যোগিনীর অন্ত পাইলাম না। ১১-১২

১০২৮

হে সখি, প্রিয়তমের গুণ অবধারণ করিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, হৃদয় হারাইল। ১

নারী মাথায় হাত দিয়া বসিল। হে সখি, হরি বিনা কিছু শোভা পায় না (ভাল লাগে না)। ২

হার গ্রীবায় সর্পের ন্যায় হইল। কুচযুগ বক্ষে ভার-স্বরূপ হইল। ৩

১০২৯

পঞ্চশর সাজসজ্জা করিয়া লইতেছে। হে সখি, প্রভুর মিলন-সম্বন্ধে কি কহিব? (প্রভু কাছে নাই) ১

কতবার 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া ডাকি। হে সখি, পথ চাহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। ২

যমুনার জল বাড়িয়া আসিল। হে সখি, কদম্ব-তলে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ৩

এখন ধ্বনি শুনিয়া কি করিব? (মন ব্যাকুল হয়,

কি উপায় করিব ?) হে সখি, কোকিল মধুর ধ্বনি, করিতেছে। ৪

বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন যে, জগদ্বন্ধু রস জানেন। ৫

১০৩০

(৭৯৫ পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

অতিরিক্ত

মদনকে যদি বরণ করি, (তাহা হইলে) সে তোমার সমান হইতে পারে না। কোন তপ সে করিয়াছে, যাহাতে সে তোমার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে? সেইজন্য পৃথিবীময় তোমাকে খুঁজিয়া মদন (তোমার) অতিথি হইয়াছে। ৭-৮

১০৩১

হে সখি, রাত্রির রঙ্গ (বিলাসের কথা) বল। কত দিন পরে প্রভুর সঙ্গে বাস। ১-২

(রাধার উক্তি) রাত্রির কৌতুক কি কহিব? মুর্খের সঙ্গে পিঠ ফিরিয়া শয়ন করিলাম। ৩-৪

অনেক যত্নে ঘরে গিয়া বসিলাম। প্রভু দীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়া রহিল। ৫-৬

অঞ্চল বিছাইয়া আমি সঙ্গ দিলাম। যে অঙ্গ জাগিয়া ছিল, সে অঙ্গও গেল (ঘুমাইল)। ৭-৮

১০৩২

আমাকেও যদি ত্যাগ করিবে (তাহা হইলে) আমার গুণ বুঝিবে। যোগের দ্বারা কারাগারে দিব ও অধীন করিয়া রাখিব। ১-২

এক পলকের জন্য যদি আমাকে ত্যাগ করিবে, (তাহা হইলে) গুণ বুঝিবে। আমার যোগের এমন তেজ যে শয্যা ছাড়িবে না। ৩-৪

রাত্রিতে আরসীতে কাজর পাড়িয়া রাখিব। তাহা দিয়া আঁখি রঞ্জিত করিব (আঁজব), যোগ প্রচার করিব। ৫-৬

নয়নে নয়নে আনন্দের ঢেউ তুলিব, প্রেম আনিব, (যাহাতে) আমাকে গলার হার করিবে, হৃদয়-মধ্যে রাখিবে। ৭-৮

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, যোগ আনিল, কনে বরকে সমাধান করিয়া (বিবাহ শেষ করিয়া) অধীন করিয়া রাখিবে। ৯-১০

১০৩৩

হে সখি, শ্যামবর্ণ শ্রীরামের মুখ দেখিতে সুন্দর। ১-২

আজ আমার প্রতি বিধি বাম, প্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়া (নিজ) গ্রামে গেলেন। ৩-৪

হে সখি, পণ্ডিতেরা (শাস্ত্রজ্ঞানে) বলেন, প্রভুকে অপমান (হেলা) করিও না। ৫-৬

১০৩৪

হে সুজন, প্রার্থনার কত দেরি করিবে)? অবসর নষ্ট করিও না। ১-২

ইক্ষু সাতখণ্ড হয়, প্রেম প্রীতি বাহির হয়। ৩-৪

সেখানে (সে) চক্ষু ফিরাইয়া থাকুক, একবার দর্শন থাক্। ৭-৮

১০৩৫

(১৫৪ পদ দ্রষ্টব্য)

১০৩৬

(প্রহেলিকা)

১০৩৭

হে মাধব, মনে যেন রোষ রাখিও না। সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে, তাহাতে আমার কি দোষ? ১-২

৩৬০; তাহার অর্ধেক বাদ অর্থাৎ ১৮০ দিন = ছয়মাস; সেই ঠিকানা দিয়া গেলে (ছয়মাস বাদে আসিব বলিয়া গেলে)। তাহার দ্বিগুণ, = ৩৬০ = এক বৎসর, তাহার ৬ গুণ = ছয় বৎসর, তাহার পর আসিলে। (অর্থাৎ ছয় মাসে আসিবে বলিয়া গেলে, কিন্তু ছয় বৎসর পরে আসিলে)। ৩-৪

বিরহের উত্তাপে তাপিত তনু ঝাঝর হইল, জীবনের অন্ত করিতে চাহি। এখন প্রেমের সামগ্রী তুমি আসিয়াছ, তোমাকে কি দিয়া আদর করিব? ৫-৬

কমলের ন্যায় উচ্চ কুচযুগ বক্ষে ভার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ফুটিয়া (ক্রমে) ম্লান হইল। ৭-৮

মথুরাপতি এই বচন শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিল। ধন-জন-যৌবন কখনও স্থির নহে। কাহাকে একবার (অর্থাৎ সময়ে) এরূপ না হয়। ৯-১০

হে ভামিনি, শুন, (তোমার) অপরাজেয় বদন (এখনও) কমলের ন্যায়। তোমার সদ্‌ভাব বুঝিলাম। শুষ্ক শালি ধান্য যদি নীরে সিঞ্চন করা হয় তাহা হইলে অবসর-কালে কিছু উপকারে আসে। ১১-১২

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরযুবতি, শুন, এই নূতন রসের রীতি। নিজের পুরুষকে প্রেম পান করাও, সমস্ত নীতি ভুলিয়া যাও। ১৩-১৪

১০৩৮

হে সজনি, কত যত্ন করিয়া হাজার শপথ দিয়া আমাকে ভুলাইল। আমি যদি শপথেও ছল জানিতাম, তাহা হইলে আমি অঙ্গীকার করিতাম না। ১-২

হে সজনি, এখন জগৎ ভরিয়া কোনও ভাবিনী যেন প্রতীতি করে না। পুরুষের কপট প্রীতি মুখের কথায়ই অধিক বুঝায়। ৩-৪

হে সজনি, অনেক প্রকার কথা বলে, বচন স্থির রাখে না। আমার কোমল হৃদয় দগ্ধ হইল, যেমন নলিনীদলে স্থির থাকে না। (সর্বদাই হৃদয় অস্থির হয়)। ৫-৬

১০৩৯

(মাধবের উক্তি) সুন্দরি, উঠ, উঠ, আমি বিদেশে যাইতেছি। স্বপ্নেও আমার রূপের (অর্থাৎ আমার) উদ্দেশ মিলিবে না। ১-২

সেই কথা শুনিয়া সুন্দরী চমকিয়া উঠিল। প্রভুর বচন শুনিয়া ম্লান হইয়া বসিল। ৩-৪

কোনও প্রকারে উঠিয়া বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া পড়িল। বিরহজনিত উন্মত্ততায় হৃদয় হারাইয়া পড়িয়া গেল। ৫-৬

এক হস্তে অঙ্গরাগ, একহস্তে তৈল প্রিয়তমকে মানাইতে (প্রসন্ন করিতে) চলিয়া গেল। ৭-৮

১০৪০

[৮০৬ পদ দ্রষ্টব্য]

১০৪১

সখি, আজ আমি মথুরায় গিয়াছিলাম। কানুর দর্শন পাইলাম, সে নিরন্তর 'রাধা' 'রাধা' জপ করিতেছে। ১-২

কুশল জিজ্ঞাসা করিতে (তাহার) কলেবর অবশ হইল। (দীর্ঘ) নিঃশ্বাস ফেলিয়া শির অবনত করিয়া রহিল। তাহার (বিরহ) তাপ পর্বতের ন্যায় (ভারী) হইল; কে বলে যে মাধব নিঠুর? ৩-৪

তুমি যে সঙ্কেত-লিপি পাঠাইলে, তাহা হরি জোড় করে লইল। অর্ধেক পড়িতে অর্ধেক (চোখের) জলে মুছিয়া গেল। তোমার জীবন ধন্য ধন্য! ৫-৬

হরি গোকুল গ্রামের নিকটে আসিবে, আমি অনুমানে বুঝিলাম। দূতীর কথা শুনিয়া ধনি হরষিত হইল; কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন। ৭-৮

১০৪২

[৮৫৬ পদ দ্রষ্টব্য]

১০৪৩

হে সখি, বিশেষ করিয়া বল, মথুরা দেশ কি প্রকার? ১-২

সেই নগর (এবং তাহার) নাগরীরা কত গুণবন্ত, প্রভুকে মকরন্দ (পান করাইয়া) কে ভুলাইল? ৩-৪

শুনি নাকি প্রভু কুব্‌জীর সঙ্গে (মিলিত হইয়াছেন)। এমন কেহ নাই যে প্রভুকে কথা বুঝাইয়া দেয়। ৫-৬

কোথায় কাচ আর কোথায় কাঞ্চনের জ্যোতি! কোথায় ভেকের ডিম আর কোথায় গজমোতি! ৭-৮

কোথায় কমলদল আর কোথায় কেতকী ফুল! কোথায় কাক আর কোথায় কোকিল তাহার সমতুল্য? ৯-১০

বিদগ্ধ নাগর (বলিয়া ভাবিয়াছিলাম কিন্তু) অনুভব হয় যে সে দরিদ্র (বিদগ্ধ নহে)। (কারণ) কমলদল ত্যাগ করিয়া পঙ্ক ভক্ষণ করিল। ১১-১২

শেষের পংক্তির অর্থ বুঝা গেল না।—কুমড়ার ফুলে গোবরে পোকা যেরূপ নাগর? ১৩-১৪

১০৪৪

[৪২৯ দ্রষ্টব্য]

১০৪৬

(বোধ হয় পাঠ-বিকৃতি-দুষ্ট)

মনের আশ্বাস ব্যতীত (বিনা) মন (ইহাই) মধ্যে

করে (মনাই) যে আমি প্রিয়তমের বিলাস পাইব না। ৯-১০

১০৪৭

হে কৃষ্ণ, তুমি গুণবান্। আমি কুলক্ষণা (নিলখ? =হতভাগিনী) আমার প্রতি অবধান কর। ১-২

চকোর যদি যেখানে সেখানে জল পান করে, (তাহা হইলে) দৈববশে চাঁদের আদর কমিয়া যায়। ৩-৪

ধুতুরার ফুলে যদি মধুকর কেলি করে, (তাহা হইলে দৈবের বিধানে মালতীর নাম দূরে যায়। ৫ ৬

কাকের শব্দ যদি আস্বাদ করে (ভাল লাগে) (তাহা হইলে), কোকিলের পঞ্চম নাদ দূরে যায়। ৭-৮

১০৪৮

প্রেমের রীতি ও চরিত্র মন্থর হইল। নির্ধন পিপাসা ত্যাগ করে না। আদর অলক্ষিত (অপ্রাপ্য) হইলে জীবনও চঞ্চল হয়। তোমার শ্রীচরণই ভরসা। ১-২

নিজের আশার অঙ্কুর যখন সুন্দর হইয়া উঠিল, তখনই প্রাণ আকুল হইল।

তখন পরচিত্ত বিধিরও বাধা (অবশ) হইল, রূপ ভাবিতে জ্ঞান (নিয়োজিত হইল)। ৩-৪

সুন্দরি, রীত চরিত্র (সব) অন্য (অন্যরূপ) হইল। এখন হইতে দিনের শঙ্কা করিয়া রাখে। বিদ্যাপতি অন্য (রূপ) কহিতেছেন। ৫-৬

১০৫৩

হে সখি, দৈবের গতি দুর্বার। চাতকের আশায় বিধি নৈরাশ্যের বাধা দিল, তাহাতেই অধিক দুঃখ। ১-২

নবঘন দেখিয়া পিপাসিত হইয়া আনন্দে অম্বুজ-চঞ্চু প্রসারিত করিল। প্রথমেই দারুণ করকা-বর্ষণ হইল, তাহাতে চঞ্চু ভাঙ্গিয়া গেল। ৩-৪

ইহা পূর্বের পাপের (পাবক) ফল বুঝিব। তবু প্রাণ বাহির হয় না। ৮

১০৫৪

বরজীবনঘাতী কৃষ্ণ আসিল। ২

১০৫৬

কানুকে কর জোড় করিয়া এই সংবাদ কহিবে, আমার প্রেম-অঙ্কুর বিফল হইল। ১-২

রাধা ভাবের ভ্রমে মলিন (আশায় আশায় যে প্রেম-ভাব পোষণ করিতেছিল, তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ম্লান) হইয়াছে। হে মাধব, তুমি (সেই) প্রেম ব্যর্থ করিয়া বাধা (বিপত্তি) ঘটাইও না। ৫-৬

এখনই প্রিয়তম বশে আসিবে। (এই আশায় রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম)। ৭

আমি সেই নবীন প্রেমে ভুলিয়াছি। (কারণ মনে করিয়াছিলাম) সুপুরুষের বচন পাষাণের রেখা (তাহারই মত অটল)। ৯-১০

১০৫৭

হে নন্দি, আজ ভবানী অতিথি। হে মা, বসিবার জন্য বাঘ ছাল আনিয়া দিলাম। ১-৪

ঘরে সম্পত্তি নাই, গোরস ঘৃত নাই, মাগো, কোন্ ভরসায় অতিথি আনিলে? ৫-৬

হর মালা লইয়া ধ্যান ধরে। অতিথি প্রথম সন্ধ্যায় ভোজন করে। ৭-৮

ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া সামান্য সামগ্রী ছোট কাঠের পাত্রে (তামা) আনিলেন। এই এক ব্যাপার দেখিয়া পড়শীরা হাসিতেছে। ৯-১০

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, ভবানি শুন, এইরূপ অতিথি (যেন) নিত্য দিন (প্রতিদিন) আসেন। ১১-১২

১০৫৮

[৯২০ পদ দ্রষ্টব্য]

ওগো মা, যোগী ভিক্ষা লয় না, মুখেও কিছু বলে না। ২

যোগী ভ্রমণ করিতে করিতে ধ্যান ধরে। ৩

এখনি গৌরী হাসিতেছিল, যোগীর মুখ দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ৪-৫

কেহ বলে, যোগীকে বাঁধিয়া নাচাও। ৭

এ যোগী নহে, ত্রিভুবনের দাতা হন। ৯

১০৫৯

গৌরী কাহার উপর রাগ (ঔরী) করিবে? বর হইল তপস্বী ভিখারী। হে মা, হিমগিরির উপর বাস করে, একটি ঘর নাই, আপন পরিবার (স্বজন) কেহ নাই। ১২

বালিকা কুমারী, রাজদুহিতা ঋষির (হিমালয়ের) জীবন-আধার। সে গৌরী বিপত্তি হইলে কি প্রকারে কাটাইবে? কে তাহার মুখ চুম্বন করিবে (আদর সোহাগ করিবে)? ৩-৪

ফুলেল তৈলে কেশ বনায়, আরও অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করে,—সেই গৌরী কেমন করিয়া ভস্মে লুণ্ঠিত হইবে, প্রতিদিন ভাং কুটিবে? ৫-৬

১০৬০

হে গৌরি, তোমার অঙ্গনে বড় আশ্চর্য দেখিলাম।

একদিকে সিংহ ব্যাঘ্র হুড়াহুড়ি (করে), অন্যদিকে বলদ আছে, সেও খর্বকায় (বৌনা—বামন) ৩-৪

কার্তিক গণপতি দুই ছেলে, একজন ময়ূরের উপর চড়ে, আর একজনের বাহন—মূষিক। ৫-৬

(আমি) তাহার আঙ্গিনায় গেলাম কিছু ধার চাহিতে। (দেখিলাম) সম্পত্তির মধ্যে মাত্র ভাং ঘুটিবার দণ্ড। ৭-৮

আপনার ভাগে সে খেতী (কৃষিকার্য) করে না। অথচ জগতের দানী ত্রিভুবনের (নাথ) হয়। ৯-১০

বিদ্যাপতি কহেন, উগনা শুন, দারিদ্র্য হরণ কর, (আমি) শরণ লইলাম। ১১-১২

১০৬১

হে হর, আমি বুঝিতে পারিলাম না, তোমার দরবার বড় কঠিন। নিরাশ্রয় হইয়া আমি তোমার শরণ লইলাম। ১-২

দুর্বল জানিয়া আমাকে ভুলিয়া গেল। শিব ভাং খাইয়া বিভোর হইয়া শয়ন করিল। ৩-৪

সেইজন্য দিন দিন আমার দুর্গতি হইল। সিংহেশ্বর নাথ আমার দাতা, তাঁহার সেবা করিয়া আমি সনাথ হইলাম। ৫-৭

আপন সেবকের ক্লেশ দূর কর। ৯

১০৬২

সোনার ডালি (ছোট ডালা) প্রসারিত করিল। তাহাতে নয়না যোগিনীকে দয় করিয়া আনিলাম। সেই নয়না যোগিনী কি প্রকারে আসিল?—সকল যোগিনী মিলিয়া তাহাকে আনিল। ১-২

হেমন্ত (হিমালয়) পশুপতিকে বর আনিল, সে দৃঢ়মতি কিছুই বলে না। ৩-৪

'শুভ', 'শুভ' বলিয়া সকলে বল। গৌরী (যেন) হরকে বশ করিয়া রাখে। ৫-৬

১০৬৩

হে সদাশিব, আমি এখন বাপের বাড়ী যাইব। প্রতিপদ তিথিতে আমি যাত্রা করিব, দ্বিতীয়াতে গমন করিব। তৃতীয়াতে পথেই কাটাইব, চতুর্থীতে (নয়নে) কাজল লাগাইব। ১-৩

পঞ্চমীতে অঙ্গে চন্দন লাগাইব, ষষ্ঠীতে বেলতরুতে যাইব (ষষ্ঠীর বোধন)। সপ্তমীর প্রাতে নবপত্রিকার সঙ্গে ভক্তের ঘরে আমি আসিব! ৪-৫

অষ্টমী-দিনে মহাপূজা, নিশিতে বলি গ্রহণ করিয়া ভক্তকে জাগাইব। নবমীতে ত্রিশূল পূজা এবং বহুপ্রকার বলি চড়াইতে বলিব। ৬-৭

সেবককে নবনিধি দিয়া দশমীতে কলসী (ঘট) উঠাইতে বলিব। বিদ্যাপতি-জননী শিবকে বলিলেন পুনরায় আপনার গৃহে আসিব। ৮-৯

১০৬৪

[৮৪১ পদ দ্রষ্টব্য]

১০৬৫

বারে বারে গগনের তারা গণিতেছ (অভিসারে যাইবার সময় হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছ)। যেন তোমার উপর দেবতার কুদৃষ্টি পড়িয়াছে। ৫-৬

অঞ্চলে সোনার ঝলক দেখিতেছি। (আঁচলে সোনা বাঁধা থাকিলে তাহা লুকানো যায় না)। তোমার কলেবর (অঙ্গ) প্রেমের সাক্ষী দিতেছে (প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে তুমি প্রেমে পড়িয়াছ)। ৯-১০

বিদ্যাপতি বলেন, একথা নিশ্চিত যে গুপ্ত প্রেম বড় বিষম। ১১-১২।

[এই পদ জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।
তার ভাবে যদি এমন জ্ঞান।
জ্ঞান দাস বলে কেন না মান॥]

১০৬৮

[৪৭১ পদ দ্রষ্টব্য]

১০৬৯

[৭৯২ পব দ্রষ্টব্য]

১০৭০

[এই পদের প্রথম দুইটি কলি গোবিন্দদাসের একটি পদে পাওয়া যায়।]

[চালের চালু হইতে একগাছি কুটা (খড়) লইয়া প্রিয়জনের মস্তকে ঠেকাইয়া আলাই বালাই ঝাড়িয়া ফেলিবার রীতি ছিল]। ২

শব্দসূচী

অ

শব্দ	পদ সংখ্যা	শব্দ	পদ-সংখ্যা
অইপন—আলিপনা	৬১৫	অগর—অগুরু	২৯৪
অইলিহু—আসিলাম	৪৮৫	অগহন—অগ্রহায়ণ	৭২৪
অইসন—এইরূপ,	১১৬	অগারি—অগর্ভীব	৮৭০
অও—আর	৫৯	অঁগিরি—অঙ্গীকার করিয়া	৫৩৫
অওক—অপরে	৩	অঁগিরিঅ—অঙ্গীকার	১২৮
অওকাদিস—অপরদিকে	২৯২	অগুআইলি—অগ্রসর হইল	১২৬
অওকে—দ্বিতীয়তঃ	১৬৪	অগুআন—অগ্রসর	৭৯
অওতাহু—আসিতেছে	৫৫৪	অগুসর—অগ্রসর	৭৫০
অওধ—অবনত	১৫০	অগে—হ	২৩১
অওঁধা—উপুড়করা, নতমুখ	৭৪	অগেআনি—অজ্ঞানা	৪৮
অএলাহু—আসিলাম	১২	অগেআন—অজ্ঞান	৮১
অএলিহু—আসিলাম	২৯৮	অগোরল—আগুলাইল	৪৮
অঁএঠ—এঁঠো, উচ্ছিষ্ট	৫৬২	অগোরি—অজ্ঞান	৯০৮
অএবা আসিবার	৮০৪	অগোরি—জড়াইয়া	৮৭৭
অকথ—অকথ্য	১০৯	অঘাএ—তৃপ্ত হয়	৭১৫
অঁকম—হৃদয়	৩১৯	অঙ্কম—বক্ষ	৭২৪
অকামিক—আকস্মিক	২	অঙ্কমে—অঙ্গে	৮০৭
অকাস—আকাশ	৩৫	অঙ্গনবাঁ—অঙ্গন	৮০২
অঁকার—অঙ্গীকার	১০৩৮	অঙ্গিত—ইঙ্গিত	৬৭৭
অকারা—আকার	৬৯	অঙ্গিরএ—অঙ্গীকার করে	৪২০
অঁকুরল—অঙ্কুরিত হইল	৫৯৯	অঙ্গত—অঙ্গত	৯৭২
অকুঁরাই—আকুল	১০২৫	অচেতত—অচতুর	১০৬
অকুসী—আকর্ষী	৯৫৭	অছ—আছে	৯৭
অকেলি—একাকী	৯৩৯	অছল—ছিল	১৪৭
অখনতে—এখন হইতে	১০৪৪	অছলহু—ছিল	৪২০
অখাঢ়—আষাঢ়	৭০৬	অছআ—হইয়াছি	২২

	পদ-সংখ্যা
অছইত—থাকিতে	৯৫
অছলাহ—ছিলাম	৬০৫
অছি—আছে	৭০
অছিকহু—হইলেও	৪৪৫
অছিলেলে—লইয়া আছি	৩৯৭
অছুহ—হইয়াছে	৭২৬
অছোড়ি—ছিনাইয়া	১৬৭
অজয়—অপরাজেয়	১০৩৭
অজর—সুন্দর	৬৪৯
অজগুত—আশ্চর্য	১০৬০
অজুগুত—অযুক্তি	৩৫৪
অঞান—অজ্ঞান	৪৯৯
অতএ, অতে—এই জন্য	৩০, ৮২
অওকা—অপর	৮১৪
অতাপে—আতপে	৩৭০
অতোল—অতুল	২৩৩
অথ—অস্ত	৪১
অথাহ—অথৈ	২৮২
অথিক—হয়	৬০
অথিরক—অস্থির-চিত্তের	১১৩
অদকাঁছি—আতঙ্কে	১৫৩
অদবুদ—অদ্ভুত	১২০
অদরও—অর্দ্ধও	৫০৫
অদিগ—অপথ	৭৭৮
আঙ্গ—আজ	৭৬৮
অধঙ্গ—অর্দ্ধাঙ্গ	৯২৬
অধরাও, অধরাঞে—অর্দ্ধ	৮, ৪৫০
অধরাহু—অর্দ্ধেকের	৮৭৪
অধারী, অঁধারা—অন্ধকার	৩৫, ১২৬
অধরু—ধরিল	৫৬৫
অধার—আধার	২৪৫
অধিকাএ—অধিক হয়	২৪
অধিকাওল—বাড়িল	৭৩৯
অনইত—অনায়ত্ত	৭৪
অনকর—অপরের	৭০১
অনত, অনতএ—অন্যত্র	৫৫, ৮০২
অনপানি—অন্নজল	৩১১
অনবধি—অবধিশূন্য, সীমাহীন	৫৫৯
অনমনি—অন্যমনস্ক	১৯৬
অনরুচি—অন্যরূপ	৩৯৯
অনলহু—আনিলেও	১৭৯
অনহদ—অদ্ভুত	৯৬৩
অনহিত—অহিত	৮১০
অনহু—অন্য	৫৩১
অনাইতি—অনায়ত্ত	২৬৬, ৫৭১
অনেকবই—অনেকের	৭২১
অনেআই—অন্যায	৩২৬
অনূপ—অনুপম	১৫০
অনাএত—অনায়ত্ত	৪৬২
অন্তুগ—অন্যস্থানে	৭২৩
অন্ধবা—অন্ধ	৫২৬
অন্ধাওলুঁ—অন্ধ করিলাম	৬৬১
অন্ধিয়ার—আঁধার, অন্ধকার	২৫২
অনুগতি—শরণাগতি	১
অনুবন্ধ—সম্বন্ধ	৫১১
অনুবোধি—বুঝাইয়া	১৫৬
অনুমাপব—বুঝিবে	৬২৩
অনুমাপিএ—অনুমান করি	১৯০
অনুরঞ্জব—প্রীতি সম্পাদন করিবে	৫১৬
অনুরত—অনবরত	২৬৮
অনুরাগল—অনুরাগযুক্ত	৪৮৬
অনুলেহ—অনুরাগ	৭৪৮
অনুসএ—আশয়	১১৮
অনুসঙ্গ—প্রসঙ্গ	৮২
অনুসন্ধ—অনুসন্ধান	৪২১
অনুসরঈ—অনুসরণ করে	৫৪

শব্দ—অর্থ	পদ-সংখ্যা
অপগুণ—দোষ	৩৭৮
অপঝম্প—আকস্মিক আঘাত	৬৮৫
অপাত—পত্রশূন্য	৭১৪
অপতোষ—নিন্দা	৬৭৪
অপথহুঁ—অপথেও	৩৭৪
অপদ—অস্থানে	১৪৬
অপনক—আপনার	৭৩
অপনয়ঁ—নিজের	২৫৫
অপ্পএ—অর্পণ করে	১০৯
অপ্পন—আপনার	১৩৬
অপরূব—অপূর্ব	৫৪৩
অপনাওল—আপন করিলাম	৯৫৯
অপর—পশ্চিম	১০১২
অপরাধহু—অপরাধের	১০১৭
অপুরুব—অপূর্ব	৩১
অব—এখন	৮১৩
অবইত—আসিতে	২৩
অবগুণ—অপগুণ, অগুণ	১৯৬
অবকে—এখন	৪৪০
অবগাই—অবগত হইয়া, অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়	৩৭৭, ৫০৮
অবগাস—নিন্দা	৬৯১
অবগাহে—জানে	৮৭১
অবগাহ—নিমজ্জিত, দৃঢ়	৫১১, ৯৬৬
অবগাঢ়ি—নিশ্চিত	৫৩৭
অবগুন—অপগুণ, দোষ	৩৬৩
অবথ—অবশ	৭৭৮
অবল—বলহীন,	১৮৭
অবলেপ—গর্ব্ব	৫০২
অবর—আর	৯৬৮
অবরু—আর	৬০৮
অবধারি—নিশ্চিত	৭০
অবধি—নির্দিষ্ট সময়	৮৯২
অবলম্বলি—অবলম্বন করিলাম	৪৮৭
অবসউ—অবশ্য	৫১৯
অবসন—অবসন্ন	২৯২
অবসাদ—পরাজয়	৩২৩
অবসাদল—অবসন্ন হইল	৪১
অবসেখি—অবশেষ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে	১৪৭
অবশেখে—স্নান	৮৫৮
অবহি—এখনি	৩৭
অবহু—এখনও	৪৪
অবাট—অপথ	৩৯০
অবিঘিনে—অবিঘ্নে, নির্বিঘ্নে,	২৫২
অবিসেখে—নির্বিশেষে	৩১৯
অবুধ—বুদ্ধিহীন,	১৭৪
অভরন—আভরণ	৩৮০
অভাগনী—অভাগিনী	৬০২
অভাগী—অভাগ্য	৪১১
অভিভব—পরাজয়	১২৪
অভিলাসত—অভিলাষ বশে	৮৫
অভিসঙ্গ—মিথ্যা অপবাদ	৩০৩
অভিসক—অভিসার কর	১০০
অমরখে—অমর্ষে, ক্রোধে	৪৮৯
অমরখ চাতি—অমর্ষ-বশতঃ	৩২৫
অমিল—অমূল্য	৭৩
অম—মা	৯৪৯
অমিকর—অমৃতকর, শিবসিংহের মন্ত্রী	৩০৪
অমড়াক—আমড়ার	১১৩
অমোল—অমূল্য	১৯৭
অয়াণী—অজ্ঞানী	৪৫৩
অরাজা—অজগর	৯৩৯
অরজল—অর্জন করিল	৮৬৯
অরজী—প্রার্থনা	১০৩৪
অরতল—অনুরক্ত	৯৫
অরথ—অর্থ	২৯
অরথিত—উপযাচিত	৩৫২

শব্দ	পদ-সংখ্যা
অরস—মলিন	২৬২
অরসাএল—অঅসিত হইল	৩০৪
অরাধিঅ—আরাধনা করিতেছিস্	১৭
অরাহিঅ—আরাধনা করিবে	৪৪৫
অরু—আর	৪৪
অরুঝাঈ—জড়াইয়া	৬৬
অরুঝাব—জড়াইয়া যায়	৫৭৭
অরুঝায়ল—জড়াইল	৫৯
অলাপি—বলিয়া	৯৬
অলাপল—আলাপ করিলাম	৪০০
অলখিত—গোপনে	৮২৭
অলখক—অলক্ষিত	৮০১
অস—অচ্ছ, হইয়াছে	১১৮
অসক—অশক্য	৫৩৭
অসকসাহি—দুর্ণিবার	৭১৯
অসবৌলিহে—বুঝাইল	৪৪২
অসম্ভার—অবশ	৩৭৬
অসরেস—?	৭৮৭
অসহনি—অসহিষ্ণু	৪৪৬
অসয়ান—অচতুর	৭২৪
অসাধে—অসাধ্যকে	২৪২
অসাঢ়—আষাঢ়	৭২৬
অসিলাই—সঙ্কুচিত	২৩২
অসিলাএ—ম্রিয়মান, শুষ্ক	৪০২
অসিলাএল—ম্রিয়মান হইল	৩৬৮
অসোয়াসে—আশ্বাসে	৩১৯
আইতি—আসিতে	২৩৯
অহীর—আভীর, গোপ	২৫
অহীরনি—গোয়ালিনী	৪১৬
অংগিনিঅ—অঙ্গীকার করিও	৪৯৪
অএলহুঁ—আসিলাম	৩২৪
অরাধ—আরাধ্য	৮১৭
অরাধএ—আরাধনা করিতে	৯২৮
অতএ—অতএব	১৩৮

—৫—

আ

শব্দ	পদ-সংখ্যা
আই—আজি	৪১
আইত—আসিতে	৯৩০
আই তাঁ—আজিত	৯৪১
আইতি—আয়ত্ত	১৭৮
আয়তি—(১) আসা, (২) আয়ত্ত	১৬৮
আইলি—আসিলে	২৫০
আইলিছইহি—আসিয়াছে	৯২৩
আউতি—আসিতে	২৩৬
আউতি—আসিবে	৪৩৪
আউধ—অধঃ	৪১
আউল—আকুল	১১৪
আএ—আসিয়া	৫৮
আএল—আগত	৩৬৪
আও—আর	৪১৭
আওত—আসিবে	৫০৪
আওন—আসিবার	৭০২
আওব—ভবিষ্যৎ	৪১৭
আওর—আর	৪

	পদ-সংখ্যা
আক—আকন্দ	৯২৯
আকট—কঠিন	৫৯৬
আখর—সঙ্কেত	৫৭০
আখিতোঁ—চক্ষুতে	৬০৬
আগর—অগ্রণী শ্রেষ্ঠ	১৭০
আগর—শ্রেষ্ঠ	২১৭
আগরি—অগ্রগণ্য	৭০
আগি—অগ্নি	১১৪
আগিল—অগ্রগামী, পূর্ব্ববর্ত্তী, ভবিষ্যতের	৬৮৪
আগিহি—অগ্নি	৮০৪
আগূ—আগে	৩২৫
আগী—অগ্নি	১২
আগু—ভবিষ্যৎ	৫৪০
আগে—ওগো	৯৫০
আঙ্গ—অঙ্গ	৫৭৭
আছলি—ছিলে	৯১
আছত—অক্ষত	৯৬৮
আজু—আজ	২৫৩
আজুরি—অঞ্জলি	৭৬৯
আডমুরে—আড়ম্বরে	৯২৭
আড়েহু—আড়, তির্য্যক্	৩৬৪
আতি—আসিতে	৩০২
আত—রৌদ্র-দগ্ধ	৬৬৫
আতর—অন্তর	২৩৬
আথি—(অস্তি) হও	১৪৮
আদরি—আদর করিয়া	২৫৮
আধি—মনোদুঃখ	৮১১
আধেউ—অর্দ্ধও	৩৭০
আধো—অর্দ্ধ	১৫১
আধি—অর্দ্ধ	৩২৭
আন—অন্য	৮১০
আনওলে—আনাইলে	৩৪৬
আনত—অন্যত্র	৫৮৭

	পদ-সংখ্যা
আনথি—আনে	৯৭৭
আনবি—আনিব	২৩১
আনমতি—অন্যরূপ	৯০৭
আনী—আনা	২৯৯
আনে—অন্যমনা	৯
আপএ—অর্পণ করে	২৯৪
আপল—অর্পণ করিলে	৩৪৭
আপি—অর্পণ করিয়া	১৭৪
আপু—আপনি	১০৯
আব—এখন	৮০৯
আব—আসে	৪৫৬
আবএ—আসে	১১০
আবওঁ—আসিব	২২
আবথি—আসে	৬২
আবহ—আইস	১০২২
আবহো—এস	৮০৪
আবি—আসিয়া	৬৭২
আবিঅ—আইস	৪৯৪
আবে—আসে	৭৩২
আবে—এখন	১০
আমোদঈ—আনন্দ পায়	৮৩৩
আরত—আর্ত্ত	৪৭৮
আরতি—প্রার্থনা	৬৫৭
আরতি—অনুরাগ	১৪২
আরম্ভ—গর্ব্বের সামগ্রী	৪০১
আরম্ভা—মূল	১৪৭
আরাহিঅই—আরাধনা কর	৩২৭
আরি—আলবাল	৫৬৪
আলি—আড়	৪
আলিঙ্গতি—আলিঙ্গন করে	৩৮৮
আস—আশা	২১৬
আস—আস্ত	২২০
আসতি—আস্থা, আদর	৫০৭

	পদ-সংখ্যা
আসহি—আশাতেই	৮০৩
আসা—আস্ত, মুখ	৭৬৬
আসায়ে—আশাতে	১১৬
আসিন—আশ্বিন	৭২৬
আস্বয়াদ—আস্বাদ	১০৪৭
আহ—আহা	৫৯৮
আহি—হইলি, আছিস্	৪৩৮
আহি—কেই	৯২০
আহি—নিকট	৮৬১
আহু—ও	৯৪৫
অছোরসি—কাড়িয়া লয়	১২৫
আন্ধরি—অন্ধ	১০২২
আঁউগি—উপুড় হইয়া	৩৮৫
অঙ্কম—আলিঙ্গন	১৬৭
আঁকম—অঙ্ক	১৬৪
আঁকম—আলিঙ্গন	৫৭৭
আঁকুর—অঙ্কুর	৩
আঁকুস—অঙ্কুশ	২৩১
আঁগ—অঙ্গ	১৩২
আঁগন—অঙ্গন	৯৬০
আঁচর—অঞ্চল	২২
আঁজন—অঞ্জন	৮০৯
আঁজব—রঞ্জিত করিব	১০৩২
আঁজল—অঞ্জন	৯৫৯
আঁজলি—অঞ্জলি	৯১৯
আঁজি—রঞ্জিত করিয়া	১২৪

ই

	পদ-সংখ্যা
ইছ—ইচ্ছা করে	১০৯
ইজোরিএ—উজ্জ্বল	৮৭২
ইথি—ইহার	৮৬
ইথি—বা	৯২৩
ইথী—ইহাতে	১২৫
ইথে—জন্য	৮৪৫
ইন্দিঅ—ইন্দ্রিয়	৭৫৪
ইপোসি—উপবাসী	৯৪৫

ঈ

	পদ-সংখ্যা
ইসর—ঈশ্বর	৯৩১
ঈ—এই	৬৬
ঈথিক—এই হয়	৯৩৩
ঈথিকা—ইনি হইতেছেন	৯৬৯
ঈঁদ—ইন্দ্র	৯৫৩

উ

	পদ-সংখ্যা
উকট—ফাটিয়া যায়	৫২৬
উকাসী—কাস	৮৩৯
উকুতি—উক্তি, সম্মতি	২১৩
উখড়ি—ফুটিল	১৬৭
উগ—উদয় হইও	২৭৭
উগঅ—উদয় হইতেছে	৭৩০
উগইতে—উদয় হইলে	৬৮৭
উগও—উদিত হউক	৫৩৬
উগত—উদিত	২৯৭
উগথিক—উদয় হইয়াছে	৬২
উগথু—উদয় হউক	৮১০
উগন—উলঙ্গ	৯১১
উগন্ত—যাহা উদয় হইতেছে	২৬৬
উগল—উদিত	৬৭৪
উগলছথি—উদিত হইল	৮৬৩
উগরাস—গ্রাসমুক্ত	২৩৩
উগলাহ—উদয় হইল	৮০৪
উগারি—অঙ্গলেপন	৫৩৭
উগি—উদিত হইয়া	৪৪
উগিগেল—উদয় হইল	১৬১
উগিতহি—উদিত হইতেই	৪১
উগিলল—উদ্গীর্ণ করিল	২৬৩
উগুতি—উক্তি	৭২৮, ৫৪২
উঘরি, উঘারি—খুলিয়া	৭২৮
উচাট—উচ্চাটন	৭২৪
উচরইত—উচ্চারণ করিতে	৩৪৯
উচ্ছব—উৎসবে	১০০৭
উছাহ—উৎসাহ	২১৭
উজর—উজ্জ্বল	৩২৪

	পদ-সংখ্যা
উজোরল—উজ্জ্বল হইল	৪২৯
উজোরিযা—উজ্জ্বল	৮০২
উজোর—উজ্জ্বল	২২৯
উজিয়ায—যোগ্য হয়	৮৩১
উজোতে—উজ্জ্বল	৬১৩
উজাগর—উজ্জ্বল	৬০৯
উজিআই—শোভা পায়	৩৮৭
উজিয়ারা—উজ্জ্বল	৪৮১
উঠবহ—উঠাও	৯৭৭
উঠাএত—লইয়া যাইবে	৯৬৬
উডএ—উড়িতে	১১
উড়িআঁত—উড়িযা	১০১৭
উড়িযাই—উড়িযা	৭৫৭
উতঙ্গ—উত্তুঙ্গ	৫৯৭
উতপত—উত্তপ্ত, অস্থির	৭৭৬
উতপতি—উৎপত্তি	৯১১
উতরো—উত্তর	৩৯৭
উতাপএ—উত্তপ্ত করে	৭২২
উতাবর—খুলিব	২৬৬
উতারল—খুলিল	৫৭৫
উতারি—খুলিয়া	৫৮৪
উত্তিম—উত্তম	৩৮৫
উতিতেও—উদিত হইয়া	৭৫৪
উথল—উথলিল	৬৯৬
উদগতী—বিপদ	৯৬২
উদঘট—প্রকাশ	৩০৪
উদধিতনয়া—লক্ষ্মী	৯৫০
উদন্ত—বার্ত্তা	৭৮৫
উদবেগল—উদ্বিগ্ন	৮৬৫

	পদ-সংখ্যা
উদমতী—উন্মত্ততা	৯৩৩
উদসল—প্রকাশ হইল	৩৬
উদাস—উদ্ঘাটিত, নগ্ন	৫৬৬
উদাসি—নীরস	১০৮
উদিতহুঁ—উদিত হইয়াও	৮৪৩
উদেস—উদাস, শিথিল	৩৬
উদেসে—অনুসন্ধান	৯৩০
উধমতি—উন্মত্ত	১১৫
উধলল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া	২৪৭
উধসল—আলুথালু হইল	১৮৩
উধসি—আলুথালু	৮৪৫
উধসু—আলুথালু,	২৬০
উধার—ধাব	২১৮
উধার—উদ্ধার	৯৬৬
উনমত—উন্মত্ত	৯৮
উনমতিআ—উন্মত্ত	৫৯৫
উপগত—উপনীত	৯২৩
উপগতি—উপস্থিত, নিকটবর্তী	৪৯৯
উপচর—শান্তি	৩৯২
উপচরব—উপশম হইবে	৭৬০
উপচারহু—উপচারেও	৭১৪
উপচারা—ব্যাপার	৮৪৫
উপচিত—বর্দ্ধিত	৪১০
উপজএ—উৎপন্ন হয়	৪৮০
উপজওল—উৎপন্ন করিলে	৫২৪
উপজত—উৎপন্ন হইবে	১৪৬
উপজল—উপস্থিত হইল	৫১
উপজল—উৎপন্ন হইল	৫
উপজলি—সমুৎপন্ন	৪১০
উপজাইঅ—উৎপন্ন করা যায়	৪২৪
উপজাওব—উৎপন্ন করাইবে	৪৩৯
উপজাএ—উদ্ভাবন করিল	৬৭৪
উপজাব—উৎপন্ন করে	৭১৪
উপজাবতি—উৎপন্ন হয়	২১৬
উপজু—জন্মিতেছে	১০১
উপতাপ—পীড়া	৩৮১
উপদেসো—উপদিষ্ট	৭২১
উপনত—উপনীত	৮২০
উপমিঅ—উপমিত হয়	৩৫৭
উপরাগে—ভর্ৎসনা	৭২১
উপজায়ব—সন্দেহ করিবে	৮৪৫
উপাতি—অত্যন্ত সম্মান	২১৮
উপাধি—রোগের লক্ষণ	৭৮৩
উপাম—উপমা	৩০
উপারএ—উৎপাটন করিতে	২১৭
উপেখি—উপেক্ষা করিয়া	৯৪
উবটন—অঙ্গরাগ	১০৩৯
উবটি—ফিরিয়া	১০
উবর—মুক্ত হয়	৭২
উবরল—উদ্বৃত্ত হইল	১০১
উবরি—ফিরিয়া	২০২
উবরি—মুক্ত হইয়া	৫২৬
উবানি—উল্টাকথা	৯২৫
উবেলি—উদ্বেলিত	৮৩০
উভরি—উদ্বেলিত হইয়া	৩৯৯
উমগল—ছুটাছুটি করিয়া	৯৪৩
উমগল—দ্রুত	৩৮১
উমগি—ফিরিয়া	৩৯
উমত—উন্মত্ত	২৩
উমত ওলা—উন্মত্ত করিল	৯৩৫
উয়ল—উদিত হইল	১২০
উরঝাই—জড়িত	৮৮৩
উলটাওল—উলটানো, উপুড় করা	২৫০
উলসন্ত—উল্লসিত হইল	৬১৪
উলাস—উল্লাস	৭৩৮
উষসি—দীর্ঘনিশ্বাস	৮৯৬

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
উসরত—ফুরাইয়া যাইবে	২২৮	উসসি—ঘন	৮৪৫
উসরি—লুপ্ত হইয়া	৪৮৩	উসসি—দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া	৭৭৮
উসম—গ্রীষ্ম	৭০২	উসাস—অবসর	৯৪৫

ঊ

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
ঊঅল—উদিত হইল	৩৪	ঊচল—উচ্চ	৫১
ঊগল—উদিত হইল	৫৯	ঊর—ওর, শেষ, সীমা	২০২

ঋ

	পদ-সংখ্যা
ঋষিরানি—ঋষি-পত্নীগণ	৯৫৫

এ

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
একল—একাকী	২১১	এহন—এইরূপ	৪৬৭
একসর—একেশ্বর	৩৬৮	এহনা—এমন	৫৩৩
একসরি—একেশ্বরী, একাকিনী	১২৬	এহনি—এমন	৭০
এতবহি—এইমাত্র	৮০৪	এহিতহ—ইহা হইতে	৫৭৪
এতবা—অথবা	৫১১	এহুঁ—এই	২০৮
এতবা—এত	৫৩৬	এহে—এখানে	৯১৯
এতবাএ—এইমাত্র	৭৫৭	এহে—ওহে	৪৫৪
এতহি—এই দিকেই	৯০	এড়াওলি—ঘৃণায় ত্যাগ করিলি	৪৪৯
এতি—এইরূপ	৯৫৩	এঁ—এদিকে	৮০৪
এতএ—এখানে	১২৫	এঁ—এই	২২

ঐ

	পদ-সংখ্যা
ঐঠঁ—এঁঠো, উচ্ছিষ্ট	২২৮
ঐপর্ন—আলিপনা	৯৬৯
ঐবহু—আসিবে	১০০৫
ঐরি—অরি	৮৫২
ঐলাহু—আসিলাম	৯৪৪
ঐলিহু—আসিলাম	১২৯
ঐসন—ঐ প্রকারে	২৪১

ও

	পদ-সংখ্যা
ওঙ্গ—অঙ্গ	৭১৫
ওছাইঅ—বিছাইয়া	৪০২
ওছাএ—বিছাইয়া	১০৩১
ওছাওল—বিছাইল	৪০৬
ওছাওন—বিছানা	২১৮
ওছী—ভাল	৬১৩
ওজ—ছলনা, আপত্তি	৫৯০
ওড়ল—চাঁড়িল	৮৭৩
ওড়—সীমা	২০৭
ওড়এ—আচ্ছাদন করে	৯৭২
ওঢ়ন—আবরণ	৯৬৩
ওঢ়নী—ওড়না, উত্তরীয়	৪৭২
ওঢ়াবে—পরিধান করায়	৯৭২
ওত—অন্তর্ব্যাপী	৬০৬
ওত—অন্তরাল	৩৩৮
ওতএ—ইহার পর	৭৬৪
ওতএ—ওখানে	২৪২
ওতে—গোপন, অন্তরাল	২৯৭
ওতহি—অন্তরালে,	৪৬২
ওতহু—ঐখানেই	৬৯৩
ও ভরে—ওদিকে	২৬৬
ওর উপর	৮৪১
ওর—সীমা	১৫
ওল—শেষ	২৪
ওহি—উহার	৩০৬
ওহও—সে	৩০৬
ওহুও—সেও	৪৪৭
ওহয়—ওই	৬৪৮

ঔ

	পদ সংখ্যা
ঔখধ—ঔষধ	১৩৯
ঔঘট—আঘাটা	১২৭
ঔটি—উবটি, ফিরিয়া	৪০১
ঔয়ো—আর	৮৪০

ক

	পদ-সংখ্যা
কই—করিয়া	২৬৭
কইতবে—ছলনা পূর্বক	৪৪৫
কইএ—কখনও	১১৩
কইসে—কেমন	৮৩২
কউতুক—কৌতুক	১১৮
কউলতি—অঙ্গীকার	৪৪৪
কউড়ি—কড়ি	১১৮
কএ—করিয়া	২৭
কএকহু—করিয়া	৫১৭
কএল—করিল	৫৭
কএলহ—করিলে	৩৪৫
কএলহ—করিয়াছ	১৪৮
কএলহি—করে	১৭০
কএলাহে—করিয়াছিলেন	৮৭২
কএলি—করিলাম	৯৩৮
কওন—কি	৯৪৫
কওন—কে	৯৫
কওন—কোন	১০৪
কওনক—কাহার	৪১৩
কওনপরি—কোন উপায়	২৮০
ককন—কঙ্কণ	৩৬৩
ককর—কাহার	১৫
ককরহু—কাহারও	১০০৯
ককরা—কাহাকে	৮৪০
ককরানৈ—কাহাকে না	১০৩৭
ককে—কেন	২৬৭
ককেঁ—কেমন করিয়া	২৫৯
ককেহু—কেন	৪৩১
কঙ্গনা—কঙ্কণ	৯৩২

	পদ-সংখ্যা
কচ—কেশ	৪৯
কচুমাএল—কঞ্চুকিত	৮৩৯
কচোটা—কৌপীন	৯৩৪
কছু—কচ্ছপ	৯৫০
কঞ্চনে—কাঞ্চন দ্বারা	২২০
কঞ্চুক—কাচুলি	৫৬০
কক্রোন—কোন	২৪
কক্রোনক—কাহাকে	২৪
কট—প্রতিশ্রুত সময়ের অবধি	৬৮৫
কটাবলি—উপেক্ষা করিল	৪৭১
কটোরা—বাটি	৩০
কঠ—কঠিন	১৬৭
কতএ—কোথায়	২৩৬
কতও—কতক	১
কতনে—কত	১২
কতপরি—কেমন করিয়া	৫২০
কতহু—কখনও	২১৬
কতহু—কোথাও	১৪৬
কতয—কোথায়	২০৬
কতা—কত	১৮৪
কতি—কত	৬৬৮
কতিসয়ঁ—কোথা হইতে	৩৭
কথি—কেন	১৯১
কথিলএ—কেন	৬৮৯
কথিলা—কেন	৯৬৭
কথিলাগি—কিসের জন্য	৪৮৪
কদব—কদম্ব	৭০২
কনককেআ—কনকীয়া, কনকনির্মিত	১৯০
কনহা—কানাই	৫৮

	পদ-সংখ্যা
কন্ত—কান্ত	৩১
কন্দরে—স্কন্ধে	৭৭৭
কনিয়ার—তীক্ষ্ণ	২৬৫
কনিয়ালা—তীক্ষ্ণ	২৫০
কনেঠ—কনিষ্ঠ	৫৪
কপার—কপাল, মস্তক	৩৪৬
কপাল: —তপস্বী	৯১৯
কবহু—কখনও	৪৯
কবার—কবাট	৫৪২
কবি—ব্রহ্মা	২৫০
কমন—কে	১০০৮
কমন—কোন	৪৩৫
কমনজগ্রো—কেমনে	৪
কমনে—কোন	১৭
করইত—করিলে	২৩৭
করইলা—করলা	৪২৭
করউ—করুক	৩৫৬
করকঞ্জে—করপদ্মে	৫৪৯
করগ—দাড়িম্ব	২৪৯
করজ—হস্তলিখিত দলিল	৫৩৯
করজসাসন—নখাঘাত	৮১৬
করথু—করুক	৭১
করবহ—করিবে	১০৪
করবাল—তরবারি	৭১৮
করসয়ে—হস্ত হইতে	২৭৩
করাউবি—করাইব	৯২২
করিবা—করিতে	৩৩০
করিরদ—হস্তিদন্ত	৩৯৮
করুআরে—হা'ল	৯৫২
কলত্ত—কলত্র	৯৫৪
কলপএ—তুল্য বিবেচনা করে	১৮৮
কলয়কণ্ঠি—কলকণ্ঠি	৩০৯
কলাওক—কলঙ্ক	২৩২

	পদ-সংখ্যা
কলুখ—কলুষ	৮২৭
কলেব—কলাতুল্য	১০০৮
কলেস—ক্লেশ	৭০২
কসউটা—কষ্টিপাথর	১৯৭
কসটি—কষ্টিপাথর	৪৭০
কসনিকের—কসনী, নীবির	৭৯৮
কসনিডোর—কটি আঁটিবার ডোর	৫৮৫
কসল—কষিলে	১৯৭
কসমসি—যাতনা	৫৬২
কসি—কসিয়া, বলপূর্বক	১৫[illegible]
কসিকই—কসিয়া, বলপূর্বক	৬৪৯
কসৌটী—কষ্টিপাথর	২৭৬
কহ—কহিতেছে	৬১৮
কহএ—কহে	৯৩
কহইত—কহিতে	৪৮০
কহওঁ—কহিব	৭১৯
কহত—বলিবে	১৩২
কহবসি—কহিতে	৪৯৬
কহবা—কহিতে	৫৫৩
কহবি—কহিব	৯২
কহবিতু—কহিবে	১০৫৫
কহমে—আমি কহি	৮৩০
কহলক—কহিল	৩৯৭
কহলম—কহিলাম	১৩৯
কহলহ—কহিলে	২৫১
কহহিঁ—কহ	২২
কহাওসি—কহাও	৮৩৬
কহাঁসোঁ—কোথা হইতে	১০২৭
কহ্নাই—কানাই	২
কহি—বলা	৮২৬
কহিতহুঁ—কহিতে	৮৪০
কহিনি—কাহিনী	১০৮
কহিল—কথিত	৫৬১

	পদ-সংখ্যা
কহিলিও—উক্ত	৯২
কহিহহু—কহিবে	৪৩১
কহিহুন—কহিও	১০২৩
কহিয়া—কবে	৯৬১
কহু—কহিব	৮৪০
কহুঁ—কোথাও	৯৩০
কহৈছহু—বলিতেছ	৯৫৮
কহেৃয়া—কানাই	১২৭
কহৌ—কহিতেছি	৭২১
কয়—করিয়া	২২৪
কয়কঁ—করিব	১০৬৩
কয়কই—করিয়া	৭২৩
কয়তকি—কেতকী	১০৬১
কযলহু—করিয়াছিলে	২৩২
কয়লহ্ণি—করিলেন	২০১
কড়হার—নৌকার হাল	৭৭২
কাকু—কাকুতি	১৬৫
কাগদ—কাগজ	৪১৬
কাক্রি—কেন	২৮৭
কাজর—কাজল	৮০৭
কাজর—কার্য্য	৮১৬
কাট—কণ্টক	৩৯০
কাত—পার্শ্ব, অন্তরিত	৫৫২
কাতা—অস্ত্র বিশেষ	১
কাতি—কান্তি	১৮৪
কাতিক—কার্ত্তিক (মাস)	১০১০
কাদব—কর্দ্দম	৫২২
কানরা—কানাই	৫৮৬
কানলাগি—কানে কানে	৮৬৮
কানি—শক্রতা	৬২৫
কাপ—কর্প, কলম	৬৮২
কাবরি—কবরী	৭৭৮
কারনি—কারণ	৪০২

	পদ-সংখ্যা
কাদি—কাঁদিয়া	১৯২
কানি—কালো	১৭
কানি নাগিনী—কৃষ্ণ সর্পিনী	৬৮৬
কালী—কালীয়	৩৬১
কাসী—কাশফল	৮৩৯
কাহু—কেমন করিয়া	৬০১
কাহরকার—ভয়বাহক	৬০৬
কাহল—ঢক্কা	৪০৬
কাহি—কাহাকে	৭১৯
কাহু—কাহাকেও	৮৭১
কাহু—কাহারও	৭২৪
কাহে—কেন	৪৪৫
কাচ—কাছির করিয়া	৪৫১
কিএ—কি জানি	৩৯
কিএ—কেন	৪০
কিএদি—কেমন করিয়া	৪৫২
কিনএ—কয় করে	১০২১
কিবাড়—কপাট	১৫৪
কিমি—কেমন করিয়া	৯৬৯
কির, কীর—শুকপক্ষী	১৮০
কিরিতি—কীর্ত্তি	৩৮৪
কিরিসি—কৃষি	৯৩৮
কিলয়—কেমন করিয়া	৮৫৮
কিসান—পালক, কৃষাণ	৯১৮
কিয়—কেন	৪০৫
কীত—কৃত	৮৪১
কীদহু—কি, কিবা	৬৫০
কীধৌ—কি	৭৮৯
কীন—ক্রয় করা	২৬
কুঅ—কূপ	১৪২
কুগত—অশুভগত	২৫৩
কুগয়াঁ—কুগ্রামবাসী	১০৭৫
কুঞ্জ—কুচ	৬৮৬

খ

গ

	পদ-সংখ্যা
গহিও—গ্রহণ করিল	১০০৮
গহিআব—গড়াগড়ি দিতে লাগিল	৩৭৫
গয়েঁ—গেলাম	১০২৪
গঢ়লী—গড়িল	৬৬
গাউনী—গায়িকা	৬২১
গাএ—গোরু	২১৯
গাতা—গাত্র	৫৭
গাব—গায়	৭১
গাবথু—গান করুক	৮০৯
গারি—গালি	২৩৭
গাবিএ—গাহিও	৯৬৯
গাবিহ্য—গাহিতেছে	৪৯৩
গাম—গ্রাম, সমূহ	১৮২
গ্যাসদেব—গ্যাসউদ্দীন বঙ্গদেশের পাঠান রাজা	২৬১
গারি—নিঙ্ড়াইয়া	৭২৮
গারি—গুলিয়া	৫৩৭
গাড়ল—ফুটিয়া গেল	৩২৩
গাঢ়—কঠিন	৭০৬
গিম—গ্রীবা	৩৪
গিমসয়—গ্রীবা হইতে	৬৪
গিড়ল—গিলিল	৯৫৪
গীম—গ্রীবা	১৫৯
গুঞ্জর—গুঞ্জন করে	৬৭৭
গুজ্জর—গুর্জরী	৪০৬
গুঞ্জথু—গুঞ্জন করুক	৮০৯
গুঞ্জা—কুচফল	১৯৯
গুটিক—একটি	৪২৩
গুণমন্ত—গুণবান্	২১৮
গুণরসিয়া—গুণরসিক	৪৯৩
গুণ—গণিয়া	৭৩১
গুনপন—গুণপনা	৯২০
গুণসাহ—গুণরাজ	৪২২
গুনিগুনি—চিন্তা করিয়া	৮৯৬

	পদ-সংখ্যা
গুপাল—গোপাল	৭
গুপুত—গুপ্ত	৭৬
গুরু—অধিক	৯২২
গুরুবি—গুর্বী	৪৫৯
গূনিঅ—মনে হয়	১০২১
গূঢ়ীঅ—কঠিন	১০০৮
গৃম—গ্রীবা	৭৬
গেআঁন—জ্ঞান	১৪২
গেও—গেল	১৩
গেল চাহিঅ—যাওয়া উচিত	২২৮
গেলাহ—গেল	৬৩৭
গেলাহু—গেলাম	৫২৪
গেহ—গৃহ	২৩৯
গোঅএ—গোপন করিতে	১২০
গোঅব—ভুলিবে	৮১৬
গোঅর—অবিবেচক গোপ	১৭৪
গোআরি—গোপী	২৫
গোই—গোপন করিয়া	২০৩
গোএ—গোপন করে	৫৬
গোঙায়লি—কাটাইলে	৮৪৩
গোট—গুটি, একটি	১৫৪
গোদ—কোল (ক্রোড়)	১০২৩
গোপ—গোপন	৪৪৫
গোপত—গুপ্ত	৫০
গোপহ—গোপন করহ	১৩১
গোপহি—গোপন করিতে	৫৬৭
গোর—গৌর,	১৯১
গোরস—দুগ্ধ	৭
গোল—চক্র	৮৬০
গোসাউনি—গোস্বামিনী	১
গোহারি—নালিশ, দুঃখনিবারণের উপায়	৪৯৪
গোহে—হাঙ্গর	৯৪৪
গোড়হুক—পায়ের	১০২৫

	পদ-সংখ্যা
গোয়—গোপন করে	৩১১
গোয়ারী—গোয়ালী, গোপী	১২৯
গোয়ে—গোপন	২৩১
গুঁথলে—গাঁথিল	৩৭০

	পদ-সংখ্যা
গাঁঠ—গ্রন্থি	৪২৪
গাঁঠিতে—নীবিবন্ধের গ্রন্থিতে	১৭৭
গাঁসলি—শ্বাস গ্রহণ করিল	৮৫৮

ঘ

	পদ-সংখ্যা
ঘটক—ঘটের	৭৭০
ঘটনা –নির্মাণ	৬৬
ঘটাওল—কমাইল	১৯৭
ঘটাবহু—ঘটিবে	২১৬
ঘনন—মেঘসমূহ	৭২৬
ঘনসার—কর্পূর	৩৭৬
ঘরনী—দ্রৌপদী	৯৮২
ঘরমহি—ঘর্ম	৯৩
ঘরবা—ঘর	৮০০
ঘরিনিক—ঘরণীর	১০২১
ঘড়ি—ক্ষণ, কিছু সময়	৫৫৪

	পদ-সংখ্যা
ঘাটী—ন্যূন, ছোট	৪৯৮
ঘালি—বর্ষণ করিয়া	১০০৭
ঘুমাএল – ঘুরিয়া আসিল	২৫৯
ঘুমি—ঘুরিয়া	২৮৩
ঘোঘট—ঘোমটা	১০২৬
ঘোর—ঘোল	২১৮
ঘোরক—ঘোলের	১০১
ঘোরল—মিশ্রিত করিল	৯৫৭
ঘোরি—গুলি	৯৭৯
ঘোসসি – ঘোষণা কর	৪১৬
ঘোসিনী—গোপনারী	১০১

চ

	পদ-সংখ্যা
চঁউকি—চমকিয়া	৫৪
চউগুন—চতুর্গুণ	২১
চওদিস—চৌদিকে	৮০২
চওঁকি—চমকিয়া	৫৭৬
চকোরল – চকোর হইল	৬৫৮
চকেবা—চক্রবাক	৩৫

	পদ-সংখ্যা
চক্কা—চক্রাকার	৬০৬
চক্ক—চক্র	২৩৪
চক্কী—চক্রবাকী	৩০৯
চক্ক—চক্রবাক্	৩০৯
চকেব – চক্রবাক্	৬৪
চঙ্গিম—সুন্দর	১৯০

	পদ-সংখ্যা
চটাইল—তেলাকুচা ফল	৪২৫
চটাইয়—চাটিতেছে	৯৩৯
চড়লী—উচ্চ হইল	৪৪৫
চঢ়ইক—চড়িবার	৯৪৭
চঢ়বাএব—চড়াইতে বলিব	১০৬৩
চঢ়াবথি—লাগান	৯৪৭
চঢ়াবে—অর্চ্চনা করে	৯৭২
চতরিআ—চতুর	৪২৫
চতুর মাস—চাতুর্মাস্য	৭২৬
চতুরিম—ছলনা	২২৪
চন্দিম—শোভা	১২০
চননকেরি—চন্দনের	৮০২
চন্দন—চন্দল	৯২০
চন্দার—চন্দারি রাহু	২৭২
চন্দিম—জ্যোৎস্না	৯১২
চরচু—চর্চিত	৭৬
চরাবএ—চরায়	২১৯
চরীতে—প্রকারে	৮৪৫
চরৈতী—চরাইবে	৯৬৭
চল—চঞ্চল	৪৯৮
চললি—গিয়াছিল	৮৩০
চল চল—ঢুলুঢুলু	৮৪৬
চলাবসি—চালাইতেছিস্	৩৫৮
চষক—পানপাত্র	৫৯৭
চহুদিসি—চারিদিকে	১০৮
চঁদিন—চাঁদের	৯৪২
চাখ—আস্বাদন করিল	১৮২
চাপ—অশ্বক্ষুরের চাপ	১০০৮
চাতর—চাতুরীপূর্ণ	৯৫৪
চান—চন্দ্র, জ্যোৎস্না	৫৬৩
চানন—চন্দন	৪২২
চানরেখা—চন্দ্ররেখা	২৩২
চাব—চায়	১০৯
চারিম—চতুর্থ	১৫০
চারিহু—চারিজনের	৯৫১
চাহ—চায়	৩৩০
চাহ—অপেক্ষা	৯২২
চাহইত—চাহিতে	৪৪৫
চাহিঅ—উচিত	২৪৩
চাহু—চাই	৯২০
চাঁদনে—চন্দনে	২১
চাঁছল—কাটিলাম	৩৯২
চিটি—পিপীলিকা	৩৩৩
চীত—চিত্ত	৭২৪
চীত—চিত্রিত	৮৯৫
চিতপুতবি—চিত্রিত পুত্তলী	৪০০
চিতা—চিত্তে	৯৪৯
চিন—চিহ্ন	৩৩৫
চীর—চিরিয়া	৫৪২
চিরথাই—চিরস্থায়ী	৫৬৯
চিরদিনে—বহুকাল পরে	৮০৫
চীরল—চিরিয়া গেল, বিদ্ধ হইল	৭
চিহ্নসি—চিনিস্	১১১
চিহ্নিকহু—চিহ্ন করিয়া	১৯৭
চিহ্নী—চেনা	৬৮৪
চুকএ—ভুলিয়া যায়	২৯৪
চুকতি—অবসান হয়	৯২৩
চুকলাসি—ভ্রষ্ট হইলি	৩৩৯
চুকলিহু—ভুল হইল	১০
চুনি—কুড়াইয়া	৩৮
চুপড়লি—মাখা	৩৩৩
চুমওবাহ—স্ত্রী-আচার করিবেন	৯২২
চুমাওন—বরণ	৬১৯
চুরু—অঞ্জলি	৬০
চুত—আম্রবৃক্ষ	৭১৩
চেগনা—ছেলে	১০৬০

	পদ-সংখ্যা
চেত—সাবধান করে	৬০২
চেতএ—সংযত করে	৭৪৯
চেতন—চতুর	১৬
চেতাউলি—চেতনা উৎপন্ন করিল	৭৩১
চেউকি—চমকিয়া	৭২৪
চেপ—চিল	৩৪৬
চেহায়—চমকিয়া	৬৯৪
চোকে—চকিতে, দ্রুত	৭৩৯
চোখ—তীক্ষ্ণ, চোখা,	১২৪

	পদ-সংখ্যা
চৌঠিক—চতুর্থীর	৭৫০
চৌদসি—চতুর্দশী	৭৩৬
চৌপাসা—চারিপাশে	৭৪৮
চোরাবএ—চুরি করিতে	৩৬০
চোরায়বি—লুকাইবি	৩২৯
চোরায়ল—চুরি করিল	৩৯
চৌরি—চুরি করিয়া	৫৭৪
চৌরি—গুপ্ত	৮২
চোলরি—কাঁচুলি	১০২৪

ছ

	পদ-সংখ্যা
ছইন—আছে	৯৬৭
ছইলরি—রসিকের	৩৫২
ছও—ছয়	৫৯
ছঠি—ষষ্ঠী	১০০৭
ছতী—ক্ষতি	৯৩৩
ছথি—আছে	৭২৩
ছড্ডিঅ—ছাড়িয়া	১০০৭
ছন—ক্ষণ	৭২৩
ছপলা—আচ্ছন্ন	৬১
ছপায়সি—গোপন কর	৮৪৬
ছবও—ছয়ও	৪৫১
ছরমে—শ্রমে	৮৪৫
ছলবা—চর্মে	৯৭২
ছললিহ—চাতুরী করিল,	২২৪
ছলা—ছিল	৫০৭
ছড়—ছাড়	৬৪৭
ছড়া—ছাড়া, বাকি	২৩৯

	পদ-সংখ্যা
ছড়াএ—ছাড়াইয়া	১২৪
ছড়াথু—ছাড়ুক	৭০৪
ছয়লপন—রসিকপনা	১৪৫
ছাজ—সাজ	৬০৭
ছাজত—সাজে	১০১
ছাতিয়া—বক্ষ	৭১০
ছাপিত—লুকায়িত	৬৩১
ছারই—ভস্মে	২৪০
ছাড়িহলু—ছাড়িয়াছে	৮৭
ছাহ—ছায়া	৩৫১
ছাহরি—ছায়া	৬৮৭
ছিকহু—শ্রুত হইলেও	৭
ছিতনী—ধামা	২৭৭
ছিতহি—থাকিতেই	[illegible]
ছিন—ক্ষীণ	৭৭১
ছিপাঞ্জ—ঢাকিয়া	[illegible]
ছিরিআএল—ছড়াইয়া পড়িল	[illegible]

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
ছিলকত—উছলিয়া	৯৫৮	ছেকলি—বেষ্টিত	২৮০
ছিড়িআউ—ছড়াইল	৯২৮	ছেমব—ক্ষমা করিবে	৯৭৬
ছিয় ছিয়—ছি ছি	৩৭১	ছোভিত—ক্ষোভিত, ক্ষুব্ধ	৬১৬
ছীন—ছিন্ন	৭৩৫	ছোর—ছাড়	১৭৭
ছীর—ক্ষীর	৮৩৯	ছোল—ছাড়ান	১৮৪
ছুঅইত—ছুঁইতেই	১৫৮	ছোলঙ্গি—লেবু-বিশেষ	৪০৪
ছুছ—অস্পৃশ্য	৬৬২	ছোড়াওল—মুক্ত করিল	৮৬৩
ছেও—ছেদ, কোপ	৫৩১	ছৈল—রসিক	১৪০
ছেও—ছিটা	১০২৬	ছৈলপন—রসিকতা, চতুরতা	৪৯৫

জ

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
জই—যাইতে	৩৪২	জগাবথি—জাগায়	৯৬১
জইঅও—যদিও	১৭৯	জঙ্গ—সমূহ	৯৪৭
জইঔ—যদিও	৮৮	জঙ্গন নরি—যমুনানদী	৫৩৬
জইতি—যাইবে	২৫৮	জঞোযদি	৩
জইসে—যেমন করিয়া	৫১	জঞো—জন্ম	৯০২
জউনি—যাতায়াত	২৩৬	জটিল—জটাজুট (জড়িত)	৯০৩
জএ—যাইতে	৩০৯	জড়িলো—জড়িত	১২৫
জএতুর—জয়তূর্য	৫৯৬	জতএ—যেখানে	১০৬
জএবহ—যাইবে	৬২৬	জতবা—যত কিছু	৭৬৫
জএবা—যাইতে	২৫৫	জতহি—যেখানেই	৪৯০
জওঁ—যদি, যখন	৫১৬	জতি—যত	৫১৭
জইসনি—যেমন	৭৫৭	জতেও—যাহাও	৬৪৭
জক—মত	৭৪৩	জন—যেন	১৭
জকর—যাহার	১১৯	জনলা—জানা	৬১৮
জকে—ন্যায়	৩৬৪	জনাব—জানায়	২১৩
জকাঁ—তুল্য	৭০	জনাবএ—জন্মায়	২৪৭
জগাএ—জাগাইয়া	১৩২	জনাবত—জাগিবে	৯৭০

	পদ সংখ্যা
জাসি—যাও	২৩৫
জাসঁ—যাহার সঙ্গে	৮৫৯
জাহ—যায়	১০০
জাহি—যাহা	১১৬
জাহি—জাতি ফুল	৯২৮
জাহে—যাও	৭৩৩
জাহেরি—যাহার	৮৭৩
জাহুতাহু—যাহাকে তাহাকে	৫৮
জাড়—দগ্ধ করে	৭৬০
জাঁউ—যাই	৮০৪
জিঅবই—বাঁচিবে	৮২৭
জিআউলি—বাঁচাইয়া রাখিলাম	৭৬৪
জিউ—জীবন	৯৩
জিউত—বাঁচিবে	৩৫৪
জিতব—জয় করিবে	৬২৩
জিনিকহু—জয় করিয়া	২৪৫
জিবও—বাঁচিবে	৯২০
জিবথু—জীবিত হউক	৬৫০
জিবস্তি—জিয়ন্তী গাছ	৪২৯
জিমি—যেমন	১৫২
জিয়লি—বাঁচিলাম	২০৪
জী—জীবন	১০০৫
জীঅমার—প্রাণান্তকর	৭০৫
জীতি—জয় করিল	৬১৫
জীনি—জিনিয়া	৮৮
জীবও—জীবনে	৪১৩
জীলা—জীবনপ্রাপ্ত হইলেন	১০০৫
জিহ—জিহ্বা	৪৪৫
জুআর—জোয়ার	৬২২
জুগতি—যুক্তি	৮০৬
জুগুতি—যুগব্যাপী	৯৩৯
জুগুতিহি—যুক্তি করিয়া	২৫৭
জুঝও—যুদ্ধকর	৪৯১

	পদ-সংখ্যা
জুরইনি—জুটে	৯৭১
জুহি—যূথী	৯২৮
জুড়ওলহ—জুড়াইলে	৩৪৪
জুড়াইঅ—জোড়া দেওয়া যায়	৪২৪
জুড়ি—শীতল	৪০৮
জুঁ—যদি	১০৩২
জূহী—যূথী পুষ্প	৬৭৪
জুড়িহু—শীতল	৪৫০
জেও—যাহা	২৪
জেকর—যাহার	১০২০
জেঠ—জ্যেষ্ঠ	৫৪
জেঠৌনী—বড় জা’	৯৫১
জেবরু—যাহা হইবার	৯৩৮
জেম—ভোজন	৩৮৫
জেহে—যে	৫৮
জেহোরে—যে	১০৩১
জেওল—ভোজন করিয়া বাঁচিল	১৮১
জৈতহি—যাইয়া	৮৫৮
জৈতী—গিয়া	৯৬৭
জৈবহ—যাইবে	১০০৫
জৈসন—যেরূপে	২৪১
জোই—যে	৯৬
জোএ—খুঁজিয়া	২৮১
জোখ—ওজন করিয়া	১৩১
জোগ—যোগ্য	৯২২
জোগওলে—জোগাইয়া	৪৬১
জোগহি—যোগের দ্বারা	১০৩২
জোগিনিক—জোগিনীর	১০২৭
জোতিঅ—জুড়িয়া দাও	৯৩৮
জোখি—গণিয়া	৮৩৮
জোর—জুড়িয়াছে	১২৪
জোর—তুল্য	২৭২
জোয়—যুগল	৬

	পদ-সংখ্যা
জোরা—প্রবল	২৮২
জোরি—জোড় করিয়া	৭২৭
জোলি—জোরে	৭৪৯
জোলী—জুড়িয়া	২০৭
জোহইতে—খুঁজিতে	৩২৩
জোহল—খুঁজিলি	৩৮৭
জোহি—খুঁজিয়া	২২৯
জোহএ—খুঁজিতেছে	৬১৪
জোহিকহু—খুঁজিয়া	৯২৯
জোড়িঅ—জোড়া যায়	৪২৪
জোয়—যাহা	৫৪৯
জোর—খোঁজে	৩৬৭
জৌবতি—যুবতী	৬২৬
জোঁ—যদি	২৫৫
জোঁ—যখন	৪৬০

ঝ

	পদ-সংখ্যা
ঝকঝোর—টানাটানি	৫৭৯
ঝখইত—শোক করিতে	৬৩৭
ঝখইতে—স্মরণ করিয়া	৮১৭
ঝঁঝকার—ঝম্ঝম্	১০২৫
ঝটক—ঝটিকা	৩৪৬
ঝটঝারী—শীঘ্র শীঘ্র	৭৩৩
ঝপইত—ঢাকিতে	৪৫৩
ঝপাই—ঢাকিয়া	৭৫৭
ঝপাবএ—আবরণ করে	১২০
ঝপাবসি—ঢাকিতেছ	৩৫১
ঝপাবহ—ঢাকিয়া রাখ	২২৯
ঝমকাঈ—ঝঙ্কৃত করিয়া	৭১১
ঝমায়—ম্লান হইয়া	১০৩৯
ঝম্পিয়—গর্জ্জন করিল	১০০৮
ঝরক—ঝরণার	২১৭
ঝরকত—ঝলসিয়া যাইবে	৯২২
ঝর—ঝরিল	৫৭৬
ঝড়ি—ঝরিয়া	৭২৮
ঝড়ি—দূরে	৮৩৯
ঝঁকার—ঝঙ্কার	৭৪৯
ঝঁপাউ—ঢাকিলেন	৯২৮
ঝাঙরি—মলিন	১৯১
ঝাখএ—আকুল হয়	৪১২
ঝাটল—আহত	৩৪৬
ঝাপ—গোপন	২৮৯
ঝামর—মলিন	৮৪
ঝারি—ঝাড়িয়া	৯৩৫
ঝাল—কটু	৬৬২
ঝাঁখ—শোকাকুল	২৯২
ঝাখও—শোক করি	৪৩৪
ঝাঁঝর—শতচ্ছিদ্র-যুক্ত	৬৮০
ঝাঁপহ—আচ্ছাদিত	৪৬৪
ঝাঁপল—ঢাকিয়াছে	৫
ঝাঁপু—ঢাকিল	৭৪
ঝিকঝোর—টানাটানি	১৫৪
ঝিকিতহিঁ—টানে	৯৫৭
ঝিলমিল—আঁটা, দৃঢ়	৭২৪
ঝিঙুর—ঝিল্লী	৭০২

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
ঝুর—অশ্রু বিসর্জ্জন করে	৭৫৫	ঝুর—আকুল হইল	৫৩৮
ঝুটক—মিথ্যার	৪৮২	ঝোরী—ঝুলি	৯৫৩
ঝুমংলোরী—গীতের প্রকারভেদ	৮২০		

ট

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
টরু—টলিল	৪৮৮	টুটএ—ছিঁড়িলে	৪৯০
টার—সরাইয়া দেওয়া	৮০০	টুটল—ভাঙ্গিয়া গেল	১৭৪
টুটলি—ভাঙ্গা	১০১৪	টোনা—মন্ত্র	৯২১

ঠ

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
ঠকনা—প্রতারক	৯৭৭	ঠাম—স্থান	২৬
ঠহিয়া—কাছে	৯৬১	ঠাড়ি—দাঁড়াইয়া	৭৩৩
ঠহোর—বিশ্রাম স্থান	৯৪৬	ঠেসতা—ঠোকর	৯৩৩
ঠাট—কলাকৌশল	৮০৭	ঠেসি—হোঁচট খাইয়া	৯৬২
ঠাঁট—যূথ	৭৭০		

ড

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
ডগরকই—পথে	৩০৮	ডাঢ়তি—দিবে	৯২২
ডর—ভয়ে	৩৫	ডিঠি—দৃষ্টি	৯২০
ডরাসি—ভয় পাও	১২১	ডুবইত আছয়—ডুবিতেছে	৪৩১
ডসু—দংশন করিল	৭৪৯	ডেঙি—নৌকা	৮৭৯
ডার—ডাল	৩৪৬	ডোলক—ডোবার	২১৭
ডার—নিক্ষেপ	৪২২	ডোলে—দোলে	১২৯

ঢ

ত

	পদ-সংখ্যা
তরতম—তারতম্য, সংশয়	১৪০
তরণি—সূর্য্য	২৩৩
তরণিজল—সন্তরণযোগ্য জল	৬৬৮
তরল—উত্তীর্ণ হইলাম	৪৯১
তরাসি—ভয় পাইয়া	২৫৪
তরহক—প্রকার	১০০০
তরা—তারা	১৫২
তরাস—ভয় পাইতেছে	১৩৭
তরুঅর—তরুবর	১৬
তরন—প্রবল	২৫৪
তরুনত—তরুণ-অবস্থা-প্রাপ্ত	৭৬১
তলে—তলে	৮৬৫
তলপ—বিছানা	২১২
তলপই—অস্থির হয়	৮৮৫
তলিত—তড়িৎ, বিদ্যুৎ	৫৭৮
তস—তেমন	৮৫৮
তসু—তাহার	৯
তহ—তীব্র	৮১৮
তহুঁ—অপেক্ষা	১২৮
তহুঁই—তথায়	২৭৮
তহি—তাহার	৮৪৩
তহিঁ—অতএব	১৯১
তহ্নিকরি—তাঁহার	৪৫০
তহ্নিক—তাঁহার	১১৭
তঁহা—সেখানে	৭২৪
তঁহি—তিনি	৯৬
তঁহি—তখন	৫৪৮
তা—তাহাতে	১২৮
তাতল—তপ্ত	৮৩৭
তাতেঁ—তাহা হইতে	৫০৭
তা পতি—তাহার পর	২৩৬
তাপর—তাহার উপর	৬২
তাব—সন্তাপিত করে	৩৭৯

	পদ-সংখ্যা
তাবে—তাহাকে	৩৪১
তাবে—তাবৎ	১৪২
তাবে—তখন	৪৮৫
তাবেধরি—তাবৎকাল	১০১
তাব—দীপ্তবুক্ত	৪৬২
তারি—তাড়না করিয়া	৩৪৮
তারুণ—তারুণ্য, তরুণতা	৫৪
তারী—উত্তীর্ণ হইয়া	৫৩২
তাহে—তাহার, তাহাকে	৩
তাহাঁ—সেখানে	২৩৫
তাহি—তাহাকে	২৬
তাহি তহ—তাহা হইতে	২৪
তাহো—তাহাকে	৩০৫
তাহী—তথায়	৮৯৩
তাহেরি—তাহার	৭৫৫
তাঁ—সে	৪৯১
তিতল—আর্দ্র	৩৫
তিন—তৃণ	৪৩৮
তিনকর—তাঁহার	৬৯৯
তিনিহু—তিন	৯২৮
তিনহু—তিনিই	১২৪
তিমিত—রক্তবর্ণে রঞ্জিত	৭৬১
তিনহুকে—ত্রিহুতের	৯৫৯
তিনি—তিন	৪৬
তিরিবধ—স্ত্রীবধ	১৬৪
তিলাও—তিলমাত্রও	৯৭
তিসর—তৃতীয়	৮৪৮
তিন্হকা—তাহার	৯৬১
তিড়লী—টানিল	২৭৪
তিরি—স্ত্রী, রমণী	৫৫২
তীখ—তীক্ষ্ণ	৭২
তীত—তিক্ত	৮০৪
তীতল—আর্দ্র	৩৭

শব্দ—অর্থ	পদ-সংখ্যা
তীতি—অতীত হইলে	৩৫৮
তীনি—তিন	৮৮
তীসরে—তৃতীয়	৯৬০
তুঅ—তোমার	১
তুরঅ—তুরগ, অশ্ব	৭০৯
তুরন্ত—দ্রুত	২৭৫
তুরয়—ঘোটক	৯৩৫
তুরিত—ত্বরিত	৫৮
তুল—তুল্য	৪৩৮
তুলতহিঁ—তুল্য	১০৩০
তুলাএল—তুলনা করিল	::১৮
তুলাএল—ব্যাপ্ত হইল	২৭৯
তুলাধার—তুল্য	১০০৮
তুলিত—সমান (এই অর্থে)	৮৫৯
তুয—তোমার	১৪
তুঅল—শেষ হইল	৮৭৮
তুলে—তুলাযন্ত্র	১০১
তেঅ—তেজ	১০০৮
তে অতিরেক—তাহার অতিরিক্ত	৯০১
তেকর—তাহার	৫৩
তেজিকহু—ত্যাগ করিয়া	২২২
তেজা—প্রজ্বলিত	২৯৪
তেজউ—ত্যাগ করুক	৩৯১
তেপত—ত্রিপত্র	৫১২
তেরসি—ত্রয়োদশী	৭৫০
তেসর—তৃতীয় ব্যক্তি	৩
তেহন—সেইরূপ	৬:৪
তেহি—তাহাতে	২৩০
তেহু—তাহাতে	১৪৬
তেঁ—সেইজন্য	২২
তেঁই—তাহাতে	৩৬
তেঁ পরি—সেইরূপে	৩৮৬
তৈঁ—তাহাতে	৮৫৮
তৈঅও—তথাপি	৪৬
তৈও—তবু	২০০
তৈখনে—তখন	২০১
তোঞে—তুই	১৭
তোরএ—তুলিতে	৩২৪
তোরল্হ—ভাঙ্গিয়াছে	১৮৫
তোরি—তুলিয়া	৬০৬
তোরি—ছিঁড়িয়া	৩৮
তোরিত—তাড়াতাড়ি	২০৮
তোলত—ছিঁড়িবে	৬৩৩
তোলিলে—ভাঙ্গিলে	৩৩৯
তোহ—তোমা	০৪
তোহর—তোমার	৬৭
তোহহি—তোমাকে	১০৩৩
তোঁহ—তোকে	৮১৭
তোহী—তোমার সহিত	১০৩০
তোড়এ—ছিঁড়িয়া	৯:৯
তোয়—তোমার	৮০২
তোঁহ চাহি—তুমি ছাড়া	৭৬৬
তোঁহে—তোকে	৭২১
তোঁহহি—তুমিই	৯৩৫
তৌ—ত	৯৫১
তৌলল—ওজন করিল	১৯৭
তৌহ—তোমার	১০৪৮
তৌ—ততক্ষণ	৯৪
তৌ—সে	৮৪০
তৌ—তাহাতে	১৭

থ

শব্দ	পদ-সংখ্যা
থন—স্তন	১০২৬
থপইত—রাখিতে	৮০০
থপলাপিত—স্থির	৫৪২
থপিতহু—স্থাপন করিতাম	৫১১
থক্ক—স্তম্ভিত	২
থল—স্থল	৪৯
থলহুক—স্থলেরও	৮৭
থাই—ঠাই	৯৬৮
থাকা—থোকা, স্তবক	৫২৭
থাপয়—স্থাপন করে	৫১
থাবর—স্থাবর	১১৫
থারি—দাঁড়াইয়া	৪৬
থাহ—থই, অল্পগভীর	৩৪৬
থাড়ি—দাঁড়াইয়া	৮০
থিক—হয়	১২৮
থিরাই—স্থির করিতে হয়	৪৯৮
থিরাও—স্থির হয়	১১৬
থিহু—আছে	৯৪২
থুই—হয়	৮১৪
থীরে—স্থির	২১
থেধ—অবলম্বন	৪৫
থেঘিবারে—অবলম্বন দিতে	৪৫
থেহ—ধৈর্য	৮৬৭
থৈয—ভাতা	১০২৬
থে এ—খুইয়া, রাখিয়া	৪০১
থোএলব—রাখিল	২৪৮
থোপর—থাঁতা	১০২৬
থোথড—ফোক্‌লা	৮৩৯
থোর—অল্প	৪০
থোরা—অল্প	৯

দ

শব্দ	পদ-সংখ্যা
দই—দিয়া	৮৪১
দই—দেবী	৬৭৩
দইন—দৈন্য	১৭৫
দইব—ভাগ্যক্রমে	১৯
দই—দিয়া	৩০
দউ—দুই	৬৮
দএ—দিয়া	৭৮
[illegible]—দিল	[illegible]
দখিনেঞো—দক্ষিণা	১২
দচ্ছ—দক্ষ	১৫০
দছিন—দক্ষিণ	৭৯৫
দছিনক—দক্ষিণ দেশের	১০৩০
দছিনা—দক্ষিণা	৯৫০
দরদি—দীর্ণ	৭০৪
দন্দ—দ্বন্দ্ব	[illegible]

	পদ-সংখ্যা
দন্দাজনক—দম্পতী জনের	৩০৯
দপ্পন—দর্পণ	৩
দমন—দ্রোণলতা	১৮৮
দমনা—দ্রোণপুষ্প	৬১
দমসল—দলিত করিলাম	৪৯৬
দমসলি—দমিত হইল	১৮৪
দমসি—আঘাত করিয়া	১০০৮
দল—সৈন্য	১৫৬
দরসহ—দেখাও	১৭৫
দরসাই—দেখাইয়া	১৮
দরসাওলি—পথ দেখাইল	২৫৩
দরসাবএ—দেখায়	২৯১
দসাহে—দশাতে	২৫১
দসিআ—দাসী	৮৩
দহ—দগ্ধ করিতেছে	৭০১
দহই—দগ্ধ করিতেছে	৭৫
দহএ—দশদিকে	৬৩৩
দহও—দশ	৪৩৯
দহব—হ্রদের	২১৭
দহনু—অগ্নি	৯১৭
দহু—কি	৯৩৪
দয়—দেয়	৯০১
দয়—দিয়া	৮৪
দড—নিশ্চিত	১০১৫
দংশে—দংশন করিল	৮৫৮
দাঅ—দয়া	১১৭
দাপ—দর্প	৮২৯
দাদুর—ভেক	৪৫১
দাপে—দর্পে	৫৬৩
দারিদ—দরিদ্র	১৭৩
দালিবকে—দাড়িম্বকে	৭৬৫
দাহিন—ডাহিন	৩
দাহিন—প্রসন্ন	৮৩০

	পদ-সংখ্যা
দিগমগ—ডগমগ, দোলায়মান	২৮৩
দিঘর—দীর্ঘ	৭৮৬
দিঠি—দৃষ্টি	৪
দিনপরিপাক—দিবাবসান	৮০১
দিবি—দিব্য	৬৯৬
দিহল—দিলাম	৯৭৩
দিতহি—দিবে	৮৬৯
দিসদিসি—সকল দিক হইতে	৮০৭
দিয়—দিব	৩২
দিঢ—দৃঢ়	১৪২
দীঘর—দীর্ঘ	৭২৪
দীব—দীপ	৫৯৫
দীস—উদ্দেশ্য	৪২১
দীঅ—দান করে	৯৪১
দুঅও—দুই	১২২
দুঅস—দুর্যশ	৫০৩
দুআরে—দ্বারা	১০৩৩
দুখ—দুঃখ	৭৩৮
দুগগম—দুর্গম	২৩৪
দুজন—দুর্জন	৪৩৩
দুজবর—দ্বিজশ্রেষ্ঠ	৬১৫
দুজে—দ্বিতীয়	৬৭০
দুতর—দুস্তর	২৫১
দুবর—দুর্বল	৭৭৮
দুবরি—দুর্বল, কৃশ	৭৫১
দুরজসিআ—দুর্যশ	৮৩৪
দুরনএ—দুর্নয়, দুর্নীতি	৩৮৬
দুরহুক—দূর হইতে	৮৩০
দুরি—দূর	৮৫৯
দুরিত—অনিষ্টকর	৪৬২
দুলহ—দুর্লভ	৪২
দুলহা—কনে	১০৩২
দুলহিনি—পাত্রী	৯৫৫

	পদ-সংখ্যা
দুল্লহি—বিদ্যাপতির কন্যার নাম	১০১০
দুলার—সোহাগ	১০৫৯
দুলালী—দুহিতা	১০৫৯
দুহ—দোহন করে	২০৯
দুয়ঃ—দুইয়ের	৯৫১
দুখন—দোষ	৮১৬
দুন—দ্বিগুণ	১৪৪
দুর—দুরূহ	৩০০
দুসন—দোষ	৬৪৬
দৃগফেরিরে—দৃষ্টি ফিরাইয়া	১০৩৪
দে—দেয়	৭২১
দেঅইহলু—দেওয়াইলাম	১০২০
দেই—দেবী	৩১
দেইকর—দেবীর	৬৩
দেও—দেবতা	৪৬২
দেখইত—দেখিতে	১২৫
দেখএ—দেখিতে	৯০
দেখবাহু—দেখাও	৪৪৭
দেখবাসি—দেখাইবে	৪৬২
দেখলিসি—দেখলে	১৯০
দেখিঐহি—দেখিলাম	৯৫৬
দেখিতথি—দেখিত	৯৫৯

	পদ-সংখ্যা
দেখিতহি—দেখাইতেছে	৪১৪
দেখিকহু—দেখিয়া	২৫০
দেখু—দেখিলাম	৫৫৩
দেত—দেয়	১০২৭
দেথু—দান করুক	৮১০
দেব—দেব	২৭৮
দেবা—দিয়াছে	৩৫
দেবৈহু—দিব	৯৫৯
দেবহ্নি—দেবতাদিগের	৯৪৫
দেলন্হি—দিলেন	৭৮৮
দেশান্তর—দেশান্তর	৩৬৮
দেসি—দিতেছিস্	২০
দেহবি—বহুর্বার	৪৩৬
দেযাসিনি—যে রমণী মন্ত্রতন্ত্র জানে	৯০৩
দৈ—দিয়া	১০৩৮
দোখ—দোষ	১২৪
দোতি—দূতী	৪৭৯
দোনা—পাতার ঠোঙ্গা	৪২২
দোপত—দ্বিপত্র	৫১২
দোসর—দ্বিতীয়	৭৮
দোহএ—দোহাই	৫৮

ধ

	পদ-সংখ্যা
ধইলি—ধরিল	৯২৬
ধউলিহু—দৌড়িয়া আসিলাম	৭৩৬
ধএ—ধরিয়া	৫৯৪
ধএল—ধরিল	১১

	পদ-সংখ্যা
ধএল—রাখিল	৪৬০
ধএলহ—রাখিলে	৪৯৭
ধওলা—ধাবিত হইল	৭৮৬
ধকে—বেগে, সহসা	১৪২

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
ধজকা—ধ্বজা	৭১৩	ধাউলি—ধাবিত হইল	১৭
ধথু—ধুতুরা	৯৫১	ধাওল—ধাবিত হইল	১০৪
ধন্দ—ধাধা	৯১	ধাধস—আকুলতা	৫৯৫
ধনি—ধন্য	১৯৮	ধানে—সন্নিধানে	৩
ধপাবয়—ঢাকা দেয়	৩১৫	ধাব—ধাবিত হয়	৫০৬
ধবরি—ধবল	৮১৭	ধাম—বাসস্থান	৮৮৫
ধবলিএ—ধবল করিল	৬১৫	ধারি—ছুটাছুটি	৩০১
ধবাই—ধাবিত করাইয়া	৯৪৪	ধারে—স্রোতে	৯৫২
ধমারি—হুড়াহুড়ি	৯২৩	ধালা—আক্রমণ	৭১৩
ধমিঅ—জ্বলিবে	৫১৭	ধিরজে—ধৈর্য	৬২৪
ধম্মিল—খোঁপা	২৯৯	ধিসি—টানিয়া	৯৬০
ধরবা—ধরিয়া	৮২৭	ধিয়াকর—কন্যার	৯৬০
ধরমতা—ধর্ম	৭১৯	ধীএ—কন্যা	৯২২
ধরহরিয়া—রক্ষাকারী	৯৬৬	ধীরজ—ধৈর্য	৭৬১
ধরিঅ—ধরিতে	৩৩০	ধুনব—কাঁপাইব	৯৫৪
[illegible]—ধরিল	২২০	ধুনি—নাড়িয়া	৭৩৬
ধস দেঅ—ঝাঁপ দেয়	৪১৭	ধুমেলা—ধূসর	৮৪৫
ধস ধস—ধক্ ধক্	৫৬৯	ধূরি—ধূলি	৪২৫
ধসি—বেগে	১৪৮	ধেঙ্গুর—ঝিল্লী	৪৬১
ধসি—পড়িয়া, ঝাঁপ দিয়া	৫২৩	ধৈ—ধ্যান করিয়া	৮৬৩
ধরল—ধরিল	৬০০	ধোই—ধুইয়া	৩৫৪
ধরলছি অছ—রাখা আছে	২৩২	ধোএ—ধুইয়া	৮৭
ধাঈ—ধাইয়া	৫৭১		

ন

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
নইহরা—বাপের বাড়ী	৯৭৫	নচাউ—নাচাও	১০৫৮
নউমি—নবমী	৯৯০	নচৌলহ—নাচাইয়া	৯৫০
নখত—নক্ষত্র	২৫৮	নছত—নক্ষত্র	৬০৬
নগনা—নগ্নকে	৯৩১	নট—নষ্ট	৪০৫
নগিনী—নাগিনী	১১	নটই—নৃত্য করিতেছে	৬১৭

	পদ-সংখ্যা
নন্দহি—নিনাদিত হইল	১০০৮
নমুআ—সুন্দর	৭৭
নমুমি—ছোট (কোমল)	৯১৭
নব—নম্র	২৩১
নবরঙ্গ—নারঙ্গ লেবু	৪৮
নবহু—নব	১১৬
নবি—নব, নূতন	১৮৮
নমাএ—ঝুলাইয়া	৯২৩
নরবই—নরপতি	১০০৮
নরি—নদী	২৮৬
নসত—অশক্ত	২৮১
নহাই—স্নান করিয়া	৩৮
নহাএলি—স্নাতা, কৃতস্নানা	৩৭
নহিঅ—পার না	৪৬১
নড়াই—ফেলিলেন	৯৯৯
নড়াইলি—দলন করিল	১০০৪
নড়াএ—ফেলিয়া	৮৬৯
নড়াওল—ফেলিয়া দিল	৯
নড়াবথি—ফেলিব	২০২
না—নৌকা	৪৭২
নাঈ—ন্যায়	৮২৭
নাওল—নোয়াইলাম	৯৬৬
নাঞী—ন্যায়	২
নাঞী—নম্র করে	৫৯৬
নাব—নৌকা	৬০
নাব—নাম	১০৯
নারঙ্গি—লেবু-বিশেষ	৪০৪
নাসই—নষ্ট করে	৪৮১
নাহ—নাথ	১০০
নাহই—স্নান করিয়া	৫৬৮
নায়—নত করিয়া	৬৯৪
নায়—নৌকা	৮৩৫
নায়র—নাগর	৫৮৯

	পদ-সংখ্যা
নায়রি—নাগরী	৯০১
নাঁগট—উলঙ্গ	৯৫১
নিঅ—নিজ	৩৫
নিঅর—নিকট	৯০
নিক—ভাল	৩৭৪
নিকটহু—কাছেই	২৫৮
নিকসই—বাহির হয়	৮৪
নিকসব—বাহির হইবে	১৩৭
নিকহি—উত্তম	১২৮
নিকার—অবজ্ঞা	৪৯৬
নিকারুন—অকরুণ, নিষ্ঠুর	৭২৪
নিকুতী—নিষ্কৃতি	৮১৪
নিঙ্গারইত—নিঙড়াইতে	৩৭
নিচর—নিশ্চল	৫৮
নিচোরী—নিঙড়াইয়া	৮৮৭
নিছছ—নিছক	৩৮৭
নিজকই—আপনার করিয়া	৯০১
নিঝর—অজস্র	২৭৫
নিঝাবহ—নির্বাপিত কর	৭৭৮
নিঠুরি—নিষ্ঠুরা	৭৭৮
নিডর—নির্ভয়ে	৭২৬
নিত—নীতি, ভাল	৪১৮
নিতে—নিত্য	১১০
নিদান—শেষ	৮৯৬
নিঁদে—নিদ্রায়	৮৩৭
নিন্দত—নিন্দা করিবে	৪৯৫
নিন্দহু—নিদ্রাতেও	১০৯
নিন্দে—নিদ্রায়	২২৪
নিফুলফুল—ফুলশূন্য	৩০৯
নিবারবি—নিবারিবে	৩৮৪
নিবিলি—নিবিড় (অন্ধকার)	২৩৫
নিবিহুক—নীবিবন্ধনের	১৩২
নিবেদ—নিবেদন করিত	৭৫৩

প

	পদ-সংখ্যা
পঅ—পদ	৪৪৫
পআগে—প্রয়াগ	৫২৭
পইঠল্—প্রবেশ করিল	৭৯
পইরি—সন্তরণ করিয়া	২৯৩
পইসি—প্রবেশ করিয়া	৯৮৩
পইয়াপরি—পায়ে পড়িয়া	২৬৭
পউঅ—পদ্মনাল	৬১৫
পএ—(অব্যয় শব্দ)	৫৯
পএর—পা	২৮৮
পএলঁহু—পাইলে	১০১৬
পওলাহে—পাইলাম	৫৩১
পওলে—পাইল	৩৭০
পওলেহি—পাইলেই	১৩৫
পকবনমা—পক্কান্ন	৯৭২
পকমান—মিষ্টান্ন	৫৪২
পখান—পাষাণ	৭৮
পখালল—ধুইবার জল	১০১৪
পখুরিয়া—পুকুর	৬০৫
পখে—পক্ষে	১০৪
পগার—উত্তীর্ণ হইয়া	২৭৪
পঘরি—ধুইয়া	৭৬১
পঙার—প্রবাল	৪৭৭
পচতাও—পশ্চাত্তাপ	৪১৭
পচতাব—পশ্চাত্তাপ	৯৫
পচম—পঞ্চম	৭১৬
পঁচসর—পঞ্চশর, মদন	১৪৭
পচ্ছ—পক্ষ	৮'০
পঁচবান—পঞ্চবাণ, মদন	১১
পচাসে—পঞ্চাশ	১০২৫

	পদ সংখ্যা
পছতাব—পশ্চাত্তাপ	৩৯২
পছ সুনিঅ—পূর্বশক্তি	৪৩৭
পছিম—পশ্চিম	২২৪
পছিলাহু—পশ্চাতে, ভবিষ্যতে	৫০৪
পজারএ—প্রজ্বলিত করে	৭১৩
পজাবল—প্রজ্বলিত	৭৭৮
পজারসি—জ্বালাস্	৪৫০
পজারিয়—জ্বালাই	৬৪৯
পজ্রিযাব—ঘটক	৯৪৬
পঞ্রুক—পদ্মের	৩৭০
পঞোনারি—পদ্মের মৃণাল	২০৫
পটওলনি—পাট করিলেন	৫৬৪
পটকল—আছাড়িয়া ফেলিল	৫৯৮
পটতর—পরতর, উপমা	১১৯
পটবাসী—পট্টবাস	৯২২
পটবিতহু—পাট করিলে, শিক্ষন করিলে	৪৮৯
পটাইঅ—পাট কর	৪২৭
পটাওত—পাট করে, শিক্ষন করে	৪১১
পটাবিয়—শিক্ষন করা হয়	১০৩৭
পটায়—শিক্ষন করিয়া	৬৮১
পটেবা—পটুয়া	১০২৪
পটোর—পট্টসূত্র, রেশম	১১৮
পঠওলএ—পাঠাইলি	১১৭
পঠাই—পাঠাইয়া	১৮৫
পঠাউ—পাঠাইল	২৩৪
পঠাবহ—পাঠাও	৩৫৮
পঠাহএ—পাঠাইতে	৫৩২
পঠি—পাঠ করিয়া	১৭৫
পঠৌলনি—পাঠাইলেন	৭৫০

	পদ-সংখ্যা
পতরা—পাঁজি	৯৬০
পতি—প্রতি	৪৬২
পতিঅউবি—বিশ্বাস করাইব	৪৪৮
পতিআ—পত্র	৭০০
পতিআই—প্রত্যয় করে	৭৮২
পতিআউ—প্রতীতি করিবে	৩৪০
পতিআয়—বিশ্বাস করে	৪২২
পতিয়াঈ—বিশ্বাস করে	৫১২
পতিআরা—প্রতীতি	৩২২
পতিয়াএত—বিশ্বাস করিবে	১০
পতিয়ায়ব—বিশ্বাস করিবে	৬
পথগতি—পথে যাইতে	৭৭
পহচান—বুঝেন	৯৭৫
পথহিঁ—পথেই	১০৬৩
পথরল—ছড়ানো	৮৬৩
পথুক—পথিক	৫১৯
পদারথ—পদার্থ	৭০
পদুমিনি—পদ্মিনী	৩২
পন—পোয়া (জীবন)	৯৬৪
পনারী—মৃণাল	৭৮৩
পপিহরা—পাপিয়া	৭১৪
পবই—পায়	৮২৭
পবনজঞো—পবন তুল্য	২৭৪
পবরবা—প্রবাল	৮২৭
পবার—প্রবাল	১৭
পাবিঅ—পাও	৫৩৭
পর—পড়িতেছে	২৩৬
পরআএত—পরাধীন	২৪৪
পরআসে—প্রয়াসে	৯৫৩
পরএ—পড়ে	৫০৭
পরওঁ—পড়িতেছি	১০০১
পরকারা—উপায়	২৮
পরগট—প্রকট	২৫৫

	পদ-সংখ্যা
পরগাস—প্রকাশ	১৪২
পরচন্দা—প্রচণ্ড	৯১১
পরচারি—প্রকাশিত	২৭
পরজুগুতি—প্রযুক্তি	৩৭৪
পরজন্ত—পর্যন্ত, শেষাবধি,	১৫৭
পরতখ—প্রত্যক্ষ	৭৬০
পরতর—পরলোকে	৯৫৩
পরতর—সমান	১০৩০
পরতরক—অপরের	৯৪৫
পরতারি—প্রতারণা করিয়া	১০৩
পরতেখ—প্রত্যক্ষ	৩১২
পরথানে—প্রস্থান	৭৫৩
পরথাব—প্রস্তাব	১১৩
পরথায়—প্রথিত করে	৭৮৩
পরিপাটী—আনুপূর্বিক	২২৩
পরমানে—প্রামাণ্য	৩৫৯
পরলওঁ—পড়িলাম	৭
পরসইত—স্পর্শ করিতে	১৩৪
পরসন—প্রসন্ন	৩৬৪
পরসনি—প্রসন্ন হইয়া	১০০১
পরসংসহ—প্রশংসা কর	৪২১
পরয়াস—প্রয়াস	৫৩৭
পরাইতি—পরাধীন	৫১৫
পরাঈ—পলাইয়া	৯৬০
পরাএত—পলায়ন করে	১০১
পরাএল—পলায়ন করিলাম	৮০৩
পরাপতি—প্রাপ্তি	৭৩৪
পরার—পরিবার	১০৫৯
পরিখসি—পরীক্ষা করিতেছিস	৭২৭
পরিচব—পরিচয়, পূর্বকথা	৬৪৬
পরিছল—পরীক্ষা করিল	২৬০
পরিছয়—স্ত্রীআচার করিতে	৯৭৪
পরিছেদ—সীমা	১০২০

	পদ-সংখ্যা
পরিঠবই—প্রস্তাব করে	৬০১
পরিতেজিঅ—ত্যাগ করিও	৫৩৩
পরিপঞ্চসি—প্রপঞ্চ (বঞ্চনা) করিতেছিস.	৩৫৯
পরিণতি—বৃদ্ধা	১০২৬
পরিপথিহি—শত্রু	৬০৯
পরিপীড়সি—পীড়ন করিতেছ	১৪
পরিবাদিনি—বীণা	৫৪৯
পরিবোধলি—প্রবোধ দিলাম	৩৯৯
পরিরম্ভা—আলিঙ্গন	১৪৭
পরিহএ—পরে	৫২১
পরীহন—পরিধান	৬১৫
পরীহলি—পরিল	৭৮
পরু—পড়িল	৫৫৬
পবেখএ—পরীক্ষা করে	১০৬
পরেখি—পরীক্ষা করে	৫২৪
পরোখ—পরোক্ষ	৪১৮
পরোর—পটোল	৪২৫
পরোস—পাড়া	৮১০
পরৌসিনি—পড়শী	১০১৩
পল—পড়্	৪৪৫
পলঙা—পালঙ্ক	৯৪১
পলটি—ফিরিয়া	১০
পললুহ—পড়িলাম	৫৭৮
পলানল—পৃষ্ঠে জিন করিল	৯৪৭
পলানে—জিন	৯৪১
পলিবার—পরিবার	৯৪৬
পলু—পৃষ্ঠে	৯৫১
প্রসন—প্রসন্ন	১১৪
পসরও—প্রসারিত করে	৫০৬
পসরল—প্রসারিত হইল	৯
পসান—পাষাণ	৭৪৪
পসার—দোকান	১৩৫
পসারল—প্রসারিত করিল	৩০

	পদ সংখ্যা
পসারব—বিস্তার করিব	৮০৭
পসাহন—প্রসাধন	২৪৭
পসাহল—প্রসারিত করিল	৩
পসাহলি—সাজাইল	৪০৪
পসাহী—সাজাইয়া, প্রসাধন করিয়া	২৪৬
পসেব—প্রস্বেদ	১১
পহরি—প্রস্তুত হইয়া	৩৯৯
পহরী—প্রহরী	৪৬৪
পহলুক—প্রথম	২০৭
পহির—পরিধান করিযা	১০২৩
পহিরাউলি—পরিধান করাইলাম	৩০৫
পহিল—প্রথম	৫০
পহু—প্রভু	১৭৫
পএ—(অব্যয় শব্দ)	১৫৯
পয়পয়—পদেপদে	২৮০
পয়সি—জলে	৩৪
পয়াগে—প্রয়াগ তীর্থে	৩৪
পয়ান—প্রয়াণ	৩৯
পয়ানি—প্রয়াণ	৪৫৮
পড়লী—পড়িল	৪৪৫
পড়াইলি—পলাইল	৯২৪
পড়োসিয়াক - পড়শীর	১০১৭
পঢ়ক্রোক—প্রথম বিক্রয়	২২৩
পঢ়হি—পড়িতে	২৯
পঢ়াউলি—পড়াইল	৫৬
প্রতিআস—প্রত্যাশা	৮৪
প্রতিভাতি—বুদ্ধি	৪১৬
প্রসঙ্গ—সঙ্গবাস	১০৩১
পাই—পাইয়া	৫৫
পাঈ—পায়	৬২
পাউ—পাইলেন	১১৮
পাউলি—প্রাপ্ত	৫৩৩
পাইক—পাইয়া	৬১৪

	পদ-সংখ্যা
পাইক—পাইয়া	৬১৪
পাউস—প্রাবৃট, বর্ষা	৭০৩
পাএ—চাহিয়া	৪১২
পাএ—চরণে	২২
পাওনার—পদ্মনাল	৬০৬
পাওস—বর্ষা	৭০২
পাকড়ী—পর্কটী বৃক্ষ	১০২৪
পাগক—পাগড়ীর	৯৫৯
পাঁগুর—পদাঙ্গুলি	১৫৯
পাছিল—অতীত	৪৮৬
পাটএ—পাটকর	৯৩৮
পাটত—ছড়াইয়া পড়িবে	৯৫৮
পাটব—পটুতা	৩২৪
পাতরি—ক্ষীণা, তন্বী	৭৪৬
পাতিআএব—প্রত্যয় করিবে	১৪৬
পাদকুডা—গোবরে পোকা	১০৬৩
পানিকসুতা—জলকন্যা,	৭৬৩
পাবএ—পায়	৫৯
পাবিয়—পাপ্ত হই	১০০০
পার—পারে	২৩৬
পারথি—পারে	৩২৩
পারব—পাড়িয়া	১০৩২
পালঁব—পালঙ্ক	৩৮৭
পালা—পালটিয়া, ফিরিয়া	২৩৪
পাসা—পাশ	৩৪
পাহন—কঠিন	১৫১
পহিরর—পরিধান করে	৮৫৯
পাহুন—অতিথি	১৪৭
পায়া—চরণে	১
পাড়রি—পাটলী পুষ্প	৭২১
পাখী—পাখা	৭৮
পাঁডরি—পাটল বর্ণ	১
পাঁতর—প্রান্তর	১০১৫

	পদ-সংখ্যা
পাঁতি—পংক্তি	২৯
পাঁড়রি—পাটলী	৬০৬
পিআররে—প্রীতি	১০৩৪
পিআসল—পিপাসিত	৪১৩
পিউত—পান করিবে	৯৭
পিউল—পান করিল	৭২৩
পিকু—পিক, কোকিল	২৪৯
পিজড়া—পিঞ্জর	১০২৭
পিতহু—পীত	৮৮৭
পিতু—পিতা (ঘট)	৩২৬
পিধি—পরিয়া	২৪০
পিনাস—পিনাক, বাদ্যযন্ত্র	৬১৭
পিব—পানেব জন্য	১০২২
পিবএ—পান করিতে	১১
পিবি—পান করিয়া	২৭০
পিবিবহু—পান করিয়া	৫৭৬
পিশুন—দুষ্ট	১৪
পিয়ওলহু পান করাইয়াছ	৫৩১
প্রিয়ারা—প্রিয়	৩৫১
পিয়ারি—আদরিণী	৬৬০
পিয়াসল—পিপাসিত	৩৩১
পিড়লি—পীড়ন করিল	৯২৮
পিঢ়ি—পিঁড়ি	১০২২
পীঅরি—পান করিয়া	৬০৬
পীউখ—পীযূষ	৮৮
পীউল—পান করিলাম	৪২০
পীছুর—পিচ্ছিল	৫৩৪
পীঠল—পাটলী	৬১০
পীঠিদয়—পিঠ ফিরিয়া	১০৩১
পীলা—পীড়া	৮৭৬
পীব—পান কর	১৭৫
পীর—পীড়া	৭২৬
পীসল—পেষা	৯৯৭

	পদ-সংখ্যা
পুকারই—ডাকিল	৫৪৯
পুকারে—ডাকে	৮°৫
পুছইত—জিজ্ঞাসা করিলে	৫৬
পুছএ—জিজ্ঞাসা করে	৫১
পুছব—জিজ্ঞাসা করিবে	৭৩৭
পুছলেহু—জিজ্ঞাসা কর	৪৯৩
পুছার—জিজ্ঞাসা	১০১৫
পুছোঁ—জিজ্ঞাসা করি	৯১৯
পুজলোঁ—পূজা করিলাম	৩৫৯
পুন—পুণ্য	৬৩
পুনমত—পুণ্যবান্	৩৫
পুনমতি—পুণ্যবতী	১৯২
পুনি—পুনঃ, আবার	৬২
পুনিম—পূর্ণিমা	২৮
পুনু—আবার	১৭
পুরন্দর—শিব (ইন্দ্র নয়)	৩
পুরনন্তী—পূর্ণকারিণী	৯১১
পুরবিল—পূর্বের	৯৬৫
পুরহর—মাঙ্গলিক পাত্র, বরণ ডালা	৬১৯
পুরহর—ঘট	৯৬৯
পুরাবও—পূরাইবে	৩
পুরাবথু—পূর্ণ করিবেন	৯৩৭
পুরাবহু—পূর্ণ কর	৬৩৬
পুরুব—পূর্ব কথা	৬২৫
পুরুবিল—পূর্বের	৬৯০
পুলকাবলি—পুলকাঞ্চিত	৮২৪
পুহপ—পুষ্প	৪২
পুহবিহি—পৃথিবীতে	৩৪০
পুহবী—পৃথিবী	৭৪
পুহমি—পৃথিবীময়	৯৭০
পুছএ—জিজ্ঞাসা করে	৮৩৫

	পদ-সংখ্যা
পূজবতে—পূজা করিতে	৩৭০
পূজলা—পূজা করিল	২৬২
পূন—পুণ্য	৪৩৬
পূরঅ—পূর্ণ করে	৭২১
পূরতৌহু—পূর্ণ হইবে	৭৯৭
পূল—পূর, পূর্ণ হইয়াছে	৫৩৪
পূস—পৌষমাস	৭২৪
পেখ—দেখি	৮৩৩
পেখল—দেখা	৩১
পেখী—দেখিতেছিস	১৭
পেচ—পেঁচক	২১৭
পেম—প্রেম	৫৬
পেলল—আন্দোলিত	১২০
পেসল—কোমল	২০৮
পেয়সি—প্রেয়সী	১৮৫
প্রেমসঙ্ঘাতি—প্রেমের সঙ্গী, সাঙ্গাতি	৩৮০
পৈচ—বিছু	১০৬০
পৈঠব—প্রবেশ করিবে	৪৮০
পৈতী—পাইবে	৯:৭
পৈসল—প্রবেশ করিল	৯০৩
পৈসি—প্রবেশ করিয়া	৯৩৭
পোআর—খড়, বিচালি	২ ৮
পোখ—পুঙ্খ, বাণের শেষাংশ	৭১
পোছলি—মুছিল	৬৬
পোরি—পুর, গৃহ	৩৩৩
পোসতা—পোষণ করে	১০২৩
পোসল—পুষিয়াছে	৯৫৮
পোসিয়—পুষিও	১০২৭
পৌঠী—পুঁটি মাছ	২১৭
পৌতিক—পেরোজ, পীতবর্ণ রত্নবিশেষ	৩৯৮
পৌলিসি—পাইলি	২৬

ফ

ব

	পদ-সংখ্যা
বইরস—বিরস	৪৪৫
বইরিনি—শত্রু	৭৩২
বইসক—বসিবার জন্য	৬১৯
বইসসি—বসিও	২২৭
বইসাউলি—বসাইলাম	৭৬৬
বঁউসি—মান ভাঙ্গিয়া	৩৬৮
বকসথি—দান করিতে পারে	৯৭১
বথান-সালি—গোয়ালঘর	২১৯
বখানিএ—বর্ণনা করিতে	৮৩৩
বঘনাঙ্গ—ব্যাঘ্রনখ	৬০৬
বঙ্কে—বাঁকায়	১৬১
বচ—কথা	৭০২
বচত—বাঁচিবে	৭০৫
বচাওল—বাঁচাইল	৯৫৮
বছল—বৎসল	৯৫৩
বজাউ—বাজাও	৮৩৪
বজাব—ডাকে	১১৭
বজবহু—বলিতেও	৩১১
বজর—বজ্র	১৫৪
বঝাএ—পাশবদ্ধ করিয়া	১৩৩
বঞোসব—মান ভাঙ্গিবে	৪৫৬
বটমারী—বাটপাড়ি, রাহাজানি	১২৬
বটহিয়া—পথিক	১০২৩
বটিআঁ—পথে	৮
বটুরাই—সংগ্রহ করিল	৯৯৯
বটুরাওল—সঞ্চয় করিল	৪০১
বটুয়া—থলি	৯৩২
বটোহী—যে বাটে চলে	৯৩০
বতাহী—উন্মাদিনী	৯৩০

	পদ-সংখ্যা
বতিয়া—জিজ্ঞাসা করিবে	৯৬৬
বথু—বস্তু	৯৫
বদলল—বদলান	৩৩৭
বধই—বধ করে	১২৪
বধাব—আনন্দ প্রকাশ	৪২২
বধাব—মঙ্গল গান	৬৮১
বঁধল—বদ্ধ আছে	৭৭৬
বঁধাওল—বাঁধাইল	৯৩৮
বধি—বোধে	৩৪২
বনজানলে—দাবানলে	৮১৫
বনমারি—বনমালী	১৭২
বনাব—লীলা	৮৬০
বনাবএ—রচনা করিব	১৩৬
বনি—হইয়া	৮৩৪
বনিজল—বাণিজ্য করিলাম	৮৩৮
বনিজার—বাণিজ্যকর, সদাগর	১০২
বনিসার—কারাগার	১০৩২
বন্দোঁ—বন্দনা করি	৮৩৫
বন্ধি—বন্দী	৫১
বন্ধু—বান্ধুলীকে	৮৭৬
বনৌলহি—বানাইল	৯৬১
রবেঁ—(রাঁউয়া) আপনি বিদ্রূপাত্মক	২২২
বম—উদ্গীরণ করে	১৭
বর—হউক	৯৩৮
বরই—বরণ করে	১১৪
বরই—জলে	৬৪৪
বরএ—বর্ষণ করিতেছে	৯৩৬
বরখএ—বর্ষণ করে	২৩৮
বর-চতুরী—চতুরা-শ্রেষ্ঠ	৫০৮

	পদ-সংখ্যা
বরজলহ—ত্যাগ	৯৫০
বরত—ব্রত	৩৮২
বরদ—বলদ	৯৬০
বরনাহ—বর-নাথ, নাথশ্রেষ্ঠ	৩৬৭
বরনি—বর্ণনা করা	৭২
বরনি—বরণ করি	১০৩০
বররে—অনেক	১০৩১
বরসন্তিয়া—বর্ষণ করিতেছে	৭১০
বরাকিনি—বিরহিণী	৮৭৫
বরি—বর	১৬৮
বরিঅ—বৈরী	৭০৯
বরিআত—বরযাত্রী	৯৬০
বরিখন্ত—বর্ষণ করিতেছে	২৭৫
বরিখব—বর্ষণ করিবে	৭১২
বরিখা—বর্ষা	৮৪৯
বরিসাত—বর্ষা	৭১৪
বরিহা—বর্হ, ময়ূর-পুচ্ছ	৫৭৫
বরু—বর, শ্রেষ্ঠ	৬১৮
বরু—বরং	১৬৮
বরা—বরণ করিলেন	৭১৬
বলআ—বলয়	১১
বলই—(জ্বলিতেছে অর্থে)	৯২২
বলগই—লম্ফ দিয়া গমন	৮৯৮
বলমত—বলবান	১৭৫
বলরি—বল্লরী, লতা	২০৬
বলা—বলে	২০
বলাহক—মেঘ	২৪২
বলি—বল্লী, লতা	৬০১
বলিও—বল	১০০৭
বলিত—ফিরানো	১৬
বলিয়া—বলীর	৯২৯
বসএ—বাস করে	৫১৯
বসহ—বৃষভ	৯৩৫

	পদ-সংখ্যা
বসাওল—নিভাইল	৫০৩
বসিআ—বাঁশী	৮৩৪
বসেরা—বাসস্থান	১০২৭
বসু—বাস করা	৩০৮
বহ—নিকট	১০২০
বইত—বহিবে	৩৮৪
বহন্তা—বাহক	৮৯১
বহরায়—বাহিরে	১৫৪
বহরি—বাহির, প্রকাশ	২২৫
বহল—অতীত হইল	৫০৩
বহাএ—ভাসাইয়া	১৫৩
বহাবথি—বনায়	১০৫৯
বহীরি—বাহিরে	৫৮
বহুটী—বাউটি,অঙ্গদ	৬৬৩
বহুথ—বহুক	৮০৯
বহুরি—বউ	৫৪৭
বহুলাবএ—ফিরায়	১৫৬
বহুড়ত—ফিরিবে	৪৫৬
বহু—বধূ	৯৩৪
বহুত—অনেক	১৩৩
বয়না—বদন	২৭
বড়দ—বলদ	৩৮৭
বড়রসী—কথাবার্তা	৮
বড়াই—মহত্ব	৫৮৭
বড়াক—বড়লোকের	৪৯৪
বঢ়ওবহ—বাড়াইবে	১০৬
বঢ়লি—বর্ধিত	৫৮২
বঢ়াঈ—বাড়াইয়া	৬১৯
বঢ়াউলি—বর্ধিত	২০৬
বঢ়াউলি—বাড়াইলে	৯২৩
বঢ়াওব—বাড়াইবে	১৪৪
বঢ়াওল—বাড়াইল	৫২
বঢ়াবএ—বাড়ায়	৩৩১

	পদ-সংখ্যা
বিঘটওলহি—ব্যাঘাত করিল	৫১২
বিঘটতি—বিপরীত	১৪৮
বিঘটল—মুক্ত	১৬০
বিঘটাওলি—বিঘ্ন ঘটাইল	৪১
বিঘটাবে—নষ্ট করে	৫২১
বিঘটু—স্থানান্তরিত, ত্রস্ত	৭৪
বিচ—মতান্তর	৮৬০
বিচ—নিকট	৯৫৯
বিচচ্ছন—বিচক্ষণ	২৬২
বিচবিচ—মধ্যে	২৭১
বিছানে—প্রসারিত করিয়া	৮০৭
বিছাবএ—বিছায়	৩৭৯
বিছি—বাছিয়া	৯৫৭
বিছুর—ভুলিতে	১৮
বিছুরএ—বিস্মৃত হইতে	৪৭
বিছুরাবে—বিস্মৃত হইবে	৭১১
বিছুবিয়ে—ভুলিয়া যাই	১৮
বিছুড়লি—ছাড়াছাড়ি হইল	৩
বিছোহ—বিচ্ছেদ	৭২৪
বিজয়া—ভাং	৯৫৫
বিজুঅ—বিদ্যুৎ	২
বিত—বিত্ত	৩৭৪
বিতথ—বিফল	৮৮৬
বিতলঅছি—কাটিয়াছে	১৯৬
বিতয়—গত	৮৮২
বিতাএব—কাটাইব	১০৬৩
বিত্তা—বিগত	৯৬১
বিতি—অতীত	৯৪২
বিতীত—অতীত	৭০২
বিথরও—বিকীর্ণ করে	৭২১
বিথারল—বিস্তার করিল	৮৯৪
বিথার—বিস্তারিত করিতেছে	৭২৫
বিথারি—বিস্তারিত করে	৪৯

	পদ-সংখ্যা
বিদেসল—দূর হইল	৮৬৮
বিদ্রুম—প্রবাল	২৯
বিধিসেঁ—উপায়ে	১০২৩
বিধুন্তুদ—রাহু	৭৪২
বিনউঁনী—বুনিবার মূল্য	১০২৪
বিনওঁ—বিনয় করি	৯৭৩
বিনবঞো—মিনতি করি	৪৯৩
বিনমওঁ—মিনতি করি	৯৭৬
বিন্দক—জ্ঞাতা	৭১১
বিনু—বিনা	১৭
বিপত—বিপদ্-কালে	৭১৪
বিপতী—বিপত্তি	২১৭
বিভিনাবএ—বিভিন্ন করিতে	২৯৮
বিভালা—কপাল	৭১৩
বিমতি—অসম্মতি	১৪৮
বিমরখ—বিমর্ষ	৪৮৯
বিমুঞ্চোঁ—মোচন করিতেছে	১০০১
বিমোয়—বিমোহন করে	৭৩৯
বিরমাণ—রমণ, বল্লভ	১৫৬
বিরমাব—সমাপ্ত করে	১০২১
বিরসল—প্রদান করিল	৫৮
বিরহ—বিরস	৩২৩
বিরাজুহ—বিরাজ কর	১০০
বিরীতি—অনভ্যাস	৯০৭
বিরুহ—বিরুদ্ধ, কটু	৫৮
বিরোচি—বিরচিত, খচিত	৬৯
বিলগ—বাহির	৯২২
বিলছি—বিলক্ষ, লজ্জিত	৫৪২
বিলঁব—বিলম্ব	২৬৬
বিলসব—বিলাস করিবে	৭২৫
বিলহ—বিলাইয়া দেন	৯৩৪
বিলুঠএ—লুণ্ঠিত হয়	৯৯
বিলুবিঅ—সাজাইলাম	৯২২

	পদ-সংখ্যা
বিলুলইতে—গড়াইয়া পড়িতেছে	১০২৬
বিসঙ্কও—শঙ্কাদূর করিবে	৫৪৭
বিসবাস—বিশ্বাস	১০
বিসময় —বিস্ময়	৭৬৯
বিসরলহি—ভুলিলে	৫০৯
বিসরি—বিস্মৃত হইল	৫৫৯
বিসরু—বিস্মৃত হওয়া	১
বিসলেখে—বিশ্লেষে, বিরহে	৭২৪
বিসুনাএ—বিস্মৃত হয়	১১৭
বিসুর—ভুলিয়া	২৩৫
বিসেখ—বিশেষ, প্রভেদ	৫১০
বিসেখ—মর্ম্ম	৮৬১
বিসেখল—নির্দ্দোষ মনে হইল	৭
বিসোয়াস —বিশ্বাস	৪৮১
বিসসার—তীব্রবিষ	২৬৫
বিহ—বিধি	৮১২
বিহরত—বিদীর্ণ হয়	৬৫৮
বিহরি—বাহির হইয়া	৬৩২
বিহল—বিধান করিল, সৃষ্টি করিল	৭১৪
বিহলি—বিহার করিতেছে	৫৫৩
বিহসি—মুচকি হাসিয়া	৮০৬
বিহি—বিধি	১৯
বিহু—বিধান করিল	৭৮২
বিহুস—অল্প হাসিয়া	৫৮২
বিয়হলহ—বিবাহ করিয়াছ	৯৫০
বেয়াজ—ছলনা	২১৩
বীখ—বিষ	৮৮
বীচ—মধ্যে	৫০১
বীজকপোর—বীজপুর, পেয়ারা	৫৩
বীজুরী-রেহ—বিদ্যুল্লেখা	৩১
বীতি—অতীত হইয়া	৮০৯
বীধ—বিধি	৯৬০
বীস—বিষ	৪২১

	পদ-সংখ্যা
বুঝউলসি—বুঝাইলাম	১০৩
বুঝওলহ—বুঝাইলি	২৬
বুঝলিহু—বুঝিল	২৫
বুঝাঅত—বুঝাইয়া দেয়	১০৪৩
বুঝাবএ—বুঝাইত	৪৮৩
বুঝাবথি—বুঝায়	১০৩৮
বুধা—বুদ্ধি	১০০৬
বুরত—ডুবিয়া যাইবে	৯২২
বুলএ—ভ্রমণ করে	১৮০
বুড়লি—ডুবিল	২৭৪
বুঢ়বা—বৃদ্ধ	৯১৮
বুঢ়ুহু—বৃদ্ধ	৯৪৪
বুঁদ—বিন্দু	১০০০
বুঝব—বুঝিবে	১০৩২
বুল—বিচরণ করে	৭১৯
বুড়ল—ডুবিয়া গেল	৯০০
বেআজ—ব্যাজ, ছলনা	১৪০
বেআপল—ব্যাপ্ত হইল	৫১২
বেকলে—বল্কলে	৯৯৯
বেকতাএল—ব্যক্ত হইল	৭১৯
বেগর—বিনা	৭২৬
বেজ—সুদ	৮৩৮
বেধল—বিঁধিল	৭
বেপথ—কাঁপিতেছে	৩৭৬
বেবথা—ব্যবস্থা	২১
বেবহার—সওদা	১৩৫
বেবি—দুই	১৮৭
বেভিচর—ব্যভিচার, ব্যতিক্রম	৭১৬
বেরথা—বৃথা	৭১৬
বেরা—বার	২৭
বেরি—বেলায়	৪৬
বেলাইব—তাড়াইব	৯৬০
বেলজ—নির্লজ্জতা	৫১১

	পদ-সংখ্যা
বেলি—সময়ে	১৬১
বেলি—বল্লী, লতা	২৫৩
বেসন—ব্যসন	৯৪৪
বেসনি—তরুণ	১৫৬
বেসাহ—বিক্রেয় সামগ্রী	১৩১
বেহপ্পএ—বৃহস্পতি	১০০৭
বেহারা—ব্যবহার	৫৯৩
বেয়াপিত—ব্যপ্ত, অতিক্রান্ত	৭২৩
বেড়—নৌকা	৯৫২
বেঢ়লি - বেষ্টন করিয়াছে	১৫২
বৈঠায়—বসায়	৬৭৬
বৈদগধি—বৈদগ্ধ	১৫
বৈদে—বৈদ্য	৮০২
বৈন—বদন	১০৩৭
বৈরস—বিষাদ	১০০৭
বৈরী—কাম	৯৮২
বৈসল—বসিয়া	৯৪৩
বৈসলাহ—বসিলেন	৯২৭
বৈসহু—বসিতে	৯৬৭
বৈসাউলি—বসানো রহিয়াছে	২২৯
বোকানে—থলি	৯৩৪
বোধবি—সান্ত্বনা করিব	২৬৬
বোধি—প্রবোধ দিয়া	২৫৬
বোরি—ডুবিয়া আছিস্	৭৪৯
বোলএ—কথা	৯৩৭
বোলদহু - বলে	৭৬৭
বোলল—কথা	১১
বোললি - উক্ত, বলা	৩৪৫
বোলিঅচালিঅ—বল কিংবা কর	২৬৪
বোলী—কথা	২০৭
বোহ—বিধি	১৫২
বৌনা—বামন	১০৬০
বৌরা—পাগল	৯৩৯
বৌরাহ—পাগল	৯৫৫
বৌরি—বৈরি, শত্রু	৭৭৬
বৌড়লবা—বিভোর	৯৭২

ভ

	পদ-সংখ্যা
ভআউনি—ভয়ঙ্কর	২৩৫
ভইআ—ভাই	৬৩৩
ভইসুরে—ভাসুর	১০২৫
ভউ—হইল	৪০৬
ভউহ—ভ্রূ	৮
ভএ—হইয়া	৭১
ভএঁসক—হইতে পারিল	৭৯৫
ভও—হইল	৬০৬
ভকোসথি—খায়	৯৬৯
ভঙ্গ—সুন্দর	৯৪৭
ভঙ্গলএ—ভাঙ্গিলি	৪৪৫
ভঞে—ভাবে	৮০৩
ভনাবথি—বলায়, কহায়	৪৯৯
ভমিঅএ—বলে	৫২৯
ভবনকে—কুঞ্জবনে	২৭১
ভবনজ—ব্রহ্মা	৯৮২

	পদ-সংখ্যা
ভমএ—ভ্রমণ করে	৬১
ভমহ—ভ্রমণ করে	২৬৭
ভম্‌মএ—ভ্রমণ করিয়া	১১৬
ভমিকরি—ভ্রমণকারী	৪৫০
ভরইত—নির্দিষ্ট গতি	২১৭
ভরমলি—ভ্রমযুক্তা	৬০৫
ভরমৈতে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া	৪৩০
ভরলা—পূর্ণ	১০
ভরিতহুঁ—ধারণ করিতাম	৮২৮
ভরোস—ভরসায়	৩৮৬
ভলকএ—ভাল করিয়া	৩০
ভলাকে—ভাললোকের	১৩৫
ভলি—ভাল	২৭৮
ভহ—হইয়া	৪৩২
ভয়াউনি—ভয়জনক	১
ভয়ী—হই	৩৮৯
ভ্রমু—ভ্রমণ করিতেছে	৯১৯
ভঁউহ—ভ্রূ	৭১
ভঁওহ—ভ্রূ	৭৬
ভঁগইত—ভাঙ্গিতে	৪০৫
ভঁগবা—ভাঙ্গ	৯৭২
ভঁগিয়া—ভাঙ	৯৬৪
ভঘোটনা—ভাং ঘুটিবার দণ্ড	১০৬০
ভঁরাতি—ভ্রান্তি	২৮৫
ভঁডার—ভাণ্ডার	৬
ভাওন—সুন্দর	৭২৬
ভাখ—বলে	৩৪৫
ভাখহ—বলিও	৫০৭
ভাখি—ভাষা	৪৬
ভাখিএ—কহিল	৭৯৫
ভাখিন—ভাষী, শব্দকারী	৭২৬
ভাখী—বলিয়া	৪৪৮
ভাখীঅ—বল	১০৬২

	পদ-সংখ্যা
ভাখে—ভাষে	৩০৭
ভাগউ—ভাগিবে, পলাইবে	৭৩৭
ভাগল—পলায়িত	১৫৬
ভাগি—সৌভাগ্য	৫৩
ভাঙুর—ভ্রূ	২০৯
ভাতি—প্রকার, রূপ	৫৭৪
ভাদব—ভাদ্র	৫১৪
ভাদো—ভাদ্র	৭২৬
ভান—জ্ঞান	২৯১
ভানি—কহিতেছে	৭৩৬
ভানে—ভাব, অনুমান	১০১
ভাব—ভায়, ভাল লাগে	৬৯৮
ভাবই—মোহিত করে	৯২১
ভায়—শোভা পায়	১৬৬
ভাঁগল—ভাঙ্গিল	৫৪৬
ভাঁগিবাকে—ভাঙ্গিতে	৪৫
ভাঁতি—প্রকার, উপায়	২৭৬
ভিখিআ—ভিক্ষা	৯৩১
ভিগি—ভিজিয়া	১৭২
ভিতি—ভীতা	২৩৫
ভিতি—ভিত্তি	৫৫৫
ভিনসরবা—প্রভাত	৮০০
ভীন—ভিন্ন	৫০
ভীর—ভীত, ভীরু	১৭৩
ভুঅঙ্গম—ভুজঙ্গম	২৫১
ভুখল—ক্ষুধিত	১৭৩
ভুখিল—ক্ষুধার্ত	৫৫৯
ভুখস—ক্ষুধিত	১২৩
ভুগুতল—ভুক্ত	৪২১
ভুগুতি—ভুক্তি	৯১৯
ভুললাহে—ভুলিয়াছে	৪৪৮
ভুখন—ভূষণ	১০০
ভুঁজিঅ—ভোগ করি	৫১৮

	পদ-সংখ্যা
মরহি—মরে	৮৩৮
মলান—ম্লান	২৫৫
মলামলি—জ্যোতিহীন	৮৩৯
মশানী—মৃত	৯৫৮
মহ—মধ্যে	৩০৭
মহঘ—মহার্ঘ	৩৬০
মহত—মাহুত	২৩১
মহত—মহত্ত্ব, সম্মান	৩৫৬
মহতারী—মাতা	৯৬৩
মহতিক—বৃহৎবীণা	৬১৭
মহামখ—যজ্ঞ	১০০৭
মহলম (ফার্সি)—মালুম, গোচর	২৬১
মহুঅরি—মধুকরী	৬০৬
মহুথ—মহত্তক	৯৬৯
মহেসর—মহেশ্বর	৮০৪
ময়—মদ	৮:৬
ময়ন—মদন	৮০২
মাই—সখি	৮১৪
মাই—মাগো	৫৬৮
মাউগ—রমণী	৯৪৫
মাএ—মাতঃ	৯৭৬
মাওল—মস্তক	৯৬৫
মাখল—মাখান	৩৪২
মাগওঁ—প্রার্থনা করি	২২
মাঁগ—চায়	২১৮
মাজ্ঝি—মহার্ঘ	৮১৬
মাজল—মুছিল	৫৪৩
মাঁজরি—মঞ্জরী	১৪৫
মাঁঝ—মধ্যে	৬১
মাতল—মত্ত	১১
মাথ—মাথায়	১৭৩
মাথুর—মথুরা	২৫
মাদ—দাম, সমূহ	১৭২

	পদ-সংখ্যা
মাধো—মাধব	৭২৬
মানও—মানিবে	১৪৭
মানব—মানিবে	৬০
মানি—বিবেচনা হয়	১০৫
মানিঅ—প্রার্থিত	৪৩৮
মারু—মারিতেছে	৭০২
মারুঅ—মথুবা	৬৩২
মাহ—মধ্যে	১১১
মাহ—মাস	৭১০
মিঝল—মিশ্রিত	৫৭৩
মিঝায়—নিভায়	১৬৭
মিথ—মিথ্যা	৯৬
মিটি—মুছিয়া	১২২
মিরদঙ্গিঁয়া—মৃদঙ্গ	৯৭২
মিলও—মিলিত	৯৭
মিলতী—মিলিত হয়	৭২০
মিলল—মুদিত হইল	১০১৫
মিললি—দেখা হইল	৩২
মিলয়ই—মিলাইয়াছে	৮৪৬
মিলাবহি—মিলাইলে	৭২১
মিলাবিয়—মিলাইয়া	১৫১
মিলিঅ—মিলিত করিয়া	৩৫
মীনতি—বিনতি	১১৯
মীঠ—মিষ্ট	৫২
মুখজ—মুখের	৮৪৫
মুখহু—মুখেও	১০৫৮
মুগুধি—মুগ্ধা	১৩
মুছুনা—মূর্চ্ছনা	৩০৯
মুঝে—আমাকে	৪২
মুতি—মূর্ত্তি	২৯
মুদ—মোদ, আনন্দ	৫১৬
মুদরি—আংটি	২৭৩
মুদলা—মুদ্রিত	৫৯৫

	পদ-সংখ্যা
মুন—মুদিত করে	৬৮১
মুনল—মুদ্রিত করিয়াছিল	৪৮৮
মুনলাহু—মুদ্রিত করিলেও	৩৩১
মুন্দল—মুদ্রিত	১০৮
মুনি—বুজিয়া	২৯৬
মুনিছক—মুনিরও	৩৫
মুরুখ—মূর্খ	৮০৮
মুরুছলি—মূর্চ্ছিত	২২
মুরুছাঈ—মূর্চ্ছিত হইয়া	৭৯২
মুসইত—অপহরণ করিলে	২৩১
মুসএ—চুরি করিতে	২৩২
মুহ—মুখ	৫০২
মুহথার—দুর্মুখ রমণী	৩৮৫
মুঁজ—মুঞ্জতৃণ	৯১৬
মুজোরি—মঞ্জরী	৪৭
মুঁছু—রোধ করিলাম	১১
মুঁহু—মুখে	১
মূদল—মুদ্রিত	৩৬৩
মূদি—মুদিয়া	১৩৯
মূর—মূল	৪৩৪
মূলবাদী—মূল্যবাদী	২২৬
মূস—মূষিক	৯৪৩
মূসব—অঙ্কুশদ্বারা নিবারিত	৮১৬
মূড়হি—মাথাই	৪৩৪
মূঁচ—মাথা	৬৯৯
মূঁড়—মূল	৩৯২
মৃগঙ্কা—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র	৪৭০
মেট—মিলায়, মুছে	৪৫৪
মেটউ—দূর হইল	৮৮৫
মেটও—মিটুক	৪৪৫
মেটত—মুছিবার	২৪৭
মেটল—ঘর্ষণ	৩২২
মেটহ—দূর কর	১০৬১

	পদ-সংখ্যা
মেথুরা—মথুরা	৮৬৩
মেরা—মিলন	৭৮
মেড়াউলি—মিলাইলাম	১৮৬
মেরাওল—মিলাইল	১২২
মেরানী—মেলানি, বিদায়	৩০৯
মেল—বিকাশ	১২৩
মেলএ—মিলাইয়াছে	৯৪২
মেলওঁ—নিক্ষেপ করি	৮৭৩
মেলা—মিলন	২
মেলল—ফেলিলেন	১
মেলী—মিলন	৩
মেহ—মেঘ	৩৬
মৈঁ—আমি	২২
মো—আমাকে	২২
মো—আমি	৭৭
মোঞে—আমি	১২৫
মোতি—মুক্তা	১০৫
মোতিম—মুক্তার	৩৬
মোদ—আনন্দ	৩২৭
মোপতি—আমার প্রতি	৭১৬
মোর—মোড়, বাঁক	৫
মোর—ময়ূর	৩০৮
মোরা—আমার সহিত	৩৫০
মোরা—আমার	৯
মোরাহু—আমার	৬৫০
মোরি—ঘুরাইয়া	৭৫
মোলল—মোচড়ান	৫৬২
মোলে—মূল্য	১২৯
মোহলা—মুগ্ধ করিল	৪১
মোহি—মোহিত, অবসাদগ্রস্ত	১৭৫
মোহি—আমাকে	১১৫
মোহী—আমি	২৯৭
মোহ—আমার	৯৪৫

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
মোহে—আমাকে	৪৬৮	মোড়এ—ফিরাইল	৫৬৮
মোয়ঁ—আমি	২৮	মোড়ি—ফিরিয়া	৫৭৫

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
যহ—এখানে	১০২৭	যোগনিক—যোগগামিকাদের	৮৭৮
যাহি—যাইয়া	৮৮৮	যৌবতি—যুবতি	৮৪৫

র

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
রঅনি—রজনী	৭৩২	রতলি—অনুরক্ত হইল	৫৯৬
রইনি—রজনী	৬১৮	রতিয়ক—রতিপরিমাণ	৯৭১
রউরা—পাগল	৯৭০	রতোপল—রক্তোৎপল	২০৬
রএ—রব	৮০২	রতৌঁধি—রাতকানা	১০১৭
রখিতথি—রাখিত	৯৫৯	রথবারে—রক্ষক	৮০৩৮
রগডল—রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিল	৭৪৩	রদপাতী—দন্তপংক্তি	১৫২
রঙ্গ—সুরঞ্জিত	১৯১	রন্ধা—রাজা	৩
রঙ্গরঙ্গ—নানারকম	৯৪৭	রাব—রব	৪০
রঙ্গিয়া—সদানন্দ	৯৭২	রভস—হর্ষ	১৬৯
রঙ্গু—রঙ্গ	৬০৮	রভস—কেলি	৮০৬
রচইতে—উদ্ভাবন করিতে	৯১০	রমন—বল্লভের	৮০৩
রজাগৌ—রাজার নিকট	৯৫৫	রমান—রমণ, বল্লভ	৪
রটইত—কহিতেছে	৭৮৪	রসনা—কাঞ্চী	২৪০
রটঈ—রটিতেছে, শঙ্কিত হইতেছে	৬১৭	রসনানন্দ—বাক্‌পটু	৫০৮
রটল—চলিয়া গেল	৬৯০	রসভোর—রসমুগ্ধ	১৫
রতঁউধী—রাতকানা	১০২১	রসমন্ত—রসিক	১১১
রতল—অনুরক্ত	৬৭৭	রসিয়া—রসিক	৮৭৪

	পদ-সংখ্যা
রহ—আছেন	১৩৮
রহওঁ—রহিয়াছি	৭২৪
রহথু—থাকুক	৯৭৪
রহল অছ—রহিয়াছে	৪০
রহলিছ—রহিল	৫৯৯
রহস—রহস্য	৮২৮
রহিঅ—থাকিয়া	৩৩১
রয়না—রজনী	৭২৬
রয়নি—রজনী	১৯৬
রাঈ—রাধা	৫৭
রাউ—রাজা	৯৪২
রাএ—রাজার	১২৫
রাখএ চাহিঅ—রাখা উচিত	২৫৫
রাখথি—রাখে	৭২৩
রাখথু—রাখিবে, রহিবে	৬২৩
রাখহিসি—রক্ষা কর	১৩৩
রাখহু—রক্ষা করিতেছ	২৬১
রাগি—অনুরাগিনী	৩৯
রাঙ্ক—দরিদ্র	৪২৯
রাঙ্গলি—রং করিয়াছে	২৮১
রাঁক—রঙ্ক, দরিদ্র	১৪২
রাজপন—রাজত্ব	২৩৮
রাজব—শোভা পাইবে	৮১৬
রাতল—অনুরক্ত	১১৬
রাতাসনা—রাত্রে খাইবার	১০২৪
রাতুক—রজনীর	১৯৯
রাব—রব	৪০৬
রাব—গুড়	৪৪৪

	পদ-সংখ্যা
রারি—বিবাদ	৯৫০
রাহি (রাহী)—রাধা	৩৯
রাস—রাশি	৩৩২
রাড়ক—ইতর জাতীয় ব্যক্তি	৩৩৩
রিঝ—আনন্দ	৫৯৭
রিঝাএব—আনন্দের ঢেউ তুলিব	১০৩২
ঋতুরাঈ—ঋতুরাজ	৬০৬
রিবাড়ল—তাড়া করিল	৮৭৩
রিসী—রাগ	৯২০
রীঝি—হৃষ্ট হইয়া	৫৪৯
রুখলি—রুক্ষ	৭৭৮
রুচল—শঙ্কিত হইল	৮২৪
রুণ্ড—মুণ্ড	৯৫৮
রুস—রোষ করিয়া	৪৮২
রুঠে—রুষ্ট	১৮২
রুদরাছ—রুদ্রাক্ষ	৯৭০
রুসলি—কুপিতা	৩৬৮
রেহ—রেখা	৭২৪
রৈনি—রজনী	১
রোঅউ—রোদন করুক	৩৯১
রোঅএ—রোদন করে	৩৫
রোঈ—কাঁদে	৮৬
রোএল—রোপন করিল	৫১
রোঁও—রোদন করি	৪৩৪
রোকল—রুদ্ধ করিল	১২৬
রোখত—রোষ প্রকাশ করে	১৪১
রোরা—রোল	৩০৯
রৌক—নগদ	২২৩

ল

	পদ-সংখ্যা
লিধুর—রুধির	১
লিসি—নিস্	৪৪৫
লিহলে—লইলে	২৪৭
লিহি—লিখি, লিখিয়া চিত্র করিয়া	১০৬
লকায়সি—লুকাইলে	৮৪৩
লুবুধল—লুব্ধ	৯০
লে—লইয়া	১৮
লেঅএ—লয়	১২৯
লেখ—গণনা	২৮৩
লিখাপন—অনুভব প্রকাশক	২২৬
লেখি—জ্বালিয়া	৮৭০
লেখে—হিসাবে, পক্ষে	৬৩১
লেথু—লউক	৮১০
লেনেँ—লইয়া	১০২৩
লেপহুঁ—লিপ্ত করিলাম	৪৭০
লেপলা—লিপ্ত	১০০৪
লেবহি—লইব	৯৬০
লেবাকে—লইবার	৯৪৫
লেল—লইল	৩৮
লেলহি—লইলেন	৮৭১
লেলি—লইল	২৫৪

	পদ-সংখ্যা
লেলেছলি—লইয়াছিল	৭৬৫
লেসলি—জ্বালিল	৭০৯
লেসি—নিস্	৪৫০
লেহী—লইবি	৩২৭
লৈতী—লইবে	৯৬৭
লোইয়া—লৌহনির্মিত চিম্‌টা	৯৩৯
লোচনমেলা—নয়নমিলন	৭৮৬
লোটাএল—লুণ্ঠিত হইল	৬৩
লোটৈতী—লুণ্ঠিত হইবে	১০৫৯
লোঠি—লুণ্ঠিত হয়	৭৬২
লোতে—অপহৃত সামগ্রী	২৯৭
লোথ—চোরাইমাল	১০১৬
লোভাঈ—লুব্ধ হইয়া	৬৯৯
লোভাএল—লুব্ধ হইল	৬৮৯
লোর—নীর	৪৬৯
লোলত—দুলিতে লাগিল	৮৯৫
লোলি—ক্ষুদ্রকায়া রমণী	২৫২
লোলুঅ—চঞ্চল	২৩০
লোহকার—লৌহকার, কর্মকার	৫৫৬
লোঢব—তুলিব	৯৬৪

শ

	পদ-সংখ্যা
শামা—মলিন	৯০৯
শ্রীখণ্ডক—চন্দনের	৮৪০

স

	পদ-সংখ্যা
সআনা—চতুর	২০৬
সউরভ—সৌরভ	১১৬
সঈতিন—সতীন	৪৯০
সউরস—সুরস	৪৪৫
সত্র—শত	৬৫০
সএন—শয়ন	৫০৩

	পদ-সংখ্যা
সঁভারি—সাজাইয়া	৭০
সমক—সম্যক্	৮১৬
সমটিও—সামলান	৯৫৮
সমুট—সংবরণ করি	১০০৯
সমত—সম্মতি	৫৭৩
সমতি—সম্মতি	৭৪৫
সমদও—নিবেদন করি	৯৭৬
সমদল—সংবাদ দিয়াছিল	৩
সমদল—নিবেদন করিল	৭৬৯
সমদি—সংবাদ	৩৫৮
সমধানে—সান্ত্বনা	৭৫৩
সমধানে—পূর্ণ	৫৩৫
সমাধল—সমাধা করিল	৮৪২
সমর—স্মৃতি	৭৪৭
সমরপল—সমর্পণ করিলাম	৮৩৭
সমরা—তুলনা	৫৮৬
সমরি—সামলান	৫৬২
সমরি—যুদ্ধ করিল	৫৫৯
সমরি—সম্বরণ করিয়া	৭৫৪
সম্ভরিকহু—সামলাইয়া	২২৫
সমসধর—সমস্তধর	৯২৬
সমহিসম—সমান	৬০
সমাইতি—প্রবেশ করিবে	২৯৮
সমাঈ—সময়	৬০৬
সমাউ—প্রবেশ করিল	২৪২
সমাওত—প্রবেশ করে	৮৩৭
সমাজে—মিলন	১২
সমাজনা—মিলন সম্বন্ধে	১০২৯
সমাদ—সম্বাদ	১৯২৩
সমারু—সাজাইল	২৫০
সম্বাদহ—সংবাদ দাও	৭২৫
সম্ভারলি—সামলাইতে	১৫৪
সম্ভাসন—সদৃশ	৫৫৩

	পদ-সংখ্যা
সমীহএ—অভিলাষ করে	৩
সমুঝয়েব—বুঝাইব	৬৫৬
সমুদ—সমুদ্র	২৪৩
সমুহি—সম্মুখী	১৮০
সম্ভেদ—সম্ভোগ	২০৩
সলভ—পতঙ্গ	৬৯৯
সসন—শ্বসন, পবন	৩১
সসরত—সরসর করিয়া	৯৫৮
সসরল—সরিয়া নামিল	৫৬৩
সসরি—সরসর করিয়া	৮৫৮
সসরি—খসিয়া	৫৬২
সমরু—স্রস্ত হইল	৫৮৫
সসিরেহ—শশিরেখা	২২০
সঁসার—সংসার	২২৩
সহঈ—সহ্য হয়	৪৬০
সহওঁ—সহ্য করিতেছি	২২
সহজক—স্বভাবতঃ	১০২১
সহজহি—স্বভাবতই	৮০৬
সহব—সহ্য করাইবি	১৪৩
সহলে—সহিতে	৪৬১
সহলোলিনি—সহচরী	৬০২
সহস—সহস্র	১০২
সহার—সহকার মুকুল	৫১১
সহিঅ—সহ্য কর	১৬৯
সহী—সহিয়া	৫০২
সংঘাতিনি—সখি	৮০৪
সংপন—সম্পন্ন	৮১৮
সঁয়—হইতে	৩০
সঁয়—সহিত	১০৮
সআন—চতুর	৩৪১
সয়ানি—চতুরা	১৩১
সয়েঁ—সমান	৬০২
সঁয়ান—শয়ন, শয্যা	১১৬

	পদ-সংখ্যা
সাই—সে	১৪১
সাঅর—সাগর	৩৮৪
সাএ—শত	২৮০
সাএ—সময়	৭১৬
সাএ—সখি	২০৭
সাওন—শ্রাবণ	১৩
সাকর—শর্করা	৩৫৮
সাঁকরি—সঙ্কীর্ণ	৩২৫
সাখি—সাক্ষী	২২
সাখি—বৃক্ষ	২৩৮
সাঙরি—শ্যামা, সুন্দরী	১৯১
সাজিয—শস্তা	৮১৬
সাঁচ—সত্য	২৯
সাঁচ—সঞ্চয়	১৫৬
সাজনা—সখা—('সজনি' শব্দের পুংলিঙ্গ)	৪৯৩
সাজনি—সজনি	৩২৮
সাজনিআ—সজনী	১০০০
সাজল—সাজাইল, সন্ধান করিল	৩
সাজলি—সাজানো	৯২২
সাজা—শোভা, সৌন্দর্য	২৪৯
সাঁঝহি—সন্ধ্যায়	৬৩২
সাটে—কশায়	৪
সাটি—শাস্তি	১৪৮
সাটী—শাড়ী	৪৬
সাঠ—সাথ, সঙ্গে	৫৬
সাঠ—শাস্তি	১১৩
সাঁঠি—চাপিয়া	২১২
সাতি—শাস্তি	২০৩
সাদ—শব্দ	১৮১
সাধস—সভয়ে	১৫৪
সাধা—সাধ	৭৭
সাঁধি—সন্ধি	৭৬
সান—সঙ্কেত	১০২৬

	পদ-সংখ্যা
সানল—মাখিল	৩৫৮
সাবধান—সচেতন	৯
সামর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ	৬
সামরি—শ্যামাঙ্গী	১৯৩
সামু—সম্মুখে	১৯০
সারঙ্গ—ভ্রমর	৯৮২
সারঙ্গ—(১) পদ্ম, (২) পশু, (৩) গন্ধ।	
সারঙ্গ ভাস—পশুর হাম্বারব। (বৎসের জন্য গাভী হইতে সারঙ্গভাস অর্থে হাম্বারব করে, তাহা 'মা'।)	৩০৫
সারি—শালিধান্য	১০৩৭
সারী—সাড়ী	১২৬
সাল—শেল	১০৬
সালি—বিদ্ধ হইয়া	৩৯০
সাস—শাশুড়ী	৫৭০
সাসু—শাশুড়ী	২৯৫, ৯২২
সাসুহি—শাশুড়ী	৩২৬
সাঁস—নিঃশ্বাস	১৭
সাহ—সাহায্য	৮২০
সাহর—সহকার	১১৬
সাহি—সাধিয়া	২৬
সিআর—শৃগাল	২১৭
সিকর—শৃঙ্খল	২৩১
সিখওবি—শিখাইব	১৩২
সিঙ্গার—শৃঙ্গার, বেশভূষা	৪৮
সিচু—সিঞ্চন কর	৮০০
সিধারল—চলিল	৭২২
সিধারহ—গমন কর	৩৯৬
সিধি—সিদ্ধি	২০৭
সিন—সেনা	২৯০
সিনায়ত—স্নান করিতে	৪৬
সিনায়লোঁ—স্নান করিলাম	৬৫৭
সিনেহ—স্নেহ	৮৪

	পদ-সংখ্যা
সিন্ধে—সিঁধে	৮৪৬
সিম—সীমা	৬৩
সিমর—শিমুল	৩৯০
সিরি—শ্রী	৪
সিরিখণ্ড—শ্রীখণ্ড, চন্দনকাষ্ঠ	৪৮৫
সিরিজু—সৃজন করিল	১১৮
সিরিজুত—শ্রীযুক্ত	৬৮
সিরিফল—শ্রীফল	৩৩
সিরম—শিরে	৯৪৩
সিরিহি—শিরীষপুষ্প	২৩২
সিয়ান—চতুর	৮৪২
সীগ—শৃঙ্গ, শিং	২১৭
সীঁচি—সিঞ্চন করিয়া	৫৬
সীঠি—সিঠে, অবশিষ্ট	৭২৮
সীধি—সিদ্ধি	২৩৫
সীমর—শিমুল	৪২২
সীলকি—শীলের, নম্রতার	৫৬৪
সুঅ—সুত (কামদেব)	৯৮২
সুইলাহু—শুনিলেন	৭০৯
সুক—সুকুমার	৫৩
সুকন্তা—সুকান্ত	৩
সুকেত—সুকৃতি	১০০৮
সুখমা—সুষমা	৪৬২
সুখাবএ—শুকায়	৪১১
সুঘটেও—সুঘটনা	৫২১
সুঘড়—রসিক	৬২১
সুচেতনি—সুচতুরা	৮৪২
সুজানি—চতুরা	১০১২
সুঝ—দেখা	১০১৫
সুঝম্প—আন্দোলিত ও শব্দিত	৮০৭
সুতথু—শয়ন করিয়াছিল	৩৭০
সুতন্ত—সুতন্ত্র	২০৬
সুতরি—দড়ি	৪৪৪

	পদ-সংখ্যা
সুতল—শয়ন করিল	১৭
সুতসি—শয়ন করিয়া আছ	২৩৩
সুতয়ঁ—শয়ন করি	৬৭৯
সুতায়ল—শোয়াইল	২১৪
সুতিএ—শুইয়া	৮০৪
সুধ—সুদ্ধ	৩২৩
সুধ—শুধু	৯০৭
সুধনি—উত্তম রমণী	৭৫৮
সুধি—সন্ধান	৯৩৯
সুন—শূন্য	৯৭৭
সুনতহি—শুনিলেই	৬২৮
সুনসন—শূন্যতুল্য	৪৩০
সুনসি—শোন	৫৮
সুনিঐহি—শুনিলাম	৯৫৬
সুনু—শুন	৯২৯
সুপহু—সুপ্রভু	৪৪৫
সুবিতত—সুবিদিত	২৯২
সুভাব—স্বভাব	৭৮৪
সুমন—সুমনস্, পুষ্প	১৪৮
সুমঝাএত—বুঝাইবে	৭০৩
সুমঝাবে—সান্ত্বনা করে	৭৫৪
সুমরণ—স্মরণ	৭০৮
সুমরি—স্মরণ করিয়া	৮৯৮
সুমিরল—স্মরণ করিল	৭৪৩
সুমিরি—স্মরণ করিয়া	৬৮১
সুমিরিঅ—স্মরণ করি	৪৮৮
সুমুদ—সমুদ্র	৪৩২
সুর—সূর্য	৭১৬
সুরঙ্গ—সুন্দর	২০২
সুরত—অত্যন্ত অনুরক্ত	৩৮৩
সুরতক—কেলির	১৩৬
সুরতরু—কল্পতরু	৮৭১
সুরতান—সুলতান	৮

	পদ-সংখ্যা
সোহায়—ভাল লাগে	৯৮০
সোয়—সেই	৫৪৬
সোঁ—প্রতি	৯৪৭
সোঁ—হইতে	৯৩২
সৌ—হইতে	১০২৭
সৌ—সে	৮০৪
সৌঁ—নিকট	৯৫৫

হ

	পদ-সংখ্যা
হক্কইত—হাঁকিয়া	৫০৭
হকার—আহ্বান	১৪৪
হঁকারই—মঙ্গলকার্যে আহ্বান	৬১৯
হটএ—রোধ করিতে	৯০
হটবই—হট্টপতি	৪৩৭
হটবএ—হাটওয়ালা, দোকানদার	২২৬
হটল—নিষেধ	৩৩১
হটি—নিবারণ করিয়া	১১
হটিআঁ—হাটে	৮
হটিয়াক—হাটের	১০২৩
হটেঁ—বলপূর্বক	৮৫৯
হঠ—একগুঁয়ে	১১
হঠসয়ঁ—বলপূর্বক	১৯
হঠিয়া—হঠ	৮০৬
হথ—হাত	১৩
হথিসার—হস্তিশালা	২৩১
হথোদক—হস্তোদক	৬১৫
হন্তিয়া—হানিতেছে	৭১০
হমরাকেঁ—আমাকে	১০৩২
হমরাহু—আমার	১০২১
হমসৌ—আমার প্রতি	৯৩০
হমে—আমি	৮২৮
হর—হল, লাঙ্গল	৯৩৮
হরখ—হর্ষ	৭৯৮
হরখাউ—হর্ষিত হয়	৮০৪
হরখি—আনন্দিত হইয়া	১৫৮
হরজাএ—দূর যায়	৫২৬
হরদি—হলুদ	৫২২
হরস্তা—হরণ করিয়াছিল	৬০৮
হরবা—হার	৬৩৩
হরলনি—হরণ করিল	৯২১
হরলয়—হরণ করিতে	২৫১
হরলা—হরণ করিল	১০
হরহ—দূর কর, হরণ কর	১৮১
হরড়াবহ—অস্থির হইও	৬০
হরাএল—হারাইল	৫০০
হরাস—হ্রাস	৩০৩
হরি—মেঘ	৭১১
হরি—চন্দ্র	৯৮২
হরি—ইন্দ্র	৩০৫
হরিকএ—হরণ করিয়া, গোপন করিয়া	৩৬০
হরিকহু—হরণ করিয়া	৪৫০
হরিত—দিক্	২৫৩
হরিতহু—পবন হইতে	৯৮২

	পদ-সংখ্যা		পদ-সংখ্যা
হরিনবহ—কলঙ্কবহ	২৮৩	হিয়রা—হৃদয়	৬০
হরু—অপহৃত হইয়াছে	৯৫০	হীত—হিত, মঙ্গল	৩৫৫
হল—যায়	৩	হীমা—তুষার	৩৭
হলত—যাইবে	২২১	হুতবহ—অগ্নি	১২২
হলব—ফেলিয়া থাকিবে	৯৩৯	হুতাসে—অগ্নিতে	১২১
হলবে—যাইবে	৬৮৪	হুনি—উনি	৯৩০
হলল—অবধারণ করিলাম	৬৪৬	হুলনা—হুলাহুলি	১০৬০
হলল—চলিলাম	৩৫৫	হুলসিআ—উল্লাস করিয়া	৮৩৪
হললি—গেল	১৪৮	হুলাস—উল্লাস	২৫৪
হলহ—যাইও	২২০	হুলাসে—উল্লসিত হয়	৬০৪
হলিঅ—যাও	৬০	হুহ্নি—উঁহার	৬৮৪
হলিআ—যাইবে	৪৪৫	হুঁ—হই	৪৬৭
হলু—গেল	৩০৯	হেমত—হিমালয়	৯২৪
হলু—যাইও	২৬৪	হেরইত—দেখিতে	২৯
হসন্ত—হাসিতেছে	৬০৯	হেরথি—হেরিতেছি	৭৩৩
হসলউ—হাসিয়াছিলাম	৬৯১	হেরসি—দেখিস্	৩৮০
হসী—হাসিয়া	১৪৪	হেরাএল—হারাইল	৬৫১
হঁসইত—হাসিতে	৯১	হেরিতহি—দেখিতেই	৩৫
হঁসয়—হাসিতেছে	১০৫৭	হেরিলহি—দেখিল	১৫২
হাটক—সুবর্ণ	৫৯৮	হেরু—দেখিল	২০৪
হাথিক—হস্তীর	৩০৩	হেড়াএল—হারাইল	৬৪১
হারা—হার	২৭	হো—হও	৯১১
হারী—হারাইল	১০২৮	হোঅত—হইবে	৮১৩
হারু—হার	২০	হোইঅ—হইও	১২৮
হিঅ—হৃদয়	১৬৪	হোইতি—হইবে	৮০২
হিনকহুঁ—ইঁহাকে	৯৬৫	হোইহোঁ—হইব	৭২১
হিমধামা—চন্দ্র	৩৪	হোউ—হও	৭২১
হিডোল—হিন্দোলা	৫৯৬	হোএত—হইবে	২৫
হিয়দয়—হৃদয়	২২	হোএবহ—হইবে	৭৪৭
হেলমেলি—মিলিয়া	৩৭০	হোএবা—হইবে	৪৪৬
হিলোর—হিল্লোল	৫৭৯	হোমায়—হয়	৬৪৯
হিলোল—হিল্লোলিত হয়	২৫৩	হোহ—হও	২২৯
হিয়—হৃদয়	৯৬	হোয়তগএ—হইয়া যাইবে	২৪৬
		হোয়বহ—হইবে	১০১

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পদ-সংখ্যা
চরনন	চরন	৫	১১
মাঁগব আজ	মাগ বেআজ	৬	১৫
লাথ	লাখ	৩৭	১০৮
কঅ	কত	৩৯	১১২
তুলল	ভুলল	৩৯	১১৫
ন বহু	নবহু	৪০	১১৬
ঘর	খর	৪৫	১৩০
নহে	নাহ	৪৬	১৩১
আরতি	আইতি	৫১	১৪৮
ভএ	গএ	৫৪	১৫৬
অনুপামিএ	অনুমাপিয়ে	৬৪	১৯০
পারিএ	পাবিএ	৬৭	২০২
স বিসর	ন বিসর	৬৯	২০৬
ঘোর	খোর	৭১	২১৫
চউদিন	চউদিস	৭৫	২২৮
হয়ি	হরি	৭৯	২৪১
অকাবে	অকারে	৮২	২৪৯
কবিবর	করিবর	,,	,,
কম্বু	কম্বু	৮৩	২৫০
মরকত	মরমক	৮৪	২৫৪
রুন	রতন	৮৫	২৫৫
দাএ	রাএ	৮৬	২৫৯
কুচ	কচ	৮৭	২৬৩
নোঅএ	সোঅএ	৮৮	২৬৬
নন্দন	ননন্দ	,,	,,
দুই	দেই	৯৫	২৮৫
সর	সর্ব	৯৬	২৯০
অবসন	অবসর	৯৯	৩০০
লাথ	লোথ	১১০	[illegible]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পদ-সংখ্যা
সৌতি	সাতি	১১১	৩:৬
রনানে	রমানে	১১২	৩৩৯
উতিতেও	উদিতেও	১১৬	৩৫৪
পরিহহ	পহিরহ	১১৯	৩৬৩
তসন	তৈসন	১২৬	৩৮৬
জঘনে	জখনে	,,	৩৮৪
সা জন	সাধুজন	,,	,,
সবে	অবে	১২৭	৩৮৮
অপরধিন	পরাধিন	১২৯	৩৯২
চকরিত	চকিত	১৩১	২৯৮
হন	হ ম	১৩৮	৪১৯
জুতনে	জতনে	১৪০	৪২৪
পাবএ	পীবএ	১৪১	৪৩৫
অমুতএ	অনতএ	১৫১	৪৬০
পহু	লহু	১৬১	৪৯০
তবনি	তরনি	১৬২	৪৯১
গুহসি	পুছসি	১৬৬	৫০০
শুনপ	শুনল	১৭৩	৫২৬
অকুসস	অকুসল	১৮০	৫৪৭
সহ	কহ	১৮০	৫৪৭
মামল	মানল	১৮১	৫৪৯
পঠি	পীঠ	১৮১	৫৪৯
কেকরু	কেকরুওর	১৮১	৫৪৯
তাস	ভাস	১৮৩	৫৫২
মহব	মহঘ	১৮৩	৫৫২
সুরেহ	সুনেহ	১৮৫	৫৫৮
বিহরক	বিবহক	১৮৭	৫৬২
কাম	কান	১৮৭	৫৬৩
সগরি	সসরি	১৮৮	৫৬৭
ন.গু. ৫৫৪	ন.গু. ৫৫৯	১৮৮	ফুটনোট
নেহ	দেহ	১৮৯	৫৭২
মুখমগুল	মুখমণ্ডল	১৯৬	৫৯১
কুজি	ফুজি	১৯৭	৫৯৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পদ-সংখ্যা
ভরে	ভয়ে	১৯৮	৫৯৭
সনাগলি	সমাপলি	১৯৮	৫৯৯
পঞ	পঞ	১৯৯	৬০১
পঘুরিআ	পথুরিআ	২০০	৬০৫
পমতুরা	সমতুরা	২০১	৬০৬
লঘিমা	লখিমা	২০৭	৬২৩
মুরঝি	মুরছি	২০৮	৬২৭
নীভ	নীত	২০৯	৬৩০
রকম	করম	২১২	৬৪০
বিরতি	বিনতি	২১৪	৬৪৬
কমরকেতু	মকরকেতু	২১৪	৬৪৭
দন্দেস	সন্দেস	২১৫	৬৪৮
নবহু	সবহু	২১৫	৬৪৯
অঅর	অজর	২১৫	৬৪৯
কাদহু	কীদহু	২১৬	৬৫০
ন.গু. ৬৪৫	ন. গু ৬৪৪	২১৬	ফুটনোট্
সিখিহু	লিখিহু	২১৬	৬৫২
ছছ	ছুছ	২২০	৬৬২
গাহিল	পাহিল	২২৭	৬৮৪
দেখু	দেয়ু	২৩০	৬৯৩
কোম	কোন	২৩১	৬৯৬
ছনছি	ছনহি	২৩২	৬৯৯
তাপিন	তাপিনী	২৩৫	৭০৮
তজ	তেজ	২৩৮	৭১৭
মজুকর	মধুকর	২৩৯	৭২০
করদিনে	কতদিনে	২৪৫	৭৩৭
ছুথী	দুখী	২৪৫	৭৩৮
চরই	চরই	২৪৭	৭৪৪
দয়বেদি	হৃদয়বেদি	২৪৮	৭৪৭
গনন	গগন	২৫২	৭৫৯
সাঁজরি	মাঁজরি	২৫৫	৭৬৭
অহসন	অইসন	২৫৫	৭৬৮
রসএ	রহএ	২৫৬	৭৬৯

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রা	পদ-সংখ্যা
তত	সত	”	”
বৌরি	বৈরি	২৫৮	৭৭৬
দসসি	দসমি	২৬০	৭৮১
মুথ	মুখ	২৬০	ঐ
স্থন	শুন	২৬১	৭৮৩
আখি	আধি	”	”
বিসবল	বিসরল	২৬৪	৭৯১
নয়নন	নয়ন ন	২৬৫	৭৯৪
সব	নব	২৬৬	৭৯৫
হুরব	হবৰা	২৬৭	৮০০
সুমরাওঁ	সুমরাও	২৬৮	৮০৩
স্থন	শুন	”	”
ধেমুক	রেমুক	২৬৯	৮০৪
আবে সে	আবেসে	২৬৯	৮০৬
সুখদায়ক	দুঃখদায়ক	২৭০	৮১০
ছে	চো	২৭১	৮১৪
ভুখ	মুখ	২৭৫	৮২৪
গকল	কসল	২৭৬	৮২৯
ছিঅ	হিঅ	ঐ	ঐ
মিনাত	মিনতি	২৭৯	৮৩৬
জোথি	জোখি	২৮০	৮৩৮
সাগ	সাপ	২৮০	৮৩৯
দাগ	দাপ	ঐ	ঐ
হার	হরি	২৮২	৮৪১
চলচল	ছলছল	২৮৩	৮৪৬
জমম	জনম	২৮৪	৮৪৮
লোল	বোল	২৮৬	৮৫৫
একমানে	পকমানে	২৮৯	৮৬৩
নন্দক	নন্দন	২৯১	৮৬৫
পারক্রো	ন পারক্রো	২৯৪	৮৭৩
গোর	গীর	২৯৫	৮৭৭
মাধ	মধি	২৯৫	৮৭৭
তৌওনে	তৈওনে	২৯৬	৮৭৮

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পদ-সংখ্যা
মাধল	মাধব	২৯৬	৮৮১
গুন	বুন	২৯৬	৮৮১
গোৗরী	গোরী	৩০৫	৯০৪
অচলা	অবলা	৩০৬	৯০৬
পরচন্দা	পরচণ্ডা	৩০৮	৯১১
ওলাউমত	উমতওলা	৩১৫	৯৩৫
নান	নাম	৩১৬	৯৩৬
ফিরসি	কিরিগি	,,	৯৩৮
বুয়ই	থুযই	,,	৯৩৯
ঌেটল	মেটল	৩২২	৯৫৫
জাগ	জোগ	৩২৪	৯৫৯
জগাঈ	জমাই	৩৪৪	৯৬০
ধিসি	ঘিসি	,,	,,
ধর	ঘর	,,	৯৬১
দিনক	ছিনক	৩২৫	৯৬৩
চিত	বিত	,,	৯৬৪
ককর	কিঙ্কর	,,	৯৬৬
জমা	জম	,,	,,
বউরা	রউরা	৩২৭	৯৭০
জনাবত	জগাবত	,,	,,
সিবা	সিব	,,	৯৭২
তাপ	তপ	৩২৮	৯৭৩
নাগর	নগর	৩২৮	৯৭৪
ভখন	তখন	৩৪০	১০০৫
দিবস	দিস	,,	১০০৭
মম	মন	৩৪৭	১০৩০
ভরম	ভমর	৩৪৯	১০৩৫
কোটি	কাটি	,,	১০৩৬
সুখ	মুখ	,,	১০৩৭
খোর	খীর	৩৫০	১০৩৮
লাখপুরুখ	নাথপরশ	৩৫৩	১০৪৯
পাবক	পাপক	৩৫৪	১০৫৩
পড়ার	পণ্ডার	৩৫৫	১০৫৪
খধিরে	রুধিরে	৩৫৫	১০৫৪
ভবন	ভগন	,,	১০৫৫
নট	নব	,,	১০৫৬
লুতলাহ	সুতলাহ	৩৫৭	১০৬১